اَلدُّرُّ الْمَنْضُوْدُ عَلٰى سُنَنِ اَبِىْ دَاوُدَ

আল-আওনুল মাহমূদ

ফি-হল্লি সুনানে আবী দাউদ

(কিতাবুয্ যাকাত - কিতাবুল জিহাদ)

সংকলন ও সম্পাদনা

মাওলানা আব্দুল হাফীজ বিন আব্দুর রউফ

মুহাদ্দিস : মাদরাসা বাইতুল উলূম

ঢালকানগর, গেন্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

আল-মাহমূদ প্রকাশন

ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০।

প্রথম প্রকাশ - অক্টোবর ২০১৩ ইং

আল-আওনুল মাহমূদ

ফি-হল্লি সুনানে আবী দাঊদ

(কিতাবুয্ যাকাত - কিতাবুল জিহাদ)

মাওলানা আব্দুল হাফীজ বিন আব্দুর রঊফ

প্রকাশক - নূরুল্লাহ্ মাহমূদ

আল-মাহমূদ প্রকাশন

১১/১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯১২৫৫৬৩০২, ০১৬৭০৬২৩৭৭৭

মূল্য ঃ ৬০০ টাকা ।

লেখকের কথা

আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে ওহী নাযিল করেছেন তা মূলতঃ দুই প্রকার। **এক.** وحى متلو (অর্থাৎ পবিত্র কুরআন)। যার ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ তা'আলার। হযরত জিবরাঈল আ. যেভাবে পাঠ করে শুনিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুবহু সেভাবেই তা প্রকাশ করেছেন। **দুই.** وحى غيرمتلو (অর্থাৎ হাদীস)। যার ভাব আল্লাহ তা'আলার। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ভাষায়, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কুরআন এবং রাসূলের হাদীস উভয়-ই ওহী। একটি প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত ওহী, আরেকটি পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত ওহী। আল্লাহ তা'আলা ইসলামের যেসব বিধি-বিধান সংক্ষিপ্তভাবে পবিত্র কুরআনে পেশ করেছেন বা ইঙ্গিত প্রদান করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি সবিস্তারে হাদীসে বাতলে দিয়েছেন। এক কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসগুলো-ই হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা। উলূমে হাদীস ব্যতীত পরিপূর্ণভাবে কুরআন বুঝা, তার মর্ম উপলব্ধি করা এবং নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। এজন্যই যুগে যুগে মহামনীষীগণ পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি রাসূলের হাদীস সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের কাজে নিজেদের আত্মোৎসর্গ করেছেন। রচনা করেছেন হাদীসের অসংখ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ। কিন্তু একথা বাস্তব সত্য যে, সহীহ বুখারী ও তিরমিযী শরীফের বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত ও অনুদিত হলেও সুনানে আবু দাউদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম। আরবী ও উর্দু ভাষায় আবু দাউদ শরীফের অনেক শরাহ-শরুহাত বাজারে থাকলেও বাংলা ভাষায় তা একেবারে নেই বললেই চলে। যার ফলে শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই আবু দাউদ শরীফের হাদীসের সঠিক মর্ম উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হচ্ছে। এ বিষয়টি তাকমীল বর্ষে থাকাবস্থায় উপলব্ধি করতে পারলেও নিজের ইলমী দূর্বলতা ও জ্ঞানের অপরিপক্কতার কারণে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তখন হাত দিতে সাহস পাইনি। তবে প্রত্যাশা ছিলো, কখনো আল্লাহ তা'আলা হাদীসের খেদমত করার তাওফীক দিলে একাজে হাত দিবো। কিন্তু হাদীসের খেদমত যে অত্যন্ত কঠিন, তা ছাত্র যামানায় উপলব্ধি করতে না পারলেও পরবর্তীতে বুঝতে সক্ষম হয়েছি। কেননা এক একটি হাদীস থেকে শত সহস্র মাসআলা নির্গত হয়েছে। এক একটি শব্দের মধ্যেও হাজারো অর্থ লুকানো রয়েছে। যার মর্ম উদ্ঘাটন করা একমাত্র খোদা প্রদত্ত ইলম ব্যতীত কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তখন উপলব্ধি করতে পারলাম যে, হাদীস থেকে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞান আহরণ করতে হলে এর ব্যাখ্যা জানা আবশ্যক। কেননা সঠিক ব্যাখ্যা না জেনে শুধু হাদীস অধ্যায়ন করলে অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর আমাদের সামাজে অনেকে এমন হয়েছেনও বটে। এসব বিষয় চিন্তা করে নিজের শতকোটি দূর্বলতা ও অযোগ্যতা সত্ত্বেও আজকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমি একাজে নেহায়েত অযোগ্য। তদুপরী উদীয়মান আলেমে দ্বীন, প্রকাশনা জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, বাংলাবাজারস্থ 'আলমাহমুদ প্রকাশন'র স্বত্বাধীকারী মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল্লাহ সাহেবের বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধ ও সীমাহীন উৎসাহ প্রদানের ফলে **"আল-আওনুল মাহমূদ ফী হল্লে সুনানে আবী দাউদ"**-এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ একটি কিতাব সংকলনের কাজে হাত দিতে সাহস পেয়েছি। বইটি প্রকাশ করে তিনি আমাকে চিরঋণী করেছেন। এছাড়া আরো অনেকেই আমাকে সাহায্য করেছেন। দোয়া করি আল্লাহ যেন সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করেন। পরিশেষে সুহৃদ পাঠক মহলের প্রতি আবেদন, নির্ভুল একটি কিতাব উপহার দিতে প্রচেষ্টায় কার্পণ্য করিনি। তার পরেও এটা যেহেতু অদক্ষ হাতের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, তাই হয়তো আপনাদের নজরে ধরা পড়বে অজস্র ত্রুটি। তবে কোন ত্রুটি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে অবহিত করবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার ওয়াদা রইল। সর্বশেষ আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করি, তিনি যেন ইলমে হাদীসের এই সামান্য খেদমতটুকু সারা বিশ্বব্যাপী কবুল করেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরকালে নাজাত দান করেন। আমীন।

বিনয়াবনত

আব্দুল হাফীজ বিন আব্দুর রউফ

প্রকাশকের কথা

যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের কাওমী ও আলীয়া মাদরাসাগুলোতে 'আবু দাউদ শরীফ' পাঠভূক্ত হয়ে আছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা বাস্তব সত্য যে, আরবী ও উর্দু ভাষায় আবু দাউদ শরীফের বহু শরাহ-শরুহাত বাজারে থাকলেও বাংলা ভাষায় তা একেবারে নেই বললেই চলে। যার ফলে তাকমীল বর্ষের শিক্ষার্থীরা আবু দাউদ শরীফের হাদীস থেকে ফায়দা হাসিল করতে এবং হাদীসের পরিপূর্ণ মর্ম উদ্ঘাটন করতে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের তীব্র চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে আমি উদীয়মান আলেম ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিদ্যাপীঠ, ঢালকা নগর মাদরাসার সম্মানিত মুহাদ্দিস, বহুগ্রন্থের প্রণেতা, হযরত মাওলানা আব্দুল হাফীয সাহেব সাহেবকে এ বিষয়ের উপর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করার অনুরোধ করি। তিনি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাপনা ও গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে কলম চালিয়ে **"আল-আওনুল মাহমূদ ফী হল্লে সুনানে আবী দাউদ"** নামক কিতাবখানা আপনাদেরকে উপহার দিয়েছেন। অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গিতে এবং সংক্ষিপ্তাকারে হাদীসের মাসআলাগুলো তিনি উত্থাপণ করেছেন। আশাকরি কিতাবটি থেকে শুধু তাকমীল বর্ষের শিক্ষার্থীরাই নয় বরং হাদীসের প্রতিটি তালাবাই এর থেকে ফায়দা হাসিল করতে সক্ষম হবে। কিতাবটি থেকে শিক্ষার্থীরা সামান্যতম উপকৃত হলেই আমরা আমাদের শ্রমকে সার্থক মনে করব। পরিশেষে পাঠকমহলের প্রতি আমাদের আরজ, আপনাদের নজরে কোথাও কোন অসমাঞ্জস্যতা মনে হলে আমাদেরকে অবহিত করবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নিবো।

প্রকাশক

মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল্লাহ

আল-মাহমূদ প্রকাশন

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

১৫ ই জুলাই ২০১৩ ঈসায়ী

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সফরে যিনি ইফ্‌তারকে ভাল মনে করেন	৫৩২
সফরে যিনি রোযারাখাকে ভাল মনে করেন	৫৩২
সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে মুসাফির কখন ইফ্‌তার করবে	৫৩৩
রোযাদার ব্যক্তি কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলে রোযা না রেখে পানাহার করবে	৫৩৪
যে ব্যক্তি বলে, আমি পূর্ণ রমজান রোযা রেখেছি	৫৩৪
দু'ঈদের দিনে রোযা রাখা	৫৩৫
তাশ্‌রীকের দিনসমূহে রোযা রাখা	৫৩৫
(শুধুমাত্র) জুমু'আর দিনকে রোযার জন্য নির্ধারিত করা বারন	৫৩৬
এতদ্‌সম্পর্কে (জুমু'আর দিনকে রোযার জন্য নির্ধারিত করা সম্পর্কে) অনুমতি প্রসংগে।	৫৩৭
সারা বছর নফল রোযা রাখা	৫৩৮
হারাম (পবিত্র) মাসসমূহে রোযা রাখা	৫৩৯
মুহাররাম মাসের রোযা	৫৩৯
রজব মাসের রোযা	৫৪১
শা'বান মাসের রোযা	৫৪১
শাওয়াল মাসের রোযা	৫৪১
শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোযা রাখা	৫৪২
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরূপে রোযা রাখতেন	৫৪২
সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা	৫৪৩
যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশদিন রোযা রাখা	৫৪৩
দশই যিল্ হজ্জে রোযা না রাখা	৫৪৪
আরাফাতের দিন রোযা রাখা	৫৪৪
আশুরার দিন রোযা রাখা	৫৪৫
৯ই মুহাররামের দিন আশুরা হওয়া সম্পর্কে যা বলা হয়েছে	৫৪৬
আশুরার রোযার ফযীলত	৫৪৭
একদিন রোযা রাখা ও একদিন না রাখা	৫৪৭
প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখা	৫৪৮
সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা	৫৪৮
যিনি বলেন, মাসের যে কোনদিন রোযা রাখায় কোন অসুবিধা নাই	৫৪৯
রোযার জন্য নিয়্যাত না করার অনুমতি	৫৪৯
যার মতে, নফল রোযা ভাঙ্গার পর এর কাযা আদায় করতে হবে	৫৫২
স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর (নফল) রোযা রাখা	৫৫২
রোযাদার ব্যক্তিকে যদি বিবাহ দাওয়াত করা হয়	৫৫৩
রোযাদার খাবারের জন্য দাওয়াত করা হলে কী বলবে	৫৫৪
ই'তিকাফ প্রসঙ্গে	৫৫৪
ই'তিকাফ কোথায় করতে হবে	৫৫৬
ই'তিকাফকারী প্রয়োজনে মসজিদ হতে বের হয়ে ঘরে যেতে পারবে	৫৫৬
ই'তিকাফে থাকাবস্থায় রোগীর নিকট যাওয়া	৫৫৮
كتاب الجهاد	৫৬১

كتاب الزكوة

কিতাবুয যাকাত

পাঁচটি জরুরি কথা

শুরুতেই কয়েকটি কথা জেনে রাখা প্রয়োজন :

১. পূর্বের সঙ্গে মিল এবং অধ্যায়সমূহের সম্পর্ক

২. যাকাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

৩. যাকাতের বিধান কখন অবতীর্ণ হয়েছে?

৪. নবীগণের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় কি না?

৫. যাকাত বিধানের হেকমত

প্রথম আলোচনা : পূর্বের সঙ্গে মিল

মুসান্নেফ রাহ. ইসলামের দ্বিতীয় রোকন-নামায-এর আলোচনা সমাপ্ত করার পর এখন তৃতীয় রোকনের আলোচনা শুরু করছেন। بني الاسلام على خمس হাদীসের মধ্যেও এই ধারাক্রম রয়েছে। প্রথমে দুই শাহাদত এরপর নামায এবং এখন যাকাত উল্লেখ করেছেন। কুরআন মজীদের তারতীবও অভিন্ন। এজন্য অধিকাংশ ফকীহ ও মুসান্নিফ মুহাদ্দিসগণ এমনই করেছেন। যেমন সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং জামে তিরমিযীর মধ্যে এই ধারাক্রম বজায় রাখা হয়েছে। তবে সুনানে নাসাঈ, ইবনে মাজাহ গ্রন্থে যাকাতের পূর্বে সওমকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মুয়াত্তা মালিকের নুসখা (অনুলিপি) বিভিন্ন ধরনের পাওয়া যায়। হিন্দুস্তানের নুসখায় যাকাতের পূর্বে সওমকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর অন্যান্য কিছু নুসখাসমূহের মধ্যে যাকাতকে সওমের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়াসও এমনই চায় যে, সওমকে যাকাতের পূর্বে উল্লেখ করা হোক। কেননা, সালাত ও সওম উভয়টি শারীরিক ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আর যাকাত হল আর্থিক ইবাদত। তাছাড়া বিশুদ্ধ উক্তি অনুযায়ী যাকাতের পূর্বেই সওম ফরয হয়েছে। যেমনটি সামনে আসবে।

যাকাতকে পূর্বে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এটাই হল অধিকাংশ হাদীস ও কুরআন মজীদের ধারাক্রম। এমনকি কুরআন মজীদের ২২ স্থানে সালাতের সঙ্গে যাকাতকে উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্যে ৮টি আয়াত হল মক্কী সূরার আর অবশিষ্ট সূরাগুলো মাদানী। আদ্দুররুল মুখতার-গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সালাত ও যাকাতের উক্ত মিল একথার প্রমাণ বহন করে যে, এ দুয়ের মধ্যে গভীর মিল ও পরিপূর্ণ সম্পর্ক আছে।

দ্বিতীয় কারণ এটাও হতে পারে যে, কোনো কোনো আলেম একথার তাছরীহ করেছেন যে, আরকানে আরবাআর মধ্যে ফযীলতের বিচারে সালাতের পরই যাকাতের স্থান। এরপর সওম তারপর হজ্ব। তবে এটি হানাফীদের তারতীব। ফলে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. এই তারতীবটি অনুসরণ করেছেন।

শাফেয়ী গ্রন্থসমূহে তারতীবের ভিন্নতা রয়েছে। তাদের মতে যাকাতের তুলনায় সওম ও হজ্ব উত্তম। রওযাতুল মুহতাজীন পৃ. ২৬৭ গ্রন্থে বলা হয়েছে,

وقدم العلماء بيانها على بيان الصوم والحج مع أنهما أفضل منها نظرا لحديث بني الاسلام الخ.

এরপর তিনি হাদীসের মধ্যে যাকাতকে পূর্বে উল্লেখ করার হেকমত বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় আলোচনা : যাকাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

অভিধানে যাকাত শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয় :

১. বৃদ্ধি ও আধিক্যতা। যেমন ফসল বৃদ্ধির পেলে বলা হয় زكا الزرع

২. পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা। যেমন আয়াতে কারীমা – قد افلح من زكاها. يتلوا عليهم آياته ويزكيهم.

পারিভাষিক অর্থে যেহেতু আভিধানিক অর্থের প্রতি লক্ষ রাখা হয় এজন্য ওলামায়ে কেরাম বলেন, উক্ত অর্থ দু'টি যাকাতের মধ্যে পাওয়া যায়। কেননা, যাকাত আদায় সম্পদে বরকত ও বৃদ্ধির কারণ হয়। যেমন হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–ما نقص مال من صدقة অথবা বলা হবে যে, যাকাত আদায়ে সওয়াব বৃদ্ধি হয়। অথবা এই দিক থেকে বৃদ্ধি হয় যে, যাকাতের সম্পর্ক হল বর্ধনশীল সম্পদের সঙ্গে। আর দ্বিতীয় অর্থ এভাবে পাওয়া যায় যে, যাকাত কার্পণ্যতার নিচুতা থেকে পরিশুদ্ধতা অথবা গুনাহ থেকে পবিত্রতার কারণ হয়।

কোনো কোনো আলেম যাকাতের তৃতীয় আরেকটি অর্থ লিখেছেন। তা হল প্রশংসা। যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, فلا تزكوا انفسكم

যাকাতের পারিভাষিক অর্থ হল আল্লাহ তাআলা নির্দেশ اتوا الزكوة পালনের নিয়তে এমন মুসলমান, ফকীর ব্যক্তিকে বার্ষিক নেসাবের একটি বিশেষ অংশের (এক বিশমাংশ) মালিক বানানো, যে হাশেমী ও হাশেমীর মাওলা (দাস) নয়।

অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে, (যাকাতের নিয়তে) আদায়ের পর উক্ত সম্পদ থেকে যাকাত আদায়কারীর কোনো প্রকার উপকৃত হওয়ার অধিকার অবশিষ্ট না থাকা। শেষ কথা দ্বারা যাকাত' আদায়কারীর উর্ধ্বতন ও অধস্তন বংশধরদের যাকাতের মাছরাফ হয় না। ফলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া সহীহ নয়। কেননা, এ সকল আত্মীয়দের মাঝে পারস্পরিক উপকার সম্মিলিত থাকে। যার দরুণ যাকাত আদায়কারী ও যাকাত গ্রহণকারীর মাঝে উপকৃত না হওয়া প্রতিফলিত হয় না। (যায়লায়ী)

যাকাত যেমনিভাবে মুকাল্লিফের কাজ 'সম্পদ প্রদান করা'-এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তেমনিভাবে যাকাত হিসাবে আদায়কৃত সম্পদকেও যাকাত বলা হয়।

বিঃ দ্রঃ বযলুল মাজহূদের মধ্যে যাকাতের সংজ্ঞায় হাশেমী না হওয়ার পাশাপাশি মুত্তালেবী না হওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। হাশেমীদের সঙ্গে সঙ্গে মুত্তালেবী না হওয়া শাফেয়ীদের মাযহাব। উক্ত গ্রন্থের এই ইবারতটি হাফেয ইবনে হাজার থেকে নেওয়া হয়েছে যিনি নিজে শাফেয়ী। অবশ্য গনীমতের এক পঞ্চমাংশ সম্পদের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে হাম্বলীদেরও অনুরূপ একটি মতামত রয়েছে।

মালেকীগণ এ মাসআলায় হানাফীদের সঙ্গে আছেন। যেমনটি তাদের কিতাবসমূহে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

হানাফী ও মালেকীদের মতে এই মাসআলায় বনী হাশেমীদের সঙ্গে বনী মুত্তালেব নেই। তবে গনীমতের এক পঞ্চমাংশ সম্পদের ক্ষেত্রে আমাদের মতেও বনী হাশেমীর সঙ্গে বনী মুত্তালিব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সামনে কিতাবুল জিহাদের গনীমত বণ্টন অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

ফায়দা ঃ যাকাতের সংজ্ঞা দ্বারা বুঝা গেল যে, যাকাতের মূল হল মালিক বানানো। ফলে যেক্ষেত্রে মালিক বানানো পাওয়া যাবে না তাকে শরয়ী যাকাত বলা যাবে না। যেমন মসজিদে ব্যয় করা, মৃত ব্যক্তির কাফনের জন্য দেওয়া, জনকল্যাণমূলক কাজ যেমন মেহমানখানা, মসাফির খানা ইত্যাদি নির্মাণ করা।

তৃতীয় আলোচনা : যাকাতের বিধান কখন অবতীর্ণ হয়েছে?

যাকাত কখন ফরয হয়েছে? এ বিষয়ে তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। যথা : ক. হিজরতের দ্বিতীয় বছর। একবছর সওমও ফরয হয়েছে। তবে যাকাত আগে ফরয হয়েছে নাকি সওম-এ সম্পর্কে দুই ধরনেরই মতামত রয়েছে। ইমাম নববী 'আররওযায় প্রথমটির কথা বলেছেন। আর অধিকাংশের মত এর বিপরীত। তাদের মতে সওম আগে ফরয হয়েছে এরপর যাকাত। (পরবর্তী হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়।) সওম দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে ফরয হয়েছে। আর যাকাত ফরয হয়েছে ওই বছরের শাওয়াল মাসে। তবে সদকায়ে ফিতরের বিধান যাকাতের পূর্বে সওমের সঙ্গে হয়েছে। যেমনটি মুসনাদে আহমদ ও নাসাঈর এক রেওয়ায়েতে তার তাছরীহ রয়েছে। এর বর্ণনাকারী হলেন কায়স ইবনে সা'দ। তিনি বলেন,

امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة ثم نزلت فريضة الزكاة.

দেখুন, এই হাদীসে এ কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বেই সদকায়ে ফিতরের আদেশ করেছেন। আর যাকাতের বিধান পরবর্তীতে অবতীর্ণ হয়েছে।

তাছাড়া এ দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, সওমও যাকাতের পূর্বেই ফরয হয়েছে। কেননা, সদকায়ে ফিতর তো সওম সম্পর্কিত বিষয়। যখন সদকায়ে ফিতর যাকাতের পূর্বে হল তখন সওমও যাকাতের পূর্বেই হবে। (হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী)

খ. দ্বিতীয় উক্তিটি হল ইবনুল আছীর আল-জাযারীর। তা এই যে, যাকাতের বিধান নবম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়েছে। তার এই উক্তিটি অগ্রহণীয়। কেননা, অনেক এমন হাদীসে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে যা নিঃসন্দেহে নবম হিজরীর পূর্বেকার। যেমন যিমাম ইবনে ছা'লাবা রা.-এর হাদীস, যা পঞ্চম হিজরীর ঘটনা। তেমনিভাবে হিরাকল-এর হাদীস, যা সপ্তম হিজরীর। তবে নবম হিজরীতে যাকাত সংগ্রহ ও উসূলের জন্য আমিল প্রেরণ করা হয়েছিল যেমনটি ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন।

গ. তৃতীয় উক্তিটি করেছেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনে খুযায়মা। তিনি বলেন, যাকাত হিজরতের পূর্বেই ফরয হয়েছে। তিনি উম্মে সালামা রা.-এর হাদীস দ্বারা তা প্রমাণ করেছেন। এটি ছিল হাবশার দিকে হিজরত সম্পর্কিত। তা এই নাজাশীর প্রশ্নের উত্তরে হযরত জা'ফর ইবনে আবী তালিব বলেছেন,

ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام

অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সালাত, যাকাত ও সওমের আদেশ করেন। আর এটি মদীনায় হিজরতের পূর্বের ঘটনা। ইবনে খুযায়মার প্রদত্ত প্রমাণের বিষয়ে হাফেয আপত্তি করেছেন। তিনি বলেন, এই হাদীস দ্বারা তার এই প্রমাণ দেওয়ার মধ্যে 'নযর' রয়েছে। কেননা, তখন তো পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও সওমও ফরয হয়নি। তাহলে হয়ত তাদের এই প্রশ্নোত্তর পর্বটি হযরত জা'ফর ইবনে আবী তালিব রা.-এর হাবশায় পৌঁছার প্রথমদিকে ছিল না; বরং একটি দীর্ঘ সময় পর হয়েছিল। আর এ দীর্ঘ সময়ে এসব বিষয় ফরয হয়েছিল, যা তিনি হাবশাতেই অবগত হয়েছিলেন।

হাফেয বলেন, তবে এটি 'বায়ীদ' বিষয়। এরপর তিনি বলেন, উত্তম হল এ কথা বলা যে, উক্ত হাদীসে সালাত, সিয়াম ও যাকাত দ্বারা মুত্বলাক (সাধারণ) নামায, রোযা ও সদকা উদ্দেশ্য, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযানের রোযা ও নির্ধারিত যাকাত উদ্দেশ্য নয়।

তবে ইবনে খুযায়মা ছাড়াও অন্য কিছু আলেমের মতও অনুরূপ যে, যাকাত হিজরতের পূর্বে ফরয হয়েছে। আর এর বিস্তারিত হুকুম ও নেসাব ইত্যাদি হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, অসংখ্য মক্কী আয়াতে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। যেমন প্রথম দিকেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ জাতীয় আয়াত আটটি। আর এটি মোল্লা আলী কারী রাহ., আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ. প্রমুখেরও গবেষণা।

চতুর্থ আলোচনা : নবীগণের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় কি না?

হানাফী ও মালেকী মাযহাবের কোনো কোনো গ্রন্থে এ কথার তাছরীহ রয়েছে (যেমনটি আওজাযুল মাসালিকে রয়েছে) যে, আম্বিয়া আ.-এর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। আদ্দুররুল মুখতারে তো এ বিষয়ে ইজমা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাহ্যত ইজমা দ্বারা হানাফী উলামার ইজমা উদ্দেশ্য। কেননা, মুতলাক ইজমার কথা আমি আর অন্য কোনো কিতাবে পাইনি। বরং রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا এর তাফসীর করতে গিয়ে এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। বরং আনওয়ারুস সাতিআর মতো শাফেয়ী কিতাবে আমি এ কথার তাছরীহ পেয়েছি যে, শাফেয়ীদের মতে আম্বিয়া আ.-এর মালিকানা সাব্যস্ত হয় এবং তারা নেসাবের মালিক হলে তাদের উপর যাকাতও ওয়াজিব।

যাদের মতে ওয়াজিব নয় তাদের নিকট ওয়াজিব না হওয়ার 'মানশা' কী? এ বিষয়ে কয়েকটি মত রয়েছে।

১. কেউ বলেন, তা এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া আ.গণকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ থেকে পবিত্র রেখেছেন। তাদের নিকট যা কিছু থাকে তা মূলত আমানত ও ওদীয়ত, যার মালিক আল্লাহ তাআলা।

২. আবার কেউ বলেন, যাকাত হল সম্পদ পবিত্র করার মাধ্যম। আর আম্বিয়া আ.-এর উপার্জিত সম্পদ পূর্ব থেকেই পূত-পবিত্র ও বৈধ, তা পবিত্র করার কোনো প্রয়োজন নেই।

৩. কেউ বলেছেন, যাকাত হল কার্পণ্যতার মন্দ স্বভাব দূরীকরণের মাধ্যম। আর এই হযরতগণ তো কার্পণ্য থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

পঞ্চম আলোচনা : যাকাত বিধানের হেকমত

উলামায়ে কেরাম যাকাতের বিভিন্ন হিকমত উল্লেখ করেছেন।

১. নিজেকে গুনাহ ও কৃপণতার ময়লা থেকে পবিত্র করা।

২. ফকীর-মিসকীনদের প্রতি অনুগ্রহ ও তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা।

৩. এর কারণে আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করা।

৪. সম্পদ মানুষের খুবই প্রিয় বস্তু। যার প্রাচুর্য ও আধিক্যতায় মগ্ন থেকে মানুষের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও আখিরাত সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তাই এই মহব্বত ও উদাসীনতা কমানোর জন্যই যাকাত ওয়াজিব করা হয়েছে। যেন তাআল্লুক মাআল্লাহ ও তাঁর নৈকট্য অর্জিত হয়।

৫. এর মাধ্যমে অনুগত ও অবাধ্যের পরীক্ষা ও পার্থক্য করা হয়। নিজের স্বভাবগত প্রিয় ও পসন্দনীয় বস্তু আল্লাহ তাআলার জন্য কোন বান্দা ব্যয় করে আর কে করে না।

৬. একটি উপকারিতা এই যে, প্রতি বছর সম্পদশালীদের সম্পদ থেকে একটি অংশ ফকীররা প্রাপ্ত হওয়ার দরুণ তাদের এক প্রকারের প্রশান্তি বোধ হয়। যার ফলে সম্পদশালীদের সম্পদ ফকীরদের অবৈধ হস্তক্ষেপ ও জোর-জবরদস্তি থেকে নিরাপদ থাকে। অন্যথায় তারা জোর-জবরদস্তি, খিয়ানত, চুরি ইত্যাদিতে বাধ্য হত। বাহ্যত এতে পৃথিবীতে অনাচার সৃষ্টি হত।

যাকাত সম্পর্কিত প্রাথমিক আলোচনা সমাপ্ত হল। এখন হাদীসুল বাব সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

١٥٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ . عَنْ عُقَيْلٍ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ . وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ . قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ . وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ . حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ . فَمَنْ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ . عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ . إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ . فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ . وَاللهِ . لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَوَاللهِ . مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ . قَالَ : فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

তরজমা ---

১৫৫৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর হযরত আবু বাক্‌র (রা)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। এই সময়ে আরবের কিছু লোক মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগী) হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উমার (রা) আবু বাক্‌র (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি মুরতাদ) লোকদের বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমি নির্দেশ পেয়েছি যে, যতক্ষণ না লোকেরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলবে, ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলবে, তাঁর জান-মাল আমার নিকট নিরাপদ। অবশ্য শরীআতের দৃষ্টিতে তার উপর কোন দণ্ড আসলে তা কার্যকর হবে এবং তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্‌র নিকটে। আবু বাক্‌র (রা) বলেন আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অবশ্যই এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা যাকাত হল ধন-সম্পদের হক। আল্লাহ্‌র শপথ! তারা রাসূলুল্লাহ -এর যুগে যে রশি যাকাত দিত, যদি তাও দিতে তারা অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব। উমার উব্‌নুল খাত্তাব (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তখন আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আল্লাহ তাআলা হযরত আবু বাক্‌র (রা)-র অন্তর যুদ্ধের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন। উমার (রা) আরও বলেন, আমি হৃদয়ংগম করলাম যে, তিনিই (আবু বাক্‌র) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।

তাশরীহ ---

قوله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জাহেলী যুগে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর নাম কি ছিল এব্যাপারে মুহাদ্দীসীনে কিরামদের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। করো কারো মতে তাঁর নাম ছিল, আবদে শামস ইবনে ছখর। আবার কারো মতে ছিল আব্দুর রহমান ইবনে ছখর। কারো মতে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, তৃতীয় উক্তিটিই হল সহীহ।

আর মুসলমান হওয়ার পর উনার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। এবং তাঁর উপনাম ছিল আবু হুরায়রা। তিনি বলেন একদা আমি হাতের আস্তিনে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? তখন আমি বললাম, বিড়াল ছানা। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ইয়া আবা হুরাইরা! বলে ডাক দিলেন। এরপর থেকেই তিনি এ উপনামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান

আর তিনি সপ্তম হিজরীতে খায়বারের যুদ্ধের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে খায়বারে অংশ গ্রহণ করেন। অতঃপর ইলমের প্রতি অনুরাগী হয়ে অনাহার থাকাকে পছন্দ করে সব সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে পরে থাকতেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেখানে যেতেন তিনি ও সেখানে যেতেন।

তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, ৫৩৬৪টি। সাহাবায়ে কিরামের মধ্য হতে অন্য কেউ এ পরিমাণ হাদীস বর্ণনা করেননি। তিনি মদীনা মুনাওয়ারাতে ৫৯হিজরীতে ৭৮বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকী গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

قوله لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এই হাদীসটি আবু দাউদ ছাড়াও সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদেও রয়েছে। জামে তিরমিযীর দ্বিতীয় খণ্ডের কিতাবুল ঈমান-এর প্রথম হাদীস এটি। আর হযরত ইমাম বুখারী এই হাদীসকে কয়েক স্থানে উল্লেখ করেছেন। প্রথমত কিতাবুল ঈমান এরপর কিতাবুয যাকাত-এ উল্লেখ করেছেন। যার শিরোনাম দিয়েছেন باب وجوب الزكاة তারপর দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে استتابة المرتدين এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আর তার শিরোনাম দিয়েছেন-باب قتل من ابى قبول الفرائض

আর ইমাম আবু দাউদ এই হাদীসটিকে এখানে কিতাবুয যাকাত শিরোনামের অধীনে কোনো 'বাব' ও 'তরজমা' ছাড়াই উল্লেখ করেছেন। যার কারণ বাহ্যত এই মনে হয় যে, হাদীসটি এখানে উল্লেখ করে মুসান্নেফের উদ্দেশ্য শুধু যাকাতের গুরুত্ব বর্ণনা করা। কোনো বিশেষ মাসআলার উদঘাটন 'ইস্তেনবাত' উদ্দেশ্য নয়। তাহলে হয়ত কোনো বিশেষ তরজমা উল্লেখ করতেন।

قوله وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ.

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. খলীফা নিযুক্ত হলেন এবং আরবের কিছু গোত্র মুরতাদ হয়ে গেল (যার কারণে সিদ্দীকে আকবর রা. তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ইচ্ছা করলেন) তখন হযরত ওমর রা. তাকে বললেন, ... كيف تقاتل الناس؟

قوله وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ.

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা কুসতালানী রাহ. বলেন, তাদের কিছু লোক মূর্তি পূজার কারণে কাফের হয়েছিল। আর অন্যরা কাফের হয়েছিল মুসায়লামাতু কাযযাব এর অনুসরণের কারণে। যেমন ইয়ামামাহবাসী ও অন্যান্যরা।

আর কতক নিজেদের ঈমানের উপর অবিচল থাকলেও যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল (এই ভ্রান্ত ব্যাখ্যার কারণে যে,) যাকাত শুধু নবী যুগের সঙ্গেই নির্দিষ্ট ছিল। আল্লাহ তাআলার বাণী خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ... দেখুন, এই আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আপনি তাদের থেকে যাকাত গ্রহণ করুন এবং তা নিয়ে তাদেরকে তাদের গুনাহর পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করুন। তাছাড়া তাদের জন্য দুআও করুন। নিশ্চয়ই আপনার দুআ তাদের জন্য আস্থা ও প্রশান্তির কারণ। আর এই মহা বৈশিষ্ট্য একমাত্র নবীজীরই ছিল যে, তাঁর দুআ প্রশান্তির কারণ হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর এই গুণ আর কারো মধ্যে পাওয়া যায় না, যে যাকাত গ্রহণ করবে।

ইমাম নববী রাহ. শরহে মুসলিমে ইমাম খাত্তাবী থেকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উল্লেখ করেছেন। যার সারকথা এই যে, মুরতাদদের দুটি দল ছিল : ১. প্রথম দলটি ছিল ওইসব লোকদের যারা ইসলাম থেকে পরিপূর্ণভাবেই বের হয়ে গিয়েছিল। এরা আবার দুই ধরনের ছিল। প্রথমত ওই সব লোক, যারা মুসায়লামাতুল কাযযাব, আসওয়াদ আনাসী ইত্যাদিদ মিথ্যা নবুয়ত দাবিকারীদের দলভুক্ত হয়েছিল। আর দ্বিতীয়ত ওই সব লোক, যারা নিজেদের পূর্ববর্তী জাহিলিয়্যাতের দিকে ফিরে গিয়েছিল। অর্থাৎ মূর্তি পূজা, কুফর, শিরক ইত্যাদি। (এই প্রকারের ইরতিদাদ এত ব্যাপক ও ভয়াবহ ছিল যে,) দুনিয়ার বুকে শুধুমাত্র মসজিদে মক্কা, মসজিদে মদীনা ও

বাহরাইনের জাওয়াসা অঞ্চলের মসজিদে আবদুল কায়স তিনটি মসজিদেই আল্লাহ তাআলার ইবাদত- বন্দেগী করা হত।

২. দ্বিতীয় দলটি ছিল ওই সব লোকের, যারা সালাত ও অন্যান্য ইসলামী বিধানাবলি মান্য করত কিন্তু যাকাতের ফরযিয়ত ও ইমামের নিকট তা আদায় করতে অস্বীকার করেছিল। এ লোকগুলো বাস্তবিক পক্ষে কাফের ছিল না; বরং বিদ্রোহী ছিল। তবে মুরতাদদের আধিক্যতার দরুণ তাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

মোটকথা এই যে, সে সময় হক ছেড়ে গোমরাহ লোকদের দুটি প্রকার ছিল। এক. মুরতাদ। যাদের মধ্যে দুই ধরনের লোক ছিল যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে। দুই. সালাত ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী যাদেরকে বিদ্রোহী বলা উচিত।

ইমাম খাত্তাবীর কথা দ্বারা বোঝা যায় যে, ইরতিদাদের ফেতনা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। যা ব্যাপক ও ... আকার ধারণ করেছিল।

এ সম্পর্কে হযরত শায়খ বাযলের টীকায় ইঙ্গিতস্বরূপ এবং শাহ সাহেব ফয়যুল বারীতে স্পষ্টভাবে আপত্তি করেছেন যে, এ ধরনের বর্ণনা দ্বীনী ক্ষতি ছাড়াও তা বাস্তব বহির্ভূত।

وقد مر مني عن ابن حزم (في كتابه الملل والنحل) انه لم يرتد الا شرذمة قليلة. (فيض الباري)

হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব, সাবেক মুহতামিম, দারুল উলূম দেওবন্দের প্রবন্ধ 'ইশাআতে ইসলাম'- এ ইরতিদাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করা যেতে পারে।

মিনহাল গ্রন্থকার وكفر من كفر من العرب এর ব্যাখ্যায় বলেন, দ্বীন থেকে ফিরে গিয়েছিল ওই সব লোক, যাদের থেকে আল্লাহ তাআলা কুফরীর ইচ্ছা করেছেন এবং তারা ইসলামের বিধানাবলির অস্বীকার করেছিল সালাত, যাকাত সবকিছু পরিত্যাগ করেছিল এবং জাহেলি যুগের নিজেদের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে গিয়েছিল আর মুসায়লমাতুল কুযযাব, তুলায়হাতুল আসাদী, সাজাহ বিনতে হারিছ আসওয়াদ আনাসীসহ কিছু মিথ্যা নবুয়াতের দাবিদারও প্রকাশ হয়েছিল। যারা মুরতাদ হয়েছিল তারা ছিল আসাদ, গিতফান, বনু হানীফা, ইয়ামামাহ গোত্রের, বাহরাইন অধিবাসী, আম্মান ও কুযাআহ প্রদেশের অধিবাসী ও বনু তামীমের অধিকাংশ লোক এবং বনু সালীমের কিছু অংশ। এরপর তিনি বলেন, وثبت على الاسلام اهل المدينة আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইসলামের উপর অবিচল রেখেছেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর বরকতে। তেমনিভাবে আহলে মক্কাও অবিচল ছিল হযরত সুহাইল ইবনে আমর-এর বদৌলতে। কেননা, তিনিও মক্কাবাসীকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ইন্তেকালের সময় দেওয়া হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর অনুরূপ ঘোষণা দিয়েছিলেন। তেমনিভাবে বনী সাকিফ গোত্রও হযরত উসমান ইবনে আবিল আছ এর মাধ্যমে ইসলামে অবিচল ছিল। তিনিও তাদেরকে এমনভাবে বুঝিয়েছিলেন যেমনটি হযরত সুহাইল রা. মক্কাবাসীকে বুঝিয়েছিলেন।

তাছাড়া আসলাম, গিফার, জুহায়না, মাযীনাহ, আশজা', হাওয়াযেন, জুশাম গোত্র ও আহলে সুনআহও ইসলামের উপর অবিচল ছিল।

আর কতক লোক ছিল যারা সালাত ও অন্যান্য দ্বীনী বিধানাবলি মান্য করত কিন্তু যাকাত অস্বীকার করেছিল একটি সন্দেহের কারণে। এরা মূলত বিদ্রোহী ছিল। তাদের উপর কুফরের প্রয়োগ কঠোরতাস্বরূপ করা হয়েছে। আর কিছু মানুষ এমনও ছিল যারা যাকাতের ফরযিয়তকেই অস্বীকার করেছিল। আবার কেউ এমন ছিল যারা নিজে তো দিতে চেয়েছিল কিন্তু তাদের নেতৃবৃন্দ তাদেরকে বাধা দিয়েছিল। যেমন বনী ইয়ারবূ'। তারা নিজেদের সদকার সম্পদসমূহ একত্র করে সিদ্দীকে আকবর রা.-এর নিকট প্রেরণের ইচ্ছা করলে মালেক ইবনে নুওয়াইরা নিষেধ করেছিল এবং সে এসব সম্পদ নিজের গোত্রের মাঝেই বণ্টন করে দিয়েছিল। মুসলমানদের তখনকার অবস্থা খুবই নাযুক ছিল। তাই হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এই অবস্থা থেকে অতি দ্রুত উত্তরণের জন্য এগারটি পতাকা প্রস্তুত করালেন এবং এগার জন নেতা নিযুক্ত করলেন। যাদের মধ্যে খালিদ ইবনে ওলীদ, ইকরিমা ইবনে আবী জাহল, আমর ইবনুল আছ প্রমুখও ছিলেন। ... فقاتلوا اهل الردة حتى رجعوا الى الاسلام

قوله كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ.

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. যখন যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তখন হযরত ওমর ফারুক রা. তাকে প্রশ্ন করলেন, এরা সবাই তো কালেমা পাঠকারী মুসলমান। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, মানুষেরা দুই শাহাদাতের স্বীকৃতি জানানো পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে আমাকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই হাদীসে দুই শাহাদাতের স্বীকৃতিকে জিহাদের শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া শাহাদাতের পরে মানুষের জান ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যায়। তার জান ও সম্পদের পিছু নেওয়া জায়েয নয়। তারপরও আপনি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের সিদ্ধান্ত কীভাবে গ্রহন করবেন? এর জবাবে আবু বকর সিদ্দীক রা. বললেন, والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার শপথ, আমি অবশ্যই ওইসব লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব যারা সালাত ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে। সালাত তো স্বীকার করে কিন্তু যাকাত অস্বীকার করে।

আর দলীল হিসাবে বলেন, যাকাত ইসলামের হকসমূহের মধ্যে মালের হক। এর বিপরীতটা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝে আসে। অর্থাৎ كما ان الصلاة حق البدن অর্থাৎ যেমনিভাবে শারীরিক হক পরিত্যাগকারীর বিরুদ্ধে জিহাদ করা যায় তেমনিভাবে মালের হক পরিত্যাগকারীর বিরুদ্ধেও জিহাদ হওয়া উচিত। এর দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, সকল সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়টি বুঝতেন যে, সালাত পরিত্যাগকারীর বিরুদ্ধে জিহাদ করা যায়।

আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর জবাবের সারকথা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর উত্তরে সারকথা এই যে, স্বয়ং হযরত ওমর ফারুক রা.-এর পেশকৃত হাদীসই এই প্রমাণ বহন করে যে, ইসলামের হক ও কালেমার হকের বিরুদ্ধে জিহাদ বৈধ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কালেমা পাঠকারী হওয়া সত্ত্বেও হুকুকে ইসলামিয়ার কোনো হক পরিত্যাগ করলে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে। শারেহগণ বলেন, দ্বিতীয় খলীফা হয়ত الا بحقه এই ইসতিছনা'- এর প্রতি লক্ষ করেননি। যার কারণে তিনি এই প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। অথবা তাঁর প্রশ্নের কারণ এই ছিল যে, তিনি মনে করেছিলেন যে, আবু বকর সিদ্দীক রা. তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের সিদ্ধান্ত তাদের কুফুরীর কারণে নিয়েছেন।

আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর জবাব দ্বারা বোঝা গেল যে, জিহাদের সিদ্ধান্ত তাদের কুফুরির কারণে ছিল না; বরং সালাত ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করার কারণে। আর এই পার্থক্যের দুটি সুরত হতে পারে : এক. যাকাতের ফরযিয়তের অস্বীকৃতি। দুই. ইমামের নিকট তা আদায় করার অস্বীকৃতি। প্রথম সুরতটি যদিও কুফুরি, কিন্তু শিরকের মতো এই কুফরটা স্পষ্ট নয়। আর জিহাদ যেমনিভাবে স্পষ্ট কুফুরির বিরুদ্ধে হয় তেমনি অস্পষ্ট কুফুরির বিরুদ্ধেও হয়।

আর দ্বিতীয় সুরত অর্থাৎ ইমামের নিকট আদায়ের অস্বীকৃতি কুফর নয়; বরং রাষ্ট্রদ্রোহ। আর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেও জিহাদ বৈধ।

قوله إِلَّا بِحَقِّهِ.

এই হাদীসে الا بحقه -এর যমীর ইসলামের দিকে ফিরেছে, যা মাকামের করীনা দ্বারা বোঝা যায়। সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় তার তাছরীও রয়েছে।

আল্লামা ত্বীবী রাহ. এই যমীরকে قول এর দিকে ফিরিয়েছেন, فمن قال যার উপর দালালত করে। অর্থাৎ بحق هذا القول اي قول لا اله الا الله

قوله وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কালেমা তাওহীদ-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে এবং ইসলাম প্রকাশ করবে আমরা তার বিরুদ্ধে জিহাদ থেকে বিরত থাকব। আর আমরা তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা খোঁজ নেব না যে, সে মুখলিছ নাকি

মুনাফিক। বাতেনী বিষয় আল্লাহ তাআলার উপরই সমর্পিত। তবে হুদুদ, কিসাস, সালাত ও যাকাত ইত্যাদি ইসলামের হকের কারণে জিহাদ অবশ্যই করব।

শায়খাইনের ইখতিলাফ ও মুনাযারা কোন দল সম্পর্কে ছিল

কোনো গ্রন্থকারের আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের এই মুনাযারা মুরতাদ ও যাকাত অস্বীকারকারী সকলের বিরুদ্ধেই ছিল। এটি ভুল।

অধিকাংশ শারেহগণ এই মুনাযারাকে শুধুমাত্র সালাত ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারীর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। চাই এই পার্থক্যকারীরা যাকাতের (ফরযিয়তের) অস্বীকারকারী হোক কিংবা যাকাত আদায়ের অস্বীকারকারী।

আমাদের মাশায়েখ বলেন, এই মুনাযারা ও ইখতিলাফ যাকাত অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে ছিল না। কেননা, তারা তো কাফের (ضروريات دين এর কোনো একটির অস্বীকারকারী।)। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের সিদ্ধান্তে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। বরং এই মুনাযারা ছিল ইমামের নিকট আদায়ের অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে, যারা বিদ্রোহী। এর সমর্থন হাদীসের এই বাক্য দ্বারাও হয় যে, واللہ لو منعوني عقالا كان يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم على منعه.

এই কথাই হযরত বযলে বলেছেন আর মিনহাল প্রণেতাও তার অনুসরণ করেছেন।

প্রশ্নের মূল মানশা

শারেহগণ বলেন, এমন মনে হয় যে, হযরত ওমর ফারুক রা.-এর নিকট এই হাদীস শুধুমাত্র এতটুকুই পৌঁছেছিল অথবা তখন তার সামনে এতটুকুই স্মরণ ছিল যে, حتى يقولوا لا اله الا الله অন্যথায় সহীহ বুখারীর মধ্যে হযরত ওমর রা.-এর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের হাদীসে حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة বিদ্যমান রয়েছে। বরং সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به আছে। যদি তাঁর এই পূর্ণ হাদীস স্মরণ থাকত তবে এই প্রশ্ন জাগত না।

তেমনিভাবে হয়ত হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এরও এতটুকু ইয়াদ ছিল। অন্যথায় যাকাতকে সালাতের উপর কিয়াস করার কিংবা الا بحقه থেকে ইস্তেনবাত করার প্রয়োজন পড়ত না।

আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে, সিদ্দীকে আকবরের পূর্ণ হাদীসটি স্মরণ ছিল কিন্তু তিনি 'নযরী দলীল' দ্বারা তা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। আর হয়ত ওমর ফারুক রা.-এর তাঁর তাম্বীহ ছিল যে, যদি আপনি আপনার বর্ণনাকৃত হাদীস নিয়েই চিন্তা করতেন তাহলে এই প্রশ্ন হত না।

ফিকহী মাসআলা

এখন প্রশ্ন এই যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত কী?

এর উত্তর হ ল, ইমাম বুখারী রাহ. সহীহ বুখারীতে (পৃ. ১০২৩) কিতাবু ইস্তিতাবাতুল মুরতাদদীন-এর অধীনে এই মাসআলা সম্পর্কে একটি পৃথক অধ্যায় উল্লেখ করেছেন যার শিরোনাম হল, باب قتل من ابى قبول الفرائض আর সেখানে ইমাম বুখারী রাহ. শায়খাইনের মুনাযা সম্পর্কিত এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এই অধ্যায়ের অধীনে আল্লামা আইনী ও অন্যান্য শারেহগন লেখেন, যদি কোনো ব্যক্তি ফারাইযে ইসলামের কোনো একটি ফরযকে অস্বীকার করে তবে শুধুমাত্র ফরযিয়তের অস্বীকার করলেও সে মুরতাদ হয়ে যাবে। মুরতাদের বিধান তার উপর আরোপ হবে। অর্থাৎ তওবা করানোর পর হত্যা করে দেওয়া।

আর যদি ফরযিয়্যতকে স্বীকার করে কিন্তু তা আদায়ের অস্বীকৃতি জানায় তাহলে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তাকে হত্যা করা যাবে না এবং তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে না। বরং জোরপূর্বক তার থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে তবে শর্ত হল সে যেন .... না হয় এবং মোকাবিলা করতে উদ্যত না হয়। আর যদি সে .... হয় এবং মোকাবেলার জন্য উদ্যত হয় তাহলে ইমামুল মুসলিমীন তার বিরুদ্ধে জিহাদ করবে।

সুতরাং আবু বকর সিদ্দীক রা. যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যে জিহাদ করেছিলেন তা তাদের যুদ্ধের জন্য উদ্যত হওয়ার কারণেই ছিল। (কেননা, যাকাতের অস্বীকারকারীরা নিজে থেকেই যুদ্ধের জন্য উদ্যত হয়েছিল।)

বিঃ দ্রঃ সালাত পরিত্যাগকারীর হুকুম সম্পর্কে দ্বিতীয় খণ্ডের কিতাবুস সালাতের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

قوله وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا.

অর্থাৎ আল্লাহর শপথ, তারা যদি আমাকে একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে তবে এ কারণেও আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব।

عقال এর ব্যাখায় কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। যথা :

১. কেউ কেউ শব্দটির বাহ্যিক অর্থ 'রশির টুকরা' উদ্দেশ্য করেছেন। এখন প্রশ্ন হয় যে, যাকাত হিসাবে তো রশির টুকরা নেওয়া হয় না। তাই এর জবাব এই যে, এখানে রশির টুকরা কথাটি মুবালাগা বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ণ যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি তো পরের কথা, কেউ যদি তার যাকাত থেকে সামান্য পরিমাণ (যা রশির সমমূল্যের) আদায় না করে তবুও তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে।

২. ইকাল-এর ব্যবহার 'এক বছরের যাকাতে'র জন্যও হয়ে থাকে। আর দুই বছরের যাকাতকে 'ইকালান' বলা হয়। এই উক্তিটি নযর ইবনে শামীল, আবু উবায়দ মুবাররাদ অন্যান্য আকাবিরে আহলে লুগাত থেকে বর্ণিত আছে।

৩. এর দ্বারা উদ্দেশ্য এমন রশি, যা দ্বারা যাকাতের প্রাণী বেঁধে সায়ীকে দেওয়া হয়। কেননা এটি ছাড়া সাধারণত প্রাণীর যাকাতের তাসলীম হয় না।

৪. এক উক্তি মতে ইকাল বলা হয় যুবক উটনীকে। তখন মতলব হবে, যদি একটি উট দিতে অস্বীকার করলেও জিহাদ করব তাহলে এর বেশি তো দূরের কথা।

৫. এর দ্বারা যাকাতের রশিই উদ্দেশ্য। যেমন যে ব্যক্তি রশির ব্যবসা করে তার উপর তো যাকাত হিসাবে রশিই ওয়াজিব হবে। কেননা, ব্যবসার সম্পদেও যাকাত ওয়াজিব হয়। তবে এটি একটি অহেতুক উক্তি। কেননা, এক্ষেত্রে তো রশির কোনো নির্দিষ্টতা নেই।

قوله فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

হযরত ওমর ফারুক রা. বলেন, আমি পূর্ণ নিশ্চিত যে, আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর মতটিই সঠিক। এ বিষয়ে তিনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন? এর বাহ্যিক উত্তর হল, ঐ দলীল দ্বারাই নিশ্চিত হয়েছেন যা তার কালাম ও এই মুনাযারার মধ্য উল্লেখ রয়েছে। যার আলোচনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি উদ্দেশ্য নয় যে, আমি তার সামনে অস্ত্র সমর্পণ করেছি এবং তার কথা আনুগত্য হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছি।

বাবের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত :

অধিকাংশ নুসখায় এখানে باب وجوب الزكوة শিরোনাম নেই। সে হিসাবে ইমাম আবু দাউদ এই হাদীসটিকে এখানে কিতাবুয যাকাত শিরোনামের অধীনে কোনো 'বাব' ও 'তরজমা' ছাড়াই উল্লেখ করেছেন। যার কারণ বাহ্যত এই মনে হয় যে, হাদীসটি এখানে উল্লেখ করে মুসান্নেফের উদ্দেশ্য শুধু যাকাতের গুরুত্ব বর্ণনা করা। কোনো বিশেষ মাসআলার উদঘাটন 'ইস্তেনবাত' উদ্দেশ্য নয়। তাহলে হয়ত কোনো বিশেষ তরজমা উল্লেখ করতেন।

তবে কোন কোন নুসখায় এখানে باب وجوب الزكوة শিরোনাম রয়েছে। উক্ত শিরোনামের সাথে এই হাদিসের মুনাসাবাত এই যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটাই প্রমান করে যে যাকাত ওয়াজিব।

وهذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث، وليس المقصود ذكر التاريخ، وإنما المقصود دلالته على أن الزكاة واجبة ولازمة، وهذا يقاتل عليها.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ . عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عِقَالًا . وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ . قَالَ : عَنَاقًا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ . وَمَعْمَرٌ . وَالزُّبَيْدِيُّ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . فِي هٰذَا الْحَدِيثِ : لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا وَرَوَى عَنْبَسَةُ . عَنْ يُونُسَ . عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ . قَالَ : عَنَاقًا .

١٥٥٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ . وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ . قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ . عَنِ الزُّهْرِيِّ هٰذَا الْحَدِيثَ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ حَقَّهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ . وَقَالَ : عِقَالًا

তরজমা

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, রবাহ ইবনে যায়েদ (র) মা'মার হতে, তিনি যুহরী হতে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ "ইকালান" বলেছেন। আর ইবনে ওয়াহব (র) উক্ত হাদীসটি ইউনুস হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি "আনাকান" (বকরির বাচ্চা) বলেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, শু'আইব ইবনে আবি হামযা, মা'মার ও যুবায়দী ইমাম যুহরী (র) হতে উপরোক্ত হাদীসের মধ্যে "লাও মানউনী আনাকান" (যদি তারা একটি বকরির বাচ্চাও যাকাত হিসেবে দিতে অস্বীকার করে) বলেছেন। আর আম্‌বাসা (র) ইউনুস হতে, তিনি যুহরী হতে এ হাদীসের মধ্যে "আনাকান" বলেছেন।

১৫৫৭। হযরত ইবনুস সারহ ও সুলাইমান বিন দাউদ .... ইমাম যুহ্‌রী (রহ) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, হযরত আবু বাক্‌র (রা) বলেন, তার হক হল যাকাত আদায় করা। এই বর্ণনায় রাবী 'ইকালান' শব্দ উল্লেখ করেছেন।

তাশরীহ

قوله قال ابو داود প্রথম قال ابو داود দ্বারা উদ্দেশ্য উপরোক্ত হাদীসের মতনের মধ্যে রাবীদের ইখতেলাফ উল্লেখ করা। কেউ কেউ "ইকালান" বলেছেন। কেউ কেউ "আনাকান" বলেছেন।

قوله باسناده অর্থাৎ عن عبيد الله عن أبي هريرة

قوله قال بعضهم কোন কোন নুসখায় এখানে وقال بعضهم আছে।

قوله عقالا ইকাল আইন-এর কাসরার সঙ্গে, যার ব্যাখ্যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

قوله قال عناقا আনাক আইনের ফাতহার সঙ্গে অর্থ বকরির ওই বাচ্চা, যার বয়স এক বছরের কম।

قوله قال ابو داود দ্বিতীয় قال ابو داود দ্বারা উদ্দেশ্য "আনাকান" কে প্রাধান্য দেওয়া। অধিকাংশ শাফেয়ী ব্যাখ্যাকারগণ আনাক শব্দটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন ইমাম বুখারী তাছরীহ করেছেন যে, هو اصح এর এক কারণ এটিও হতে পারে যে, এর সাথে একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা সম্পর্কিত, যার সম্পর্ক হল প্রাণীর যাকাতের সঙ্গে। আর সে মাসআলা এই যে, যদি কারো মালিকানায় শুধুমাত্র ছোট ছোট প্রাণীই থাকে তার যাকাত ওয়াজিব হবে কি না? এ মাসআলায় তিনটি মতামত রয়েছে।

১. ইমাম মালেক ও যুফার রাহ. বলেন, এতেও তা-ই ওয়াজিব হবে, যা বড় প্রাণীদের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয়

২. ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী রাহ. বলেন, একটি বাচ্চাই যাকাত হিসাবে ওয়াজিব হবে।

৩. ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. বলেন, এতে কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। তাদের মতে প্রাণীর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট বয়স শর্ত। তা এই যে, হয়ত তার সবগুলি মুসিন্না হবে অথবা কমপক্ষে তার কিছু মুসিন্না ও বাকিগুলি ছোট বাচ্চা হবে। আর যদি তার সবগুলি বাচ্চা হয় তাহলে তার যাকাত ওয়াজিব হবে না।

আল- জাওহারাতুন নাইয়্যিরা গ্রন্থে আছে, যেসব উটের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হয় তা কমপক্ষে বিনতে মাখায হতে হবে। আর গরুর ক্ষেত্রে تبيع ও ছাগলের ক্ষেত্রে ثني হতে হবে। (যার সবগুলি এক বছরের হয়ে থাকে।) সুতরাং তাদের উভয়ের মতেই ছোট প্রাণী দ্বারা যাকাতের নেসাবই গঠিত হবে না। অবশ্য যদি ছোট বাচ্চার সঙ্গে বড় প্রাণীও থাকে চাই তা একটিমাত্র হোক না কেন তাহলেও ছোট বাচ্চারও যাকাত ওয়াজিব হবে বড় প্রাণীর সঙ্গে মিলিয়ে। তাহলে বুঝা গেল, ছোট বাচ্চা দ্বারা যাকাতের নেসাব তো পূর্ণ হয় কিন্তু তা গঠিত হয় না। আর এ অবস্থাতেও যাকাত হিসাবে বাচ্চা গ্রহণ করা হবে না। যেমন কারো মালিকানায় বছরের মধ্যবর্তী সময়ে ছাগলের নেসাব তথা ৪০টি বকরি ছিল, যা আরো ৪০টি বাচ্চা প্রসব করল। এরপর বছর পূর্তির পূর্বেই সব কটি ছাগল মারা গেল, শুধুমাত্র ঐ বাচ্চাগুলির বছর পূর্তি হল (অর্থাৎ মায়েদের বছরপূর্তির ভিত্তিতে) তাহলে এ অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. এর মতে এগুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর মতে মায়েদের বছর পূর্তির কারণে তাদেরও যাকাত ওয়াজিব হবে। তাদের মতে মায়েদের বছর পূর্তিই বাচ্চার জন্য যথেষ্ট।

উপরোক্ত মতভেদ থেকে বুঝা গেল যে, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর মতে ছোট বাচ্চার যাকাত হিসাবে ছোট বাচ্চাই ওয়াজিব হয়। সুতরাং আনাক সম্পর্কিত হাদীসটি তাদের উভয়ের পক্ষে ও তাদের সমর্থন করে। হানাফী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে হয়।

হানাফীদেও পক্ষ থেকে এর তিনটি জবাব দেওয়া হয়।

(১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর এই কালামটি তা'লীক হিসাবে ছিল। যদি এমনটি হবে ধরে নেওয়া হয় তাহলে আমি এ রকম করব। তাই এটিকে দলীল হিসাবে গণ্য করা ঠিক নয়।

(২) হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর এই কথাটি মুবালাগা হিসাবে ছিল। তার দলীল হল অন্যান্য বর্ণনায় ইকাল শব্দ আছে। অথচ যাকাত হিসাবে ইকাল ওয়াজিব হয় না।

(৩) আর ইমাম শাফেয়ী রাহ. যা বলছেন যদি তা-ই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এর জবাব এই হবে যে, এই হাদীসটি ওই মারফু হাদীসের খেলাফ, যা সামনে باب زكاة السوائم এর মধ্যে আসবে। অর্থাৎ সুয়াইদ ইবনে গাফলাহ রা.-এর হাদীস। যার আলফায হল

ان لا تاخذ من راضع لبن ... قال صاحب المنهل : اي لا تأخذ صغيرا يرضع اللبن.

আর এ অর্থই তার শায়খ ইবনুল হুমামও বর্ণনা করেছেন। (كما في البذل 3/4)

قوله حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ

ইবনুস সারহ এর নাম হল احمد بن عمرو

قوله إِنَّ حَقَّهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ

অর্থাৎ হাদিসটির এ মতনটুকু উপরোক্ত হাদিস হতে ভিন্ন।

قوله وَقَالَ: عِقَالًا

অর্থাৎ ইউনুস এই সনদে عقالا শব্দ উল্লেখ করেছেন। অথচ আগের সনদে তিনি عناقا বলেছিলেন।

فالحاصل انه روى يونس وشعيب ومعمر والزبيدي كلهم عن الزهري عناقا

واما يونس فاختلف عليه .قال عنبسة عن يونس عناقا، وقال ابن وهب عن يونس عقالا. ومرة قال ابن وهب عناقا كما قال الجماعة.

باب ما تجب فيه الزكوة

যে পরিমাণ সম্পদ হলে যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব হয়

١٥٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ . عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ . يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

তরজমা --

১৫৫৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা (র) .... হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচটি উটের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না, রূপার পরিমাণ দুই শত দিরহামের (তোলা) কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না এবং ভূমি হতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

তাশরীহ --

قوله باب ما تجب فيه الزكوة

অধ্যায়ের শিরোনামটি দুটি অর্থ বহন করে :

ক) ঐ সব বস্তুর আলোচনা, যার যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব হয়।

খ) নির্দিষ্ট পরিমাণ, যে পরিমাণ সম্পদ হলে যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ যাকাতের নেসাব।

বযলুল মাজহুদ গ্রন্থের টীকায় উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা শায়খ যাকারিয়া রাহ.-এর মতে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য হওয়াই প্রতীয়মান হয়। তবে বযলুল মাজহুদ ও মানহাল এর গ্রন্থকারগণ দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর এটাই অধিক সুস্পষ্ট।

কোন কোন বস্তুর যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব? প্রসিদ্ধ উক্তি অনুযায়ী তিনটি বস্তুর যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব। যথা : ১। স্বর্ণ ও রৌপ্য ২। ব্যবসার সম্পদ ও ৩। চতুষ্পদ প্রাণী। যেমন উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি।

ক্ষেতের শস্য ও ফলের ক্ষেত্রে যেহেতু نصف عشر (৫%) কিংবা عشر (১০%) ওয়াজিব হয় এজন্য এগুলো পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়। কেননা শরয়ী যাকাত তো শুধু ربع عشر (২.৫০%) কে বলা হয়।

বাদায়েউস সানায়ে (بدائع الصنائع) এর গ্রন্থাকার বলেন, যাকাত দুই প্রকার : ফরয ও ওয়াজিব। ফরয হল সম্পদের যাকাত আর ওয়াজিব হল মাথাপিছু যাকাত (زكاة الرأس) অর্থাৎ সদকাতুল ফিত্‌র।

সম্পদের যাকাত আবার দুই প্রকার। ক) স্বর্ণ-রোপা, ব্যবসার সম্পদ ও চতুষ্পদ প্রাণীর যাকাত।

খ) শস্য ও ফলমুলের যাকাত। আর এর পরিমাণ হল শতকরা দশ ভাগ অথবা পাঁচ ভাগ।

বিঃ দ্রঃ স্বর্ণ-রোপা এবং চতুষ্পদ প্রাণীর নেসাব নির্দিষ্ট। ব্যবসার সম্পদের ক্ষেত্রে তার মূল্য ধর্তব্য হয়। আর শস্য ও ফলমুলের ক্ষেত্রে নেসাব শর্ত কি না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এছাড়াও কিছু বস্তু এমন রয়েছে যার যাকাত ওয়াজিব হওয়া না হওয়ার বিষয়টি মতভেদনির্ভর। যেমন—শাক-সব্জি ইত্যাদি।

قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة

উপরোক্ত হাদীসটি متفق عليه অর্থাৎ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয় কিতাবেই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীসে তিনটি বস্তুর নেসাবের কথা বলা হয়েছে।

ক) উট খ) মুদ্রা (রৌপ্য) ও গ) ফসল ও শস্য ইত্যাদির নেসাব। অর্থাৎ ক্ষেতে উৎপন্ন শস্যসমূহের নেসাব, যার দশমাংশ (عشر) অথবা বিশমাংশ (نصف العشر) ওয়াজিব হয়ে থাকে।

قوله ليس فيما دون خمس ذود

অর্থাৎ উটের নেসাব হল خمس ذود আরবীতে ذود শব্দের ব্যবহার তিন থেকে দশ পর্যন্ত উটের পালের ক্ষেত্রে হয়।

قوله خمس ذود

হাদীসে خمس ذود শব্দটিকে দুভাবে পড়া যায়।

১। خمس ذود এর সঙ্গে اضافت।

২। خمس এর মধ্যে তানবীন দিয়ে خمس ذود

দ্বিতীয় সুরত অনুযায়ী ذود শব্দটি خمسথেকে বদল হবে। خمس ذود এর পূর্ণরূপ হবে خمس ابل من الذود অর্থাৎ উটসমূহের পাঁচটি উট। এখানে خمس ذود এর বাহ্যিক অর্থ خمسة أذواد উদ্দেশ্য নয়। কেননা, পাঁচটি ذود হতে হলে কমপক্ষে ১৫টি উট হওয়া আবশ্যকীয়। অথচ উটের নেসাবের জন্য ১৫টি উট থাকা শর্ত নয়; বরং সর্বসম্মতিক্রমে উটের নেসাব হল মাত্র ৫টি উট।

قوله ليس فيما دون خمس اواق

অর্থাৎ রৌপ্যের নেসাব হল পাঁচ أواق আর أواق শব্দটি أوقِية এর বহুবচন। أوقِية বলা হয় চল্লিশ দিরহাম। সুতরাং পাঁচ ওকিয়া (خمسة أواق) মিলে ২০০ দিরহাম হয়।

'ওকিয়া'-এর পরিমাণটি ওযনে সাবআর ভিত্তিতে হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ পরিমাণ হিসাবে প্রতি ১০ দিরহাম রৌপ্য সাত মিছকালের সমপরিমাণ হয়ে থাকে। ফলে ২০০ দিরহাম একত্রে ১৪০ মিছকালের সমপরিমাণ হয়। আর রৌপ্যের নেসাবের বিষয়ে উলামায়ে কেরাম উক্ত পরিমাণের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

ওকিয়া শব্দটি وقاية মূলধাতু থেকে উদগত। ওকিয়া করে নামকরণের কারণ এই যে, এই পরিমাণ দিরহাম মানুষকে অভাব-অনটন (মুখাপেক্ষী হওয়া) থেকে রক্ষা করে।

قوله ليس فيما دون خمسة اوسق

হাদীসে أوسق শব্দটি وسق এর বহুবচন। এক ওসাক এ ৬০ ছা' আর ৫ ওসাক মিলে ৩০০ ছা' হয়ে থাকে। যা বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ২৫ মণ হয়।

হাদীসে ক্ষেতের শস্যের নেসাব ৫ ওসাক নির্ধারণ করা হয়েছে। (শস্যের যাকাতের আলোচনা ভিন্ন অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।)

শস্য ও ফলমূলের যাকাত সর্বসম্মতিক্রমে এক অবস্থায় উশর (عشر) ও অন্য অবস্থায় অর্ধ উশর (نصف عشر)। তবে যাকাতের নেসাবের মতো معشرات তথা যেসব বস্তুর উশর ওয়াজিব হয় তার জন্যও কোনো নির্ধারিত পরিমাণ কিংবা নেসাব আছে কি না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

আইম্মায়ে সালাসাহ ও ছাহেবাইন এ বিষয়ে হাদীসে উল্লেখিত নেসাব ৫ ওসাকের কথা বলেছেন।

আর হযরত ইবনে আব্বাস রা., হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয রাহ., ইবারাহীম নাখয়ী, মুজাহিদ ও ইমাম আবু হানীফা রাহ. উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোনো নেসাবের শর্তারোপ করেননি। তাঁরা কমবেশি সব ক্ষেত্রেই উশর ওয়াজিব বলেন।

ইমাম আবু হানীফা ও তার মতাবলম্বীদের দলীল

(১) প্রথম দলীল হল কুরআন মজীদের আয়াত

قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده، وقوله تعالى انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض

(২) দ্বিতীয় দলীল হল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীস–

فيما سقت السماء والعيون العشر وما سقي بالنضح نصف العشر

অর্থ : বৃষ্টি ও কুপের পানিতে সিঞ্চিত ফসলে উশর আর কৃত্রিম সেচে সিঞ্চিত ফসলে অর্ধ উশর প্রযোজ্য। (সহীহ বুখারী)

(৩) হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত।

فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقى بالسانية نصف العشر

দলীলের বিশ্লেষণ : উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের মধ্যে উশর কিংবা নিসফে উশরের কথা مطلق বলা হয়েছে। এর জন্য কোনো পরিমাণের শর্তারোপ করা হয়নি।

সুতরাং বোঝা গেল, যমীনের উৎপন্ন ফসলের ক্ষেত্রে নেসাবের শর্ত ছাড়াই উশর ওয়াজিব হয়। আর ফসলের জন্য কৃত্রিম সেচের প্রয়োজন হলে নিসফে উশর ওয়াজিব হয়।

কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী আলমালেকী বলেন,

أقوى المذاهب مذهب أبي حنيفة دليلا، وأحوطها للمساكين، وأولاها قياسا شكرا للنعمة

উল্লেখিত দলীলের ব্যাপারে জুমহুরদের আপত্তি ও তার জবাব :

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম রাহ.-এর অনুসরণে জুমহুরদের পক্ষ থেকে উক্ত হাদীসের এই জবাব দিয়েছেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হল, শুধুমাত্র ওই দুই ভূমির মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করা, যার একটির উৎপাদিত ফসলে উশর এবং অন্যটির ফসলে নিসফে উশর ওয়াজিব হয়। নেসাব শর্ত কি না এ বিষয়টি এখানে কাম্য নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. ও জাবের রা.-এর বর্ণিত হাদীস হল মুজমাল। আর 'হাদীসুল বাব' হল মুফাসসার। আর মুফাসসার মুজমাল-এর কাযী তথা নীতিনির্ধারক হয়ে থাকে।

এই আপত্তির জবাব :

আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাবে বলা হয়েছে যে, উক্ত হাদীসে কোনো 'ইজমাল' নেই; বরং ব্যাপকতা আছে। কেননা, ما শব্দটি ব্যাপকতা (عموم) বুঝায়।

আর হাদীস দ্বারা শুধুমাত্র উশর ও নিসফে উশরের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হওয়ার কথা বললে হাদীসের অর্থ কম করা হবে; বরং হাদীসের উদ্দেশ্য হল, যমীনে উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্রে এক অবস্থায় مطلقا উশর আর অন্য অবস্থায় নিসফে উশর ওয়াজিব হয়।

তাছাড়া মুফাসসির-এর জন্য 'মুফাসসার'-এর সকল সংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। অথচ এখানে তা পাওয়া যায়নি। কেননা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. ও হযরত জাবের রা.-এর হাদীসে সকল প্রকার ফসলের উল্লেখ রয়েছে, موسوق অথবা مكيل হোক বা না হোক। যেমন–জাফরান ইত্যাদি। কিন্তু হযরত আবু সাঈদ রা.-এর বর্ণিত হাদীসে (যাকে মুফাসসির ধরা হয়েছে) শুধুমাত্র مكيل , موسوق এর কথা আলোচনা করা হয়েছে। غير موسوق এর কোনো উল্লেখ তাতে নেই।

একারণেই দাউদ যাহেরী এই মত অবলম্বন করেছেন যে, যমীনে উৎপাদিত ফসলের মধ্যে যেগুলো موسوق হবে যেমন–সকল প্রকার ধাতু (اجناس) ও খাদ্য শস্য, তার জন্য নেসাব শর্ত হবে। আর তা এই হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। আর যেসব ফসল غير موسوق হবে যেমন–জাফরান, তুলা ইত্যাদি তার জন্য নেসাব শর্ত নয়। যেমনটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

মোটকথা, দাউদ যাহেরী উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন।

ইমাম আবু হানীফার পক্ষ থেকে হাদীসের ব্যাখ্যা :

'হাদীসুল বাব' এর ব্যাপারে ইমাম সাহেবের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেগুলোকে হযরত শায়খ যাকারিয়া রহ. একত্রে উল্লেখ করেছেন। যার মধ্য থেকে কয়েকটি ব্যাখ্যা এখানে প্রদত্ত হল।

ক) জেনে রাখা দরকার যে, সদকা শব্দটি যাকাত ও উশর উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই হাদীসে তিনটি বস্তুর নেসাবের কথা বলা হয়েছে। যথা উট, রৌপ্য, শস্য ও ফলমুল। প্রত্যেক বস্তুর জন্য সদকা শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দুটি বস্তুর ক্ষেত্রে সদকা দ্বারা সকলের সর্বসম্মতিক্রমে যাকাত উদ্দেশ্য। তবে তৃতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে জুমহুরগণ সদকা দ্বারা উশর উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ফলে তারা উশরের জন্যও নেসাবের শর্তারোপ করেন।

তবে ইমাম আবু হানীফা বলেছেন যে, তৃতীয় বস্তুর ক্ষেত্রেও সদকা দ্বারা যাকাতই উদ্দেশ্য। আর পাঁচ ওসাক দ্বারা উদ্দেশ্য হল ব্যবসার পণ্য। যা কোনো উপায়ে ব্যবসার জন্য সংগৃহীত হয়েছে। এখানে ওই শস্য উদ্দেশ্য নয়, যা নিজের চাষাবাদের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। যেমনটি জুমহুরগণ মনে করেছেন।

আর ব্যবসার সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নেসাব শর্ত, যা মূল্য অনুপাতে নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ ব্যবসায়িক সম্পদের মূল্য দুইশ দিরহামের সমপরিমাণ হলে তার যাকাত ওয়াজিব হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এক ওসাক শস্যের মূল্য সাধারণত এক ওকিয়ার সমপরিমাণ হত। ফলে পাঁচ ওসাক শস্যের মূল্য পাঁচ ওকিয়া রৌপ্যের সমপরিমাণ হত। যা হল রৌপ্যের নেসাব।

'আলকাউকাবুদ দুররী' গ্রন্থে হযরত গাঙ্গুহী রাহ.-এর মত এই লেখা হয়েছে যে, মানুষ (শস্য ব্যবসায়ীগণ) 'আজনাস' (স্বর্ণ, রূপা) এর মূল্যের খোঁজ-খবর রাখত। যেন এ কথা জানতে পারে যে, তাদের কাছে থাকা শস্য নেসাব পরিমাণ হয়েছে কি না। নেসাব পরিমাণ হলে তারা যাকাত আদায় করত। তাদের এই অবস্থা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আজনাসের মূল্য হিসাবে একটি আনুমানিক পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সকল প্রকার পণ্যের মূল্য তো এক নয়। তাহলে সকল শস্যের জন্য পাঁচ ওসাক পরিমাণ কীভাবে নির্ধারণ করা হল?

হযরত শায়খ রহ. নিজেই এ প্রশ্ন উল্লেখ করার পর বলেছেন, সম্ভবত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সহজতা ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে শিথিলতাপূর্বক এই পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।

এই ব্যাখ্যায় কোনো অসামঞ্জস্যতা নেই। পূর্ববর্তী আকাবিরগণ থেকেও বর্ণিত আছে। তাছাড়া যাকাত অধ্যায়ে এর অন্য দৃান্তও বিদ্যমান রয়েছে। مسئلة الخرص (অনুমানের বিষয়) এর বিষয়ে জুমহুরগণও এর পক্ষে বলেন। আর শারে'র কথা চাই তা অনুমাননির্ভর হোক সর্বাবস্থায় শরঈ হুজ্জত হিসাবে গণ্য।

খ) দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, এই হাদীসে আশির (উশর উসুলকারী) এর কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল এই যে, যেসব কৃষক সামান্য পরিমাণ কৃষিকাজ করে তাদের থকে উশর গ্রহণের অধিকার আশিরদের নেই; বরং কৃষক নিজেই তা আদায় করে দিতে পারবে। অবশ্য যেসব কৃষকের শস্য অধিক পরিমাণে হয় আর তা কমপক্ষে ৫ ওসাক তাহলে তাদের যাকাত আশির গ্রহণ করতে পারবে।

আমাদের শায়খ রহ. এই ব্যাখ্যাটিকে অধিক পছন্দ করতেন।

গ) তৃতীয় ব্যাখ্যা হল, এই হাদীসটি আরিয়ত-এর অন্তর্ভুক্ত। আর হাদীসসমূহের মধ্যে যে আরিয়তের উল্লেখ রয়েছে তা কমপক্ষে পাঁচ ওসাকের মধ্যেই হয়ে থাকে। আরিয়ত এটি দানেরই একটি বিশেষ পদ্ধতি। আবু হানীফা ও জুমহুরের মতে এর হাকীকত হল ক্রয়-বিক্রয়।

মোট তিনটি জবাব হল। বিস্তারিত জানার জন্য 'আওজাযুল মাসালিক' দেখে নেওয়া যেতে পারে।

١٥٥٩ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ . حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الأَوْدِيُّ . عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ . عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ . وَالْوَسْقُ : سِتُّونَ مَخْتُومًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ

١٥٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . عَنِ الْمُغِيرَةِ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ : الْوَسْقُ : سِتُّونَ صَاعًا مَخْتُومًا بِالْحَجَّاجِيِّ.

তরজমা ---

১৫৫৯। হযরত আইয়ুব ইবনে মুহাম্মদ (র) .... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি এর বর্ণনা ধারা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ পাঁচ ওয়াসাকের কমে (উৎপন্ন ফসলের) যাকাত ওয়াজিব না এবং এক ওয়াসাকের পরিমাণ হল ষাট সা'।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আবুল বাখতারীর سماع আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে সাবেত নেই।

১৫৬০। হযরত মুহাম্মদ ইবনে কুদামা (র) .... ইব্রাহীম (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ওয়াসাকের পরিমাণ হল ষাট সা'আ-এর সমান এবং হিজাজীদের প্রচলিত সুনির্দিষ্ট ওজন।

তাশরীহ ---

قوله حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ

উপরোক্ত হাদীসটি নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ কিতাবেও বর্ণিত হয়েছে।

قوله الوسق ستون مختوما

এই বাক্যে মাখতূম শব্দটি ছা'র ছিফত হয়েছে। মূল বাক্য হবে–ستون صاعا مختوما

ختم অর্থ সীলমোহর। এখানে ছা' দ্বারা সরকারী সীলমোহর খচিত ছা' উদ্দেশ্য।

قوله قال ابو داود

এখানে قال ابو داود দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে উপরোক্ত হাদিসটি (منقطع) মুনকাতি'। কেননা আবুল বাখতারীর سماع আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে সাবেত নাই।

وهذا لا يؤثر؛ لأن هذه الرواية ثابتة في الرواية السابقة وفي غيرها من الروايات، فلا يؤثر الانقطاع إلا إذا جاء من هذا الطريق فقط، ولكن ما دام الحديث ثابتاً من طريق أخرى فيكون هذا صحيحاً لكونه جاء من طرق أخرى صحيحة.

قوله مَخْتُومًا بِالْحَجَّاجِيِّ

অর্থাৎ যার উপর কুফার আমীর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সীলমোহর খচিত থাকে। এটাকে ছা'-এ হাজ্জাজী বলা হয়। আবার ছা'-এ ইরাকীও বলা হয়।

وقوله: بالحجاجي نسبة للحجاج، والصاع الحجاجي ثلاثمائة صاع، لأن ٦٠×٥=٣٠٠ صاع، وهو ٩٠٠ كيلو، لأن الصاع يساوي ٣ كيلو . وهذا الأثر مقطوع لأنه انتهى إلى التابعي.

١٥٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ. حَدَّثَنَا صُرَدُ بْنُ أَبِي الْمَنَازِلِ. قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبًا الْمَالِكِيَّ. قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: يَا أَبَا نُجَيْدٍ. إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَنَا بِأَحَادِيثَ مَا نَجِدُ لَهَا أَصْلًا فِي الْقُرْآنِ. فَغَضِبَ عِمْرَانُ. وَقَالَ لِلرَّجُلِ: أَوَجَدْتُمْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا. وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا شَاةً شَاةٌ. وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا بَعِيرًا كَذَا وَكَذَا. أَوَجَدْتُمْ هٰذَا فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَعَنْ مَنْ أَخَذْتُمْ هٰذَا؟ أَخَذْتُمُوهُ عَنَّا. وَأَخَذْنَاهُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَذَكَرَ أَشْيَاءَ نَحْوَ هٰذَا

তরজমা ---

১৫৬১। হযরত মোহাম্মদ ইবনে বাশশার (র:).... সুরাদ ইবনে আবুল মানাযিল (র:) হতে বর্নিত তিনি বলেন আমি হযরত হাবিব আল মালিকিকে বলতে শুনেছি ঃ একবার জনৈক ব্যক্তি ইমরান ইবনে হুসায়েন (রা.) কে বললেন, হে আবু নুজায়েদ! আপনারা আমাদের নিকট এমন সব হাদীস বর্ণনা করেন যার কোন ভিত্তি কুরআনের মধ্যে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। এ কথায় ইমরান (রা.) রাগান্বিত হলেন এবং তাকে বললেন, তোমরা (কি কুরআনে) পেয়েছ যে, প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক এক দিরহাম (যাকাত দিতে হবে) এবং প্রতি এ পরিমাণ ছাগলের জন্য এক একটি ছাগল (যাকাত দিতে হবে) এবং প্রতি এ পরিমাণ উটের জন্য এক একটি উট যাকাত দিতে হবে? তোমরা কি এমনটি কুরআনে পেয়েছ? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা এটা কার থেকে নিয়েছ? তোমরা তা আমাদের থেকে নিয়েছ এবং আমরা তা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে নিয়েছি। তিনি এধরণের অনেক বিষয় উল্লেখ করলেন।

তাশরীহ ---

قوله حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ.

এই হাদীসটি হাদীসের সহীহ গ্রন্থসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র আবু দাউদ-এ উল্লেখ রয়েছে। ইমাম বায়হাকীও হাদীসটিকে البعث অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা.-এর মজলিসে কয়েকজন সাহাবী 'শাফাআত' সম্পর্কে আলোচনা করলে এক ব্যক্তি আপত্তি করল। যার বিস্তারিত বিবরণ এহাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

হাফিয রাহ.-এর কথা দ্বারা বোঝা যায় যে, আপত্তিকারী ব্যক্তি খাওয়ারিজ গোত্রের ছিল। কেননা, এই গোত্র শাফাআতকে অস্বীকার করত। আর সাহাবায়ে কেরাম তাদের খণ্ডন করতেন।

قوله قَالَ رَجُلٌ

অর্থাৎ এক ব্যক্তি ইমরান ইবনে হুসাইন রা.কে বলল যে, আপনি আমাদেরকে এমনসব হাদীস বর্ণনা করেন যার কোনো ভিত্তি আমরা কিতাবুল্লাহয় পাই না। এতে তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, যাকাতের উল্লেখ তো কুরআন মজীদে আছে আর তোমরাও তা মান্য করে থাক।

আচ্ছা আমাকে একথা বল যে, কুরআন মজীদে এ কথা আছে কি? যে, এ পরিমাণ সম্পদ হলে যাকাত ওয়াজিব হবে আর এর কম হলে হবে না। তেমনিভাবে এ পরিমাণ সম্পদ হলে এ পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব হবে ইত্যাদি ইত্যাদি বিস্তারিত কথা কুরআন মজীদের কোথায় আছে? বস্তুত: এসব বিষয় তোমরা আমাদের কাছ থেকে শিখেছ। আর আমরা শিখেছি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। মোটকথা, আমাদের দ্বীন ও শরীয়তের ভিত্তি শুধু কুরআন মজীদের উপর নয়; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা ও ব্যাখ্যার উপরও। কুরআন মজীদ হল মতন (মূল পাঠ্য) আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসসমূহ তার ব্যাখ্যা।

বিঃ দ্রঃ এই হাদীসটি শরীয়তে হাদীস হুজ্জত হওয়ার একটি স্পষ্ট দলীল।

باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟

ব্যবসার সম্পদে যাকাত আছে কিনা ?

١٥٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ . حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ . عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ . عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ . قَالَ : أَمَّا بَعْدُ . فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ .

তরজমা ---

১৫৬২। হযরত মোহাম্মদ ইবনে দাউদ (র:).... হযরত সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে খরিদকৃত পণ্যের যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

তাশরীহ ---

قوله باب العروض

'উরূয' (আইন-এর যম্মা সহকারে) শব্দটি 'আরযুন' এর বহু বচন। যেমন 'ফুলূস' শব্দটি 'ফালসুন' এর বহুবচন। অর্থ সামান, সরঞ্জাম ও নগ অর্থ ব্যতীত সকল বস্তু।

কেউ কেউ বলেছেন, উরূয বলা হয় ওই সব বস্তুকে যা 'মাকীল' ও 'মাওযুন' নয়, আবার প্রাণী ও ভূমিও নয়।–আলমিসবাহুল মুনীর

এ অধ্যায়ে ব্যবসার সম্পদে যাকাত প্রমাণ করাই মুসান্নেফের উদ্দেশ্য। কেননা, ইমাম বুখারী রাহ. এই অধ্যায় তথা باب صدقة الكسب والتجارة উল্লেখ করলেও এর অধীনে কোনো হাদীস উল্লেখ করেননি; বরং শুধুমাত্র انفقوا من طيبت ما كسبتم আয়াত উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছে। কারণ এই মাসআলায় তাঁর শর্ত অনুযায়ী কোনো হাদীস ছিল না।

قوله عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

ইমাম আবু দাউদ এই অধ্যায়ে مكتوب سمرة এর হাদীস উল্লেখ করেছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. নিজ সন্তানদের নামে একটি হাদীস সমগ্র (মাজমুআ) প্রেরণ করেছিলেন। যার শুরুতে এ কথার উল্লেখ ছিল যে, ... السلام عليكم، أما بعد এই হাদীস মু'জামে তাবারানীতে এরকমই রয়েছে। তেমনিভাবে দারা কুতনীতেও রয়েছে। তবে এই হাদীসটি সহীহ গ্রন্থসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র সুনানে আবু দাউদে আছে।

قوله مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

অর্থাৎ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সম্পদ থেকে যাকাত প্রদানের আদেশ দিয়েছেন, যা আমরা ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসার জন্য সংগ্রহ করি।

ব্যবসার সম্পদে যাকাত ওয়াজিব

জুমহুর উলামা ও চার ইমামের সর্বসম্মতিক্রমে ব্যবসার সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়। (নেসাব, বর্ষপূর্তি ও অন্যান্য শর্ত সাপেক্ষে)। চাই তাতে পূর্ব থেকেই যাকাত ওয়াজিব হোক। যেমন উট, গরু ইত্যাদি। কিংবা পূর্ব থেকে ওয়াজিব না হোক। যেমন: গাধা, খচ্চর ইত্যাদি।

প্রথম প্রকারটি ব্যবসার জন্য না হলেও তার যাকাত ওয়াজিব। এর জন্য পৃথক নেসাব রয়েছে। আর ব্যবসার সম্পদ হলে যাকাত ওয়াজিব মূল্য হিসাবে। অর্থাৎ তার মূল্য দুইশ দিরহাম পরিমাণ হলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে সাধারণভাবে যাকাত ওয়াজিব না হলেও ব্যবসার হলে অবশ্যই যাকাত ওয়াজিব হবে। (মানহাল)

দাউদে যাহেরী এই মাসআলায় ভিন্ন মত পোষণ করে থাকে। তার মতে ব্যবসার সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয় না।

দাউদে যাহেরীর দলীল

তার দলীল হল, ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة ও لم يقل إلا أن ينوي بهما التجارة

আর ব্যবসার অন্য সম্পদকে উক্ত দুই প্রকারের উপর কিয়াস করেছেন।

হাদীসুল বাব যা দ্বারা ব্যবসার সম্পদে যাকাত প্রমাণিত হয় এটাকে তিনি জাফর ইবনে সা'দ এর কারণে যয়ীফ বলেন।

তার এ কথার জবাবে জুমহুর বলেন যে, হাদীসটি যয়ীফ হলেও সাহাবায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা শক্তিশালী হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া وانفقوا من طيبت ماكسبتم আয়াতটি জুমহুরদের মতকেই সুদৃঢ় করে।

এই আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ রাহ. বলেন, এ আয়াতটি ব্যবসা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইবনে মুনযির বলেন, মতভেদ থাকার কারণে এর অস্বীকারকারী কাফের হবে না।

একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা

এখানে একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা রয়েছে। তা এই যে, তিন ইমামের মতে প্রত্যেক ব্যবসায়ীর উপর প্রতি বছরই যাকাত ওয়াজিব হয়ে থাকে। কিন্তু ইমাম মালেক রাহ. বলেন, ব্যবসায়ী দুই ধরনের : ...... محتكر ও مدير

মুদীর-এর বিধান হল, তার সম্পদে প্রতি বছর যাকাত ওয়াজিব হবে।

আর মুহতাকির-এর সম্পদে প্রতি বছর যাকাত ওয়াজিব নয়; বরং যে সময় ও যে বছর সে সম্পদ বিক্রি করবে তখন শুধুমাত্র এক বছরের যাকাত আদায় করবে।

ইমাম মালেক রাহ. তাঁর মতের পক্ষে দলীল হিসাবে মদীনাবাসীর আমল উল্লেখ করে থাকেন। আর এটি তার কাছে ভিন্ন হুজ্জত।

আরেকটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা হল এই যে, মালেকী ও শাফেয়ীদের মতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য বর্ষপূর্তির সময় নেসাব পূর্ণ থাকাই যথেষ্ট।

আর হানাফীগণ বলেন, বছরের শুরু ও শেষ সময় নেসাব পূর্ণ থাকা জরুরি। মধ্যবর্তী সময় যদি কমে যায় তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

আর হাম্বলীদের মতে বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নেসাব পূর্ণ থাকা জরুরি।

بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ وَزَكَاةُ الْحُلِيِّ

কানয্ কি? এবং অলংকারের যাকাত

١٥٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ . وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . الْمَعْنَى . أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ . حَدَّثَهُمْ . حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ جَدِّهِ . أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا . وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ لَهَا : أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هٰذَا ؟ قَالَتْ : لَا . قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا . فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَتْ : هُمَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسٰى . حَدَّثَنَا عَتَّابٌ يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ . عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ . عَنْ عَطَاءٍ . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . قَالَتْ : كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ . أَكَنْزٌ هُوَ ؟ فَقَالَ : مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدّٰى زَكَاتُهُ . فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ .

তরজমা --

১৫৬৩। হযরত আবু কামিল (রা.) ... আমার ইবনে শুয়াইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সনদে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, এক নারী তার কন্যাসহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে উপস্থিত হন। তার কন্যার হাতে মোটা দুই গাছি সোনার কাঁকন ছিল। তিনি তাকে বললেন ঃ তোমরা কি এর যাকাত দাও? নারী বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ঃ তুমি কি পছন্দ কর যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা এর পরিবর্তে তোমাকে এক জোড়া আগুনের কাঁকন পরিধন করান? রাবী বলেন, একথা শুনে উক্ত মহিলা তার হাত থেকে তা খুলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে রেখে দিলেন এবং বললেন এ দুটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।

১৫৬৪। হযরত মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (র)... উম্মে সালমা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বর্ণালংকার ব্যবহার করতাম। একবার আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এ অলংকার "কানয" হিসেবে গণ্য হবে কি? তিনি বলেন ঃ যে মালের পরিমাণ এতটা হবে যার উপর যাকাত ধার্য হয় তার যাকাত আদায় করা হলে তা (কোরআনে কারীমে বর্ণিত) "কানয" নয়।

তাশরীহ --

قوله بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ وَزَكَاةُ الْحُلِيِّ

তরজমাতুল বাব (অধ্যায় শিরোনাম)-এর মধ্যে দুইটি অংশ রয়েছে। উভয় অংশ সংক্রান্ত হাদীস মুসান্নিফ এ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন।

'কানয' এর আভিধানিক অর্থ মজুদ করে রাখা। শরীয়তের পরিভাষায় কানয ওই সম্পদকে বলা হয়, যার মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু এখনো তা আদায় করা হয়নি।

الْحَلْيُ (হা-এ ফাতহা) শব্দটি এক বচন। বহু বচন হল حُلِيٌّ (যেমন ثَدْيٌ ও ثُدِيٌّ) এর অর্থ অলংকার : চাই তা স্বর্ণ-রূপার হোক কিংবা মণি-মুক্তা ইত্যাদি কোনো মূল্যবান পাথরের হোক। তবে এখানে শুধুমাত্র স্বর্ণ-রোপার অলংকারই উদ্দেশ্য। কেননা, যাকাতের বিষয়টি এ দুটোর সাথেই সম্পৃক্ত।

আর লু'লু', মারজান ইত্যাদি মূল্যবান পাথর দ্বারা যেসব অলংকার তৈরি করা হয় সকলের সর্বসম্মতিক্রমে তার যাকাত ওয়াজিব হয় না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্য মুয়াত্তা মুহাম্মাদ দেখা যেতে পারে

قوله حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ এই হাদীসটি জামে তিরমিযীতে আছে। তেমনিভাবে সুনানে নাসায়ীতে 'মুসনাদ' ও 'মুরসাল' উভয়রকম উল্লেখ রয়েছে।

আল্লামা যায়লায়ী বলেন, এর সনদসমূহ সহীহ। ইমাম মুনযিরী রাহ.ও একই কথা বলেছেন; বরং তিনি প্রত্যেক রাবীর পরিচয় উল্লেখ করে তার নির্ভরযোগ্যতা বর্ণনা করেছেন।

قوله عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، হযরত আমার ইবনে শুয়াইব (র) এর বংশধারা

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو عبد الله على الصحيح وهو أحد علماء زمانه .

روى عن البخاري أن أحمد وجماعة يحتجون بحديث عمر. ولكن البخاري ما احتج به في جامعة

قال أبو زرعة إنما أنكروا حديثه لكثرة روايته وإنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عندها فرواها وشعيب لا نعرفه ولكن ما علمت أحدا وثقة بل ذكره ابن حبان في تاريخ الثقات وقال ابن عدي عمرو بن شعيب ثقة إلا أنه إذا روى عن أبيه عن جده عن النبي يكون مرسلا وفي الميزان للذهبي قد ثبت سماعه عن عبد الله وهو الذي رباه حتى قيل إن محمدا مات في حياة أبيه عبد الله وكفل شعيبا جده عبد الله كذا

وقال بعض المحققين الصحيح أن الضمير في جده راجع إلى شعيب وكثيرا ما وقع في رواية أبي داود والنسائي وغيرهما بلفظ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص فحديثه لا طعن فيه

وقال الإمام النووي أنكر بعضهم حديث عمرو عن أبيه عن جده باعتبار أن شعيبا سمع من محمد لا عن جده عبد الله فيكون حديثه مرسلا لكن الصحيح أنه سمع من جده عبد الله فحديثه بهذا الطريق متصل لكن لاحتمال أن يراد بجده في الإسناد محمد لا عبد الله لم يدخل حديثه بهذا الإسناد في الصحاح وإن احتجوا به

قوله أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ الخ উল্লেখিত মহিলার নাম আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে সাকান।

قوله مَسَكَتَانِ ইহা مسكة এর تثنيه। والمسكة بفتح الميم وفتح السين المهملة وهي الإسورة والخلاخيل

قوله حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى এই হাদীসটি দারা কুতনী ও বায়হাকী উল্লেখ করেছেন। হাকেম এই হাদীস উল্লেখ করে সহীহও বলেছেন।

ইমাম বায়হাকী রাহ. বলেন, এই হাদীসটি শুধুমাত্র সাবেত ইবনে আজলান একক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে এতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, অনেক ইমামগণ এর নির্ভরযোগ্যতা বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তার সনদে ইবনে বাশীর রয়েছেন, যার সম্পর্কে আপত্তি আছে। মানহাল

قوله كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا আওযাহ' শব্দটি وضح এর বহু বচন। অর্থ রূপার এক প্রকার অলংকার। যেহেতু এটি শুভ্র ও উজ্জল চকচকে হয়ে থাকে তাই তাকে وضح বলে। কেউ কেউ এর অর্থ পায়ের নুপুর বলেছেন।

قوله أَكَنْزٌ هُوَ অর্থাৎ অলংকারের ব্যবহার কুরআন মজীদের يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهور هم এর অন্তর্ভুক্ত কি না এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আয়াতে অভিশপ্ত 'কানয' দ্বারা উদ্দেশ্য প্রত্যেক ঐ মাল যা নেসাব পরিমাণ হওয়ার পরও যাকাত আদায় করা হয় না। আর যে মালের যাকাত আদায় করা হয়েছে তা কানয নয়।

والكنـــز ما دفنه بنو آدم والمعدن ما خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقها، والركاز يتناولهما

١٥٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ . أَخْبَرَهُ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ . أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ . زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ . فَقَالَ : مَا هٰذَا يَا عَائِشَةُ ؟ فَقُلْتُ : صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ؟ قُلْتُ : لاَ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ . قَالَ : هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ

١٥٦٦ - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ الْخَاتَمِ . قِيلَ لِسُفْيَانَ كَيْفَ تُزَكِّيهِ . قَالَ : تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ

তরজমা --

১৫৬৫। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস (র).... আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবুনুল হাদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলল্লাহ এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.) এর নিকট হাযির হই। তখন তিনি বললেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নিকট প্রবেশ করলেন। তখন তিনি আমার হাতে রূপার কিছু বড় আংটি দেখলেন। তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা! এ কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার উদ্দেশ্যে রূপচর্চা করার জন্য তা বানিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি এর যাকাত পরিশোধ করে থাক? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহ তায়ালার যা ইচ্ছা ছিল। তিনি বলেন তোমাকে দোযখে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

১৫৬৬। হযরত সাফওয়ান ইবনে সালেহ (র) ... ওমর ইবনে ইয়া'লা হতে এ সনদেও আংটি সম্পর্কিত পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করা হল কিভাবে এর যাকাত দিতে হবে? তিনি বলেন যাকাতের অন্যান্য মালের সাথে যোগ করে।

তাশরীহ --

قوله فَتَخَاتٍ

'ফাতখাত' শব্দটি ফাতখাতুন-এর বহুবচন। ফাতখাতুন শব্দের তা-এর মধ্যে ফাতহা ও সাকিন উভয়টি পড়া যায়। অর্থ রূপার বড় আংটি। অথবা মহিলাদের হাতের বালা কিংবা পায়ের পায়েল।

উক্ত হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বোঝা যায় যে, অলংকারের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নেসাব শর্ত নয়। কেননা, হাদীসে ফাতখাত-এর যাকাতের কথা বলা হয়েছে।

তবে ওলামায়ে কেরাম দিরহাম-দিনার সম্পর্কিত হাদীসসমূহ (যাতে নেসাব উল্লেখ রয়েছে) এর বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী এই হাদীসর মধ্যেও নেসাবের শর্তারোপ করেছেন। সুবুলুস সালাম

মহিলাদের অলংকারে যাকাত বিষয়ে.ইমামদের মতামত

উপরোক্ত তিনটি হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মহিলাদের অলংকারের যাকাত ওয়াজিব। তবে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম খাত্তাবী বলেন, ওমর ইবনে খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.সহ সাহাবায়ে কেরামের এক জামাত অলংকারের যাকাত ওয়াজিব মনে করেন। এই মতটি পোষণ করেছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, সাঈদ ইবনে জুবায়র, আতা, ইবনে সীরীনপ্রমুখ। তাবেয়ী এবং সুফিয়ান ছাওরী ও হানাফীগণও এই মতটিই গ্রহণ করেছেন।

তবে ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, আয়েশা কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, শা'বী ইত্যাদি সাহাবী ও তাবেয়ীগণ অলংকারের যাকাতকে ওয়াজিব বলেন না।

ইমাম মালেক, আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই এই মতটি গ্রহণ করেছেন। তেমনিভাবে ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর দুই মতের মধ্যে প্রসিদ্ধ মতও এটি।

আল্লামা আইনী বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী রাহ. ইরাকে থাকাকালে অলংকারের যাকাত ওয়াজিব বলতেন না। কিন্তু মিসরে যাওয়ার পর তিনি এ ব্যাপারে তাওয়াক্কুফ করতেন এবং বলতেন আমি এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তিখারা করব।

ইমাম খাত্তাবী বলেন, আয়াতের বাহ্যিক অর্থ ও আছারসমূহ দ্বারা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি সমর্থিত হয়।

যারা ওয়াজিব না হওয়ার কথা বলেন তারা নযর ও কিয়াসের পন্থা অবলম্বন করেছেন। তাদের পক্ষেও কিছু আছার রয়েছে। মোটকথা, যাকাত আদায় করার মধ্যেই সতর্কতা।

তাদের কিয়াস হল এই যে, অলংকার এটি ব্যবহৃত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। আর প্রয়োজন ও ব্যবহারের বস্তুর যাকাত ওয়াজিব হয় না।

সুবুলুস সালাম গ্রন্থকার বলেন, সালাফ থেকে যে কিছু আছার বর্ণিত হয়েছে তা দ্বারা ওয়াজিব না হওয়ার কথাই বোঝা যায়। কিন্তু সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় আছারের কোনো প্রভাব থাকে না। এই মাসআলায় একটি মত এটিও আছে যে, অলংকারের যাকাত হল তা আরিয়ত দেওয়া। (কোনো বিনিময় ব্যতীত ব্যবহার করতে দেওয়া।)

অন্য একটি মত হল, জীবনে শুধু একবার যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। এই মত দুটি হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত। মানহাল .

ইবনে সা'দ এর মাযহাব এই যে, যেসব অলংকার পরিধান করা হয় এবং আরিয়ত দেওয়া হয় তার যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে যে অলংকার যাকাত থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে তার যাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

قوله تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ

অর্থাৎ দিরহাম-দীনার ছাড়া তার কাছে বিদ্যমান অলংকার মিলোনোর পর যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার যাকাত দিবে।

নেসাব পূরণ করার জন্য ভিন্ন জাতের দুই মালের মিশ্রণ

একাধিক জাতের মাল মিলানোর বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। যাথা :

ক) কোনো পণ্য-সামগ্রীকে দিরহাম কিংবা দিনারের সঙ্গে মিলানো

খ) দিরহাম দিনারের মধ্য থেকে কোনো একটি অন্যটির সঙ্গে মিলানো।

যদি কারো ব্যবসার সম্পদ নেসাব পরিমাণ না হয় আর তার কাছে স্বর্ণ অথবা রূপা থাকে তাহলে এক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে সবগুলো একত্রে মিলাতে হবে।

তবে যদি স্বর্ণ ও রূপা প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক নেসাব পূর্ণ হয় কিংবা একটি পূর্ণ হয় অন্যটি অপূর্ণ থাকে তাহলে এক্ষেত্রে মিলানো হবে কি না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে আবী লায়লা, হাসান ইবনে সালেহ ও ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর মতে মিলানো হবে না। এটি ইমাম আহমদ রাহ.-এরও একটি মত।

ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমদ রাহ.-এর মত হল, মিলানো হবে এবং নেসাব পূর্ণ করা হবে। আওজাযুল মাসালিক

কীভাবে একত্র করা হবে এ ব্যাপারে হানাফীদের পরস্পরে মতভেদ রয়েছে। হিদায়ায় বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু হানীফার মতে মূল্য হিসাবে মিলানো হবে। আর সাহেবাইনের মতে ওযন হিসেবে।

باب في زكاة السائمة

প্রাণীর যাকাত

এ অধ্যায়টি প্রাণীর যাকাত সম্পর্কিত। ইতিপূর্বে (কোন কোন বস্তুর যাকাত ওয়াজিব) অধ্যায়ে ওই সব বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে, যার যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। তার মধ্যে স্বর্ণ ও রূপাও রয়েছে। তবে অধ্যায় বিন্যাসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি বিভিন্ন রয়েছে। যেমন ইমাম বুখারী রাহ. باب زكاة الورق অধ্যায় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু স্বর্ণের বিষয়ে কোনো অধ্যায় উল্লেখ করেননি। ইমাম নাসায়ী রাহ. ও এমনটি করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রাহ. উভয়টিকে একই অধ্যায়ে (باب زكاة الذهب والورق) উল্লেখ করেছেন অবশ্য এ অধ্যায়ে তিনি যেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন তা শুধুমাত্র রূপা সম্পর্কিত। স্বর্ণ সম্পর্কিত কোনো হাদীস তিনি উল্লেখ করেননি।

সুনানে ইবনে মাজাহর মধ্যেও উভয়টি একই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ইমাম ইবনে মাজাহ রাহ. উভয়টির নেসাব সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। স্বর্ণ সম্পর্কে তিনি হযরত আয়েশা রা. থেকে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর সনদে ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الاربعين دينارا হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ স্বর্ণ-রূপা কোনোটির জন্যই পৃথক কোনো অধ্যায় উল্লেখ করেননি। তবে এ অধ্যায়ে স্বর্ণের নেসাব সম্পর্কিত হাদীস বিদ্যমান আছে। যা তিনি اختلاف رواة এর অধীনে উল্লেখ করেছেন। এজন্য হয়তো তিনি পৃথক কোনো অধ্যায় উল্লেখ করেননি।

আর রূপার নেসাব সম্পর্কিত হাদীস তো সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও উল্লেখ রয়েছে। তা এই কিতাবেও باب فيما تجب فيه الزكاة অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত মুসান্নিফ তার উপর ক্ষান্ত হয়েই পৃথক কোনো অধ্যায় রচনা করেননি।

স্বর্ণের নেসাবের প্রমাণ

আল্লামা কাসতালানী রাহ. সহীহ বুখারীর (زكاة الورق) অধ্যায় লিখেছেন,

أما الذهب ففي عشرين مثقالا منه ربع العشر...

অর্থাৎ বিশ মিছকাল স্বর্ণে চল্লিশমাংশ। সুনানে আবু দাউদে উল্লেখিত আলী রা. থেকে সহীহ ও হাসান সূত্রে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বিশ দিনারের কম হলে কোনো কিছু ওয়াজিব নয়। তবে বিশ দিনার হলে অর্ধ দিনার ওয়াজিব হবে।

এর বিপরীতে ইবনে আবদুল বার রাহ. বলেন,

لم يثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نصاب الذهب شيئ

অর্থ : স্বর্ণের নেসাব সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো কিছু প্রমাণিত নয়।

আর আলী রা. থেকে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আপত্তি করে তিনি বলেন, হাফিয রাহ. এই হাদীসটি আলী রা. এর উপর মাওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

মুসান্নিফ রাহ. বলেন, স্বর্ণের নেসাব সংক্রান্ত হাদীসগুলো সহীহ হওয়ার ব্যাপারে যদিও মতভেদ আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিষয়টি ইজমার নিকটবর্তী যে, স্বর্ণের নেসাব হল বিশ মিছকাল। আর এ ব্যাপারে যেসব মতভেদ রয়েছে তার সবগুলো শায-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন হাসান বছরী রাহ. বলেন, স্বর্ণের নেসাব হল চল্লিশ মিছকাল।

আল্লামা রাযী রাহ. বলেন, বিশ মিছকাল হওয়ার বিষয়ে হাসান বছরীর পরবর্তীদের মাঝে ইজমা সংগঠিত হয়েছে।

তেমনিভাবে ইবনে কুদামাও বিশ মিছকাল হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে দ্বিতীয় ইজমাটি এই যে, স্বর্ণের নেসাবের ক্ষেত্রে মিছকাল ধর্তব্য হবে, মূল্য নয়। তবে আতা, তাওস ও যুহরী বলেন, রূপার মূল্য ধর্তব্য হবে। সুতরাং যে পরিমাণ স্বর্ণের মূল্য দুইশ দিরহাম রূপার সমান হবে তার যাকাত ওয়াজিব হবে।

سائمة এর সংজ্ঞা

سائمة শব্দটি سوم ধাতু থেকে নির্গত। অর্থ বিচরণ করা। যেমন বলা হয়ে থাকে سامت الماشية سوما অর্থাৎ প্রাণী বিচরণ করেছে।

إسامة শব্দটি বাবে ইফ'আল থেকে মুতাআদ্দী। যেমন বলা হয়, أسامها صاحبها মালিক তার প্রাণীগুলোকে জঙ্গল কিংবা চারণভূমিতে চরিয়েছে।

শরীয়তের পরিভাষায় سائمة ওই সব প্রাণীকে বলা হয়, যা বছরের অধিকাংশ সময় জঙ্গলে বিচরণ করে এবং তার ঘাস-খাদ্যের জন্য মালিককে কোনো কষ্ট ও ব্যয় বহন করতে হয় না।

এখানে এটিও একটি শর্ত যে, প্রাণীকে জঙ্গলে বিচরণ করানোর উদ্দেশ্য হবে তার বংশ বিস্তার। যেন তার বর্ধনশীল মাল হওয়া প্রমাণিত হয়।

তবে যেহেতু জঙ্গলে যেসব প্রাণী ছেড়ে দেওয়া হয় তা এমন প্রাণীই হয়ে থাকে যা দ্বারা বংশ বৃদ্ধিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এজন্য এ শর্তটি সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়নি।

বস্তুত এই إسامة للدر والنسل গুণের কারণেই তার বর্ধনশীল হওয়া প্রমাণিত হয়। আর যাকাত তো শুধুমাত্র বর্ধনশীল সম্পদেই ওয়াজিব হয়ে থাকে।

আর এই যুক্তির নিরীখেই বংশ বৃদ্ধি না পাওয়া যাওয়ার কারণে গাধার যাকাত ওয়াজিব হয় না। তেমনিভাবে খাদ্যের কষ্ট ও ব্যয় নির্বাহের কারণে علوفة (যে প্রাণীকে মালিক বছরের অধিকাংশ সময় বোঝা বহন কিংবা আরোহনের উদ্দেশ্যে ঘরে রেখে দেন) এর যাকাত ওয়াজিব নয়। আর এটিই জুমহুর ও তিন ইমামের মাযহাব।

তবে ইমাম মালেক রাহ. ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, علوفة-এরও যাকাত ওয়াজিব।

علوفة কে معلوفة ও বলা হয়। এটি سائمة এর বিপরীত। علوفة ঐ প্রাণীকে বলা হয় যেগুলোকে মালিক বছরের অধিকাংশ সময় বোঝা বহন কিংবা আরোহনের উদ্দেশ্যে ঘরে রেখে দেন।

এসব প্রাণীর ঘাস-খাদ্য ইত্যাদির কষ্ট ও ব্যয় যেহেতু মালিককে নির্বাহ করতে হয় এজন্য এর বর্ধনশীল হওয়ার গুণটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর শরীয়তে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য علوفة এর যাকাত ওয়াজিব নয়।

যেসব سائمة প্রাণীর যাকাত ওয়াজিব হয় তা তিন প্রকার :

ক) উট। খ) গরু ও মহিষ। গ) দুম্বা ও ছাগল (বকরী ও ভেড়া উভয়টি ছাগলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত)।

গাধা ও খচ্চরের যাকাত সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব নয়। হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলা হয়েছে–

لم ينزل علي فيهما شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

١٥٦٧ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ فَإِذَا فِيهِ. هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ. فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ.

তরজমা ---

১৫৬৭। হযরত মূসা ইবনে ইসমাঈল (র) ... হাম্মাদ (র) বলেন, আমি ছুমামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আনাস (রা.) এর কাছ থেকে একটি কিতাব (বা পত্র) সংগ্রহ করেছি। তিনি (ছুমামা) ধারণা করেন যে, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) (খলিফা হওয়ার পরে) এ পত্রখানা আনাস (রা.)- কে (বাহরাইনে) যাকাত আদায়ের প্রেরণের সময় লিখেন। পত্রে রাসুলুল্লাহ (র)- এর মোহর অঙ্কিত ছিল। তাতে লেখা ছিল, এটা ফরয যাকাতের বিবরণ, যা আল্লাহর রাসূল মুসলমানদের উপর ধার্য করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে যার নির্দেশ করেছেন, যে মুসলমানের কাছে তা নিয়ম মাফিক চাওয়া হবে, সে তা প্রদান করবে। আর যার কাছে এর অধিক চাওয়া হবে সে তা দেবে না। পঁচিশটির কম সংখ্যক উটের যাকাত হল একটি বকরি। উটের পরিমাণ পঁচিশটি হতে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হলে এর যাকাত হবে একটি বিন্তু মাখাদ, অর্থাৎ এক বছর বয়সের মাদি উট। পালে যদি এ বয়সের মাদি উট না থাকে তবে একটি ইবনু লাবুন (যার বয়স দুই বছর পূর্ণ হয়ে তিন বছরে পড়েছে) প্রদান করতে হবে। উটের পরিমাণ ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হলে এর জন্য একটি "বিনতে লাবুন" (যার বয়স দুই বছর পূর্ণ হয়ে তিন বছরে পড়েছে) যাকাত স্বরূপ দিতে হবে। উটের পরিমাণ ছেচল্লিশ হতে ষাটের মধ্যে হলে এর জন্য একটি হিক্কাহ (যার বয়স তিন বছর পূর্ণ হয়ে চার বছরে পড়েছে) প্রদান করতে হবে। উটের পরিমাণ একষট্টি হতে পঁচাত্তরের মধ্যে হলে একটি জাযা'আহ (যার বয়স চার বছর পূর্ণ হয়ে পাঁচ বছরে পড়েছে) যাকাত স্বরূপ দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছিয়াত্তর হতে নব্বইর মধ্যে হলে এর জন্য দুটি "বিনতে লাবুন" প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা একানব্বই হতে একশ বিশের মধ্যে হলে এর জন্য দুটি হিক্কাহ দিতে হবে। উটের সংখ্যা একশত বিশের অধিক হলে (অতিরিক্ত) প্রত্যেক চল্লিশ উটের জন্য একটি করে "বিনতে লাবুন" দিতে হবে। এবং প্রত্যেক পঞ্চাশ উটের জন্য একটি হিক্কাহ যাকাত হিসেবে দিতে হবে। যাকাত আদায়কালে নির্দিষ্ট বয়সের উট না থাকলে অর্থাৎ কারো উটের সংখ্যা জাযা'আহ প্রদানের সম-পরিমাণ হল অথচ তার নিকট জাযা'আহ নেই, কিন্তু চার বছরের মাদী উট আছে- তখন তার নিকট হতে হিক্কাহ গ্রহন করতে হবে এবং এর যাকাতদাতা দুটি বকরিও দেবে, যদি তা দেয়া তার জন্য সহজ

হয়। অন্যথায় বিশটি দিরহাম দেবে। এরপর যার উটের সংখ্যা হিক্কাহ প্রদানের সম-পরিমাণ হবে, কিন্তু তার নিকট হিক্কাহ নেই, অথচ জাযা'আহ আছে এমতাবস্থায় তার নিকট হতে এটাই গ্রহন করতে হবে এবং যাকাত আদায়কারী তাকে বিশটি দিরহাম বা দুটি বকরি প্রদান বরবে। এরপর যার উটের সংখ্যা হিক্কাহ প্রদানের সমান হবে, অথচ তার নিকট হিক্কাহ নেই; কিন্তু তার নিকট "বিনতে লাবুন" আছে এমতাবস্থয় এটাই তার নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে।

তাশরীহ --

قوله حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

এই হাদীস শরীফে সদকা সম্পর্কিত একটি পত্রের উল্লেখ রয়েছে, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। এর মধ্যে যাকাতের বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। বিশেষত প্রাণীসমূহের যাকাত যা দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। উট, গরু, ছাগল প্রত্যেকটির নেসাব এবং যাকাতের পরিমাণ উল্লেখ ছিল। যেন যাকাত উসূলকারীরা এই পত্র অনুযায়ী যাকাত উসূল করেন। এই পত্রের উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সীল-মোহরও অঙ্কিত ছিল।

এই হাদীসটি সহীহ বুখারীতেও আছে। তাতে ছুমামা থেকে বর্ণনাকারী হল তাঁর ভাতিজা আবদুল্লাহ ইবনে মুসান্না। আল্লামা আইনী বলেন, হযরত ইমাম বুখারী রাহ. এই হাদীসকে তার সহীহ গ্রন্থে দশ স্থানে একসূত্রে উল্লেখ করেছেন। তবে কোথাও مقطع হিসাবে আবার কোথাও مطول হিসাবে। যার মধ্য থেকে ছয়টি হল কিতাবুয যাকাতে।

ইবনে হাযম বলেন, هذا حديث في نهاية الصحة عمل به الصديق في حضرة العلماء ولم يخالفه أحد. اهـ

قوله أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

হযরত হাম্মাদ ইবনে সালামা বলেন, আমি হযরত আনাস রা.-এর নাতী হযরত ছুমামা ইবনে আবদুল্লাহ এর কাছ থেকে এই চিঠি নিয়েছি। যার সম্পর্কে হযরত ছুমামা বলেছিলেন, হযরত আবু বকর রা. আমার দাদাকে (হযরত আনাস রা.) আমিল হিসাবে বাহরাইন পাঠানোর সময় এই চিঠিটি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে নবীজীর সীলমোহরও ছিল।

قوله هٰذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ

এবাক্যে মুযাফ উহ্য রয়েছে। মূল বাক্য হবে–نسخة فريضة الصدقة দুইটি হাদীসের পর তৃতীয় হাদীসে আছে যে, هذه نسخة كتاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نسخة নুসখা অর্থ অনুলিপি। অর্থাৎ ওই অনুলিপি, যার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মুসলমানদের উপর নির্ধারিত যাকাত ও সদকার আলোচনা রয়েছে।

আর এটি ওই ফরয বিধান, যা আল্লাহ তাআলা নবীকে দিয়েছেন। অর্থাৎ যার প্রচার-প্রসারের আদেশ করেছেন।

قوله الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এখানে ফরযের সম্পর্ক রাসূলের দিকে করা হয়েছে। যদিও ফরয বিধান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে; কিন্তু যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন এজন্য ফরযের নিসবত তাঁর দিকেই করা হয়েছে।

অথবা এই ফরয শব্দটি قدر অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তাকদীর দ্বারা উদ্দেশ্য হল নেসাবের নির্ধারণ। এটি হল বাহ্যিক ব্যাখ্যা, যার মধ্যে কোনো তাবীলের প্রয়োজন নেই। কেননা, যদিও মূল বিধান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই হয় কিন্তু তা মুজমাল থাকে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে নেসাব বর্ণনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

قوله عَلَى الْمُسْلِمِينَ

এই বাক্যটি দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেররা যাকাতের মুখাতাব নয়। এটি একটি প্রসিদ্ধ মতভেদপূর্ণ মাসআলা। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হযরত মুআয রা.-কে ইয়ামান প্রেরণের হাদীসে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

যেহেতু শাফেয়ীগণ কাফেরদের মুকাল্লাফ হওয়ার কথা বলেন, তাই হাফিয ইবনে হাজার রাহ. ফাতহুল বারী গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখানে মুসলমান হওয়া আদায় সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। কেননা, কাফেরদের যাকাত আদায় গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, কাফের যাকাতের মুকাল্লাফই না এবং আখিরাতে তার কোনো শাস্তি হবে না।

قوله الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا

এই বাক্যটি পূর্বের বাক্য থেকে বদল হয়েছে।

قوله فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا

অর্থাৎ উক্ত পত্র মোতাবেক কোনো মুসলমানের কাছে যাকাত চাওয়া হলে উসূলকারীকে তার যাকাত দিয়ে দেওয়া উচিত। আর কারো কাছে পত্রের বিধানবহির্ভূত যাকাত চাওয়া হলে অর্থাৎ ওয়াজিব পরিমাণের অধিক চাওয়া হলে সে যেন তা না দেয়। অথবা কোনো কিছু না দিয়ে নিজেই তার যাকাত আদায় করে দিবে। অথবা এটি উদ্দেশ্য হতে পারে যে, অতিরিক্ত অংশ তাকে দিবে না।

এখানে প্রশ্ন জাগবে যে, সামনে باب رضا المصدق অধ্যায়ে আসছে যে, ارضوا مصدقيكم وان ظلمتم অর্থাৎ উসূলকারীদেরকে সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় দাও। সে যে পরিমাণ যাকাত চায় তা দিয়ে দাও। যদিও তোমাদের উপর জুলুম করা হোক না কেন।

এই প্রশ্নের দু'টি উত্তর হতে পারে। যথা :

ক) উক্ত হাদীসে ওইসব উসূলকারীদের কথা বলা হয়েছে, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় ছিলেন। যারা সকলেই সাহাবী। আর এ কথা স্পষ্ট যে, তাঁরা কখনো জুলুম করতে পারেন না। এটি ভিন্ন বিষয় যে, যাকাত দাতা মনে করছে যে, তার প্রতি জুলুম করা হচ্ছে।

আর এখানকার হাদীসে কিয়ামত পর্যন্ত একটা সাধারণ নীতি বলা হয়েছে। তাই ন্যায়পরায়ণ ও জালিম সব ধরনের উসূলকারী উদ্দেশ্য হতে পারে। সুতরাং দুই হাদীসের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন।

খ) দ্বিতীয় উত্তর হল, দুই হাদীসের ভিন্নমুখী দুইটি হুকুমের মধ্যে একটি হল বৈধতা ও শিথিলতাপূর্বক। আর অন্যটি হল উত্তম ও উৎসাহব্যাঞ্জক।

উটের নেসাবের বর্ণনা

قوله فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ

এখান থেকে নেসাবের বর্ণনা শুরু হচ্ছে। প্রথম অধ্যায়েই এ কথা বলা হয়েছে যে, উটের নেসাব হল পাঁচটি উট। চব্বিশটি পর্যন্ত এই হুকুম প্রযোজ্য। অর্থাৎ ২৪ পর্যন্ত প্রতি পাঁচটি উটে একটি করে ছাগল ওয়াজিব। এরপর যখন উটের সংখ্যা পঁচিশ হয়ে যাবে তখন যাকাত পরিবর্তন হয়ে ছাগলের পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট বয়সের উটের বাচ্চা বিনতে মাখায ওয়াজিব হবে।

জেনে রাখা ভালো যে, প্রত্যেক সম্পদের যাকাত সে জাতীয় সম্প `দ্বারা আদায় করাই হল মূল। তবে মূল্য হিসাবে আদায় করার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। হানাফীদের নিকট তা জায়েয। কিন্তু জুমহুরের কাছে তা নাজায়েয।

শরীয়তের এই নীতিটা উটের যাকাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ফলে পাঁচটি উটে একটি ছাগল, দশ উটে ২টি ছাগল এভাবে ২৪ পর্যন্ত প্রতি পাঁচ উটে একটি করে ছাগল ওয়াজিব হয়।

এর কারণ এই যে, যদি প্রতি পাঁচ উটে একটি করে উটই দেওয়া হয় তাহলে মালিকের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।

আবার যদি ২৫টির নিচে কোনো কিছুই ওয়াজিব না হয় তাহলে বাহ্যত গরীবের ক্ষতি হবে। ফলে শরীয়ত উভয় দিক বিবেচনা করে এই বিধান দিয়েছে যে, উটের যাকাত শুরু হবে ছাগল দিয়ে। এরপর উটের পরিমাণ যখন যথেষ্ট ও গ্রহণযোগ্য পরিমাণে পৌঁছবে অর্থাৎ পচিশ হবে তখন তার মধ্যে একটি কম বয়সী উট ওয়াজিব হবে। এরপর তার চেয়ে অধিক বয়সের। এভাবেই ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। কত উত্তম বিবেচনা।

উটের বিস্তারিত নেসাব

নেসাবের পত্রে উটের যে নেসাব বর্ণনা করা হয়েছে তা এই যে, ৫ থেকে ২৪ পর্যন্ত প্রতি পাঁচ উটে একটি ছাগল। ফলে ২৪টি উটে ৪টি ছাগল ওয়াজিব হবে।

উটের পরিমাণ	যাকাতের পরিমাণ	উটের পরিমাণ	যাকাতের পরিমাণ
৫-৯	১টি ছাগল	১০-১৪	২টি ছাগল
১৫-১৯	৩টি ছাগল	২০-২৪	৪টি ছাগল
২৫-৩৫	১টি বিনতে মাখায	৩৬-৪৫	১টি বিনতে লাবুন
৪৬-৬০	১টি হিক্কা	৬১-৭৫	১টি জাযা'আ
৭৬-৯০	২টি বিনতে লাবুন	৯১-১২০	২টি হিক্কা
১২১-১২৪	২টি হিক্কা	১২৫-১২৯	২টি হিক্কা ও ১টি ছাগল
১৩০-১৩৪	২টি হিক্কা ও ২টি ছাগল	১৩৫-১৩৯	২টি হিক্কা ও ৩টি ছাগল
১৪০-১৪৪	২টি হিক্কা ও ৪টি ছাগল	১৪৫-১৫০	২টি হিক্কা ও ১টি বিনতে মাখায
১৫১-১৫৪	৩টি হিক্কা	১৫৫-১৫৯	৩টি হিক্কা ও ১টি ছাগল
১৬০-১৬৪	৩টি হিক্কা ও ২টি ছাগল	১৬৫-১৬৯	৩টি হিক্কা ও ৩টি ছাগল
১৭০-১৭৪	৩টি হিক্কা ও ৪টি ছাগল	১৭৫-১৮৫	৩টি হিক্কা ও ১টি বিনতে মাখায
১৮৬-১৯৫	৩টি হিক্কা ও ২টি বিনতে লাবুন	১৯৬-২০০	৪টি হিক্কা

قوله فَفِيهَا بِنْتُ مخاض

বিনতে মাখায হল উটের এমন বাচ্চা যা ১বছর পূর্ণ করে ২য় বছরে উপনীত হয়।

قوله إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِيْن

দুই নেসাবের মধ্যবর্তী অংশ সর্বাবস্থায় মাফ। এটাকে ফকীহগণ ওয়াকস (وقص) বলেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে পাঁচ উটে ১টি ছাগল ওয়াজিব হয় তেমনিভাবে ৯ উটেও ১টি ছাগলই ওয়াজিব হবে। তাহলে ৫ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো ওয়াকস হল। এরপর সামনে অগ্রসর হয়ে মাফ এর মধ্যে বৃদ্ধি ঘটল। ফলে বিনতে মাখায যেখান থেকে শুরু হয়েছিল অর্থাৎ ২৫টি উট সেখান থেকে ওয়াকস এর পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ১০। এরপর সামনে আরো বৃদ্ধি ঘটেছে এবং ওয়াকস দশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে পনের দাঁড়িয়েছে। যেমনটি উপরের আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়।

قوله فإن لم يكن فيها بِنْتُ مخاض

উটের ক্ষেত্রে নর ও মাদার পার্থক্য শরয়ীভাবেই স্বীকৃত। নরের তুলনায় মাদা উট বেশি মূল্যবান হয়ে থাকে। তবে গরু, ছাগল ইত্যাদিও নর ও মাদাহর মাঝে কোন পার্থক্য গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে হানাফীদেও কাছে।

জানা থাকা দরকার যে, উটের যাকাতে মৌলিকভাবে মাদাহ ওয়াজিব হয়। কিন্তু যে বয়সের উটের বাচ্চা ওয়াজিব হয় তা সে পালে/দলে থাকা জরুরি নয়। কখনো তা সেখানে নাও থাকতে পারে। এজন্য এ বিষয়ে নির্দেশনা হল এই যে, যদি কোনো পালে/দলে বিনতে মাখায পাওয়া না যায় তাহলে তার পরিবর্তে নর উট ইবনে লাবুন দেওয়া হবে।

উল্লেখ যে, বিনতে মাখায ১ বছরের বাচ্চা হলেও তার পরিবর্তে ইবনে লাবুন হল ২ বছরের। তো এখানে স্ত্রী লিঙ্গ না পাওয়ার ক্ষতি পোষিয়ে নেওয়া হচ্ছে বয়স বৃদ্ধির মাধ্যমে।

এই বিষয়টি ইমাম আবু ইউসুফ ও শাফেয়ী রাহ.-এর নিকট অপরিহার্য হলেও ইমাম আবু হানীফা রা.-এর নিকট তা অপরিহার্য নয়; বরং এক্ষেত্রে মূল্য ধর্তব্য হবে।

সুতরাং যদি কোনো ইবনে লাবুনের মূল্য বিনতে মাখাযের সমান হয় তাহলে তো ইবনে লাবুনই হবে; যা হাদীসে বলা হয়েছে। অন্যথায় মূল্য হিসাবে ক্ষতিপূরণ করা হবে।

আর এই হাদীসটিকে ধরা হবে যে, সম্ভবত সে সময় বিনতে মাখায ও ইবনে লাবুন উভয়টির মূল্য সমান ছিল। ফলে এমনটি করার মাধ্যমে মূল্য হিসাবে সমান হয়ে যেত। আর এটিই উদ্দেশ্য।

قوله فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ

বিনতে লাবুন হল উটের এমন বাচ্চা যা দুই বছর পূর্ণ করে তৃতীয় বছরে উপনীত হয়।

قوله فَفِيهَا حِقَّةٌ

হিক্কা হল উটের এমন বাচ্চা যা ২ বছর পার করে ৩য় বছরে পদার্পণ করে।

قوله فَفِيهَا جَذَعَةٌ

জিযআ হল উটের এমন বাচ্চা যা ৩ বছর পার করে ৪র্থ বছরে পদার্পণ করে।

قوله فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ

জিযআ থেকে অধিক বয়সী উট যাকাতে ওয়াজিব হয় না; বরং জিযআর পরে তার কম বয়সী ১টির পরিবর্তে ২টি উট ওয়াজিব হতে থাকে। ফলে ৭৬ থেকে ৯০ পর্যন্ত উটের যাকাত হল ২টি বিনতে লাবুন। এরপর ৯১ থেকে ১২০ পর্যন্ত ২টি হিক্কা ওয়াজিব।

قوله إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

এখানে ওয়াকস পূর্ব থেকে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ১৫ এর পরিবর্তে ৩০ হয়েছে।

এই হাদীসে উল্লেখিত ৫ থেকে ১২০ পর্যন্ত উটের যাকাতের বিষয়ে চার ইমাম একমত। তবে শুধুমাত্র একটি অংশ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আর তা এই যে, فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض জুমহুর উলামা ও চার ইমামের মত এটিই যে, ২৫ উটে ১টি বিনতে মাখায ওয়াজিব। কিন্তু হযরত আলী রা.-এর একটি বর্ণনা যা এই অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ হাদীস। তাতে উল্লেখ আছে যে, ২৫টি উটে ৫টি ছাগল এবং ২৬ উটে ১টি বিনতে মাখায ওয়াজিব।

হযরত আলী রা.-এর এই হাদীসকে বাযলুল মাজহুদ গ্রন্থে ফাতহুল বারীর উদ্ধৃতিতে শুধুমাত্র মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বার দিকে মানসূব করা হয়েছে। অথচ এই বর্ণনাটি সুনানে আবু দাউদেও আসবে।

সুফিয়ান ছাওরী রাহ. বলেন, এই বর্ণনায় আলী রা.-এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে কারো ভ্রান্তি হয়েছে। কেননা, আলী রা. এর এমন কথা বলা অসম্ভব। কেননা, এ অবস্থায় موالاة بين الواجبين অর্থাৎ দুই ওয়াজিবের মাঝে কোনো ওয়াকস অবশিষ্ট থাকে না। আর এটি যাকাতনীতির পরিপন্থী। – মানহাল

قوله فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

এখানে ১২০ পর্যন্ত একটি স্তর সমাপ্ত হল। এতক্ষণ যা বলা হয়েছে তার সবই সর্বসম্মত মত।

১২০ এর পর উটের নেসাবের বিষয়ে ইমামদের মতভেদ

(১) ইমাম শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ বলেন, ১২০টি উটের পর যাকাতের হিসাবটা প্রতি ৪০ ও ৫০ অনুপাতে হবে। অর্থাৎ প্রতি ৪০ উটে ১টি বিনতে লাবুন ও প্রতি ৫০ উটে ১টি হিক্কা ওয়াজিব হবে। তাদের মতে এই হিসাব ১২০ এর পর থেকেই শুরু হবে। সুতরাং ১২১ এর মধ্যে যেহেতু ৩টি ৪০ আছে তাই তাতে ৩টি বিনতে লাবুন আর ১৩০ এর মধ্যে ২টি ৪০ ও ১টি ৫০ থাকায় তাতে ২টি বিনতে লাবুন ও ১টি হিক্কা ওয়াজিব হবে।

(২) মালেকীগণ ১২০ এরপর থেকে ৪০ ও ৫০ এর হিসাবের কথা বললেও ১২০ এর পর ১২১ থেকেই শুরু হওয়ার পক্ষে নন; বরং ১৩০ থেকে এই হিসাবে প্রযোজ্য হবে।

তিনি বলেন, এই হাদীসে আধিক্য দ্বারা ১ هاني এর আধিক্য উদ্দেশ্য। সাধারণ আধিক্য উদ্দেশ্য নয়। কেননা, ১২০ এর মধ্যেও তো ৩টি ৪০ রয়েছে অথচ সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে দুটি হিক্কা ওয়াজিব হয়। সুতরাং এই সর্বসম্মত হুকুমের পরিবর্তনটা একটি ১ هاني এর পরেই শুরু হবে। ফলে ১২০ এর পরে ১২৯ পর্যন্ত ২টি হিক্কাই ওয়াজিব হবে। আর ১৩০ এ ২টি বিনতে লাবুন ও ১টি হিক্কা ওয়াজিব হবে।

(৩) হানাফীগণ বলেন, ১২০ এর পর নতুন করে হিসাব শুরু হবে। অর্থাৎ ১২০ এর পরে প্রতি পাঁচ উটে ১টি ছাগল ওয়াজিব হবে। সুতরাং ১২৫ টি উটে ২টি হিক্কা ও ১টি ছাগল, ১৩০টিতে ২টি হিক্কা ও ২টি ছাগল, ১৩৫ টিতে ২টি হিক্কা ও ৩টি ছাগল, ১৪৫টিতে ২টি হিক্কা ও ১টি বিনতে মাখায এবং ১৫০টি উটে ৩টি হিক্কা ওয়াজিব হবে। ১৫০ এরপরে আবার নতুন হিসাব শুরু হবে। সুতরাং

১৫৫টি	উটে	৩টি	হিক্কা ও ১টি ছাগল।
১৬০টি	উটে	৩টি	হিক্কা ও ২টি ছাগল
১৬৫টি	উটে	৩টি	হিক্কা ও ৩টি ছাগল
১৭০টি	উটে	৩টি	হিক্কা ও ৪টি ছাগল
১৭৫টি	উটে	৩টি	হিক্কা ও ১টি বিনতে মাখায
১৮৬টি	উটে	৩টি	হিক্কা ও ১টি বিনতে লাবুন

১৯৬ থেকে ২০০ পর্যন্ত ৪টি হিক্কা ওয়াজিব হবে।

২০০ উট থাকলে এই অবকাশ আছে যে, ইচ্ছা করলে ৪০ এর হিসাবে ৫টি বিনতে লাবুন দিবে কিংবা ৫০ এর হিসাবে ৪টি হিক্কা দিবে। এরপর আবার নতুন করে হিসাব শুরু হবে। যেমনটি বলা হয়েছে। (বযল সারাখসী থেকে)

জুমহুরের দলীল

জুমহুরের দলীল হল, হাদীসুল বাব, যা সহীহ ও নির্ভরযোগ্য।

এই হাদীসটি আবু দাউদ ছাড়াও সহীহ বুখারীতে বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার উল্লেখ রয়েছে। তেমনিভাবে সুনানে নাসায়ী ও ইবনে মাজাতেও আছে।

১২০ এর পরে নতুন হিসাবের পক্ষে হানাফীদের দলীল

হানাফীগণ আমর ইবনে হাযম এর كتاب الصدقة দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন। যার মধ্যে বলা হয়েছে যে, হযরত হাম্মাদ বলেন, আমি কায়স ইবনে সাআদকে বললাম, আমার জন্য মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযমের كتاب الصدقة টি সংগ্রহ কর। সে আমাকে তা দিয়ে বলল, আমি এটি আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম এর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। সে আরো বলল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পত্রটি তার দাদা (আমর ইবনে হাযম)-এর জন্য লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন।

হাম্মাদ বলেন, আমি এই পত্রটি পড়লাম। তাতে উটের নেসাব সম্পর্কে এই বিধান ছিল যে,

فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة ... فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل.

মুলত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সদকা সংক্রান্ত একাধিক পত্রের কথা বর্ণিত আছে, যার মধ্য থেকে কোনো ইমাম একটিকে এবং অন্যজন ভিন্নটি গ্রহণ করেছেন। যার বিস্তারিত আলোচনা ফাতহুল কাদীরে রয়েছে।

এসকল রেওয়ায়েতসমূহের ব্যাপারে ইমাম বায়হাকী ও অন্যান্য শাফেয়ী শারেহগণ বিভিন্ন আপত্তি করেছেন তাদের এসব আপত্তি ও তার জবাব বিস্তারিতভাবে উমদাতুল কারীতে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে তা আলোচনা করা সম্ভব নয়।

নতুন হিসাব শুরু হওয়ার কথা হযরত আলী, ইবনে মাসউদ, ইবরাহীম নাখয়ী ও সুফিয়ান ছাওরী প্রমুখ থেকেও বর্ণিত আছে।

হানাফীদের পক্ষ থেকে হাদীসুল বাবের জবাব

হাদীসুল বাব সম্পর্কে হানাফীগণ এই জবাব দিয়ে থাকে যে, এই হাদীস আমাদের বিপক্ষে নয়; বরং আমরাও এই হাদীস অনুযায়ী আমল করে থাকি। তা এভাবে যে, فإذا زادت এর আধিক্য দ্বারা زيادة كبيرة উদ্দেশ্য। যেমনটি মালেকীগন বলেছেন যে, এখানে আধিক্য দ্বারা সাধারণ আধিক্য উদ্দেশ্য নয়; বরং دهائي এর আধিক্য উদ্দেশ্য।

সুতরাং ১৫০ উটে আমাদের মতেও ৩টি হিক্কা ওয়াজিব হবে। আর ২০০ উটে মালিকের সুযোগ থাকবে যে, ৫০ এর হিসাবে ৪টি হিক্কা আদায় করবে অথবা ৪০ এর হিসাবে ৫টি বিনতে লাবুন দিবে।

দ্বিতীয় কথা হল, ১২০ উটে সকল আছার ও উলামাদের ঐক্যমতে ২টি হিক্কা ওয়াজিব হবে। তবে ১২০ এর পর আছার বিভিন্ন রকম রয়েছে। ফলে مختلف فيه এর কারণে متفق عليه কে বাদ দেওয়া সমীচীন হবে না।

সুতরাং ১২০ এর পরে হানাফীগণ ২টি হিক্কা বহাল রেখে নতুন হিসাবের হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। এ অবস্থায় দুই ধরনের হাদীসের মাঝে সমন্বয় হয়ে যায় এবং কোনো হাদীসের আমল বাদ দিতে হয় না। قاله شمس الأئمة السرخسي

বছরের মধ্যবর্তী পার্থক্যের ক্ষতিপূরণের পদ্ধতি

قوله فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ

এর ব্যাখ্যা এই যে, য ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে তার নিকট যে বয়সী উট ওয়াজিব হয়েছে তা বিদ্যমান থাকা জরুরি নয়। যদি থাকে তবে তো ভালো।

কিন্তু যদি না থাকে তাহলে এর সমাধান হাদীস শরীফে এই বলা হয়েছে যে, যা ওয়াজিব হয়েছে তা কিংবা তার চেয়ে এক বছর বেশি বয়সের উট যদি থাকে তাহলে তা নিয়ে নিবে। অথবা যদি ১ বছর কম বয়সের থাকে তা নিবে। আর বছরের পার্থক্যের এই ক্ষতিপূরণের জন্য প্রথম অবস্থায় মালিক উসুলকারী থেকে ২০ দিরহাম অথবা দুটি ছাগল ফেরত নিবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় উসূলকারী মালিক থেকে ২০ দিরহাম কিংবা ২টি ছাগল নিয়ে নিবে।

ক্ষতিপূরণের এই পদ্ধতিটি ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, দাউদে যাহেরীদের নিকট অপরিহার্য।

তবে হানাফীদের মতে এ ক্ষেত্রে মূল কথা হল মূল্য। অর্থাৎ বছরের কমবেশি হওয়ার কারণে যে পরিমাণ মূল্য কম-বেশি হবে তা ধর্তব্য হবে। এমনটিই কিয়াস।

তাছাড়া হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এই ক্ষতিপূরণ ১টি ছাগল অথবা ১০ দিরহাম বলেছেন। এই হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে, সম্ভবত এই হাদীস বর্ণনার যুগে মূল্য হিসাবে উভয়টির মাঝে এতটুকু ব্যবধান হত। والله تعالى أعلم

মানহাল গ্রন্থে ইমাম রাহ.-এর মত এই লিখা হয়েছে যে, যে বয়সের উট ওয়াজিব হয়েছে মালিককে তা-ই দেওয়া অপরিহার্য। প্রয়োজনে মালিক তা কিনে এনে দিবে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: مِنْ هَاهُنَا لَمْ أَضْبِطْهُ. عَنْ مُوسَى. كَمَا أُحِبُّ. وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ. أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِلَى هَاهُنَا. ثُمَّ أَتْقَنْتُهُ: وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ. وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ مَخَاضٍ. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ. وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ. وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ. فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ. فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ. فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ. فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاَثَ مِائَةٍ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ. فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ. وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ. وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ. وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ. وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ. وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ. فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ. فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ. إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً. فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

তরজমা ---

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এখান থেকে আমি রাবী সুমামার নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য আমার আশানুরূপ সঠিকভাবে স্মরণে রাখতে পারি নিঃ "এবং যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি মালিককে বিশ দিরহাম অথবা দুটি বকরি প্রদান করবে। এরপর যার উটের সংখ্যা দুই বছর বয়সের একটি মাদী উট প্রদানের সমপরিমণ হবে, অথচ তার নিকট মাত্র এক বছর বয়সের মাদী উট আছে, এমতাবস্থায় এটাই তার নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে" ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এপর্যন্ত। এরপর থেকে আমি সঠিকভাবে স্মরণে রাখতে পেরেছিঃ "এবং এর সাথে দুটি বকরি অথবা বিশটি দিরহাম মালিকের নিকট হতে নেবে। এরপর যার উটের যাকাত এক বছর বয়সের মাদী উট প্রদানের সমতুল্য হবে, অথচ তার নিকট এটা নেই, কিন্তু তার নিকট দুই বছর বযসের পুরুষ উট আছে; এমতাবস্থায় এটাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে এবং এজন্য কাউকেও কিছু প্রদান করতে হবে না। এরপর যার উটের সংখ্যা হবে মাত্র চারটি, তার উপর কোন যাকাত নোই, কিন্তু যদি তার মালিক ইচ্ছা করে তবে দিতে পাবে।

বর্করি (ভেড়ার) চারণভূমিতে বিচরণকারী বকরির সংখ্যা যখন চল্লিশ হতে একশত বিশের মধ্যে হবে, তখন এর জন্য একটি বকরি যাকাত দিতে হবে। এরপর যখন এর সংখ্যা একশত বিশ হতে দুইশতের মধ্যে হবে তখন এর জন্য দুটি বকরি প্রদান করতে হবে। যখন বকরির সংখ্যা দুইশত হতে তিন শতের মধ্য হবে তখন এর জন্য তিনটি বকরি দিতে হবে। যখন তিন শতের অধিক হবে তখন প্রতি শতকের জন্য একটি বকরি প্রদান করতে হবে। যাকাত হিসেবে কোন ত্রুটিপূর্ণ বর্করি অথবা বৃদ্ধ বকরি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে নর ছাগলও যাকাত হিসেবে দেয়া যাবে না, তবে যদি যাকাত আদায়কারী তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে।

যাকাত প্রদানের ভয়ে বিচ্ছিন্ন পশু একত্রিত এবং একত্রিত পশু বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। দুই শরিকের উপর যা যাকাত ধার্য হয় তা তারা পরস্পরের সম্পত্তির ভিত্তিতে সমানভাবে আদায় করবে। যদি কোন ব্যক্তির বকরির সংখ্যা চল্লিশ না হয় তবে তার যাকাত দিতে হবে না। অবশ্য যদি এর মালিক স্বেচ্ছায় প্রদান করে তবে ভাল।

রৌপ্যের যাকাতের পরিমাণ হল চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। যদি কারও কাছে একশত নব্বই দিরহামের অধিক না থাকে তবে তার উপর কোন যাকাত নেই, তবে যদি এর মালিক স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে তা স্বতন্ত্র কথা।"

তাশরীহ ---

قوله وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ এখান থেকে ছাগলের বিস্তারিত নেসাবের আলোচনা শুরু হয়েছে।

ছাগলের বিস্তারিত নেসাব

ছাগলের পরিমাণ	যাকাতের পরিমাণ	ছাগলের পরিমাণ	যাকাতের পরিমাণ
৪০-১২০	১টি ছাগল	১২১-২০০	২টি ছাগল
২০১-৩৯৯	৩টি ছাগল	৪০০-৪৯৯	৪টি ছাগল
৫০০-৫৯৯	৫টি ছাগল	৬০০-৬৯৯	৬টি ছাগল
৭০০-৭৯৯	৭টি ছাগল	৮০০-৮৯৯	৮টি ছাগল
৯০০-৯৯৯	৯টি ছাগল	১০০০-১০৯৯	১০টি ছাগল

قوله فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ ২০০ থেকে বেশি হলে ৩০০ পর্যন্ত ৩টি ছাগল ওয়াজিব হবে। ৩০০ এর পর প্রতি শতকে ১টি করে বৃদ্ধি হবে। অর্থাৎ ৩০০ এর পর যখন আরো ১০০ অতিরিক্ত হবে তখন পূর্বের ৩টি ছাগলের সাথে আরো ১টি যোগ হবে। সুতরাং ৩টি ছাগল ২০১ থেকে ৩৯৯ পর্যন্ত থাকবে। (এ কথা যেন মনে করা না হয় যে, ৩টি ছাগল শুধুমাত্র ৩০০ পর্যন্ত থাকবে। যেমনটি বাহ্যিক শব্দ থেকে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।)

قوله فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ ৩০০ এর উপর যখন আরো পূর্ণ একটি শতক বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ ৪০০ হয়ে যাবে তখন আরো ১টি ছাগল বৃদ্ধি হবে। আর প্রতি শতকে ১টি করে ছাগল বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সুতরাং ৪০০ থেকে ৪৯৯ পর্যন্ত ৪টি ছাগল হবে। এরপর যখন ১টি বেড়ে পুরোপুরি ৫০০ হয়ে যাবে তখন ৫টি ছাগল ওয়াজিব হবে।

এখানে একটি মতভেদ এই যে, فإذا زادت على ثلاثمائة এর দ্বারা জুমহুরদের মতে এক শতক বৃদ্ধি উদ্দেশ্য। ফলে ৩৯৯ পর্যন্ত ৩টি ছাগল বহাল থাকবে। আর হাসান ইবনে সালেহ এর মতে সাধারণ বৃদ্ধি উদ্দেশ্য। ফলে তার মতে ৩০১টি ছাগলে ৪টি ছাগল ওয়াজিব হবে। ৪০১টি ছাগলে ৫টি ছাগল ওয়াজিব হবে।

قوله وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ছাগলের নেসাব বর্ণনার পর এখন যাকাত হিসাবে কোন ধরনের ছাগল বা প্রাণী নেওয়া হবে তার আলোচনা করছেন যে, যাকাত হিসাবে বৃদ্ধ প্রাণী নেওয়া যাবে না।

قوله وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ যাকাত হিসাবে ত্রুটিযুক্ত প্রাণী নেওয়া যাবে না। তবে কোন ধরনের ত্রুটি উদ্দেশ্য এ বিষয়ে কেউ কেউ বলেছেন, এমন ত্রুটি যার কারণে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ফেরত দেওয়ার অধিকার লাভ হয়। আর যা ব্যবসায়ীদের নিকট মূল্য কম হওয়ার কারণ হয়।

আবার কেউ বলেন, এমন ত্রুটি উদ্দেশ্য যার কারণে কুরবানী জায়েয হয় না।

قوله وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ ছাগলের ক্ষেত্রে নর ছাগল নেওয়া যাবে না। তবে গরুর যাকাতের ক্ষেত্রে নর নেওয়া যাবে। এটি সর্বসম্মত মত।

قوله إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ অর্থাৎ যদি مصدق তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। مصدق শব্দটিকে দুইভাবে পড়া যায়

১. মুসাদ্দিক। 'দাল'-এর কাসরার সাথে। অর্থ উসুলকারী অর্থাৎ যাকাত উসুলকারী, সাঈ।

২. মুসসাদ্দাক। 'দাল'-এর ফতহার সাথে। অর্থ যাকাত আদায়কারী। অর্থাৎ মালিক।

প্রথম অবস্থায় ইসতিছনা-এর সম্পর্ক তিনটির সাথেই হতে পারে। ফলে যাকাত উসূলকারী যদি কোনো কল্যাণের খাতিরে বৃদ্ধ ছাগল (উদাহরণস্বরূপ অধিক মাংস বিশিষ্ট ছাগল, যাতে গরীবদের অধিক কল্যাণ রয়েছে) অথবা ত্রুটিযুক্ত প্রাণী অথবা নর ছাগল নিতে চায় তাহলে নিতে পারবে।

আর দ্বিতীয় অবস্থায় ইসতিছনার সম্পর্ক শুধুমাত্র শেষটি তথা নর ছাগলের সঙ্গে হবে অর্থাৎ মালিক যদি নিজেই নর ছাগল দিতে চায় তাহলে দিতে পারবে। উসুলকারী নিজে থেকে তা নেওয়ার অধিকার নেই।

আর এটি এজন্য যে, ছাগলের পালে সাধারণত নর ছাগল দু একটি করে থাকে। যা মালিকের প্রজনন ইত্যাদি প্রয়োজনে আসে। এজন্য যদি মালিক নিজেই তা দিতে চায় তাহলে দিতে পারবে।

قوله ولا يجمع بين مفترق এই বাক্যটি যথেষ্ট ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দাবিদার। তাছাড়া এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে ফিকহী ইমামগণেরও মতভেদ রয়েছে। এজন্য এটি বোঝার পূর্বে এই মতভেদ বুঝে নেওয়া অপরিহার্য।

خلطة الجوار এর বিষয়ে মতভেদ

শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে প্রাণীর যাকাতের সম্পর্ক দল বা পালের সাথে। মালিকানার সঙ্গে নয়। তাদের মতে দুই অংশীদারের মালিকানা একই মালিকানা বলে গণ্য হয়।

ইমাম মালেক রাহ.ও এই মত পোষণ করে থাকেন। তবে তাদের থেকে একটু পার্থক্য রয়েছে। যা সামনে আলোচনা করা হবে।

সুতরাং কোনো দল বা পালে যেসব প্রাণী থাকবে চাই তা একক মালিকানাধীন হোক কিংবা কয়েক অংশীদারের তা একই মালিকানা বলেই গণ্য হবে।

মোটকথা, তাদের মতে خلطة الجوار এর দখল আছে। তবে শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে নেসাব ও তার পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রেই দখল আছে আর ইমাম মালেক রাহ.-এর মতে শুধুমাত্র নেসাবের পরিমাণের ক্ষেত্রে দখল আছে, নেসাবের ক্ষেত্রে নয়; বরং তার মতে প্রতি অংশীদারের নেসাবের মালিক হওয়া অপরিহার্য।

নেসাবের ক্ষেত্রে দখল থাকার উদাহরণ এই যে, কোনো এক পালে দুই ব্যক্তির মালিকানাধীন ৪০টি ছাগল আছে। তাহলে শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে তাতে ১টি ছাগল ওয়াজিব হবে। যেমনটি একজনের মালিকানায় ৪০টি ছাগল থাকলে ওয়াজিব হয়।

ইমাম মালেক রাহ.-এর মতে এই ৪০টির মধ্যে কোনো যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, কোনো মালিক (অংশীদার) নেসাবের মালিক নয়।

আর যদি এক অংশীদার নেসাবের মালিক হয় অন্যজন না হয় তাহলে যাকাত শুধুমাত্র নেসাবের মালিকের উপর ওয়াজিব হবে। অন্যজনের উপর নয়। যেমন কোনো পালে ৬০টি ছাগল রয়েছে। যার মধ্যে ৪০টি একজনের আর ২০টি অন্যজনের। তাহলে এ অবস্থায় যাকাত শুধুমাত্র ৪০টির মালিকের উপর ওয়াজিব হবে।

নেসাবের পরিমাণের ক্ষেত্রে দখল এর উদাহরণ এই যে, কোনো পালে দুইজনের মালিকানায় ৪০টি করে মোট ৮০টি ছাগল আছে। এ অবস্থায় তিন ইমামের মতে ১টি ছাগল ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ অর্ধাঅর্ধি হারে।

হানাফীদের মতে, خلطة الجوار এর কোনো দখল নেই। নেসাবের ক্ষেত্রেও নয় আবার নেসাবের পরিমাণের ক্ষেত্রেও নয়। তাদের মতে যাকাতের ভিত্তি হল মালিকানার উপর। যেমনটি স্বর্ণ, রূপা ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তেমনিভাবে হানাফীদের মতে خلطة الشيوع এরও কোনো দখল নেই।

তাউস, আতা ইবনে আবী রাবাহ এর মতে خلطة الجوار এর কোনো দখল না থাকলেও خلطة الشيوع এর দখল আছে। আর তিন ইমামের মতে উভয়টিরই দখল রয়েছে।

خلطة الجوار এর বিষয়ে জুমহুরদের দলীল

خلطة الجوار এর দখল থাকার বিষয়ে জুমহুরগণ তরজমাতুল বাবের হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন। এভাবে যে, যদি افتراق ও اجتماع অবস্থায় শরয়ী কোনো ভিন্নতা না হত বরং উভয় অবস্থায় হুকুম একই হত তাহলে তা থেকে নিষেধ করার কী অর্থ হতে পারে? সুতরাং বোঝা যায় যে, প্রাণীদের একত্রে থাকা আর ভিন্ন ভিন্ন থাকার হুকুম ভিন্ন।

আহনাফের দলীল

হানাফীগণ বলেন, অন্যান্য হাদীসসমূহ দ্বারা যাকাতের জন্য নেসাবের মালিকানার শর্ত প্রমাণিত হয়। আর এই হাদীসেও একত্র ও পৃথক থাকাও মালিকানার দিক থেকে হবে। অর্থাৎ উসুলকারী দুই ব্যক্তির মালিকানাকে একই মালিকানা গণ্য করবে না। তেমনিভাবে এক ব্যক্তির মালিকানাকে দুই ব্যক্তির মালিকানা গণ্য করবে না।

হাদীসের ব্যাখ্যা

হাদীসে যে পৃথককে একত্র করা ও একত্রকে পৃথক করতে নিষেধ করা হয়েছে তা মালিক ও উসূলকারী উভয়ের জন্যই হতে পারে। তেমনিভাবে যাকাতের আশংকার সম্পর্কও উভয়ের সাথে হতে পারে।

মালিকের আশংকা হয়ত যাকাত ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার বিষয়ে হবে অথবা যাকাত অধিক হওয়ার বিষয়ে। আর উসূলকারীর আশংকা হবে তার অবস্থান অনুযায়ী। অর্থাৎ যাকাত ওয়াজিব না হওয়ার আশংকা হবে কিংবা যাকাত কম ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে।

মোটকথা, মালিকের পক্ষ থেকে পৃথককে একত্র করা কিংবা একত্রকে পৃথক করার বাড়াবাড়ি এই উদ্দেশ্যে হবে যেন আমার উপর যাকাত ওয়াজিব না হয়। অথবা যাকাত যেন কম ওয়াজিব হয়।

আর উসুলকারীর পক্ষ থেকে এজন্য হবে যেন যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায় কিংবা যাকাত অধিক পরিমাণে ওয়াজিব হয়।

এখানে চারটি উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন। দুটি হল মালিকের পক্ষ থেকে একত্র ও পৃথক করার আর দুটি হল উসুলকারীর একত্র ও পৃথক করার।

১। মালিকের পক্ষ থেকে পৃথককে একত্র করা। কারো মালিকানায় (জুমহুরদের মতানুযায়ী) বাস্তবেই ভিন্ন ভিন্ন দুই জায়গায় ৪০টি করে ৮০টি ছাগল ছিল।

অথবা (হানাফীদের মতানুযায়ী) দুই ব্যক্তির মালিকানায় ৪০টি করে ৮০টি ছাগল ছিল।

ফলে এতে দুটি ছাগল হওয়ার কথা। কিন্তু উসুলকারীর আগমনের পর মালিক ঐগুলোকে একত্র করে দেখিয়েছে। চাই মালিকানার দিক থেকে একত্র করুক কিংবা বিরচণক্ষেত্র হিসাবে। যেন ঐ ৮০টি ছাগলে শুধুমাত্র ১টি ছাগলই ওয়াজিব হয়।

২। মালিকের পক্ষ থেকে একত্রকে পৃথক করা। কারো মালিকানায় ৪০টি ছাগল একত্রে ছিল। কিন্তু উসুলকারীর আগমনের পর ২০টি করে দুই জায়গায় পৃথক করে দিয়েছে। যেন তার উপর যাকাত ওয়াজিব না হয়।

৩। পৃথকগুলোকে উসুলকারীর একত্রকরণ। ২০টি করে ৪০টি ছাগল পৃথক ছিল। যার মধ্যে কোনো যাকাত ওয়াজিব হয় না। কিন্তু উসুলকারী এসে এগুলোকে একত্র করে দিয়েছে। যেন যাকাত হিসাবে ১টি ছাগল ওয়াজিব হয়ে যায়।

৪। একত্রকে উসুলকারীর পৃথকীকরণ। কারো মালিকানায় ৮০টি ছাগল একত্রে ছিল। যার মধ্যে নিয়ম অনুযায়ী ১টি ছাগল ওয়াজিব হয়। কিন্তু উসুলকারী এসে এগুলোকে ৪০টি করে দুটি পালে ভাগ করে দিয়েছে। যেন ১টির পরিবর্তে ২টি ছাগল ওয়াজিব হয়। হাদীসে এ ধরনের বাড়াবাড়ি ও প্রতারণাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

قوله وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ এটি সদকা অধ্যায়ে উল্লেখিত হাদীসের একটি অংশ। ইমাম বুখারী রাহ. এ বিষয়ে একটি ভিন্ন অধ্যায় রচনা করেছেন।

হাদীসে উল্লেখিত خليطين শব্দ দ্বারা কী উদ্দেশ্য এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। জুমহুরগণ ঐ দুই ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে থাকেন, যাদের প্রাণীসমূহের মধ্যে خلطة الجوار বিদ্যমান। অর্থাৎ প্রত্যেকের প্রাণী অন্য থেকে ভিন্ন ও পৃথক থাকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রাণীকে চিনতে পারে। শুধুমাত্র রাখাল, বিচরণ ক্ষেত্র ইত্যাদি গুণের দিক থেকে অভিন্ন হয়।

মোটকথা, জুমহুরদের মতে এই হাদীসে خلطة الجوار উল্লেখ রয়েছে। এ কারণে তারা তা গণ্য করেন এবং এটাকে দখলদার মনে করেন। আর দলীল হিসাবে এই হাদীস এবং এর পূর্বে উল্লেখিত لا يجمع بين متفرق ويفرق بين مجتمع হাদীস পেশ করে থাকেন।

হানাফীগণ বলেন, خلطة الجوار এটি কোনো গ্রহণযোগ্য বিষয় নয়। তাছাড়া হাদীসেও এটি উদ্দেশ্য নয়; বরং অভিধানে خليط এর অর্থ শরীক, অংশীদার। আর এখানে এটিই উদ্দেশ্য।

আর দুই শরীকের মালিকানা অভিন্ন হয়ে থাকে। যেমনটি خلطة الشيوع এর মধ্যে হয়ে থাকে। ফলে এখানে خلطة الشيوع ই উদ্দেশ্য। তবে এই অর্থে নয় যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়া কিংবা কম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তার দখল রয়েছে এদিক থেকে তো আমাদের মতে দুটির কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়; বরং এই অর্থে যে, এর মধ্যে একটি পরিমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা এই যে, সম্মিলিত মালিকানার সম্পদে যাকাত মালিকানার অংশ হিসাবে ওয়াজিব হয়ে থাকে।

قوله فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

উসুলকারী সম্মিলিত সম্পদ থেকে সম্মিলিতভাবে যাকাত উসুল করে চলে যাওয়ার পর অংশীদারগণ (যদি তাদের অংশ সমান না থাকে) পরস্পরে হিসাব নিষ্পত্তি করে নিবে। আর যদি সমান অংশিদারিত্ব থাকে তাহলে বাহ্যত যাকাতও সমান সমান হবে। ফলে কোনো নিষ্পত্তির প্রয়োজন নেই।

উদাহরণস্বরূপ দুই ব্যক্তির মালিকানায় ১২০টি ছাগল আছে। এক জনের দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৮০টি ও অন্যজনের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪০টি ছাগল। এখন যাকাত তো উভয়েরই সমান অর্থাৎ ১টি করে ছাগল ওয়াজিব হবে।

কিন্তু ছাগলগুলো একটি থেকে অন্যটি ভিন্ন নয়; বরং প্রত্যেক ছাগলেই অংশিদারিত্ব রয়েছে। এই দুইটি ছাগলের মধ্যে এক তৃতীয়াংশের মালিকের চার তৃতীয়াংশ রয়েছে (অর্থাৎ পূর্ণ একটি ছাগল এবং অন্য ছাগলের এক তৃতীয়াংশ) আর এক তৃতীয়াংশের মালিকের শুধুমাত্র দুই তৃতীয়াংশ আছে। এখন দুই তৃতীয়াংশের মালিকের উচিত সে যেন এক তৃতীয়াংশের মালিক থেকে এক তৃতীয়াংশ ছাগলের মূল্য নিয়ে নেয়। যেন উভয়ের অংশে যাকাতের এক একটি করে ছাগল ওয়াজিব হয়ে যায়।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা ও উদাহরণ হানাফীদের মত অনুসারে।

জুমহুরগণ এর ব্যাখ্যা ও উদাহরণ এভাবে দিয়ে থাকেন যে, কোনো পাল/দলে দুই জনের প্রত্যেকের ২০টি করে মোট ৪০টি ছাগল রয়েছে। এগুলোর মধ্যে মাত্র ১ টি ছাগল যাকাত হিসাবে ওয়াজিব হয়। অর্ধেক এক জনের অংশের বাকি অর্ধেক অন্যের অংশের কারণে। উসুলকারী যে ব্যক্তির মালিকানা থেকে ছাগল

য়ছিল তিন ভাগ হিসাবে। অর্থাৎ প্রতিটি ছাগলের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ৫০টির মালিকের আর দুই তৃতীয়াংশ হল ১০০টির মালিকের। যার অর্থ এই দাড়ায়, ১০০টির মালিকের যিম্মায় ১টি ছাগল ও এক তৃতীয়াংশ। আর ৫০টির মালিকের যিম্মায় একটি ছাগলের দুই তৃতীয়াংশ।

এখন যদি উসুলকারী ১০০টির মালিকের কাছ থেকে ২টি ছাগল নিয়ে যায় তাহলে সে ৫০টির মালিক থেকে প্রত্যেক ছাগলের এক তৃতীয়াংশ মূল্য নিয়ে নিবে।

আর যদি উসুলকারী ২টি ছাগল ৫০টির মালিক থেকে নিয়ে যায় তাহলে সে অপর শরীক থেকে প্রতিটি ছাগলের দুই তৃতীয়াংশ মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে। (ذكره العلامة القسطلاني ٤٤/٣)

خلطة الجوار এর কথা যে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

জুমহুরগণ যে خلطة الجوار এর কথা বলে থাকেন তা কোন কোন বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে হাম্বলী ও মালেকীদের মতে শুধুমাত্র প্রাণীসমূহের যাকাতের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। আর শাফেয়ীদের মতে এটি শুধু প্রাণীর সঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং শস্য, ফলমূল ও স্বর্ণ-রোপা সবকিছুর ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য।

قوله وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ

এখানে رقة শব্দটির উচ্চারণ হল 'রা'-এর কাসরা ও 'ক্বাফ'-এর তাখফীফ-এর সঙ্গে। অর্থ নিরেট রূপা। চাই তা মোহর অংকিত হোক (অর্থাৎ মুদ্রা হোক) কিংবা মোহর অংকিত না হোক। শব্দটি মূলত ورق ছিল। ওয়াওকে বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে শেষে 'তা' বৃদ্ধি করা হয়েছে। যেমনটি وعد ও عدة এর মধ্যে হয়েছে।

١٥٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ أَثْلاَثًا . ثُلُثًا شِرَارًا وَثُلُثًا خِيَارًا وَثُلُثًا وَسَطًا فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ .

١٥٦٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ . فَابْنُ لَبُونٍ . وَلَمْ يَذْكُرْ كَلاَمَ الزُّهْرِيِّ

তরজমা ---

১৫৬৮। হযরত আবদুল্লাহ উরনে মুহাম্মাদ (র) ..... সালেম (র) হতে তাঁর পিতার সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিভিন্ন এলাকার) যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তাদের নিকট পত্র লি! খ তা প্রেরণের পূর্বেই ইনতিকাল করেন। তিনি নির্দেশনামাখানি নিজের তরবারির সাথে লাগিয়ে রেখেছিলেন। এরপর হযরত আবু বকর (খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এরপর হযরত ওমর (রা.) ও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তদনুযীয় আমল করেন। উক্ত পত্রের বিষযবস্তু হলঃ পাঁচটি উটের যাকাত হল একটি বকরি এবং দশটি উটের যাকাত হল দুটি বকরি। পনেরোটি উটের জন্য তিনটি, বিশটির জন্য চারটি, পঁচিশটির জন্য একটি বিনতে মাখায এবং তা পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত এরপর একটি বৃদ্ধি হলে অর্থাৎ ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত সংখ্যক উটের জন্য একটি বিনতে লাবুন প্রদান করতে হবে। যখন এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ ছেচল্লিশ হতে ষাট পর্যন্ত উটের সংখ্যার জন্য একটি হিক্কা যাকাত দিতে হবে। যদি এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ একষট্টি হতে পঁচাত্তর পর্যন্ত উটের সংখ্যার জন্য একটি জাযাআ দিতে হবে। যখন এর সংখ্যা একটি বৃদ্ধি হবে, অর্থাৎ উটের সংখ্যা ছিয়াত্তর হতে নব্বই হলে এর জন্য দুটি বিনতে লাবুন দিতে হবে। যদি এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ একানব্বই হতে একশত বিশটি উট হলে দুটি হিক্কা দিতে হবে। এরপর উটের পরিমাণ যদি তারও অধিক হয় তবে প্রত্যেক পঞ্চাশের জন্য একটি হিক্কা প্রদান করতে হবে এবং প্রত্যক চল্লিশের জন্য একটি বিনতে লাবুন দিতে হবে।

বকরির ক্ষেত্রে চল্লিশ হতে একশত বিশটি বকরির যাকাত হল একটি বকরি। যদি এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, তবে দুইশত পর্যন্ত দুইটি বকরি দিতে হবে এর উপর একটি বৃদ্ধি হলে তিনশত পর্যন্ত তিনটি বকরি প্রদান করতে হবে। বকরির সংখ্যা এর অধিক হলে প্রত্যেক শতের জন্য একটি বকরি প্রদান করতে হবে এবং একশত পূর্ণ না হলে এর উপর যাকাত দিতে হবে না। যাকাত প্রদানের ভয়ে বিচ্ছিন্নকে একত্রিত ও একত্রিতকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না এবং দুই শরীকের উপর যে যাকাত নির্ধারিত হবে তা তারা পরস্পর সমান অংশে প্রদান করবে। যাকাত গ্রহণকারী যাকাত বাবৎ বৃদ্ধ পশু গহণ করবে না এবং ক্রুটিযুক্ত পশুও গ্রহণ করবে না।

রাবী সুফিয়ান বলেন ঃ ইমাম যুহরী (রহ) বলেছেন – যাকাত আদায়কারী উপস্থিত হলে বক্‌রীসমূহ তিনভাগে বিভক্ত করবে। একভাগে নিকৃষ্টগুলি, একভাগে উত্তমগুলি এবং অপর ভাগে মধ্যম শ্রেণীগুলি। যাকাত আদায়কারী মধ্যম শ্রেণীর অংশ হতে যাকাত গ্রহণ করবে। ইমাম যুহরী (রহ) গরু সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন নাই।

১৫৬৯। হযরত উসমান ইবনে আবু শায়বা (র) .... সুফিয়ান ইবনে হুসায়েন (র) হতে এ সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এ বর্ণনায় আরো আছেঃ যদি বিনতে মাখায না থাকে তবে ইবনে লাবুন দিতে হবে। তিনি এ বর্ণনায় ইমাম যুহরীর কথা উল্লেখ করেননি।

তাশরীহ --

قوله فلم يخرجه إلى عماله অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা লিপিবদ্ধ করানোর পর থেকে ওফাত পর্যন্ত নিজের তলোয়ারের খাপে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। যাকাত উসূলকারীদের হাতে তা হস্তান্তর করেননি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. সে পত্র অনুযায়ী আমল করেছেন। এরপর হযরত ওমর ফারুক রা.।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহ্যত এ কারণে তা উসূলকারীদের কাছে হস্তান্তর করেননি যে, তিনি নিজেই তো তাদেরকে সরাসরি মৌখিকভাবে যাকাতের বিস্তারিত আহকাম শিক্ষাদান করেছেন; বরং তিনি এটাকে সংরক্ষণ করে রেখে দিয়েছেন যেন পরবর্তী খলীফাগণ এই পত্রের অনুসরণ করেন। আর বাস্তবে এমনটিই হয়েছে। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রা. নিজ নিজ খেলাফতকালে সে অনুযায়ী যাকাত উসূল করিয়েছেন।

এর মাধ্যমে যাকাত সংক্রান্ত মাসআলার গুরুত্ব বোঝা যায়। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত আহকাম ও আহাদিস লিপিবদ্ধ করাতেন না; বরং তিনি কথা ও কাজে তা শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তারপরও তিনি যাকাতের আহকাম লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। এটা যাকাতেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

আর এর কারণও স্পষ্ট যে, যাকাতের নেসাব ও কোন নেসাবে কি পরিমাণ ওয়াজিব হয় এসব কিছু হল গণিত বিষয়ক। যা মুখে মুখে স্মরণ রাখা দুষ্কর।

قوله حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ এই বাক্যে তাকদীম ও তাখীর হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে فقرنه بسيفه পূর্বে আর حتى قبض পরে হওয়া উচিত ছিল।

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকার চিঠিটি লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন উসূলকারীদের উদ্দেশ্যেই। যেন এর অনুলিপি তৈরি করে তাদেরকে প্রদান করা যায়। ফলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত ওমর ফারুক রা. এমনটিই করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে অনুলিপি প্রদানের প্রয়োজনই ছিল না।

قوله فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ তলোয়ারের খাপে তা সংরক্ষণ করার মধ্যে একটি সুক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিল যা হযরত আবু বকর রা. অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আর তা এই যে, কোনো জামাত যদি যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তার সমাধান হল তলোয়ার। ফলে আবু বকর রা. যাকাত প্রদান অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন।

قوله وَقَالَ الزُّهْرِيُّ অর্থাৎ উসূলকারী যখন যাকাত উসুল করতে আসে তখন যেসব প্রাণীর যাকাত নিতে হবে সেসব প্রাণীকে তিন ভাগে ভাগ করে নিবে।

১. বড় ও উত্তম প্রাণী ২. মধ্যম প্রাণী ৩. নিম্ন মানের প্রাণী।

এরপর মধ্যম প্রকারের প্রাণী থেকে যাকাত গ্রহণ করবে।

قوله وَلَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ الزُّهْرِيِّ অর্থাৎ এ সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে কিন্তু যুহরির কথা বর্ণিত হয়নি। وهو قوله: " إذا جاء المصدق " إلى آخره

١٥٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ هٰذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَإِذَا كَانَتْ إِحْدٰى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَيُّ السِّنَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ وَفِيهِ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ.

١٥٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ. وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. هُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً. فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا. لِئَلَّا يَكُونَ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ. وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ. فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ. فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا. فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَاةٌ. فَهٰذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذٰلِكَ.

তরজমা --

১৫৭০। হযমত মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ... এবনে শিহাব (র)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যাকাতে নির্দেশনামা যা তিনি যাকাত সম্পর্কে লিখিয়েছিলেন এবং পরবর্তিকালে এ নির্দেশনামাটি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর বংশধরগণের নিকট সংরক্ষিত ছিল। রাবী ইবনে শিহাব বলেনঃ সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) আমার কাছে তা পড়েন এবং আমি তৎক্ষনাৎ তা হুবহু মুখস্থ করি। এটা ঐ নির্দেশনামা যা ওমর বিন আবদুল আযীয (র) আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এবং সালেম ইবনে আবদুল্লাহ উবনে ওমর (রা.) এর নিকট হতে কপি করিয়ে নিয়েছিলেন। এরপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, যখন উটের সংখ্যা একশত একুশ হতে একশত উনত্রিশটি হবে তখন এর যাকাত বাবৎ তিনটি বিনতে লাবুন দিতে হবে। এরপর উটের সংখ্যা একশত ত্রিশ হতে একশত উনচল্লিশের মধ্যে হলে এর জন্য দুটি বিনতে লাবুন এবং একটি হিক্কা দিতে হবে। উটের সংখ্যা একশত চল্লিশ হতে একশ উনপঞ্চাশ হলে এর জন্য দুটি হিক্কা ও একটি বিনতে লাবুন দিতে হবে। এরপর উটের সংখ্যা একশত পঞ্চাশ হতে একশত উনষাট হলে এর জন্য তিনটি হিক্কা প্রদান করতে হবে। এরপর উটের সংখ্যা একশত ষাট হতে একশত উনসত্তর হলে এর জন্য চারটি বিনতে লাবুন প্রদান করতে হবে উটের সংখ্যা একশত সত্তর হতে একশত উনআশি হলে এর জন্য তিনটি বিনতে লাবুন ও একটি হিক্কা প্রদান করতে হবে উটের সংখ্যা একশত নব্বই হতে একশত নিরানব্বই হলে এর জন্য তিনটি হিক্কা এবং একটি বিনতে লাবুন দিতে হবে। এরপর উটের সংখ্যা দুশত হলে এর জন্য চারটি হিক্কা অথবা পাঁচটি বিনতে লাবুন দিতে হবে এবং এ দুটির মধ্যে যেটি সহজলভ্য হবে তাই নেয়া হবে। বকরির যাকাত সম্পর্কে রাবী সুফিয়ান ইবনে হুসায়নের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে আরো উল্লেখ আছেঃ বৃদ্ধা এবং ত্রুটিপূর্ণ বকরি যাকাত হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং নর ছাগলও যাকাত হিসেবে নেয়া যাবে না, তবে যাকাত উসূলকারী যদি তা গ্রহণ করতে সম্মত হয় তবে কোন আপত্তি নাই।

১৫৭১। হযরত আবদুল্লাহ ইবেনে মাসলামা বলেন, ইমাম মালেক (র) বলেছেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর কথা: বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচরণকারী পশুকে একত্রিত এবং একত্রে অবস্থানকারী পশুকে বিচ্ছিন্ন করে যাকাত দেয়া বা নেয়া যাবে না এর উদাহরণ যেমন তিনজন মালিকের পৃথক পৃথকভাবে চল্লিশটি করে বকরি আছে। এমতাবস্থায় যাকাত আদায়কারী তাদের নিকট হাযির হলে তারা সকলের বকরি একত্রিত করল যাতে একটির অধিক বকরি যাকাত হিসেবে দিতে না হয়। আর একত্রিত পশুকে পৃথক করা যাবে না। যেমন দুই যৌথ মালিকের প্রত্যেকের একশত একটি করে বকরি আছে। এমতাবস্থায় (মোট বকরির সংখ্যা দুইশত দুটি হওয়ার কারণে) তাদের উপর তিনটি বকরি যাকাত ধার্য হবে। এমতাবস্থায় যাকাত আদায়কারী তাদের নিকট হাযির হলে তারা নিজেদের বকরীগুলো পৃথক করে নিল। ফলে মাত্র দুইটি বকরী যাকাত হিসাবে তাদের উপর ধার্য হলে। রাবী বলেন, এর ব্যাখ্যা আমি এইরূপ শুনেছি।

তাশরীহ --

قوله هٰذِهٖ نُسْخَةُ الخ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যাকাত সম্পর্কিত চিঠি একাধিক ছিল। যার মধ্যে একটি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর দিকে সম্পর্কযুক্ত। এই হাদীসে তারই আলোচনা করা হয়েছে। এই সম্পর্কে বর্ণনাকারী বলেন যে, এই অনুলিপিটি হযরত ওমর রা.-এর পরিবার ও বংশধরদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। আর দ্বিতীয় ওমর হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয রাহ. যখন মদীনার আমীর নিযুক্ত হন (দারা কুতনী ও হাকেমের সূত্র অনুসারে।) তখন তিনি এই চিঠির অনুলিপি তৈরি করিয়ে উসুলকারীদেরকে তা মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করেন।

তাছাড়া তিনি এর একটি অনুলিপি হযরত ওলীদ ইবনে আবদুল মালিকের কাছেও প্রেরণ করেছিলেন। তিনিও তার উসুলকারীদেরকে তা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শাফেয়ী ও হাম্বলীদের স্পষ্ট দলীল

যাকাতের চিঠির বিষয়ে এই বর্ণনায় এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে। যা পূর্বের বর্ণনায় ছিল না; বরং পূর্বের বর্ণনায় এমন ছিল যে, فإن كانت الابل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون

উপরোক্ত বর্ণনায় যে অতিরিক্ত অংশ রয়েছে তা শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতের সাথে মিল।

এর জবাব হল, এটি প্রসিদ্ধ বর্ণনার বিপরীত। আরফুশ শাযী গ্রন্থে আছে যে, ইমাম দারা কুতনীর বাহ্যিক কথা দ্বারা বোঝা যায় যে, এই অতিরিক্ত অংশটুকু কোনো বর্ণনাকারীর নিজস্ব ব্যাখ্যা। অর্থাৎ হাদীসের এই বাক্যটি মুদরাজ, মারফু হিসাবে প্রমাণিত নয়।

এই হাদিসের আরো একটি ব্যাখ্যা আল্লামা সারাখসী থেকে বর্ণিত আছে। তা এই যে, ৩জনের মালিকানায় ১২০টি উট ছিল। যার মধ্য থেকে একজনের উট ৩৫টি, অন্যজনের ৪০টি এবং তৃতীয়জনের ৪৫টি। তাহলে ৪০ ও ৪৫ টি উটের মধ্যে তো ১টি কিরে বিনতে লাবুন ওয়াজিব হয়েছে। আর যে অংশীদারের ৩৫টি উট সে আরো ১টি উট লাভ করেছে। এখন পূর্ব থেকে তার উপর ১টি বিনতে মাখায ওয়াজিব ছিল কিন্তু এখন আরো ১টি লাভ হওয়ার পর তার উপরও ১টি বিনতে লাবুন ওয়াজিব হয়ে গেল। এ অবস্থায় সমষ্টিগতভাবে তাদের ১২১টি উটে ৩টি বিনতে লাবুন হয়ে গেল। এ ব্যাখ্যাটি যদিও অনেক দূরবর্তী, কিন্তু বর্ণনাসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য এটিই যথেষ্ট।

ইমাম মালেক রহ.-এর বর্ণনাকৃত جمع ও تفريق এর উদাহরণ

جمع এর উদাহরণ হল তিনজন ব্যক্তির মালিকানায় ৪০টি করে মোট ১২০টি ছাগল আছে। যার মধ্যে ৩টি ছাগল ওয়াজিব হয়। কিন্তু মালিকগণ উসূলকারীর আগমনের সময় সকলেই নিজের ছাগলগুলোকে কোনো স্থানে একত্র করে দেখিয়েছে। যেন ১২০টি ছাগলের পাল হিসাবে ১টি ছাগলই ওয়াজিব হয়। কেননা, (তাদের মতে) অংশীদারদের মালিকানা একই মালিকানা বলেই গণ্য হয়। আর কোনো একজনের মালিকানায় ১২০টি ছাগল থাকলে তাতে ১টি ছাগলই ওয়াজিব হয়ে থাকে।

تَفْرِيْق এর উদাহরণ হল কোনো পালে দুই ব্যক্তির প্রত্যেকের মালিকানায় ১০১টি করে ২০২টি ছাগল আছে। যার মধ্যে ৩টি ছাগল ওয়াজিব হয়। (যেমনটি এক ব্যক্তির মালিকানায় থাকলে হয়ে থাকে।) কিন্তু উসুলকারী আসার সময় হলে তারা নিজেদের ছাগলগুলো দুটি স্থানে পৃথক করে নিল। (এক পালকে দুটি পালে পরিণত করল।) যেন প্রত্যেকের উপর শুধু ১টি করে ছাগল ওয়াজিব হয়।

١٥٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِي الْغَنَمِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعٌ وَثَلاَثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ وَفِي الإِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ مَرَّةً وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ

তরজমা ---

১৫৭২। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। রাবী যুহায়ের বলেন, আমার ধারণা এ হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম যাকাত আদায় করবে এবং দুইশত দিরহাম পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের উপর কিছুই নেই। দুইশত দিরহাম পূর্ণ হলে এর যাকাত হবে পাঁচ দিরহাম এবং এর অতিরিক্ত হলে তার যাকাত উপরোক্ত হিসেবে প্রদান করতে হবে। বকরির যাকাত হিসাবে প্রতি চল্লিশটি বকরির জন্য একটি বকরি দিতে হবে। যদি বকরির সংখ্যা উনচল্লিশটি হয় তবে যাকাত হিসাবে তোমার উপর কিছু ওয়াজিব নয়। রাবী (আবু ইসহাক) বকরির যাকাত সম্পর্কে ইমাম যুহরীর বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বণনা করেছেন। রাবী ইসহাক গরুর যাকাত সম্পর্কে বলেন ঃ প্রত্যেক ত্রিশটি গরুর জন্য যাকাত হিসেবে একটি তাবী' (এক বছর বয়সের বাচ্চা) প্রদান করতে হবে এবং গরুর সংখ্যা চল্লিশ হলে একটি মুসিন্নাহ (দুই বছর বয়সের বাচ্চা) দিতে হবে। এবং আওয়ামেলের (কাজ কর্মে নিয়োজিত গরুর) উপর কোন যাকাত নেই। তিনি উটের যাকাত সম্পর্কে ইমাম যুহরীর অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন ঃ পঁচিশটি উটের জন্য পাঁচটি বকরি যাকাত দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছাব্বিশ হতে পঁয়ত্রিশটির মধ্যে হলে এর যাকাত হিসেবে একটি বিনতে মাখায দিতে হবে। যদি বিনতে মাখায না থাকে তবে একটি ইবনে লাবুন দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছত্রিশ হতে পয়তাল্লিশের মধ্যে হলে এর জন্য একটি বিনতে লাবুন দিতে হবে। উটের পরিমাণ ছেচল্লিশ হতে ষাট হলে একটি হিক্কা প্রদান করতে হবে। এরপর রাবী ইমাম যুহরীর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উটের সংখ্যা একানব্বই হতে একশত বিশ হলে এর যাকাত স্বরূপ দুটি হিক্কা দিতে হবে। এরপর উটের সংখ্যা এর অধিক হলে প্রতি পঞ্চাশ উটের জন্য একটি হিক্কা প্রদান করতে হবে। যাকাত দেয়ার ভয়ে একত্রে বিচরণকারী উটগুলোকে বিছিন্ন করা এবং বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণকারী উটকে একত্রিত করা যাবে না। যাকাত হিসেবে বৃদ্ধ ও ত্রুটিযুক্ত উট গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য যাকাত উসুলকারী ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করতে পারে। যেসব কৃষিভূমি প্রাকৃতিক নিয়মে বৃষ্টি অথবা নদির পানি দ্বারা সিঁিত হয়, তার ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দিতে হবে। আর যা সেচ যন্ত্রের দ্বারা সিঁিত হয়, তার জন্য বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

রাবী আসেম ও হারিছের বর্ণনামতে প্রতি বছরই যাকাত দিতে হবে রাবী আসেমের হাদীসে আরো উল্লেখ আছে যে, যদি বিনতে মাখায অথবা ইবনে লাবুন না থাকে তবে এর পরিবর্তে দশ দিরহাম অথবা দুটি বকরি (ছাগল) প্রদান করতে হবে।

তাশরীহ --

قوله حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ রূপার নেসাব দুইশত দিরহাম। যার মধ্যে ৫ দিরহাম যাকাত ওয়াজিব হয়ে থাকে।

স্বর্ণ-রূপার যাকাতের নেসাবের মধ্যেও কি وقص আছে?

قوله فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ ২০০ দিরহাম থেকে যত বেশি হোক না কেন তার হিসাব অনুযায়ী যাকাত ওয়াজিব হবে। এমনকি যদি ২০০ দিরহাম থেকে ১ দিরহামও বেশি হয় তাহলে তার যাকাত ৫ দিরহাম ও ১ দিরহামের ৪০ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে। তার অর্থ এই দাড়ায় যে, স্বর্ণ রূপার নেসাব পূর্ণ হওয়ার পর কোনো وقص নেই; বরং নেসাব থেকে যা অতিরিক্ত হবে চাই তা পরিমাণে কম হোক কিংবা বেশি সে হিসাব অনুযায়ী যাকাত ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন ও তিন ইমামের মাযহাবও এটি।

তবে ইমাম আবু হানীফা রাহ. এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, ২০০ দিরহামের পর যতক্ষণ পর্যন্ত আরো ৪০ দিরহাম আর স্বর্ণের ক্ষেত্রে ২০ মিছকালের পর যতক্ষণ পর্যন্ত আরো ৪ মিছকাল তথা নেসাবের এক পঞ্চমাংশ অতিরিক্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না। সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, তাউস, হাসান বছরী, শাবী প্রমুখ এই মত পোষণ করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর দলীল

(১) হযরত আমর ইবনে হাযম-এর বর্ণিত হাদীস।

وفيه وفي كل خمس أواقي من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ثم قال البيهقي مجود الإسناد ورواه جماعة من الحفاظ موصولا حسنا وروى البيهقي عن أحمد ابن حنبل أنه قال أرجو أن يكون صحيحا

(২) হযরত হাসান বসরী-এর বর্ণিত হাদীস।

كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم

(৩) হযরত মুহাম্মাদ বাকের-এর বর্ণিত হাদীস।

إذا بلغت خمس أواقي ففيها خمسة دراهم وفي كل أربعين درهما درهم

এই হাদীসের জবাবে বলা যেতে পারে যে, হাদীসের এই বাক্যের ব্যাপারে বর্ণনাকারী সংশয় প্রকাশ করেছেন,

قال فلا ادري اعلي يقول فبحساب ذلك اورفعه الى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তিনি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না যে, এই কথাটা হযরত আলী রা. নিজের পক্ষ থেকে বলেছেন নাকি তিনি মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

গরুর নেসাব

قوله فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ গরুর নেসাব হল ৩০টি গরুর মধ্যে ১টি تبيع বা تبيعة ওয়াজিব হয়। এক্ষেত্রে নর ও মাদাহ উভয়টিই সমান। যেমনটি সামনে মুআয রা.-এর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। অধিকাংশের মতও অনুরূপ। অবশ্য গরুর ক্ষেত্রে مسنة বিষয়ে একটু মতভেদ রয়েছে।

হানাফীগণের নিকট গরুর সকল প্রকারের ক্ষেত্রেই নর মাদাহ সমান।

আর অধিকাংশের মতে, গরুর যেসব অবস্থায় مسنة ওয়াজিব সেসব অবস্থায় মাদাহ থাকা আবশ্যক। যা মুআয রা.-এর হাদীস থেকে বাহ্যত বোঝা যায়।

হানাফীদের দলীল হল তবরানীর বর্ণনা, যার মধ্যে আছে وفي كل أربعين مسنة أو مسن তবে ছাগলের যাকাতের ক্ষেত্রে নর ও মাদাহ সকলের সর্বসম্মতিক্রমে সমান। (মানহাল)

গরুর বিস্তারিত নেসাব

গরুর পরিমাণ	যাকাতের পরিমাণ	গরুর পরিমাণ	যাকাতের পরিমাণ
৩০-৩৯	১টি তাবী'/তাবী'আ	৪০-৫৯	১টি মুসিন/মুসিন্না
৬০-৬৯	২টি তাবী'/তাবী'আ	৭০-৭৯	১টি তাবী'আ ও ১টি মুসিন্না
৮০-৮৯	২টি মুসিন/মুসিন্না	৯০-৯৯	৩টি তাবী'/তাবী'আ
১০০-১০৯	২টি তাবী'আ ও ১টি মুসিন্না	১১০-১১৯	১টি তাবী'আ ও ২টি মুসিন্না
১২০-১২৯	৩টি মুসিন্না/৪টি তাবী'আ	১৩০-১৩৯	৩টি তাবী'আ ও ১টি মুসিন্না
১৪০-১৪৯	২টি তাবী'আ ও ২টি মুসিন্না	১৫০-১৫৯	৫টি তাবী'/তাবী'আ
১৬০-১৬৯	৪টি মুসিন/মুসিন্না	১৭০-১৭৯	৩টি তাবী'আ ও ২টি মুসিন্না
১৮০-১৮৯	৬টি তাবী'/তাবী'আ	১৯০-১৯৯	৫টি তাবী'আ ও ১টি মুসিন্না

قوله تَبِيعٌ গরু অথবা মহিষের এমন বাচ্চাকে تبيع বলে যা এক বছর অতিক্রম করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে

قوله وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ৪০টি গরুর মধ্যে ১টি مسنة ওয়াজিব হয়।

مسنة বলা হয় গরু বা মহিষের যে বাচ্চা দুই বছর পূর্ণ করে তিন বছরে উপনীত হয়।

জুমহুরদের মাযহাব এটিই। তবে ইমাম মালেক রহ. এর ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, تبيع বলা হয় ঐ বাচ্চাকে যা দুই বছর পূর্ণ করে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করে। আর مسنة বলা হয়, যা ৩ বছর পূর্ণ করে চতুর্থ বছরে উপনীত হয়। مسنة কে مسنة করে নাম রাখা হয়েছে দাঁত উঠার কারণে। অর্থাৎ এ বয়সে তার সামনের দুটি দাঁত উঠে বলে তাকে مسنة বলা হয়।

قوله وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ ঐ সব প্রাণীকে عوامل বলা হয় যার মাধ্যমে মালিক বোঝা বহন অথবা চাষাবাদের কাজ করে থাকে। এখানে على العوامل দ্বারা উদ্দেশ্য মূলত على صاحب العوامل এ অবস্থায় على শব্দটি তার নিজস্ব অর্থেই ব্যবহৃত হবে। আর যদি এখানে মুযাফকে মাহযুফ না মানা হয় তাহলে على শব্দটি في এর অর্থে হবে। عوامل এর ব্যাপারে জুমহুর উলামাদের মত এটিই। তেমনিভাবে علوفة এর মধ্যেও যাকাত ওয়াজিব হয় না। কেননা, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার سبب হল বর্ধনশীল সম্পদ হওয়া। আর বর্ধনশীল হওয়ার দলীল হচ্ছে হয়ত বিচরণের জন্য ছেড়ে দেওয়া অথবা ব্যবসার জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া। علوفة ও عوامل এর মধ্যে এসব পাওয়া যায় না।

قوله وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ পঁচিশটি উটে ১টি ছাগল ওয়াজিব। এই কথাটা ইজমার বিপরীত। কেননা, ২৫টি উটে সকলের সর্বসম্মতিক্রমে ১টি বিনতে মাখায ওয়াজিব হয়ে থাকে। ফলে এই হাদীসের উক্ত অংশটি ইজমার খেলাফ। সুফিয়ান ছাওরী রাহ. বলেন, এই বর্ণনায় আলী রা.-এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে কারো ভ্রান্তি হয়েছে। কেননা, আলী রা. এর এমন কথা বলা অসম্ভব। কেননা, এ অবস্থায় موالاة بين الواجبين অর্থাৎ দুই ওয়াজিবের মাঝে কোনো ওয়াকস অবশিষ্ট থাকে না। আর এটি যাকাতনীতির পরিপন্থী। – মানহাল

قوله وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ এই অংশটি ক্ষেতের শস্য ও ফলমূলের সাথে সম্পর্কিত। যার সম্পর্কে ফসল/শস্যের যাকাত শিরোনামে একটি পৃথক অধ্যায় সামনে আসবে।

قوله فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ এর পূর্বে হযরত আবু বকর রা.-এর যাকাতের চিঠির মধ্যে شاتين أو عشرين درهما বলা হয়েছে। আর এটিই হল অধিক সহীহ আলী রা.-এর এ হাদীস অপেক্ষা। কেননা, এ হাদীসের সনদে আছেম ইবনে যামরা এবং হারেস ইবনে আ'ওয়ার রাবী রয়েছেন। তারা দুজনই যয়ীফ রাবী। (মানহাল)

١٥٧٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. وَسَمَّى آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ. وَالْحَارِثِ الأَعْوَرِ. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَوَّلِ هٰذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ. وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا. فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا. وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ. فَمَا زَادَ. فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ. قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ. أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

তরজমা ---

১৫৭৩। হযরত সুলায়মান ইব! ন দাউদ আল মাহরী (র) .... হযরত আলী (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। এতে পূর্বোক্ত হাদীসের কিছু অংশ আছে। তিনি বলেন ঃ যদি তোমার নিকট এক বছরের জন্য দু'শত দিরহাম থাকে, তবে বছর শেষে এর জন্য পাঁচ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। বিশ দীনারের কম পরিমাণ স্বর্ণে যাকাত ফরয নয়। এরপর যদি কোন ব্যক্তির নিকট বিশ দীনার পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর পর্যন্ত থাকে তবে এর জন্য অর্ধ-দীনার যাকাত প্রদান করতে হবে। আর যদি এর পরিমাণ আরো বেশি হয় তবে উক্ত হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এর চেয়ে অধিক হলে উক্ত হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ এ বাক্যটি হযরত আলী (রা.) এর, না রাসূলুল্লাহ এর? তা আমার জানা নেই। কোন মালের উপর এর বছর পূর্ণ না হলে তার জন্য যাকাত ওয়াজিব নয়। রাবী ইবনে ওহাবের বর্ণনায় আরো আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে মালের উপর এক বছর পূর্ণ হয় না তার কোন যাকাত নেই।

তাশরীহ ---

قوله وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ এখানে সম্পদ দ্বারা ঐ সম্পদ উদ্দেশ্য, যার মধ্যে যাকাত তথা এক চল্লিশমাংশ ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ প্রাণী ও স্বর্ণ রূপা। এগুলোর মধ্যে বর্ষপূর্তি ছাড়া যাকাত ওয়াজিব হয় না। কেননা, এসব সম্পদ বর্ষপূর্তির মাধ্যমেই বৃদ্ধি পাওয়া যায়। তবে শস্য ও ফলমুল এর ব্যতিক্রম। এসবের ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, এসবের ক্ষেত্রে বর্ষপূর্তি শর্ত নয়; বরং শুধুমাত্র বিদ্যমান থাকা (ব্যবহারযোগ্য হওয়া) অথবা ফসল কাটার দ্বারাই উশর ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার বাণী ...وآتوا حقه يوم حصاده

مال مستفاد এর (অর্জিত সম্পদের) যাকাত : উলামাদের মতভেদ

হাদীস থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এই হুকুম (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য বর্ষপূর্তি শর্ত হওয়া) مال مستفاد কেও (পরবর্তীতে অর্জিত সম্পদকেও) অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু মালে মুস্তাফাদের বিষয়টিতে মতভেদ রয়েছে।

(মূল মাসআলা হল এই যে,) অর্জিত সম্পদ অর্থাৎ বছরের মধ্যভাগে নেসাবের অতিরিক্ত অর্জিত সম্পদ এর জন্য কি পৃথক বর্ষপূর্তি শর্ত? নাকি শুধুমাত্র মুল নেসাবের বর্ষপূর্তিই যথেষ্ট। (আর এই অর্জিত সম্পদ বর্ষপূর্তির ক্ষেত্রে মৌলিক নেসাবের অনুগামী।)

কিছু ক্ষেত্রে সকলের সর্বসম্মতিক্রমেই অর্জিত সম্পদকে মৌলিক নেসাবের সঙ্গে মিলানো হয়। অর্থাৎ এই অর্জিত সম্পদ বর্ষপূর্তির দিক থেকে পূর্ববর্তী মৌলিক সম্পদের অনুগামী হয়। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে মিলানো হয় না তবে একটি অবস্থার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আমাদের মতে এ অবস্থাতেও মিলানো হয়। (অর্থাৎ পৃথক বর্ষপূর্তি শর্ত নয়।) আর শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে মিলানো হয় না।

مال مستفاد এর প্রকার

অর্জিত সম্পদের সাধারণত দুইটি অবস্থা হয়ে থাকে। হয়ত তা পূর্বের সম্পদের সমজাতীয় হবে অথবা ভিন্ন জাতের। যদি ভিন্ন জাতের হয় যেমন প্রথম সম্পদ ছিল উট আর অর্জিত সম্পদ হল ছাগল। তাহলে এ অবস্থায় সর্বসম্মতভাবেই মিলানো হবে না। উভয়টির বর্ষপূর্তি পৃথক পৃথক ধর্তব্য হবে।

আর অর্জিত সম্পদ পূর্বের সম্পদের সমজাতিয় হলে তার আবার দুই অবস্থা হবে।

ক. অর্জিত সম্পদটি পূর্বের সম্পদ থেকেই অর্জিত হয়েছে। যেমন বছরের মাঝে ব্যবসার সম্পদ থেকে অর্জিত লাভ/মুনাফা। অথবা প্রাণীর নেসাবের মধ্যে বছরের মধ্যবর্তী সময় তাদের বংশ বৃদ্ধি হওয়া।

খ. অর্জিত সম্পদ ভিন্ন কোনোভাবে অর্জিত হয়েছে। যেমন হাদিয়া, পৈত্রিক সূত্র ইত্যাদি উপায়ে অর্জিত হওয়া।

প্রথম অবস্থায় (মুনাফা ও প্রাণীর বাচ্চা) সকলের সর্বসম্মতিক্রমে মিলানো হবে। আর মৌলিক সম্পদের বর্ষপূর্তিই অর্জিত সম্পদের জন্য গণ্য হবে।

আর দ্বিতীয় অবস্থার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে এ অবস্থায় মিলানো হবে না; বরং প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক বর্ষপূর্তি ধর্তব্য হবে এবং প্রতিটির যাকাত পৃথক পৃথক সময়ে আদায় করা হবে।

আর হানাফী ও মালেকীদের মতে এই অবস্থায়ও মিলানো হবে। মোটকথা, আমাদের মতে অর্জিত সম্পদকে মৌলিক সম্পদের সঙ্গে মিলানোর জন্য এক জাতের হওয়াই যথেষ্ট।

শাফেয়ী ও অন্যান্যদের মতে তা যথেষ্ট নয়। বরং তাদের মতে মিলানোর জন্য অপরিহার্য হল অর্জিত সম্পদ পূর্বের সম্পদ থেকেই অর্জিত হওয়া। চাই তা মুনাফার মাধ্যমে হোক কিংবা প্রজননের মাধ্যমে।

আর ভিন্ন জাতের হওয়ার ক্ষেত্রে সকলের সর্বসম্মতিক্রমে মিলানো হবে না।

এক বর্ণনা অনুযায়ী প্রাণীর মধ্যে মালেকীদের মত হানাফীদের অনুরূপ। অর্থাৎ মিলানো হবে। তবে স্বর্ণ রূপার ক্ষেত্রে শাফেয়ীদের মতো। অর্থাৎ মিলানো হবে না।

হানাফীদের দলীল

হানাফীগণ বলেন যে, হাদীসে বলা হয়েছে, ২৫ থেকে ৩৫ পর্যন্ত বিনতে মাখায আর ৩৫ থেকে ১টি উট বেশি হলেও বিনতে মাখাযের পরিবর্তে বিনতে লাবুন ওয়াজিব হয়ে যাবে।

হাদীসে মুতলাক অতিরিক্তের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তা বছরের মাঝে হোক বা না হোক।

আর আকলী দলীল হিসাবে বলেন, সমজাতের অবস্থায় অর্জিত সম্পদকে পূর্বের সম্পদের সাথে নেসাবের দিক থেকে মিলানো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

আর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সবব তথা নেসাবের দিক থেকে যখন মিলানো হবে তখন বর্ষপূর্তির দিক থেকেও মিলানোর অধিক যোগ্য। কেননা, বর্ষপূর্তির গুরুত্ব তো নেসাব থেকেও কম।

জামে তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীস, যা জুমহুরদের দলীল। তার জবাব এই যে,

এই হাদীসের মারফূ ও মাওকুফ হওয়ার বিষয়ে বর্ণনাকারীদের মতপার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনাকারী এই হাদীস মারফূ হিসাবে আর কেউ কেউ মাওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রাহ. স্বয়ং এই হাদীসের মারফূ না হওয়াকেই অধিক সহীহ বলেছেন। কেননা, মারফূ হিসাবে বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম। যিনি যয়ীফ রাবী।

দ্বিতীয় জবাব এই যে, এই হাদীস তার ব্যাপক অর্থে হওয়াকে কেউ মনে করেন না। সবাই কোনো কোনো অবস্থাকে এই হুকুম থেকে ভিন্ন মনে করেন।

সুতরাং এই হাদীসকে সর্বসম্মত অবস্থা অর্থাৎ ভিন্ন জাতের অবস্থার উপর মাহমুল করা হবে এবং বলা হবে, এই হাদীসটি হানাফীদের বিরোধী নয়।

৩. এখানে বর্ষপূর্তি দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য। চাই তা মৌলিক হোক (যেমনটি মূল নেসাবের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।) অথবা অন্যের অনুগামী হোক। যেমনটি অর্জিত সম্পদে হয়ে থাকে। والله أعلم

١٥٧٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا . وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ . فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ . عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ . وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ . عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . عَنِ الْحَارِثِ . عَنْ عَلِيٍّ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَى حَدِيثَ النُّفَيْلِيِّ . شُعْبَةُ . وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ يَرْفَعُوهُ . أَوْقَفُوهُ عَلَى عَلِيٍّ

তরজমা ---

১৫৭৪। হযরত আমর ইবনে আওন (র) ... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘোড়া ও দাস-দাসীর যাকাত মওকুফ করে দিয়েছি অতএব তোমরা রৌপ্যের যাকাত আদায় কর প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম। আর একশত নব্বই দিরহামে কোন যাকাত নেই। এরপর রৌপ্যের পরিমাণ দু'শত হলে পাঁচ দিরহাম যাকত দিতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই হাদীসটি আ'মাশ ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন আবু আওয়ানার মতো। আর শাইবান আবু মুয়াবিয়া ও ইবরাহীম ইবনে তাহমান (র) আবু ইসহাকের সনদে, তিনি হারিসের সনদে তিনি আলী (র)-এর সনদে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, নুফায়লীর সনদে বর্ণিত হাদীসটি শো'বা,সুফয়ান প্রমুখ আবু ইসহাকের সনদে তিনি আসিমের সনদে তিনি হযরত আলী (র)-এর সনদে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মারফূ' সনদে নয়।

তাশরীহ ---

قوله قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ পূর্বে বলা হয়েছে যে, উট, গরু ও ছাগল এই তিন প্রকার প্রাণীর যাকাত সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। আর গাধা ও খচ্চরের যাকাত সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব নয়। তবে ঘোড়ার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এই হাদীসে ঘোড়ার যাকাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে দুটি অংশ রয়েছে :

ক. ঘোড়ার যাকাত খ. গোলাম/দাস-দাসীর যাকাত।

ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযী রাহ. উভয়টির জন্য ভিন্ন ভিন্ন তরজমাতুল বাব রচনা করেছেন এবং যাকাত না হওয়ার কথা বলেছেন।

ইমাম আবু দাউদ রাহ. সামনে গোলামের যাকাত সম্পর্কে পৃথক অধ্যায় উল্লেখ করলেও ঘোড়ার যাকাত সম্পর্কে কোনো অধ্যায় উল্লেখ করেননি।

ঘোড়ার যাকাত

এটি একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা। ঘোড়া মূলত তিন প্রকারের হয়ে থাকে।

১. আরোহণ, বোঝা বহন অথবা জিহাদের ঘোড়া

২. ব্যবসার ঘোড়া

৩. বাচ্চা ও বংশ বৃদ্ধির ঘোড়া।

প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল এর যাকাত ওয়াজিব নয়।

দ্বিতীয় প্রকারে সর্বসম্মতিভাবেই যাকাত ওয়াজিব। তবে যাহেরিয়্যাহগণ সাধারণভাবেই ব্যবসার সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে নন। (এ সম্পর্কিত আলোচনা উক্ত অধ্যায়ে করা হয়েছে।)

তৃতীয় প্রকারের বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তিন ইমাম ও সাহেবাইন যাকাতের পক্ষে নন। ইমাম তৃহাবী এই মত পোষণ করেছেন এবং বলেছেন, এর উপরই ফতোয়া।

ইমাম আবু হানীফা, যুফার, হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান, যায়েদ ইবনে সাবিত রাঃ প্রমুখ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে। তবে শর্ত হল, নর ও মাদাহ উভয়টি থাকা। কেননা, এ অবস্থায় বংশবৃদ্ধি সম্ভব।

যদি শুধু নর কিংবা শুধু মাদাহ থাকে তাহলে তাতে ওয়াজিব হওয়া ও না হওয়া উভয় ধরনের মতামত পাওয়া যায়। তবে অধিক শুদ্ধ মত হল, শুধুমাত্র মাদাহ থাকলেও যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা, বংশ বৃদ্ধি ও গর্ভ ধারণ সাধারণভাবে ভাড়ার নর দ্বারাও হতে পারে। তবে শুধুমাত্র নরের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হবে না। (যায়লায়ী)

ইমাম সাহেবের নিকট এর কোনো নেসাব আছে কি না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, কেউ ৫টি, কেউ ৩টি আবার কেউ নর ও মাদাহ ২টির কথা বলেছেন। তবে বিশুদ্ধ কথা হল, এসব কিছুই শর্ত নয়। এ ব্যাপারে কোনো বর্ণনা না পাওয়ার কারণে। (যায়লায়ী)

যাকাতের পরিমাণ ঃ যাকাতের পরিমাণের বিষয়ে মালিকের স্বাধীনতা রয়েছে। প্রতি ঘোড়ার জন্য এক দিনার যাকাত দিবে। অথবা মূল্য নির্ধারণ করে প্রতি ২০০ দিরহামে ৫ দিরহাম যাকাত আদায় করবে।

জুমহুর ও সাহেবাইনের দলীল হল হাদীসুল বাব قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ এবং হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর হাদীস, যা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উল্লেখ রয়েছে। ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة

দ্বিতীয় কথা হল, যেসব প্রাণীর যাকাত ওয়াজিব হয়ে তাকে তাদের নেসাব হাদীসসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। অথচ ঘোড়ার নেসাব কোনো সহীহ হাদীসে উল্লেখ নেই।

ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর দলীল ঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত মারফূ হাদীস, ... ولم ينس حق الله في رقابها এই হাদীসে حق الله في الرقاب দ্বারা বাহ্যত যাকাত উদ্দেশ্য।

এছাড়াও বাযলুল মাজহুদ ও বাদায়েউস সানায়ে কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ওমর রা. হযরত উবাইদা ইবনে জাররাহ রা.-এর নিকট ঘোড়ার যাকাত বিষয়ে লিখিত পাঠিয়েছিলেন যে, আপনি লোকদেরকে এই স্বাধীনতা প্রদান করুন যে, তারা ইচ্ছা করলে প্রতি ঘোড়ার জন্য ১ দিনার আদায় করতে পারবে। ইচ্ছার করলে মূল্য নির্ধারণ করে যাকাত আদায় করতে পারবে।

যায়লায়ী রাহ. শরহুল কানযে লিখেছেন, আবু ওমর ইবনে আবদুল বার বলেছেন, ঘোড়ার যাকাত বিষয়ে হযরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ।

আল্লামা আইনী রাহ. উমদাতুল কারী গ্রন্থে এমনটি বলেছেন। তিনি আরো বৃদ্ধি করেছেন যে, ইবনে রুশদ মালেকী 'কাওয়ায়েদ' এ বলেছেন, ওমর রা. থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি ঘোড়ার যাকাত গ্রহণ করতেন।

তবে এর বিপরীত একটি মতামতও রয়েছে। ইমাম মালেক তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, শামবাসী আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে বললেন, আমাদের ঘোড়ার যাকাত নিয়ে যান। তখন তিনি তা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং হযরত ওমর রা.-এর নিকট এ বিষয়ে লিখিতভাবে জানতে চাইলে তিনিও তা অস্বীকার করেছেন। শামবাসী পুনরায় আবু উবায়দা ইবনে জররাহকে আরেদন জানালে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো ওমর রা.-এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন। তখন ওমর রা. লিখেছিলেন, إن أحبوا فخذها منهم واردها عليهم

অর্থাৎ তারা যদি ঘোড়ার যাকাত দিতে চায় তাহলে তাদের থেকে তা নিয়ে নাও এবং তা তাদের মাঝেই ফিরিয়ে দাও। এভাবে যে, তাদের গোলামের পিছনে তা খরচ কর। এর উত্তর হল এমনটি হতে পারে যে, প্রথম দিকে হযরত ওমর রা. এর কাছে বিষয়টি স্পষ্ট ছিল না। পরবর্তী সময়ে তা স্পষ্ট হয়েছে। (এই অবস্থায় উভয় বর্ণনার মাঝে সমম্বয় সম্ভব হবে। অন্যথায় কোনো একটি বর্ণনাকে অর্থহীন করা আবশ্যক হয়ে পড়বে।)

অথবা এমনটিও হতে পারে যে, শামবাসী ঘোড়ার যাকাত হিসাবে ঘোড়াই দিতে চেয়েছিল। যার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে। কেননা এ অবস্থায় ঘোড়ার মালিকদের ক্ষতি হয়ে যায়। কারণ ঘোড়া অনেক মূল্যবান প্রাণী। যেমনটি উটের যাকাতের ক্ষেত্রে ২৫টি উট পর্যন্ত যাকাত হিসাবে কোনো উট নেওয়া হয় না, ছাগল নেওয়া হয়।

١٥٧٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ جَدِّهِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ. وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا. وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ. عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ. لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.

তরজমা ---

১৫৭৫। মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ...... বাহ্‌য ইব্‌ন হাকীম (রহ) থেকে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতি চল্লিশটি ছায়েমা উটের যাকাত একটি বিনতে লাবুন। কোন উটকে তার হিসাব হতে বিচ্ছিন্ন করা যাবেনা। যে ব্যক্তি তা আদায় করবে সাওয়াব লাভের আশায় ইবনুল আলা বলেন তা দ্বারা সাওয়াব লাভের আশায় সে অবশ্যই তার সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি যাকাত দেওয়া থেকে বিরত থাকে, আমি তা (যাকাত) তার নিকট হতে আদায় করব এবং (যাকত না দেয়ার শাস্তিস্বরূপ) তার অর্ধেক মাল (জরিমানা হিসেবে) নিয়ে নেব। কেননা এ যাকত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রাপ্য। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধরগণের জন্য এতে কোন অংশ নেই।

তাশরীহ ---

قوله مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا যে ব্যক্তি ছওয়াবের আশায় নিজের যাকাত আদায় সে তার ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকবে তার কাছ থেকে যাকাত আদায় করে নিব। (বরং আরো অতিরিক্ত নিব।) তার অর্ধেক সম্পদও নিয়ে নিব। তো শাস্তি স্বরূপ তার পূর্ণ সম্পদের অর্ধেকও নিয়ে নেওয়া হবে। এটি হল আর্থিক শাস্তি। যার সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারীগণ লিখেছেন, ইসলামের প্রথম যুগে এর বিধান ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায়। তবে ইমাম আহমদ রাহ.-এর আমল এর উপর রয়েছে। (এক বর্ণনা মতে।) আর ইমাম শাফেয়ী রাহ. এর প্রাচীন মতও এটি। সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে হযরত ওমর রা.-এর আমল এরূপ বর্ণিত আছে।

জুমহুর ওলামাদের মতে এমন ব্যক্তি থেকে শুধুমাত্র ওয়াজিব পরিমাণই নেওয়া হবে।

এই বাক্যের অর্থে একটি সম্ভাবনা এমনও বলা হয়ে থাকে যে, আমরা তার যাকাত গ্রহণ করে থাকব। যদিও তার তার পূর্ণ সম্পদের অর্ধেকই হোক না কেন। উদাহরণস্বরূপ কারো কাছে ১০০০ ছাগল আছে। যার মাধ্যে ১০টি ছাগল যাকাত হিসাবে ওয়াজিব হয়েছিল। কিন্তু সে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। এরপর তার ঐ সব ছাগল ধ্বংস হয়ে শুধুমাত্র ২০টি ছাগল অবশিষ্ট রয়েছে। তাহলে আমরা এই অবস্থায় তার কাছ থেকে পূর্ণ যাকাত গ্রহণ করব। অর্থাৎ ১০টি ছাগল যা তার সম্পদের অর্ধেক।

قوله وَشَطْرَ مَالِهِ উপরোক্ত বাক্যকে অন্যভাবেও পড়া যায়। وَشُطِرَ مَالُهُ এ অবস্থায় অর্থ হবে, তার যাকাত নেওয়া হবে। তা এভাবে যে, তার সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা হবে। উন্নত ও নিম্ন মানের সম্পদ। এরপর যাকাত হিসাবে মধ্যম পর্যায়ের সম্পদের পরিবর্তে উন্নত ও উৎকৃষ্ট সম্পদ নেওয়া হবে।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ৩টি মত পাওয়া গেল। যার মধ্য থেকে শুধু প্রথম মত অনুযায়ী এই হাদীস আর্থিক শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। শেষ দুটি মত অনুযায়ী নয়।

قوله عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا এই বাক্যে عزمة শব্দটিকে মাফউল হওয়ার ভিত্তিতে মানসুব পড়া যেতে পারে। অর্থাৎ عزمة عليك ذلك الله عزم আর عزمة বলা হয় কোনো কাজের দৃঢ়তা ও দক্ষতাকে।

তাছাড়া শব্দটিকে মারফূও পড়া যেতে পারে। অর্থাৎ عزمة ذلك বলা হচ্ছে যে, এটি আল্লাহ তাআলার বিধানাবলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। অথবা আল্লাহ তাআলার ওয়াজিব হকসমূহের মধ্যে একটি ওয়াজিব। (আর এই গৃহীত জরিমানা কিংবা পূর্ণ যাকাত) এতে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বংশধরদের কোনো অধিকার নেই। এর সবকিছুই বাইতুল মালের অন্তর্ভুক্ত হবে।

١٥٧٦ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . عَنِ الأَعْمَشِ . عَنْ أَبِي وَائِلٍ . عَنْ مُعَاذٍ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا . أَوْ تَبِيعَةً . وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً . وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمًا دِينَارًا . أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ

١٥٧٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . وَالنُّفَيْلِيُّ . وَابْنُ الْمُثَنَّى . قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ مَسْرُوقٍ . عَنْ مُعَاذٍ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .

তরজমা ---

১৫৭৬। হযরত আন-নুফায়লী (রা.)..... মুয়ায (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইয়ামনে প্রেরণের সময় এরূপ নির্দেশ দেন যে, প্রতি ত্রিশটি গরুর জন্য একট তাবী' অথবা তাবী'আ যাকাত হিসেবে গ্রহণ করবে। আর প্রতি চল্লিশটি গরুর জন্য একটি মুসিন্না যাকাত হিসেবে গ্রহণ করবে। এবং যিম্মী হলে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট হতে (কর হিসেবে) এক দীনার অথবা তার সমপরিমাণ মূল্যের মাআফির কাপড়, যা ইয়ামানে হয়ে থাকে, তা গ্রহণ করবে।

১৫৭৭। হযরত উসমান ইবনে আবু শাইবাহ (র)....মুয়ায ইবনে জাবাল (র)-এর সনদে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

তাশরীহ ---

قوله عَنْ مُعَاذٍ . أَنَّ النَّبِيَّ

হযরত মুআয রা. এর এই হাদীসটি সামনে একটু বিস্তারিতভাবে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে আসছে। তাতে জিযয়া সম্পর্কিত অংশটি বিদ্যমান নেই।

হাদীসের বিষয়বস্তু হল, যখন হযরত মুআয রা.কে ইয়ামানের গভর্ণর বানিয়ে প্রেরণ করলেন (গাসসানী এমনটি বলেছেন) অথবা কাযী বানিয়ে প্রেরণ করলেন (ইবনে আবদুল বার-এর মত অনুযায়ী) তখন তাকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতের বিধান বলে দেন। তিনি এ কথাও বলেন যে, (যাকাতের যোগ্য ব্যক্তিদের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি থেকে বার্ষিক) ১ দিনার অথবা মাআফির কাপড় (যার মূল্য ১ দিনার) নিবে।

قوله وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ

জিযয়া শধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক থেকে গ্রহণ করা হবে। মাসআলাটি সর্বসম্মত। সকল মাযহাব মতেই জিযয়ার জন্য স্বাধীন, পুরুষ ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত। সুতরাং নারী ও শিশুদের থেকে জিযয়া নেওয়া হবে না। কেননা, জিযয়া মূলত হত্যার পরিবর্তে নেওয়া হয়ে থাকে। অনেকটা প্রাণের বদল/ক্ষতিপূরণ হিসাবে। আর হত্যার বিধান শুধুমাত্র কাফের পুরুষদের জন্যই প্রযোজ্য। শিশু ও নারীদের জন্য নয়।

জিযয়ার পরিমাণের ব্যাপারে ইমামদের মতামত

قوله دِينَارًا . أَوْ عَدْلَهُ

জিযয়ার পরিমাণের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। হানাফী ও হাম্বলীদের মতে ব্যক্তি অবস্থা হিসাবে জিযয়া নেওয়া হবে। ধনী যিম্মী থেকে বাৎসরিক ৪ দিনার অথবা ৪৮ দিরহাম, মধ্যবিত্ত থেকে বাৎসরিক ২ দিনার অথবা ২৪ দিরহাম এবং দরিদ্র থেকে বাৎসরিক ১ দিনার অথবা ১২ দিরহাম নেওয়া হবে।

সহীহ বুখারী (৪৪৭ পৃ.) আছে যে, হযরত মুজাহিদ রাহ.কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে- ما شأن اهل شام অর্থাৎ শামবাসী থেকে জিযয়া হিসাবে ধনী থেকে ৪ দিনার আর ইয়ামানবাসী থেকে দরিদ্র থেকে জিযয়া হিসাবে বাৎসরিক ১ দিনার নেওয়া হয়েছে।

---৯

ইমাম মালেক রা.-এর মতে ধনী হোক কিংবা দরিদ্র সকল থেকেই সাধারণভাবেই ৪ দিনার অথবা ৪০ দিরহাম (১ দিনার = ১০ দিরহমা হিসাবে।) গ্রহণ করা হবে। (মুয়াত্তা : আওজায)

ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর মতে জিযয়ার সর্বনিম্ন পরিমাণ হল ১ দিনার। (ধনী দরিদ্রদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।) আর সর্বোচ্চ পরিমাণের কোনো সীমা নেই। সুতরাং যদি কোনো যিম্মি বাৎসরিক ১ দিনার প্রদান করে থাকে তাহলে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না। আর এতটুকুই যথেষ্ট।

ইবনে হাজর ফাতহুল বারীতে লেখেন, ইমাম শাফেয়ীর মতে ১ দিনারের কমও নেওয়া যেতে পারে।

ফিকহে শাফেয়ীর শরহে ইকতিনা গ্রন্থেও রয়েছে যে, ইমাম শাফেয়ীর মতে ১ দিনার সর্বনিম্ন পরিমাণ তখন হবে যখন তা নেওয়ার সামর্থ্য আমাদের থাকে। অন্যথায় এর চেয়ে কমও নেওয়া যেতে পারে।

আর সর্বোচ্চ পরিমাণের কোনো সীমা নেই। তবে মুস্তাহাব হল, দরিদ্র থেকে ১ দিনার, মধ্যবিত্ত থেকে ২ দিনার এবং ধনী থেকে ৪ দিনার গ্রহণ করা হযরত ওমর রা.-এর অনুসরণে।

ইবনে রুশদ বিদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থে হাম্বলীদের মাযহাব এই লিখেছেন যে, জিযয়া ১ দিনার। এর থেকে কমও হবে না আবার বেশিও হবে না। কিন্তু (ফিকহে হাম্বলীর) আররওজাতুল মুরাব্বা গ্রন্থে জিযয়ার পরিমাণকে ইমাম এর ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল বলেছেন।

তেমনিভাবে ইবনে কুদামা রাহ.ও খারাজ ও জিযয়ার বিষয়টি ইমামের ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল বলেছেন। মোটকথা, এসব তাহকীক থেকে বোঝা যায় যে, আওজায গ্রন্থে যারকানী ও অন্যান্য থেকে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা ইমাম আহমদ রাহ.-এর মাযহাব নয়।

জিযয়ার প্রকারভেদ

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, জিযয়া দুই প্রকার : সন্ধি কিংবা সমঝোতার জিযয়া, জোরপূর্বক জিযয়া।

উপরোক্ত আলোচনা জিযয়ার দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে। প্রথম প্রকার তথা সমঝোতার জিযয়ার কোনো পরিমাণ সুনির্দিষ্ট নেই। বরং সমঝোতার ভিত্তিতে তার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। যেমন বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরান গোত্রের নাসারাদের সঙ্গে দুই হাজার জোড়া কাপড়ের উপর সমঝোতা করেছিলেন।

হাদীসুল বাব বাহ্যত হানাফীদের বিপক্ষে। তাই হাদীসের ব্যাখ্যা এই করা হয় যে, এই হাদীসে সমঝোতার জিযয়ার কথা বলা হয়েছে। কেননা, ইয়ামান নগরী যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় লাভ করা হয়নি। বরং সমঝোতার ভিত্তিতে তা বিজিত হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এটিও যে, তারা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ছিল। অধ্যায়ের শুরুতে হযরত মুজাহিদ রাহ.-এর আছরও এর সমর্থন করে।

জিযয়া কোন কোন কাফের থেকে নেওয়া হবে

এ বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রা.-এর মতে শুধুমাত্র আহলে কিতাব থেকে জিযয়া নেওয়া হবে। আর অগ্নিপূজকও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

আর হানাফীদের মতে আহলে কিতাব নির্দিষ্ট নয়; বরং অনারবী মুশরিক থেকেও নেওয়া হবে। তবে আরবের মুশরিক থেকে নেওয়া হবে না।

ইমাম মালেক রহ.-এর মতে আরবের মুশরিকেরও ছাড় নেই। সকল কাফের থেকেই নেওয়া হবে। তবে মুরতাদ ব্যতীত।

قوله أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ

মাআফির শব্দটি মাসাজিদ এর ওযনে হয়েছে। এটি ইয়ামানের একটি স্থানের নাম। অথবা একটি গোত্রের নাম। সে এলাকার বিশেষ প্রকারকে মাআফির বলা হয়।

١٥٧٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ . حَدَّثَنَا أَبِي . عَنْ سُفْيَانَ . عَنِ الأَعْمَشِ . عَنْ أَبِي وَائِلٍ . عَنْ مَسْرُوقٍ . عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ . قَالَ : بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ . فَذَكَرَ مِثْلَهُ . لَمْ يَذْكُرْ ثِيَابًا تَكُونُ بِالْيَمَنِ . وَلاَ ذَكَرَ يَعْنِي مُحْتَلِمًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ جَرِيرٌ . وَيَعْلَى . وَمَعْمَرٌ . وَشُعْبَةُ . وَأَبُو عَوَانَةَ . وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . عَنِ الأَعْمَشِ . عَنْ أَبِي وَائِلٍ . عَنْ مَسْرُوقٍ . قَالَ : قَالَ يَعْلَى . وَمَعْمَرٌ . عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَهُ

তরজমা ---

১৫৭৮। হযরত হারূন ইবনে যায়েদ (র)....মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) হতে তিনি বলেন, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ইয়ামনে প্রেরণ করেন। এরপর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় ইয়ামনে নির্মিত কাপড়ের বিষয় উল্লেখ নেই এবং يَعْنِي مُحْتَلِمًا উল্লেখ করেন নি। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই হাদীসটি জারীর, ইয়া'লা, মা'মার, শু'বা, আবু আওয়ানা ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আ'মাশ হতে তিনি আবু ওয়াএল হতে তিনি মাসরুক হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইয়া'লা ও মা'মার মুআয (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

তাশরীহ ---

قوله قَالَ أَبُو دَاوُدَ এই 'কালা আবু দাউদ' বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। এখানে মুসান্নেফ রাহ. সনদ বিষয়ে বর্ণনাকারীদের মতভেদ উল্লেখ করেছেন। মূলত মুআয রা.-এর এই হাদীসের ভিত্তি আ'মাশ এর উপর। আ'মাশ থেকে তার কয়েকজন ছাত্র/শাগরিদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্য থেকে মুসান্নেফ এখানে আবু মুআবিয়া-এর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। আবু মুআবিয়া আ'মাশ থেকে এটিকে দুইভাবে বর্ণনা করেছেন।

ক) عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ رض   খ) عن الأعمش عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ رض

অর্থাৎ আ'মাশ এর উস্তাদ কখনো আবু ওয়ায়েল বলা হয়েছে আবার কখনো ইবরাহীমকে। অথচ আবু ওয়ায়েল ও মুআয এর মাঝে কোনো মাধ্যম উল্লেখ করা হয়নি। তবে ইবরাহীম ও মুআয এর মাঝে মাসরূক এর মাধ্যম উল্লেখ করা হয়েছে। সুফিয়ান, ইয়া'লা ও মা'মার তিনজনই আবু ওয়ায়েলকে আ'মাশ এর উস্তাদ বলেছেন এবং আবু ওয়ায়েল ও মুআয এর মাঝে মাসরূক এর মাধ্যমও উল্লেখ করেছেন।

জারীর, শু'বা, আবু আওয়ানা, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদও এমনটি করেছেন। অবশ্য প্রথম তিনজন হাদীসটিকে মুসনাদ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সাহাবী মুআয রা.কে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী চারজন হাদীসকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। (সাহাবী মুআযকে উল্লেখ করেননি।)

মোটকথা, এই হাদীসটি আ'মাশ থেকে মুসনাদ-মুরসাল উভয়ভাবেই একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী রাহ. মুরসাল রেওয়ায়েত অর্থাৎ عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا কে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলেছেন। কারণ মুআয রা.-এর সাথে মাসরূক এর সাক্ষাত প্রমাণিত নয়। ফলে মুসনাদ রেওয়ায়েত অর্থাৎ عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم এটি মুনকাতে' রেওয়ায়েত। মুরসাল রেওয়ায়েত এর ব্যতিক্রম। কেননা, তা মুনকাতে নয়। তবে তার মুরসাল হওয়া ভিন্ন বিষয়। ইবনে কাত্তান, ইবনে হিব্বানসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসীন এর মুনকাতে' হওয়াকে মেনে নেননি। কেননা, মুআয রা.-এর যুগে মাসরূক ইয়ামানে ছিলেন। সুতরাং তাদের সাক্ষাত সম্ভব। আর জুমহুরদের নিকট কোনো মুআনআন হাদীস মুত্তাসিল হওয়ার জন্য এতটুকু সম্ভাবনাই যথেষ্ট। যদিও ইমাম বুখারী রাহ.-এর মতে সাক্ষাতের সম্ভাবনাই যথেষ্ট নয়। আর হতে পারে এ বিষয়ে ইমাম তিরমিযীর মতামত ইমাম বুখারীর মতোই।

সনদের বর্ণনা

أبو معاوية ——— أعمش عن أبي وائل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم

سفيان، يعلى، معمر ——— اعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم

أبو معاوية ——— أعمش عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم

جرير، ابو عوانة، يحي بن سعيد ——— أعمش عن ابي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم

١٥٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ . عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ . عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ . قَالَ : سِرْتُ أَوْ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ . وَلَا تَجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ . وَلَا تُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَكَانَ إِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ . فَيَقُولُ : أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ . قَالَ : فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ قَالَ . قُلْتُ . يَا أَبَا صَالِحٍ مَا الْكَوْمَاءُ ؟ قَالَ : عَظِيمَةُ السَّنَامِ . قَالَ : فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا . قَالَ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ إِبِلِي . قَالَ : فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا . قَالَ : فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا . فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا . ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَقَبِلَهَا . وَقَالَ : إِنِّي آخِذُهَا وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . يَقُولُ لِي : عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ . عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ . نَحْوَهُ . إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : لَا يُفَرَّقُ

١٥٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ . حَدَّثَنَا شَرِيكٌ . عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ . عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ . عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ . قَالَ : أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ . وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ . وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ . خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ . وَلَمْ يَذْكُرْ : رَاضِعَ لَبَنٍ .

তরজমা ---

১৫৭৯। হযরত মুসাদ্দাদ (র) ... সুওয়ায়েদ ইবনে গাফালাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বয়ং সফর করেছি অথবা তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যাকত আদায়কারীর সাথে সফর করেছেন তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তার নিকট মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একখানি পত্র আছে যাতে লিখিত ছিল ঃ দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার যাকাত গ্রহণ করবে না এবং বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণকারী পশুকে একত্রিত করবে না এবং একত্রে বিচণকারী পশুকেও বিচ্ছিন্ন করবে না।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা মেষ পালের পানি পান করানোর স্থানে উপস্থিত থাকতেন এবং বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের মালের যাকাত প্রদান কর। এরপর তাদের এক ব্যক্তি একটি কাওমা উট দিতে ইচ্ছা করলেন।

রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আবু সালেহ! কাওমা কি জিনিস? তিনি বললেন, তা হল উচু কুজ বিশিষ্ট উট। রাবী বলেন, যাকাত আদায়কারী তা গ্রহণে অস্বকৃতি জ্ঞাপন করলেন। উটের মালিক বলল, আমি চাই যে, আপনি আমার উত্তম মাল যাকত হিসেবে গ্রহণ করবেন। রাবী বলেন, তা সত্ত্বেও যাকাত আদায়কারী তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। রাবী বলেন, এরপর সে ব্যক্তি অপর একটি উট (সামান্য নিম্ম মানের) টেনে আনলে যাকাত আদায়কারী তাও গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। এরপর সে ব্যক্তি অপর একটি উট (আরো নিম্ম মানের) টেনে তার সামনে রাখলে তিনি তা কবুল করলেন এবং বলনেল, আমি এটা গ্রহণ করছি এমত অবস্থায় যে আমি ভয় করছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার উপর এ জন্য রাগান্বিত হতে পারেন যে, তুমি এক ব্যক্তির উত্তম উট যাকাত হিসেবে কেন গ্রহণ করেছ?

ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই হাদীসটি হুশায়েম হেলাল ইবনে খববাব হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন। لا يفرق

১৫৮০। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সাব্বাহ (র).... সুওয়ায়েদ ইবনে গাফালা (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

একবার মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যাকাত আদায়কারী জনৈক ব্যক্তি আমাদের কাছে এলে আমি তার সাথে করমর্দন করি। এরপর আমি তার নিকট যাকাত সম্পর্কীয় যে নির্দেশনামা ছিল তাতে এ বিষয়টি পাঠ করি : যাকাত আদায়ের ভয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণকারী পশুকে একত্রিত করা যাবে না এবং একত্রে বিচরণকারীদের বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এবং তাতে দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার যাকাত সম্পর্কে উল্লেখ ছিল না।

তাশরীহ ---

قوله : سِرْتُ أَوْ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ

সুয়াইদ ইবনে গাফালা বলেন, একবারের ঘটনা। আমি নবীজীর এক আমিলের সঙ্গে যাচ্ছিলাম।

অথবা সুওয়াইদ বলেছেন, আমাকে ওই ব্যক্তি বলেছেন যে, নবীজীর কোনো আমিল এর সাথে গিয়েছিল। এটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ। সামনেও এই বর্ণনা আসবে। তবে সেখানে বর্ণনাকারীর কোনো সন্দেহ নেই; বরং তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি নিজেই আমিলের সঙ্গে গিয়েছিলেন। সুতরাং প্রথম কথাই বিশুদ্ধ।

قوله : فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

এখানে عهد দ্বারা উদ্দেশ্য অঙ্গিকারনামা। অর্থাৎ যাকাতের পত্র। এখানে যুগ উদ্দেশ্য নয়। যেমনটি কেউ কেউ মনে করে থাকেন। মানহাল

قوله : أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ

এই হাদীসে আমিলকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যেন প্রাণীর যাকাত হিসেবে راضع لبن কে গ্রহণ না করে। راضع لبن দ্বারা উদ্দেশ্য দুগ্ধপানকারী বাচ্চা অথবা শিশু বাচ্চা বিশিষ্ট উট কিংবা ছাগল।

قوله : حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ ورود

অর্থ পানি পানের জন্য প্রাণীর পুকুর বা ঝর্ণা ধারার কাছে পৌঁছা।

উদ্দেশ্য হল, যাকাত উসূলকারীদের আমল এই ছিল যে, তারা প্রাণীর যাকাত উসুল করার জন্য সেখানে পৌঁছত যেখানে প্রাণীরা পানি পানের জন্য একত্র হত। কেননা, এতে উভয়েরই সহজ হত।

قوله : فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ

সুয়াইদ বলেন, আমি উসুলকারীর সঙ্গে গিয়েছিলাম তিনি জনৈক ব্যক্তির নিকট যাকাত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ঝর্ণাধারার কাছে পৌঁছলে সে ব্যক্তি যাকাত হিসাবে অনেক উন্নত, উচু কুজ বিশিষ্ট উট দেওয়ার জন্য পেশ করলেন। উসুলকারী তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। (কেননা, তা অনেক উন্নত ছিল। অথচ নিয়ম হল মধ্যম পর্যায়ের প্রাণী গ্রহণ করা।) এরপর সে ব্যক্তি অন্য একটি উটের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে এল। কিন্তু উসুলকারী এটিও গ্রহন করতে অস্বীকার জানান। তারপর সে ব্যক্তি অপর একটি উট নিয়ে আসল যা পূর্বের চেয়ে কম স্তরের। এবার উসুলকারী তা গ্রহন করলেন এবং বললেন, আমি তো এটি গ্রহন করছি কিন্তু এরপর আমার আশংকা হচ্ছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলবেন যে, তুমি যাকাত হিসাবে এপর্যায়ের উট কেন নিয়েছ?

এই হাদীসটি ইবনে মাজাতেও রয়েছে। তার শব্দ হল,

فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة

অর্থাৎ এমন উট নিয়ে আসল যা মোটা হওয়ার কারণে অনেকটা গোলাকার হয়ে গিয়েছিল।

লক্ষনীয় বিষয় এই যে, এ সকল ব্যক্তিবর্গ নিজেদের যাকাত কত আনন্দভারে প্রদান করতেন এবং উন্নত ও উৎকৃষ্টতম প্রাণী প্রদান চাইতেন। فاجزل الله مثوبتهم ورزقنا اتباعهم

١٥٨١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ . عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ . عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِيِّ قَالَ الْحَسَنُ : رَوْحٌ يَقُولُ : مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ . اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ . فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ . قَالَ : فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ . فَأَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا يُقَالُ لَهُ : سِعْرُ بْنُ دَيْسَمٍ . فَقُلْتُ : إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ يَعْنِي لِأُصَدِّقَكَ . قَالَ : ابْنُ أَخِي . وَأَيَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ ؟ قُلْتُ . نَخْتَارُ . حَتَّى إِنَّا نَتَبَيَّنَ ضُرُوعَ الْغَنَمِ . قَالَ : ابْنُ أَخِي . فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هٰذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَنَمٍ لِي . فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ . فَقَالَا لِي : إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ . فَقُلْتُ : مَا عَلَيَّ فِيهَا ؟ فَقَالَا : شَاةٌ . فَأَعْمَدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةٍ مَحْضًا وَشَحْمًا . فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا . فَقَالَا : هٰذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ . وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا . قُلْتُ : فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ ؟ قَالَا : عَنَاقًا جَذَعَةً . أَوْ ثَنِيَّةً . قَالَ : فَأَعْمَدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ . وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا . وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا . فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا . فَقَالَا : نَاوِلْنَاهَا . فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا . ثُمَّ انْطَلَقَا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ . رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ . عَنْ زَكَرِيَّا . قَالَ أَيْضًا : مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ . كَمَا قَالَ رَوْحٌ .

তরজমা ---

১৫৮১। হযরত হাসান ইবনে আলী (র).... মুসলিম ইবনে ছাফিনাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাফে ইবনে আলকামা আমার পিতাকে তার সমপ্রদায়ে যাকাত আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ করেন এবং তাকে এ নির্দেশ দান করেন, তুমি তাদের নিকট হতে যাকাত আদায় করবে। এরপর আমার পিতা আমাকে একদল লোকের সাথে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। ঐ সময় আমি সি'র ইবনে দাইসাম নামক এক বৃদ্ধের কাছে যাকাত আদায়ের জন্য যাই এবং আমি তাকে বলি, আমার পিতা আমাকে আপনার কাছ থেকে যাকাত গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছেন। তখন তিনি বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কি নিয়মে যাকাত গ্রহণ করবে? আমি বলি আমি লোকদের নিকট হতে উত্তম মাল গ্রহণ করব। এমনকি আমি দুগ্ধবতী ছাগীও যাকাত হিসেবে নেব। তিনি বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেও বকরিসহ এ উপত্যকায় বসবাস করতাম। ঐ সময় একবার দুই ব্যক্তি উটের পিঠে আরোহণ করে আমার নিকট এসে বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিনিধি এবং আপনার নিকট হতে বকরির যাকাত আদায় করতে এসেছি। তখন আমি তাদের জিজ্ঞেস করি যে, আমার উপর কী দেয়া ওয়াজিব? তারা বলেন, একটি বকরি। তখন আমি তাদেরকে এমন একটি বকরি দিতে চাই, যা হৃপু ও দুগ্ধবতী ছিল। আমি তা তাদের সামনে রাখলে তারা বললেন, এটা বাচ্চাওয়ালা বকরি এবং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরূপ বকরি যাকাত হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তখন আমি তাদের নিকট জিজ্ঞেস করি, আপনারা কিরূপ বকরি গ্রহণ করবেন? তারা বললেন, আমরা এক অথবা দুই বছর বয়সী বকরি গ্রহণ করব। আমি তাদের সামনে এমন একটি বকরি আনি যা তখনও বাচ্চা প্রসব না করলেও বাচ্চা ধারণের উপযোগী হয়েছে। তারা এটাকে তাদের উটের সাথে একত্রে নিয়ে যান।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই হাদীসটি আবু আসেম যাকারিয়া হতে বর্ণনা করেছেন। তিনিও বলেছেন مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ যেমনটি রওহ বলেছেন।

قوله : اِسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ

মুসলিম ইবনে শুবা বলেন, আমার পিতা (শু'বা) কে নাফে' ইবনে আলকামা তাঁর গোত্রের "আরীফ" নিযুক্ত করেছেন।

عريف "আরীফ" বলা হয় গোত্রের সর্দার কে এর ক্রিয়ামূল (মাছদার) হল عرافة অর্থাৎ নেতৃত্ব।

প্রতিটি গোত্র কিংবা জাতির নেতা সাধারণতঃ স্বগোত্রীয়ই হয়ে থাকে। আর নাফে' শু'বাকে তার গোত্রের নেতা বানিয়েছেন যেন তিনি তাদের যাকাত ও উসুল করে নেন।

এরপর মুসলিম বলেন, আমার পিতা শুবা আমাকে আমাদের গোত্রের কিছু লোকের যাকাত গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছিলেন। আমি গোত্রের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি যার নাম সা'র এর নিকট গেলাম, এবং তাকে বললাম, আমাকে আমার পিতা যাকাত উসুল করার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন,ভাতীজা! (আমাদের এসব ক্ষেত্রে বলা হয় বেটা) যাকাত হিসাবে কোন ধরণের প্রাণী বিবে? আমি বললাম বেছে বেছে নিব। (উন্নততর নিব) এমনকি ছাগলের স্তন দেখে দেখে বড় স্তনবিশিষ্ট ছাগল নিব।

আমার এই কথা যেহেতু তার নীতি বিরোধী ছিল তাই তিনি আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের একটি ঘটনা শোনালেন, যার দ্বারা আমি যেন যাকাত উসুলের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি।

قوله : سِعْرُ بْنُ دَيْسَمٍ

سعر 'সীন' এর মধ্যে ফাতহা ও কাসরা উভয় রকম পড়া যায়।

قوله : فَأَعْمَدُ إِلَى شَاةٍ

সুতরাং আমি যাকাত হিসাবে এমন একটি ছাগল দেওয়ার ইচ্ছা করলাম, যার অবস্থা/স্তর আমিই জানি। যা দুধ ও চর্বিতে পরিপূর্ন ছিল। অর্থাৎ অধিক দুগ্ধদানকারী ও মোটাতাজা ছিল। তিনি এটি দেখে বললেন هذه شاة الشافع অর্থাৎ এটিতো বাচ্চা প্রসব করেছে অথবা গর্ভবতী হয়েছে এমন ছাগল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ছাগল গ্রহন করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে কেমন ছাগল নিবেন? তিনি বললেন, এমন অল্প বয়স্ক যুবক, যার বয়স ১ বছর পূর্ন হয়েছে। এরপর আমি তাকে এমন ছাগল এনে দিলাম যা তখনো গর্ভবতী হয়নি। তবে গর্ভধারণের উপযোগী হয়ে গিয়েছিল।

قوله : إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ

মূলতঃ معتاط এমন ছাগলকে বলা হয় যা অধিক মোটা তাজা হওয়ার কারণে গর্ভবতী হতে পারেনা। সুতরাং এই হাদীসে التي لم تلد ولدا বাক্যের ولدا দ্বারা রূপক অর্থ–গর্ভ উদ্দেশ্য। (বর্ণনাকারী বলেন) সে দুজন উসুলকারী তা উটের উপর উঠিয়ে নিজেদের সঙ্গে করে নিয়ে চলল।

قوله : قَالَ أَبُو دَاوُدَ

মুসান্নেফ (রাহঃ) এর উস্তাদ হাসান ইবনে আলীর এই হাদীসটি দুই সনদে হাসিল করেছেন।

১. ওকী ও ২. রাওহা ইবনে উবাদাহ,

সনদে মুসলিম নামক যে রাবীর উল্লেখ রয়েছে তার সম্পর্কে ওকী বলেন তিনি হলেন মুসলিম ইবনে সাফিনা। আর রাওহ মুসলিম ইবনে শুবার কথা বলেন.

তবে বিশুদ্ধ মত হল তিনি মুসলিম ইবনে শু'বা; সাফিনা ভুল। ইমাম বুখারী, দারাকুতনী ও অন্যান্য রিজালশাস্ত্রবিদগন এটাকেই বিশুদ্ধ বলেছেন।

১৫৮২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ . حَدَّثَنَا رَوْحٌ . حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ بِهٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ : قَالَ فِيهِ : وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ بِحِمْصَ عِنْدَ اٰلِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْحِمْصِيِّ . عَنِ الزُّبَيْدِيِّ . قَالَ : وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَانِ : مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ . وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ . رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ . وَلاَ يُعْطِي الْهَرِمَةَ . وَلاَ الدَّرِنَةَ وَلاَ الْمَرِيضَةَ . وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ . وَلٰكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ . فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ . وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ .

তরজমা

১৫৮২। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইউনুস (র).... যাকারিয়া ইবনে ইসহাক (র) হতে বর্ণিত উপরোক্ত সনদে পূর্বের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী মুসলিম ইবনে শোবা (র) এ বর্ণনায় বলেন ঃ শাফী ঐ বকরিকে বলা হয় যা গর্ভবতী।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আমি যাকাত সম্পর্কীয় নির্দেশনামাটি হিমসে আবুদল্লাহ ইবনে সালেমের গ্রন্থে পড়েছি। তা আমর ইবনুল হারিস হিমসীর বংশধরদের নিকট সংরক্ষিত ছিল। রাবী বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাবের (র) জুবায়ের ইবন নুফায়ের হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াবিয়া গাদেরী হতে, গাদিরাতু কায়েসের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মহনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তিন ধরনের লোক যারা এরূপ করবে, তারা পরিপূর্ণ ঈমানের স্বাদ প্রাপ্ত হবে- যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকে এবং স্বীকার করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই; যে ব্যক্তি প্রতি বছর তার মালের যাকাত হিসেবে উত্তম মাল প্রদান করে এবং বৃদ্ধ বয়সের, রোগগ্রস্ত, ত্রুটিপূর্ণ, নিকৃষ্ট মাল প্রদান করে না; বরং মধ্যম ধরনের মাল প্রদান করে আর আল্লাহ তোমাদের নিকট তোমাদের উত্তম মাল চান না এবং নিকৃষ্ট মাল প্রদান করতেন নির্দেশ দেন না।

তাশরীহ

قوله : قَالَ أَبُو دَاوُدَ মুসান্নেফ রাহ. বলেন, স্নমনের হাদীসটি আমি আবদুল্লাহ ইবনে সালেম থেকে সরাসরি শুনিনি। বরং তার কিতাবে পড়েছি।

قوله : فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَانِ ঈমানের স্বাদ লাভ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল কারো মাঝে ঈমানের স্বাদ অর্জন হয়ে যাওয়া। এটা হল অর্থগত স্বাদ। তবে (এমন বলা হয়ে থাকে) এর প্রভাব এমন হয় যেমনটি কোনো অনুভূত (محسوس) বস্তুর ক্ষেত্রে হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও ঈমানের স্বাদ নসীব করুন।

قوله : طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ যাকাত এমনভাবে আদায় করা উচিত যে, ভিতর থেকেই দিল সন্তুষ্ট হতে থাকে।

قوله : رَافِدَةً عَلَيْهِ এমনভাবে যাকাত আদায় করতে হবে যেন অন্তর নিজেই তা আদায়ে সহযোগিতা করছে। رفد এটি باب ضرب يضرب এর সীগা। অর্থ হল সহযোগিতা করা।

قوله : الْهَرِمَةَ অনেক বেশি বয়স্ক (বৃদ্ধ)।

قوله الدَّرِنَةَ অর্থাৎ খুজলি-পাচরা বিশিষ্ট উটনী।

قوله وَلاَ الشَّرَطَ এখানে شرط শব্দটির 'শীন' ও 'রা' উভয় অক্ষরে ফাতহা। অর্থ নিম্নমানের সম্পদ।

١٥٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلاَّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ فَقَالَ: ذَاكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيهِ وَلاَ ظَهْرَ وَلٰكِنْ هٰذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ وَهٰذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ قَرِيبٌ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ. فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ قَالَ: فَإِنِّي فَاعِلٌ فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتّٰى قَدِمْنَا عَلٰى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي وَايْمُ اللهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَذٰلِكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيهِ وَلاَ ظَهْرَ وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبٰى عَلَيَّ وَهَا هِيَ ذِهْ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ خُذْهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ اٰجَرَكَ اللهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ قَالَ: فَهَا هِيَ ذِهْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْضِهَا. وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ

তরজমা ---

১৫৮৩। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর (র).... হযরত উবাই ইবনে কা'ব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে যাকাত আদায়কারী হিসেবে পাঠান। আমি এক ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হলে তার মাল আমার সামনে একত্রিত করে। হিসাব শেষে আমি দেখতে পাই যে, তার উপর এক বছর বয়সের একটি মাদী উট ফরয হয়েছে। আমি তার নিকট এক বছর বয়সী একটি মাদী উট চাইলে সে বলে, এ উষ্ট্রী দ্বারা আপনার কোন উপকার হবে না, এর দুধও নেই এবং আপনি এতে আরোহণ করে কোথাও যেতেও পারবেন না; বরং এর পরিবর্তে আপনি আমার এ শক্তিশালী মোটাতাজা যুবতী উষ্ট্রী গ্রহণ করুন। আমি বললাম যা গ্রহণের জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি, আমি তা গ্রহণ করতে পারি না। (এরপর তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকটেই আছেন। তুমি আমার নিকট যা পেশ করেছ, ইচ্ছা করলে তা তাঁর নিকট উপস্থাপন করতে পার। যদি তিনি তা গ্রহণ করেন তবে আমিও তা গ্রহণ করব এবং যদি ফেরত দেন তবে আমিও ফেরত দেব। তা শুনে সে ব্যক্তি বলে, হ্যাঁ আমি তাই করব। এরপর সে উক্ত উষ্ট্রীসহ রওয়ানা হয়, এমনকি আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে উপস্থিত হই। ঐ ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহর নবী! আমার নিকট হতে মালের যাকাত গ্রহণের জন্য আপনার পক্ষ হতে আমি যাকাত আদায়কারীর সামনে আমার ধন সম্পদ উপস্থাপন করার পর তিনি এরূপ মনে করেন যে, আমার উপর যাকাত হিসেবে এক বছর বয়সের এমন একটি উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়েছে যা দুগ্ধবতী নয় এবং এর পিঠে আরোহণ করা যায় না। এটি গ্রহণে তিনি অসম্মতি জানান এবং সেই উষ্ট্রী টি এই যা আমি আপনার সামনে এনেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তা গ্রহণ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেনঃ তোমার উপর যাকাত স্বরূপ এক বছর বয়সের একটির উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়েছে, আর যদি তুমি খুশি হয়ে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট মাল প্রদান করতে চাও তবে আল্লাহ তোমাকে এর প্রতিদান দেবেন এবং আমরাও তা তোমার নিকট হতে গ্রহণ করবো। তখন সে বলে, হে আল্লাহর রাসূল! এটাই সেই মাল। এটা আমি আপনার কাছে এনেছি, কাজেই আপনি তা গ্রহণ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ [illegible] যাকাত আদায়কারী ব্যক্তিকে তা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন এবং তার মালের বরকতের জন্য দু'আ করেন।

١٥٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ . عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ . عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ . فَقَالَ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ . فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ . فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ . تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ . وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ . فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ . وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ . فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

তরজমা -----

১৫৮৪। হযরত আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) ... হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত মুয়ায (রা.) কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বলেন ঃ তুমি এমন এক গোত্রের নিকট যাচ্ছ যারা "আহলে কিতাব" (অর্থাৎ আসমানী কিতাবের অধিকারী)। সুতরাং তুমি তাদেরকে নিম্নোক্ত কথা গ্রহণে আহবান করবে ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নী রাসূলুল্লাহু"। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তুমি তাদের বলবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর দিনরাত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহহ তায়ালা তাদের মালের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তুমি তাদের ধনীদের নিকট হতে তা গ্রহণ করে গরিবদের মধ্যে বন্টন করবে। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তুমি তাদের উত্তম মাল (যাকাত স্বরূপ) গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে এবং তুমি মযলুমের (অত্যাচারিতদের) বদ দোয়াকে ভয় করবে। কেননা তার দোয়া ও আল্লাহর মধ্যে কোন বাধা নেই (অর্থাৎ মজলুমের বদ দোয়া বিনা বাধায় আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়)।

তাশরীহ -----

قوله : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ সে অঞ্চলে অধিক সংখ্যক ইহুদী ও খৃষ্টান ছিল। তেমনিভাবে মুশরিকও ছিল। তাই বিশেষ করে আহলে কিতাব এর উল্লেখটা হয়তো মুশরিকদের বিপরীতে হয়েছে।

আহলে কিতাবরা লেখা পড়া জানত, আরবের মুশরিকদের মতো মূর্খ ও নিরক্ষর ছিল না। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয রা.কে এই নির্দেশনা দিয়েছেন যে, তুমি যে এলাকায় যাচ্ছ সেখানকার লোকদের সঙ্গে তাদের অবস্থা অনুযায়ী আচরণ করবে। প্রথমত তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিবে (তিন খোদা বিশ্বাসের ভ্রষ্টতা ও ওযাইর রা.কে আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করার ভ্রষ্টতা সম্পর্কেও বোঝাবে) এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাসূল হিসাবে স্বীকার করার দাওয়াত দিবে।

قوله : فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ যদি তারা উভয় সাক্ষ্যের বিষয়ে তোমার দাওয়াত মেনে নেয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে নেয় তাহলে তখন তাদের সামনে ইসলামের রুকুনসমূহ পেশ করবে। (সামনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও যাকাতের কথাও উল্লেখ রয়েছে।)

এই হাদীসে যাকাত ফরয হওয়ার কথা বর্ণনা করার পর উসুলকারীর জন্য বিশেষভাবে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, যাকাত হিসাবে মানুষের উত্তম সম্পদ (সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ) গ্রহণ করো না; বরং মধ্যম পর্যায়ের সম্পদ গ্রহণ কর। এবং মজলুমের বদ-দুআ থেকে বেঁচে থাক।

هل الكفار مخاطبون بالفروع শরীয়তের শাখা ও উপধারার বিধানাবলি কাফেরদের জন্য প্রযোজ্য কি না

এই হাদীসে একটি প্রসিদ্ধ ও উসূলি মতভেদপূর্ণ মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এই মাসআলা সম্পর্কে সর্বপ্রথম নূরুল আনওয়ার' কিতাবে আলোচনা হয়েছে।

মাসআলাটি এই যে, শরীয়তের শাখা ও উপধারার বিধানাবলি কাফেরদের জন্য প্রযোজ্য কি না?

এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই যে, সকলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাফেররা ঈমান ও শাস্তিসমূহ (হুদুদ-কিসাস ইত্যাদি) তেমনিভাবে লেনদেন (কেনাবেচা, ইজারা, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি) বিষয়ের ক্ষেত্রেও দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে মুকাল্লাফ। (তবে মদ ও শূকর ব্যতীত। কেননা, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী এ দুটি বস্তু আমাদের জন্য বৈধ না হলেও তাদের জন্য বৈধ।)

আর শরয়ী বিষয়াবলি অর্থাৎ ইবাদতসমূহের ব্যাপারে কিছু বিস্তারিত আলোচনা ও মতভেদ রয়েছে।

আর তা এই যে, ইবাদতসমূহের ক্ষেত্রে কাফেররা পরকালীণ জবাবদিহিতার দিক থেকে সর্বসম্মতভাবে মুকাল্লাফ। ফলে পরকালে ঈমান না আনার কারণে যেমন কাফেররা শাস্তির সম্মুখীন হবে তেমনিভাবে নামাযের বিশ্বাস না করার কারণেও হবে। তবে দুনিয়ায় নামায ইত্যাদি ইবাদত পালন করার দিক থেকে কাফেররা মুকাল্লাফ কি না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

ইরাকের শায়খগণ এ বিষয়েও কাফেরদের মুকাল্লাফ হওয়ার কথা বলেন। ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর মাযহাবও এটি। অর্থাৎ কাফেররা দুনিয়ায় প্রথমত ইসলাম গ্রহণ অতঃপর নমায আদায়ের মুকাল্লাফ। তারা এমনটি না করলে উভয় বিষয় (ঈমান না আনা ও নামায আদায় না করা) এর কারণে শাস্তি ভোগ করবে।

তবে হানাফীদের বিশুদ্ধ মতে (আর এটিই মা-ওয়ারাউন নাহর এর মাশায়েখদের মত।) কাফেররা দুনিয়ায় ইবাদত পালনের মুকাল্লাফ নয়। ফলে পরকালে শাস্তি শুধুমাত্র নামাযের ইতিকাদ (বিশ্বাস) না করার কারণে হবে। নামায পালন না করার কারণে নয়। কেননা, তারা দুনিয়ায় ইবাদত পালনেরই মুকাল্লাফ নয়।

দলীল হিসাবে নূরুল আনওয়ার প্রণেতা হযরত মুআয রা.-এর এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। কেননা, এই হাদীসে আছে যে, যদি তারা উভয় শাহাদত স্বীকার করে নেয় তাহলে তাদেরকে বল যে, ইসলামে এসব বিষয়ও ফরয। এর দ্বারা বোঝা যায়, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তাদের সামনে এসব ফরয বিষয়সমূহ পেশ করতে হবে না এবং তারা এসবের মুকাল্লাফও হবে না

হাদীসুল বাব দ্বারা দলীল পেশ করার বিষয়ে আপত্তি

উপরোক্ত দলীলের আলোচনায় আপত্তি হল এই যে, এই হাদীসে শুধুমাত্র ফরযসমূহ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় যে, অমুক অমুক বিষয় ফরয।

এই হাদীসে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। তাদেরকে ঈমান ও ইসলামের বিধানাবলির দাওয়াত পর্যায়ক্রমে দেওয়া উচিত। একই সঙ্গে ইসলামের সকল বিধান তাদের সামনে পেশ করা উচিত নয়। কারণ এই পদ্ধতিটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলামগ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে যেতে পারে। সুতরাং পর্যায় ও ধাপে ধাপে দাওয়াত দেওয়া উচিত। হাদীসের সামনের অংশে বলা হয়েছে যে, যখন তারা নামায স্বীকার করে নিবে তখন তাদের সামনে যাকাতের বিষয়টি পেশ কর। তবে কি মানুষ নামাযের পর যাকাতের মুকাল্লাফ হয়? (أفاده السندي على النسائي)

ইমাম নববী রাহ.-এর আরেকটি জবাব এই দিয়েছেন যে, এই হাদীসে ঈমানের উপর নামাযের ترتب এর কথা বলা হয়েছে তা নামায আদায় এর দিক থেকে, নামায ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে নয়। কেননা, ঈমান ব্যতীত নামায আদায় করা সর্বসম্মতিক্রমেই ঠিক নয়। মোটকথা, এই হাদীস দ্বারা দলীল দেওয়ার বিষয়ে আপত্তি রয়েছে। যদিও কিছু ওলামা এ আপত্তিরও জবাব দিয়েছেন।

লুমআত প্রণেতা বলেন, এই হাদীসে ঈমানের পর নামায ও যাকাতের মাঝে তারতীবটা নামাযের গুরুত্বের কারণে হয়েছে।

তাছাড়া এই মাসআলার ব্যাপারে যেমনিভাবে হানাফীদের নিকট দুটি উক্তি রয়েছে। (ইরাক ও মা-ওয়ারাউন নাহর ওলামাদের মতভেদ।) তেমনিভাবে শাফেয়ীদের মতেও ভিন্নতা রয়েছে। যেমনটি আল্লামা শাবী উল্লেখ করেছেন এবং আল্লামা আইনী তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

তবে মিনহালের মুসান্নেফ তো শাফেয়ী, হানাফী ও হাম্বলী তিন দলের মাযহাব একই উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মুকাল্লাফ না হওয়ার কথা বলেছেন। আর মালেকী ও ইরাকী মাশায়েখদের মাযহাব মুকাল্লাফ হওয়ার কথা লিখেছেন।

قوله : تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ (যেখানে তোমরা যাচ্ছ অর্থাৎ ইয়ামান) সেখানকার ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করে তাদের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ কর।

এর ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় সম্ভাবনা এটিও রয়েছে যে, এর দুটি যমীরই মুসলমানদের দিকে ফিরবে। অর্থাৎ ধনী মুসলমানদের থেকে যাকাত নিয়ে দরিদ্র মুসলমানদেরকে দেওয়া হবে। এ অবস্থায় এটি সাধারণ হুকুম বর্ণনা করা হবে ইয়ামানবাসীদের কোনো বৈশিষ্ট্য উদ্দেশ্য নয়।

শুধুমাত্র প্রথম অবস্থায় হাদীসের অবস্থা দাড়ায় যে, এক শহরের যাকাত অন্য শহরে স্থানান্তর করা যাবে না আর যদি দ্বিতীয় সম্ভাবনা গ্রহন করা হয় তাহলে এই হাদীসে তার বিপরীত অর্থ অর্থাৎ স্থানান্তরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

যাকাত স্থানান্তরের ব্যাপারে ওলামাদের মতভেদ

এই মাসআলার ব্যাপারে মুসান্নেফ রাহ. সামনে ভিন্ন একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাত স্থানান্তর শিরোনামে। এই মাসআলা সম্পর্কেও ওলামাদের মতবিরোধ রয়েছে।

জুমহুর ওলামা ও তিন ইমাম এর মতে স্থানান্তর জায়েয নয়। সুতরাং কেউ স্থানান্তর করলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মালেকীদের মতে জায়েয হয়ে যাবে। তবে শাফেয়ীদের মতে জায়েয হবে না।

ইবনে কুদামা হাম্বলীদের থেকে উভয় মতই বর্ণনা করেছেন। আর হানাফীদের মতে কোনো কল্যাণ ও প্রয়োজন ছাড়া স্থানান্তর করা মাকরূহ।

সুতরাং যদি কোনো কল্যাণের জন্য স্থানান্তর করা হয় যেমন: অন্য স্থানে প্রয়োজন বেশি অথবা কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে কিংবা অধিক যোগ্য মুত্তাকী বা মুসলমানদের জন্য অধিক উপকারী স্থানে যাকাত স্থানান্তর করা হয় হবে তা মাকরূহ হবে না।

ইমাম বুখারী রাহ. এ মাসআলা সম্পর্কে যে তরজমাতুল বাব রচনা করেছেন তা দ্বারা বাহ্যত হানাফীদের মতেরই تائيد সমর্থন মনে হয়। তরজমাতুল বাবের শিরোনাম হল باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كان

অর্থাৎ ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করার পর দরিদ্রদেরকে দেওয়া হবে তারা যেখানেই থাকুক না কেন।

লাইস ইবনে সা'দ এবং ইবনুল মুনযির শাফেয়ীর নিকট এই মতটিই গ্রহণযোগ্য এবং এটি ইমাম শাফেয়ীরও একটি মত।

বুখারীর ব্যাখ্যাকার ইবনুল মুনীরের ভাষ্যমতে ইমাম বুখারীর মাযহাবও এটিই।

হাফেয ইবনে হাজর বলেন, বাহ্যত মুসান্নেফের উদ্দেশ্য হল, যদি সে শহরে দরিদ্র না থাকে (যে শহরের ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করা হয়েছে) তাহলে যেখানেই দরিদ্র থাকুক না কেন সেখানে পাঠানো হবে। এটিই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব।

মোটকথা, হাফেয এ কথা বলতে আগ্রহী নন যে, তরজমাতুল বাবটি হানাফীদের মতের সমর্থক।

লামেউদ দারারী (২/১৭৩) গ্রন্থে তরজমাতুল বুখারীর সাথে মুআয রা.-এর হাদীসের মোতাবাবাকাত এর পর হযরত গাঙ্গুহী রাহ.-এর ইরশাদ বর্ণিত রয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয রা.কে আহলে কিতাবদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন যেমনটি হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। ফলে এর যমীরগুলোও আহলে কিতাবদের দিকেই ফিরবে। অর্থাৎ সেসব আহলে কিতাব থেকে (তাদের ইসলাম গ্রহণের পর) তাদের যাকাত নিয়ে আহলে কিতাবদের নিকটই ফিরিয়ে দাও। আর এটি তো জানা কথা যে, সেসব আহলে কিতাব শুধু নির্দিষ্ট একটি শহরে কিংবা এলাকায় ছিল না, বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল। সুতরাং এর দ্বারাও ব্যাপকতা প্রকাশ হয়

এই হাদীস থেকে ব্যাখ্যাকারীগন যাকাতের আরো কয়েকটি মাসআলা উদঘাটন করেছেন, যার আলোচনা দীর্ঘ হওয়ায় উল্লেখ করা হল না।

١٥٨٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ. عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُعْتَدِي الْمُتَعَدِّي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا.

তরজমা ---

১৫৮৫। হযরত কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)…. আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন ঃ যাকাত আদায় করার মধ্যে অতিরঞ্জিতকারী ব্যক্তি যাকাত প্রদানে বাধাদানকারীর তুল্য।

তাশরীহ ---

قوله : الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا

যাকাত প্রদান করা কিংবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারী যাকাত অস্বীকারকারীর সমতুল্য। এই হাদীসটি যাকাতদাতা ও যাকাতগ্রহণকারী উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত।

যাকাতদাতার সীমালঙ্ঘন এই যে, কোনো অযোগ্য ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করা, পূর্ণ যাকাত আদায় না করে আংশিক আদায় করা, যাকাত দেওয়ার পর খুটা দেওয়া বা কষ্ট দেওয়া, ওয়াজিব পরিমাণ থেকে অনেক বেশি প্রদান করা যার ফলে পরিবার-পরিজন চিন্তিত হয়ে পড়ে ইত্যাদি।

আর যাকাত উসুলকারীর (সীমালঙ্ঘন) বাড়াবাড়ি হল, যাকাত হিসাবে মধ্যম পর্যায়ের পরিবর্তে উন্নত ও উত্তম মাল গ্রহণ করা অথবা জোরপূর্বক ওয়াজিব পরিমাণ থেকে বেশি গ্রহণ করা। কেননা, এ অবস্থায় পরবর্তী বছর মালিকের যাকাত না দেওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং তার পূর্ণ কিংবা আংশিক সম্পদ গোপন করে রাখার সম্ভাবনা আছে। যেহেতু এক্ষেত্রে উসুলকারী (সাঈ) মালিকের যাকাত না দেওয়ার কারণ হয়েছে এজন্য তাকে مانع الزكاة অর্থাৎ যাকাত অস্বীকারকারী বলা হয়েছে।

قال الشيخ عبد المحسن العباد : فسر المعتدي في الصدقة بتفسيرين:

أحدهما: أن يضعها في غير مستحقيها، فهو كمانعها؛ لأن إخراجها إنما يكون في سبيلها، وفي المواضع التي أمر بأن توضع فيها، فإذا وضعها في غير موضعها فكأنه لم يخرجها، بل هو آثم وكأنه ما أخرج الصدقة؛ لأنه وضعها في غير موضعها.

الثاني: فسر بأن يكون الاعتداء من العامل؛ وذلك بأن يأخذ أزيد من الواجب، أو يأخذ من كرائم الأموال. فيأثم بذلك كمانعها.

وقيل: يحتمل أن يكون المراد أن المصدق -الذي هو العامل- إذا أخذ كرائم الأموال فإن ذلك يؤدي إلى كون صاحب المال في المستقبل يكتم المال، ويتهرب من دفع الزكاة بسبب الظلم وبسبب الاعتداء عليه. ولكن ذلك لا شك أنه لا يجوز، فلا يجوز أن المالك يعطيها لمن لا يستحقها، ولا أن العامل يظلم صاحب المال، ولا أن يتسبب العامل بأخذ الكرائم في التهرب من الزكاة وعدم دفعها.

باب رضا المصدق

যাকাত উসূলকারীর সন্তুষ্টি

١٥٨٦ - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ حَفْصٍ . وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَعْنَى . قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ . عَنْ رَجُلٍ . يُقَالُ لَهُ : دَيْسَمٌ . وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ . عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَّةِ . قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ : وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيرًا . وَلٰكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ بَشِيرًا . قَالَ : قُلْنَا : إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا . أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا ؟ فَقَالَ لاَ .

١٥٨٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى . قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . عَنْ مَعْمَرٍ . عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ . يَعْتَدُونَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ . عَنْ مَعْمَرٍ .

তরজমা ---

১৫৮৬। মাহদী ইবনে হাফ্স (রহিমাহুল্লাহ).... হযরত বাশীর উব্নুল খাসাসিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাবী ইব্ন উবায়েদ তাঁর হাদীছে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর অর্থাৎ রাবীর নাম প্রকৃতপক্ষে বাশীর ছিল না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরবর্তী সময় তাঁর নাম বাশীর রাখেন। তিনি বলেন একবার আমরা (বাশীরকে) জিজ্ঞেস করি যে, যাকাত আদায়কারীগণ আমাদের সম্পদ হতে অতিরিক্ত পরিমাণ যাকাত আদায় করে থাকেন। কাজেই তারা যে পরিমাণ মাল অতিরিক্ত গ্রহণ করেন আমরা কি ঐ পরিমাণ মাল গোপন করে রাখব? তিনি বলেন, না।

১৫৮৭। হযরত হাসান ইবনে আলী (র) .... আয়্যূব (র) হতে উপরোক্ত হাদীসের সনদ ও অর্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি তার বর্ণনায় قلنا এর পরে يا رسول الله বৃদ্ধি করে বলেছেন। হে আল্লাহর রাসূল! যাকাত আদায়কারীগণ পরিমাণের অতিরিক্ত যাকাত আদায় করে থাকে।

ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রাবী আবদুর রাযযাক এ হাদীসটি মা'মার হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তাশরীহ ---

قوله : رضا المصدق

মুসাদ্দিক তথা যাকাত উসূলকারী সন্তুষ্ট করা অর্থাৎ তার চাহিদা অনুযায়ী যাকাত দিয়ে সন্তুষ্ট করা।

ইমাম নববী সহীহ মুসলিম এর শরাহয় এ সম্পর্কে একটি অধ্যায় "সাঈদেরকে সন্তুষ্ট করানো" শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। এই শিরোনামটি অধিক স্পষ্ট।

قوله : إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا

হযরত বশীর ইবনে আল খাসসাসিয়া থেকে বর্ণিত, কয়েকজন সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন যে, কোনো কোনো সাঈ যাকাত গ্রহণের সময় বেশি নিয়ে থাকে। তাহলে তারা যে পরিমাণ বেশি নেয় আমরা কি সে পরিমাণ সম্পদ গোপন করে রাখতে পারব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তা করতে নিষেধ করেছেন।

১৫৮৮ . حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ . وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . قَالاَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ . عَنْ أَبِي الْغُصْنِ . عَنْ صَخْرِ بْنِ إِسْحَاقَ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ . عَنْ أَبِيهِ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَيَأْتِيكُمْ رُكَيْبٌ مُبْغَضُونَ . فَإِنْ جَاءُوكُمْ . فَرَحِّبُوا بِهِمْ . وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ . فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ . وَإِنْ ظَلَمُوا . فَعَلَيْهَا وَأَرْضُوهُمْ . فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ . وَلْيَدْعُوا لَكُمْ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُو الْغُصْنِ هُوَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ غُصْنٍ.

তরজমা ---

১৫৮৮। হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল আজীম (র) .... আবুদর রহমান ইবনে জাবের ইবনে আতীক তার পিতার সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের কাছে এমন যাকাত আদায়কারীগণ আসবে, যাদের আচরণে তোমরা অসন্তুষ্ট হবে। তথাপি তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন তোমরা তাদের স্বাগত জানাবে। এরপর তারা যাকাতস্বরূপ তোমাদের কাছে যা দাবি করে তোমরা তা প্রদান কর। যদি তারা ইনসাফের সাথে কাজ করে তবে তারা এর প্রতিদান পাবে। আর যদি এ ব্যাপারে তারা যুলুম করে তবে এর জন্য শাস্তি পাবে। তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে। কেননা তাদের সন্তুষ্টির উপরেই তোমাদের যাকাত আদায় হওয়া নির্ভর করে। (আর তোমরা তাদের সাথে এমন আচরণ করবে যাতে) তারা যেন তোমাদের জন্য দোয়া করে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আবু হাফস এর নাম ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে গুসন।

তাশরীহ ---

قوله سَيَأْتِيكُمْ رُكَيْبٌ مُبْغَضُونَ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের নিকট এমন কাফেলা আসবে যাদের প্রতি তোমরা ক্ষুব্ধ হবে কিন্তু ক্ষুব্ধ হওয়ার পরও তারা আসলে তাদেরকে সাদরে গ্রহণ কর, তাদের আগমনে আনন্দ প্রকাশ কর এবং যে সব সম্পদের যাকাত নিতে আসবে তার সবগুলো তাদের সামনে এনে দিবে যেন যে পরিমাণ হয় তা তারা নিয়ে নিতে পারে।

قوله مُبْغَضُونَ

যাকাত উসুলকারীদেরকে ক্ষুব্ধ এজন্য বলা হয়েছে যে, তারা মানুষের থেকে এমন বস্তু নিতে আসে যা স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রিয় ও পছন্দনীয় অর্থাৎ সম্পদ। ফলে এসব লোক স্বভাবগতভাবেই যেন ক্ষুব্ধ হন।

এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, শরীয়তের দৃষ্টিতেও তারা ক্ষোভের যোগ্য। কেননা, শরীয়তের দৃষ্টিতে ক্ষোভের যোগ্য তখনই হতে পারে যখন তারা যাকাত উসুল করার ক্ষেত্রে বাস্তবেই জুলুম ও বাড়াবাড়ি করে। অথচ এখানে এমনটি নয়। কেননা, হাদীসে তো ওইসব উম্মালদের কথা বলা হয়েছে যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিলেন। আর বাস্তবতা এই যে, তাঁরা জুলুম করতে পারেন না।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এই হাদীসকে সকল যুগের জন্য ব্যাপক ও জুলুম দ্বারা বাহ্যিক অর্থ মেনে নিয়ে এই ব্যাখ্যা করে থাকেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুলুম সত্ত্বেও পূর্ণ যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন যেন ফেতনা না হয়। কারণ পূর্ণ যাকাত না দিলে বাদশাহর বিরোধিতা হয়ে যায়। কেননা, আমিল তার প্রতিনিধি।

কিন্তু এর জবাবে বলা হবে যে, যদি বাস্তবে এমনই হত তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদ গোপন করার অনুমতি প্রদান করতেন জুলুম থেকে বাঁচার জন্য। আর এ অবস্থায় বিরোধিতাও হত না। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালিকদেরকে সম্পদ গোপন করার অনুমতি প্রদান করেননি।

١٥٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ . ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ . وَهٰذَا حَدِيثُ أَبِي كَامِلٍ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْسِيُّ . عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . قَالَ : جَاءَ نَاسٌ يَعْنِي مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَا فَيَظْلِمُونَا . قَالَ : فَقَالَ : أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ . وَإِنْ ظَلَمُونَا ؟ قَالَ : أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ . زَادَ عُثْمَانُ : وَإِنْ ظُلِمْتُمْ .

قَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ جَرِيرٌ : مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ .

তরজমা ---

১৫৮৯। হযরত আবু কামেল (র) .... জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরবের কতিপয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে আসেন। এরপর তারা বলেন, আমাদের কাছে যকাত আদায়ের জন্য এমন লোক আসেন যারা বাড়াবাড়িকরেথাকেন। তখন তিনি বলেন ঃ তোমাদের যাকাত আদায়কারী ব্যক্তিদের খুশি রাখবে।

রাবী ওসমানের বর্ণনায় আরো আছে যে, যদিও তারা তোমাদের উপর যুলুম করে।

রাবী আবু কামেলের বর্ণনায় আছে যে, জারীর বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট হতে এ নির্দেশ লাভের পর কোন যাকাত আদায়কারী আমার কাছ হতে আমার উপর সন্তুষ্ট না হয়ে বিদায় নেননি।

তাশরীহ ---

قوله أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ

المصدق هو العامل الذي يأتي لأخذ الزكاة، والمقصود أنه يرضى في حدود ما هو سائغ، وهو الوسط. وليس المعنى أنه يعطى أكثر مما يستحق وأكثر مما هو واجب في المال، اللهم إلا إذا كان صاحب المال هو الذي رضي بهذا، وهو الذي أريد ههنا،

قوله وَإِنْ ظُلِمْتُمْ

অর্থাৎ উসূলকারীদেরকে সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় দাও। সে যে পরিমাণ যাকাত চায় তা দিয়ে দাও। যদিও তোমাদের উপর জুলুম করা হোক না কেন।

এখানে প্রশ্ন জাগবে যে, পূর্বে باب في زكوة السائمة অধ্যায়ে গেছে যে, ومن سئل فوقها فلا يعطه অর্থাৎ যার কাছে অধিক চাওয়া হবে সে তা দেবে না। এই হাদীসুল বাবটি বাহ্যত তার খেলাফ। এই আপত্তির নিরসন কি?

এই প্রশ্নের উত্তর হল হাদীসুল বাবে ওইসব উসূলকারীদের কথা বলা হয়েছে, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় ছিলেন। যারা সকলেই সাহাবী। আর এ কথা স্পষ্ট যে, তাঁরা কখনো জুলুম করতে পারেন না। এটি ভিন্ন বিষয় যে, যাকাত দাতা মনে করছে যে, তার প্রতি জুলুম করা হচ্ছে।

আর পূর্বের হাদীসে কিয়ামত পর্যন্ত একটা সাধারণ নীতি বলা হয়েছে। তাই ন্যায়পরায়ণ ও জালিম সব ধরনের উসূলকারী উদ্দেশ্য হতে পারে। সুতরাং দুই হাদীসের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন।

باب دعاء المصدق لأهل الصدقة

যাকাতদাতাদের জন্য যাকাতউসুলকারীদের দুআ করা প্রসঙ্গে

١٥٩٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ . وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ . الْمَعْنَى . قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى . قَالَ : كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ . وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ . قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ . قَالَ : فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ . فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى .

তরজমা ----------

১৫৯০। হযরত হাফস ইবনে ওমর (র) .... আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (বাইয়াতুর রিদওয়ানে) বৃক্ষের নিচে শপথ গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম। মহানবী এর কাছে যখন কোন গোত্র যাকাত নিয়ে আসত, তখন তিনি তাদের জন্য এরূপ দোয়া করতেন ঃ " হে আল্লাহ তুমি তাদের উপর দয়া কর।" একবার আমার পিতা তাঁর কাছে যাকাতের মালসহ উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ আপনি আবু আওফার বংশধরগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন!"

তাশরীহ ----------

قوله : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى . قَالَ

আবদুল্লাহ ইবনে আবী আউফা বলেন, আমার পিতা আবু আউফা যিনি আসহাবুশ শাজারাহ (اصحاب الشجرة) এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে যাকাত নিয়ে উপস্থিত হলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মা'মূল অনুযায়ী এই দুআ করেছেন- اللهم صل على آل أبي اوفى

قوله : كَانَ أَبِي

আবদুল্লাহ ইবনে আবী আউফার পিতা আবু আউফা। তাঁর নাম আলকামা ইবনে খালেদ

قوله : مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ

আসহাবুশ শাজারাহ ওইসব সাহাবায়ে কেরাম, যারা বাইয়াতে রেযওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর বাইয়াতে রেযওয়ান একটি প্রসিদ্ধ বাইয়াতের নাম, যা ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়া নামক স্থানে গাছের নিচে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন- لقد رضي الله عن المؤمنين

বাহ্যত এই আয়াতের কারণে ওই বাইয়াতকে বাইয়াতে রেযওয়ান বলা হয়।

قوله وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নীতি এই যে, কেউ তার নিকট নিজের যাকাত নিয়ে আসলে তিনি তাকে দুআর মাধ্যমে সম্ভাষণ জানাতেন। ফিকহের কিতাবসমূহেও যাকাতপ্রদানকারীদের জন্য দুআ করাকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, উভয়ের জন্যই দুআ করা মুস্তাহাব। যাকাত প্রদানকারী যাকাত প্রদানের সময় বলবে- اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما আর যাকাত গ্রহণকারী বলবে, - أجرك الله প্রথম দুআটি ইমাম ইবনে মাজাহ রা. তাঁর সুনানগ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে মারফূ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় দুআ, যা আমিলের করা উচিত তা হাদীসুল বাবে এভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, اللهم صل على آل فلان

ইমাম বুখারী রাহ.ও এ সম্পর্কে ভিন্ন অধ্যায় باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة শিরোনামে রচনা করেছেন। এরপর তিনি সে অধ্যায়ে ইবনে আবী আউফার এই হাদীস উল্লেখ করেছেন।

قوله : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ এই বাক্যে আল শব্দটি مقحم (অতিরিক্ত)।

باب تفسير أسنان الإبل

উটের বয়স সম্পর্কে

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْتُهُ مِنَ الرِّيَاشِيِّ . وَأَبِي حَاتِمٍ . وَغَيْرِهِمَا . وَمِنْ كِتَابِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَمِنْ كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَحَدُهُمُ الْكَلِمَةَ قَالُوا : يُسَمَّى الْحُوَارَ ثُمَّ الْفَصِيلُ . إِذَا فَصَلَ . ثُمَّ تَكُونُ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ إِلَى تَمَامِ سَنَتَيْنِ . فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ . فَهِيَ ابْنَةُ لَبُونٍ . فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ . فَهُوَ حِقٌّ وَحِقَّةٌ إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ . لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ . وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلُ . وَهِيَ تَلْقَحُ . وَلَا يُلْقِحُ الذَّكَرُ حَتَّى يُثَنِّيَ . وَيُقَالُ لِلْحِقَّةِ : طَرُوقَةُ الْفَحْلِ . لِأَنَّ الْفَحْلَ يَطْرُقُهَا إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ . فَإِذَا طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ . فَهِيَ جَذَعَةٌ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي السَّادِسَةِ . وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ . فَهُوَ حِينَئِذٍ ثَنِيٌّ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ سِتًّا . فَإِذَا طَعَنَ فِي السَّابِعَةِ سُمِّيَ الذَّكَرُ رَبَاعِيًا . وَالأُنْثَى رَبَاعِيَةً إِلَى تَمَامِ السَّابِعَةِ . فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ . وَأَلْقَى السِّنَّ السَّدِيسَ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ . فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ إِلَى تَمَامِ الثَّامِنَةِ . فَإِذَا دَخَلَ فِي التِّسْعِ وَطَلَعَ نَابُهُ . فَهُوَ بَازِلٌ . أَيْ بَزَلَ نَابُهُ يَعْنِي طَلَعَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْعَاشِرَةِ . فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ . ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ . وَلَكِنْ يُقَالُ : بَازِلُ عَامٍ . وَبَازِلُ عَامَيْنِ . وَمُخْلِفُ عَامٍ . وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ . وَمُخْلِفُ ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ إِلَى خَمْسِ سِنِينَ . وَالْخَلِفَةُ : الْحَامِلُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : وَالْجَذُوعَةُ : وَقْتٌ مِنَ الزَّمَنِ لَيْسَ بِسِنٍّ . وَفُصُولُ الأَسْنَانِ عِنْدَ طُلُوعِ سُهَيْلٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَأَنْشَدَنَا الرِّيَاشِيُّ : إِذَا سُهَيْلٌ آخِرَ اللَّيْلِ طَلَعْ ... فَابْنُ اللَّبُونِ الْحِقُّ . وَالْحِقُّ جَذَعْ
لَمْ يَبْقَ مِنْ أَسْنَانِهَا غَيْرُ الْهُبَعْ . وَالْهُبَعُ : الَّذِي يُولَدُ فِي غَيْرِ حِينِهِ

তরজমা ---

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আমি রিয়াশী, আবু হাতিম ও অন্যদের নিকট হতে এ বর্ণনা শুনেছি এবং নযর ইবনে শুমায়েল ও আবু ওবায়দের গ্রন্থে পেয়েছি, কোন কোন কথা তাদের একজনেই বলেছেন। তাঁরা বলেন, উটের বাচ্চাকে (ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হতে এক বৎসর পর্যন্ত("আল হুয়ার" বলা হয়। অতপর আল ফাসীল যখন তাকে (নিজের মা থেকে) পৃথক করে দেওয়া হয় অতপর বিনতে মাখায এক বৎসর পূর্ণ হলে দু'বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অতপর যখন তিন বছর বয়সে পদার্পণকরে তখন তা "বিনতে লাবুন"। এরপর যখন তিন বছর পূর্ণ হয় তখন তা "হিক্ক" ও "হিক্কাহ" চার বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। কেননা তখন হিক্কাহ বাহনের যোগ্য হয়, বাচ্চা ধারনের উপযুক্ত হয় এবং যৌবনে পৌছে। কিন্তু নর উট ছয় বছরে না পৌঁছা পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক হয় না এবং হিক্কাহকে 'তরুকাতুল ফহল'ও বলা হয় চার বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। কেননা ঐ সময় পুরষ উট এর উপর কুঁদে পড়ে। এরপর যখন তার বয়স পাঁচ বছর হয় তখন তাকে "জাযাআহ" বলে পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। এরপর যখন তা ছয় বছরে পদার্পণ করে এবং সামনের দাঁত উঠে তখন তাকে 'ছানী' বলে ছয় বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। এরপর যখন তার বয়স সাত শুরু হয় তখন হতে সাত বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত নর উটকে রবা'ঈ এবং মাদি উটকে রবাইয়্যাহ বলে। এরপর যখন তার বয়স আট শুরু হয় এবং সাদীস দাঁত ফেলে দেয় যেটা রবাইয়্যাহ এর পরে হয় তখন থেকে আট পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাকে 'সাদাস' ও সাদাস বলে। এরপর যখন তা নয় বছরে পদার্পণ করে এবং তার নাব দাঁত প্রকাশ পায় তখন তাকে 'বাযিল' বলা হয়। অর্থাৎ যার নাব দাঁত প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ উদিত হয়েছে

এ নাম দশ বছরে পদার্পণ করা পর্যন্ত। উট তখন (দশ বছরে পদার্পণ করার পর) 'মুখলিফ'। এর পরে উটের আর কোনো নাম নেই। অবশ্য এর পরে তাকে এক বছরের বাযিল, দুই বছরের বাযিল; এক বছরের মুখলিফ, দুই বছরের মুখলিফ, তিন বছরের মুখলিফ বলা হয়ে থাকে পাঁচ বছর পর্যন্ত। আর 'খালিফা' হল গর্ভবতী উষ্ট্রী।

আবু হাতেম বলেন, জাযূআহ হল কাল প্রবাহের একটা সময়, কোন দাঁতের নাম নয়। আর বয়সের পরিবর্তন হয় সুহাইল তারকা উদিত হওয়ার সময়।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, আর-রিয়াশী আমাদেরকে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে শুনান (অর্থ) ঃ

"রাতের প্রথম প্রহরে যখন সুহাইল তারকা উদিত হল, তখন ইবনু লাবূন হিক্কা হয়ে গেল এবং হিক্কাহ জাযাআহ হয়ে গেল। হুবা ছাড়া এমন কোন বয়স নাই যা (সুহাইল তারকা উদয় থেকে) গণনা করা যায় না, হুবা সেই উষ্ট্রী শাবককে বলা হয় যা সুহাইল তারকা উদয়কালে ভূমিষ্ট হয় না, বরং অন্য সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়।'

তাশরীহ ---

قوله : تفسير أسنان الإبل

এখানে সুনানে আবু দাউদ তথা হাদীসের কিতাবে 'কামূস'-এর একটি অধ্যায় এসে গেছে। আবু দাউদ রাহ. পাঠকের সুবিধার্থে উটের যাকাত সংক্রান্ত হাদীসসমূহে উটের যে বিভিন্ন ও অদ্ভুত নাম এসেছে তার সবগুলোর ব্যাখ্যা তিনি একত্রে করে দিয়েছেন। যেন অভিধানের কিতাব খোঁজার প্রয়োজন না হয়।

قوله : أسنان الإبل

أسنان শব্দটি سن এর বহু বচন। অর্থ বয়স। سن দাঁত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মূলত প্রাণীদের বয়স তাদের দ্বারা জানা যায়। ফলে উভয় অর্থের মাঝে মুনাসাবাত সুস্পষ্ট।

قوله : قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الرِّيَاشِيِّ. وَأَبِي حَاتِمٍ. وَغَيْرِهِمَا

মুসান্নেফ اسنان ابل এর এই তাফসীর ও ব্যাখ্যা লুগাত ও আদবের যেসব ওলামা এবং মুহাদ্দিসীন থেকে শুনেছেন তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাদের মধ্য থেকে কারো থেকে মুসান্নেফ সরাসরি শুনেছেন আর কারো কারো বিভিন্ন গ্রন্থ ও রচনাসমূহে দেখেছেন।

قوله : مِنَ الرِّيَاشِيِّ

رياشي হলেন আবুল ফযল আব্বাস ইবনে ফারজ আলবাছারী নাহীব ছিকা। (বযলুল মাজহুদ)

মানহালের মধ্যে লিখেছেন যে, ইমাম আবু দাউদ তার থেকে এই কিতাবে শুধুমাত্র এই তাফসীর নকল করেছেন। কোনো হাদীস রেওয়ায়েত করেননি।

আবু হাতিম হলেন মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস রাযী। তিনি হাফেযে হাদীস ছিলেন। (বযলুল মাজহুদ)

মুসান্নেফ তাকে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবু হাতিম রাযী বলেই নির্দিষ্ট করেছেন। আউনুল মা'বুদ এর মুসান্নেফও এমনটি করেছেন। তবে মানহাল প্রণেতা লিখেছেন, তিনি হলেন সুহাইল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উসমান সিজিসতানী নাহবী আলমুকরী। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ।

قوله : وَمِنْ كِتَابِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ

নযর ইবনে শুমাইল লুগাত ও আদবের অনেক বড় ইমামের পাশাপাশি হাদীসেরও ইমাম ছিলেন। তেমনিভাবে আবু উবায়দ কাসেম ইবনে সাল্লাম উভয়ের গরীবুল হাদীস (হাদীসের লুগাত) এর প্রসিদ্ধ কিতাব রয়েছে।

قوله : وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَحَدُهُمُ الْكَلِمَةَ

অর্থাৎ এই তাফসীর যা আমি উল্লেখ করেছি তার মধ্যে কিছু জিনিস এমন আছে যা তাদের প্রত্যেক থেকে বর্ণিত। তার মধ্য থেকে কিছু অংশ এমন রয়েছে যা সকলের থেকে বর্ণিত নয়; বরং শুধুমাত্র কয়েকজনের কালামে পাওয়া যায়।

قوله : قَالُوا : يُسَمَّى الْحُوَارُ

উপরোক্ত ভূমিকার পর মুসান্নেফ বলেন, ... قالوا يسمى الحوار অর্থাৎ জন্মলাভের পর উটের বাচ্চার সর্বপ্রথম নাম হল حوار যতক্ষণ পর্যন্ত তা তার মায়ের সাথে চলাফেরা করতে থাকে। এরপর যখন এক বছরে পদার্পণ করে এবং নিজের মা থেকে পৃথক করে দেওয়া হয় তখন তাকে ফসীল বলে। এটিকে فطيمও বলা হয়। (فصال ও فطام উভয়টি সমার্থক।) এরপর থেকে দুই বছর পর্যন্ত তাকে বিনতে মাখায বলা হয়। مخاض অর্থ গর্ভ আর ماخض অর্থ গর্ভবতী। কেননা, এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয় বছরে সেই উটনী দ্বিতীরবার গর্ভবতী হয়ে যায়।

قوله : فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ . فَهِيَ ابْنَةُ لَبُونٍ

অর্থাৎ এরপর যখন দ্বিতীয় বছর পূর্ণ করে তৃতীয় বছরে উপনীত হয় তখন তার মা যা, গত বছর গর্ভবতী ছিল এখন গর্ভ প্রসব করে দুধ দিতে থাকে। এজন্য এখন তার বাচ্চাকে বিনতে লাবূন বলা হয়।

قوله : فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ . فَهُوَ حِقٌّ وَحِقَّةٌ إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ

আর যখন সে বাচ্চাটি পূর্ণ তিন বছর হয়ে চতুর্থ বছরে প্রবেশ করে তখন তাকে 'হিক্কা' বলা হয়। অর্থাৎ যদি মাদা হয়। আর যদি নর হয় তাহলে 'হিক্ক'। কেননা, এই বয়সে পৌঁছে উট ও উটনী উভয়টি আরোহণের উপযোগী হয়ে যায়। আর মাদা এ উপযোগী হয়ে যায় যে, তার সাথে সঙ্গম করতে পারে। তবে নর এই বয়সে এর উপযোগী হয় না। وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثنى দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নর সঙ্গম করার উপযোগী হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তা ثني না হয়। আর ثني হল ঐ উট যা পাঁচ বছর অতিক্রম করে ষষ্ঠ বছরে পদার্পণ কর।

قوله : فَإِذَا طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ . فَهِيَ جَذَعَةٌ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ

এরপর চতুর্থ বছর পূর্ণ কর পাঁচ বছরে পদার্পণ করলে মাদা হলে জিযআ' আর নর হলে 'জিযউন' বলা হয়।

ফায়দা ঃ অভিধানের কিতাবে আছে যে, প্রত্যেক প্রাণীর 'জিযউন' ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন গরু, মহিষ ও ঘোড়ার ক্ষেত্রে 'জিযউন' ঐ প্রাণীকে বলা হয় যা তিন বছরের হয়। উটের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের আর ছাগলের ক্ষেত্রে দুই বছরে পদার্পণ করে। সামনে এ কথা আসবে যে, উটের এই বয়সে জিযউন নামটি তার কোনো দাঁত উঠা বা পড়ার ভিত্তিতে নয়। যেমন অন্যান্য নাম।

قوله : فَإِذَا دَخَلَتْ فِي السَّادِسَةِ . وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ

যখন উট পূর্ণ পাঁচ বছর অতিক্রম করে ষষ্ঠ বছরে পদার্পণ করে এবং তার ছুনায়া দাঁত নিজেই ফেলে দেয় তখন তাকে ثنى বলা হয়। আর মাদা হলে ثنية ।

ثنية মূলত সামনের উপরের ও নিচের দুটি দাঁতকে বলা হয়। যার বহু বচন হল ثنايا। পাঁচ বছর পর যখন উটের দাঁত পড়ে যায় (দুধের দাঁত) তখন তাকে ثنية বলা হয়।

ফায়দা ঃ প্রত্যেক প্রাণীর ثنية ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। গরু ও ছাগলের ثنية হল যা তৃতীয় বছরে পদার্পণ করে আর ঘোড়ার ثنية চতুর্থ বছর এবং উটের ثنية ষষ্ঠ বছরে পদার্পণ করে।

قوله : فَإِذَا طَعَنَ فِي السَّابِعَةِ سُمِّيَ الذَّكَرُ رَبَاعِيًا .

ربعية মূলত ঐ দাঁতকে বলা হয় যা ثنية ও ناب এর মধ্যবর্তীস্থানে থাকে। দুই দিকের উপর ও নিচের মোট চারটি দাঁত যেহেতু এই বয়সে উটের এই দাঁতগুলো পড়ে যায় এজন্য তাকে رباعي বলা হয়।

قوله : فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ . وَأَلْقَى السِّنَّ السَّدِيسَ

অর্থাৎ যখন আট বছরে পদার্পণ করে এবং তার سديس দাঁত পড়ে যায় তখন তাকে سدس এবং مسدس বলা হয়।

قوله : السِّنَّ السَّدِيسَ.

سديس ঐ দাঁতকে বলা হয় যা رباعية এর পরে ও ناب এর সামনে থাকে। এ রকম মোট চারটি দাঁত হয়ে থাকে। দুটি নিচে رباعي এর ডান-বাম পাশে আর এমনিভাবে দুটি উপরে رباعية এর ডান-বামে। এগুলোকে قوارح বলা হয়। কিন্তু মানুষের মুখে رباعية এর পরে ناب ই হয়ে থাকে। رباعية ও ناب এর মাঝে অন্য কোনো দাঁত থাকে না। (كذا يستفاد من العون عن لسان العرب) তাই তাজবীদদের কিতাবসমূহের মধ্যে দাঁতের বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে তার কোনো উল্লেখ নেই।

قوله : فَإِذَا دَخَلَ فِي التِّسْعِ وَطَلَعَ نَابُهُ. فَهُوَ بَازِلٌ.

উট নয় বছর বয়সে পদার্পণ করলে তার ناب বেরিয়ে আসে। তখন তাকে بازل বলা হয়। بزل এর অর্থ (شق) চিরা। যেহেতু এই দাঁতটি নিজের স্থানের গোশত ভেদ করে বাইরে বের হয় এজন্য তাকে بازل বলা হয়। (যদিও সকল দাঁতই গোশত ভেদ করে বের হয় তাই এই নামকরণের মধ্যে اطراد শর্ত নয়। অর্থাৎ যেখানেই নামকরণের কারণ (وجه تسمية) পাওয়া যাবে সেখানেই নাম পাওয়া যাওয়া জরুরি নয়।

قوله : ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ. وَلَكِنْ يُقَالُ: بَازِلُ عَامٍ

অর্থাৎ মুখলিফ এর পর আর কোনো বিশেষ নাম নেই; বরং প্রথমোক্ত নামের মধ্যেই বিভিন্ন কয়েদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যেমন– مخلف عام، مخلف عامين ও بازل عام، بازل عامين

অর্থাৎ এক বছরের বাযেল, দুই বছরের বাযেল, এক বছরের মুখলিফ, দুই বছরের মুখলিফ। যেমনটি আরবী ভাষায় দশ এর পরবর্তী সংখ্যার জন্য ভিন্ন কোনো নাম থাকে না; বরং পূর্বের নামের সঙ্গে কয়েদ যুক্ত করা হয়। যেমন–أحد عشر، ثاني عشر ইত্যাদি।

قوله : وَالْجَذُوعَةُ: وَقْتٌ مِنَ الزَّمَنِ لَيْسَ بِسِنٍّ.

অর্থাৎ উটের جذع হওয়া তার কোনো দাঁত উঠা বা পড়ার ভিত্তিতে নয়। বরং এটি একটি বিশেষ বয়সের হিসাব। سن তথা দাঁতের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

قوله : وَفُصُولُ الأَسْنَانِ عِنْدَ طُلُوعِ سُهَيْلٍ

প্রতিটি বস্তুরই একটি ঋতু ও মৌসুম থাকে। তেমনিভাবে উটের বাচ্চা প্রসবেরও একটি বিশেষ মৌসুম রয়েছে। যে সময়ে সাধারণত উটনীগুলো বাচ্চা প্রসব করে থাকে। এই মৌসুমের আগমনের মাধ্যমে উটের বাচ্চার বছর পূর্ণ হয়। এক বছরের বাচ্চা দুই বছরে, দুই বছরেরটি তিন বছরে পদার্পণ করে। আর মৌসুমটি হল সুহাইল তারকার উদয় হওয়া। অর্থাৎ সুহাইল নামক তারকা যে সময় রাতের শেষ অংশে উদয় হয় তখন উটের বাচ্চা প্রসব করার মৌসুম শুরু হয়। এই সময়েই বৃক্ষের ফল পাকে। এটিকে বসন্ত কাল বলা হয়।

মুসান্নেফ এখানে رباشي থেকে তিনটি পংক্তি উল্লেখ করেছেন।

إِذَا سُهَيْلٌ أَوَّلَ اللَّيْلِ طَلَعْ ÷ فَابْنُ اللَّبُونِ الْحِقُّ وَالْحِقُّ جَذَعْ ÷ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَسْنَانِهَا غَيْرُ الْهُبَعْ

قوله : لَمْ يَبْقَ مِنْ أَسْنَانِهَا غَيْرُ الْهُبَعْ

অর্থাৎ এই পংক্তিগুলোর মধ্যে সব বয়সের আলোচনা এসে গেছে তবে একটি মাত্র বয়সের কথা বাকি রয়েছে। আর তা হল ঐ উট যাকে هبع বলা হয়।

قوله : وَالْهُبَعُ: الَّذِي يُولَدُ فِي غَيْرِ حِينِهِ

অর্থাৎ هبع উটের ঐ বাচ্চাকে বলা হয় যা মৌসুম ব্যতীত অন্য সময় জন্মলাভ করে। উদাহরণস্বরূপ গ্রীষ্মের শুরুতে কিংবা বসন্তের শেষে। (মানহাল)

باب اين تصدق الاموال

প্রাণীদের যাকাত কোথায় উসূল করা হবে

١٥٩١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ جَدِّهِ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : لاَ جَلَبَ . وَلاَ جَنَبَ . وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُورِهِمْ

তরজমা ---

১৫৯১। হযরত কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র) ... আমর ইবনে শুআয়েব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও পিতামহের সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ (যাকাত আদায়কারী যাকাত প্রদানকারীকে) দূরে টেনে নেবে না এবং (যাকাতদাতা নিজের মাল) দূরে সরিয়ে রাখবে না (যাতে লেনদেনে কষ্ট না হয়); আর তাদের যাকাতের মাল, তাদের ঘর-বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও হতে গ্রহণ করা হবে না।

তাশরীহ ---

قوله : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

যেহেতু ব্যাখ্যাকারীগণ جلب وجنب এর প্রত্যেকটির দুটি করে অর্থ উল্লেখ করে থাকেন যার একটির সম্পর্ক كتاب الجهاد এর সঙ্গে আর অপরটির সম্পর্ক كتاب الزكاة এর সঙ্গে। এ কারণে এই হাদীসটিকে উভয় স্থানেই উল্লেখ করা হয়। সুতরাং মুসান্নেফও হাদীসটি উভয় স্থানে উল্লেখ করেছেন। ইমাম নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ শুধুমাত্র كتاب الجهاد এ উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী শুধুমাত্র كتاب النكاح এর باب الشغار এ উল্লেখ করেছেন।

قوله : لاَ جَلَبَ

জালাব এর প্রথম অর্থ হল সাঈগণ (যাকাত উসুলকারী) যখন প্রাণীর যাকাত উসুলের জন্য আসে তখন তারা এমন স্থানে গিয়ে অবস্থান করবে যা প্রাণী থেকে অনেক দূরে হয়। সেখান থেকে মালিকদেরকে বলবে তারা যেন তাদের প্রাণীদেরকে এখানে নিয়ে আসে। আর তারা তা দেখে যাকাত গ্রহণ করতে পারে। এই অর্থ অনুযায়ী হাদীসে جلب কে নিষেধ করার কারণ তো স্পষ্ট যে, এতে যাকাতদাতাকে পেরেশানি ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়।

جلب এর দ্বিতীয় অর্থ হল, ঘোড়দৌড়ের সময় কোনো প্রতিযোগী নিজের পক্ষের কাউকে ঠিক করে রাখল। যেন ঘোড়দৌড় শুরু হওয়ার পর ঘোড়া দ্রুত ছুটে চলার জন্য খুব চিৎকার করে। এতে করে তার ঘোড়াটি আগে চলে যেতে পারবে। এটিও নিষিদ্ধ। কেননা, এটি প্রতিযোগিতা ও দিয়ানত পরিপন্থী।

এখানে كتاب البيوع এর সাথে সম্পর্কিত تلقى الجلب এর একটি বিষয়ও রয়েছে। অর্থাৎ مال مجلوب কে এগিয়ে গিয়ে তা কিনে নেওয়া। مال مجلوب ঐ মালকে বলা হয় যা কোনো গ্রাম্য ব্যক্তি গ্রাম থেকে শহরে বিক্রি করতে আনে। এরপর শহরের বাজারে পৌঁছে সঠিক দামে বিক্রি হওয়ার পূর্বেই কোনো ব্যক্তি তার কাছ থেকে রাস্তা থেকেই কিনে নেওয়া। এটি নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এতে تلبس سعر তথা মূল্য গোপন করার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ গ্রাম্য ব্যক্তিকে ধোঁকা দিয়ে তার কাছ থেকে সস্তায় তা ক্রয় করে নিবে।

قوله : ولا جنب জানাব এর প্রথম অর্থ হল, সম্পদশালীরা যখন দেখে যে, যাকাত উসুলকারীদের আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে তখন তারা তাদেরকে পেরেশান করার জন্য নিজের সম্পদ (প্রাণীসমূহ) নিয়ে অনেক দূরে অবস্থান করে। যেন সাঈদের যাকাত নিয়ে এখানে আসতে হয়।

جنب এর দ্বিতীয় অর্থ হল ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার মাঠে কোনো প্রতিযোগী প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার সময় নিজের সঙ্গে আরো একটি ঘোড়া রাখা। যেন সামনে যখন তার ঘোড়াটি দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন প্রথম ঘোড়ার পিঠ থেকে দ্বিতীয় ঘোড়ার উপর চড়তে পারে। এটিকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটিও ভুল কাজ। কেননা, এই ঘোড়ার সাথে প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা ছিল না।

١٥٩٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي. يَقُولُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ: لاَ جَلَبَ. وَلاَ جَنَبَ. قَالَ: أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا. وَلاَ تُجْلَبَ إِلَى الْمُصَدِّقِ. وَالْجَنَبُ. عَنْ غَيْرِ هٰذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضًا لاَ يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا. يَقُولُ: وَلاَ يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ. وَلٰكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ

তরজমা --

১৫৯২। হযরত হাসান ইবনে আলী ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীমের সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের সনদে لا جلب ، ولا جنب সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি ঃ চতুষ্পদ জন্তুর অবস্থানের স্থানেই এগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে। আর যাকাত আদায়কারীর নিকট এগুলো নিতে হবে না। এবং মালের যাকাত প্রদানকারীগণ এগুলো দূরে সরিয়ে রাখবে না। আর যাকাত আদায়কারী যাকাতদাতাদের কাছ থেকে দূরেও থাকবেনা; বরং চতুষ্পদ জন্তু যেখানে থাকে সেখান হতেই যাকাত প্রদান করবে।

তাশরীহ --

قوله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক جلب ও جنب এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি جلب এর অর্থ বলেছেন, যে স্থানে প্রাণী থাকে সেখানে গিয়েই সাঈদের যাকাত উসুল করা উচিত। এমন নয় যে, যাকাতদাতা নিজেদের যাকাত সাঈদের কাছে নিয়ে যাবে।

قوله : وَالْجَنَبُ عَنْ هٰذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضًا

এই ইবারতের বিষয়ে আবু দাউদের কপিগুলোতে একটু ভিন্নতা রয়েছে। যে কপির যে আলফায আমরা অবলম্বন করেছি তাই সর্বাধিক সঠিক।

মতলব হল এই যে, لا جلب বলে যে ধরনের নির্দেশনা সা'ঈদের দেওয়া হয়েছে। তেমনিভাবে لا جنب বলেও প্রাণীর মালিকদেরকেই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তারা যেন নিজেদের সম্পদকে প্রসিদ্ধ স্থানে/পরিচিত স্থান ছেড়ে কোনো দূরবর্তী স্থানে নিয়ে না যায় এতে সা'ঈদের কষ্ট করতে হয়।

قوله : لاَ يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا

قال الشيخ عبد المحسن العباد : يعني أنه يجعل الجنب من العامل أو من أصحاب الأموال، فلا يجنب أصحابها بمعنى أن يبتعدوا عنه إذا علموا بالمصدق، فيذهبون إلى أماكن أخرى غير المكان الذي كانوا فيه، وإنما يبقون في أماكنهم حتى يأتي إليهم العامل ويأخذ منهم، فلا يجنب أصحاب الأموال، ولا يجنب العامل أيضا بحيث يكون في جانب من المياه ثم يأمر أصحاب الأموال بأن يأتوا إليه، فالجنب يكون من جهة العامل ويكون من جهة المالكين.

قوله : وَلاَ يَكُونُ الرَّجُلُ

এটিও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকেরই ব্যাখ্যা। সম্ভবত এটি لا جنب এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। আর এটি ঐ অর্থেই যা لا جلب এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। এ অবস্থায় جلب ও جنب উভয়টিই সমার্থক হয়ে যাবে; আর এটিকে তাকিদ ধরে নেওয়া হবে। আর প্রথম অবস্থায় তাকিদের পরিবর্তে তাসিস হবে। والله أعلم.

باب الرجل يبتاع صدقته

যাকাত দিয়ে তা পুনরায় ক্রয় করা

١٥٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ نَافِعٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ . فَوَجَدَهُ يُبَاعُ . فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ . فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ . فَقَالَ : لَا تَبْتَعْهُ . وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ .

তরজমা --

১৫৯৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা (রঃ) .... আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)আল্লাহর পথে জেহাদের জন্য একটি ঘোড়া দান করেন। এর পর তিনি তা বিক্রি হতে দেখে ক্রয় করতে ইচ্ছা করেন। তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেনঃ তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার সদকার মাল ফেরত নিও না।

তাশরীহ --

قوله : حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ হযরত ওমর রা. কোনো ব্যক্তিকে একটি ঘোড়ার উপর আরোহন করালেন। অর্থাৎ তাকে ঘোড়া সদকা হিসাবে দান করলেন। বুখারীতে এভাবে আছে যে, ... تصدق بفرس في سبيل الله আরেক উক্তি মতে তিনি তাকে ওয়াকফ হিসাবে দান করেছিলেন। এখন প্রশ্ন হল এরপরও তার ক্রয় কিভাবে জায়েয হল?

উত্তর হল, উক্ত ঘোড়াটি এত বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, তা জিহাদের কাজে আসার মতো ছিল না।

ইবনে সাআদ তাবাকাত গ্রন্থে লেখেছেন, সেই ঘোড়াটির নাম ওয়ারদ ছিল। আর তা ছিল হযরত তামীমদারী রা.-এর। তিনি এটা নবী ﷺ কে হাদিয়া দিয়েছিলেন। এরপর তিনি তা হযরত ওমরকে দিয়েছেন।

قوله : فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ হযর ওমর রা. যখন ঐ ব্যক্তির ঘোড়াটিকে বিক্রি করতে দেখলেন তখন তিনি নিজেই তার কাছ থেকে তা ক্রয় করার কথা ভাবলেন। (তিনি ঐ ঘোড়ার বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ সম্পর্কে অবগত থাকবেন। আর তা হল এটি নবী ﷺ-এর দানকৃত ঘোড়া।) ফলে তিনি তা ক্রয়ের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুমতি চাইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

قوله : وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ সদকা করে তা পুনরায় ফিরিয়ে নিতে নিষেধ করেছেন। এই ক্রয় করাকে তিনি عود في الصدقة (সদকা ফিরিয়ে আনা) এজন্য বলেছেন যে, বাহ্যিকভাবে সে তা ক্রয় করলে তার জন্য একটু বিশেষ বিবেচনা করা হত, মূল্য কম রাখা হত পূর্বের অনুগ্রহের কারণে। ফলে সে যে পরিমাণ মূল্য কম রাখত ওমর রা. যেন সে পরিমাণ সদকা ফিরিয়ে নিলেন।

ইমামগণের মাযহাবসমূহ ঃ ইমাম আহমদ রাহ.-এর মাযহাব এই যে, সদকাকারীর জন্য তার সদকাকৃত বস্তু ক্রয় করা জায়েয নয়। মালেকীদেরও এটি একটি মত। ইবনে মুনযির শাফেয়ীর মাযহাবও অনুরূপ।

জুমহুর ওলামাদের মতে তা জায়েয। তাদের নিকট এই হাদীসটি দ্বারা نهي تنزيهي বোঝানো হয়েছে।

জুমহুরদের দলীল হল, এই হাদীস, ... لا تحل الصدقة لغني অর্থাৎ ধনীদের জন্য সদকা গ্রহণ করা বৈধ নয়। তবে পাঁচ শ্রেণীর লোক এর ব্যতিক্রম।

(১) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যোগদানকারী;

(২) যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী; অর্থাৎ ঐ আমিল যে নিজ অর্থ দিয়ে তা ক্রয় করে।

(৩) ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি;

(৪) কোন ধনী ব্যক্তির গরিবের প্রাপ্ত যাকাত স্বীয় অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা;

(৫) যার মিসকীন প্রতিবেশী নিজের প্রাপ্ত যাকাত তাকে উপঢৌকন হিসেবে দান করল।

باب صدقة الرقيق

গোলামের যাকাত

١٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ . قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ . عَنْ رَجُلٍ . عَنْ مَكْحُولٍ . عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ . إِلاَّ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ.

١٥٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ . عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ . عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ . وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

তরজমা ---

১৫৯৪। হযরত মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (রঃ)........আবু হুরায়রা (রাঃ)হতে বর্ণিত। মহা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ ঘোড়া ও দাস-দাসীতে কোন যাকাত নেই। কিন্তু দাস-দাসীর পক্ষ হতে সদকাতুল ফিতর (ফেতরা)দিতে হবে।

১৫৯৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা ও মালেক (রঃ)...আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত।তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন ঃ মুসলমানের জন্য তার দাস-দাসী ও ঘোড়ায় কোন যাকাত নেই।

তাশরীহ ---

قوله لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ.

অর্থাৎ ঘোড়া ও দাস-দাসীতে কোন যাকাত নেই। ঘোড়ার যাকাত সংক্রান্ত আলোচনা كتاب زكاة السائمة অধ্যায়ের ৭ নম্বর হাদীস قد عفوت عن الخيل ... এর মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মাসআলা হল, গোলাম/দাস সম্পর্কিত। ব্যবসার দাস/গোলামের যাকাত সকল ইমামের মতেই ওয়াজিব। তবে জাহেরিয়াগণ এর ভিন্ন মত পোষণ করে।

আর খেদমতের দাস/গোলামের যাকাত সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব না।

قوله إِلاَّ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ..

গোলাম/দাসের উপর সদকায়ে ফিতির ওয়াজিব কি না। যদি ওয়াজিব হয় তাহলে তা কি সে নিজেই আদায় করবে নাকি মালিক তার পক্ষ থেকে আদায় করে দিবে, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

দাউদে যাহেরীর মাযহাব হল এই যে, সদকায়ে ফিতর দাস/গোলামের উপরই ওয়াজিব হয় এবং তা আদায় করাও তারই দায়িত্ব। তবে মালিকের জন্য অপরিহার্য হল তাকে উপার্জনের সুযোগ দেওয়া। যেন সে উপার্জন করে নিজেই সদকায়ে ফিতর আদায় করতে পারে। যেমন নামাযের জন্য তাকে সময় দেওয়া অপরিহার্য।

জুমহুর ও চার ইমামের মতে গোলামের সদকায়ে ফিতর আদায়ের দায়িত্ব মালিকের উপর। তবে প্রথম থেকেই মালিকের উপর ওয়াজিব হয় নাকি প্রথম পর্যায়ে গোলামের উপর এরপর তার পক্ষ থেকে মালিক দায়িত্বশীল হয় এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ী রাহ. থেকে উভয় ধরনের কথা পাওয়া যায়। আর হানাফীগণ বলেন, গোলামের মধ্যে তা ওয়াজিব হওয়ার যোগ্যতাই নেই। বরং গোলামের সদকাও মালিকের উপর ওয়াজিব হয় এবং তা আদায় করার দায়িত্বও তার।

باب صدقة الزرع

ফসলের যাকাত

١٥٩٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الأَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ . أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ . وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي . أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ .

তরজমা ---

১৫৯৬। হগযরত হারূন ইবনে সাঈদ (র)....... সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) হতে তাঁর পিতার সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ যে ভূমি বৃষ্টি, নদী ও কুয়ার পানি দ্বারা সিঁচিত হয় অথবা যেখানে পানি সেচের আদৌ কোন প্রয়োজন হয় না এমন জমির ফসলের যাকাত হল 'ওশর বা উপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ। আর যে ভূমিতে কৃত্রিম উপায়ে পানি সিঁচিত হয় তার যাকাত হল নিসফে ওশর বা ওশরের অর্ধেক।

তাশরীহ ---

قوله باب صدقة الزرع

এই অধ্যায় দ্বারা ইমাম আবু দাউদের উদ্দেশ্য হল এই কথা বলা যে, কোন জমিতে উশর ওয়াজিব আর কোন জমিতে অর্ধ উশর। বাকি নেসাবের মাসআলাটি হল মতভেদপূর্ণ মাসআলা। এ সম্পর্কে আলোচনা একেবারে শুরুতেই চলে গিয়েছে। জুমহুর এ ক্ষেত্রেও নেসাবের কথা বলেন। তেমনিভাবে সাহেবাঈনের মতেও নেসাব শর্ত। তবে ইমাম আযম আবু হানীফা রাহ. নেসাবের শর্তারোপ করেননি; বরং তার মতে জমির উৎপন্ন শস্য চাই তা কম হোক কিংবা বেশি যাকাত ওয়াজিব হবে। এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা ছিল, যা সবিস্তরে প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে। তবে কোন কোন জমির শস্যের যাকাত ওয়াজিব হয় আর কোন জমির শস্যে ওয়াজিব হয় না, এ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ কোনো অধ্যায় উল্লেখ করেননি।

قوله فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ

এখানে العشر শব্দ তেমনিভাবে نصف العشر শব্দ দুটি তারকীবে مبتداء مؤخر হয়েছে। আর فيما سقت এটি হল خبر مقدم। অর্থাৎ যে ভূমি বৃষ্টি, নদী ও কুয়ার পানি দ্বারা সিঁচিত হয় অথবা যেখানে পানি সেচের আদৌ কোন প্রয়োজন হয় না এমন জমির ফসলের যাকাত হল 'ওশর বা উপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ।

قوله : أَوْ كَانَ بَعْلًا

কোনো কোনো কপিতে/নুসখাতে এভাবে বলা হয়েছে,

قال أبو داود : البعل ما شرب بعروقه ولم يتعن في سقيه

অর্থাৎ بعل ঐ ক্ষেত কিংবা বৃক্ষকে বলা হয় যা পানি ও সিক্ততাকে শিকড় ও মূলের মাধ্যমে নিজেই সংগ্রহ করে নেয়। তাতে ভিন্ন করে সেচের প্রয়োজন হয় না।

সহীহ বুখারী ও তিরমিযীর হাদীসে بعل শব্দের পরিবর্তে او كان عثريا আছে।

মাযাহেরে হক গ্রন্থে (২/১০৩) عثري এর অর্থ লেখা হয়েছে, عثري ঐ জমিকে বলা হয় যার মধ্যে পানি সেচের প্রয়োজন হয় এবং তাতে عاثور ও থাকে। আর عاثور হল জমিতে খননকৃত এক প্রকারের গর্ত/পুকুর, যা থেকে পানি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ক্ষেতে পৌঁছে যায়।

কেউ কেউ বলেছেন عثري হল ঐ ক্ষেত, যা পানির নিকটবর্তী হওয়ার কারণে সর্বদা তরুতাজা/সতেজ থাকে

قوله : بِالسَّوَانِي

এটি سانية এর বহু বচন। অর্থ কুয়া থেকে পানি আনয়নকারী উটনী।

قوله : أَوِالنَّضْحِ

এ শব্দটি মাসদার। অর্থ উটের মাধ্যমে জমিতে পানি সেচ করা। আর ناضح হল সেচকারী উটনী। এর বহুবচন হল نواضح। কিন্তু এখানে تقابل এর কারণে সাধারণ যে কোনো উপায়ে পানি সেচ করা উদ্দেশ্য।

মোটকথা, যে জমিতে/বৃক্ষে পানি সেচের ঝামেলা পোহাতে হয় তাতে نصف عشر তথা এক বিশমাংশ যাকাত ওয়াজিব হয়। আর যেখানে পানি সেচের ঝামেলা নেই সেখানে উশর ওয়াজিব। এই মাসআলাটি এই হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম নববী রাহ. বলেছেন যে, এই মাসআলাটি হল সর্বসম্মত। তবে যদি কোনো ক্ষেত বা বৃক্ষ এমন হয় যার মধ্যে কখনো পানি সেচের প্রয়োজন হয় আর কখনো প্রয়োজন হয় না তাহলে তার বিধান হল এই যে, যদি উভয় বিষয়টি সমান সমান হয় তাহলে জুমহুরদের মতে তাতে উশরের তিন চতুর্থাংশ অর্থাৎ এক উশর থেকে এক চতুর্থাংশ কম যাকাত ওয়াজিব হবে। এটিই হানাফীদের মত। তবে তাদের প্রসিদ্ধ উক্তি হল অর্ধ উশর।

আর যদি কোনো একটি বিষয় অন্যটির চেয়ে কম বা বেশি হয় তাহলে হানাফী ও হাম্বলীদের মতে অধিকাংশের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হবে।

শাফেয়ী ও মালেকীদের একটি উক্তি এটিও। তাদের অন্য উক্তি হল, يؤخذ من كل بحسابه অর্থাৎ প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন হিসাব করা হবে। (মানহাল)

এই হাদীসের ব্যাপকতা দ্বারা বোঝা যায় যে, ক্ষেতের শস্যের মধ্যে উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য নেসাব শর্ত নয়। ফলে এই হাদীসটি ইমাম আবু হানীফা ও তার পক্ষীয়দের দলীল। আর এর আলোচনা ليس فيما دون ... হাদীসের অধীনে করা হয়েছে।

সব্জিতে উশর ওয়াজিব হওয়ার মাসআলা

এখন আলোচনা করা যাক জমির উৎপন্ন কোন কোন শস্যে যাকাত ওয়াজিব হয় আর কোনটির যাকাত ওয়াজিব হয় না।

ইমাম আবু হানীফার মতে জমির উৎপন্ন শস্যের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে নেসাব শর্ত নয়। তেমনিভাবে কোনো বিশেষ শস্য হওয়ারও নির্দিষ্টতা নেই; বরং তার মতে সব ধরনের শস্যেই উশর ওয়াজিব। চাই তা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রাখার উপযোগী হোক। যেমন: শস্য, তরকারী। কিংবা রাখার উপযোগী না হোক। যেমন: শাক, সব্জি ও ফলমুল। তবে বাঁশ, কাঠ ও ঘাস এর ব্যতিক্রম। কেননা তাতে উশর ওয়াজিব নয়।

ইমাম সাহেবের দলীল

ইমাম সাহেবের দলীল হল হাদীসুল বাব, যা متفق عليه অর্থাৎ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয়টির বর্ণনা।

এছাড়াও কুরআন মজীদের আয়াতের ব্যাপকতা।

এই মাসআলার বিষয়ে ইমাম সাহেবের সাথে সাহেবাইন ও জুমহুরের মতভেদ রয়েছে। সাহেবাইনের মতে শস্যের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে নেসাব শর্ত (যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।) তেমনিভাবে এটিও শর্ত যে, কোনো প্রকার .... এর ব্যবহার ছাড়াই তা এক বছর পর্যন্ত থাকতে হবে।

ফকীহগণ বলেন, ماله ثمرة باقية অর্থাৎ শাক-সব্জি ও ফলমুল ইত্যাদিতে তাদের মতে উশর ওয়াজিব নয়।

ইমাম শাফেয়ী ও মালেক রাহ.-এর মাযহাব হল এমন শস্যের ওশর ওয়াজিব হয় যা মানুষের খাদ্য এবং সংরক্ষণ করে রাখা যায়। যেমন–গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি।

সুতরাং যে জিনিস খাদ্য নয় যেমন–শাক-সব্জি তার মধ্যে উশর ওয়াজিব হবে না।

ইমাম আহমদ রাহ.-এর মতে প্রত্যেক এমন শস্যের উশর ওয়াজিব হয়, যা كيل করে পরিমাপ করা হয়। যেমন–সকল দানাদার শস্য এবং যেসব জিনিস বাকী থাকে (যদিও তা খাদ্য নয়)। যেমন–ভেজা/তাজা ফল, খেজুর ইত্যাদি। এ সকল কিছুর মধ্যেই উশর ওয়াজিব।

আর যেসব জিনিস বাকি থাকে না যেমন: সাধারণ ফল, ইত্যাদি এবং শাক-সব্জি। এসবের মধ্যে উশর ওয়াজিব নয়।

এ সম্পর্কে আরো একটি মত রয়েছে, যা হাসান বসরী, হাসান ইবনে সালেহ, সুফিয়ান সাওরী ও শু'বা প্রমুখ অবলম্বন করেছেন। তা এই যে, উশর শুধুমাত্র চারটি বস্তুরই ওয়াজিব হয়ে থাকে। যার দলীল হল, আবু মুসা আশ'আরি ও মু'আয ইবনে জাবাল রা.-এর হাদীস

لا تأخذ الصدقة الا من هذه الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر

তবে ইবনে মাজাহর বর্ণনায় পঞ্চম আরেকটি বস্তু অতিরিক্ত রয়েছে তা হল الذرة।

এ সকল বর্ণনা (যার মধ্যে উশরকে শুধুমাত্র চারটি বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে) তা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ আপত্তি করেছেন। তাছাড়া এসব রেওয়ায়েত চার ইমামের খেলাফ। কেননা, চার ইমামের কারো মতেই উশর ঐ চারটি বস্তুর মধ্যেই সীমিত নয়। (মানহাল)

ইমামগণের মাযহাবের সারমর্ম

ইমামদের মাযহাবের সার কথা এই যে, ইমাম শাফেয়ী ও মালেক রাহ.-এর মতে সব্জি ও ফলমুলের মধ্যে উশর ওয়াজিব নয়; বরং উশর শুধুমাত্র ঐসব বস্তুর মধ্যে ওয়াজিব, যা খাদ্য হওয়ার কারণে সংরক্ষণ করা হয়।

ইমাম আহমদ রাহ.-এর মতে সকল মাকিলী বস্তু এবং যা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাকি থাকে, চাই তা খাদ্য হোক বা না হোক এমন বস্তুর মধ্যে উশর ওয়াজিব হয়। সুতরাং তরকারি ও সব্জির মধ্যে উশর ওয়াজিব হবে না। কেননা, তা কায়লীও নয় এবং তা বাকিও থাকে না। তবে শুকনো ও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাকি থাকে এমন ফলের উশর ওয়াজিব। যদিও তা খাদ্য জাতীয় না হয়।

ইমাম আহমদের এই মাযহাবের অনেকটা কাছাকাছি মত সাহেবাইনের। তবে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্রে একটু ভিন্নতা রয়েছে।

উভয় পক্ষের দলীল

জুমহুর ও সাহেবাইনের দলীল হল ঐ হাদীস যা নিয়ে ইমাম তিরমিযী রাহ. ভিন্ন অধ্যায় রচনা করেছেন। কিন্তু এই হাদীসকে তিনি 'যয়ীফ'ও বলেছেন। তিনি বলেন,

باب ما جاء في زكاة الخضروات عن موسى بن طلحة عن معاذ انه كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال ليس فيها شيء

এরপর তিনি বলেন, সহীহ হল এই যে, এই হাদীসটি মুরসাল। এটাকে মুসনাদ বলা ঠিক নয়। অর্থাৎ মুসা ইবনে তালহা যিনি একজন তাবেয়ী। তিনি এই হাদীসটি মুআয রা. এর সূত্র/মাধ্যম ছাড়া সরাসরি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীসটি দারাকুতনীও বর্ণনা করেছেন।

ইমাম সাহেবের দলীল

ইমাম সাহেবের দলীল হল হাদীসুল বাব। অর্থাৎ ইবনে ওমর রা.-এর হাদীস। যা متفق عليه। অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

١٥٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرٌو . عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ . وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ .

١٥٩٨ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ . وَحُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ الْعَجَلِيُّ قَالاَ : قَالَ وَكِيعٌ : الْبَعْلُ الْكَبُوسُ الَّذِي يَنْبُتُ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ . قَالَ : ابْنُ الأَسْوَدِ . وَقَالَ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ آدَمَ : سَأَلْتُ أَبَا إِيَاسٍ الأَسَدِيَّ . عَنِ الْبَعْلِ . فَقَالَ : الَّذِي يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ . وَقَالَ : النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : الْبَعْلُ : مَاءُ الْمَطَرِ .

١٥٩٩ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ . عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ . عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ . عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ . فَقَالَ : خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ . وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ . وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ . وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : شَبَرْتُ قِثَّاءَةً بِمِصْرَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ شِبْرًا . وَرَأَيْتُ أُتْرُجَّةً عَلَى بَعِيرٍ بِقِطْعَتَيْنِ قُطِعَتْ وَصُيِّرَتْ عَلَى مِثْلِ عِدْلَيْنِ .

তরজমা --

১৫৯৭। হযরত আহমদ ইবনে সালেহ ও আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহব (র) ...... জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ যে জমি নদী নালা ও কুপের পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তার যাকাত হল ওশর। আর যে জমি কৃত্রিম উপায়ে সিঞ্চিত হয় তার যাকাত হল অর্ধ 'ওশর'।

১৫৯৮। হযরত আল হায়ছাম ইবেনে খালেদ আল জুহানী ও ইবনুল আসওয়াদ আল আজালী (র) বলেন, ওয়াকী (র) বলেছেন بعل হল সেই ফসল, যা বৃষ্টির পানির সাহায্যে উৎপন্ন হয়।

ইবনুল আসওয়াদ বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে আদাম বলেছেন, আমি আবু আয়াস আল আসাদীকে بعل সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তা হল ঐ ফসল যা বৃষ্টির পানির সাহায্যে উৎপন্ন হয়।

আর নযর ইবনে শুমাইল বলেন بعل হল বৃষ্টির পানি।

১৫৯৯। হযরত আবু রাবী ইবনে সুলায়মান (র) ... মুয়ায ইবনে জাবার (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বলেন ঃ উৎপন্ন ফসল হতে ফসল, বকরির পাল হতে বকরি, উটের পার হতে উট এবং গরুর পাল হতে গরু যাকাত হিসেবে গ্রহণ করবে; যখন এদের সংখ্যা পঁচিশ বা তার অধিক হয়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বরেন, মিসরে একটি শসা মেপেছি তেরো বিঘত (সাড়ে ছয় হাত) লম্বা এবং একটি লেবু (বাতাবি) দেখেছি একটি উটের উপর, যা দুই টুকরা করে একটি উটের পিঠে বোঝাই করে দুটি বোঝা সদৃশ করে রাখা হয়েছে।

তাশরীহ --

قوله خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ

অর্থাৎ শস্যের যাকাত শস্য আর ছাগলের যাকাত হিসাবে ছাগল গ্রহণ কর। হাদীস দ্বারা বাহ্যত বোঝা যায় যে, প্রত্যেক সম্পদের যাকাত হুবহু সেই জাতিয় সম্পদ দ্বারা নেওয়া হবে, মূল্য দ্বারা নয়।

মূল্য দ্বারা যাকাত আদায়ের বিষয়ে ইমামদের মতামত

এটি একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা। ইমাম বুখারী এ সম্পর্কে ভিন্ন অধ্যায় রচনা করেছেন باب العرض في الزكاة অর্থাৎ যাকাত হিসাবে মূল বস্তুর পরিবর্তে তার সমমূল্যের কোনো বস্তু গ্রহণ করা শিরোনামে। এরপর তিনি এ সম্পর্কিত কিছু হাদীস ও আছার উল্লেখ করেছেন।

সর্বপ্রথম তিনি মুআয রা.-এর হাদীসটি تعليقا بصيغه الجزم উল্লেখ করেছেন। তা এই যে, তিনি ইয়ামানবাসীকে বলেছেন, তোমরা শস্যের যাকাত হিসাবে শস্যের পরিবর্তে অমুক অমুক ইয়ামানী বস্ত্র/কাপড় নিয়ে আস। তা তোমাদের জন্য সহজ হবে। আর মদীনাবাসীদের কাছে এসব কাপড় অনেক উন্নত হয়ে থাকবে।

সহী'হ বুখারীর ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে ইবনে রুশাইদ নামক এক ব্যাখ্যাকারী বলেন, এই মাসআলার মধ্যে ইমাম বুখারী রাহ. ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর মাযহাবের موافقت করেছেন। যদিও তিনি তার অনেক বেশি বিরোধিতা করে থাকেন।

আল্লামা আইনী বলেন, মূল বিষয় হল, হানাফীদের মতে যাকাত হিসাবে বস্তুর মূল্য দেওয়া জায়েয। এটি হল হযরত ওমর, ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুআয, তাউস প্রমুখের মত। তেমনিভাবে এটি ইমাম বুখারীরও মত এবং ইমাম আহমদ রাহ.-এরও একটি মত।

তবে ইমাম শাফেয়ী ও মালেক রাহ. বলেন, জায়েয নয়। আর তা ইমাম আবু দাউদেরও মত।

আওজাযুল মাসালিক গ্রন্থে আছে যে, এ বিষয়ে ইমাম মালেক রাহ. জায়েয ও নাজায়েয উভয় ধরনের মতামত রয়েছে। তবে তার প্রসিদ্ধ মত হল জায়েয না হওয়া। যেমনটি ইমাম রাজী বলেছেন।

মানহাল প্রণেতা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ উভয়ের মাযহাব জায়েয নয় লেখার পর বলেছেন,

অর্থাৎ দিনার ও দিরহামের যাকাতের ক্ষেত্রে একটির পরিবর্তে অন্যটি দেওয়ার ব্যাপারে উভয়েরই জায়েয-না জায়েয উভয় ধরনের মতই রয়েছে।

আর ইমাম মালেকের মাযহাব হিসাবে তিনি ৩টি মত উল্লেখ করেছেন। উপরের দুটির পাশাপাশি তৃতীয় মতটি হল جواز اخراج الذهب

যাকাতের বরকতের কিছু দৃষ্টান্ত

মুসান্নেফ রাহ. যাকাতের বরকতের একটি অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, আমি একবার মিসরে একটি কাকড়ী দেখলাম। যা ১৩বিঘত (সাড়ে ছয় হাত) লম্বা ছিল।

এমনিভাবে আমি একটি লেবু দেখলাম। যা দুই ভাগ করে একটি উটের পিঠের উপর উঠানো হলে তার একটি قطعة (টুকরা) উটের কোমরের ডান দিকে অপরটি ছিল বাম দিকে।

الانوار الساطعة গ্রন্থে আছে যে, গমের দানা প্রথম দিকে যখন তা জান্নাত থেকে বেরিয়ে এসেছিল তখন তা উট পাখির ডিমের মতো বড় ও মাখনের চেয়েও নরম-কোমল ছিল এবং মেশক-আম্বরের চেয়েও সুঘ্রাণযুক্ত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তা ছোট হয়ে আসছে। ফেরাউনের যুগ পর্যন্ত তা মুরগির ডিমের সাদৃশ হয়ে গিয়েছিল। একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তা এমনই ছিল। এরপর থেকে তা বর্তমানের আকারে এসে পৌঁছেছে।

তেমনিভাবে বযলুল মাজহুদ এর টীকায় হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম এর সূত্রে/উদ্ধৃতিতে ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বনী উমাইয়ার কোনো খাযানায় একটি থলের ভেতর গমের দানা দেখেছেন। যার আকৃতি খেজুরের বিচির মতো ছিল।

باب زكاة العسل

মধুর উশর

١٦٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ. وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا. يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ. فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذٰلِكَ الْوَادِي. فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ. إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ. فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ. فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ. وَإِلَّا. فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ.

তরজমা ---

১৬০০। হযরত আহমদ ইবনে আবু শুয়াইব (র)...... আমর ইবনে শুয়াইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং দাদার সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী মুত'আ এর কাছে তাঁর মধুর ওশর নিয়ে হাযির হন। তিনি মহানবী এর কাছে "সালাবা" নামক নামক উপত্যকাটি জায়গীর চান। রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত উপত্যকা তাকে জায়গীর দেন। এরপর হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) যখন খলিফা নির্বাচিত হন, তখন সুফিয়ান ইবনে ওয়াহাব তাঁর সম্পর্কে জানতে চেয়ে একখানি পত্র লেখেন। এর জবাবে ওমর (রা.) তাকে লিখে জানান, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মধুর যে ওশর দিত তা যদি তোমাকে দিতে থাকে তবে সালাবা উপত্যকায় তার জায়গীর বহাল রাখ। অন্যথায় তা বনের মৌমাছি হিসেবে গণ্য হবে এবং যে কোন ব্যক্তি তার মধু খেতে পারবে।

তাশরীহ ---

قوله باب زكاة العسل

এই অধ্যায়ে মুসান্নেফ ৩টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। যার সবকটি আমর ইবনে শুআইব সে তার পিতা, সে তার দাদার সনদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ এর বর্ণিত হাদীস। প্রথম হাদীসে আমর থেকে বর্ণনাকারী হলেন আমর ইবনে হারিস। দ্বিতীয়টির বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবনে হারিস এবং তৃতীয়টির বর্ণনাকারী হচ্ছেন উসামা ইবনে যায়দ। সামান্য ভিন্নতা ব্যতীত সবগুলোর বিষয়বস্তু একই রকম।

قوله : جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ

হেলাল মুতায়ী (বনী মুতআন-এর দিকে মানসুব) নবী ﷺ-এর খেদমতে নিজের মধুর উশর নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি নবীজীর নিকট আবেদন করলেন তাকে যেন ওয়াদী সালাবা حمى হিমা হিসাবে দান করা হয়। অর্থাৎ তা তার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা থেকে উপকৃত হতে পারবে না। তখন নবী ﷺ তাকে সে ভূমি হিমা হিসাবে দান করলেন। (এর দীর্ঘ সময় পর হযরত ওমর রা.-এর খেলাফতকালে) সুফিয়ান ইবনে আদুল্লাহ আসসাকাফী যিনি হযরত ওমর রা.-এর পক্ষ থেকে তায়েফের আমিল ছিলেন তিনি হযরত ওমর রা.কে এ বিষয়ে লিখলেন (সম্ভবত এ কথাই লিখেছেন যে এই ভূমিটি তার জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে কি না?)। এর উত্তরে হযরত ওমর রা. লিখলেন, উক্ত ব্যক্তি নবী ﷺ-এর যুগে যেমনিভাবে মধুর উশর আদায় করত এখনো যদি তেমনিভাবে মধুর উশর আদায় করে তাহলে তার জন্য তা সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে। অন্যথায় এমনটি করা হবে না; বরং তার এই স্বাতন্ত্রতা রহিত করা হবে। যে কেউ ইচ্ছা করলে সে ভূমির মধু আহরণ করতে পারবে। তিনি আরো লিখেছেন, এই মধু হল এক বৃষ্টির মৌমাছির অর্জিত সম্পদ। যে কেউ তা খেতে পারে। বৃষ্টির কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, বৃষ্টির কারণেই বৃক্ষে ফল-ফুল আসে। যা মৌমাছি চুষে চুষে মধু তৈরি করে। আর যেহেতু এই ভূমি অনাবাদি ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল এজন্য সকলেরই তা থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

١٦٠١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ . حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ . وَنَسَبَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ . قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ جَدِّهِ . أَنَّ شَبَابَةَ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ . مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ . وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ : قَالَ : وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ زَادَ فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ

তরজমা ---

১৬০১। আহমদ ইবনে আবদাহ্ রহ... আমর ইব্‌ন শুআইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও পিতামহের সূত্রে বর্ণিত শাবাবা ছিল ফাহ্‌ম গোত্রের উপগোত্র। এরপর তিনি পূর্বের হাদিসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক দশ মশকের জন্য এক মশক যাকাত দিতে হবে। সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আছ্-ছাকাফী তাদেরকে দুটি উপত্যকার জায়গীর দেন। তারা তাঁকে ঐরূপ (মধুর) যাকাত প্রদান করেন, যেভাবে তারা রাসূলুল্লাহ কে তা প্রদান করতেন। তিনি (সুফিয়ান) তাদের জায়গীর স্বত্ব বহাল রাখেন।

তাশরীহ ---

قوله أَنَّ شَبَابَةَ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বলেন, 'ফাহাম' কবীলার একটি গোত্র হল 'শাবাবা'। যার অধিবাসীরা নবী ﷺ-এর খেদমতে উশর নিয়ে উপস্থিত হলেন। এর পরের অংশটি পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। অর্থাৎ হিমা সম্পর্কিত। তবে এই হাদীসে واديين দ্বি-বচন এর সীগা উল্লেখ করা হয়েছে। আর প্রথম হাদীসে واد এক বচনের সীগা ব্যবহার করা হয়েছে।

قوله : مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ

এ হাদিসে দ্বিতীয় অতিরিক্ত বিষয়টি হল, এর মধ্যে মধুর নেসাবেরও উল্লেখ করা হয়েছে। من كل عشر قرب قربة অর্থাৎ প্রতি দশ মশকের মধ্যে এক মশক পরিমাণ ওয়াজিব।

এই হাদীস দ্বারা মধুর উশর ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়। যা হানাফী ও হাম্বলীদের মাযহাব।

এই হাদীসটি সুনানে নাসাঈতেও রয়েছে। ইমাম নাসাঈ এই হাদীস সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কোনো আপত্তি করেননি। তবে ইমাম তিরমিযী باب زكاة العسل এর অধীনে ইবনে ওমরের মারফূ হাদীস في كل عشرة أزق زق ... উল্লেখ করে বলেছেন, وفي الباب عن أبي السيارة المتعي وعبد الله عمرو

তিনি আরো বলেন, ولا يصح عن النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الباب كبير شيئ

অর্থাৎ এই মাসআলা সম্পর্কিত অধিকাংশ বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়। والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم ... অর্থাৎ হাদীস যয়ীফ হলেও অধিকাংশ ওলামা এর উপর আমল করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর হাদীস ইমাম তিরমিযী যার উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা তো এই কিতাবেই উল্লেখ রয়েছে। আর আবু সাইয়ারা এর হাদীসটি সুনানে ইবনে মাজায় আছে। عن أبي سيارة المتعي قال : قلت يا رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم ان لي نحلا ...

ইবনে হাজর ও অন্যান্য হাদীস বিশারদগণ এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন যে, হেলাল মুতয়ী ও আবু সাইয়ারা উভয়ে একই ব্যক্তি নাকি পৃথক।

মধুর মধ্যে উশর ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত হাদীসগুলো সম্পর্কে যদিও কালাম রয়েছে কিন্তু تعدد طرق সূত্রের বিভিন্নতার কারণে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়। বিশেষত যখন হাদীসের مخارج একাধিক ও সনদগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

তাছাড়া মধু ফুল ও কলি থেকে সৃষ্টি হয় এবং তা مكيل مدخر অন্যান্য দানাদার শস্য ও ফলের মতো। যেসবের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে উশর ওয়াজিব হয়।

১৬০২ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ . أَنَّ بَطْنًا مِنْ فَهْمٍ بِمَعْنَى الْمُغِيرَةِ . قَالَ : مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ . وَقَالَ : وَادِيَيْنِ لَهُمْ

তরজমা --

১৬০২। আর রাবী' ইবনে সুলায়মান (র) ... আমর ইবনে শুয়াইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও পিতামহের সনদে বর্ণিত। ফাহম গোত্রের একটি শাখা মুগীরার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তিনি বলেন প্রত্যেক দশ মশকের জন্য যাকাত এক মশক। এবং তিনি বলেন, وادِيَيْنِ لَهُمْ

তাশরীহ --

قوله أَنَّ بَطْنًا مِنْ فَهْمٍ بِمَعْنَى الْمُغِيرَةِ .

এ হাদীসের বিষয়বস্তুও একই রকম। তাতে এমন আছে যে, أن بطنا من فهم অর্থাৎ ফাহাম কবীলার এক গোত্র। আর গোত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হল প্রথম হাদীসে উল্লেখিত বনু শাবাবা।

قوله : مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ

মধুর নেসাবের বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম সাহেবের মতে তার নীতিমালা অনুযায়ী কোনো নেসাব শর্ত নয়; বরং কম ও বেশি সর্বাবস্থায় ওয়াজিব।

আর সাহেবাইনের মধ্য থেকে ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর মতে এর নেসাব হল দশ মশক। ইমাম মুহাম্মাদের নিকট পাঁচ ফরক। ১ ফরক ৩ ছা-এর সমপরিমাণ হয়ে থাকে। ইমাম আহমদ রাহ.-এর নিকট দশ ফরক।

وقال الشيخ عبد المحسن العباد : قد اختلف العلماء في العسل هل يزكى أو لا يزكى؟ فمنهم من قال: إنه لا زكاة فيه؛ لأنه ما جاء عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شيء يدل على أنه يزكى، وبعض أهل العلم قال: إنه يزكى لأنه يشبه الخارج من الأرض، والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا زكاة فيه؛ لأنه لم يأت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ورد لا يدل على أن فيه زكاة، وإنما يدل على أنه طلب أن يحمي له وادياً فحماه له، فكان يعطي عشور العسل متبرعاً، و عمر رضي الله عنه قال للوالي الذي سأله: (إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فاحم له وإلا فلا) فلو كان فيه زكاة لما تعلق الأمر بحماية أو غير حماية، فإن الزكاة واجبة ومتعينة، فلا دليل فيه على الزكاة في العسل، وليس هناك سنة عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تدل على ذلك، ومن أوجبه بالقياس على الخارج من الأرض فإنه قياس مع الفارق، فالخارج من الأرض نصابه خمسة أوسق، يعني ثلاثمائة صاع، وفيه العشر أو نصف العشر، والعسل ليس كذلك.

باب في خرص العنب

যাকাতের জন্য অনুমানপূর্বক আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণ

١٦٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِيِّ النَّاقِطُ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ . قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ . كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ . وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا . كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا

١٦٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَتَّابٍ شَيْئًا.

তরজমা ---

১৬০৩। হযরত আবদুল আযীম ইবনুস সারী (র) ... আত্তাব ইবনে আসীদ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুমানে আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণের আদেশ দিয়েছেন, যেভাবে অনুমান খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এবং শুকান আঙ্গুর (কিসমিস) যাকাত হিসেবে গ্রহণ করবে, যেরূপ খেজুরের যাকাতস্বরূপ শুকনা খেজুর গ্রহণ করা হয়।

১৬০৪। হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আল মুসায়্যাবী (র)... ইবনে শিহাব (র) হতে উপরোক্ত হাদীসের সনদ ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, সাঈদইবনুল মুসাইয়িব (র) আত্তাব ইবনে আসীদ (রা.) হতে কোন হাদীস শ্রবন করেন নি।

তাশরীহ ---

قوله : باب في خرص العنب

خرص এর মাসআলাটিও যাকাতের একটি প্রসিদ্ধ মতভেদপূর্ণ মাসআলা। জুমহুর উলামা, তিন ইমাম যার পক্ষে মত পোষণ করে থাকেন। তবে ইমাম আবু হানীফা, শাবী এবং সুফিয়ান ছাওরী এর বিপরীত মত অবলম্বন করেছেন

خرص সম্পর্কিত আটটি ফিকহি মাসাইল

১. خرص এর পরিচয়। অর্থাৎ শরঈ অর্থ।

২. তার হুকুম ও ফায়দা।

৩. خرص কোন কোন বস্তুর মধ্যে হয়ে থাকে। শুধুমাত্র ফলমুলের মধ্যে নাকি দানাদার শস্যের মধ্যেও। তেমনিভাবে ফলসমূহের মধ্যে কোন কোন ফলের মধ্যে

৪. خرص এর সময় রব্বুল মালের প্রতি বিশেষ বিবেচনা করে উশর থেকে কোনো পরিমাণ ছেড়ে দেওয়া হবে কি না

৫. যদি শুকোনোর পর خرص এর ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে উঠে তাহলে কি خارص এর কথাই আমলযোগ্য হবে নাকি বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে।

৬. যদি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মালিকের কোনো ত্রুটি ব্যতীত শুকোনোর পূর্বেই ফল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে যাকাতের বিধান রহিত হবে কি না।

৭. দলীলের ভিত্তিতে خرص এর প্রমাণ ও তার বিরোধীদের জবাব প্রদান।

৮. خرص বিষয়ে হানাফীদের মাযহাবের বিশ্লেষণ।

হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও ফিকহের কিতাবসমূহের আলোকে উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

প্রথম আলোচনা

خرص শব্দটি 'খা-এর মধ্যে 'ফাতহা' ও 'কাসরা' উভয়টি পড়া যায়। আভিধানিক অর্থ হল আন্দাজ করা, পরিমাণ করা। অর্থাৎ নিজের ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কোনো বস্তু পরিমাপ করা।

আর শরীয়তের পরিভাষায় خرص বলা হয়, বৃক্ষে থাকা অবস্থায় এমনভাবে ফল পরিমাপ করা যে, এ মুহূর্তে তার পরিমাণ এত এবং ফল পাড়ার সময় তার পরিমাণ হবে এত। ফলে এর ফলের যাকাত এত পরিমাণ ওয়াজিব হবে যা ফল পাড়ার সময় নেওয়া হবে। কেননা, ফল পাড়ার সময়ই তা সংরক্ষণযোগ্য খাদ্য হয়ে থাকে।

জুমহুরদের মতে خرص মূলত রব্বুল মালের সঙ্গে সাঈদের এক ধরনের প্রতিশ্রুতি যে, তোমাদের সম্পদে এ পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব হবে। যা তোমাদের থেকে সময়মতো গ্রহণ করা হবে। ফলে রব্বুল মাল ঐ পরিমাণ সম্পদ নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নেয়। এসব আলোচনা জুমহুরদের মত অনুযায়ী।

দ্বিতীয় আলোচনা

خرص এর পক্ষীয়দের কাছে خرص এর ফায়দা এই যে, এর মাধ্যমে রব্বুল মালের এই সহজতা হয় যে, সে خرص এর পর নিজের সম্পদে তাজা-শুকনো যেভাবে ইচ্ছা تصرف করতে পারে। অর্থাৎ তখনই তরুতাজা تصرف করতে পারে আবার পরবর্তীতেও। নিজেও খেতে পারে, অন্যকেও দিতে পারে। দান-হাদিয়া, নফল সদকা ইত্যাদি হিসাবেও দিতে পারে। কেননা, শাফেয়ীদের মতে মালিকের জন্য خرص এর পূর্বে তাতে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা হারাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তার যাকাত আদায় করা না হবে। কারণ রব্বুল মালের কাছে যে সম্পদ রয়েছে তা যাকাত আদায়ের পূর্বে গরীব-মিসকীন ও মালিকের সম্মিলিত মাল বলে গণ্য হয়।

হাম্বলীদের মতে خرص এর পূর্বে শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ সম্পদে হস্তক্ষেপ করা জায়েয এর চেয়ে বেশিতে নয়।

خرص এর মধ্যে গরীবদের ফায়দা এই যে, তাদের অধিকার খেয়ানত ও ক্ষতির হাত থেকে নিরাপদ থাকে। কেননা, সকল যাকাতদাতাই আমানতদার হয় না।

জুমহুরদের কাছে خرص টি ওয়াজিব নাকি মুস্তাহাব এ বিষয়টিতে মতভেদ রয়েছে।

হাফিয ইবনে হাজার বলেন, যারা خرص এর কথা বলেন তাদের মাঝেও হুকুম নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

মানহাল গ্রন্থে আছে−

ذهب مالك وأصحابه الى الوجوب وهو قول بعض اهل الظاهر وقول الشافعي وقالت الشافعية والحنابلة يسن

তৃতীয় আলোচনা

জুমহুর ও তিন ইমামের প্রসিদ্ধ উক্তি অনুযায়ী خرص শুধুমাত্র খেজুর ও আঙ্গুরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য. যায়তুন এর জন্য নয়।

তবে ইমাম মালেক ও শাফেয়ী রাহ.-এর দুর্লভ উক্তি অনুযায়ী যায়তুনের যদিও যাকাত ওয়াজিব কিন্তু এ সম্পর্কিত কোনো নছ না থাকার কারণে তার خرص শরীয়ত সম্মত নয়।

ইমাম যুহরী, আওযায়ী ও লাইসের মতে যায়তুনের ক্ষেত্রেও خرص প্রযোজ্য। কেননা, এটিও ফলের অন্তর্ভুক্ত। যার মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হয়। সুতরাং খেজুরের মতো যায়তুনেরও خرص হবে।

ইমাম বুখারী ও অন্যান্য ওলামাদের মতে খেজুর আঙ্গুর ছাড়াও প্রত্যেক ঐ সমস্ত ফলের মধ্যে خرص হবে যা তাজা ও শুকনো উভয়ভাবেই খাওয়া হয়।

এ বিষয়ে চতুর্থ মত হল কাযী শুরাইহ ও দাউদ যাহেরীর। তাদের মতে خرص শুধুমাত্র খেজুরের জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কোনো কিছুর জন্য নয়। দানাদার শস্য ও ফসলের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে خرص শরীয়তসম্মত নয়।

চতুর্থ আলোচনা

خرص এর সময় কোনো পরিমাণ বাদ রাখা হবে কি না? হাম্বলীদের মতে খারেছ এর অনুমান ও কল্যাণের ভিত্তিতে এক তৃতীয়াংশ কিংব এক চতুর্থাংশ রেখে দেওয়া ওয়াজিব।

ফাতহুল বারী গ্রন্থে (৩/২৭৪) হাফিয ইবনে হাজার বলেন, এই পরিমাণ রেখে দেওয়া হবে যেন মালিক নিজে খেতে পারে এবং অন্যদেরকে হাদিয়া দিতে পারে। লাইস, আহমদ, ইসহাক প্রমুখও এ কথা বলেছেন।

মালেক ও সুফিয়ান সাওরী বলেন, কোনো কিছুই বাকি রাখা হবে না। আর এটি ইমাম শাফেয়ীর প্রসিদ্ধ উক্তি। না রাখার দলীল সামনে আসবে।

পঞ্চম আলোচনা

শুকোনোর পর خرص এর ভ্রান্তি প্রকাশ পাওয়া এ বিষয়ে ইমাম মালেকের যাহির উক্তি হল যে, খারিসের মত অনুযায়ী আমল করা হবে। তবে শর্ত হল, তার এ বিষয়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকা।

শাফেয়ীদের মতে বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে সে অনুযায়ী আমল করা। (كذا في ارشاد المسالك)

ষষ্ঠ আলোচনা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ-এ অবস্থায় সকলের সর্বসম্মতিতে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। তবে শর্ত হল, যে পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট রয়েছে তা যেন নেসাব পরিমাণ (৫ ওসাক) না হয়।

সপ্তম আলোচনা

এ বিষয়ের আলোচনা অনেক দীর্ঘ। মুসান্নেফ এ সম্পর্কে এখানে দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। একটি হল আত্তাব ইবনে উসায়দ ও অপরটি সাহল ইবনে আবী হাসমার হাদীস। উভয় হাদীস সম্পর্কেই কালাম রয়েছে যা সামনে আসবে।

হযরত আয়েশা রা. থেকে তৃতীয় আরেকটি হাদীস রয়েছে। যা জনৈক ইহুদীর خرص এর সম্পর্কিত। তা এই যে, নবী ﷺ ইবনে রাওয়াহাকে পাঠালেন খায়বরের ইহুদীদের কাছে। তাদের খেজুর বাগানের خرص করার জন্য। কিন্তু এই তৃতীয় হাদীসটি মুসলমানদের যাকাতের خرص সম্পর্কিত নয়। অথচ এখানে তা-ই উদ্দেশ্য।

خرص এর বিষয়ে ইবনুল আরাবীর ন্যায়সঙ্গত ও গবেষণাধর্মী বক্তব্য

কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ আরিযাতুল আহওয়াযী গ্রন্থে خرص সম্পর্কিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করার পর বলেছেন, خرص সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস উল্লেখ নেই। তবে শুধুমাত্র একটি সহীহ হাদীস রয়েছে যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাবুক যাচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে এক বৃদ্ধার একটি বাগান ছিল। নবী ﷺ ভিতরে প্রবেশ করলেন।

তাঁর সঙ্গে যে সকল সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন তাদেরকে লক্ষ করে তিনি তাদেরকে বললেন, ... 'اخرصوا' তোমরা সবাই এই বাগানের ফল আন্দাজ/অনুমান কর। ফলে সবাই অনুমান করলেন। এমনকি স্বয়ং নবীজীও করলেন। নবীজীর অনুমানের পরিমাণ হাদীসে দশ ওসাক উল্লেখ আছে। (তবে সাহাবায়ে কেরামের অনুমান কি ছিল তা জানা যায়নি।) এরপর যখন তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তিনি ঐ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন–এ বাগান থেকে কী পরিমাণ মাল (খেজুর) পেয়েছ? তখন উত্তরে বৃদ্ধা ঐ পরিমাণই বলেছিলেন যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিপূর্বে অনুমান করে বলেছিলেন।)

ইবনে আরাবী বলেন, ইবনে রাওয়াহার হাদীসও (বাহ্যিক প্রমাণ ও বিশুদ্ধতার দিক থেকে) এর কাছাকাছি। তবে তা মুসলমানদের যাকাত সম্পর্কিত নয়; বরং তা ছিল ইহুদীদের সম্পর্কে। ইহুদীর সঙ্গে নবীজী -خرص তো এ কারণেই করেছেন যে, لانهم كانوا غير امناء অর্থাৎ তারা আমানতদার/বিশ্বস্ত ছিল না। আর আলোচনা হচ্ছে যাকাত সম্পর্কিত خرص নিয়ে। আর সাহল ইবনে আবী হাছমা, আততাব ইবনে উসায়দ এর হাদীস যদিও যাকাতের خرص সম্পর্কে কিন্তু তা বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত নয়।

ইবনে আরাবী আরো একটি নকদ ও জরহ এই করেছেন যে, خرص সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো শুদ্ধ কিংবা যয়ীফ যেমনি হোক না কেন তা শুধুমাত্র খেজুরের خرص সম্পর্কিত, যায়তুনের خرص সম্পর্কে কোনো হাদীস নেই। অথচ নবী ﷺ-এর যুগে অধিক পরিমাণ যায়তুন হত এবং তাতে উশরও ওয়াজিব হত। এমনটি কেন?

শরহু মাআনিল আছার গ্রন্থে ইমাম তাহাবী রাহ. ইহুদীর خرص সম্পর্কে বলেছেন যে, তা الزام حكم (হুকুম কার্যকর/আবশ্যক করা)-এর জন্য ছিল না; বরং তা শুধুমাত্র এ কথা জানার জন্য ছিল যে, ঐ বাগানে কী পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। যেন ফল পাড়ার সময় সে পরিমাণই তাদের থেকে উসুল করা যায় এবং তারা এতে কোনো বাড়াবাড়ি করতে না পারে।

ইবনে আরাবী ও ইমাম তাহাবীর কথার বাহ্যিক পার্থক্য শুধু এই যে, ইবনে আরাবীর মতে ইহুদীদের সঙ্গে خرص টা হয়েছিল الزام حكم এর জন্য আর ইমাম তাহাবীর মতে তা ছিল পরিমাণ জানার জন্য। যেন তাদের খেয়ানত সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়।

ইবনে রুশদ মালেকী ও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, خرص কে গ্রহণযোগ্য মনে করা উসূল ও কাওয়ায়েদ পরিপন্থী। (এরপরও মানা হল আছরের কারণে।)

আর এটি উসূলের খেলাফ এজন্য যে, এর মধ্যে بيع المزابنة এর আকার পাওয়া যায় এবং এটি بيع الرطب بالتمر نسيئة (শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বাকিতে ভেজা খেজুর বিক্রি করা) এর অন্তর্ভুক্ত। যা সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ।

خرص নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত হাদীস

ইমাম তাহাবী خرص এর খেলাফ একটি স্পষ্ট হাদীসও উল্লেখ করেছেন। তা হল,

وهو حديث جابر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الخرص

وقال ارئيتم ان هلك التمر أيحب أحدكم ان يأكل مال أخيه بالباطل

যদি কেউ বলে যে, এরপরও কেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীর সাথে خرص করতেন?

এর জবাব হল, ইহুদীর সাথে خرص শুধুমাত্র পরিমাণ জানার জন্য করা হত, الزام حكم এর জন্য নয়। যেমনটি ইমাম তাহাবী বলেছেন।

শাফেয়ীদের পক্ষ থেকে উক্ত হাদীসের জবাব

হাফিয ইবনে হাজার ও অন্যান্য শাফেয়ী ব্যাখ্যাকারগণ জাবের রা.-এর হাদীস সম্পর্কে বলেন, এই হাদীস আমাদের বিরুদ্ধে নয়। কেননা যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শুকানোর পূর্বে ফল বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমরাও সে অবস্থায় خرص অনুযায়ী আমল করি না। তাছাড়া যেসব লোক বাগানের ফলের ব্যবসা করে তারা প্রায় সময়ই বলে থাকে যে, আমাদের এত এত পরিমাণ লোকসান হয়ে গেছে। তাহলে এতে করে তো মতবিরোধ ও ঝগড়া-বিবাদের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যাবে।

অষ্টম আলোচনা

পূর্বের আলোচনা দ্বারা এ কথা জানা গেছে যে, হানাফীগণ خرص এর পক্ষে নন। অর্থাৎ জুমহুর যেভাবে خرص এর কথা বলেন, যার বিস্তারিত আলোচনা ইমাম তাহাবীর কালামে উল্লেখ করা হয়েছে হানাফীগণ সে রকম নন। আল্লামা আইনীর কথা দ্বারাও এমনটি বোঝা যায়।

তাছাড়া হাদীসের অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও এ বিষয়ে হানাফীদের ইখতিলাফ উল্লেখ করেছেন।

আওজাযুল মাসালিক গ্রন্থে হযরত শায়খ লেখেন, এ কারণেই অধিকাংশ فروع حنفية তে এ মাসআলার উল্লেখ করা হয় না।

خرص সম্পর্কে হযরত গাঙ্গুহীর মতামত

হযরত গাঙ্গুহী রাহ.-এর তিরমিযীর তাকরীর (আলকাউকাবুদ দুররী) ও তাকরীরে আবু দাউদ উভয় কিতাবে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, হানাফীদের মতে উশর ও খারাজ দুটির মধ্যেই خرص (জুমহুরের গৃহীত অর্থ অনুযায়ী) জায়েয। অবশ্য مزارعة এর মধ্যে خرص জায়েয নয়।

তেমনিভাবে হযরতের তাকরীরে বুখারী (লামেউদ দারারী) এর মধ্যেও এমনই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, উশর, দান ইত্যাদির মধ্যেও خرص জায়েয।

তবে خرص بالبيع (بيع مزابنة) জায়েয নেই। সুদের সম্ভাবনা থাকার কারণে। তাহলে যেন এই সুদের সম্ভাবনা خرص في الزكاة এর মধ্যে নেই।

হযরত গাঙ্গুহীর মতামত ও মাযহাব বর্ণনা দেখে আমাদের হযরত শায়খ রাহ. যেন অবাক হয়েছেন। (কেননা, অনেক উলামা হানাফীদের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে বলেছেন।)

তা সত্ত্বেও শায়খ নিজেই কাউকাবের হাশিয়ায় গাঙ্গুহীর কালামের যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করেছেন। সেখান থেকে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।)

তেমনিভাবে মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ. লেখেন, এ মাসআলার মধ্যে হানাফী ও জুমহুরদের কোনো বিশেষ মতভেদ নেই।

قوله : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এই হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে, জুমহুরদের মতে খেজুরের যাকাত হিসাবে رطب (কাচা খেজুর) অর্থাৎ তাজা খেজুর নেওয়া হয় না; বরং যখন তা শুকিয়ে تمر হয়ে যাবে তখন নেওয়া হবে। কারণ তা সংরক্ষণ করা যায়। رطب সংরক্ষণের উপযোগী নয়। কেননা, তা খুব দ্রুত পচনশীল।

তেমনিভাবে আঙ্গুরের যাকাত তা শুকিয়ে কিসমিস হয়ে যাওয়ার পর নেওয়া হবে। এজন্য এ দুটির অনুমান এভাবে হয় যে, رطب টা تمر হওয়া এবং عنب টা কিসমিস হওয়ার পর তার পরিমাণ কতটুকু হবে? ফলে জুমহুরদের মতে معشرات (যেসব বস্তুর উশর নেওয়া হয়ে থাকে) এর যে নেসাব ৫ ওসাক তার হিসাব শুকানোর পরই হবে।

হানাফীদের পক্ষ থেকে হাদীসুল বাবের জবাব

এই হাদীসটি সুনানে আরবাআর বর্ণনা এবং এটি خرص পক্ষীয়দের দলীল। তবে তা منقطع কেননা, সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব-এর জন্ম ওমর রা.-এর খেলাফতকালে হয়েছে। আর আততাব-এর ইন্তেকাল ঐ দিন হয়েছিল যেদিন আবু বকর সিদ্দীক রা. ইন্তেকাল করেন।

মুনযিরী বলেন, এর মুনকাতে হওয়া স্পষ্ট। ফলে এটি দলীল নয়।

باب في الخرص

গাছের ফলের পরিমাণ অনুমানে নির্ণয় করা

١٦٠٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْعُودٍ . قَالَ : جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ . إِلَى مَجْلِسِنَا . قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا خَرَصْتُمْ . فَجُذُّوا . وَدَعُوا الثُّلُثَ . فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا . أَوْ تَجُذُّوا الثُّلُثَ . فَدَعُوا الرُّبُعَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ.

তরজমা ---

১৬০৫। হযরত হাফস ইবনে ওমর (র) ... আবদুর রহমন ইবনে মাসউদ (র) হতে বর্ণিত তিনি বলেন সাহল ইবনে আবু হাছমাহ (রা.) আমাদের বৈঠকে আসেন এবং বলেন যে, রাসুলল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নির্দেশ দেন ঃ তোমরা যখন (ফলের পরিমাণ) অনুমানকর তখন দুই তৃতীয়ংশ হিসেবে ধর এবং এক তৃতীয়াংশ (হিসাব থেকে) বাদ দাও। যদি এক তৃতীয়াংশ না পাও বা বাদ দিতে না পার তবে এক চতুর্থাংশ বাদ দাও।

তাশরীহ ---

قوله : باب في الخرص

অর্থাৎ এই অনুমান করা যে, বৃক্ষে যে رطب (তাজা খেজুর) কিংবা আঙ্গুর রয়েছে তার বর্তমান পরিমাণ কত এবং তা تمر বা কিসমিস হওয়ার পর তার পরিমান কি হবে। যেন এখন থেকেই এ কথা জানা যায় যে, এই বাগান থেকে আনুমানিক এত পরিমাণ উশর উসূল করা হবে। যার বাস্তবিক পরিমাণ শুকানোর পর নির্ধারিত হবে। خرص এর এই অর্থ হানাফীদের মাযহাব অনুযায়ী।

জুমহুরদের মতে তা হল উশরের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া। বাগান মালিককে এখন থেকেই যার দায়িত্বশীল বানিয়ে দেওয়া হয় যে, উশর নেওয়ার যখন সময় হবে তখন তোমার কাছ থেকে এ পরিমাণ যাকাত নিয়ে নিব।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, মুসান্নেফের উচিত ছিল প্রথমে সাধারণ خرص এর অধ্যায় উল্লেখ করা এরপর خرص العنب এর অধ্যায়। কেননা, مطلق টা مقيد এর উপর মুকাদ্দাম হয়ে থাকে। মুসান্নেফ এর বিপরীত কেন করলেন?

এর জবাব হল, এই দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বারা মুসান্নেফের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র خرص এর আলোচনা করা নয়। বরং মুসান্নেফের উদ্দেশ্য হল خرص সম্পর্কিত অন্য আরো কিছু আহকাম আলোচনা করা। ফলে কোনো প্রশ্ন থাকে না।

قوله : إِذَا خَرَصْتُمْ . فَجُذُّوا .

অর্থাৎ যখন তোমরা خرص সম্পন্ন কর তখন ফল পেড়ে নাও। অর্থাৎ বাগান মালিকদেরকে ফল পাড়ার অনুমতি দিয়ে দাও। কেননা, ফল পাড়া خارص এর কাজ/দায়িত্ব নয়; বরং তা মালিকের দায়িত্ব।

ফল পাড়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মালিককে তা ব্যবহার ও খরচ করার অনুমতি দিয়ে দেওয়া।

এর দ্বারা বাহ্যত মনে হয় যে, خرص এর পূর্বে মালিকের জন্য তার মালের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। শাফেয়ী ও অন্যান্যদের মাযহাব এটিই।

হাদীসের ব্যাখ্যা ও নুসখাসমূহের ভিন্নতা

হাদীসে حذو শব্দটি আমরের সীগা। جذ (যাল-এর সঙ্গে) এর অর্থ কাটা, কর্তন করা। তবে কোনো কোনো নুসখায় فجدو শব্দ এসেছে। فجدو এটি (দাল-এর সঙ্গে) جد থেকে আমরের সীগা। এর অর্থ হল চেষ্টা করা। অর্থাৎ যখন তোমরা خرص করবে তখন তখন অনেক ভালো করে চেষ্টা কর। এমন যেন না হয় যে, (অসাবধনতাবশত) গরীবদের অথবা বাগান মালিকদের ক্ষতি করে বসলে। বরং তোমরা ঠিকঠাক আন্দাজ/অনুমান কর।

দাল এর সাথে فجدو এর অবস্থাতেও প্রথম অর্থ হতে পারে। কেননা, جد ও جذ উভয়টি কাটা অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

আর কোনো কোনো নুসখাতে فخذو রয়েছে। যা أخذ থেকে আমরের সীগা। তখন অর্থ হবে যখন তোমরা خرص করে নিবে তখন (যাকাত নেওয়ার সময়) সে আন্দাজ অনুমান অনুযায়ী যাকাত উসূল কর।

قوله : وَدَعُوا الثُّلُثَ

আর خرص এর সময় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ যাকাত বাগান মালিকের কাছে রেখে দিও।

ইমাম আহমদ ও অন্যান্য যারা এই রেখে দেওয়ার পক্ষে তাদের ক্ষেত্রে তো এই হাদীসের কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আর মুসান্নেফ নিজেও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী।

তবে যারা এর পক্ষে নন, যেমন মালেক, ইমাম শাফেয়ী তারা এই হাদীসের ব্যাখ্যা এমন করে থাকেন যে, এখানে রেখে দেওয়ার উদ্দেশ্য যাকাতের মধ্যে তাখফীফ নয়। যাকাতে তো কম করা যায় না; বরং এই রেখে দেওয়ার উদ্দেশ্য হল, যেহেতু বাগান মালিকদের নিকটেও গরীব-মিসকীন যাকাত নেওয়ার জন্য আসে তাই এক তৃতীয়াংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ পরিমাণ তাদের কাছে রেখে দেওয়া যেন তারাও নিজেদের হাতে কিছু যাকাত আদায় করতে পারে।

এই রেখে দেওয়াটা একটি ভিন্ন মতভেদপূর্ণ মাসআলা, হাম্বলীদের মতে খারেছ এর অনুমান ও কল্যাণের ভিত্তিতে এক তৃতীয়াংশ কিংব এক চতুর্থাংশ রেখে দেওয়া ওয়াজিব।

ফাতহুল বারী গ্রন্থে (৩/২৭৪) হাফিয ইবনে হাজার বলেন, এই পরিমাণ রেখে দেওয়া হবে যেন মালিক নিজে খেতে পারে এবং অন্যদেরকে হাদিয়া দিতে পারে। লাইস, আহমদ, ইসহাক প্রমুখও এ কথা বলেছেন।

মালেক ও সুফিয়ান সাওরী বলেন, কোনো কিছুই বাকি রাখা হবে না। আর এটি ইমাম শাফেয়ীর প্রসিদ্ধ উক্তি। না রাখার দলীল সামনে আসবে।

قوله : فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا.

যদি তোমরা এক তৃতীয়াংশ না রাখো অথবা (বর্ণনাকারী এমন বলেছেন) যদি এক তৃতীয়াংশ রাখা সমীচীন মনে না কর তাহলে এক চতুর্থাংশ রেখে দিও।

এখানেও নুসখাসমূহের বিভিন্নতা রয়েছে। এখানকার হিসাবে তো উভয় ফেয়েলের খেতাব আমিলদের জন্য হবে তবে কিছু কিছু নুসখায় او تجذو الثلث রয়েছে। এ অবস্থায় تدعو এর খিতাবটা হবে আমিলদের জন্য আর تجذو এর খিতাব হবে সম্পদশালীদের জন্য। অর্থাৎ যদি তোমরা নিজেদের জন্য এক তৃতীয়াংশ না কেটে থাক তবে এক চতুর্থাংশই কেটে নিও। (কাটা দ্বারা উদ্দেশ্য নিজের জন্য নেওয়া)। আল-আরফুশ শাযী গ্রন্থে এই হাদীসের বিভিন্ন অর্থ লেখা হয়েছে। আগ্রহীগণ দেখে নিতে পারেন।

এই হাদীসটিও خرص পক্ষীয়দের দলীল। এর সনদে আবদুর রহমান ইবনে মাসউদ ইবনে নাইয়ার আনসারী রয়েছেন। তিনি বিতর্কিত ব্যক্তি, কেউ কেউ তাকে সিকা বলেছেন। আর ইবনে কাত্তান বলেন, لا يعرف حاله অর্থাৎ তার অবস্থা জানা যায়নি।

باب متى يخرص التمر

ফলের خرص টা কখন হওয়া উচিত।

١٦٠٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ. حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ.

তরজমা --

১৬০৬। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মা'ঈন (র) ... আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি খায়বার বিজয়ের ঘটনা বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) কে খায়বারের ইয়াহুদীদের কাছে গাছের খেজুরের পরিমাণ অনুমান করতে পাঠাতেন যখন তা উপযুক্ত অবস্থায় পৌছত খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে।

তাশরীহ --

قوله : متى يخرص التمر

المقصود من هذا الباب أنه يخرص النخل إذا بدأ يطيب ويؤكل منه؛ ليتمكن صاحبه من الاستفادة منه، وليحفظ حق الفقراء والمساكين، وكذلك العنب يخرص عندما يستوي والناس يأكلونه عنباً، وإذا حصلت جائحة بعد ذلك فإنه لا يلزمه؛ لأن الحق إنما يثبت عند سلامته، أما لو حصلت جائحة عليه فإن الإنسان لا يلزم أن يدفع شيئاً وقد اجتيح ماله وأصابته جائحة.

ومعنى الخرص أن يأتي العامل إلى النخل وينظر فيه، فيقول: هذه النخلة تساوي كذا صاعاً، وهكذا يمشي بين النخل ويقدر كم تساوي، فيخرج بنتيجة هي أن ثمرة هذا البستان تبلغ كذا وكذا،

قوله : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা خرص সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খায়বারের ইহুদীদের বাগানে প্রেরণ করে خرص করাতেন।

হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, ফলের خرص টা بدو صلاح (উপযুক্ততা প্রকাশ হওয়া) এর পরে হওয়া উচিত। তার পূর্বে নয়। এটাই জুমহুরদের অভিমত।

আরেকটা বিষয় হল, خارص এর ক্ষেত্রে একজন ইনসাফগার খারিছের কথাই গ্রহণযোগ্য।

وبه قالت المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية ان كان عدلا عارفا،

وقال جماعة من الشافعية لا بد من الاثنين .

মালেকী, হাম্বলী ও শাফেয়ীদের একটি জামাত এই মত পোষণ করে থাকেন। তবে শাফেয়ীদের অপর জামাত বলেন, খারিছ দুইজন হওয়া অপরিহার্য।

باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

যে ফল যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয নয়

١٦٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّثَنَا عَبَّادٌ. عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُعْرُورِ. وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الْوَلِيدِ. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ. عَنِ الزُّهْرِيِّ

তরজমা ---

১৬০৭। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ফারেস (র) ... আবু উমামা ইবনে সাহল (রা.) হতে তাঁর পিতার সনদে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জু'রূর ও লাওনুল হুবায়েক যাকাত হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, এটা মদীনার খেজুরের দুটি প্রকার বিশেষ।

ইমাম আবু দাউদ (রা.) আবুল ওয়ালীদ হতে, তিনি সুলায়মান ইবনে কাছীর হতে, তিনি ইমাম যুহরী হতে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তাশরীহ ---

قوله : ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

أي: ما لا يجوز أن يخرج في الصدقة وهو الرديء، وقد سبق أن المال يقسم ثلاثة أقسام: ثلث خيار، وثلث وسط، وثلث رديء، فلا يجوز أن يؤخذ الخيار، ولا أن يؤخذ الرديء، وإنما يؤخذ من وسط المال، وكذلك بالنسبة للثمر، فإنه لا يؤخذ أطيب النخل وأحسن الثمرة ولا أردؤها وإنما يؤخذ من الوسط.

قوله : عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ

এই হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন, সাহল ইবনে হুনাইফ। আর সাহল থেকে তাঁর পুত্র আবু উমামাহ যার নাম আসআদ রেওয়ায়েত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফলের যাকাত হিসাবে 'জু'রূর' (جعرور যা عصفور এর ওযনে।) ও لون الحبيق নিতে নিষেধ করেছেন। এ দুটি হল নিম্ন মানের খেজুরের নাম, যা রেওয়ায়েতের মধ্যেই উল্লেখ রয়েছে। আর حبيق এটি ابن حبيق (ইবনে হুবাইক) নামক এক ব্যক্তির দিকে মানসূব।

যাকাত ও উশরের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, মধ্যম মানের নেওয়া। একেবারে নিম্ন কিংবা উৎকৃষ্ট মানের নয়।

দারা কুতনীর বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, কোনো কোনো লোক যাকাত হিসাবে নিম্নমানের খেজুরও দিত। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন এবং এই আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে,

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

অন্য এক হাদীসে আছে, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من الصدقة الرذالة

١٦٠٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ . عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ . عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ . عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا . وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قَنَا حَشَفًا . فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذٰلِكَ الْقِنْوِ . وَقَالَ : لَوْ شَاءَ رَبُّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا . وَقَالَ : إِنَّ رَبَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

তরজমা ----------

১৬০৮। হযরত নাসর ইবনে আসেম (র) ... আওফ ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে আমাদের কাছে প্রবেশ করেন, তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। এক ব্যক্তি এক গুচ্ছ হাশাফ (নিকৃষ্টমানের খেজুর) ঝুলিয়ে রেখেছিল। তিনি ঐ গুচ্ছের উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করে বললেন ঃ এ যাকাতদাতা ইচ্ছা করলে এর চেয়ে উত্তম মাল যাকাত হিসেবে দিতে পারত। তিনি আরও বললেন ঃ এ যাকাতদাকাকে কেয়ামতের দিন এ 'হাশাফ' ই খেতে হবে।

তাশরীহ ----------

قوله : وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قَنَا حَشَفًا

এখানে قنا শব্দটি 'কাফ'-এর ফাতহা ও কাসরা উভয়ভাবেই পড়া যায়। তেমনিভাবে قنو (কাফের যম্মা ও কাসরা উভয় রকম) অর্থ খেজুরের থোকা। আর حشف অর্থ নিম্নমানের শুকনো খেজুর।

অর্থাৎ এক ব্যক্তি নিম্ন মানের খেজুরের একটি থোকা মসজিদে নববীতে (গরীবদের জন্য) ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। তা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছড়ি দ্বারা তা সরালেন এবং অসন্তুষ প্রকাশ করে বললেন, এটি যে টানিয়েছে সে ইচ্ছা করলে এর চেয়ে উন্নত মানের থোকা টানাতে পারত। কিন্তু সে তা চায়নি। এখন আল্লাহ তাআলাও তাকে এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন এ রকম নিম্নমানের খেজুরই খাওয়াবেন।

قوله : يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কেয়ামতের দিন খাওয়া দ্বারা বাহ্যিক ও বাস্তবিক খাওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তার বদ অভ্যাসের শাস্তি ভোগ করা উদ্দেশ্য। এখানে جزاء اكل এর জন্য اكل এর ব্যবহারটি مشاكلة হয়েছে।

তাছাড়া বাস্তবিক খাওয়াও উদ্দেশ্য হতে পারে। এভাবে যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির অন্তরে খাওয়ার আগ্রহ ও আকাঙ্খা সৃষ্টি করে দিবেন। এরপর তাকে এমন নিম্নমানের খেজুর তাকে খাওয়াবেন। (মানহাল)

যে সকল সাহাবায়ে কেরাম বাগানের মালিক ছিলেন কিংবা সামর্থ্যবান ছিলেন তারা অসহায় লোকদের নিয়তে মসজিদে খেজুরের থোকা টানিয়ে রাখতেন। যেন এসব লোক নামাযের জন্য মসিজদে এলে তা থেকে দু একটি খেজুর ছিড়ে খেয়ে নিতে পারেন।

সামনে হুকুকুল মাল অধ্যায়ে একটি হাদীস আসবে যে,

أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মসজিদে এই রকম খেজুরের থোকা টানিয়ে রাখার প্রথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তারগীবের ভিত্তিতে ছিল।

باب زكاة الفطر

সদকাতুর ফিতর (ফেতরা)

زكاة الفطر বাক্যের মধ্যে ইযাফতটি ওয়াজিব হওয়ার সময়ের দিকে হয়েছে। অথবা ওয়াজিব হওয়ার শর্তের দিকে।

আর ফিতর সম্পর্কে দুটি উক্তি রয়েছে।

এক. ফিতর অর্থ স্বভাব ও মৌলিক চরিত্র

দুই. ফিতর অর্থ ইফতার (রোযা ভঙ্গ করা।) এটিই অধিক স্পষ্ট।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে. (زكاة الفطر من رمضان ... (قاله الحافظان ابن حجر والعيني

জেনে রাখা দরকার যে. যাকাত দুই প্রকার : ক. আর্থিক যাকাত খ. শারীরিক যাকাত। মুসান্নেফ রাহ. প্রথম প্রকারের জরুরি অধ্যায়সমূহ শেষ করার পর এখন থেকে দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করবেন এরপর তা শেষ করে যাকাতের অবশিষ্ট অন্যান্য অধ্যায়সমূহ আলোচনা করবেন।

এখানে প্রথম থেকেই কয়েকটি বিষয় জেনে নেওয়া তালিবে ইলমের জন্য উপকারী।

সদকায়ে ফিতরের নাম ও নামকরণের কারণ।

২. এর বিধান কখন থেকে কার্যকর হয়েছে।

৩. এর শরঈ হুকুম ইমামদের মতভেদসহ।

৪. সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার কারণ।

৫. ওয়াজিব হওয়ার শর্ত। ধনী হওয়া তার শর্তের অন্তর্ভুক্ত কি না।

৬. ওয়াজিব হওয়ার সময়।

৭. ওয়াজিব হওয়ার অবস্থা। ঈদের আগে আদায় করতে না পারলে তার কাযা আছে কি না।

৮. গোলাম/দাসের উপরও তা ওয়াজিব কি না। যদি ওয়াজিব হয় তাহলে তা কি সে নিজেই আদায় করবে নাকি মালিক তার পক্ষ থেকে আদায় করে দিবে।

প্রথম আলোচনা

সদকায়ে ফিতরের কয়েকটি নাম রয়েছে। যথা: যাকাতুল ফিতর, যাকাতে রমযান, যাকাতুস সওম, সদকাতুর রা'স, সদকাতুন নুফুস, যাকাতুল বদন ইত্যাদি। সদকাতুর রা'স ও সদকাতুল বদন এর মধ্যে ইযাফত হয়েছে সবব এর দিকে। (যেমনটি অচিরেই জানা যাবে।)

দ্বিতীয় আলোচনা

২য় হিজরীতে ঈদের দুই দিন পূর্বে সদকায়ে ফিতরের বিধান দেওয়া হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দুই দিন পূর্বে মানুষদেরকে খুতবা দিয়েছিলেন। যার মধ্যে সদকায়ে ফিতর সম্পর্কে তা'লীম দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আলোচনা কিতাবুয যাকাতের শুরুতে করা হয়েছে।

তৃতীয় আলোচনা

এ সম্পর্কে চারটি মত পাওয়া যায়। তিন ইমাম ও জুমহুরদের মতে সদকায়ে ফিতর ফরয। আর হানাফীদের মতে ওয়াজিব। আশহাব মালেকী ও ইবনুল লাববান শাফেয়ীর মতে সুন্নতে মুআক্কাদা।

আবু বকর ইবনে কায়সান আসাম ও ইবরাহীম ইবনে ওলাইয়্যার মতে এর বিধানটি রহিত হয়ে গিয়েছে। কায়স ইবনে সাদ ইবনে ওবাদার হাদীস

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ثم نزل فريضة الزكاة

(فلم يأمرنا ولم ينهنا. (رواه أحمد وابن خزيمة والنسائي وابن ماجه والحاكم

কিন্তু এই দলীলটি সহীহ নয়। কেননা. কোনো ফরয বিধান নাযিল হওয়া অন্য ফরয বিধান রহিত হওয়ার দলীল নয়।

ফায়দা

তিন ইমামের মাযহাবে যদিও সদকায়ে ফিতর ফরয কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মতে তার অস্বীকারকারী কাফের নয়। কেননা, এখানে ফরয দ্বারা উদ্দেশ্য তার فرض غير قطعي। আর হানাফীদের মতে ফরয غير قطعي হয় না। তা সর্বদা قطعي হয়ে থাকে। আর غير قطعي কে তারা ওয়াজিব বলে থাকে।

এটা একটি পৃথক মতভেদপূর্ণ ও উসূলী মাসআলা যে, হানাফীদের পরিভাষা হল ওয়াজিব। আর জুমহুরদের মতে فرض غير قطعي সুতরাং এই মতভেদ শুধুমাত্র শাব্দিক, বাস্তবিক নয়।

চতুর্থ আলোচনা

সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সবব হল, رأس يمونه ويلي عليه ولاية تامة কারণ হাদীস শরীফে আছে, عمن تمونون অর্থাৎ ঐ সত্তার পক্ষ থেকে যার খরচাদি (ভরণ-পোষণ ইত্যাদি) সে বহন করে এবং যার ব্যাপারে তার পূর্ণ অভিভাবকত্ব লাভ হয়।

এর সর্বপ্রথম মিসদাক হল প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব সত্তা। তেমনিভাবে তার ছোট সন্তানাদিও এর অন্তর্ভুক্ত। বড় সন্তানাদি ও স্ত্রী এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, তাদের উপর মানুষের পূর্ণ অভিভাবকত্ব অর্জিত হয় না।

সুতরাং হানাফী, জুমহুর ও তিন ইমামের মতে ছোট সন্তানাদির মাসআলা এই যে, যদি তারা সম্পদশালী হয় তাহলে পিতার উপর ওয়াজিব হল তাদের সম্পদ থেকে তাদের সদকায়ে ফিতর আদায় করে দেওয়া। আর যদি ধনী না হয় তাহলে পিতা কিংবা অন্যান্য লোকজন যারা তার ওলী (অভিভাবক) তারা তাদের পক্ষ থেকে আদায় করে দিবে।

ইমাম মুহাম্মাদ এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, ছোট সন্তানের সদকায়ে ফিতর সর্বাবস্থায় পিতার উপর ওয়াজিব। চাই তারা ধনী হোক বা না হোক।

আর যদি তারা ইয়াতিম হয়, তাদের পিতা বেঁচে না থাকে তাহলে কারো ওপর তাদের সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে না।

স্ত্রীর মাসআলাটিও মতভেদপূর্ণ। জুমহুর ও তিন ইমামের মতে স্ত্রীর সদকায়ে ফিতর স্বামীর উপর ওয়াজিব যেমনটি তার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হয়ে থাকে।

আর হানাফীদের মতে স্ত্রীর সদকায়ে ফিতর স্বয়ং তার নিজের উপরই ওয়াজিব হয়। যেমনটি তার সম্পদের যাকাত তার নিজের উপরই ওয়াজিব হয়।

সুফিয়ান ছাওরী, ইবনুল মুনযির, ইবনে সীরিন ও জাহেরিয়্যাদের মাযহাবও অনুরূপ।

হানাফীদের দলীল হল, على كل ذكر أو أنثى এই হাদীস। এর মধ্যে স্ত্রীও অন্তর্ভুক্ত। আর প্রাপ্ত বয়স্কা, অবিবাহিতা মেয়ের সদকায়ে ফিতর তো সর্বসম্মতিক্রমে তার নিজের উপরই ওয়াজিব।

পঞ্চম আলোচনা

সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার শর্ত তিনটি : মুসলমান হওয়া, স্বাধীন হওয়া, ও ধনী হওয়া। অর্থাৎ নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। তবে বর্ষপূর্তি শর্ত নয়। এটি হানাফীদের মাযহাব এবং মালেকীদের একটি অভিমত।

জুমহুরদের মতে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য নেসাব শর্ত। তবে এতটুকু অবশ্যই থাকতে হবে যে, ঐ ব্যক্তির নিকট নিজের ও পরিবার-পরিজনের এক দিনের খরচ ব্যতীত এ পরিমাণ সম্পদ থাকা যা থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করতে পারে। এটি ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক রাহ.-এর অভিমত

ছালাবা ইবনে আবী ছুয়াইর এর হাদীসের কারণে। যা মুসান্নেফের নিকট মারফূ। (যা সামনের অধ্যায়ে আসবে।) তাতে রয়েছে,

ধনী হওয়া আপেক্ষিক বিষয়। সুতরাং ফকীর দ্বারা তুলনামূলক ফকীর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ঐ ধনী যে, বড় বড় ধনীদের তুলনায় ফকীর।

ষষ্ঠ আলোচনা

এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সদকায়ে ফিতরের মধ্যে ফিতর দ্বারা ইফতারে ছওম তথা রোযা ভঙ্গ করা উদ্দেশ্য। সুতরাং তা ওয়াজিব হওয়ার সময় হল রোযা ভঙ্গের সময়। তবে ইফতার দ্বারা কোন ইফতার উদ্দেশ্য?

হাম্বলীদের মতে রমযানের শেষ দিনের সূর্যাস্তের সময় (ঈদ-রজনীর প্রথম অংশ।)

আর হানাফীদের মতে এই ইফতার রমযানের শুরু থেকেই হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং ইফতারের ঐ বিশেষ সময়, যা এক মাস পরে হয়। অর্থাৎ ঈদের ফজর উদয়ের সময়। সুতরাং যে ব্যক্তি এ সময়ে বেঁচে থাকবে তার উপরই সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে। আর যে ব্যক্তি এর পূর্বে মৃত্যু বরণ করবে কিংবা যে শিশু ঐ সময়ের পর জন্ম লাভ করবে তার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে না।

মালেকীগণের এ বিষয়ে উপরোক্ত দুটি উক্তিই পাওয়া যায়। তেমনিভাবে ইমাম শাফেয়ীরও দুটি উক্তি রয়েছে। তবে তার নতুন মতটি ইমাম আহমদের অনুরূপ। আর পুরাতন উক্তি হানাফীদের মতো।

সপ্তম আলোচনা

(ওয়াজিব হওয়ার অবস্থা) অর্থাৎ তা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব নাকি আদায়ে কিছুটা وسعت আছে। (موسع নাকি غير موسع) হানাফীদের মতে সদকায়ে ফিতর واجبات موسعة এর অন্তর্ভুক্ত। তা আদায় করার সময় হল সারা জীবন যাকাতের মতো।

আর তিন ইমামের মতে এটি واجبات غير موسعة এর অন্তর্ভুক্ত। ফলে তাদের মতে ঈদের দিন থেকে বিলম্বে আদায় করা হারাম। তবে এ সময়ের মধ্যে আদায় না করলে তা দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে না। তবে ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের মতে ঈদের দিনের পর আদায় করলে তা কাযা বলে গণ্য হবে।

আর মালেকীদের মতে তা আদায়ই হবে কিন্তু বিলম্ব করার কারণে গুনাহ হবে।

হাসান ইবনে যিয়াদের মতে ঈদের দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে সদকায়ে ফিতর রহিত হয়ে যায়।

ইবনুল কাইয়্যিমের মতে ঈদের নামাযের পর আর সদকায়ে ফিতরের সময় অবশিষ্ট থাকে না; বরং তা রহিত হয়ে যায়।

অষ্টম আলোচনা

হাদীস শরীফে আছে, على كل حر أو عبد এর ভিত্তিতে দাউদে যাহেরীর মাযহাব হল এই যে, সদকায়ে ফিতর দাস/গোলামের উপরই ওয়াজিব হয় এবং তা আদায় করাও তারই দায়িত্ব। তবে মালিকের জন্য অপরিহার্য হল তাকে উপার্জনের সুযোগ দেওয়া। যেন সে উপার্জন করে নিজেই সদকায়ে ফিতর আদায় করতে পারে। যেমন নামাযের জন্য তাকে সময় দেওয়া অপরিহার্য।

জুমহুর ও চার ইমামের মতে গোলামের সদকায়ে ফিতর আদায়ের দায়িত্ব মালিকের উপর। তবে প্রথম থেকেই মালিকের উপর ওয়াজিব হয় নাকি প্রথম পর্যায়ে গোলামের উপর এরপর তার পক্ষ থেকে মালিক দায়িত্বশীল হয় এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

শাফেয়ী রাহ. থেকে উভয় ধরনের কথা পাওয়া যায়। আর হানাফীগণ বলেন, গোলামের মধ্যে তা ওয়াজিব হওয়ার যোগ্যতাই নেই। বরং গোলামের সদকাও মালিকের উপর ওয়াজিব হয় এবং তা আদায় করার দায়িত্বও তার।

١٦٠٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ. حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ مَحْمُودٌ: الصَّدَفِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ. وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ. مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ. فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ. وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ. فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

তরজমা ---

১৬০৯। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে খালেদ আদ-দিমাশকী (র)... ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সদকাতুল ফিতর রোযাকে অনর্থক ও অশ্লীল কথাবার্তা ও আচরণ থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকীনদের খাবারের ব্যবস্থার জন্য ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তা (ঈদুল ফিতরের) নামাযের পূর্বে দান করে তা কবুল হওয়া যাকাত হিসেবে গণ্য। আর যে ব্যক্তি তা নামাযের পরে আদায় করে তা অন্যান্য সাধারণ দান খয়রাতের অনুরূপ হিসেবে গণ্য।

তাশরীহ ---

قوله : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ. وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

এই হাদীসে সদকায়ে ফিতরের বিধান ও তার হিকমত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তা হল, সিয়াম পালনে যেসব ভুল-ত্রুটি হয়েছিল তা তার ক্ষতিপূরণ। দ্বিতীয়ত এতে গরীবদের কল্যাণ রয়েছে।

দারাকুতনীর এক বর্ণনায় আছে, اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم অর্থাৎ গরীবদেরকে ঈদের দিন (জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে অলিগলি ও বাজারে) ঘুরাফেরা করার প্রয়োজন দূর করে দাও।

হাদীসুল বাব সম্পর্কে ইমাম মুনযিরী বলেন, والحديث أخرجه ابن ماجه অর্থাৎ এই হাদীসটি ইবনে মাজাহ তাখরীজ করেছেন।

ইমাম নববী বলেন, এই হাদীস দ্বারা কোনো কোনো ইমাম এ কথার প্রমাণ পেশ করে থাকেন যে, ছোট বাচ্চার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব নয়। কেননা, 'তাতহীর' (পবিত্র করা) এর সম্পর্ক হল, 'ইছম' (গুনাহ/অপরাধ) এর সঙ্গে। আর ছোট বাচ্চা তো 'আছিম' (অপরাধী/গুনাহগার) নয়।

হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব এ কথার উপর প্রমাণ পেশ করেন যে, সদকায়ে ফিতর শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যে রোযা রাখে। কেননা, যে ব্যক্তি রোযাই রাখেনি তার সিয়ামের তাতহীর কীভাবে হবে?

হানাফী, জুমহুর ও তিন ইমামের মতে ছোট সন্তানাদির মাসআলা এই যে, যদি তারা সম্পদশালী হয় তাহলে পিতার উপর ওয়াজিব হল তাদের সম্পদ থেকে তাদের সদকায়ে ফিতর আদায় করে দেওয়া। আর যদি ধনী না হয় তাহলে পিতা কিংবা অন্যান্য লোকজন যারা তার ওলী (অভিভাবক) তারা তাদের পক্ষ থেকে আদায় করে দিবে।

ইমাম মুহাম্মাদ এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, ছোট সন্তানের সদকায়ে ফিতর সর্বাবস্থায় পিতার উপর ওয়াজিব। চাই তারা ধনী হোক বা না হোক।

আর যদি তারা ইয়াতিম হয়, তাদের পিতা বেঁচে না থাকে তাহলে কারো ওপর তাদের সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে না।

হাদীসুল-বাবের জবাব

হাদীসুল-বাবের জবাবে বলা হয়েছে যে, طهرة للصائم (রোযাদারের জন্য পবিত্রতা) এর কয়দটি অধিকাংশ মানুষের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে তা পাওয়া যাওয়া জরুরি নয়। উদাহরণস্বরূপ যে জীবনে গুনাহই করেনি; বরং সে বাস্তব অর্থেই সৎ তাহলে তার উপরও কি সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে না?

باب متى تودى

সদকাতুল ফিতর প্রদানের সময়

١٦١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ . قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ

তরজমা --

১৬১০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আন নুফায়লী (র) .... ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে সদকাতুল ফিতর, লোকদের ঈদের নামাযে বের হওয়ার পূর্বে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। নাফে (র) বলেন, ইবনে ওমর (রা.) ঈদুল ফিতরের এক বা দুই দিন পূর্বে সদকাতুল ফিতর প্রদান করতেন।

তাশরীহ --

قوله : باب متى تودى

সদকায়ে ফিতর কত দিন পর্যন্ত আদায় করা যাবে। অর্থাৎ সদকায়ে ফিতর واجبات موسعة এর অন্তর্ভুক্ত নাকি واجبات غير موسعة এর অন্তর্ভুক্ত। হানাফীদের মতে সদকায়ে ফিতর واجبات موسعة এর অন্তর্ভুক্ত। তা আদায় করার সময় হল সারা জীবন যাকাতের মতো।

আর তিন ইমামের মতে এটি واجبات غير موسعة এর অন্তর্ভুক্ত। ফলে তাদের মতে ঈদের দিন থেকে বিলম্বে আদায় করা হারাম। তবে এ সময়ের মধ্যে আদায় না করলে তা দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে না। তবে ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের মতে ঈদের দিনের পর আদায় করলে তা কাযা বলে গণ্য হবে।

আর মালেকীদের মতে তা আদায়ই হবে কিন্তু বিলম্ব করার কারণে গুনাহ হবে।

হাসান ইবনে যিয়াদের মতে ঈদের দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে সদকায়ে ফিতর রহিত হয়ে যায়।

ইবনুল কাইয়্যিমের মতে ঈদের নামাযের পর আর সদকায়ে ফিতরের সময় অবশিষ্ট থাকে না; বরং তা রহিত হয়ে যায়।

قوله : قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ

সদকায়ে ফিতর অগ্রিম আদায় করা যাবে কি না?

মালেকী ও হাম্বলীদের মতে ঈদের দু' এক দিন আগে সদকায়ে ফিতর আদায় করা যেতে পারে। এটি হানাফীদেরও একটি অভিমত। হানাফীদের দ্বিতীয় মত হল, দু' এক বছর পূর্বেও সদকায়ে ফিতর আদায় করা যাবে।

হাম্বলীদের একটি মত এই যে, অর্ধ রমযানের পর থেকেই তা আদায় করা জায়েয। যেমনটি ফজরের আযান অর্ধ রাতের পর দেওয়া যায় এবং মুযদালিফা থেকে অর্ধ রাতের পর রওনা করা জায়েয।

শাফেয়ীদের মতে রমযানের যে কোনো অংশেই তা আদায় করা যায়। রমযানের পূর্বে আদায় করা জায়েয নয়। হানাফীদের আরেকটি অভিমত এর অনুরূপ।

আমাদের কাছে এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। দুটি পূর্বে বলা হয়েছে। আর তৃতীয়টি হল, সাধারণভাবে অগ্রিম আদায় করা জায়েয। এমনকি রমযানের পূর্বেও। আর এই অভিমতকে বিশুদ্ধ বলা হয়েছে।

باب كم يودى في صدقة الفطر

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ

১৬১১ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَقَرَأْتُهُ عَلَى مَالِكٍ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأْتُهُ عَلَى مَالِكٍ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ . أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ . أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ . أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

তরজমা --

১৬১১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা (রঃ)... হযরত ইব্ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদাকাতুল ফিত্র নির্ধারিত করেছেন। (আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামা এই হাদীছ সম্পর্কে বলেন, মালিক আমাদের নিকট এরূপে বর্ণনা করেছেন, –রমযানের সদাকাতুল ফিত্র) এক সা খেজুর কিংবা এক সা বার্লি প্রত্যেক স্বাধীন, ক্রীতদাস এবং নর-নারী নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য দেয়।

তাশরীহ --

قوله: باب كم يودى في صدقة الفطر

জুমহুর ও তিন ইমামের মতে হাদীসে বর্ণিত সকল বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ হল এক ছা'। হানাফীদের মতে অর্ধ ছা'।

ইবনুল মুনযির বেশ শক্তভাবেই এ মত পোষণ করেন। সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাতের মাযহাবও এই মতকে দৃঢ় করে। সুফিয়ান সাওরী ও ইবনুল মুবারকের মাযহাবও এটি। তাছাড়া এটি ইবনে হাবীব মালেকীরও একটি অভিমত।

হাফিয ইবনে কাইয়্যিম ও তার শায়খ ইবনে তাইমিয়ার মতও অনেকটা এমনই।

ইবনে তাইমিয়া বলেন, কাফফারা সম্পর্কে ইমাম আহমদ যে মত পোষণ করেন তা হল কাফফারাসমূহের মধ্যে গমের অর্ধ ছা' পরিমাণ ওয়াজিব। সদকায়ে ফিতরের মধ্যেও গম ছাড়া অন্য বস্তুর সাথে তার কিয়াস ও তাকাযা এটিই যে, অর্ধ ছা' পরিমাণ ওয়াজিব হবে।

তবে হাম্বলীদের কিতাবসমূহে স্পষ্ট এক 'ছা' এর কথা রয়েছে। আর শরহে মুসলিমে ইমাম আহমদ এর মাযহাব হানাফীদের অনুরূপ লেখা বাহ্যত ইমাম নববীর কলমের ভুল।

قوله: وَقَرَأْتُهُ عَلَى مَالِكٍ أَيْضًا

অর্থাৎ ইমাম মালেক থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা এই হাদীসটি 'তাহদীস' (হাদীস বর্ণনা) পদ্ধতিতেও পেয়েছেন আবার 'কিরাআত আলাশ শায়খ' (শায়খের নিকট পঠন) পদ্ধতিতেও পেয়েছেন যাকে আখবার বলা হয়।

قوله: قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأْتُهُ عَلَى مَالِكٍ

হাদীসের আলফায সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা বলেন, শায়খের নিকট থেকে শ্রবণ পদ্ধতিতে হাদীসের শব্দ ছিল فرض زكاة الفطر আর শায়খের নিকট পঠন পদ্ধতিতে زكاة الفطر من رمضان শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে من رمضان শব্দটি বেশি।

قوله: صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

জানা প্রয়োজন যে, দাউদ যাহেরীর নিকট সদকায়ে ফিতর শুধুমাত্র এই হাদীসে উল্লেখিত দুটি বস্তুর সাথেই নির্দিষ্ট। অর্থাৎ শুকনো খেজুর ও যব।

আর জুমহুরদের নিকট এ দুটির মধ্যেই সীমীত নয়। ঐসব হাদীসের ভিত্তিতে যার মধ্যে অন্যান্য বস্তুর কথাও উল্লেখ রয়েছে।

কাফের গোলামের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর

قوله: مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, মুসলিম গোলাম ও অমুসলিম গোলামের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি না।

জুমহুর ও তিন ইমামের মতে পার্থক্য আছে। তাদের মতে মালিকের উপর শুধুমাত্র মুসলিম গোলামের সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। অমুসলিম গোলামের পক্ষ থেকে নয়।

হানাফীদের মতে মালিকের জন্য উভয় গোলামের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব।

হাদীসে من المسلمين শব্দ উল্লেখ রয়েছে। আর জুমহুরদের মাযহাব তা অনুযায়ী হয়েছে।

হানাফীদের পক্ষ থেকে এ জবাব হল, ইমাম তিরমিযী এই অতিরিক্ত অংশ সম্পর্কে বলেছেন, ইমাম মালেক এ সম্পর্কে متفرد (স্বতন্ত্র)। নাফে এর শাগরিদদের মধ্য থেকে আর কেউ এ অংশটুকু উল্লেখ করেননি।

ইমাম নববী ইমাম তিরমিযীর এই আপত্তির নিরসন করেছেন। তিনি বলেন, বিষয়টি এমন নয়; বরং এতে মালেক এর متابعة করা হয়েছে। এ অংশটি ইমাম মালেক ছাড়াও নাফে থেকে যাহহাক ইবনে উসমান ও ওমর ইবনে নাফেও বর্ণনা করেছেন। আর তারা উভয়ই সিকা/নির্ভরযোগ্য।

আমি বলি, ওমর ইবনে নাফের বর্ণনা তো সহীহ বুখারীতে আছে। আর যাহহাক ইবনে উসমানের বর্ণনা আছে সহীহ মুসলিমে। উভয় বর্ণনাতেই من المسلمين কথা উল্লেখ রয়েছে। كما قاله النووي

তাছাড়া ইবনে দাকীকুল ঈদ তো এ কথাও বলেচেন যে, নাফে থেকে এই অতিরিক্ত অংশটির বর্ণনাকারীর সংখ্যা সাতজন। (আইনী ৯/১১০)

সুতরাং تفرد ও ضعف এর কথা বলা ঠিক নয়। বিশেষ করে যখন তা সহীহায়নের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে।

এর মূল জবাব এই যে, একই مسبب এর বিভিন্ন سبب হতে পারে। কিন্তু اسباب এর মধ্যে تزاحم হয় না। এখানে مسبب অর্থাৎ সদকায়ে ফিতর এক আর তার سبب হল মুসলিম গোলামের মধ্যে তার সত্ত্বা এবং অমুসলিম গোলামের মধ্যে তার সত্ত্বা। এ কারণেই কোনো বর্ণনায় من المسلمين উল্লেখ আছে। আর কোনো কোনোটিতে নেই।

দ্বিতীয় কথা হল, মালিকের উপর গোলামের পক্ষ থেকে যে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়ে থাকে তার ইল্লতের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হানাফীদের মতে তার ইল্লত হল গোলাম সম্পদ হিসাবে গণ্য হওয়া। আর সম্পদ যেমনিভাবে মুসলিম গোলাম হয় তেমনিভাবে অমুসলিম গোলামও।

জুমহুরদের মতে তার ইল্লত হল মুকাল্লাফ হওয়া। আর মুকাল্লাফ তো বাহ্যিকভাবে মুসলিম গোলামই হয়, অমুসলিম গোলাম নয়। এজন্যই জুমহুর মুসলিম হওয়ার কয়দ উল্লেখ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আরএকটি মতভেদ হল, সদকায়ে ফিতর খেদমতের গোলাম ও ব্যবসার গোলাম উভয়টির মধ্যে ওয়াজিব হয় নাকি শুধু খেদমতের গোলামের মধ্যে?

তিন ইমামের মতে উভয়ের মধ্যেই ওয়াজিব হয়। হানাফীদের মতে শুধুমাত্র খেদমতের গোলামের মধ্যে ওয়াজিব হয়, ব্যবসার গোলামে নয়। কেননা, তার মধ্যে তো ব্যবসার যাকাত ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর একই সম্পদে দুইটি যাকাত ওয়াজিব হয় না।

١٦١٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ . عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا . فَذَكَرَ بِمَعْنَى مَالِكٍ . زَادَ : وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ . وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ الْعُمَرِيُّ . عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ . وَرَوَاهُ سَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . عَنْ نَافِعٍ قَالَ فِيهِ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَشْهُورُ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

١٦١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ . وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ . حَدَّثَاهُمْ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا أَبَانُ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . عَنْ نَافِعٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . أَوْ تَمْرٍ . عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ . وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ . زَادَ مُوسَى : وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ . وَعَبْدُ اللهِ يَعْنِي الْعُمَرِيَّ . فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ نَافِعٍ . ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَيْضًا

তরজমা --

১৬১২। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মাদ (র)... আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সদকাতুল ফিতর (মাথাপিছু) এক সা নির্ধারণ করেছেন। অতপর আমর ইবনে নাফে মালেক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন, والصغير والكبير .... ছোট এবং বড় সকলের পক্ষ থেকে। আর তিনি তা ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য লোকদের বের হওয়ার পূর্বে প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, উক্ত হাদিসটি আব্দুল্লাহ আল উমারী নাফে' হতে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, على كل مسلم (বৃদ্ধি করে) অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের উপর। উক্ত হাদিসটি আরো বর্ণনা করেছেন সাঈদ আল জুমাহী উবাইদুল্লাহ হতে তিনি নাফে' হতে। তিনি উপরোক্ত হাদিসে বলেন, من المسلمين (বৃদ্ধি করে)। তবে উবাইদুল্লাহ হতে মাশহুর রেওয়ায়াতে من المسلمين অতিরিক্তটুকু নেই।

১৬১৩। হযরত মূসা ইবনে ইসমাঈল (র)... আবদুল্লাহ (রা.) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি সদকায়ে ফিতর ১সা খেজুর বা এক সা বার্লি নির্ধারণ করেছেন, ছোট বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের উপর। রাবী মূসা আরও বর্ণনা করেছেন, "নর ওনারীর উপর। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসে আয়্যুব ও আবদুল্লাহ আল উমারী নিজেদের বর্ণনায় নাফে এর সনদে পুরুষ অথবা নারীর কথাও উল্লেখ করেছেন।

তাশরীহ --

قوله : قَالَ أَبُو دَاوُدَ

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ আল উমারী (র) নাফে হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে على كل مسلم "প্রত্যেক মসলমানের উপর নির্ধারিত" কথাটি আছে।

قوله : وَرَوَاهُ سَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ

সাঈদ আল জুমাহী, ওবায়দুল্লাহ হতে, তিনি নাফে' হতে বর্ণনা করেছেন, তাতে من المسلمين "মুসলমানদের থেকে" কথাটি আছে। তবে রাবী ওবায়দুল্লাহ হতে বর্ণিত প্রসিদ্ধ বর্ণনায় من المسلمين (মুসলমানদের থেকে) বাক্যটি উল্লেখ নেই।

١٦١٤ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ . عَنْ زَائِدَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ . عَنْ نَافِعٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . أَوْ تَمْرٍ . أَوْ سُلْتٍ . أَوْ زَبِيبٍ . قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ . جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ .

তরজমা ---

১৬১৪। হযরত আল হায়ছাম ইবনে খালেদ (র) .... আবুদল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সময়ে মাথাপিছু এক সা পরিমাণ বার্লি অথবা খেজুর অথবা বার্লি জাতীয় শস্য অথবা কিসমিস সদকায়ে ফিতর প্রদান করত। রাবী (নাফে) বলেন, আবদুল্লাহ (রা.) বলেন ঃ এর পর হযরত ওমর (রা.) এর সময় যখন গমের ফলন অধিক হতে থাকে তখন তিনি আধা সা' গমকে উল্লিখিত বস্তুর এক সা'এর স্থানে নির্ধারণ করেছেন।

তাশরীহ ---

قوله : كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে মদীনা মুনাওয়ারায় গম ছিল না। বিধায় সাধারণত লোকজন সদকায়ে ফিতরে শুকনো খেজুর ও যব দিত। কিন্তু ওমর রা.-এর যুগে যখন ইসলামী বিজয় হতে লাগল, শাম দেশ বিজয় হল এবং সেখান থেকে মদীনায় গম আসতে লাগল তখন হযরত ওমর রা.-অর্ধ ছা' গমকে গম ব্যতীত অন্য বস্তুর এক ছা'-এর সমপরিমাণ ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ কর্মগত দিক থেকে। অন্যথায় (অর্ধ ছা' গম) এর প্রমাণ তো হানাফীদের মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই রয়েছে। অথাব এ কথা বলা হবে যে, বর্ণনাকারী নিজের ধারণা ও জ্ঞান অনুযায়ী বলেছেন যে, ওমর রা. এমনটি করেছেন।

قوله : فلما كان عمر

হাদীসের এশব্দ فلما كان عمر সম্পর্কে কিছু মুহাদ্দিস আপত্তি করেছেন যে, ওমরের ব্যাখ্যাটি مرجوح মূল রেওয়ায়েতে الناس শব্দ আছে, যার মিসদাক হযরত মুআবিয়া রা.।

কিন্তু ইমাম তাহাবী রাহ. তার বার্ণিত রেওয়ায়েত দ্বারা এ কথাই প্রমাণ করেছেন যে, অর্ধ ছা' গমকে এক ছা' যবের সমান ওমর রা.ই বলেছেন। তার পরে উসমান রা.। (ফাতহুল বারী ৩/২৯৫) মূলত শাফেয়ী ও অন্যান্যগণ যেহেতু গমের মধ্যে ছা' এর কথা বলেন আর এই বর্ণনা তাদের বিরোধী এজন্য তারা এ বর্ণনা সম্পর্কে আপত্তি করার চেষ্টা করেছেন। যেমন এ কথা বলা যে, মুআবিয়া রা. এমনটি করেছেন, ওমর রা. নয়।

সদকায়ে ফিতরে কোন বস্তু দেওয়া হবে

قوله : أَوْ تَمْرٍ . أَوْ سُلْتٍ . أَوْ زَبِيبٍ

হাদীসে او শব্দটি তাখয়ীর এর জন্য। হানাফী ও হাম্বলীদের মতে মানুষের জন্য হাদীসে উল্লেখিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে যে কোনো একটি দ্বারা সদকায়ে ফিতর আদায় করার অবকাশ রয়েছে।

তবে অধ্যায়ের শুরু থেকে ইবনে ওমরের হাদীস চলে আসছে যা বিভিন্ন সূত্রে বার্ণিত হয়েছে। এখন পর্যন্ত যে সূত্রগুলো এসেছে তার সবগুলোতেই صاع من تمر أو صاع شعر শুধুমাত্র ২টি বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। ফলে এর দ্বারাই দাউদ যাহেরী প্রমাণ পেশ করেছেন। যে, সদকায়ে ফিতর শুধুমাত্র এই দুইটি বস্তু দ্বারা দেওয়া যাবে

ইমাম শাফেয়ী ও মালেকের মাযহাব হল, সদকায়ে ফিতরে শহরের প্রধান খাদ্য দেওয়া জরুরি। অর্থাৎ শহরে যে খাদ্য অধিক পরিমাণে খাওয়া হয় তা সদকায়ে ফিতর হিসাবে দেওয়া ওয়াজিব।

١٦١٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطِي التَّمْرَ فَأُعْوِزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ التَّمْرَ عَامًا فَأَعْطَى الشَّعِيرَ

١٦١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدَةُ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ

١٦١٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ. لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ. فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الثَّوْرِيِّ. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. عَنْ عِيَاضٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ. أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ

তরজমা --

১৬১৫। হযরত মুসাদ্দাদ (র) ... নাফে' হতে বর্ণিত। তিনি ব! লন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, এরপর লোকেরা ওমরের অর্ধ সা' গমকে (এক সা খেজুর ও বার্লির) সমপরিমাণ করতে থাকে। নাফে বলেন, আর হযরত আবদুল্লাহ (রা.) (সদকায়ে ফিতর হিসেবে) শুকনা খেজুর দিতেন। এরপর কোন এক বছর মদীনায় শুকনা খেজুর দুস্প্রাপ্য হওয়ায় তাঁরা (সদকায়ে ফিতর হিসেবে) বার্লি প্রদান করেন।

১৬১৬। হযরত আবুদল্লাহ ইবনে মাসলামা (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মাঝে (জীবিত) ছিলেন, তখন আমরা সদকায়ে ফিতর আদায় করতাম প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন ও কৃতদাসের পক্ষ থেকে এক সা' পরিমাণ খাদ্য (খাদ্যশস্য) বা এক সা' পরিমাণ পনির বা এক সা' বার্লি বা এক সা' খোরমা অথবা এক সা' পরিমাণ কিসমিস। আমরা এই হিসেবে সদকায়ে ফিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং অবশেষে মুয়াবিয়া (রা.) হজ্জ অথবা ওমরার উদ্দেশ্যে আসেন। এরপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করে ভাষন দেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, সিরিয়া থেকে আগত দুই 'মুদ' গম এক সা' খেজুরের সমপরিমাণ। তখন লোকেরা তাই গ্রহণ করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, কিন্তু আমি যত দিন জীবিত থাকব, সদকায় ফিতর এক সা' হিসেবেই দিতে থাকব।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে উলাইয়্যা ও আবদা প্রমুখ রাবীগণ ..... আবু সাঈদ (রা.) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অর্থের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে উপরোক্ত রাবীগণের মধ্যে একজন ইবনে উলাইয়্যা হতে أو صاعا من حنطة (অথবা এক সা'গম) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা মাহফুয নয়।

১৬১৭। হযরত মুসাদ্দাদ (র) হতে ইসমাঈলের সনদে বর্ণিত এ হাদীসে 'গমের' উল্লেখ নেই।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, মুয়াবিয়া ইবনে হিশাম উক্ত হাদীসে সাওরী হতে, তিনি যায়েদ ইবনে আসলাম হতে, তিনি ইয়ায হতে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে نصف صاع من بر বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ "অর্ধ সা' গম" আর তা মুয়াবিয়া ইবনে হিশামের ওয়াহাম, অথবা যাঁরা তাঁর নিকট হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁদের ওয়াহাম।

قوله : فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ التَّمْرَ عَامًا

সদকায়ে ফিতরের ক্ষেত্রে সর্বদা এক ছা' শুকনো খেজুর দেওয়াই ছিল ইবনে ওমরের কর্মপন্থা। (কেননা, অন্যগুলোর মধ্যে এটি সর্বোৎকৃষ্ট।) একবার মদীনায় শুকনো খেজুর উৎপন্ন হয়নি কিংবা কম হয়েছিল। এজন্য তিনি বাধ্য হয়ে সে বছর শুকনা খেজুরের পরিবর্তে যব দিয়েছিলেন।

قوله : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ

অধ্যায়ের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সূত্রে ইবনে ওমর এর হাদীসের বর্ণনা এসেছে। এই হাদীস হল আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর। এতে গমেরও উল্লেখ রয়েছে। এভাবে যে, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সদকায়ে ফিতরে অমুক অমুক বস্তু এক ছা' করে আদায় করতাম। এরপর হযরত মুআবিয়া রা,-এর যুগে তিনি ঘোষণা দিলেন যে, অর্ধ ছা' গমকে আমি এক ছা' যবের সমপরিমাণ মনে করি। ফলে লোকেরা তা গ্রহণ করল।

قوله : صَاعًا مِنْ أَقِطٍ

এহাদীসে صاع من اقط এর উল্লেখ রয়েছে। জানার বিষয় হল, এ বিষয়ে ফুকাহা ও ইমামগণ কি বলে থাকেন?

হানাফীদের মাযহাবে তো এ কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, পনিরের ক্ষেত্রে মূল্য গ্রহণযোগ্য। হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য বস্তুর মূল্যের পরিমাণ আদায় করা হবে। যেমন এক ছা' যবের মূল্যের সমপরিমাণ আদায় করা হবে।

হানাফীগণ বলেন, যেসব বস্তুর কথা হাদীসে উল্লেখ নেই কিংবা নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নয় তার মধ্যে মূল্য ধর্তব্য হবে।

অন্য ইমামদের থেকে পনির সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

মালেকিদের মতে সদকায়ে ফিতর হিসাবে শহরে প্রচলিত প্রধান খাদ্য দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং যদি কোনো শহর বা জনপদে পনির প্রধান খাদ্য হয়ে থাকে তাহলে সেখানকার বাসিন্দাদের এক ছা' পরিমাণ পনির আদায় করা জায়েয হবে অন্যথায় নয়।

শাফেয়ীদের থেকে দুটি মত পাওয়া যায়। ক. জায়েয হওয়া ও খ. জায়েয না হওয়া। তবে এ বিষয়ে তাদের তৃতীয় আরেকটি উক্তি হল, গ্রামবাসীদের জন্য এক ছা' পরিমাণ পনির দেওয়া জায়েয আছে। তবে শহরবাসীদের জন্য তা দেওয়া জায়েয নয়।

ইমাম আহমদের মাযহাব হাফেয ইবনে হাজর এই উল্লেখ করেছেন যে, যদি অন্য বস্তু পাওয়া না যায় তাহলে পনির দেওয়া জায়েয হবে।

ইবনে কুদামা হাম্বলী বলেন, যে ব্যক্তি অন্য বস্তু দ্বারা তা আদায় করতে সক্ষম নয় তার জন্য এটি আদায় করা জায়েয। তবে যে ব্যক্তি অন্য বস্তু দ্বারা আদায় করতে সক্ষম তার বিষয়ে জায়েয-না জায়েয দুই ধরনের মতামত রয়েছে।

١٦١٨ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا يَحْيَى . عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ . سَمِعَ عِيَاضًا . قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ . يَقُولُ : لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا . إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ . أَوْ شَعِيرٍ . أَوْ أَقِطٍ . أَوْ زَبِيبٍ . هٰذَا حَدِيثُ يَحْيَى . زَادَ سُفْيَانُ : أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ . قَالَ حَامِدٌ : فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ . فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فَهٰذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

তরজমা --

১৬১৮। হযরত হামিদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) ... ইবনে আজলান ইয়ায (র) কে বলতে শুনেছেন আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা.) কে বলতে শুনেছি ঃ আমি সব সময়ই (সকল বস্তু হতে) সদকায়ে ফিতর হিসেবে এক সা' পরিমাণই আদায় করতে থাকব। কেননা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সময়ে খেজুর, বার্লি, পনির ও কিসমিস সদকায়ে ফিতর হিসেবে এক সা' করে আদায় করতাম। এটা ইয়াহইয়ার হাদিস। সুফিয়ান اَوْ صاعا مِنْ دَقِيق বৃদ্ধি করেছে। অথবা এক সা' আটা।

রাবী হামিদ বলেন, মুহাদ্দিসগন এটা গ্রহণে অসম্মতি জানায় বলে সুফিয়ান এটা পরিহার করেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, এ অতিরিক্তটুকু ইবনে উয়ায়নার (অর্থাৎ সুফিয়ানের) ওয়াহাম।

তাশরীহ --

قوله : صَاعَ تَمْرٍ . أَوْ شَعِيرٍ . أَوْ أَقِطٍ . أَوْ زَبِيبٍ .

সদকায়ে ফিতরে যেসব বস্তু দেওয়া হয় তা দুই সহীহ গ্রন্থে মাত্র ৪টির উল্লেখ রয়েছে। ইবনে ওমর রা.-এর হাদীসে শুধুমাত্র দুইটি : শুকনো খেজুর ও যব এবং আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর হাদীসে চারটি : শুকনো খেজুর, যব, পনির ও কিসমিস। এই চারটি বস্তুর পরিমাণ এক ছা' করে উল্লেখ করা হয়েছে।

صاع من طعام সম্পর্কে আপত্তি

হাদীসে আরেকটি শব্দ صاعا من طعام পাওয়া যায়। দুই সহীহ গ্রন্থের কোনো মারফূ কিংবা মাওকুফ হাদীসে গম কিংবা তার পরিমাণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে صاعا من طعام উল্লেখ আছে। কোনো কোনো শাফেয়ী শারেহগণ এর দ্বারা গম উদ্দেশ্য করে থাকেন। অন্যরা এর ঘোর বিরোধিতা করেছেন। এ বিরোধিতাকে হাফিয ইবনে হাজারও নিঃশব্দে মেনে নিয়েছেন।

অবশ্য সহীহাইনে এ কথা পাওয়া যায় যে, হযরত মুআবিয়া রা. তাঁর যুগে একবার হজ কিংবা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেছিলেন।

সেখানে মিম্বরের উপর বসে মানুষের সামনে এ কথা বলেন যে, আমার মত এই যে, শাম দেশ থেকে যেসব গম আসছে তার অর্ধ ছা'-ই এক ছা' শুকনা খেজুরের সমান। তখন সকলেই তা মেনে নিল। তবে আবু সাঈদ খুদরী রা. ব্যতীত। তিনি বলেন, আমি তো সেভাবেই আদায় করব যেভাবে আজ পর্যন্ত আদায় করে এসেছি।

হাদীসের ছয় সহীহ গ্রন্থে গমের উল্লেখ

অবশ্য সিহাহ এর মধ্য থেকে অবশিষ্ট চার সুনান গ্রন্থে মারফূ (চাই হাকীকী হোক কিংবা হুকমী) হাদীসে গমের উল্লেখ রয়েছে। তবে পরিমাণের ব্যাপারে রেওয়ায়েতগুলো বিভিন্ন ধরনের। কোনোটিতে ছা' আবার কোনোটিতে অর্ধ ছা' উল্লেখ রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ অর্ধ ছা' গম সম্পর্কে পৃথক অধ্যায় উল্লেখ করেছেন; যার মধ্যে তিনি দুইটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। ক. ছালাবা ইবনে আবী ছুয়াইর এর হাদীস ও খ. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীস। প্রথম হাদীসের বিষয়বস্তু হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ছা' গমকে দুইজনের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর ঘোষণা করেছেন। (সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ থেকে অর্ধ ছা' হল।)

দ্বিতীয় হাদীসের বিষয়বস্তু এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যব এবং শুকনা খেজুরের এক ছা' ফরয করেছেন আর গমের করেছেন অর্ধ ছা'।

ছালাবা ইবনে আবী ছুয়াইরের হাদীসের আলোচনা ও আপত্তি

ছালাবা ইবনে আবী ছুয়াইরের হাদীস যাকে ইমাম আবু দাউদ বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করেছেন এবং যা হানাফীদের দলীল। তা সম্পর্কে কিছু মুহাদ্দিস আপত্তি করেছেন। তারা বলেন, এর মধ্যে সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই ইযতিরাব রয়েছে।

আল্লামা যায়লায়ী রাহ.-এর সকল সূত্রগুলোকে নাছবুর রায়া গ্রন্থে একত্র করেছেন এবং প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি এর কোনো কোনো সূত্রকে সহীহ ও শক্তিশালী/নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

মোটকথা, গমের এক ছা'-এ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট দলীল নেই। তবে نصف صاع من بر কিছু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বাস্তবিকপক্ষে জুমহুরের মাযহাবের মূল ভিত্তি হল আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর হাদীস, صاع من طعام এর উপর। আর নিঃসন্দেহে এই হাদীসটি সহীহ ও متفق عليه।

তবে এখানে طعام দ্বারা গম উদ্দেশ্য-এ কথা বলা খুবই দুর্বল। বিশেষ করে যখন সহীহ বুখারীর এক রেওয়ায়েতে আবু সাঈদ খুদরী নিজেই তা স্বীকার করেছেন- وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر

এই বিষয়ে ইবনে মুনযিরের মতামত

ইবনে মুনযির এ বিষয়ে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গম সম্পর্কে কোনো হাদীস নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নয়। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেও মদীনা মুনাওয়ারায় গম বিদ্যমান ছিল না। তবে খুবই সামান্য পরিমাণ।

এরপর সাহাবীদের যুগে যখন অধিক পরিমাণে হতে থাকল তখন তিনি নিজের চিন্তা-ভাবনা ও ইজতিহাদ দ্বারা তার পরিমাণ অর্ধ ছা' নির্ধারণ করেছেন। ফলে এখন সাহাবীর মতামত থেকে ফিরে আসার কোনো অবকাশ নেই। কেননা, তাঁরা আমাদের ইমাম ও অনুসরণীয়।

হাফিয ইবনে হাজার বলেন, আবু সাঈদ খুদরী রা. তো এ মতের সাথে একমত ছিলেন না তাহলে ইজমা কী করে হল?

আমি বলি, ইজমা হয়নি ঠিক আছে। কিন্তু জুমহুরে সাহাবা তো এই মতটি অবলম্বন করেছেন।

তাছাড়া আবু সাঈদ খুদরী রা. তো এ কথা বলেননি যে, এক ছা' গম দেওয়া উচিত। তিনি তো বরং বলেছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে যে ধরনের বস্তু দ্বারা সদকায়ে ফিতর আদায় করতাম এখনো তা দ্বারাই আদায় করব। অর্থাৎ সদকায়ে ফিতর হিসাবে গম আদায় করব না। এমনও নয় যে, তার এক ছা' পরিমাণ আদায় করব।

আর যদি এ উদ্দেশ্যই মেনে নেওয়া হয় যে, গমেরও এক ছা' আদায় করব তাহলে এটি তিনি নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে বলেছেন। অন্যদেরকে মাসআলা হিসাবে বলেননি। আর এ কথা তো সুস্পষ্ট।

ইমাম শাওকানী বলেন, যদি মেনে নেওয়া হয় যে, طعام এর মধ্যে গমও অন্তর্ভুক্ত আছে। তাহলে যেসব হাদীসে অর্ধ ছা' গমের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে সেসব হাদীসের সনদ ও সূত্রের দিক থেকে এই মাসআলার মধ্যে طعام দ্বারা গম কে নির্দিষ্ট করে নেওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয় না।

তানকীহ

সুনানে আবু দাউদে আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর হাদীসের একটি সূত্রে صاع من حنطة আর অন্যটিতে نصف صاع من بر উল্লেখ রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ উভয় বাক্যকে বর্ণনাকারীর ধারণা (وهم) ও অরক্ষিত (غير محفوظ) ঘোষণা করেছেন। আর বাস্তব ঘটনাও এই যে, আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর হাদীস সহীহ সূত্রগুলোতে গমের স্পষ্টত কোনো উল্লেখ নেই। গমেরও নেই আবার তার পরিমাণেরও নয়।

باب من روي نصف صاع من قمح

অর্ধ সা' গম প্রদানের বর্ণনাসমূহ

١٦١٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ . قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . قَالَ مُسَدَّدٌ : عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ . عَنْ أَبِيهِ . وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ . أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَاعٌ مِنْ بُرٍّ . أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ . حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ . ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى . أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللهُ . وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ . فَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى .

زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ : غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ

তরজমা -----------------------------------

১৬১৯। হযরত মুসাদ্দাদ (র).... যুহরি হতে, মুসাদ্দাদ বলেন, ছা'লাবা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবী সুয়াইর (র) হতে তিনি তাঁর পিতা হতে, আর সুলাইমান ইবনে দাইদ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ছা'লাবা অথবা ছা'লাবা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবী সুয়াইর (র) হতে তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ ছোট বা বড়, স্বাধীন বা কৃতদাস, নর বা নারী তোমাদের প্রতি দু'জনের পক্ষ থেকে এক সা' গম বা খেজুর নির্দিষ্ট করা হল। তোমাদের মধ্যে যারা ধনী তাদের আল্লাহ তায়ালা পবিত্র করবেন, এবং যারা গরিব তাদেরকে আল্লাহ তাদের দানের তুলনায় আরও অধিক দান করবেন।

রাবী সুলাইমান তাঁর হাদীসে غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ ধনি অথবা ফকীর বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন।

তাশরীহ -----------------------------------

قوله : باب من روي نصف صاع من قمح

তরজমাতুল বাবটি হানাফীদের পক্ষে। এর মধ্যে মুসান্নেফ দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। একটি ছালাবা ইবনে আবী সুয়াইর অপরটি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর। উভয় হাদীস সম্পর্কে আমাদের আলোচনা পূর্বের অধ্যায়ে করা হয়েছে।

قوله : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ

কোনো কোনো মুহাদ্দিস এই হাদীস সম্পর্কে এমন (নকদ) আপত্তি করেছেন যে, এর সনদ ও মতন উভয়টিতেই ইযতিরাব রয়েছে।

বর্ণনাকারী সাহাবীর নামের তাহকীক

قوله : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ

এ হাদীস বর্ণনাকারীর নাম প্রসঙ্গে বর্ণনাকারীদের মতভেদ রয়েছে। মূলত হাদীসটি পুত্র তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছে। কিন্তু পিতার নাম কি এবং পুত্রের নামই বা কি এ বিষয়ে বর্ণনাকারীদের মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কিছু সংখ্যক রাবী যে নামটি পিতার বলেছেন অন্যরা তা পুত্রের নাম বলে অভিহিত করেছেন। রিজালের কিতাবসমূহেও এই মতভেদটি এভাবে উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ এ সম্পর্কে যে মতভেদটি উল্লেখ করেছেন তার আলোকে এই হাদীসের বর্ণনাকারী সম্পর্কে তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। যথা:

এক. আবু ছুয়াইর দুই. ছালাবা ইবনে আবু ছুয়াইর ও তিন. আবদুল্লাহ ইবনে আবু ছুয়াইর।

তাকরীবুত তাহযীব গ্রন্থে হাফেযের মত এমন মনে হয় যে, পুত্রের নাম আবদুল্লাহ আর পিতার নাম ছা'লাবা ইবনে ছুয়াইর কিংবা ছা'লাবা ইবনে আবু ছুয়াইর। ইমাম যাহাবীর মতও এমনই মনে হয় কাশেফ গ্রন্থে। তেমনিভাবে বযলুল মাজহুদ গ্রন্থে দারা কুতনী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বিশুদ্ধ হল আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবা ইবনে আবী ছুয়াইর।

আবদুল্লাহ হাদীসটিকে তার পিতা ছা'লাবা থেকে বর্ণনা করেছেন। ফলে হাদীসের বর্ণনাকারী বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত অনুযায়ী ছা'লাবা ইবনে আবী ছুয়াইর।

ছালাবার হাদীস সংক্রান্ত আপত্তি ও তার জবাব

ছালাবার হাদীস দ্বারা গমের পরিমাণ অর্ধ ছা' হওয়া প্রমাণিত হয়। এজন্য শাফেয়ী ব্যাখ্যাকারগণ এই প্রশ্ন করেন যে, এ হাদীসে সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই ইযতিরাব রয়েছে।

প্রথমত সাহাবীর নাম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে যে, তিনি ছা'লাবা নাকি আবদুল্লাহ ইবনে ছা'লাবা।

দ্বিতীয়ত কেউ এটিকে মুরসাল হিসাবে আবার কেউ মুসনাদ হিসাবে বর্ণনা করেন।

এর জবাব হল, প্রথম মতভেদটি তো হল নাম সম্পর্কে, ব্যক্তি সম্পর্কে নয়। ব্যক্তি তো সুনির্দিষ্ট। আর মুরসাল-মুসনাদ বিষয়ক মতভেদটিও তেমন জটিল কোনো বিষয় নয়। মুরসাল হাদীসও জুমহুরের কাছে হুজ্জত। বিশেষ করে এই হাদীসের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য।

আর মতন সম্পর্কে মতভেদ হল এই যে, কেউ صاع من قمح বর্ণনা করেছেন আর অধিকাংশ نصف صاع من بر বলেছেন। আবার কেউ صاع من قمح عن كل انسان او عن كل رأس বলেছেন। আর কেউ صاع من بر بين اثنين বর্ণনা করেছেন।

যদি بين اثنين সহীহ হয় তাহলে প্রত্যেকের উপর অর্ধ ছা' হল। আর যদি عن كل رأس অথবা عن كل انسان সঠিক হয় তাহলে তো বাহ্যিকভাবেই প্রত্যের পক্ষ থেকে এক ছা' হবে।

কিন্তু এ বিষয়টিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মুসান্নেফ এ হাদীস সম্পর্কে কী অধ্যায় রচনা করেছেন। তিনি তো অর্ধ ছা' এর অধ্যায় উল্লেখ করেছেন। তাহলে মুসান্নেফের কাছে এ বিষয়ে অর্ধ ছা'ই জায়েয।

দ্বিতীয় কথা হল, অর্ধ ছা'-এর কথাটা অন্যান্য রেওয়ায়েত দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন মুসনাদে আহমদে আছে عن أسماء قالت : كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسلم مدين من قمح.

এছাড়াও আরো কিছু বর্ণনা আল্লামা আইনী শরহে বুখারীতে উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে কিছু রেওয়ায়েত এই কিতাবেও পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

قوله : أَمَّا غَنِيُّكُمْ

ইমাম খাত্তাবী ও অন্যান্য কিছু শাফেয়ী ব্যাখ্যাকারগণ এই হাদীস দ্বারা আরো ১টি মতভেদপূর্ণ মাসআলার প্রমাণ প্রদান করে থাকেন। যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তা এই যে, সদকায়ে ফিতর ধনী ও গরীব সকলের উপর ওয়াজিব। যা শাফেয়ীদের মাযহাব।

তারা এই হাদীসটিকে নিজেদের সপক্ষে পেশ করে থাকে। যার অর্থ এই দাড়ায় যে, এই হাদীসটিও তাদের কাছে দলীল-প্রমাণের উপযুক্ত।

١٦٢٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابْجِرْدِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ . حَدَّثَنَا بَكْرٌ هُوَ ابْنُ وَائِلٍ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ . أَوْ قَالَ : عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ . عَنْ بَكْرٍ الْكُوفِيِّ قَالَ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ . حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ . عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا . فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ . صَاعِ تَمْرٍ . أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ . عَنْ كُلِّ رَأْسٍ زَادَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ : أَوْ صَاعِ بُرٍّ . أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ . ثُمَّ اتَّفَقَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ . وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ

١٦٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . قَالَ : وَقَالَ : ابْنُ شِهَابٍ . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ : قَالَ ابْنُ صَالِحٍ : قَالَ الْعَدَوِيُّ : وَإِنَّمَا هُوَ الْعُذْرِيُّ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمُقْرِئِ

তরজমা --

১৬২০। হযরত আলী ইবনুল হাসান (র).. ছা'লাবা ইবনে আবদুল্লাহ অথবা (রাবীর সন্দেহ) আবদুল্লাহ ইবনে ছা'লাব (রা.) মহানবী হতে বর্ণনা করেছেন অপর দিকে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আন- নিশাপুরী... আবদুল্লাহ ইবনে ছা'লাবা ইবনে সুআইর তাঁর পিতার সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন। অতপর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এক সা' খেজুর অথবা একে সা' পরিমাণ বার্লি সদকায়ে ফিতর হিসেবে দেয়ার নির্দেশ দেন। রাবী আলীর হাদীসে আরও আছে ঃ أَوْ صَاعِ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ এক সা' গম (بر ও قمح উভয় শব্দের অর্থ অভিন্ন) দুইজনের মাঝে। এরপর উভয় রাবী (আলী ইবনে হাসান ও মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া) এক হয়ে বর্ণনা করেছেন ঃ ছোট, বড় স্বাধীন ও ক্রীতদাসন সকলের পক্ষ হতে (সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে।)

১৬২১। হযরত আহমদ ইবনে সালেহ (র) ... ইবনে শিহাব (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ছা'লাবা বলেছেন, আর ইবনে সালেহ (র) বলেন, রাবী আল'আদাভী বলেছেন, অথচ তিনি হলেন আল উযরী। (রাবী 'উযরী বলেন,) একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দুই দিন আগে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন.. আল মুকরীর হাদীসের অনুরূপ)।

তাশরীহ --

قوله : عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ . وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ

সদকায়ে ফিতর এর বিষয়ে একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা রয়েছে, যা সম্পর্কে ইমাম মালেক মুয়াত্তার মধ্যে ইঙ্গিত করেছেন।

قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى

অর্থাৎ সদকায়ে ফিতর যেমনিভাবে শহরবাসীর উপর ওয়াজিব তেমনিভাবে গ্রামবাসীর উপরও।

আওজাযুল মাসালিকগ্রন্থে (৩/২৮১) জুমহুরদের মাযহাব এটিই বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

লাইস ইবনে সাআদ, ইমাম যুহরী, রবীআহ প্রমুখ বলেন, সদকায়ে ফিতর গ্রামবাসীদের উপর ওয়াজিব নয়, শুধুমাত্র শহরবাসীদের উপর ওয়াজিব।

١٦٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ . قَالَ حُمَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَنِ الْحَسَنِ . قَالَ . خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ . فَقَالَ : أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ . فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ . فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ . أَوْ شَعِيرٍ . أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ . عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ . ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى . صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ . فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَأَى رُخْصَ السِّعْرِ . قَالَ : قَدْ أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ . فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . قَالَ حُمَيْدٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى مَنْ صَامَ

তরজমা ---

১৬২২। হযযরত মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র)... হাসান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রমযানের শেষভাগে বসরার (মসজিদের) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন এবং বলেন ঃ তোমরা তোমাদের রোযার যাকাত (সদকায়ে ফিতর) আদায় কর। সমবেত জনগণ তাঁর বক্তব্য বুঝতে না পারলে তিনি সেখানে উপস্থিত মদীনার লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাইদের নিকট যাও এবং তাদের এ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান কর, কেননা তারা বুঝতে পারছে না। রাসূলুল্লাহ এ সদকা এক স' পরিমাণ খেজুর বা বার্লি অথবা অর্ধ সা' পরিমাণ গম প্রত্যেক স্বাধী ক্রীতদাস, নর-নারী, ছোট-বড় সকলের উপর ধার্য করেছেন। এরপর হযরত আলী (রা.) যখন (বসরায়) আসেন তখন জিনিসপত্রের দাম কম দেখে বলেন ঃ এখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে প্রাচুর্য দান করেছেন। কাজেই তোমরা যদি প্রত্যেক বস্তু হতে সদকা (সদকায়ে ফিতর) হিসাবে এক সা' পরিমাণ দাও। (তবে ভালো হত)। রাবী হুমায়দ বলেন, হাসান এই মত পোষণ করতেন যে, রমযানের ফিতরা (সদকায়ে ফিতর) কেবল রোযাদার ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।

তাশরীহ ---

قوله : لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا

হযরত ইবনে আব্বাস রা. আলী রা.-এর পক্ষ থেকে বসরার গভর্ণর ও শাসক ছিলেন। তিনি রমযানের শেষ দিকে বসরার মিম্বরে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। যাতে তিনি সদকায়ে ফিতর আদায়ের প্রতি উৎসাহ ও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি তার পরিমাণও বর্ণনা করেছিলেন–শুকনা খেজুর ও যবের ক্ষেত্রে এক ছা' পরিমাণ আর গমের ক্ষেত্রে অর্ধ ছা'।

এরপর বর্ণনায় এমন রয়েছে যে, যখন আলী রা. (বাহ্যত নিজের রাজ্য/দারুল খিলাফত কুফা থেকে) বসরায় গমন করলেন এবং সেখানে গমের ব্যাপক ও অধিক ফলন দেখতে পেলেন তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা যেহেতু তোমাদেরকে অধিক পরিমাণে গম দান করেছেন তখন তোমরা যদি অর্ধ ছা' এর পরিবর্তে এক ছা'-ই প্রদান কর তাহলে ভালো হত। وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام অর্থাৎ হাসান বসরী রাহ.-এর মতে সদকায়ে ফিতর শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যে রমযানের রোযা রাখে।

বযলুল মাজহুদ গ্রন্থে হযরত লিখেন, অর্থাৎ তার মাযহাব এই ছিল যে, সদকায়ে ফিতর ছোট বাচ্চাদের উপর ওয়াজিব নয়। তবে আমরা তার দলীল সম্পর্কে অবগত হতে পারিনি।

আমি বলব, সদকায়ে ফিতর সম্পর্কিত আলোচনার শুরু দিকে طهرة للصائم এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এ অংশ দ্বারা হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব এই কথা প্রমাণ করেছেন যে, সদকায়ে ফিতর শুধুমাত্র রোযাদারের উপর ওয়াজিব। যারা রোযা রাখেনি তাদের উপর ওয়াজিব নয়

আলহামদুলিল্লাহ, সদকায়ে ফিতরের মাসায়েল ও বর্ণনাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা সমাপ্ত হল।

باب في تعجيل الزكاة

অগ্রিম যাকাত ফেতরা আদায় করা প্রসঙ্গে

١٦٢٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ . حَدَّثَنَا شَبَابَةُ . عَنْ وَرْقَاءَ . عَنْ أَبِي الزِّنَادِ . عَنِ الْأَعْرَجِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ . وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ . وَالْعَبَّاسُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا . فَأَغْنَاهُ اللهُ . وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ . فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا . فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ . وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ . وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا ثُمَّ قَالَ : أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الْأَبِ أَوْ صِنْوُ أَبِيهِ .

١٦٢٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا . عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ . عَنِ الْحَكَمِ . عَنْ حُجَيَّةَ . عَنْ عَلِيٍّ . أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ . فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذٰلِكَ . قَالَ مَرَّةً : فَأَذِنَ لَهُ فِي ذٰلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوٰى هٰذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ . عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ . عَنِ الْحَكَمِ . عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ

তরজমা --

১৬২৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কে যাকাত আদায়ের জন্য পাঠান। ইবনে জামীল, খালেদ ইবনুল ওলীদ ও আব্বাস (রা.) যাকাত প্রদানে অসম্মত হলেন। অতপর রাসূলুল্লাহ বললেন। ইবনে জামীল যাকাত প্রদানে অনিচ্ছুক এজন্য যে আসলে সে তো গরিব ছিল, এখন আল্লাহ তাকে ধনী করেছেন। আর খালেদ ইবনুল ওলীদ, তার প্রতি তোমরা যুলুম করছ (অর্থাৎ তার উপর যাকাত ফরয নয়)। কেননা তিনি তো তার লৌহবর্ম এবং যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে দিয়েছে। আর আব্বাস, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চাচা, তাঁর যাকাত আদায় ও অনুরূপ খরচপত্রের ভার আমাকেই বহন করতে হবে। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : তুমি কি অবগত নও যে, কোন ব্যক্তির চাচা তার পিতার সমতুল্য বা তার পিতার মতই?

১৬২৪। হযরত সাঈদ ইবনে মানসূর (র) ... আলী (রা.) হতে বর্ণিত। যে, একবার হযরত আব্বাস (রা.) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট (সময়ের পূর্বে) দ্রুত যাকাত প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে অনুমতি দান করেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হুশাইম .... হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। এবং হুশাইমের হাদীসটি অধিকতর বিশুদ্ধ।

তাশরীহ --

قوله : باب في تعجيل الزكاة

এটি একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা। হানাফী ও শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে নেসাবের মালিক হওয়ার পর বর্ষপূর্তির পূর্বে যাকাত আদায় করা জায়েয।

হাসান বসরী, সুফিয়ান ছাওরী, দাউদ যাহেরীর মতে অগ্রিম আদায় করা জায়েয নয়। তাদের মতে নামাযের মতো যাকাতের জন্যও একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। আর নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে যেমন নামায আদায় করা জায়েয নয় তেমনি এটিও জায়েয হবে না।

মালেকীদেরও মত এটিই। কিন্তু এক বর্ণনায় তিনি বলেন, অল্প কিছুদিন আগে দেওয়া জায়েয। তবে অল্প কিছু সময়ের পরিমাণ বিষয়ে তার কয়েকটি মত রয়েছে। যেমন মাস, অর্ধ মাস, পাঁচ দিন, তিন দিন ইত্যাদি।

কাওকাবের হাশিয়ায় হাম্বলীদের মাযহাব এই লেখা হয়েছে যে, তাদের মতে শুধু দুই বছর আগে আদায় করা জায়েয আছে।

قوله : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করলেন যেন তিনি লোকদের যাকাত উসুল করেন। সুতরাং তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন। ফিরে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তিন ব্যক্তি সম্পর্কে অভিযোগ করলেন। তাঁরা হলেন, ইবনে জামীল, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও তৃতীয়জন আব্বাস রা.। অভিযোগ হল, তাঁরা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

قوله : فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ

ইবনে জামীলের নাম জানা যায়নি। এটিই বিশুদ্ধ। আর এজন্যই হাফেয যাহাবী فيمن عرف بأبيه ولم يسم এর অধীনে উল্লেখ করেছেন। তবে কেউ বলেছেন, তাঁর নাম আবদুল্লাহ আবার কেউ বলেছেন হুমাইদ।

قوله : مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনজনের প্রত্যেকের সম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে জামীল সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তার যাকাত আদায়ের ব্যাপারে কোনো কিছু প্রতিবন্ধক হতে পারে না। (কোনো ওযরও তার নেই।) এটি ছাড়া যে, সে প্রথম দিকে গরীব ছিল অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে নিজ অনুগ্রহে ধনী বানিয়েছেন। আর বাহ্যত আল্লাহ তাআলার তাকে ধনী বানানো যাকাত আদায়ের প্রতিবন্ধক ও ওযর কখনো হতে পারে না। মোটকথা, তার যাকাত আদায় না করার মতো কোনো কারণ ও ওযর নেই।

আরব ফসীহগণ কখনো কখনো কোনো বিষয়ের 'না বোধক অর্থের মুবালাগা' সৃষ্টি করার জন্য তার 'নফী' করার পরিবর্তে এমন কিছু ব্যবহার করেন এবং এমন কিছু সাবেত করেন, যা ঐ অবস্থায় কখনো সম্ভব নয়। সুতরাং এমনটি যদি প্রশংসার স্থলে করা হয় তাহলে ইলমে বাদী' এর ভাষায় তাকে تاكيد المدح بما يشبه الذم বলা হয়। আর ভর্ৎসনা ও নিন্দার স্থলে হলে তাকে تاكيد الذم بما يشبه المدح বলা হয়।

প্রথমটির উদাহরণ হল-পংক্তি

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم + بهن فلول من قراع الكتائب

দ্বিতীয়টির উদাহরণ হিসাবে এই হাদীস পেশ করা যেতে পারে। (কসতালানী শরহে বুখারী)

এ প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত হল কুরআন মজীদের আয়াত – الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার লিখেন, ইবনে জামীল মুনাফিক ছিল। এরপর কুরআনের আয়াত وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا لهم নাযিল হওয়ার পর তিনি বললেন, استتابني ربي فتاب অর্থাৎ আমার রব আমার তাওবা করা চান। ফলে তিনি তওবা করলেন এবং তাঁর অবস্থা সংশোধন হয়ে গেল فصلحت حاله।

قوله : وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ

খালিদ ইবনে ওলিদ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তার তো সব সমরাস্ত্র, লৌহবর্ম আর অন্যান্য অস্ত্র ও সওয়ারীসমূহ (যা ব্যবসার জন্য ছিল সবকিছু বর্ষপূর্তির পূর্বেই) আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছে। অর্থাৎ তাহলে এরপর তার উপর যাকাত কীভাবে ওয়াজিব হবে? সুতরাং তার কাছে তোমাদের যাকাত চাওয়া তার প্রতি জুলুম।

এই বাক্যের দ্বিতীয় মতলব হল, খালিদ যখন দানশীল (যা উপরে বলা হয়েছে) তখন সে ওয়াজিব যাকাত আদায় করতে কীভাবে অস্বীকার করতে পারে? বরং তোমাদের কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে (খালিদের কোনো কথা শুনে।)

তৃতীয় মতলব এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, খালিদ জিহাদের জন্য যে সমস্ত মালপত্র ওয়াকফ করেছে তা-ই তার ওয়াজিব যাকাত হিসাবে গণ্য করে নেওয়া হোক। কেননা, 'ফী সাবিলিল্লাহ' অর্থাৎ জিহাদও তো যাকাতের ক্ষেত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত। (তাহলে ধরে নাও যে, সে নিজেই তার যাকাত আদায় করে দিয়েছে।)

قوله : وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا

হাদীসের এই অংশের ব্যাখ্যায় দু ধরনের উক্তি পাওয়া যায়।

এক. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কিংবা বাইতুল মালের কোনো প্রয়োজনে হযরত আব্বাস রা. থেকে দুই বছরের যাকাত সময়ের পূর্বেই অগ্রিম নিয়ে নিয়েছিলেন। এজন্য তিনি বলেছেন যে, আব্বাসের দুই বছরের যাকাত আমার দায়িত্বে। আমি তা আদায় করে দিব।

দারা কুতনীর বর্ণনায় এর উল্লেখও পাওয়া যায়।

انا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين

আর কিতাবেও সামনে আসছে যে, হযরত আব্বাস রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অগ্রিম যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। যার প্রেক্ষিতে তিনি তাকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন।

আর এই ব্যাখ্যাটি মুসান্নেফের তরজমাতুল বাবের সাথে মিলে যায়।

দুই. এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই লেখা হয় যে, আব্বাস রা. আমার শ্রদ্ধেয় চাচা। আমার উপর তাঁর অনেক হক রয়েছে। ফলে আমি তাঁর যাকাতের দায়িত্ব নিলাম। ما شعرت ان عم الرجل صنو أبيه । এই বাক্য দ্বারা উক্ত মতলবটি সুদৃঢ় হয়।

অথবা উদ্দেশ্য হল, তাঁর এ বছর ও আগামী বছরের যাকাত আমি নিজেই উসুল করে নিয়েছি। তাই এখন সে দ্বিতীয়বার কেন যাকাত আদায় করবে? তবে علي শব্দটি বাহ্যিকভাবে এ উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

قوله : فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا

এটি সুনানে আবু দাউদ ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনা। আর সহীহ বুখারী, নাসাঈর বর্ণনায় আছে فهي عليه অর্থাৎ আব্বাস রা.-এর যাকাত তাঁর উপরই সদকা করে দেওয়া হোক।

এখন প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, আব্বাস রা.-এর যাকাত তাঁর উপরই সদকা করে দেওয়া হবে কিভাবে? বনী হাশিমের জন্য তো সদকা হারাম?

এর জবাব হল এ ঘটনাটি বনী হাশিমের জন্য সদকা হারাম হওয়ার পূর্বেকার।

এর (বুখারীর বর্ণনার) দ্বিতীয় মতলব এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আব্বাস আমার শ্রদ্ধেয় চাচা। অনেক বড় মানুষ। তার ব্যাপারে হতাশ হয়ো না। এই সদকা তাঁর উপর ওয়াজিব ও সাবেত। আর তার উপরই যথেষ্ট নয়; বরং তার সঙ্গে আরো এ পরিমাণ। আর (যা তিনি দিবেন) তা তাঁর শান হিসাবে তাই মুনাসিব।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারগণ বুখারীর বর্ণনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, মূল বর্ণনার শব্দ হল عليه আর عليّه এর মধ্যে ইয়া তাশদীদসহ। যা ইয়া মুতাকাল্লিম। আর শেষে 'হা' হল 'হা-সাকতা' عليّه হবে এ অবস্থায় উভয় বর্ণনা একই হয়ে যাবে। আর বুখারীর বর্ণনার মতলব আবু দাউদের বর্ণনার অনুযায়ী হবে।

باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাত স্থানান্তর সম্পর্কিত অধ্যায়

১৬২৫ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ. أَخْبَرَنَا أَبِي. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ. مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. عَنْ أَبِيهِ أَنَّ زِيَادًا أَوْ بَعْضَ الأُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي. أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

তরজমা ---

১৬২৫। হযরত নাসর ইবনে আলী (রহ.) ... ইবরাহীম ইবনে আতা (রহ.) তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন যে, যিয়াদ অথবা অন্য কোন শাসক ইমরান ইবনে হুসায়েন (রা.) কে যাকাত আদায়ের জন্য পাঠালেন। এরপর ইমরান (রা.) ফিরে এলে তিনি (আমীর) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, যাকাতের মাল কোথায়? তিনি বললেন ঃ আপনি কি আমাকে মালের জন্য পাঠিয়েছেন, আমরা তা সেসব স্থান হতে গ্রহণ করেছি যেখান হতে আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সময়ে গ্রহণ করতাম আর তা সেসব স্থানে খরচ করেছি, যেখানে আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সময়ে ব্যয় করতাম।

তাশরীহ ---

قوله: باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

যাকাত স্থানান্তরের ব্যাপারে ওলামাদের মতভেদ ঃ জুমহুর ওলামা ও তিন ইমাম এর মতে স্থানান্তর জায়েয নয়। সুতরাং কেউ স্থানান্তর করলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মালেকীদের মতে জায়েয হয়ে যাবে। তবে শাফেয়ীদের মতে জায়েয হবে না।

ইবনে কুদামা হাম্বলীদের থেকে উভয় মতই বর্ণনা করেছেন। আর হানাফীদের মতে কোনো কল্যাণ ও প্রয়োজন ছাড়া স্থানান্তর করা মাকরূহ।

সুতরাং যদি কোনো কল্যাণের জন্য স্থানান্তর করা হয় যেমন–অন্য স্থানে প্রয়োজন বেশি অথবা কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে কিংবা অধিক যোগ্য মুত্তাকী বা মুসলমানদের জন্য অধিক উপকারী স্থানে যাকাত স্থানান্তর করা হয় হবে তা মাকরূহ হবে না।

ইমাম বুখারী রাহ. এ মাসআলা সম্পর্কে যে তরজমাতুল বাব রচনা করেছেন তা দ্বারা বাহ্যত হানাফীদের মতেরই تائيد সমর্থন হয়। শিরোনাম হল باب أخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء حيث كان

অর্থাৎ ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করার পর দরিদ্রদেরকে দেওয়া হবে তারা যেখানেই থাকুক না কেন।

লাইস ইবনে সা'দ এবং ইবনুল মুনযির শাফেয়ীর নিকট এই মতটিই গ্রহণযোগ্য এবং এটি ইমাম শাফেয়ীরও একটি মত। বুখারীর ব্যাখ্যাকার ইবনুল মুনীরের ভাষ্যমতে ইমাম বুখারীর মাযহাবও এটিই।

লামেউদ দুরারী (২/১৭৩) গ্রন্থে তরজমাতুল বুখারীর সাথে মুআয রা.-এর হাদীসের মোতাবাবাকাত এর পর হযরত গাঙ্গুহী রাহ.-এর ইরশাদ বর্ণিত রয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয রা.কে আহলে কিতাবদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন যেমনটি হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। ফলে এর যমীরগুলোও আহলে কিতাবদের দিকেই ফিরবে। অর্থাৎ সেসব আহলে কিতাব থেকে (তাদের ইসলাম গ্রহণের পর) তাদের যাকাত নিয়ে আহলে কিতাবদের নিকটই ফিরিয়ে দাও। আর এটি তো জানা কথা যে, সেসব আহলে কিতাব শুধু নির্দিষ্ট একটি শহরে কিংবা এলাকায় ছিল না, বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল। সুতরাং এর দ্বারাও ব্যাপকতা প্রকাশ হয়।

باب من يعطي من الصدقة ، وحد الغنى

যাকাত কাকে দিতে হবে এবং কাকে ধনী বলা যায়

১৬২৬ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَبْدِ اللهِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ . جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ . أَوْ خُدُوشٌ . أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . وَمَا الْغِنَى ؟ قَالَ : خَمْسُونَ دِرْهَمًا . أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ . قَالَ يَحْيَى : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ لِسُفْيَانَ : حِفْظِي أَنَّ شُعْبَةَ . لَا يَرْوِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ . فَقَالَ سُفْيَانُ : حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ

তরজমা -----

১৬২৬। হযরত আল হাসন ইবনে আলী (র)... আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভিক্ষা চায় অথচ তার নিকট যা আছে তা তার জন্য যথেষ্ট, সে কেয়ামতের দিন তার চেহারায় অসংখ্য জখম, নখের আঁচড় ও ক্ষতসহ উঠবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! ধনী হওয়া কি জিনিস? তিনি বললেন ঃ পঞ্চাশ দিরহাম অথবা পঞ্চাশ দিরহাম মূল্যের সমপরিমাণ স্বর্ণ (যার কাছে থাকবে সে ভিক্ষা করতে পারবে না)।

ইয়াহইয়া (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওসমান (র) সুফিয়ানকে বললেন, আমার স্মরণমতে শো'বা (র) হাকীমের সনদে হাদীস বর্ণনা করেন না। সুফিয়ান বললেন, যুবাইদ (র) মুহাম্মদ ইবনে আবদুল রহমান ইবনে ইয়াযীদের সনদে তা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

তাশরীহ -----

قوله : حد الغنى

জানা উচিত যে, ধনাঢ্যতার সীমা সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনাসমূহ বিভিন্ন রকমের রয়েছে। তেমনিভাবে ইমামদের মাযহাবও বিভিন্ন। অধ্যায়ের প্রথম হাদীসে এর পরিমাণ পঞ্চাশ দিরহাম কিংবা তার সমপরিমাণ স্বর্ণ উল্লেখ রয়েছে।

আর দ্বিতীয় হাদীসে এর পরিমাণ এক ওকিয়া অর্থাৎ চল্লিশ দিরহাম উল্লেখ রয়েছে।

এরপর অধ্যায়ের তৃতীয় হাদীসে এর পরিমাণ قدر ما يغديه ويعشيه উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যার আহার পরিমাণ খাদ্য।

বর্ণনাসমূহের এ বিভিন্নতাকে কেউ কেউ এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, এটি ব্যক্তি ও অবস্থার ভিন্নতার কারণে হয়েছে। এর মধ্যে মূল বিষয় হল ফিদয়ার পরিমাণ। কারো জন্য ফিদয়ার পরিমাণ হল, পঞ্চাশ দিরহাম। কারো জন্য ৪০ দিরহাম।

আর কিছু ব্যাখ্যাকার এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, এসব হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐসব লোকদের সম্বোধন করেছিলেন যাদের অধিকাংশের পেশা ছিল ব্যবসা। ফলে তিনি ব্যবসার মূলধনের জন্য আনুমানিক একটা পরিমাণ ৪০ কিংবা ৫০ দিরহাম নির্ধারণ করেছেন।

আর তৃতীয় বর্ণনা অর্থাৎ قدر ما يغديه ويعشيه এর ব্যাখ্যা এই করা হয়েছে যে, এর দ্বারা কেবলমাত্র এক দিন ও এক রাতের খোরাকি/খাদ্য উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রতিদিনের সকাল-সন্ধ্যার খাদ্য ও তার পৃথক কোনো ব্যবস্থা থাকা উদ্দেশ্য। তা যে কোনো ভাবেই হোক না কেন। শ্রম, ব্যবসা, কৃষি ইত্যাদি যে কোনো উপায়েই হোক। মোটকথা, সকল হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবস্থা থাকা।

কেউ কেউ এসব হাদীসের মাঝে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, এসবের কোনাটি অন্যটির জন্য নাসেখ হয়েছে। ফলে তারা ওকিয়ার হাদীস দ্বারা قدر ما يغديه ويعشيه এর হাদীস মানসূখ হওয়ার কথা বলেন। এরপর ওকিয়ার হাদীসকে মানসূখ মনে করেন خمسون درهما এর হাদীস দ্বারা।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, নসখের তারতীবটি এ রকম নয়; বরং এটা তার সম্পূর্ণ উল্টো। অধিক থেকে অল্পের দিকে। সুতরাং خمسون درهما এর জন্য নাসেখ হল أربعون درهما আর তার নাসেখ হল قدر ما يغديه ويعشيه এর হাদীস।

ধনাঢ্যতার পরিমাণ বিষয়ে ইমামদের মাযহাবসমূহের বিশ্লেষণ

সুফিয়ান সাওরী, ইবনে মুবারক, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই এর মতে ৫০ দিরহাম।

আবু উবায়দ কাসিম ইবনে সাল্লাম-এর মতে ৪০ দিরহাম।

ইমাম আহমদ রাহ.-এর মতে সর্বাবস্থায় قدر كفاية অর্থাৎ পৃথকভাবে যথেষ্ট পরিমাণ জীবিকা ও রোজি রোজগারের ব্যবস্থা থাকা। চাই তা নগদ অর্থ-সম্পদ দ্বারা হাক কিংবা উপার্জনের মাধ্যমে হোক। ফলে এমন ব্যক্তি ধনী বলে গণ্য হবে।

তার জন্য মানুষের কাছে চাওয়া/ভিক্ষা করা এবং যাকাত গ্রহণ করা জায়েয হবে না। চাই সে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হোক বা না হোক।

তার দ্বিতীয় মত হল, ৫০ দিরহাম কিংবা এ পরিমাণ স্বর্ণের মূল্য থাকা।

শাফেয়ীদের মাযহাব হল, প্রতিদিনের আয় ও উপার্জন যথেষ্ট পরিমাণ হওয়া। (এর ভিত্তি হবে উপার্জনের উপর) অথবা অবশিষ্ট জীবনের অধিকাংশ সময়ের জন্য قدر كفاية এর ব্যবস্থা থাকা। (এর ভিত্তি হল নগদ অর্থের উপর।) এর ব্যাখ্যা সামনে আসবে।

মালেকীদের মতে এক বছরের খাদ্য অর্থাৎ এক বছরের খোরাকি থাকা। অর্থাৎ যা তার ও তার পরিবার-পরিজনের জন্য এক বছর পর্যন্ত জীবিকা হতে পারে। (এই শেষ শর্তটি সকল মাযহাবে গ্রহণযোগ্য।)

এ বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল যে, ধনাঢ্যতার কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। এর ভিত্তি হল قدر كفاية হওয়া বা না হওয়ার উপর। আর এটি সুস্পষ্ট যে, قدر كفاية সকলের জন্য প্রযোজ্য। এক পর্যায়ের নয়; বরং এটি মানুষের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কেননা, কারো পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি থাকে আবার কারো কম কিংবা কোনো সদস্যই থাকে না।

তেমনিভাবে কেউ উপার্জনক্ষম আর কেউ অক্ষম যে উপার্জন করতে পারে না। সুতরাং কেউ নেসাবের পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও যদি তা তার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ না হয় তাহলে সে জুমহুরদের মতে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। যাকাত গ্রহণ তার জন্য জায়েয হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি চল্লিশটি ছাগলের মালিক। কিন্তু তার উপার্জন তার জন্য যথেষ্ট নয় তাহলে সে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। যদিও তার নিজের উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব।

হানাফীদের মতে ধনাঢ্যতার সীমা পরিমাণ নির্দিষ্ট। অর্থাৎ বর্ধনশীল নেসাবের মালিক হওয়া। ফলে যে ব্যক্তি নেসাবের মালিক হবে সে তার মতে ধনী বিবেচিত হবে। চাই তার আর উপার্জন তার জন্য সার্বক্ষণিক যথেষ্ট পরিমাণ হোক বা না হোক।

আর যে ব্যক্তি নেসাবের মালিক নয় সে ধনী না, তার জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয আছে। যদিও তার আয়-উপার্জন তার জন্য যথেষ্ট হয়।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল, জুমহুরদের নিকট ধনাঢ্যতার দুটি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন।

প্রথমটি ঐ প্রকার যা যাকাত ওয়াজিব করে। আর তা হল নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া আর দ্বিতীয় প্রকার হল যা যাকাত গ্রহণের প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ قدر كفاية (যথেষ্ট পরিমাণ) সম্পদ থাকা।

হানাফীদের মতে যাকাত ওয়াজিব হওয়া ও যাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার সম্পর্ক হল নেসাবের সঙ্গে।

ইমাম আহমদের দ্বিতীয় মতটি হল, যদি কারো নিকট ৫০ দিরহাম থাকে কিংবা তার সমমূল্যের স্বর্ণ থাকে তাহলে এটিও যাকাত গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধক হবে।

শাফেয়ীদের মাযহাবের বিশ্লেষণ ঃ যে ব্যক্তি ব্যবসা কিংবা উপার্জন করতে সক্ষম নয়। সামর্থ্য না থাকার কারণে বা দুর্বলতার কারণে কিংবা এর জন্য উপযোগী কোনো সরঞ্জাম না থাকার কারণে। আর তার জীবন নির্বাহ হয় মজুদ সম্প `দ্বারা। এমন ব্যক্তির হুকুম হল, যদি মজুদ মাল তার বাকি জীবনের অধিকাংশ সময়ের জন্য যথেষ্ট হয় তাহলে সে ধনী বলে গণ্য হবে। তার জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

আর যদি এ পরিমাণ সম্পদ না থাকে তাহলে সে ধনী হবে না এবং তার জন্য যাকাত গ্রহণ করাও জায়েয। জীবনের অধিকাংশ সময়ের সীমা তার মতে ৬২ বছর।

আর ব্যবসা ও উপার্জনে সক্ষম হওয়া অবস্থায় তার মতে প্রতিদিনের উপার্জন ও ব্যবসায়িক মুনাফা গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ যদি তা তার জন্য যথেষ্ট হয় তাহলে সে ধনী হবে। অন্যথায় নয়। (রওযাতুল মুহতাজিন পৃ. ২৮৮)

ফকীর ও মিসকীনের সংজ্ঞা সম্পর্কে ইমামদের মতামত

পূর্বে যে মাসআলার কথা বলা হয়েছে তা হল, ফকীর ও মিসকীন যাদের যাকাত গ্রহণের যোগ্য হওয়ার কথা আল্লাহ তাআলাই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন তাদের পরিচয় ও মিসদাক সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তা এই যে, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে ফকীর ঐ ব্যক্তি, যার নিকট নগদ অর্থ কিংবা উপার্জিত কোনো অর্থ একেবারেই নেই। আর যদি থাকে তাহলে তা যথেষ্ট পরিমাণ থেকেও অর্ধেক কিংবা তার চেয়েও কম। যেমন এক ব্যক্তির قدر كفاية হল প্রতিদিন ১০ দিরহাম। কিন্তু তার আয়-উপার্জন শুধুমাত্র ৪ দিরহাম। তাহলে সে ফকীর বলে গণ্য হবে।

আর মিসকীন হল যার কাছে পূর্ণ যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ নেই, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণের অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ রয়েছে। যেমন পূর্বের উদাহরণের ব্যক্তির দৈনিক আয়-উপার্জন ৫ দিরহামের কম এবং ৯ দিরহামের বেশি না হওয়া।

হানাফীদের মতে ফকীর ঐ ব্যক্তি, যে নেসাবের কম পরিমাণ সম্পদের মালিক। কিংবা নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেও তা বর্ধনশীল সম্পদ নয় বা বর্ধনশীল হলেও তা তার বাসস্থান, বস্ত্র ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন থেকে অধিক নয়।

মালেকীদের মতে ফকীর ঐ ব্যক্তি, যার পূর্ণ এক বছরের খাদ্য/জীবিকার বন্দোবস্ত নাই।

তবে উভয়ের মতে মিসকীন হল সে ব্যক্তি, যার নিকট কোনো কিছুই নেই।

এ আলোচনা দ্বারা যেমনিভাবে এ কথা জানা গেল যে, জুমহুরদের মতে ধনী হওয়ার ভিত্তি নেসাবের উপর নয়; বরং قدر كفاية সম্পদ থাকা-না থাকার উপর।

পাশাপাশি এ কথাও জানা গেল যে, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে ফকীর অবস্থাগত দিক থেকে মিসকীন থেকে নিম্নস্তরের।

আর হানাফী ও মালেকীদের মতে বিষয়টি এর উল্টো।

قوله : جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

এখানে جاءت শব্দের ضمير مؤنث মাসআলা-এর দিকে ফিরেছে। যা سأل শব্দ দ্বারা বোঝা যায়। মূল এবারত হবে – جاءت المسئلة يوم القيامة وهي خموش أو خدوش অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভিক্ষা করবে অপ্রয়োজনের তার এই ভিক্ষা করা কিয়ামতের দিন আসবে।

অর্থাৎ প্রকাশ হবে এ অবস্থায় যে, তার চেহারায় দাগ দেওয়া হবে। অর্থাৎ তার এই ভিক্ষা করা কিয়ামতের দিন তার চেহারায় দাগ ও ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণ হবে। অর্থাৎ তার লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার কারণ হবে

নাসাঈর বর্ণনায় আছে, جاءت خموشا أو كدوحا في وجهه এ বাক্যে خموش ও كدوش উভয়টি 'হাল' হওয়ার ভিত্তিতে নসবের সাথে হবে।

আবু দাউদের বর্ণনায় উভয়টি মুবতাদা মাহযুফের খবর হয়েছে। আর এই জুমলায়ে ইসমিয়াটি 'হাল' হয়েছে।

قوله: خُمُوشٌ. أَوْ خُدُوشٌ. أَوْ كُدُوحٌ

এগুলোর প্রথম হরফ মাযমূম (যম্মাযুক্ত)। এগুলো সমার্থবোধক শব্দ। যার অর্থ জখম।

আবার তিনটি শব্দ মাছদারও হাতে পারে এবং বহু বচনও। خموش এটি خمش এর বহুবচন। كدوح এটি كدح এর বহু বচন। যেমন বলা হয় خمشت المرأة وجهها যখন সে নখ কিংবা অন্য কিছু দ্বারা নিজের চেহারায় আঁচড় দেয় ও ক্ষত সৃষ্টি করে ফেলে।

قوله: أَوْ خُدُوشٌ. أَوْ كُدُوحٌ

এখানে أو শব্দটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ হতে পারে। অর্থাৎ বর্ণনাকারী তার উস্তাদ থেকে কোন শব্দ শুনেছিল তা ভালোভাবে স্মরণ নেই।

এমনও হতে পারে যে, এ শব্দটি স্বয়ং বক্তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কালামের মধ্যেই ছিল। এ অবস্থায় তা تقسيم و تنويع (প্রকার বোঝানোর) জন্য হবে। আর এ অবস্থায় তিনটিকে ভিন্ন ভিন্ন স্তর হিসাবে গণ্য করতে হবে। স্তরের এই ভিন্নতা হবে ভিক্ষুকের অবস্থার ভিন্নতার ভিত্তিতে। কেননা, কোনো কোনো ভিক্ষুক مقل তথা মাঝে ভিক্ষা করে আর কেউ مكثر তথা বেশি পরিমাণে করে থাকে। আবার কেউ مفرط তথা অনেক বেশি ভিক্ষা করে। তেমনিভাবে خمش এটি خدش এর তুলনায় অধিক হতে হবে। আর خدش এটি كدح এর তুলনায় অধিক। কেননা, خمش শুধুমাত্র চেহারার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর خدش সাধারণ চামড়ার ক্ষেত্রে বলা হয় এবং كدح হল চামড়ার বাইরের অংশ (বর্হিত্বক) এর মধ্যে হয়ে থাকে। তবে خدش এর ব্যতিক্রম। কেননা, خدش চামড়ার ভিতরেও হতে পারে।

কেউ কেউ এই তিনটির মাঝে পার্থক্য অন্যভাবে করেছেন। তা এই যে, خمش হল নখ দ্বারা আঁচড় দেওয়া। আর خدش হল লাঠি বা লাকড়ি দ্বারা আঁচড় দেওয়া। আর كدح বলা হয় দাঁত দ্বারা কাটা।

قوله: قَالَ يَحْيَى: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ لِسُفْيَانَ

পূর্বের হাদীসটি সুফিয়ান সাওরী হাকিম ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে উসমান যিনি শু'বার শাগরিদ সুফিয়ানকে বলেছেন, যে যতদূর আমার মনে পড়ে তাহল এই যে, আমার উস্তাদ শু'বা হাকীম ইবনে জুবাইরের বর্ণনা গ্রহণ করেন না। (তার যয়ীফ হওয়ার কারণে। সুতরাং উত্তম এই ছিল যে, আপনিও এই হাদীসটি অন্য কোনো রাবী থেকে বর্ণনা করতেন।) এর উত্তরে সুফিয়ান বললেন, فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن

অর্থাৎ এই হাদীস আমার কাছে হাকীম ইবনে জুবাইর ছাড়া যুবায়দ থেকেও পৌঁছেছে। (সুতরাং তোমাদের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। কেননা, যুবায়দ নির্ভরযোগ্য রাবী।) এই যুবায়দ হলেন যুবায়দ ইবনে হারিস (মানহাল) এবং তিনি সিহাহ সিত্তার রাবী।

তাকরীবুত তাহযীব গ্রন্থে আছে, ثقة ثبت عابد

١٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ . أَنَّهُ قَالَ نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَ لِي أَهْلِي اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ : لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ . أَوْ عِدْلُهَا . فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا .

قَالَ الأَسَدِيُّ : فَقُلْتُ : لَلِقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا قَالَ : فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ . فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ . فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ . أَوْ كَمَا قَالَ : حَتَّى أَغْنَانَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ كَمَا قَالَ مَالِكٌ

١٦٢٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ . عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ . فَقَدْ أَلْحَفَ . فَقُلْتُ : نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ قَالَ هِشَامٌ : خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ . فَلَمْ أَسْأَلْهُ شَيْئًا . زَادَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ : وَكَانَتِ الأُوقِيَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

তরজমা ---

১৬২৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা (রহ.) .... আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) বনী আসাদ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার আমি এবং আমার পরিবার পরিজন (মদীনার নিকটবর্তী) বাকীউল গারকাদে গিয়ে নামি। তখন আমার স্ত্রী আমাকে বলল, আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে যান এবং তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনা করুন যা আমরা খেতে পারি। অতপর তারা তাদের প্রয়োজনের কথা বর্ণনা করতে লাগল। অতপর আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে পৌছে দেখতে পাই যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনা করছে আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলছেন ঃ আমার কাছে এমন কিছু নেই যা আমি তোমাকে দিতে পারি। এরপর সে তাঁর দরবার হতে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল একথা বলতে বলতে ঃ আমার জীবনের কসম! নিশ্চয় আপনি আপনার পছন্দসই লোককে দিয়ে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ লোকটি আমার উপর এজন্য অসন্তুষ্ট হল যে আমার নিকট তাকে দেয়ার মত কিছুই নেই। (এরপর তিনি বললেন ঃ) তোমাদের মধ্যে যারা ভিক্ষা চায়, অথচ সে এক উকিয়া বা তার সমপরিমাণ মূল্যের মালের মালিক, সে অবশ্যই উত্যক্ত করার জন্য ভিক্ষা চায়।

আসাদী বলেন, তখন আমি (মনে মনে) বলি, আমাদের উষ্ট্রী উকিয়া হতে উত্তম। আর উকিয়া হল চল্লিশ দিরহাম

রাবী বলেন, অত:পর আমি তাঁর নিকট কিছুই না চেয়ে ফিরে আসি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে কিছু জব ও কিসমিস এলে তিনি তার অংশবিশেষ আমাদেরও দেন অথবা (রাবীর সন্দেহ) যেমন তিনি বলেছেন, এমনকি আল্লাহ্ তাআলা এর বদৌলতে আমাদেরকে মালদার বানিয়ে দেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেনঃ ইমাম ছাওরী উপরোক্ত হাদীসটি এভাবেই বর্ণনা করেছেন যেমন ইমাম মালেক বলেছেন।

১৬২৮। হযরত কুতায়বা ইবনে সাঈদ (রহ.)........ আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভিক্ষা চায়, আর তার নিকট এক উকিয়া পরিমাণ মূল্যের কিছু থাকে সে অসংগতভাবে ভিক্ষা চায়। এরপর আমি (মনে মনে) বলি, আমার ইয়াকুতা নামের উষ্ট্রী তো এক উকিয়ার চেয়েও উত্তম। হিশাম বলেন, خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا চল্লিশ দিরহাম হতে উত্তম। এরপর আমি তার নিকট কিছু না চেয়ে ফিরে আসি। হিশাম তাঁর হাদীসে বৃদ্ধি করেছেন যে ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সময় এক উকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমপরিমাণ ছিল।

তাশরীহ ---

قوله : يَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ

আমার উপর রাগান্বিত হন এজন্য যে, তাকে দেওয়ার মতো কোনো কিছু আমার কাছে নেই। (আসল কথা যখন এটিই তখন এই রাগ/ক্রোধ সব অনর্থক হবে।)

قوله : مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ . أَوْ عِدْلُهَا . فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا

কারো কাছে ৪০ দিরহাম অথবা তার সমমূল্যের অন্য কোনো কিছু থাকার পরও যে ব্যক্তি ভিক্ষা করবে সে ভিক্ষার অপব্যবহার করল।

قوله : لَلِقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ

للقحة শব্দের মধ্যে প্রথম 'লাম' হল ইবতিদার জন্য। যা মাফতুহ হয়েছে। আর দ্বিতীয় লামটি মাফতুহ ও মাকছুর উভয় রকম পড়া যায়। لقحة

বলা হয় দুগ্ধকারী উটনীকে। এই সাহাবী নিজের প্রয়োজনের তাড়নায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে কিছু চাইতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন নবীজীর মুখে এ কথা শুনলেন যে, কারো কাছে এক উকিয়া রূপা থাকলে তার জন্য ভিক্ষা করা নাজায়েয। তখন তিনি ভাবতে লাগলেন, তার কাছে যে উটনী রয়েছে, তা তো ৪০ দিরহামের চেয়েও অধিক মূল্যের। ফলে এই সাহাবী কিছু না চেয়েই সেখান থেকে চলে এসেছেন।

قوله : نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ

ইয়াকুতা তাঁর উটের নাম। এর দ্বারা প্রাণীদের নাম রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও এমন নামকরণ প্রমাণিত।

١٦٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ . عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ . عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ حَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ . قَالَ : قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ . فَسَأَلاَهُ . فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلاَ . وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلاَ . فَأَمَّا الأَقْرَعُ . فَأَخَذَ كِتَابَهُ . فَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ . وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ . وَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَهُ . فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ . أَتُرَانِي حَامِلاً إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لاَ أَدْرِي مَا فِيهِ . كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ . فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ . فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ . وَمَا يُغْنِيهِ ؟ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَمَا الْغِنَى الَّذِي لاَ تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ ؟ قَالَ : قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ . وَكَانَ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصَرًا عَلَى هٰذِهِ الأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرْتُ

তরজমা ---

১৬২৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.).....সাহল ইবনুল-হানযালিয়া (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে উয়াইনা ইবনে হিসন ও আকরা ইবনে হাবেস (রা.) আসলেন। তারা উভয়ে তাঁর নিকট সাহায্য চাইলে তিনি তাদের চাহিদা অনুযায়ী মাল প্রদানের নির্দেশ দেন। এবং মুয়াবিয়া (রা.) কে নির্দেশ দিলে তিনি তাদের উভয়ের চাহিদা অনুযায়ী একটি দলিল লিখে দেন। এরপর আকরা' (রা.) এই নির্দেশনামা নিয়ে তা ভাঁজ করে তার পাগড়ির মধ্যে লুকিয়ে চলে যান। কিন্তু উয়াইনা নিজেরনির্দেশনামা গ্রহণ করে তা নিয়ে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এসে বললঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি কি চান যে আমি আমার গোত্রের কাছে এমন একটি চিঠি বহন করে নিয়ে যাই যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমি অঃ সহীফাতুল মুতালামেসের মত।

মুয়াবিয়া (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তার কথা সম্পর্কে অবহিত করলেন। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ যে ব্যক্তি ধনী (অমুখাপেক্ষী) হওয়া সত্ত্বেও সম্পদ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অন্যের কাছে কিছু চায়, সে অধিক দোযখের আগুন চায়।

রাবী নুফায়লীর অন্য বর্ণনায় আছে, জাহান্নামের জ্বলন্ত অঙ্গার চায়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ধনী (বা অমুখাপেক্ষী) হওয়ার সীমা কি? রাবী নুফায়লী অপর বর্ণনায় উল্লেখ করেনঃ অমুখাপেক্ষীতার সীমা কি, যার কারণে অন্যের কাছে কিছু চাওয়া অনুচিত হয়? তিনি বলেনঃ কারো নিকট এমন কিছু সম্পদ থাকা, যা তার সকাল ও সন্ধ্যার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট। রাবী নুফায়লী অন্য বর্ণনায় বলেন, কোন ব্যক্তির কাছে এমন পরিমাণ সম্পদ হবে, যা তার রাত-দিন বা দিন-রাতের জন্য যথেষ্ট।

(ইমাম আবু দাউদ বলেন,) আমি এখানে যে শব্দে হাদীস উল্লেখ করলাম তা নুফায়লী আমাদের নিকট এভাবেই সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

তাশরীহ ---

قوله : عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ

উয়াইনা ইবনে হিসান مولفة القلوب এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এরপর সিদ্দীক আকবর রা.-এর যুগে মুরতাদ হয়ে তুলাইহা আসাদীর নিকট বাইয়াত হয়েছিল। এরপর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এক প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে الأحمق المطاع বলেছিলেন

قوله : وَالأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ

আকরা ইবনে হাবিস রা. ও প্রথম দিকে مولفة القلوب এর অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ও পরে সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ইখলাসের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

قوله : فَسَأَلَاهُ

তারা দুজনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কিছু চাইতে এসেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার লেখক (কাতেব) হযরত মুআবিয়াকে বললেন, আমার পক্ষ থেকে অমুক অমুক আমিলকে তাদের জন্য এত পরিমাণ দিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পত্র লিখে দাও। ফলে মুআবিয়া রা. পত্র লিখে তাদেরকে দিয়ে দিলেন। আকরা রা. তো এই পত্রটিকে নিজের পাগড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। আর উয়াইনা বিন হিসন এই পত্রের উপর আশ্বস্ত হল না। সে উক্ত পত্র নিয়ে নবীজীর খেদমতে উপস্থিত হল এবং বলল (কেননা তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি।) يا محمد ......

قوله : أَتُرَانِي حَامِلًا إِلَى قَوْمِي كِتَابًا

আপনি কি এই মনে করেন যে, আমি আমার গোত্রের কাছে এমন এক পত্র নিয়ে ফিরে যাব যে পত্র সম্পর্কে আমি ভালোভাবে জানি না যে, তাতে কী লিখা রয়েছে صحيفة متلمس এর মতো।

قوله : فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهِ

ফলে মুআবিয়া রা. খবর দিলেন অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উয়াইনার বক্তব্য বর্ণনা করলেন। অর্থাৎ তিনি صحيفة متلمس এর অর্থ বুঝেননি। আর মুআবিয়া রা. তা জানতেন এজন্য তিনি এর ব্যাখ্যা নবীজীকে বলেছেন।

صحيفة متلمس এর ব্যাখ্যা ঃ

মুতালাম্মিস জাহেলী কবিদের অন্তর্ভুক্ত। তার নাম জারীর। তার ঘটনা এই ছিল যে, একদা জারীর ও তরফা ইবনে আবদ দুজনেই সে যুগের বাদশাহ আমর ইবনে হিন্দ-এর কাব্যিক প্রশংসা করল (পুরস্কার পাওয়ার আশায়।) বাদশাহ তাদের উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক কাগজে কোনো আমিলের নামে এই কথা বলে লিখে দিল যে, আমি এই পত্রে পুরস্কার সম্পর্কে লিখেছি। অথচ তার মধ্যে ছিল যে, যখন তারা তোমার কাছে আসবে তখন তৎক্ষণাৎ তাদেরকে হত্যা করে দিও। তরফা তো এই পত্র নিয়ে সরাসরি আমিলের নিকট চলে গেল এবং নিহত হল। কিন্তু মুতালাম্মিস একটু বুদ্ধি খাটাল। সে পত্রটি খুলে ফেলল। তখন তাতে হত্যার নির্দেশ দেখতে পেল। সে পত্রটি ছুড়ে ফেলল এবং মুক্তি পেল। এটিই হল মুলতামিসের পত্র যার দিকে উয়াইনা ইবনে হিসান ইঙ্গিত করেছেন।

قوله : قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ

সকাল-সন্ধ্যার খাদ্য অর্থাৎ এক দিন যাপন করার ব্যবস্থা যার আছে।

এই হাদীসকে হানাফীগণ ভিক্ষা সংক্রান্ত ধরে নিয়েছেন। যেমনটি এই বর্ণনাতেও তার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ এমন ব্যক্তির জন্য ভিক্ষা করা জায়েয নয়। তবে তার জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয।

তবে কোনো কোনো আলেম এই হাদীসকে ব্যাপক অর্থে নিয়েছেন ভিক্ষা করা ও যাকাত গ্রহণ উভয়টি সম্পর্কে। তারা এ কথা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন যে, যে ব্যক্তির স্থায়ীভাবে সকাল-সন্ধ্যার খাদ্য ব্যবস্থা থাকবে অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যার খোরাকির বন্দোবস্ত থাকবে তার জন্য ভিক্ষা করা জায়েয নেই এবং যাকাত গ্রহণ করাও জায়েয নয়।

সুতরাং জুমহুরদের মতে যে ব্যক্তির পূর্ণ এক বছরের যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকবে তার জন্য ভিক্ষা করা জায়েয নেই এবং যাকাত গ্রহণ করাও জায়েয নয়।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অধ্যায়ের শুরুতে করা হয়েছে।

١٦٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ. أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ. أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ. قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ. فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ. فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ. حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ. فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ. فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ.

তরজমা ---

১৬৩০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা (র) ..... যিয়াদ ইবনে হারিছ আস-সুদাঈ (রা) বলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করি। এরপর তিনি একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন, এরপর বলেনঃ তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমাকে কিছু যাকাতের মাল দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ আল্লাহ তায়ালা সদকার (মাল খরচের) ব্যাপারে তাঁর নবী ও অন্যের নির্দেশের উপর সন্তুষ্ট হননি; বরং তিনি এ ব্যাপারে স্বয়ং নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তা আট ভাগে বন্টন করেছেন। যদি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও তবে আমি অবশ্যই তোমাকে তোমার হক দিব।

তাশরীহ ---

قوله : إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সদকা এবং যাকাতের বিষয়টি কোনো নবী কিংবা গায়র নবীর সিদ্ধান্ত ও তার ইজতিহাদের উপর রাখেননি। এর সিদ্ধান্ত আল্লাহ তাআলা নিজেই বলে দিয়েছেন। যাকাত গ্রহণের যোগ্য লোকদেরকে আট প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। তুমি এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হও তাহলে আমিও তোমাকে তোমার অংশ দিয়ে দিব।

قوله : فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ

এই হাদীসে সংক্ষিপ্তভাবে 'মাছারেফে যাকাত' তথা যাকাতের যোগ্য ব্যক্তিদের আলোচনা করা হয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ কুরআন মজীদে উল্লেখ রয়েছে। ... انما الصدقت للفقراء

যাকাতের আট মাছরাফের বর্ণনা, ইমামদের মাযহাবসহ

আট প্রকার মাছরাফের প্রত্যেকের বর্ণনা ও ফুকাহাদের মতে তাদের পরিচয় বর্ণনা করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় কথা হল, এই মাছরাফের আট প্রকার এখনো বাকি আছে নাকি কোনো কোনোটি রহিত হয়েছে।

তৃতীয় কথা হল, এই আট প্রকারের মধ্য থেকে সকলকে দেওয়া জরুরি কি না।

প্রথম আলোচনা ঃ আট প্রকারের মাছরাফ কারা?

১. প্রথম প্রকার হল ফকীর।

২. দ্বিতীয় প্রকার হল মিসকীন।

৩. তৃতীয় প্রকার হল আমিল। আমিল বলা হয়, যাকে ইমামুল মুসলিমীনের পক্ষ থেকে সদকা ও যাকাত উসুল করার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়। তাকেও যাকাতের অর্থ দেওয়া হত। কিন্তু আমিলকে যা কিছু দেওয়া হত তা যাকাত হিসাবে নয়; বরং তার কাজের পারিশ্রমিক ও সেবার বিনিময় হিসাবে দেওয়া হত। এজন্যই আমিল চাই ধনী হোক কিংবা ফকীর সর্বাবস্থায় তাকে যাকাত দেওয়া হত।

মাছরাফের সকল প্রকারের মধ্য থেকে শুধুমাত্র এই প্রকারটিকেই খেদমত/সেবার বিনিময় হিসাবে দেওয়া হয়। অন্যথায় যাকাত তো বলাই হয় ঐ দানকে যা কোনো অসহায়কে কোনো কাজের/সেবার বিনিময় ব্যতীত দেওয়া হয়। এজন্যই প্রশ্ন জাগে যে, এভাবে দেওয়ার মাধ্যমে যাকাত কীভাবে আদায় হবে?

জবাব হল এই যে, এসব আমিল ফকীরদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি স্বরূপ। আর প্রতিনিধির কবযা (করায়ত্ত্ব) করা তো প্রতিনিধি নিয়োগকারীর কবযা বলেই গণ্য। তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, যাকাতের এই অর্থ ফকীরদের হাতে পৌঁছার পর তাদের পক্ষ থেকে আমিলদের খেদমতের বিনিময় হয়। আর ফকীরের তো তার সম্পদ খরচ করার অধিকার রয়েছে। যেভাবে ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা দিতে পারে। (মাআরিফুল কুরআন)

আল্লামা যারকানী রাহ. বলেন, আমিলকে যা কিছু দেওয়া হয় তা এক দিক থেকে তার কাজের বিনিময়। এজন্যই তাকে যাকাত থেকে দেওয়া জায়েয। সে ধনী হওয়া সত্ত্বেও। আবার অন্য দিক থেকে তা সদকা। আর এ কারণেই হাশেমী আমিলকে তা দেওয়া জায়েয নয়।

৪. مؤلفة القلوب : এর মধ্যে কাফেররাও শামিল। তেমনিভাবে মুসলমানও।

শায়খ ইবনুল হুমাম مؤلفة القلوب এর তিনটি প্রকার উল্লেখ করেছেন। যথা

ক. এমন কাফের যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত দিয়েছিলেন যেন সে মুসলমানদের নিকটবর্তী হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

খ. এমন কাফের যাকে যাকাত দেওয়া হত তার অনিষ্ট ও আনাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে।

গ. এমন মুসলমান, যার ইসলাম সম্পর্কে দুর্বলতা ছিল। তাকে যাকাত দেওয়া হত যেন তার ঈমান দৃঢ় হয়।

مؤلفة القلوب এর যাকাতের মাছরাফ হওয়ার বিধান এখনও বহাল আছে নাকি তাদের অংশ রহিত হয়ে গিয়েছে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

হানাফীদের মতে আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর যুগে সাহাবায়ে কেরামের ইজমার মাধ্যমে তাদের অংশ রহিত হয়ে গেছে। কেননা, যে প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যে তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তে কালের পর তা আর অবশিষ্ট থাকেনি। আল্লাহ তাআলা ইসলামের বিজয় দান করেছেন। ফলে মন জয়করার প্রয়োজন থাকেনি। আর এটি ইল্লত না থাকার কারণে তার হুকুম রহিত হয়ে যাওয়ার অন্তর্ভুক্ত। ফলে এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর শরীয়তের এই বিধানটি কিভাবে রহিত হল?

মালেকীদের প্রসিদ্ধ মাযহাব (শরহুল কাবীরে রয়েছে) হল, مؤلفة القلوب যদি কাফের হয় তাহলে তার অংশ রহিত হয়ে গিয়েছে ইসলামের বিজয়ের কারণে। আর যদি মুসলমান হয় তাহলে অবশিষ্ট আছে।

মানহাল প্রণেতা মালেকীদের মাযহাব সম্পর্কে বলেন, مؤلف (যার মনজয় করা উদ্দেশ্য) যদি কাফের হয় তাহলে তার সম্পর্কে দুটি উক্তি রয়েছে : দেওয়া ও না দেওয়া। আর যদি মুসলমান হয় তাহলে সর্ববসম্মতিক্রমে দেওয়া যাবে। তেমনিভাবে শাফেয়ীদের মতেও مؤلفة المسلمين এর অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। তবে مؤلفة الكفار সম্পর্কে তাদের মত হল, তাদেরকে যাকাত তো সর্বসম্মতিক্রমে দেওয়া যাবে না এমনকি বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী যাকাত ছাড়া অন্য কিছুও না। তবে একান্ত অপারগতার ক্ষেত্রে যাকাত ছাড়া অন্য কিছু দেওয়া যেতে পারে।

হাম্বলীদের মতে مؤلفة القلوب কাফের হোক কিংবা মুসলমান সর্বাবস্থায় যাকাত গ্রহণের যোগ্য। তবে শর্ত হল, তাদের প্রয়োজন থাকতে হবে। অর্থাৎ যদি মন জয় করার প্রয়োজন থাকে তাহলে, অন্যথায় নয়।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে যেহেতু মন জয়ের প্রয়োজন ছিল না তাই তারা তাদেরকে যাকাত দেননি। তবে তাদেরকে না দেওয়ার কারণ এই ছিল না যে, তাদের অংশ রহিত হয়ে গিয়েছে। (আররওযুল মুরাব্বা' পৃ. ২৪৪)

৫. الرقاب হানাফীদের মতে এর মিসদাক হল মুকাতাব গোলাম। (যার সাথে কিতাবাতের চুক্তি করা হয়েছে।) যাকাতের অর্থ দ্বারা মুকাতাবদের সহযোগিতা করা যাবে যেন তারা কিতাবাতের বিনিময় পরিশোধ করে নিজেদেরকে গোলামীর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে পারে। تحرير رقبة অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ/খালিস গোলাম আযাদ করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মাযহাবও এটিই।

মালেকীদের এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তাদের মতে وفي الرقاب দ্বারা উদ্দেশ্য হল গোলাম আযাদ করা। অর্থাৎ কোনো মুমিন গোলাম ক্রয় করে আযাদ করে দেওয়া। পাশাপাশি এ শর্তও রয়েছে যে, তা খালিস গোলাম হতে হবে। (যাকে আরবীতে القن বলা হয়।) মুদাব্বার কিংবা মুকাতাব গোলাম হলে চলবে না। এটাই ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ উক্তি। ইমাম বুখারীও এমত পোষণ করেন।

তবে ইমাম মালেকের অন্য মতে মুকাতাবের সহযোগিতাও এর মধ্যে শামিল। এই সহযোগিতাও যাকাতের অর্থ থেকে করা যাবে।

৬. والغارمين (ঋণী ব্যক্তি)। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ঋণী ব্যক্তি, যার ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য নেই। কিংবা সামর্থ্য থাকলেও ঋণ পরিশোধের পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আর কিছু বেঁচে গেলেও তা নেসাব পরিমাণ নয়। তেমনিভাবে ঐ ব্যক্তিও উদ্দেশ্য, যার অন্যদের কাছে ঋণ রয়েছে কিন্তু সে তা উসুল করতে সক্ষম নয়। غارم শব্দটি ঋণদাতা ও ঋণ গ্রহীতা উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে والغارمين এর মধ্যে ঐ ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত, যে পারস্পরিক বিবাদ দমনের জন্য নিজের উপর কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে নেয়। (اصلاح ذات البين) যদিও সে ধনী হোক না কেন।

আর হানাফীদের মতে تحمل حمالة ব্যক্তি যদি ধনী হয় তাহলে সে যাকাতের যোগ্য নয়।

৭. 'ফী সাবিলিল্লাহ'। এর মিসদাক হানাফীদের মতে منقطع الغزاة অর্থাৎ যে ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিন্তু জিহাদের সরঞ্জাম যোগাড় করতে না পারার কারণে মুজাহিদদের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। এমন ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ থেকে সহযোগিতা করা যেতে পারে।

মালেকী ও হাম্বলীদের মতে এর দ্বারা সবধরণের মুজাহিদ ও গাজী উদ্দেশ্য। ফকীর হওয়ার শর্ত নেই। সুতরাং তারা ধনী হওয়া সত্ত্বেও জিহাদের সরঞ্জাম ইত্যাদি প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজন মাফিক যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। (যেমনটি তাদের কিতাবে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।)

৮. ইবনুস সাবীল। ইবনুস সাবীল দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ মুসাফির, যার কাছে সফর অবস্থায় অর্থ-সম্পদ নেই। যদিও সে নিজের বাড়িতে সম্পদশালী ও ধনী।

এরপর জানা উচিত যে, মুসাফির দুই প্রকার। এক. المسافر المنقطع بالسفر দুই. المسافر المنشئ للسفر

প্রথমটি হল ঐ ব্যক্তি, যে পূর্ব থেকেই সফরে রয়েছে এবং সফরের মাঝখানে আর্থিক সংকটের কারণে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রকার হল ঐ ব্যক্তি, যে নিজের এলাকা থেকে সফরের ইচ্ছা করেছে। অথচ অবস্থা এমন যে, তার কাছে সফরের খরচ নেই। হানাফী ও হাম্বলীদের মতে শুধুমাত্র প্রথম ব্যক্তিই ইবনুস সাবীলের অন্তর্ভুক্ত। তবে শাফেয়ীদের মতে ইবনুস সাবীলের মধ্যে উভয়েই শামিল। আল্লামা বাজী মালেকী ইমাম মালেক রাহ.-এর মাযহাবও এমনই বর্ণনা করেছেন। (যেমনটি বযলুল মাজহুদের হাশিয়ায় রয়েছে।)

সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি নিজের এলাকা থেকে সফরের ইচ্ছা করে আর সফরের খরচাদি তার কাছে না থাকে, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ জীবিকার বন্দোবস্ত তার থাকে তাহলে সফর না করলে শাফেয়ীদের মতে তার যাকাত গ্রহণ করা জায়েয হবে না। অবশ্য সফরের জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয হবে।

আট প্রকারের মধ্য থেকে সকলকে দেওয়া জরুরি কি না।

শাফেয়ীদের মতে যাকাতের অর্থকে উক্ত আট প্রকারের মাঝে বন্টন করা জরুরি। তবে শর্ত হল এসব প্রকারের ব্যক্তিগণ মাল এর এলাকায় উপস্থিত হতে হবে। অন্যথায় যারা উপস্থিত থাকবে তাদের মাঝেই বন্টন করা হবে।

আর এটা তখন হবে যখন এই বন্টন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে করা হবে। যিনি আমিলদের মাধ্যমে যাকাত উসুল করে থাকেন। কিন্তু মালিক যদি নিজেই যাকাত আদায় করে (আমিলের মাধ্যম/সহায়তা ব্যতীত) তাহলে এ অবস্থায় আমিল ব্যতীত বাকি সাত প্রকারের মাঝে যাকাত বন্টন করতে হবে।

তাছাড়া আমীল ব্যতীত প্রত্যেক প্রকারের মধ্য থেকে কমপক্ষে ৩ জনকে আদায় করতে হবে।

আমিল যদি একাকী হয় তাহলে তো বাহ্যত তাকেই দেওয়া হবে। (আনওয়ারুস সাতে' পৃ. ১৪৮)

হাম্বলীদের মতে সকল প্রকারকে দেওয়া জরুরি নয়। বরং তাদের মতে যার প্রয়োজন বেশি তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। এরপর যার প্রয়োজন, তাকে। (আনওয়ারুস সাতে' পৃ. ২২৭)

হানাফীদের মতেও সকল প্রকারের মাঝে বন্টন করা জরুরি নয়; বরং এ বিষয়ে স্বাধীনতা রয়েছে। ইচ্ছা করলে সকল প্রকারের লোককে দিতে পারে আবার ইচ্ছা করলে কোনো এক প্রকারের মাঝে বন্টন করতে পারে।

١٦٣١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . عَنِ الْأَعْمَشِ . عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ . وَالْأُكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا . وَلَا يَفْطِنُونَ بِهِ فَيُعْطُونَهُ

١٦٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ . وَأَبُو كَامِلٍ الْمَعْنَى . قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ أَبِي سَلَمَةَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْلَهُ . قَالَ : وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ . زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ : لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ . الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَلَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَاكَ الْمَحْرُومُ . وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ : الْمُتَعَفِّفُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ . وَجَعَلَا الْمَحْرُومَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ أَصَحُّ

তরজমা ---

১৬৩১। হযরত ওসমান ইবনে আবু শায়বা (রহ.) .... আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয়, যাকে একটি এবং দুটি খেজুর, কিংবা এক বা দুই লোকমা খাবার ফিরিয়ে দেয়; বরং প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যে (অভাবী হওয়া সত্ত্বেও) মানুষের কাছে চায় না, যার ফলে মানুষেরা তার অভাব সম্পর্কে জানতেও পারে না যে, তাকে দান- খয়রাত করবে।

১৬৩২। হযরত মুসাদ্দাদ (রহ.) ... আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

তিনি বলেন, কিন্তু মিসকীন ঐ ব্যক্তি যে (অভাব হওয়া সত্ত্বেও অন্যের কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করা থেকে) বিরত থাকে। মুসাদ্দাদ তার হাদীসে বৃদ্ধি করেছেন, لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ ...... অর্থাৎ তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ নেই, সে ভিক্ষা করেনা এবং তার অভাবও বুঝা যায় না যে, তাকে দান খয়রাত দেয়া যেতে পারে, তাকেই محروم (বঞ্চিত) বলা হয়। আর মুসাদ্দাদ তার বর্ণনায় الْمُتَعَفِّفُ الذي لا يَسْأَلُ কথাটুকু উল্লেখ করে নাই। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন মুহাম্মাদ ইবনে সাওর ও আবদুর রাযযাক (র) এহাদিসটি মা'মার হতে বর্ণনা করেছেন। আর উভয়ই محروم (বঞ্চিত) শব্দটি যুহরীর কালাম হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আর এটাই অধিক শুদ্ধ।

তাশরীহ ---

قوله : لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ অর্থাৎ মিসকীন সে নয়, যে এক দু'টি খেজুর ও দু'এক লোকমার জন্য এদিক সেদিক মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়; বরং প্রকৃত মিসকীন অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ মিসকীন সে ব্যক্তি, যে মানুষের কাছে হাত পাতে না আবার মানুষও তাকে প্রয়োজনগ্রস্ত মনে করে না যে, তাকে কিছু দিবে। অর্থাৎ মানুষের কাছে তার হাত না পাতার কারণে মানুষ তাকে প্রয়োজনগ্রস্ত মনেই করে না। যার ফলে তাকে কোনো কিছু দেয় না।

এ হাদীস থেকে পিছনের মতভেদপূর্ণ মাসআলা অর্থাৎ হানাফী ও মালেকীদের মতে মিসকীন ঐ ব্যক্তি, যার নিকট কিছুই নেই এর প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলার বাণী او مسكينا ذا متربة দ্বারা দলীল পেশ করা যায়। অন্য আয়াত اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر এআয়াত পূর্বের অর্থের বিপরীত নয়। কেননা, তাদেরকে রূপক ও দয়া প্রদর্শন পূর্বক মিসকীন বলা হয়েছে। কারণ তারা ছিল মাজলুম ও দুর্বল।

قوله فَذَالِكَ الْمَحْرُومُ যে মিসকীন সম্পর্কে পূর্বোক্ত হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে এ হাদীসে তাকে المحروم বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। فذاك المحروم দ্বারা কুরআন মজীদের আয়াত وفي اموالهم حق للسائل والمحروم এর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

١٦٣٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ. أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ: أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ. فَسَأَلَاهُ مِنْهَا. فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ. فَرَآنَا جَلْدَيْنِ. فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا. وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ. وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

তরজমা ---

১৬৩৩। হযরত মুসাদ্দাদ (র) .. ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনুল খিয়ার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে (অপরিচিত) দুই ব্যক্তি এই সংবাদ দেন যে, তাঁরা বিদায় হজ্জের সময় মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে যান। তখন তিনি যাকাতের মাল বন্টনে রত ছিলেন। ঐ দুই ব্যক্তি কিছু মালের জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আবার দৃষ্টি নামিয়ে ফেলেন। তিনি আমাদের উভয়কে শক্ত সবল ও হৃষ্ট দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, যদি তোমরা চাও তবে আমি তোমদের দুই জনকে দান করব। (কিন্তু জেনে রাখ!) এই সম্পদে ধনী, কর্মক্ষম ও শক্ত সবলদের কোনো হক নেই।

তাশরীহ ---

قوله: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ

এদুজন ব্যক্তির নাম জানা নেই। তবে তারা সাহাবী। তারা নিজেদের ঘটনা বর্ণনা করছেন যে, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম বিদায় হজ্বের সময় যখন তিনি সদকা বন্টন করছিলেন। তারা উভয়ে বলেন, আমরাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি আমাদের দিকে উপরে-নিচে তাকালেন অর্থাৎ আমাদের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখলেন। তিনি আমাদেরকে শাক্তিশালী দেখলেন। তখন তিনি বললেন, যদি তোমরা চাও তবে আমি তোমাদেরকে এই সদকার মাল থেকে দিয়ে দিব। কিন্তু আসল কথা হল, সদকার সম্পদে ধনী ও শক্তিশালী (যে উপার্জনে সক্ষম) তাদের জন্য কোনো অংশ নেই।

উপার্জনক্ষম অসহায় ব্যক্তি ধনী কি না?

قوله: وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি অসহায় কিন্তু উপার্জন করতে সক্ষম সেও ধনীর অন্তর্ভুক্ত। এজন্য ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ রাহ.-এর মাযহাব এটিই। অর্থাৎ মানুষ যেমনিভাবে সম্পদ দ্বারা ধনী হয়ে থাকে তেমনিভাবে উপার্জন দ্বারাও। ফলে তাদের মতে উাপর্জনক্ষম শক্তিশালী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয নয়।

হানাফী ও মালেকীদের মতে উপার্জনক্ষম হওয়ার দ্বারা মানুষ ধনী হতে পারে না। তার জন্যও যাকাত গ্রহণ করা জায়েয।

তারা এ হাদীসের জবাবে বলেন যে, এটি চাওয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। উপার্জনক্ষম শক্তিশালীর জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয হলেও তার জন্য চাওয়া জায়েয নয়। এর দলীল হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا অর্থাৎ, যদি তোমরা চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে তা থেকে দিয়ে দিব. যদি তাদেরকে দেওয়ার দ্বারা যাকাত আদায় না হত তাহলে তিনি এভাবে চাওয়ার শর্তারোপ কেন করলেন?

আল্লামা তীবি শাফেয়ী রাহ. এর পক্ষ থেকে এর জবাবে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য হল, হারাম হওয়া সত্ত্বেও যদি তোমরা হারাম খেতে রাযি হও তাহলে আমি তোমাদেরকে তা থেকে দিয়ে দিব। তাহলে এ কথাটি নবীজী তাদেরকে ধমকি স্বরূপ বলেছেন।

١٦٣٤ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الأَنْبَارِيُّ الْخُتَّلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ. وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سُفْيَانُ. عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ. عَنْ سَعْدٍ قَالَ: لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ وَالأَحَادِيثُ الأُخَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهَا: لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ. وَبَعْضُهَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ: أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو. فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَتَحِلُّ لِقَوِيٍّ. وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

তরজমা ---

১৬৩৪। হযরত আব্বাদ ইবনে মূসা (রহ.) .. আবুদল্লাহ ইব! ন আমর (রা.) হতে বর্ণিত। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন ঃ ধনী ব্যক্তি ও সুঠাম দেহের অধিকারী কার্যক্ষম লোকের জন্য যাকাত গ্রহণ (বা তাদের যাকাত প্রদান) জায়েয নয়।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন এ হাদিসটি সুফয়ান (রহ.) সা'দ ইবনে ইবরাহীম থেকে ইবরাহীমের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শো'বা (রহ.) সা'দ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত কোন কোন হাদিস (এর লফ্য) لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ আর কোন কোন হাদিস (এর লফ্য) لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

আতা ইবনে যুহাইর বলেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বলেন শক্ত সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী লোকদের জন্য যাকাত গ্রহণ জায়েয নয়।

তাশরীহ ---

قوله قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سُفْيَانُ

ذكر أبو داود عدة طرق بعدة ألفاظ، وقد علق هذه الطرق، وألفاظ بعضها كالرواية السابقة: (ذي مرة سوي)، وفي بعضها: (لذي مرة قوي)، ولا شك أن قوله: (لذي مرة سوي)، أوضح من قوله: (لذي مرة قوي)؛ لأن المرة هي القوة، وأما السوي فهي تؤدي معنى آخر وهو سلامة الأعضاء، والسلامة من العاهات، مع القوة والنشاط والقدرة.

قوله قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سُفْيَانُ

سفيان يحتمل أن يكون ابن عيينة ويحتمل أن يكون الثوري ، ولعله هنا الثوري ؛ لأن شعبة -كما في بعض الطرق-- و الثوري قرينان، ويتفقان في كثير من الشيوخ، وطبقتهما واحدة، وقد رواه شعبة .

قوله : وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

এখানে مرة অর্থ শক্তি। উদ্দেশ্য হল لذوي قوة তথা শক্তিশালী। আর سوي অর্থ সুস্থ অর্থাৎ যার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ-সবল। কেননা, এমন ব্যক্তি উপার্জনে সক্ষম। এই হাদীসটিও শাফেয়ী ও হাম্বলীদের দলীল।

হানাফীরা এর জবাবে বলেন, এই হাদীসে মৌলিক হালাল হওয়া (اصل حل) এর 'নফী' করা হয়নি; বরং পূর্ণ হালাল হওয়া (كمال حل) এর নফী করা হয়েছে। কেননা, তার মতে এমন ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয যে শক্তিশালী/সবল এবং নিজের মৌলিক প্রয়োজন ছাড়া নেসাবের মালিক নয়।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, এই হাদীসটিকেও হাত পাতা/ভিক্ষা করা সংক্রান্ত ধরা হবে। যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে।

باب من يجوز له اخذ الصدقة وهو غني

ধনী হওয়া সত্ত্বেও যার জন্য যাকাত গ্রহণ জায়েয

١٦٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ . أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا . أَوْ لِغَارِمٍ . أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ . أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ . فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

١٦٣٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمَعْنَاهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ . عَنْ زَيْدٍ . كَمَا قَالَ مَالِكٌ : وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ . عَنْ زَيْدٍ . قَالَ : حَدَّثَنِي الثَّبْتُ . عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

তরজমা ---

১৬৩৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসলাম (রহ.) .... আতা ইবনে ইয়সার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন ঃ পাঁচ রকমের লোক ছাড়া ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয নয়ঃ (১) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যোগদানকারী; (২) যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী; (৩) ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি; (৪) কোন ধনী ব্যক্তির গরিবের প্রাপ্ত যাকাত স্বীয় অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা; (৫) যার মিসকীন প্রতিবেশী নিজের প্রাপ্ত যাকাত তাকে উপঢৌকন হিসেবে দান করল।

১৬৩৬। হযরত হাসান ইবনে আলী (রহ.) .... আবু সাইদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন এ হাদিসটি ইবনে উয়াইনা (রহ.) যায়দ থেকে মালেকের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আর ছাওরী (রহ.) যায়দ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, حَدَّثَنِي الثَّبْتُ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তাশরীহ ---

قوله : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ

যাকাতের অর্থ ধনীদের জন্য জায়েয নয়। তবে পাঁচ প্রকারের ধনী এমন রয়েছে যাদের জন্য যাকাতের অর্থ গ্রহণ করা জায়েয। যথা−

এক. আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদকারী।

তিন ইমামের মতে ধনী হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয।

মালেকীদের মতে তো সকল মুজাহিদের জন্য প্রযোজ্য। চাই 'দিওয়ান'-এর মধ্যে তার নাম থাকুক কিংবা না থাকুক।

শাফেয়ী ও আহমদের মতে এর দ্বারা ঐ মুজাহিদ উদ্দেশ্য, যে স্বেচ্ছায় জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চায়, অর্থাৎ দিওয়ানে তার নাম নেই এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদও সে প্রাপ্ত হয় না।

হানাফীদের মতে এমন ধনী মুজাহিদ উদ্দেশ্য, যে জিহাদে অংশগ্রহণ না করা অবস্থায় তো ধনী কিন্তু জিহাদে অংশগ্রহণ ও জিহাদের সরঞ্জাম ক্রয় করার কারণে সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এ ব্যক্তি নিজের পূর্বের অবস্থা হিসাবে ধনী কিন্তু পরবর্তী অবস্থার প্রেক্ষিতে অভাবগ্রস্ত হয়েছে।

মোটকথা, এ হাদীসে غاز في سبيل الله দ্বারা উপরের ধনী উদ্দেশ্য।

তবে তিন ইমাম এর বিপরীত মত পোষণ করেন। কেননা, তাদের মতে সব ধরণের ধনী উদ্দেশ্য।

হানাফীরা বলেন, যাকাতের মূল হকদার হল ফকীর। কেননা, আয়াতে انما الصدقات للفقراء والمساكين এবং মুআয রা.-এর হাদীস, যার মধ্যে تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم রয়েছে তা উভয়টি নিজ নিজ বিষয়ে নছ, সুস্পষ্ট ও সহীহ। ফলে হাদীসুল বাবের অর্থও এর আলোকে নির্ধারণ করা হবে। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ।

জুমহুর বলেন, এই আয়াত ও মুআয রা.-এর মতো অন্যান্য হাদীস হল عام مخصوص منه البعض আর এই হাদীসুল বাব হল তার مخصص (মানহাল)

قوله : أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا

এ বিষয়ে সকলে এক মত যে, যাকাত উসুলের আমিলের জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয। তার ধনী হওয়া এর প্রতিবন্ধক নয়। কেননা, সে যা কিছু গ্রহণ করে থাকে তা তার সেবা ও কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে নিয়ে থাকে। যাকাত হিসাবে নয়।

قوله : أَوْ لِغَارِمٍ

ঐ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যার ঋণ তার সম্পদ থেকে কম কিংবা সমান। কিন্তু ঋণ আদায়ের পর যে পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে তা নেসাব পরিমাণ নয়। (এমন ব্যক্তি যদিও বাহ্যিকভাবে নিজের মজুদ সম্পদের কারণে ধনী কিন্তু বাস্তবে ধনী নয়।)

غارم এর অন্য একটি ব্যাখ্যা এই যে, এর দ্বারা ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে পারস্পরিক কলহ-বিবাদ দূর করার জন্য দায়িত্বে নেয়। এর বিস্তারিত আলোচনা যাকাতের মাছারেফের আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

قوله : أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ

অর্থাৎ যে ধনী ব্যক্তি যাকাতের মালকে ফকীর থেকে ক্রয় করে নেয়। তার জন্যও সে যাকাতের মাল জায়েয হয়ে যায়। জেনে রাখা উচিত যে, যাকাত ক্রয় করার দুটি ছুরত/অবস্থা হতে পারে। যথা

ক. প্রথম তো এই যে, ফকীরের কাছ থেকে অন্যের দেওয়া যাকাতের মালটি কিনে নেওয়া। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই।

খ. দ্বিতীয় অবস্থা হল, কেউ নিজের দেওয়া যাকাতের মালকে ফকীর থেকে কিনে নিল। জুমহুরদের মতে এটিও জায়েয। তবে ইমাম আহমদ রাহ.-এর মতে জায়েয নেই। এটি একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা, যা باب الرجل يبتاع صدقته অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

قوله : أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ

যদি ধনী ব্যক্তিকে কোনো ফকীর যাকাতের মাল হাদিয়া দেয় তাহলে এই মাল ধনীর জন্য জায়েয হবে।

শেষ দুটি প্রকার অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকারের ধনীর জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েয হওয়ার কারণ স্পষ্ট। কেননা, যাকাত যখন একবার স্থান ও প্রাপ্য ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তখন তা আদায় হয়ে গেছে। এখন ফকীর সে সম্পদে যে হস্তক্ষেপ/تصرف করবে তার অধিকার তার রয়েছে। কেননা, এটি তো এখন তার মাল। ফলে সে যাকেই দিন না কেন যাকাত বা সদকা হিসাবে দিবে না। কারণ প্রথমত সে ফকীরের যাকাত ওয়াজিব হয়নি। আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, যাকাত ওয়াজিব হয়েছে তারপরও তো তা যাকাত হওয়া যাকাতের নিয়ত করার উপর নির্ভরশীল। আর সে তো যাকাতের নিয়তই করেনি।

বযলুল মজহুদ গ্রন্থে হযরত এই প্রসঙ্গে হযরত বারীরা রা.-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যাতে আছে যে, لك صدقة ولنا هدية আর হুকুমের দিক থেকে মালিকানা পরিবর্তন হওয়াটা মূল বস্তুর পরিবর্তনকে আবশ্যক করে।

١٦٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ. حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عِمْرَانَ الْبَارِقِيِّ. عَنْ عَطِيَّةَ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ فِي سَبِيلِ اللهِ. أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ. فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ فِرَاسٌ. وَابْنُ أَبِي لَيْلَى. عَنْ عَطِيَّةَ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

তরজমা ---

১৬৩৭। মুহাম্মদ ইবনে আওফ (রহ.) .... আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা বৈধ নয়। অবশ্য যারা আল্লাহর পথে থাকে, অথবা মুসাফির, অথবা কারো দরিদ্র প্রতিবেশী যদি যাকাত হিসেবে কিছু মাল প্রাপ্ত হয়ে তা তার ধনী প্রতিবেশীকে উপঢৌকন হিসেবে দান করে অথবা দাওয়াত করে খেতে দেয়, তবে তা তাদের (ধনীদের) জন্য বৈধ বা হালাল।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেনঃ. ফেরাস ও ইবনে আবু লায়লা 'আতিয়্যা থেকে তিনি আবু সাঈদ (রা.) হতে তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাশরীহ ---

قوله: أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ

هذا ليس في الرواية السابقة، لكنه يدخل أيضاً؛ لأن ابن السبيل المنقطع ولو كان غنياً في بلده فإنه يعطى ما يوصله إلى بلده.

قوله: أَوْ جَارٍ

ذكر الجار هنا لا مفهوم له، فلو تصدق على فقير ليس جاراً له فالأمر سواء، وإنما ذكر الجار على سبيل المثال، ولأن التهادي يكون غالباً بين الجيران.

قوله: أَوْ يَدْعُوكَ.

معنى ذلك أن يصنع وليمة فيدعوك لتأكل منها، فهي صدقة عليه، وبعد أن ملكها فإنه يتصرف فيها بالإهداء أو بالإطعام، فلا حرج على الغني بأن يتناول شيئاً من طعام الفقير الذي تصدق به عليه، أو يقبل هدية منه. ويشبه ذلك ما جاء في قصة بريرة رضي الله عنها أنه تصدق عليها وأنهم أكلوا مما تصدق به عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لها صدقة، ولنا هدية) يعني: منها، فدل هذا على أن الفقير إذا ملك شيئاً فإنه يتصرف فيه كيف يشاء إما بالإهداء، أو بالإطعام، وأنه لا حرج على الغني إذا أكل أو طعم من طعام المتصدق عليه، أو أخذ هدية من المتصدق عليه،

باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

এক ব্যক্তি কে যাকাতের মালের কি পরিমাণ দেয়া যেতে পারে

١٦٣٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ . حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ . حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ . عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ . زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ . أَخْبَرَهُ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَعْنِي دِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ .

তরজমা ---

১৬৩৮। হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.)...... বশীর ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আনসারদের এক ব্যক্তি যার নাম সাহল ইবনে আবু হাছমাহ, তাঁকে সংবাদ দেন যে- মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে দিয়াত হিসাবে একশতটি যাকাতের উট দান করেন,অর্থাৎ সেই আনসারীর দিয়াতে (রক্তমূল্য) যিনি খায়বরে নিহত হন।

তাশরীহ ---

قوله : باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

একজন মানুষকে কতটুকু পরিমাণ যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে? এই মাসআলাটি মতভেদপূর্ণ।

হানাফীদের মতে নেসাব থেকে কম পরিমাণ দেওয়া যাবে। আর নেসাব পরিমাণ দেওয়া মাকরূহ।

অবশ্য যদি সে ঋণগ্রস্ত হয় তাহলে তাকে এ পরিমাণ যাকাত দেওয়া যাবে যে, তার ঋণ আদায়ের পর তার কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে না।

তেমনিভাবে যদি কেউ অধিনস্তদের খরচ/ব্যয়ভার বহন করে তাহলে তাকে এ পরিমাণ দেওয়া যাবে যে, সকলের বন্টন করে দেওয়ার পর প্রত্যেকের অংশে নেসাবের কম সম্পদ হয়।

ইমাম মালেক ও আহমদ রাহ.-এর মতে একজনকে তার এক বছরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ দেওয়া যাবে। অর্থাৎ এ পরিমাণ দেওয়া যাবে, যা তার ও পরিবার-পরিজনদের জন্য এক বছরের জীবিকা হিসাবে যথেষ্ট হয়।

ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর মতে এ পরিমাণ সম্পদ দেওয়া যাবে, যা তার অবশিষ্ট অধিক জীবনের জন্য যথেষ্ট হয়। আর অধিক জীবন হল ৬২ বছর। (মানহাল)

ইমাম খাত্তাবী রাহ. বলেন, শাফেয়ীদের মাযহাব হল, এর কোনো সীমা নির্দিষ্ট নেই; বরং প্রয়োজন মাফিক দেওয়া যেতে পারে।

সুফিয়ান ছাওরীর মতে একজনকে ৫০ দিরহামের বেশি দেওয়া যাবে না। আর ইমাম আহমদের একটি অভিমত এটিও।

মোটকথা, এ বিষয়ে জুমহুরদের মাযহাব হল, (كما قال الموفق) এই যে, কোনো ফকীরকে ما يحصل به الغنى (যার দ্বারা ধনী হওয়া যায়) এর বেশি দেওয়া যাবে না। তবে ما يحصل به الغنى এর বিশ্লেষণ এই যে, তিন ইমামের মতে এর পরিমাণ হল, قدر كفاية যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ।

মালেকী ও হাম্বলীদের মতে পূর্ণ এক বছরের জন্য যথেষ্ট হওয়া।

আর শাফেয়ীদের মতে উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে অবশিষ্ট জীবনের অধিক সময়ের জন্য যথেষ্ট হওয়া। আর উপার্জনক্ষম যেমন ব্যবসায়ীর জন্য প্রতি দিনের যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ লাভ হওয়া। অর্থাৎ তার প্রতিদিন এই পরিমাণ আয়-উপার্জন থাকা যা তার ও তার পরিবার-পরিজনের জীবিকার জন্য যথেষ্ট হয়।

قوله : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ

সাহল ইবনে আবী হাসমা আনসারী রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যাকাতের উটসমূহ থেকে ১০০টি উট দিয়েছেন ঐ আনসারীর দিয়ত হিসাবে যাকে খয়বারে হত্যা করা হয়েছিল। অর্থাৎ যাকে খয়বারের ইহুদীরা হত্যা করেছিল।

এখানে হাদীসটিকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও মুজমালভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল আনসারী সাহাবী একদিন মুহাইয়িছা নামক তার এক বন্ধুর সঙ্গে মাদীনা মুনাওয়ারা থেকে খয়বার গেলেন। খয়বার পৌঁছার পর তারা দুজন ঘুরতে ঘুরতে একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। এর কিছুক্ষণ পরই যখন মুহাইয়িছা নিজের পূর্বের স্থানে ফিরে এলেন (যেখান থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন।) তখন দেখলেন তার বন্ধু আবদুল্লাহ ইবনে সাহল একটি খেজুর গাছের নিচে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এরপর এই আনসার সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এই হত্যার বিচার দাবি করেন। যেহেতু হত্যাকারী নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি এবং খায়বরের ইহুদীদের সম্পর্কে আনসারদের সন্দেহ হচ্ছিল এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কাসামা'র সিদ্ধান্ত দিলেন। আনসারগণ ইহুদীদের কসম মানতে রাজি হননি। কারণ ইহুদীরা মিথ্যাবাদী ছিল তাদের কসমের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। (ফলে মোকাদ্দামা খারিজ হয়ে যাওয়া উচিত।) কিন্তু তা সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত সাহাবীর দিয়ত হিসাবে বাইতুল মালের উট থেকে ১০০টি উট তার ভাই (যিনি মোকাদ্দমা দায়ের করেছিলেন) আবদুর রহমান ইবনে সাহলকে দিয়েছেন।

قوله : وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ

উপরোক্ত ঘটনার পূর্ণ বিবরণ থেকে জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দিয়ত আবদুর রহমান ইবনে সাহলকে দিয়েছিলেন। অথচ এখানে হাদীসুল বাবের মধ্যে وداه এর যমীর সাহল ইবনে আবী হাসমার দিকে ফিরেছে।

এর জবাবে বলা হবে যে, সাহলকে দেওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল তার গোত্রকে দেওয়া। আর তার গোত্র হল আনসার। আর আবদুর রহমান ইবনে সাহল যাকে দেওয়া হয়েছে সেও আনসারী।

অথবা এখানে যমীরটি غير مذكور এর দিকে ফিরেছে, যে গায়র মূল ঘটনায় উল্লেখ আছে।

একটি ফিকহী প্রশ্ন ও তার জবাব

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, যাকাতের মাসরাফ তো সুনির্দিষ্ট আর দিয়ত সেসব মাসরাফের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারপরও দিয়ত হিসাবে এ উটগুলো কীভাবে দেওয়া হল?

এর জবাব হল, এ অবস্থাকে تحمل حمالة হিসাবে ধরে নেওয়া হবে। অর্থাৎ পারস্পরিক ঝগড়া-কলহ দূর করার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিয়তটি নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছেন। এরপর ঋণগ্রস্তদের অংশ থেকে নিয়ে তা তাকে আদায় করেছেন।

অথবা এমন বলা হবে যে, مؤلفة القلوب এর অংশ থেকে তিনি এই উটগুলো তাদেরকে দিয়েছেন।

প্রথম ব্যাখ্যাটি ইমাম খাত্তাবী আর দ্বিতীয়টি মানহাল প্রণেতা উল্লেখ করেছেন।

হাদীসুল বাবের সঙ্গে তরজমাতুল বাবের সমন্বয়

এ উটগুলো যদিও যাকাত হিসাবে দেওয়া হয়নি; কিন্তু যেহেতু যাকাতের অর্থ থেকে তা দেওয়া হয়েছিল এই দিক থেকে তরজমার সঙ্গে কিছুটা মিল হয়।

বাকি থাকল এই প্রশ্ন যে, এত বেশি পরিমাণ অর্থ এক ব্যক্তিকে যাকাত হিসাবে কীভাবে দেওয়া হল?

এর সমাধান হল, নিঃসন্দেহে কোনো ফকীরকে তো তার প্রয়েজনের কারণে এত অধিক পরিমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু এটি تحمل حمالة ছিল। যার সম্পর্ক হল ঋণের সঙ্গে। আর ঋণ তো অনেক বড়ও হতে পারে। এহিসাবে এত বেশি পরিমাণ অর্থ এক ব্যক্তিকে যাকাত হিসাবে দেওয়া হল।

١٦٣٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ. عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ. عَنْ سَمُرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ. فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ. وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ. إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ. أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا.

তরজমা ---

১৬৩৯। হযরত হাফস ইবনে ওমর (রহ.) .... যায়েদ ইবনে ওকবা আর-ফাযারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ভিক্ষাবৃত্তি হল ক্ষতবিক্ষতকারী জিনিস-যার সাহায্যে কোনো ব্যক্তি নিজের মুখমন্ডল ক্ষতবিক্ষত করে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে নিজের মানসম্মান বজায় রাখুক এবং যার ইচ্ছা নিজের লজ্জা-শরম ত্যাগ করুক। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে কিছু চাওয়া বৈধ, অথবা অনন্যোপায় অবস্থায় চাওয়া বৈধ।

তাশরীহ ---

قوله : اَلْمَسَائِلُ كُدُوحٌ

এখানে مسائل শব্দটি مسئلة এর বহু বচন। অর্থ কোনো কিছু চাওয়া আর كدوح শব্দটি كدح এর বহু বচন। অর্থ কোনো আঘাত কিংবা খুটাখুটির চিহ্ন। উদ্দেশ্য দাগ। অর্থাৎ মানুষের কাছে হাত পাতা, কোনো কিছু চাওয়া এটি নিজের চেহারাকে দাগযুক্ত ও ত্রুটিযুক্ত বানানো।

قوله : أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ

হাত পাতা/চাওয়া থেকে বিরত থাকবে। অর্থাৎ চাওয়ার অপদস্থতার কারণে মানুষের চেহারার সৌন্দর্য ও উজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যায়। তার সম্মান চলে যায়। যার ইচ্ছা সে নিজের চেহারার সৌন্দর্য অবশিষ্ট রাখুক আর ইচ্ছা হয় না সে তা দূর করে ফেলুক। কিন্তু এর দ্বারা তাখয়ীর তথা কোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিচ্ছেন; বরং এটি ধমকি ও تهديد এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী

فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا

قوله : إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ

অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি বাদশাহ, আমীর, হাকীমের কাছে চায় যারা বাইতুল মাল থেকে দিয়ে থাকে। কারণ বাইতুল মালের মধ্যে সকল মুসলমানের অংশ/অধিকার রয়েছে।

قال الشيخ عبد المحسن العباد : ذكر السلطان في الحديث يدل على الإباحة؛ لأن له حقاً، لكن إذا تعفف الإنسان ولم يسأل السلطان فهو أفضل.

قوله : أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا.

অর্থাৎ কারো অপারগতা ও প্রয়োজন খুব বেশি হয়ে গেল যে, না চাওয়া/হাত পাতা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই এ অবস্থায় غير ذي سلطنت এর কাছেও চাওয়া যেতে পারে।

باب ما تجوز فيه المسالة

যে অবস্থায় কোনো কিছু চাওয়া বৈধ

١٦٤٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ. عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ. قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ. فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ. إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ. فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا. ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ. فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ. فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ. فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ. حَتَّى يَقُولَ: ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا الْفَاقَةُ. فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ. فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ. وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ. يَا قَبِيصَةُ. سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

তরজমা --

১৬৪০। মুসাদ্দাদ (রহ.) .... হযরত কাবীসা ইবনে মুখারেক আল-হেলালী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (এক জনের) ঋণের যামিন হলাম। আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এলে তিনি বলেনঃ হে কাবীসা! তুমি যাকাতের মাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আমি তা থেকে তোমাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দেব। এরপর তিনি বললেন, হে কাবীসা! তিন ধরনের লোক ছাড়া কারো জন্য হাত পাতা বৈধ নয়।

(১) যে ব্যক্তি যামিন হয়েছে তার জন্য তা পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত অন্যের সাহায্য চাওয়া হালাল, এর পর সে তা পরিত্যাগ করবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তির ধন-সম্পদ দুর্যোগ-দুর্বিপাকে বিনষ্ট হয়, তবে সে ব্যক্তির জন্য এ বিপদ হতে নিষ্কৃতি লাভ না করা পর্যন্ত চাওয়া হলাল।

(৩) ঐ ব্যক্তি যে ধনী হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে অভাবগ্রস্ত ও সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ যদি তার স্থানীয় তিনজন সম্ভ্রান্ত লোক বলে যে, অমুক ব্যক্তিটি সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে তখন সেই ব্যক্তির জন্য চাওয়া (ভিক্ষা করা) ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ-যতক্ষণ না সে জীবন ধারণে স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী হয়। এর পর সেতা পরিত্যাগ করবে। এরপর তিনি বললেনঃ হে কাবীসা! উপরোক্ত তিন ধরনের লোক ছাড়া অন্যদের জন্য ভিক্ষা করা হারাম; যদি কেউ করে, তবে সে হারাম খায়।

তাশরীহ --

قوله : فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا

أي بالحمالة؛ لأنه سأل عن هذه الحمالة، والصدقة -كما هو معلوم- قد تكون أكثر من الحمالة وقد تكون قليلة. فالذي يبدو أن الذي يؤمر له به هو الحمالة التي جاء إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ من أجلها.

قوله : إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ

অর্থাৎ হাত পাতা বা কোনো কিছু চাওয়ার সুযোগ শুধুমাত্র তিন শ্রেণীর লোকদের রয়েছে।

ক. যে حمالة تحمل করে অর্থাৎ দুই ব্যক্তির মাঝে দ্বন্দ-কলহ নিরসনের জন্য নিজের যিম্মায় কারো হক নিয়ে নিল।

খ. ঐ ব্যক্তি, যার মাল-সম্পদে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো বিপদ আপদ এসে পড়ার কারণে তার সব ধন-সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। (সে চাইতে পারবে।)

গ. ঐ ব্যক্তি, যার পূর্বের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল কিন্তু পরবর্তীতে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে; বরং তার অভাবগ্রস্ততা প্রমাণিতও হয়ে পড়ে। এভাবে যে, তার গোত্রের তিনজন সচেতন, বিবেকবান মানুষ এই সাক্ষ্য দেয় যে, বাস্তবেই অমুক ব্যক্তি ইদানীং অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

قوله : حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ

أي: حتى يحصل ما تحمله ثم يمسك، أي: فلا يستمر في السؤال، ولا يبحث عن شيء زائد على ذلك.

قوله : حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ

যতক্ষণ পর্যন্ত তার খোরাক ও জীবিকার বন্দোবস্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত বন্দোবস্ত না হবে চাইতে পারবে। তবে বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়ার পর পারবে না।

ধনাঢ্যতার সীমা সম্পর্কে জুমহুরদের দলীল ঃ

এই হাদীসের حتى يصيب قواما من عيش দ্বারা জুমহুরদের এ কথার সমর্থন হয় যে, ধনাঢ্য ও দারিদ্র্য এর ভিত্তি হল قدر كفاية পরিমাণ সম্পদ লাভ হওয়া না হওয়ার উপর।

قوله : حَتَّى يَقُولَ : ثَلَاثَةٌ

মূলত যারা চায় তারা দুই ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমতো অপরিচিত মানুষ, যার অভাবগ্রস্ততা ও স্বচ্ছতার অবস্থা ভালোভাবে জানা যায় না। দ্বিতীয় চেনা-পরিচিত মানুষ যার সম্পর্কে এলাকাবাসী পূর্ব থেকেই জানে যে, সে অভাবগ্রস্ত নয়। যেহেতু এমন মানুষের চাওয়ার বিষয়ে অন্যরা সন্দেহ পোষণ করে থাকে এজন্য ততক্ষণ পর্যন্ত তার ভিক্ষা করা বৈধ নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তার গোত্রের কয়েকজন এই সাক্ষ্য দেয় যে, হ্যাঁ, বাস্তবেই সে এখন অভাবগ্রস্ত।

قوله : ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى

এই হাদীস দ্বারা কোনো কোনো শাফেয়ী যেমন ইবনে খুযায়মা ও অন্যরা এ কথার প্রমাণ দিয়ে থাকে যে, অভাবগ্রস্ততা প্রমাণের জন্য তিনজন সাক্ষীর প্রয়োজন।

জুমহুর উলামাদের মতে এই বিষয়টি সাক্ষ্য অধ্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং এটি হল অবস্থার প্রকাশ ও অবস্থা যাচাই এর অন্তর্ভুক্ত।

অথবা বলা হবে, এখানে উত্তম পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় অভাবগ্রস্ততাও অন্যান্য দাবীর মতো দুইজন সৎ ও আদিলের মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয়ে যায়।

قوله : مِنْ قَوْمِهِ

নিজের গোত্রের লোকদের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, তারা অন্যদের তুলনায় তার অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত।

এই সংক্রান্ত মতভেদ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসটি ইমাম আহমদ, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, দারা কুতনী ও ইবনে খুযায়মা উল্লেখ করেছেন।

١٦٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . عَنِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ . عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ . فَقَالَ : أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ : بَلَى . حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ . وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ . قَالَ : ائْتِنِي بِهِمَا . قَالَ : فَأَتَاهُ بِهِمَا . فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ . وَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا . آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ . قَالَ : مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ . أَوْ ثَلاَثًا . قَالَ رَجُلٌ : أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ . وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ . وَقَالَ : اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ . وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ . . فَأَتَاهُ بِهِ . فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بِيَدِهِ . ثُمَّ قَالَ لَهُ : اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ . وَلاَ أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا . فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ . فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ . فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا . وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ : لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ . أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ . أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ .

তরজমা --

১৬৪১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা (রহ.) .... আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী ব্যক্তি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘরে কি কিছু নেই? সে বলল, হাঁ, একটি কম্বল মাত্র- যার অর্ধেক আমি পরিধান করি এবং বাকি অর্ধেক বিছিয়ে শয়ন করি। আর আছে একটি পেয়ালা, যাতে আমি পানি পান করি। তিনি বললেন, উভয়টি আমার কাছে নিয়ে আস। রাবী বলেনঃ সে তা আনলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা নিজ হাতে নিয়ে বললেন, কে এই দুটি কিনতে ইচ্ছুক? এক ব্যক্তি বলল, আমি তা এক দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করতে চাই। এরপর তিনি বললেন, এক দিরহামের অধিক কে দেবে? তিনি দুই বা তিনবার এরূপ উচ্চারণ করলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, আমি তা দুই দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করব। তিনি সেই ব্যক্তিকে তা প্রদান করলেন এবং বিনিময়ে দুটি দিরহাম গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি তা আনসারীর হাতে তুলে দিয়ে বললেনঃ এর একটি দিরহাম দিয়ে কিছু খাবার ক্রয় করে তোমার পরিবার-পরিজনদের দাও; আর বাকি এক দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে আমার কাছে আস। লোকটি কুঠার কিনে আনলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ হাতে তাতে হাতল লাগিয়ে তার হাতে দিয়ে বললেন, এখন তুমি যাও এবং জঙ্গল হতে কাঠ কেটে এনে বিক্রি কর। আর আমি যেন তোমাকে পনের দিন না দেখি। এরপর সে চলে যায় এবং কাঠ কেটে এনে বিক্রয় করতে থাকে।

এরপর সে (পনের দিন পর) আসল। সে তখন প্রাপ্ত হয়েছিল দশটি দিরহাম যা দিয়ে সে কিছু কাপড় এবং কিছু খাবার কিনল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, ভিক্ষাবৃত্তির চেয়ে এটা তোমার জন্য উত্তম। কেননা ভিক্ষাবৃত্তির ফলে কেয়ামতের দিন তোমার চেহরা ক্ষত-বিক্ষত হত। ভিক্ষা চাওয়া তিন ধরনের ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের জন্য বৈধ নয়ঃ

(১) ধূলা-মলিন নিঃস্ব ভিক্ষুকের জন্য,

(২) প্রচন্ড ঋণের চাপে জর্জরিত ব্যক্তির জন্য এবং

(৩) যার উপর দিয়াত (রক্তপণ) আছে, অথচ তা পরিশোধের অক্ষমতার কারণে নিজের জীবন বিপন্ন—এ ধরনের ব্যক্তিরা যাঞ্চা করতে পারে।

তাশরীহ --

قوله : مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ

بيع المزيدة (নিলামে বিক্রি) এর বৈধতা

এই হাদীসে একথাও উল্লেখ আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তির চট ও কাঠের পাত্রটিকে এ পদ্ধতিতে বিক্রি করেছিলেন যাকে بيع من يزيد ও بيع المزايدة বলা হয়।

প্রথম তাবীরটি ইমাম তিরমিযী ও দ্বিতীয় তাবীরটি ইমাম বুখারী তরজমাতুল বাবের মধ্যে অবলম্বন করেছেন। আমাদের দেশে এটিকে নিলাম বিক্রি বলা হয়।

জুমহুরদের মতে এটি জায়েয। ইবরাহীম নাখাঈর মতে তা মাকরূহ।

ইমাম আওযায়ী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই ও অন্যান্য কিছু আলেমগণ এটিকে তাখসীস করেন। তারা বলেন, এ ধরনের বিক্রি শুধুমাত্র غنائم ও مواريث এর ক্ষেত্রে জায়েয আছে, সর্বক্ষেত্রে নয়।

হাদীসুল বাবকে ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন। ইমাম বুখারী এই মাসআলায় কোনো ছরীহ মুসনাদ হাদীস উল্লেখ করেননি।

قوله : وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا

পনের দিন পর্যন্ত তোমাকে কখনো দেখব না। (পনের দিন পর্যন্ত তোমরা আমাকে নিজেদের অবস্থা দেখিও না।) অর্থাৎ আমার মজলিসে এসো না। বরং যে কাজের আদেশ তোমাকে করেছি তা-ই করতে থাক। এরপর পনের দিন চলে যাওয়ার পর আমার কাছে এসে নিজের অবস্থা জানাবে।

قوله : إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ

ভিক্ষা করা কেবল তিন প্রকারের লোকদের জন্য জায়েয।

এক. ঐ ব্যক্তি, যাকে তার অভাবগ্রস্ততা মাটিতে মিশিয়ে দেয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন او مسكينا ذا متربة

দুই. এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যার ঋণ অধিক বেশি। ঋণ বেশি হওয়ার অর্থ হল, তা আদায় করা খুব কঠিন হওয়া কোনো উপায় না থাকার কারণে।

তিন. এমন দম ওয়ালা ব্যক্তি, যাকে দম অস্থির করে তোলে। অর্থাৎ কোনো হত্যাকান্ডের ঘটনায় কোনো ব্যক্তি নিজের উপর দিয়ত নিয়ে নেয় পারস্পরিক কলহ দূর করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এ ক্ষমতা/সামর্থ্য নেই যে, সে তা আদায় করতে পারবে। এখন যদি দিয়ত আদায় না করে তাহলে হত্যাকারীকে হত্যা করে দেওয়া হবে। যার কারণে যিম্মা গ্রহণকারী করে সম্মুখীন হবে। তাহলে এমন পরিস্থিতিতে তার ভিক্ষা করা জায়েয হবে।

হাদীসটি আহমদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন হাসান সহীহ। নাসাঈও সংক্ষিপ্তভাবে তা উল্লেখ করেছেন।

باب كراهية المسالة

ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দা

١٦٤٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ . عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ . عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ . عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ . قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الأَمِينُ أَمَّا هُوَ إِلَيَّ فَحَبِيبٌ . وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ . قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةً . أَوْ ثَمَانِيَةً . أَوْ تِسْعَةً . فَقَالَ : أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ . قُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ . حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا . فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا فَبَايَعْنَاهُ . فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ . فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا . وَتُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ . وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا . وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً . قَالَ : وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا . قَالَ : فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدِيثُ هِشَامٍ لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ سَعِيدٌ .

١٦٤٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ عَاصِمٍ . عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ . عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : وَكَانَ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لاَ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا . وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ ثَوْبَانُ : أَنَا . فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا .

তরজমা ---

১৬৪২। হিশাম ইবনে আম্মার (রহ.).... হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ -এর কাছে সাতজন বা আটজন অথবা নয়জন ইপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বললেনঃ তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করবে না? আর আমরা কিছুদিন আগেই বাইয়াত গ্রহণ করেছিলাম। আমরা বললাম, আমরা তো আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি (এই উদ্দেশ্যে যে, হয়ত তিনি তা ভুলে গিয়েছেন)। তিনি এরূপ তিনবার বললেন, (তাতে আমরা মনে করি যে, তিনি আবার বাইয়াত গ্রহণের জন্য বলছেন)। তখন আমরা আমাদের হাত বাড়িয়ে দেই এবং তাঁর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করি। (আমাদের) একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো (পূর্বে) আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি, সুতরাং এখন কিসের জন্য আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করব? তিনি বললেনঃ (এর উপর যে,) তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কিছুই শরীক করবে না। আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে এবং শ্রবণ করবে ও (আমীরের) অনুসরণ করবে। এবং একটি কালেমা চুপিসারে বললেনঃ তোমরা লোকদের নিকট কিছুই চাবে না।

রাবী আওফ (রা.) বলেনঃ এদের কোন কোন ব্যক্তির (সফরকালে) চাবুক নিচে পড়ে গেলে, তা উঠিয়ে দেয়ার জন্য অন্যকে বলতেন না। ইমাম আবু দাউদ বলেন, হিশামের হাদিসটি সাইদ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

১৬৪৩। হযরত ওবাযদুল্লাহ ইবনে মুয়ায (র) ...... সাওবান (রা) হতে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর আযাদকৃত গোলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার কাছে এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে যে, সে অন্যের কাছে ভিক্ষা করবে না আমি তার জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করব। ছাওবান (রা.) বলেন, আমি। এরপর তিনি করো কাছে কিছু প্রার্থনা করতেন না।

—২০

قوله : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আওফ ইবনে মালিক রা. বলেন, আমরা একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মজলিসে ৭/৮ কিংবা নয়জন উপস্থিত ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমার কাছে বাইআত হবে না? তারা বলেন, যেহেতু আমরা কিছুদিন পূর্বেই তার নিকট বাইআত হয়েছি। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের বাইআত হয়েছি এজন্য আরয করলাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমরা তো আপনার কাছে বাইআত হয়েছি। এখন কোন বিষয়ের বাইআত করবেন? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবীদেরকে 'আমালে সালেহা'র উপর বাইআত করিয়েছেন, যা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

সূফীদের সুলূকের বাইআতের প্রমাণ

قوله : فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا فَبَايَعْنَاهُ

সুফীদের কাছে যে সুলূকের বাইআত প্রচলিত এই হাদীস দ্বারা তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা, এই বাইআতটা ইসলাম গ্রহণের বাইআত ছিল না; বরং আমালে সালেহা ও কুফর-শিরক থেকে বেঁচে থাকার উপর ছিল।

মানহাল গ্রন্থে ফিকহুল হাদীস শিরোনামের আওতায় উল্লেখ রয়েছে। হাদীস দ্বারা দাওয়াত ও আহকামের প্রচার-প্রসারের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগ্রহ প্রকাশ পায়। তেমনিভাবে সৎকাজ ও তাকওয়ার প্রতিশ্রুতির উপর পরস্পরের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

قوله : وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً

তবে একটি কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নস্বরে বলেছেন। (যেন সকলে না শুনতে পারে।) তা হল, ولا تسألوا الناس شيئا কারো কাছে হাত না পাতার নির্দেশনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহ্যত এই কারণে নিম্নস্বরে বলেছেন যে, মানুষের অবস্থা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কারো জন্য চাওয়ার অবকাশ থাকে; বরং চাওয়া জরুরি হয়ে পড়ে আবার কারো জন্য চাওয়ার অবকাশ থাকে না। ফলে সব মানুষ এর মুখাতাব ও মুকাল্লাফ নয়। (মানহাল)

قوله : فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أُولَئِكَ النَّفَرِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে যে কথাটি আস্তে বলেছেন তার উপর সাহাবীগণ যে কঠোরতার সঙ্গে আমল করেছেন রাবী তা বর্ণনা করছেন যে, সে বাইআতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কারো কারো অবস্থা এই ছিল যে, তাদের মধ্য থেকে কারো বাহনের চাবুক যমীনে পড়ে গেলেও অন্যকে তা উঠিয়ে দেওয়ার কথাও বলতেন না; বরং নিজেই বাহন থেকে নেমে তা উঠিয়ে নিতেন। رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة

قوله : حَدِيْثُ هِشَامٍ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا سَعِيْدٌ

মুসান্নিফ রহ. হাদীসটির গরীব হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, হিশামের হাদীসটি সাঈদ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেনি।

باب في الاستعفاف

কারো কাছে কিছু চাওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকা

١٦٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ. ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ. حَتَّى إِذَا نَفِدَ عِنْدَهُ. قَالَ: مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ. فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ. وَمَا أَعْطَى اللهُ أَحَدًا مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

١٦٤٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ أَبُو مَرْوَانَ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. وَهٰذَا حَدِيثُهُ. عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ. عَنْ سَيَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ. عَنْ طَارِقٍ. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ. فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ. لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ. وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ. أَوْشَكَ اللهُ لَهُ. بِالْغِنٰى. إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ. أَوْ غِنًى عَاجِلٍ.

তরজমা --

১৬৪৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা (রহ.) ..... হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। আনসারদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কিছু প্রার্থনা করলেন। তিনি তাদের কিছু দান করলে তারা আবার প্রার্থনা করলেন এরপর তিনি আবার তাদের দান করলেন। এমন কি যখন তাঁর নিকট (থাকা সম্পদ) শেষ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেনঃ আমার কাছে যে সম্পদ থাকবে তা আমি কখনো গচ্ছিত রাখব না। যে ব্যক্তি অন্যের কাছে প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকবে- আল্লাহ তায়ালা তাকে পবিত্র করবেন; আর যে অমুখাপেক্ষী হবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন। এবং যে ব্যক্তি সবর (ধৈর্য) করার চো করবে- আল্লাহ তাকে সবর করার তৌফিক দান করবেন। বস্তুতঃ ধৈর্যের চেয়ে উত্তম জিনিস কাউকে দান করা হয়নি।

১৬৪৫। মুসাদ্দাদ (রহ.).... হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দারিদ্র্য পীড়িত হয়ে তা মানুষের কাছে প্রকাশ করে- আল্লাহ তার দারিদ্র্য দূর করেন না। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি তা আল্লাহর কাছে পেশ করে আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করেন- হয় দ্রুত মৃত্যুর মাধ্যমে অথবা সম্পদশালী করার মাধ্যমে।

তাশরীহ --

قوله: باب في الاستعفاف

عفة অর্থ ছেড়ে দেওয়া, বিরত থাকা। বলা হয়, عف عن الشيئ يعف এটি باب ضرب يضرب থেকে মাছদার হল, عفافا উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাআলার কাছে মানুষের عفة عن السوال এর প্রার্থনা করা অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেন তাকে হাত পাতা থেকে বাচিয়ে রাখেন।

قوله: أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ

অর্থাৎ কিছু আনসার সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একটু বিরতি দিয়ে বারবার চাচ্ছিল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দান করতে থাকলেন। এমনকি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যা কিছু ছিল সব শেষ হয়ে গেল। নবীজী তাদেরকে বললেন, দেখ, আমার কাছে যে সম্পদ থাকে তা আমি কখনো সরিয়ে রাখি না (বরং বণ্টন করে দিয়ে দেই।)

এরপর তিনি বললেন, ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله অর্থ: যে হাত পাতা থেকে পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাআলা তাকে পবিত্র রাখেন। আর যে অমুখাপেক্ষী থাকতে চায় আল্লাহ তাআলা তাকে অমুখাপেক্ষী রাখেন।

قوله : وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ

যে ব্যক্তি নিজে থেকে عفة عن السوال প্রার্থনা করে অর্থাৎ হাত পাতা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে এবং নিজেকে এর প্রতি উৎসাহিত করে।

অথবা উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে عفة عن السوال প্রার্থনা করে এবং চায় যে, আল্লাহ তাকে হাত পাতা থেকে বাচিয়ে রাখুন তখন বাস্তবেই আল্লাহ তাআলা তাকে বাচিয়ে রাখেন।

قوله : وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ

যে ব্যক্তি নিজের মুখে অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করে তাহলে বাস্তবে আল্লাহ তাআলা তাকে সম্পদ দিয়ে ধনী বানিয়ে দেন কিংবা غنى القلب দ্বারা ধনী বানিয়ে দেন।

قوله : وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে ছবরের তাওফীক প্রার্থনা করে অথবা যে নিজেকে ছবরের উপর উদ্বুদ্ধ করে এবং কোনো লৌকিকতা ছাড়াই তা অবলম্বন করে আল্লাহ তাআলা তাকে ছবরের বৈশিষ্ট্য দান করেন। যার ফলে তার ছবর করা সহজ হয়ে যায়।

قوله : وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ

অর্থাৎ ছবর থেকে অধিক প্রশস্ত-বিশাল কোনো সম্পদ কখনো কাউকে দেওয়া হয়নি। কেননা,এর চেয়ে বিশাল ও প্রশস্ত কোনো বৈশিষ্ট্যই নেই। কারণ ছবর এমন এক বৈশিষ্ট্য, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই যার প্রয়োজন। কেননা, মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরে কোনো না কোনো অপছন্দনীয় বিষয় এসে যায় যার সর্বোত্তম চিকিৎসা ও সমাধান হল ছবর। ছবর যেন মানুষের প্রতিটি ধাপে ধাপে উপকারে আসার মতো একটি বস্তু। এজন্য তাকে সবচেয়ে বিশাল ও বিস্তৃত দান বলা হয়েছে।

ছবরের সার কথা হল, আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা। কোনো অপছন্দনীয় বিষয় এসে গেলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং তাকদীরে ইলাহী ও এর মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিহীত আছে বলে বিশ্বাস করা।

قوله : مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ

যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ততার সম্মুখীন হয় আর সে তা মানুষের সামনে তুলে ধরে তার অভাবগ্রস্ততা দূর হবে না। কেননা, প্রথমত এটি জরুরি নয় যে, তারা তাকে দান করবে। আর দান করলেও তো মানুষের প্রতি তার প্রয়োজন বাকি থাকল, তাদের থেকে মুখাপেক্ষী হতে পারল না।

قوله : وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ

যে তার প্রয়োজনকে আল্লাহ তাআলার কাছে পেশ করবে এবং তাঁর কাছেই নিজের প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করবে আল্লাহ তাআলা দ্রুত মৃত্যু দিয়ে তার ব্যবস্থা করে দিবেন।

অর্থাৎ নিকটবর্তী সময়ে অতি নিকটের কাউকে মৃত্যু দিবেন। এরপর তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে তার প্রয়োজন দূর করে দিবেন। অথবা উদ্দেশ্য হল, স্বয়ং অভাবগ্রস্তকেই তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসার দরুণ মৃত্যু দিবেন। তখন সে আর মুখাপেক্ষী থাকবে না এবং তার অভাবও বাকি থাকবে না।

قوله : أَوْ غِنًى عَاجِلٍ

অর্থাৎ তাকে যে কোনো উপায়ে তাৎক্ষণিক স্বচ্ছলতা দান করা হবে।

١٦٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ. عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ. عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ أَنَّ الْفِرَاسِيَّ. قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا. وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدَّ. فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ.

তরজমা --

১৬৪৬। হযরত কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র)... ইবনুল ফিরাসী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- কে বলেন, হে আরল্লাহর রাসূল! আমি কি (লোকের নিকট) কিছু চাইব? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমানঃ না। আর একান্তই যদি তোমাকে কিছু প্রার্থনা করতে হয় তবে অবশ্যই উত্তম লোকদের কছে চাইবে।

তাশরীহ --

قوله : أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللهِ.

الأصل: أأسأل؟ فحذفت همزة الاستفهام.

قوله : عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ

এই হাদীসটিকে ইবনুল ফিরাসী তার পিতা ফিরাসী থেকে বর্ণনা করেছেন। বনু ফিরাস একটি গোত্র। তাদের দুজনের মধ্যে কারো নাম জানা যায়নি। কেউ কেউ বলেছেন, ফিরাসী নাম। কেউ কেউ বলেছেন, বিশুদ্ধ হল, ফিরাস (ইয়া নিসবত ব্যতীত)। আর ফিরাসই তার নাম।

قوله : وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدَّ

কারো কাছে চাওয়াটা যদি জরুরি হয়ে পড়ে তাহলে সালেহীনদের কাছে চাও। কেননা, সালেহীনদের কাছে কিছু চাওয়ার মধ্যে অপদস্থতা বেশি হয় না। কেননা, কোনো সালেহ কোনো মুসলমানকে খাটো মনে করেন না। দ্বিতীয়ত যদি তার কাছে থাকে তাহলে দিয়ে দিবে। অন্যথায় কমপক্ষে দুআ করবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবে। হাদীসটিকে নাসাঈও উল্লেখ করেছেন। (মানহাল)

قوله : فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ

لأن سؤال أهل الصلاح فيه منافع من ذلك أنّ مال أهل الصلاح جاء من طريق حلال، وهذا بخلاف الفاسق، وربّما إذا سأله استذله.

١٦٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ . عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ . عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ . عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ . قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ . فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ . أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ : إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلّٰهِ وَأَجْرِي عَلَى اللهِ . قَالَ : خُذْ مَا أُعْطِيتَ . فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِي . فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ . فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ . فَكُلْ وَتَصَدَّقْ .

তরজমা ---

১৬৪৭। হযরত আবুল ওয়ালীদ আত-তয়ালিসী (রহ.) ..... হযরত ইবনুস-সায়েদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) আমকে যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ করলেন। আমি তা আদায়ের পর তাঁর কাছে জমা দিলে তিনি আমাকে কাজের বিনিময় গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। তখন আমি বললাম, আমি তো তা আল্লাহর জন্য করেছি, আমার বিনিময় আল্লাহর কাছে। তিনি বললেন, আমি তোমাকে যা দান করা হচ্ছে তা গ্রহণ কর। কেননা আমিও রাসূলুল্লাহ এর সময় যাকাত আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। আর আমিও তোমার ন্যায় বলেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেনঃ তোমার চাওয়া ব্যতিরেকে যা কিছু দেয়া হয়- তুমি তা ভক্ষন কর অথবা দান- খয়রাত করে দাও।

তাশরীহ ---

قوله : عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ

এই হাদীসের সনদে عن ابن الساعدي রয়েছে। কাযী ইয়ায বলেন, সঠিক হল عن الساعدي যার নাম কুদামা ইবনে ওয়াকদান। কেউ কেউ বলেন, আমর ইবনে ওয়াকদান। তাকে সাএদী এজন্য বলা হয় যে, তিনি শৈশবকালে বনু সাএদ ইবনে বকর গোত্রে দুগ্ধ পান করেছিলেন। তেমনিভাবে তিনি কুরাশী, আমিরী ও মালেকীও। অর্থাৎ মালেক ইবনে হাম্বল ইবনে আমের গোত্রের। তার পুত্রের নাম আবদুল্লাহ ইবনে সাএদী। তিনিও সাহাবী। সুতরাং তিনি সাহাবীর পুত্র সাহাবী।

তবে হাফেয মুনযিরী বলেন, এখানে ইবনে সাদীই সঠিক।

قوله : بِعُمَالَةٍ

عمالة অর্থ কাজের বিনিময় এবং তার পারিশ্রমিক।

قوله : إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ

অর্থাৎ যখন কোনো বস্তু কারো কাছে চাওয়া ব্যতীত এসে যায় তাহলে তা গ্রহণ করে নেওয়া উচিত। তা নিয়ে খাও-পান কর এবং সদকাও কর।

হযরত শায়খ বলেন, সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, যদি কোনো বস্তু (হালাল) লোভ ও আদেশ করা ছাড়াই পাওয়া যায় তাহলে তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে মনে করে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। অনাথায় পরবর্তীতে চাইলেও আর পাওয়া যায় না। মানহাল প্রণেতা বলেন, এমন বস্তু গ্রহণ করা ইমাম আহমদের মতে হাদীসের বাহ্যত দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াজিব। আর জুমহুরদের মতে শুধুমাত্র মুস্তাহাব।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ মুসান্নেফের শব্দ ও সনদে উল্লেখ করেছেন। আর বুখারী ও নাসাঈ যুহরী ইবনে সাদী থেকে এই সনদে উল্লেখ করেছেন। যার শব্দগুলো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

١٦٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ نَافِعٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ . وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ . وَالتَّعَفُّفَ مِنْهَا . وَالْمَسْأَلَةَ : الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى . وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ . وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : اخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ . عَنْ نَافِعٍ . فِي هٰذَا الْحَدِيثِ . قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ : الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ . وَقَالَ : أَكْثَرُهُمْ . عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ . عَنْ أَيُّوبَ . الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ . وَقَالَ وَاحِدٌ عَنْ حَمَّادٍ : الْمُتَعَفِّفَةُ

١٦٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ التَّيْمِيُّ . حَدَّثَنِي أَبُو الزَّعْرَاءِ . عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ . عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الأَيْدِي ثَلَاثَةٌ : فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا . وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا . وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى . فَأَعْطِ الْفَضْلَ . وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ.

তরজমা ---

১৬৪৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা (রহ.) .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিম্বরের উপর বসে যাকাত ও দান-খয়রাত গ্রহণ হতে বিরত থাকা এবং ভিক্ষা বৃত্তির আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, উপরের হাত নিচের হাত হতে উত্তম। উপরের হাত খরচকারী (দাতা) এবং নিচের হাত যাচ্ঞাকারী (গ্রহিতা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন ঃ নাফের নিকট হতে আইউব কর্তৃক এই হাদীসে মতভেদ আছে। আবদুল ওয়ারিছ বলেন الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ (উপরের হাত হল যা ভিক্ষা বৃত্তি থেকে নিবৃত্ত থাকে)।

আর অধিকাংশ রাবী হাম্মাদ ইবনে যায়েদের সনদে, আইউব হতে বর্ণনা করেন الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ (উপরের হাত খরচকারী)। আর এক রাবী হাম্মাদ হতে বর্ণনা করেন الْمُتَعَفِّفَةُ।

১৬৪৯। হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ... হযরত আবুল আহওয়াস (র) হতে তাঁর পিতা মালেক ইবনে নাদলা (রা) এর সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ হাত তিন প্রকারের (১) আল্লাহ তায়ালার হাত হল উপরেরটি, (২) আর দানকারীর হাত হল তার সাথে মিলিতটি (৩) এবং ভিক্ষুকের হাত হল নিচেরটি। সুতরাং তোমরা তোমাদের উদ্বৃত্ত মাল দান-খয়রাত কর এবং নিজেকে আত্মার দাবির কাছে সমর্পণ করো না।

তাশরীহ ---

قوله : وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ . وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ.

هذا الحديث يدل على فضل الإعطاء، وعلى ذم السؤال، وعلى تميز من يعطي على من يأخذ، ووصف يد المعطي بأنها العليا،

قوله : قَالَ أَبُو دَاوُدَ : اخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ

মতনের শব্দসমূহের বিষয়ে বর্ণনাকারীদের যে মতভেদ রয়েছে মুসান্নেফ এখন তা আলোচনা করছেন।

এই হাদীসটি নাফে থেকে বর্ণনাকারী একজন হলেন মালেক। যার রেওয়ায়েতকে মুসান্নেফ সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন। তিনি اليد العليا এর ব্যাখ্যা المنفقة (খরচকারী) দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

আর নাফে থেকে অপর বর্ণনাকারী হলেন আইয়ুব সখতিয়ানী। এরপর আইয়ুবের শাগরিদগণও পরস্পর মতভেদের সম্মুখীন হয়েছেন। কেউ তা থেকে এমনই বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ اليد العليا المنفقة)

আবার কেউ বিপরীত اليد العليا المتعففة বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়টি বর্ণনাকারীর নাম হল আবদুল ওয়ারিস। আর প্রথমটির বর্ণনাকারী হলেন হাম্মাদ ইবনে যায়েদ।

হাম্মাদের অধিকাংশ শাগরিদ তার সূত্রে এমনই বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু হাম্মাদের শুধু একজন শাগরিদ তার সূত্রে المتعففة বর্ণনা করেন।

হাফেয ইবনে হাজার বলেন, (ফাতহুল বারী ৩/২৩৬) এই একজন দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুসাদ্দাদ। এরপর বলেন, একজন নয়; বরং দুইজন। দ্বিতীয়জন হলেন আবুর রবী'।

আওনুল মা'বুদ গ্রন্থে আছে যে, ইমাম খাত্তাবী মাআলিম-এর মধ্যে المتعففة এর রেওয়ায়েতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

আর তামহীদ গ্রন্থে ইবনে আবদুল.বার المنفقة এর রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীর মধ্যে এমনটি বর্ণনা করেছেন।

শরহে মুসলিম গ্রন্থে ইমাম নববী বলেন, এটিই সঠিক।

মুনযিরী বলেন, ইমাম বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ اليد العليا المنفقة ও اليد السفلى السائلة শব্দে উল্লেখ করেছেন।

হাফেয বলেন, অধিকাংশ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, اليد العليا হল منفقة আর سفلى হল سائلة এবং তিনি বলেন,এটিই নির্ভরযোগ্য ও জুমহুরদের মত।

রেওয়ায়েতসমূহেরেম মাঝে সমন্বয়

সকল হাদীসকে সামনে রেখে বলা হবে যে, প্রকৃত علو (উচ্চতা) তো আল্লাহ তাআলার হাতই লাভ করেছে। আর মানুষের اليد العليا হল المنفقة আর اليد السفلى হল سائلة

আর যদি বিস্তারিত ব্যাখ্যা ধরা হয় তাহলে বলা হবে তারতীবটা এরকম হবে–

(١) المنفقة (٢) المتعففة عن الأخذ (٣) الأخذة بغير سوال (٤) اليد السائلة

قوله: وَقَالَ وَاحِدٌ عَنْ حَمَّادٍ: الْمُتَعَفِّفَةُ.

المتعفف هو الذي لا يسأل هو على خير، وهو محمود، وهو ليس كالسائل، بل قد أخبر الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم أنه: (ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغنِ يغنه الله)

قوله: فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا

لأن الله تعالى هو المعطي على الحقيقة، وإعطاء الإنسان إنما هو تابع لإعطاء الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي جعله معطياً، وهو الذي جعله سبباً في وصول ذلك الخير إلى الغير.

قوله: فَأَعْطِ الْفَضْلَ. وَلاَ تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ.

أي أعط الشيء الزائد عن حاجتك. ولا تعجز عن نفسك في مجاهدتها في كونها تسمح بالبذل وتحرص على إنفاقه خوف الفقر.

باب الصدقة على بني هاشم

হাশিম বংশীয়দের যাকাত প্রদান সম্পর্কে

١٦٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. عَنِ الْحَكَمِ. عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ. عَنْ أَبِي رَافِعٍ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ. فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا. قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ. فَقَالَ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

তরজমা ---

১৬৫০। মুহাম্মাদ ইবনে কাছীর (রহ.)... হযরত আবু রাফে (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী এক ব্যক্তিকে বনী মাখযূমদের নিকট হতে যাকাত আদায়ের জন্য পাঠান। তিনি (আরকাম) আবু রাফে'কে বলেন, আপনি আমার সাথে থাকুন তাহলে আপনিও তা হতে কিছু পাবেন। জবাবে তিনি বলেন ঃ আমি মহানবী এর কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে নেব। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ কোন সম্প্রদায়ের মুক্তদাস তাদের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং আমাদের জন্য যাকাতের মাল গ্রহণ জায়েয নয় (তাই তোমার জন্য তা হালাল নয়)।

তাশরীহ ---

قوله: باب الصدقة على بني هاشم

তরজমাতুল বাবে উল্লেখিত মাসআলার আলোচনার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ এ বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশী ও হাশেমী গোত্রীয়। কুরাইশ গোত্র আরবের সকল গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম গোত্র। এরপর কুরাইশ গোত্রের সকল শাখার মধ্যে সর্বোত্তম হল বনু হাশিম শাখা। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাশিমী। তিনি হাশিম ইবনে আবদ মানাফ-এর বংশধর। হাশিম হলেন নবীজীর দ্বিতীয় পূর্বপুরুষ।

সহীহ মুসলিম ও সুনানে তিরমিযীর হাদীসে আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ.-এর বংশে ইসমাইলকে নির্বাচন করেছেন। আর ইসমাইলের বংশে বনু কিনানাকে (উদ্দেশ্য হল নযব ইবনে কিনানা। হয়ত কিনানার আরো সন্তান ছিল)। আর বনু কিনানার মধ্যে কুরাইশকে অতঃপর কুরাইশের মধ্যে বনু হাশিমকে নির্বাচন করেছেন। এরপর বনু হাশিম থেকে নির্বাচন ও স্বাতন্ত্রতা দিয়েছেন আমাকে।

আর এই উন্নত বংশ ও প্রকৃত ভদ্রতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শরীয়ত বনু হাশিমকে যাকাত গ্রহণের যোগ্য বানায়নি। হাদীস শরীফে আছে–ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد

অর্থাৎ যাকাতের অর্থসম্পদ হল মানুষের ময়লা-আবর্জনা। মুহাম্মাদ ও তার বংশধরদের জন্য তা জায়েয নয়। সুতরাং এ বিষয়ে সকল ওলামায়ে কেরাম একমত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য যাকাত জায়েয নয়। কোনো কোনো আলেম নফল দান-সদকা সম্পর্কেও ইজমা বর্ণনা করে থাকেন যে, এটিও নবীজীর জন্য জায়েয নয়। তবে এটি ইজমা নয়; বরং এর মধ্যে কিছু কিছু আলেমের মতভেদ রয়েছে। যদিও জুমহুরের মাযহাব এটিই যে, তাও নবীজীর জন্য জায়েয নয়।

তেমনিভাবে এ বিষয়েও ইজমা রয়েছে যে, বনু হাশেমের জন্য যাকাত জায়েয নয়। তবে নফল দান-সদকা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হানাফীদের মতে এ সম্পর্কে জায়েয- না জায়েয উভয় ধরনের মত রয়েছে। কেউ জায়েয হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন আর কেউ জায়েয না হওয়াকে।

কাউকাব গ্রন্থে হযরত গাঙ্গুহী রাহ.-এর মতামত হল জায়েয না হওয়া। আর অন্যান্য আইম্মায়ে সালাসার নিকট গ্রহণযোগ্য মত এই যে, তাদের জন্য নফল দান-সদকা জায়েয। (মানহাল)

যাকাত নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বনু হাশিমের সঙ্গে বনু আবদুল মুত্তালিবও অন্তর্ভুক্ত কি না

آل محمد মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বংশধর, যাদের জন্য উপরোক্ত হাদীসে যাকাত নাজায়েয করা হয়েছে তাদের দ্বারা উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বনু হাশিম নাকি তাদের সঙ্গে বনু আবদুল মুত্তালিব অন্তর্ভুক্ত? এ মাসআলাটি উলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদপূর্ণ।

মূলত হাশিম ইবনে আবদ মানাফ, যার বংশধর হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আরো তিন ভাই ছিল : মুত্তালিব, নওফাল, আবদে শামস। তাঁদের চার জনের চার বংশ হয়েছে। যার মধ্যে বনু হাশিমের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেছেন।

এরপর অবশিষ্ট তিনটি গোত্রের মধ্যে বনু আবদুল মুত্তালিবের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তারা জাহিলিয়্যাত ও ইসলাম উভয় যুগেই বনু হাশিমের সহযোগিতা করেছে। ফলে কুরাইশের অবরোধের সময় শিআবে আবু তালিবের মধ্যে শুধুমাত্র বনু আবদুল মুত্তালিবই বনু হাশিমের সাথে ছিল।

এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের এক পঞ্চমাংশ সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ذوي القربى (আত্মীয়তা) এর অংশ বনু মুত্তালিব ও বনু হাশিমের মাঝে বন্টন করতেন। যে প্রেক্ষিতে বনু নওফেল ও বনু আবদে শামসের কিছু লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হয়ে অভিযোগ করল যে,

আপনি বনু হাশিমের সঙ্গে শুধুমাত্র বনু মুত্তালিবকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর অপর দুই গোত্রকে বাদ দিয়েছেন। অথচ বনু মুত্তালিবের সাথে আপনার যে সম্পর্ক তা আমাদের সঙ্গেও তো আছে। আমরা সবাই এক দাদার সন্তান। এর জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, انا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا اسلام وانما نحن وهم شيئ واحد وشبك بين أصابعه

অর্থাৎ নবীজী এক হাতের আঙ্গুলগুলো অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ইরশাদ করেন, আমরা ও তারা সর্বদা এ রকম করেই ছিলাম। –(আবু দাউদ ও বাযলুল মাজহুদ)

উদ্দেশ্য হল, এ কথা তো ঠিক যে, তিনটি গোত্রই আত্মীয়তার দিক থেকে আমার সঙ্গে সমান। কিন্তু নসুরাত ও সহযোগিতর দিক থেকে সমান নয়। এই দিক থেকে শুধুমাত্র বনু মুত্তালিবই আমাদের সঙ্গে ছিল। তাই গনীমতের এক পঞ্চমাংশের মধ্যে বনু হাশিমের সঙ্গে বনু মুত্তালিবও অন্তর্ভুক্ত।

এখন যাকাত হারাম হওয়ার বিষয়ে বনু মুত্তালিব বনু হাশিমের অন্তর্ভুক্ত কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা ইমাম মালেক রাহ.-এর মতে তারা অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর ইমাম শাফেয়ীর মতে অন্তর্ভুক্ত। তাদের মতে উভয় গোত্রের জন্য যাকাত জায়েয নয়।

ইমাম আহমদ রাহ.-এর এ বিষয়ে উভয় ধরনের মতামত রয়েছে। (মুগনী) একটি শাফেয়ীদের মতো। আর অপরটি হানাফী ও মালেকীদের মতো।

ইমাম শাফেয়ী রাহ. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মীয়তার অংশকে কুরাইশ গোত্রের কাউকে দেননি। শুধুমাত্র বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে দিয়েছেন। আর মূলত তা ছিল এই দুই গোত্রের লোকদেরকে যাকাতের কোনো অংশ না দেওয়ার বদল।

জুমহুর বলেন, বিষয়টি এমন নয়; বরং বনু মুত্তালিবকে অন্য কারণে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ নুসরাত ও সহযোগিতার কারণে। যেমনটি উপরের হাদীস দ্বারা বোঝা যায়। আর নুসরাত ও সহযোগিতা যাকাত গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধক নয়; বরং এর প্রতিবন্ধক শুধুমাত্র আত্মীয়তা। আর আত্মীয়তার দিক থেকে নবী ﷺ-এর অতি নিকটতম হল বনু হাশিম। এছাড়া অন্যান্য গোত্র আত্মীয়তার দিক থেকে সমান। ফলে তাদের হুকুমও একই হবে।

বনু হাশিমের মিছদাক

এ বিষয়ে আরো একটি মতভেদ এই যে, বনু হাশিমের মেছদাক কারা?

হানাফীদের মতে বনু হাশিমের মধ্যে শুধুমাত্র পাঁচ পরিবারের লোকজন শামিল : আব্বাস, আলী, জাফর, আকীল (জাফর ও আকীল উভয়ে হযরত আলী রা-এর ভাই) ও হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পরিবারবর্গ।

হানাফীদের মতে আবু লাহাবের বংশ এর মধ্যে শামিল নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধরদের মধ্যে শুধুমাত্র উপরোক্ত পাঁচ পরিবারের লোকেরা নবীজীর নুসরাত ও সহযোগিতা করেছেন। যার কারণে তারা সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। বনু আবু লাহাব এর বিপরীত। কারণ তারা নবীজীকে কষ্ট দিয়েছে। ফলে তারা সম্মানের পরিবর্তে ধিক্কারের যোগ্য।

জুমহুরদের মতে আবু লাহাবের বংশে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারাও এর অন্তর্ভুক্ত হবেন। যেমন উতবা, মুআততিব। যারা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ইসলাগ গ্রহণে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। (মানহাল)

নবী পত্নীগণ এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত কি না: বুখারীর ব্যাখ্যাকার ইবনে বাত্তাল বুখারীর তরজমাতুল বাব باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم এর অধীনে বলেন, ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে নবী-এর পত্নীগণ যাকাত হারাম হওয়ার হুকুমে যখন শামিল নন তখন পত্নীগণের موالي ও তাতে শামিল হবে না। কিন্তু এই বিষয়ে হাফেয ফাতহুল বারীর মধ্যে প্রথমত প্রশ্ন করেছেন যে, ইবনে কুদামা মুগনী গ্রন্থে হযরত আয়েশা রা.-এর একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। যা খাল্লাল নিজের সনদে উল্লেখ করেছেন। যার বিষয়বস্তু হল, একবার এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা রা.-এর খেদমতে সদকা হিসাবে কোনো বস্তু পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি এই বলে তা ফেরত পাঠিয়েছিলেন যে, انا ال محمد لا تحل لنا الصدقة আমরা মুহাম্মদের পরিবার। আর মুহাম্মদের পরিবারের জন্য সদকা জায়েয নয়।

এ সম্পর্কে ইবনে কুদামা বলেন, এই হাদীসটি নবী পত্নীদের জন্য সদকা হারাম হওয়ার প্রমাণ।

এ প্রসঙ্গে হাফেয বলেন, و هذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال হাফেযের কথার বাহ্যিক উদ্দেশ্য হল, ইবনে বাত্তাল উলামাদের সর্বসম্মতিক্রমে যা বর্ণনা করেছেন এই বর্ণনা তার বিরোধী নয়।

ফুকাহাদের সর্বসম্মত হওয়া ঠিক আছে। তবে আরেকটি কথা হল, আয়েশা রা.-এর এই আছর বাহ্যিকভাবে উক্ত সর্বসম্মতির বিরোধী।

মোটকথা, কোনো ফকীহ থেকে এমন বর্ণিত নেই যে, নবী পত্নীদের উপর সদকা হারাম।

আল্লামা আইনী আয়েশা রা.-এর এই আছরকে মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার দিকে মানসুব করেছেন।

আর নবী পত্নীগণের এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণ হল, তাঁদের মধ্যে কেউই হাশিমী নয়। যদিও অধিকাংশ কুরাইশী।

নাসাঈ শরীফে (২/৮১) একটি বর্ণনা আছে যে, একবার হযরত আলী রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর কী কারণ যে, আপনি আপনার বিবাহের জন্য কুরাইশকে (অর্থাৎ এমন কুরাইশ যারা হাশিমী নন) পছন্দ করেন আর আমাদেরকে (অর্থাৎ বনু হাশিমকে) বাদ দেন?

এর জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার মাথায় এমন কোনো হাশিমী মহিলা আছে যাকে আমি বিবাহ করতে পারি? তাঁরা উত্তরে বললেন, জী হাঁ, আছে। বিনতে হামযাহ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হামযাহ তো আমার দুধ ভাই। ফলে তার কন্যা আমার জন্য বৈধ নয়।

এর দ্বারা এ কথাই বোঝা যায় যে, নবীজীর সকল বিবাহ বনু হাশিম ছাড়া হয়েছে।

قوله : بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ

এ ব্যক্তির নাম হল আরকাম।

قوله : بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ

এটি একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা যে, বনু হাশিমের সঙ্গে তাদের موالي ও অন্তর্ভুক্ত কি না?

জুমহুর ওলামা, আইম্মায়ে সালাসা মতে হাদীসুল বাবের ভিত্তিতে (مولى القوم من أنفسهم) বনু হাশিমের موالي এরও একই হুকুম। ইমাম মালেক ও কতক শাফেয়ীদের মতে তারা এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

١٦٥١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. الْمَعْنَى. قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ الْعَائِرَةِ. فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا. إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً

١٦٥٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ. أَخْبَرَنَا أَبِي. عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ. عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً. فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلْتُهَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هِشَامٌ. عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا

তরজমা ---

১৬৫১। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পতিত খেজুরের পাশ দিয়ে গমন করেন। কিন্তু তিনি এই ভয়ে তা গ্রহণ করেন নাই যে, হয়ত তা যাকাতের খেজুর।

১৬৫২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খেজুর পেয়ে বলেন ঃ যদি আমি তা যাকাতের মাল হাওয়ার আশংকা না করতাম তবে অবশ্যই তা খেয়ে ফেলতাম। ইমাম আবু দাউদ বলেন, হিশাম (র) কাতাদার সূত্রে এইরূপ বর্ণনা করেছেন।

তাশরীহ ---

قوله : عَنْ أَنَسٍ

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম. আনাস, উপনাম. আবু হামজা, উপাধি. খাদেমুর রাসূল। পিতার নাম. মালেক। মাতার নাম. উম্মে সুলাইম। তিনি হিজরতের দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন তিনি ১০বৎসর বয়স থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খিদমতের সুযোগ পান এবং লাগাতার দশ বৎসর খিদমত করেন। তিনি অত্যান্ত জ্ঞানী সাহাবী ছিলেন। হযরত উমার (রা.)-এর খিলাফত কালে দীনি শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি বসরায় স্থানন্তরিত হন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত যুগে তিনি বাহরাইনের গর্ভনর ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করা ছাড়া প্রায় সমস্ত জিহাদেই অংশ গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ধন-সম্পদ হায়াত এবং সন্তানাদিতে বরকতের জন্য দু'আ করেন, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততী এবং দীর্ঘ হায়াত দান করেন। সুতরাং প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী তার সন্তানের সংখ্যা ১২০ এর চেয়েও অধিক ছিল।

হাদীস সংখ্যা : তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১২৮৬টি।

ইন্তেকাল : তিনি ৯১ হিজরীতে বসরায় ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

قوله : بِالتَّمْرَةِ الْعَائِرَةِ

أي الساقطة التي لا يعرف صاحبها، ولا يعرف هل هي من الصدقة أو من غير الصدقة. فصاحبها لا يعرف. وجهتها لا تعرف

قوله . إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً

هذا مبني على الورع، و على الاحتياط في الدين، و على ترك الشيء المشتبه،

١٦٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلٍ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

١٦٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ . عَنْ أَبِيهِ . عَنِ الْأَعْمَشِ . عَنْ سَالِمٍ . عَنْ كُرَيْبٍ . مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . نَحْوَهُ زَادَ أَبِي : يُبَدِّلُهَا لَهُ.

তরজমা ---

১৬৫৩। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে একটি উটের জন্য প্রেরণ করেন–যা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে যাকাতের মাল হতে দান করেছিলেন।

১৬৫৪। হযরত মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র).. ইবনে আব্বাস (রা) হতে এই সনদেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সনদে হাদীসের শেষাংশে (আমার পিতা এগুলো তাঁর সাথে বিনিময় করেন) অংশটি অতিরিক্ত আছে।

তাশরীহ ---

قوله : طُوبَىٰ لِهٰذَا.

কুরাইব যিনি ইবনে আব্বাস রা.-এর مولى ও আযাদকৃত গোলাম। তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন. তাঁকে তার পিতা অর্থাৎ আব্বাস রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পাঠালেন ঐসব উট সম্পর্কে জানতে, যা তাঁকে নবীজী সদকার উট থেকে দিয়েছিলেন।

এর পরবর্তী বর্ণনায় এই অংশ অতিরিক্ত আছে যে, আব্বাস রা. ইবনে আব্বাসকে ঐ সব উট পরিবর্তন করানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন। বাহ্যত উদ্দেশ্য হল, কোনো সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস রা. থেকে কিছু উট করয হিসাবে নিয়েছিলেন। (জিহাদ কিংবা মুসলমানদের প্রয়োজনের খাতিরে।)

এরপর পরবর্তীতে যখন নবীজী হযরত আব্বাসের নিকট ঐসব উট পাঠালেন যা করয নিয়েছিলেন (অর্থাৎ তার বদল পাঠালেন) তখন তার মধ্য থেকে কয়েকটি উট হযরত আব্বাস রা. পরিবর্তন করতে চেয়েছেন এবং এ উদ্দেশ্যেই তিনি ইবনে আব্বাসকে নবীজীর খেদমতে পাঠিয়েছিলেন। এই বিশ্লেষণের পর এখন আর এই প্রশ্ন থাকে না যে, হযরত আব্বাস তো খালিছ হাশিমী আর হাশিমীদের জন্য সদকা জায়েয নয়?

বায়হাকী এই হাদীস প্রসঙ্গে দুটি সম্ভাবনার কথা বলেন :

ক. প্রথমটি তো হল, যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে, নবীজী এসব উট করয পরিশোধের জন্য পাঠিয়েছিলেন। আর এই কারণেই হযরত আব্বাস রা.-এর তা পরিবর্তন করার অধিকার ছিল। অন্যথায় সদকা পরিবর্তনের কী অর্থ হতে পারে?

খ. দ্বিতীয় সম্ভাবনা এই যে, সম্ভবত এই ঘটনাটি বনু হাশিমের উপর সদকা হারাম হওয়ার পূর্বের। এরপর পরবর্তি সময়ে তা হারাম হয়েছে।

قوله : زَادَ أَبِي : يُبَدِّلُهَا لَهُ

এখানে 'যাদা' যমীরে ফায়েল আবু উবায়দা রাবীর দিকে ফিরেছে। আর ابي يبدلها এই বাক্যটি 'যাদা'-এর মাফউল। এই বাক্যের তরজমা হল, মুসান্নেফ বলেন, এই দ্বিতীয় রেওয়ায়েত যার রাবী আবু উবায়দা তিনি এই বাক্যটি বৃদ্ধি করে বলেছেন। আর প্রথম রেওয়ায়েত, যার রাবী মুহাম্মাদ ইবনে ফুযাইল তিনি এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি। আর এই বাক্যের মতলব যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি তা এই যে, ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমার পিতা আব্বাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে সেসব উট পরিবর্তন করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। (ابي এর মিছদাক হলেন আব্বাস।)

باب الفقير يهدى للغني من الصدقة

ফকীর যদি ধনীকে হাদিয়া হিসেবে যাকাতের মাল দেয়

١٦٥٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ. قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ. عَنْ أَنَسٍ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمٍ. قَالَ: مَا هٰذَا؟ قَالُوا: شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ. وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

তরজমা ---

১৬৫৫। হযরত আমর ইবনে মারযুক (র)... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে গোশত আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তা কি ধরনের গোশত? লোকেরা বলেন, এ গোশত বারীরাহ [হযরত আয়েশা (রা) এর দাসী] কে সদকা হিসেবে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন ঃ তা তার জন্য সদকাস্বরূপ এবং আমার জন্য হাদিয়াস্বরূপ।

তাশরীহ ---

قوله : لَهَا صَدَقَةٌ. وَلَنَا هَدِيَّةٌ

এই হাদীসটি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই উল্লেখ করেছেন। হাদীসের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট। আলোচনার প্রয়োজন নেই। এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, ফকীর সদকার বস্তু গ্রহণ করার পর তা আর সদকা থাকে না। ফলে এখন যদি সে তা কাউকে হাদিয়া দিতে চায় তাহলে তা হাদিয়াই হবে, সদকা হবে না।

এজন্য উসূলবিদগণ লেখেন, হুকুমের দিক থেকে تبدل ملك (মালিকানা পরিবর্তন) تبدل عين (বস্তুর পরিবর্তন) কে আবশ্যক করে।

সদকা ও হাদিয়ার মাঝে পার্থক্য

সদকা ও হাদিয়ার মাঝে পার্থক্য এই যে, সদকার মধ্যে নিয়ত ও শুধুমাত্র আখেরাতের সওয়াব উদ্দেশ্য থাকে। ফকীরের সত্ত্বা এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য থাকে না। আর হাদিয়া এমন উপহার, যা দ্বারা مهدي اليه (যাকে হাদিয়া দেওয়া হয়) এর নৈকট্য লাভ করা উদ্দেশ্য এবং তার সম্মান উদ্দেশ্য থাকে। হাদিয়ার মধ্যে সওয়াব অর্জন দ্বিতীয় স্তরে হয়ে থাকে।

কেউ কেউ এই পার্থক্যকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, সদকার প্রতিদান মানুষ কেবলমাত্র আখেরাতেই প্রাপ্ত হয়। এ কারণেই দুনিয়ার ফকীরের প্রতি তার অনুগ্রহ ও দয়া অবশিষ্ট থাকে। তবে হাদিয়া এর ব্যতিক্রম। কেননা, হাদিয়ার প্রতিদান দুনিয়াতেই হাদিয়ার দ্বারা হয়ে যায়। সুতরাং সদকার মধ্যে এক শ্রেণীর নিচুতা ও অপদস্থতা থাকে। আর হাদিয়ার মধ্যে مهدي اليه এর সম্মান ও শ্রদ্ধা করা হয় এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বনু হাশিমের জন্য সদকা জায়েয নয়।

সদকা ও হাদিয়ার পার্থক্য একটি মারফূ হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। যা সুনানে নাসাঈর মধ্যে باب العمرى এর শেষাংশে বিদ্যমান আছে। মোটকথা, সদকার দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা। আর হাদিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য مهدي اليه এর নৈকট্য লাভ করা। এর মাধ্যমে সম্পর্ক বৃদ্ধি হয়।

باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

কোন ব্যক্তি যাকাত প্রদানের পর পুনরায় তার ওয়ারিশ হলে

١٦٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ . عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ . أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ : كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ . وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ . قَالَ : قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ . وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ.

তরজমা ---

১৬৫৬। হযরত আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.).. আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা হতে তাঁর পিতা বুরায়দা (রা.) এর সনদে বর্ণিত। একজন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, আমি আমার মাকে (তার সেবার জন্য) একটি দাসী দান করেছিলাম। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং সেই দাসীটি রেখে গেছেন। তিনি বলেন ঃ তুমি (তোমার দানের) পুরস্কার অবশ্যই পাবে এবং সে উত্তারাধিকার সূত্রে আবার তোমার মালিকানায় প্রত্যাবর্তন করবে।

তাশরীহ ---

قوله : ثم ورثها

أي رجعها إليه بالميراث فهو معتبر وليس من العود في الصدقة؛ لأن الإرث هو انتقال من غير اختيار، فالميت إذا مات فإن ماله ينتقل مباشر من ملك إلى ملك، فهو أمر ليس للإنسان فيه دخل من حيث كونه يتسبب فيه، فإذا حصل أن رجعت الصدقة إلى المتصدق عن طريق الإرث فإن أجره ثابت؛ لكونه تصدق وأحسن، ورجوعها إليه بالميراث حق ثابت لا إشكال فيه ولا مانع منه، وليس من قبيل العود في الصدقة؛ فالإنسان لم يعد في صدقته، ولكنها هي التي عادت إليه بحكم الله عز وجل في الميراث، والميراث لا اختيار فيه لأحد، وإنما هو حكم الله عز وجل فيمن توفي، فإن أمواله تنتقل إلى الذين يرثونه على القسمة التي بيّنها الله عز وجل في كتابه العزيز، وبينها رسوله الكريم صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في السنة المطهرة.

قوله : وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ

হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, সদকার বস্তু যদি মালিকের কাছে মিরাছ হিসাবে ফিরে আসে তাহলে তা গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই। আর এটি সদকা ফিরিয়ে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, মিরাছ একটি غير اختياري বিষয়। অধিকাংশ আলেমের মত এরূপই।

তবে কোনো কোনো ওলামাদের মতে এ ধরনের বস্তু গ্রহণ করার পর পুনরায় তা কাউকে সদকা করে দেওয়া উচিত। কেননা, প্রথমত সদকার করার কারণে এর সঙ্গে আল্লাহ তাআলার হক সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে। (আউনুল মাবুদ) তবে তাদের এ মতটি বাহ্যত এই হাদীসের বিপরীত।

এখানে দ্বিতীয় বিষয় হল, সদকাকারীর সদকার বস্তু ক্রয় করা। যার পৃথক অধ্যায় অনেক পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তাতে ইমাম আহমদের মতভেদ রয়েছে।

باب في حقوق المال

সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার

١٦٥٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ. عَنْ شَقِيقٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوَرَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ.

তরজমা --

১৬৫৭। হযরত কুতায়বা ইবনে সাঈদ (রহ.)....... হযরত আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সময় ماعون (দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস) বলতে বালতি ও রান্নার জিনিসপত্রকে গণ্য করতাম।

তাশরীহ --

قوله: في حقوق المال

أي: الحقوق المترتبة على المال، سواء كانت في الزكاة أو غير الزكاة.

قوله: كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ

কুরআন মজীদে কৃপণদের ভৎর্সণা করে বলা হয়েছে, ويمنعون الماعون তরজমা) তাদের অবস্থা এই যে, তারা ماعون দিতেও অস্বীকৃতি জানায়, তা-ও দেয় না। এর তাফসীর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, মাউন-এর মিছদাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় আমাদের মাথায় বালতি, হাড়ি-পাতিল ইত্যাদি সাধারণ বস্তু আরিয়তস্বরূপ দেওয়া।

এ সম্পর্কে আরেকটি মত হল, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যাকাত। তৃতীয় উক্তি হল, এর فرد اعلى হল যাকাত আর فرد ادنى হল সাধারণ বস্তু আরিয়ত হিসাবে দেওয়া। (বযল)

قال الشيخ عبد المحسن العباد : المقصود من ذلك تفسير الماعون هذه الآية الكريمة: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وهذا تفسير بالمثال؛ لأن ذكر الدلو والقدر مثال، وإلا فإن الأمور الأخرى التي يحتاج الناس إلى تبادها عبى سبيل الإعارة فيما بينهم من الأواني وغيرها تدخل في ذلك.

قوله: عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ

أي: الأشياء التي يحتاج الناس إلى التعاون فيها، وتبادل المنافع فيما بينهم، كإعارة الدلو، والقدر، والصحن، وغير ذلك من الأشياء التي يحتاجها الناس ثم يرجعونها.

وقال الشيخ عبد المحسن العباد : قوله عارية الدلو والقدر أي: إعارة الدلو التي يستخرج بها الماء من البئر، وإعارة القدر التي يطبخ بها، أو التي تستعمل في أي وجه آخر من وجوه الاستعمال المباحة المشروعة.

١٦٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ . لاَ يُؤَدِّي حَقَّهُ . إِلاَّ جَعَلَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ . فَتُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ . حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ . وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا . إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ . فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ . فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا . وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا . لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ . وَلاَ جَلْحَاءُ . كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا . رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا . حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ . ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ . وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا . إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ . فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ . فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا . كُلَّمَا مَضَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا . رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا . حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ عِبَادِهِ . فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ . ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

তরজমা --

১৬৫৮। হযরত মূসা ইবনে ইসমাঈল (রহ.) ... হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সঁচিত সম্পদের (সোনা রূপার) মালিক হওয়া সত্ত্বেও তার যাকাত দেয় না কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তা দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করে তা দ্বারা তার কপাল, বাহুদেশ ও পৃষ্ঠদেশে সেক দেওয়া হবে যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন বান্দাদের মাঝে সিদ্ধান্ত দেবেন- যে দিনের পরিমাণ হবে তোমদের গণনা অনুসারে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এরপর সে তার পথ দেখবে হয় বেহেশতের দিকে অথবা দোযখের দিকে।

যে মেষপালের মালিক তার মেষের যাকাত প্রদান করে না কিয়ামতের দিন তার মেষপাল আসবে অত্যাধিক শক্তিশালী হয়ে এবং অধিক সংখ্যায়, একটি নরম বালুকাময় প্রশস্ত সমতল ভূমি তাদের জন্য বিস্তার করা হবে, এগুলো (সেখানে) তাকে শিং দিয়ে আঘাত করবে, ক্ষুরাঘাতে পদদলিত করতে থাকবে। এর কোন একটি বাঁকা শিং বিশিষ্ট বা শিংবিহীন হবে না। যখন এদের সর্বশেষটি তাকে দলিত মথিত করে অতিক্রম করবে তখন পুনরায় প্রথমটিকে তার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে (আর অব্যহতভাবে এরূপ শাস্তি চলতে থাকবে) যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বিচারকার্য শেষ করেন এমন দিনে যার পরিমাণ তোমাদের গণনা অনুসারে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। এরপর সে তার পথ দেখবে হয় জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে।

আর যে উটের মালিক তার উটের যাকাত আদায় করে না কিয়ামতের দিন তার উটপাল অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট অবস্থায় আসবে, একটি নরম বালুকাময় সমতলভূমি এদের জন্য বিস্তার করা হবে, এরপর তা তাকে পদতলে দলিত করতে থাকবে, যখন তার সর্বশেষটি অতিক্রম করবে তখন প্রথমটিকে আবার তার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে (আর এরূপ শাস্তি অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে), যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের বিচারকার্য শেষ করেন এমন দিনে যার পরিমাণ হবে তোমাদের হিসাব অনুযায়ী পঞ্চাশ হজার বছরের সমান। এরপর উক্ত ব্যক্তি নিজের পথ দেখবে হয় জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে।

তাশরীহ --

قوله : فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

في يوم كان مقداره خمسين الف অর্থাৎ শাস্তি প্রদানের এ সব কর্মকাণ্ড সেদিন হবে যেদিনের পরিমাণ দুনিয়ার হিসাবে ৫০ হাজার বছর।

—২২

মানহাল প্রণেতা বলেন, অর্থাৎ তা হবে কাফেরদের ক্ষেত্রে। আর অন্যান্য অপরাধী/গোনাহগারদের ক্ষেত্রে তা হবে তাদের অপরাধ/গুনাহ এর ভিত্তিতে। দীর্ঘতা কম বেশি হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يوم عسير على الكافرين غير يسير

আর মুমিন, কামিল ঈমানদারদের ক্ষেত্রে তা হবে একটি ফরয নামাযের সময় থেকেও আরো সহজ।

قوله : إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ.

চতুষ্পদ প্রাণীসমূহের মালিকদেরকে তাদের প্রাণীর যাকাত না দেওয়ার কারণে কিয়ামত দিবসে যে আযাব দেওয়া হবে এই হাদীসে তা আলোচনা করা হয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঐসব ছাগল কেয়ামতের দিন খুব ভালো অবস্থায় আসবে যেসব ছাগল দুনিয়াতে কোনো সময় তাদের কাছে ছিল। অর্থাৎ অনেক মোটা ও তাজা হয়ে আসবে। যেন মালিককে ভালোভাবে পদদলিত করতে পারে।

قوله : فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ

ফলে তাদেরকে উল্টো মুখ করে নিক্ষেপ করা হবে ঐসব ছাগলের কারণে। অর্থাৎ সেসব ছাগলের যাকাত না দেওয়ার কারণে খোলা মাঠে উল্টো মুখ করে নিক্ষেপ করা হবে।

قوله : فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا نطح ينطح

শব্দটি باب ضرب يضرب ও باب فتح يفتح থেকে ব্যবহৃত হয়। অর্থ শিং দিয়ে গুঁতো দেওয়া।

قوله : وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا

وطى অর্থ পদদলিত করা। أظلاف শব্দটি ظلف এর বহুবচন। অর্থ গরু-মহিষ ও ছাগলের খুর। অর্থাৎ পা, যার মধ্যবর্তী স্থানে চিড় থাকে। এর বিপরীত হল, حافر অর্থাৎ এমন খুড়, যা চিড়া হয় না। যেমন ঘোড়া, গাধার খুর।

قوله : لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ عقصاء

বলা হয় এমন প্রাণীকে যার শিং পেচানো থাকে। আর جلحاء হল এমন প্রাণী যার কোনো শিং থাকে না।

অর্থাৎ ঐসব প্রাণীর মালিককে যমীনে উল্টা করে শুইয়ে ঐ সমস্ত প্রাণীকে তার উপর দিয়ে তাড়ানো হবে। ফলে এসব প্রাণী তাকে তাদের পা দ্বারা দলিত করে ও শিং দিয়ে গুঁতো দিয়ে তার উপর দিয়ে চলে যাবে। মনে হয়, ঐসব প্রাণী গোল বৃত্তের আকারে একত্র হবে। যখন তাদের সকলের এক চক্কর শেষ হবে তখন দ্বিতীয়বার তাদেরকে তার উপর ঘুরানো হবে। যখনই শেষ প্রাণী চলে যাবে তখনই প্রথম প্রাণী তার উপর চলতে থাকবে। কেননা, শেষ প্রাণীর চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এক চক্কর পূর্ণ হবে। এরপর নুতন করে প্রথম প্রাণী থেকে দ্বিতীয় চক্কর শুরু হবে।

قوله : كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا

সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনায় তো এমনই রয়েছে। কিন্তু অন্য একটি বর্ণনায় এর উল্টো পাওয়া যায় كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها এ সম্পর্কে কাযী ইয়ায বলেন, এর মধ্যে 'কলব' হয়েছে এবং এটি তাসহীফ। যে বর্ণনায় এর উল্টো রয়েছে তা সঠিক।

তবে মোল্লা আলী কারী এর ব্যাখ্যা এই করেন যে, সকল প্রাণীকে একই কাতারে দাড় করিয়ে রাখা হবে। এরপর তারা একের পর এক করে তার উপর দিয়ে চলতে থাকবে। প্রত্যেকের পর তার পরের জন। এরপর যখন শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন শেষ প্রাণী থেকে দ্বিতীয় বার এই ধারাবাহিকতা আরম্ভ করা হবে। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী প্রাণীদের কাতার সোজা হওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত হবে। আর প্রথম রেওয়ায়েতের জন্য গোল বৃত্তাকার।

١٦٥٩ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ . عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . عَنْ أَبِي صَالِحٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . قَالَ . فِي قِصَّةِ الإِبِلِ بَعْدَ قَوْلِهِ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا قَالَ : وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا

١٦٦٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ . عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هٰذِهِ الْقِصَّةِ . فَقَالَ لَهُ : يَعْنِي لِأَبِي هُرَيْرَةَ . فَمَا حَقُّ الإِبِلِ؟ قَالَ : تُعْطِي الْكَرِيمَةَ . وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ . وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ . وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ . وَتَسْقِي اللَّبَنَ

তরজমা ---

১৬৫৯। হযরত জাফর ইবনে মুসাফির (রহ.) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তিনি (যায়েদ ইবনে আসলাম) উটের ঘটনায় لا يُؤَدِّي حَقَّهَا এর পরে বলেন। রাবী বলেন ঃ এর হক হল এর দুধ দোহন করা পানি পান করানোর দিন।

১৬৬০। হযরত হাসান ইবনে আলী (রহ.) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। এরপর রাবী তাকে বললেন অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কে (জিজ্ঞেস করলেন,) উটের হক কি? তিনি বললেন, উত্তম উট (আল্লাহর রাস্তায়) দান করা, অধিক দুগ্ধবতী উষ্ট্রী দান করা, আরোহণের জন্য উট ধার দেয়া, প্রজননের উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিক ছাড়াই উট ধার দেয়া এবং উষ্ট্রীর দুধ (অভাবগ্রস্তকে) পান করতে ওদয়া।

তাশরীহ ---

قوله : وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا অর্থাৎ মালিকের উপর প্রাণীদের যেসব হুকুক রয়েছে তার মধ্যে একটি হল তাদের দুধ এমন দি! ন দোহন করা যেদিন তারা পানি পানের জন্য পুকুর ও কুয়ার নিকট আসে।

এই দিনটিকে এজন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, এদিনে পানির নিকট ফকীর-মিসকীনরা এসে থাকে।

তবে এটি ওয়াজিব হুকুকের অন্তর্ভুক্ত নয়। যার অনাদায়ে শাস্তি হতে পারে; বরং এটি হল মুস্তাহাব হুকুকের অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাতে গাছের ফল পেড়ো না; বরং দিনের বেলা পাড়। (যেন ফকীরদেরকেও তা থেকে দিতে পার)

আর কাযী ইয়ায এটিকে ওয়াজিব হুকুকের মধ্যে গণ্য করেন। তিনি বলেন, এটি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর তা রহিত হয়ে গিয়েছে। অথবা এটিকে দুর্ভিক্ষ ও অপারগতার অবস্থা হিসাবে ধরে নেওয়া হবে। কেননা, অপারগের সাহায্য করা ওয়াজিব এর অন্তর্ভুক্ত।

قوله : تُعْطِي الْكَرِيمَةَ كريمة অর্থ نفيسة উত্তম/উন্নত। উদ্দেশ্য হল, তুমি যাকাত হিসাবে উত্তম জাতের উটনী দাও। এবং غزيرة এর মধ্যে منيحة দাও। غزيرة অর্থ দুগ্ধদানকারী।

মানীহা বলা হয় দুগ্ধদানকারী এমন ছাগল বা উটনী যাকে তার মালিক কোনো অভাবগ্রস্তকে কিছুদিনের জন্য আরিয়ত হিসাবে দিয়ে থাকে। যেন সে তা থেকে কিছুদিনের জন্য হলেও উপকৃত হতে পারে। এরপর পুনরায় তা তার মালিককে ফিরিয়ে দিবে। পূর্ব যুগে আরবের মাঝে এর প্রচলন ছিল। আর হাদীসসমূহেও এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। সামনে এ সম্পর্কে পৃথক অধ্যায় আসবে।

قوله : وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ আরোহণের প্রাণী কাউকে আরোহণের জন্য আরিয়ত হিসাবে দেওয়া।

قوله : وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, جفتي করানোর জন্য পুরুষ প্রাণীকে কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়াই আরিয়াত হিসাবে দেওয়া।

١٦٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ. مَا حَقُّ الإِبِلِ؟ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا.

١٦٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ. عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ. بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ.

তরজমা ---

১৬৬১। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে খালফ (রহ.) ...... আবুয যুবায়ের বলেন, আমি ওবায়েদ ইবনে ওমায়েরকে বলতে শুনেছি জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! উটের হক কি ? এরপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করলেন। বৃদ্ধি করলেন وإعارةُ دلوها "এবং দুধের পাত্রান ধার দেয়া"।

১৬৬২। হযরত আবদুল আযীয ইবনে ইয়াহইয়া (রহ.) ... হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন প্রত্যেক দশ ওয়াসাক (পরিমাণ) কাটা খেজুর থেকে একথোকা খেজুরের যা মসজিদে ঝুলিয়ে রাখা হবে মিসকীনদের জন্য

তাশরীহ ---

قوله : وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا

دلو দ্বারা হয়ত বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য। অথবা প্রাণীদেরকে পানি পান করানোর জন্য আরিয়াত হিসাবে নিজের বালতি দেওয়া উদ্দেশ্য।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে স্তনের প্রতি। অর্থাৎ দুগ্ধদানকারী প্রাণী কিছুদিনের জন্য কাউকে আরিয়ত হিসাবে দেওয়া। যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে। وتمنح الغزيرة

قال الشيخ عبد المحسن العباد : المراد بالدلو -كما هو معلوم- الدلو التي يستخرج بها الماء للإبل، فإذا كان عند الإنسان دلو فإنه يسقي إبله ويعير الدلو، فهذا من الحق والإحسان الذي يكون بين الناس. وقال صاحب عون المعبود: ضرعها، وهذا ليس فيه إعارة الضرع، اللهم إلا أن تعار المنيحة كلها، فيحلبها ويرجعها، فهذا هو الذي يمكن إعارته. وأما الدلو فالمقصود بها الدلو المعروفة وليس الضرع. فتفسير الدلو هنا بالضرع غير واضح ولا مستقيم.

قوله : مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ

যারা বাগানের মালিক যাদের কাছে খেজুরের বাগান রয়েছে তাদের উচিত প্রতি দশ ওয়াসাক খেজুরের মধ্যে থেকে খেজুরের একটি ছড়ি মসজিদে ঝুলিয়ে রাখা। যেমন কারো বাগান থেকে একশ ওসাক খেজুর উৎপন্ন হলে তার জন্য দশটি ছড়ি মসজিদের সামনে ঝুলিয়ে রাখা উচিত। তবে ছড়ি ঝুলানোর এই হুকুমটি জুমহুরের মতে মুস্তাহাব। আর কিছু যাহেরীদের মতে ওয়াজিব। (মানহাল পৃ. ৫৩)

١٦٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ . وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ . عَنْ أَبِي نَضْرَةَ . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ . إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُهَا يَمِينًا وَشِمَالاً . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ . فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ . وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ . فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ . حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ .

তরজমা ----------

১৬৬৩। হাম্মাদ ইবনে ইবদুল্লাহ (রহ.) ...... হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি আসল উটের উপর আরোহিত অবস্থায়। অত:পর সে তার দিকটা ডানে বায়ে ফেরাতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন ঃ যার কাছে (বাহনযোগ্য) অতিরিক্ত উট আছে সে যেন তা অন্যকে দান করে যার কোন বাহন নেই। আর যার কাছে অতিরিক্ত পাথেয় আছে সে যেন তা তার সামনে রাখে যার কোন পাথেয় নেই। এর ফলে আমাদের ধারণা হল যে, আমাদের কারো কোন অধিকার অতিরিক্ত জিনিসের মধ্যে নেই।

তাশরীহ ----------

قوله : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . قَالَ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, এক সময়ের কথা। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল। সে ব্যক্তি উটের উপর আরোহিত ছিল। আসার পর তার উপরে বসে বসেই তার দিকটা কখনো ডানে কখনো বায়ে ফেরাচ্ছিল।

قوله : فَجَعَلَ يَصْرِفُهَا يَمِينًا وَشِمَالاً

বযলুল মাজহুদের মধ্যে এর দুটি উদ্দেশ্য বলা হয়েছে।

এক. উক্ত ব্যক্তির আরোহণটি দুর্বলতা ও ক্লান্তির কারণে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। আর এ ব্যক্তি তার বাহনটি পরিবর্তন করতে চাচ্ছিল। ফলে সে মানুষকে তার সওয়ারির এই অবস্থা দেখাচ্ছিল। যেন তা দেখে লোকেরা তার সহযোগিতা করে এবং অন্য আরেকটি সওয়ারির ব্যবস্থা করে। হাদীসের সামনের অংশে আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে বললেন, কারো কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সওয়ারি থাকলে সে যেন তা তার প্রয়োজনগ্রস্ত ভাইকে দেয়।

দুই. দ্বিতীয় মতলব এই যে, এই ব্যক্তি অনেক শানদার জাকজমকপূর্ণ আরোহণে আরোহিত ছিল। যার দিক কখনো এদিক কখনো সেদিক করত অর্থাৎ গর্ব করে ও অহংকার করে লোকদেরকে তার শানদার সওয়ারি দেখানোর জন্য। আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে, তার কাছে এটি ছাড়াও প্রয়োজন অতিরিক্ত আরো সওয়ারি ছিল। এজন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সংশোধনের উদ্দেশ্যে বললেন, যার কাছে প্রয়োজনের অধিক উটনী রয়েছে সে যেন তা অন্যদেরকে দান করে দেয় এবং নিজের কাছে শুধুমাত্র প্রয়োজন পরিমাণ রাখে।

قوله : حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকার প্রতি এত গুরুত্ব ও উৎসাহ দিয়েছেন যে, আমরা মনে করতে লাগলাম যে, মানুষের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সম্পদ রয়েছে তার মধ্যে তার কোনো অধিকার ও অংশ নেই।

١٦٦٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا غَيْلَانُ . عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ . عَنْ مُجَاهِدٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قَالَ : كَبُرَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ . فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ . فَانْطَلَقَ . فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ . إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هٰذِهِ الْآيَةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ . إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ . وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ . فَكَبَّرَ عُمَرُ . ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ . إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ . وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ . وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ .

তরজমা ---

১৬৬৪ । হযরত ওসমান ইবনে আবু শায়বা (র) ... এবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় , "যারা সোনা ও রুপা পুঞ্জীভূত করে" রাবী বলেন, তখন মুসলমানদের কাছে তা খুবই গুরুতর মনে হল। হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ আমি তোমাদের এই উদ্বেগ দূরীভূত করব। এরপর তিনি গিয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহর নবী! এই আয়াত আপনার সাহাবীদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাকি ধন- সম্পদ পবিত্র করতে যাকাত ফরয করেছেন । আর তিনি মীরাছ এজন্য ফরয করেছেন, যাতে পরিত্যক্ত মাল তোমাদের পরবর্তী বংশধরেরা পেতে পারে। তখন হযরত ওমর (রা) "আল্লাহু আকবার ধ্বনি দেন। এরপর তিনি ওমর (রা.) কে বলেন ঃ আমি কি তোমাকে লোকদের পুঞ্জীভূত মালের চেয়ে উত্তম মাল সম্পর্কে জানাব না? তা হল পূণ্যবতী নারী যখন সে (স্বামী) তার দিকে দৃষ্টিপাত করে তখন সে সন্তুষ্ট হয়। আর যখন সে (স্বামী তাকে কিছু করার নির্দেশ দেয়, তখন সে তা পালন করে আর যখন সে (স্বামী তার নিকট হতে অনুপস্থিত থাকে তখন সে তার (ইজ্জত ও মালের) হেফাযত করে।

তাশরীহ ---

قوله : إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ .

এই পূর্ণ হাদীসের সারসংক্ষেপ এই যে, মানুষের যত অধিক সম্পদই হোক না কেন যদি সে তার ওয়াজিব যাকাত ও ওয়াজিব হুকুক আদায় করে থাকে তাহলে এ সম্পদ তার জন্য শাস্তিযোগ্য নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুনিয়ার ধন-সম্পদ, পণ্য-সরঞ্জাম আকর্ষণ ও মজুদ রাখার যোগ্য বস্তু নয়।

قوله : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ .

দুনিয়ার কোনো বস্তু যদি আকর্ষণীয় হয় তাহলে তা হচ্ছে নেককার ও সুন্দর স্ত্রী। এমন স্ত্রী, স্বামী যখন তার দিকে চোখ তুলে তাকায় তখন সে তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ (রূপ-সৌন্দর্য্য ও উন্নত স্বভাব) দ্বারা তাকে খুশি করে তোলে।

তাছাড়া সে তার অনুগত থাকবে এবং স্বামী যখন কোনো সফর ইত্যাদি করে তখন সে নিজের সতিত্ব ও স্বামীর সম্পদের হেফাযত করে। অর্থাৎ দুনিয়ার অন্য যেসব বস্তু আছে হাতি, ঘোড়া, বিলাসবহুল দালানকোঠা, বাগান-বাংলো এবং নানা রকমের বিলাসী পণ্য ও সৌন্দর্য্যের সামগ্রী সব কিছুই অনর্থক।

দ্বীনদার ও বিবেকবান মানুষের জন্য তা আকর্ষণীয় বস্তু নয়। বাস্তবেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ সঠিক বলেছেন। তা গভীর চিন্তার বিষয়। এখনই চিন্তা ভাবনা করাই উপকারী। অন্যথায় পরবর্তীতে লাঞ্ছিত হতে হবে, যার দ্বারা কোনো লাভ হবে না। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

باب حق السائل

প্রার্থনাকারীর অধিকার সম্পর্কে

١٦٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ . حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ أَبِي يَحْيَى . عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ . عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ .

١٦٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . عَنْ شَيْخٍ قَالَ : رَأَيْتُ سُفْيَانَ عِنْدَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ . عَنْ أَبِيهَا . عَنْ عَلِيٍّ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

তরজমা ---

১৬৬৫। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর (র) ... হযরত হুসায়েন ইব্‌ন আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যাঞ্চাকারীর অধিকার হচ্ছে, যদিও সে অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে আগমন করে।

১৬৬৬। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে রাফে (র) ... হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত । মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন ঃ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

তাশরীহ ---

قوله : لِلسَّائِلِ حَقٌّ . وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ .

ভিক্ষুকের সর্ব অবস্থায় অধিকার রয়েছে। যদিও সে ঘোড়ার উপর আরোহণ করে আসুক না কেন। অর্থাৎ তার বাহ্যিক অবস্থার কারণে তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা উচিত নয়। কেননা, ঘোড়ার উপর আরোহণ করা যদিও তার অভাবগ্রস্ত না হওয়া বোঝায়। কিন্তু তার চাওয়াটাতো অভাবগ্রস্ততার প্রমাণ। আর বাহ্যত যখন সে ভিক্ষার নিচুতা স্বীকার করে নিচ্ছে তখন প্রবল সম্ভাবনা তো এটাই যে, তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যেমন تحمل حمالة কিংবা পরিবার-পরিজনের সংখ্যা বেশি হওয়া ইত্যাদি। আর ঘোড়াটা তার মালিকানাধীন হওয়াও তো জরুরি নয়। হতে পারে আরিয়ত হিসাবে এনেছে।

হযরত বাযলুল মাজহুদ গ্রন্থে বলেন, এটি হল খায়রুল কুরূনের ঘটনা। কিন্তু বর্তমান সময়ে তো অনেক মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিকেই নিজেদের পেশা বানিয়ে নিয়েছে। এমন অবস্থায় চাওয়াও তো হারাম এবং দেওয়াও হারাম। কেননা, তা গুনাহর কাজে সহযোগিতার নামান্তর। এ কথাই মানহাল প্রণেতাও বলেছেন।

এই হাদীসটি اهل بيت এর রেওয়ায়েতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ফাতেমা বিনতে হুসাইন যিনি ইমাম যায়নুল আবেদীন এর বোন তিনি তা তাঁর পিতা হুসাইন ইবনে আলী থেকে বর্ণনা করেন।

আল্লামা সুয়ূতী রাহ. এটিকে الهاشميات এর মধ্যে রেওয়ায়েত করেছেন। (মানহাল)

আওনুল মাবুদ প্রণেতা বলেছেন, এই হাদীসটি শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহ.-এর আহলে বাইতের চল্লিশ হাদীসের মধ্যে মুসালসাল সনদে উল্লেখ করেছেন।

আরও জানা প্রয়োজন যে, সিরাজউদ্দীন কাযভীনী ও ইবুনস সালাহ মুহাদ্দিসসহ কিছু ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসকে মওযূ বলেছেন। কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার এবং আল্লামা সুয়ূতী ও অন্যান্যরা এর রদ করেছেন এবং এটাকে হাসান বলেছেন।

মানহাল প্রণেতা বলেন, হাদীসটিকে ইমাম আহমদও উল্লেখ করেছেন।

١٦٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ، وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ، الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ.

তরজমা ---

১৬৬৭। হযরত কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র) ... উম্মে বুজায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, যিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে বাইয়াত গ্রহন করেছিলেন। তিনি তাঁকে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! অনেক সময় মিসকীন আমার দরজায় আসে, কিন্তু তাকে দেয়ার মত আমার কিছুই থাকে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলেন ঃ তুমি যদি তার হাতে কিছু দেয়ার মত না পাও তবুও তাকে বঞ্চিত করো না । জ্বলন্ত (রান্না করা) পায়া হলেও তা তাকে দান কর।

তাশরীহ ---

قوله : إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ

যদি ভিক্ষুককে দেওয়ার মতো কোনো কিছু না পাও (পোড়ানো গরু কিংবা ছাগলের খুর ব্যতীত) তবে তাই দিয়ে দাও।

قوله : إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا

বলা হয়, এটি মুবালাগা হিসাবে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল সাধারণ ও সামান্য বস্তু। মাকসাদ হল, ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে না দেওয়া।

আবার কেউ বলেছেন, না, এখানে হাকীকত উদ্দেশ্য। কেননা, কোনো কোনো মানুষ ছাগল ইত্যাদির খুরকে আগুনে পুড়িয়ে তা পিষে রেখে দেয়। এরপর প্রয়োজন ও অপারগতার সময় তা কাজে লাগায়।

قال الشيخ عبد المحسن العباد : قوله: (ظلفاً محرقاً) هذا على سبيل المبالغة، وإلّا فإن الظلف المحرق لا يستفاد منه إلا إذا كان الناس في مسغبة أو في قحط شديد، فإنه يمكن أن يستفاد من كل شيء ولو كان قليل الفائدة. وهذا الحديث يدل على أن السائل يُعطى ولو كان المعطى شيئاً يسيراً، فمادام أن الإنسان لا يجد إلا هذا القليل فإنه لا يمتنع من التصدق به، ولا يمتنع أن ينفق مما أعطاه الله كما قال تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، فهو يعطي على حسب ما عنده، ولو لم يكن إلا تمرة كما جاء في قصة المرأة التي جاءت إلى عائشة و لم تجد إلا تمرات ثلاث، فأعطتها إياها، وكان معها ابنتان، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ثم إنها شقت التمرة الثالثة وأعطت كل واحدة منهما نصفاً. فيعطى السائل أو المسكين ما تيسر ولو قل، وجاء في الحديث الآخر: (لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة) أي: ولو كان شيئاً يسيراً فلا يستهان به، فالمهم هو الإحسان والبذل.

باب الصدقة على اهل الذمة

অমুসলিমদের দান-খয়রাত করা

١٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ . حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ . وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ . أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ : نَعَمْ . فَصِلِي أُمَّكِ .

তরজমা ---

১৬৬৮। হযরত আহমাদ ইবনে আবু শুয়াইব (রহ.) ... হযরত আসমা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাতা, যিনি ইসলামের বৈরী ও কুরাইশদের ধর্মের অনুরাগী ছিলেন (কুরায়েশদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়) আমার কাছে আসেন। আমি জিজ্ঞেস করি ঃ হে আল্লাহর রাসূল । আমার মাতা আমার কাছে এসেছেন কিন্তু তিনি ইসলাম বৈরী মুশরিক । এখন (আত্মীয়তার বন্ধন হেতু) আমি কি তাকে কিছু দান করব? তিনি বলেন ঃ হাঁ , তুমি তোমার মাতার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ।

তাশরীহ ---

قوله : باب الصدقة على اهل الذمة

কাফের সে যিম্মি হোক কিংবা হারবী মুশরিক তাকে ফরয যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। তবে নফল সদকা দেওয়া যেতে পারে। যাকাতের মাসরাফের মুসলমান হওয়া জরুরি। তবে مؤلفة القلوب এর ব্যতিক্রম। তার সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যার বিস্তারিত আলোচনা আমাদের কিতাবে যাকাতের মাছরাফসমূহের আলোচনায় করা হয়েছে। হানাফীদের মাযহাব মতে সদকায়ে ফিতর যিম্মি কাফেরকে দেওয়া জায়েয।

قوله : عَنْ أَسْمَاءَ . قَالَتْ

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেন, যে সময় কুরাইশদের সঙ্গে মুসলমানদের সন্ধি ছিল (অর্থাৎ হুদায়বিয়া) তখন আমার মাতা আমার কাছে আগ্রহ নিয়ে আসলেন। অর্থাৎ আমার প্রতি সৎব্যবহারের আশা ও আমার পক্ষ থেকে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার আশা নিয়ে আসলেন। কিন্তু তিনি ইসলামকে অপছন্দ করতেন। অর্থাৎ যেমনিভাবে ইসলামগ্রহণকারীরা মদীনায় হিজরত এবং অবস্থানের উদ্দেশ্যে এসে থাকে। তার আগমন এ উদ্দেশ্যে ছিল না। ইসলামের প্রতি তার অনাগ্রহ ছিল। তিনি শুধু আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, তিনি সঙ্গে করে কিছু হাদিয়া-উপঢৌকনও এনেছিলেন। কিন্তু হযরত আসমা তার পিতাকে নিজের ঘরে প্রবেশ করতেও দেননি এবং তার হাদিয়াগুলো কবুল করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত। নবীজী হযরত আসমাকে নিজ মাতার সঙ্গে সদাচরণ ও আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিলেন।

মূলত এই হাদীসে কাফের পিতামাতার সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার কথা প্রমাণ হয়। যার জায়েয হওয়ার বিষয়ে কোনো ভাবনাই নেই; বরং এটি কুরআন মজীদ ও হাদীসের নুসূস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু মুসান্নেফ এ প্রসঙ্গে সদকার তরজমা উল্লেখ করেছেন, আত্মীয়তা বজায় রাখা দ্বারা সদকা জায়েয হওয়ার উপর কিয়াসের ভিত্তিতে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ আত্মীয় ছাড়াও অন্যান্য কাফেরদের সঙ্গে সদাচরণ করা যেতে পারে যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ... لا ينهاكم الله عن الذين

قوله : إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ আসমার মাতার নাম কায়লা বিনতে আবদুল উযযা। আবার বলা হয়েছে যে, কায়লা। তাকে হযরত আবু বকর রা. জাহেলিয়াতের যুগে তালাক দিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ৫/১৪১)

باب ما لا يجوز منعه

যেসব জিনিস চাইলে দিতে বারণ করা যায় না

যে বস্তুকে রেখে দেওয়া এবং সদকা না করা জায়েয নয়; বরং দেওয়া জরুরি ও ওয়াজিব।

١٦٦٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ . عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ . رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ . عَنْ أَبِيهِ . عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : بُهَيْسَةُ . عَنْ أَبِيهَا . قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ . فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ . ثُمَّ قَالَ : يَارَسُولَ اللهِ . مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : اَلْمَاءُ . قَالَ : يَانَبِيَّ اللهِ . مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : اَلْمِلْحُ . قَالَ : يَارَسُولَ اللهِ . مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ .

তরজমা --

১৬৬৯। হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে মুয়ায (র) .... বুহায়সাহ নামী এক নারী হতে তাঁর পিতার সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে হাযির হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। এরপর তিনি তাঁর খুবই নিকটবর্তী হয়ে তাঁর জামা তুলে তাঁর দেহে চুম্বন করতে থাকেন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর নবী ! কি জিনিস আছে, যা হতে অন্যকে নিষেধ করা বৈধ নয় ? তিনি বলেন ঃ পানি। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর নবী ! আর কি জিনিস আছে, যা হতে অন্যকে নিষেধ করা বৈধ নয় ? তিনি বলেন ঃ লবণ। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর নবী ! আর কি জিনিস আছে, যা হতে অন্যকে নিষেধ করা বৈধ নয় ? তিনি বলেন ঃ যদি তুমি কোন ভাল কাজ কর, তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর (অর্থাৎ সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রদানে বাধা দান করা উচিত নয়।

তাশরীহ --

قوله : ما لا يجوز منعه

المقصود بذلك الأشياء التي يحتاج الناس إليها ويتبادلونها فيما بينهم، وهذا من جنس ما مر ذكره في الماعون، وقد سبق أنه لا يمنع، وذلك كالماء والملح وما كان من هذا القبيل من الأمور التي هي يسيرة وسهله وخفيفة، يحتاج الناس إليها، بخلاف الأمور الكبيرة التي يكون لها شأن ووزن في نفوس الناس، فالمقصود من ذلك هو الإحسان والبذل ولاسيما في الأمور التي هي سهلة والتي تكون الحاجة إليها كبيرة مع قلتها. ولا يكون في بذلها مشقة أو كلفة على الإنسان.

قوله : عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : بُهَيْسَةُ

বুহাইছা অপরিচিতা একজন নারী। তার পিতার নাম সম্পর্কে বলা হয়েছে উমায়র। তিনি ছাহাবী ছিলেন। অল্প সংখ্যক হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

قوله : فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ

এই অধ্যায়টি ইশক-মহব্বতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বুহাইছা বলেন, আমার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুমতি চাইলেন যে, সে আপনার পূত-পবিত্র শরীর মুবারক স্পর্শ করতে চায়। অর্থাৎ কোনো আবরণ ব্যতীত। আর শুধু স্পর্শ করাই নয়; বরং শরীরের যতটুকু মিলানো সম্ভব শরীরের সঙ্গে মিলাতে চায়। (নবীর প্রতি অধিক মহব্বতের কারণে অথবা এজন্য যে, তার শরীর আপনার শরীর মুবারকের সঙ্গে মিশার বরকতে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে।)

قوله : مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ

বুহাইছার পিতা বার বার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই প্রশ্ন করলেন যে, সেটি কোন বস্তু, যা দিতে অস্বীকৃতি জানানো জায়েয নয়? এর উত্তরে প্রথমবার নবীজী বললেন, পানি। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলে বললেন, লবণ। অতঃপর এই প্রশ্নের শেষে বললেন, যে কোনো কল্যাণের কাজই হোক না কেন তা করা উচিত। এই উত্তরের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নোত্তর পর্বের সমাপ্তি ঘটালেন।

এই হাদীস সম্পর্কে ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মাযহাবের আলোকে যদি আলোচনা করা হয় তাহলে তা অনেক দীর্ঘায়িত হবে। ফলে যেমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসের মধ্যে সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করেছেন আমরাও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

قوله : اَلْمَاءُ

ওলামায়ে কেরাম বলেন, পানি তিন প্রকার। যথা–বড় নদী, ছোট নদী ও পাত্রে সরবরাহকৃত পানি।

প্রথমটি যেমন নীল, ফোরাত-এর মতো বড় বড় নদী-সমুদ্র, যা কারো মালিকানাধীন নয়। এর মধ্যে সকল মানুষই অংশীদার। কেউ কাউকে নিষেধ করতে পারবে না।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ হল, ছোট খাটো নদী-নালা। যা বড় সাগর থেকে বের হয়ে এসেছে। এসব নদী-নালা ওই সব লোকের মালিকানাধীন, যারা নিজের খরচে তা বের করেছে ও প্রবাহিত করেছে। এর বিধান এই যে, যেমনিভাবে মানুষ এসব নদী-নালা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে তেমনিভাবে অন্যান্য লোক ও তাদের জন্তু-জানোয়ারও তা থেকে পানি পান করতে পারবে। তাদেরকে নিষেধ করা জায়েয হবে না। অবশ্য যদি জন্তু-জানোয়ার নদী তীরের বালতি, হাড়ি-পাতিল ইত্যাদি ভেঙ্গে ফেলে বা ন করে ফেলে তাহলে মালিক নিষেধ করতে পারবে। কিন্তু এই পানি দ্বারা অন্যান্যরা নিজেদের বাগান-ক্ষেত ইত্যাদি মালিকের অনুমতি ব্যতীত সেচ করতে পারবে না। এ থেকে মালিকরা বাধা দিতে পারবে।

আর তৃতীয় প্রকার পানির বিধান এই যে, এসব পানি মানুষের ব্যক্তি মালিকানাধীন। অন্যদের জন্য তাতে যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করা জায়েয নয়।

قوله : اَلْمِلْحُ

লবন দ্বারা এমন লবন উদ্দেশ্য, যা খনির মধ্যে থাকে এবং খনিটি কারো মালিকানাধীন ভূমিতে না হয়। যদি কারো মালিকানাধীন ভূমিতে হয় কিংবা এমন লবন হয় যা মানুষের মালিকানা ও সরবরাহে থাকে তাহলে তা থেকে নিষেধ করা জায়েয আছে। এটি উসূল ও আইনের কথা।

হাদীসের দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল, এর দ্বারা শরয়ী হক আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হল উত্তম সামাজিকতা ও উন্নত আচার-ব্যবহার বর্ণনা করা ও কার্পণ্য থেকে নিষেধ করা।

এ অবস্থায় তৃতীয় প্রকারও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কোনো তাখসীস-এর প্রয়োজন হবে না।

باب المسألة في المساجد

মসজিদের মধ্যে যাঞ্চা করা

١٦٧٠ – حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ . حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ . عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ . فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ . فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ فِي يَدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ.

তরজমা ---

১৬৭০। হযরত বিশর ইবনে আদাম (রহ.) ...... হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি যে আজ একজন মিসকিনকে খাওয়ায়েছে ? আবু বকর (রা) বলেন ঃ আজ আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পাই যে, এক ভিক্ষক কিছু ভিক্ষা চাচ্ছে। তখন আমি (আমার পুত্র) আবদুর রহমানের হাতে এক টুকরা রুটি পাই। আমি তা তার হাত হতে নিয়ে ঐ ভিক্ষুককে দান করি।

তাশরীহ ---

قوله : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বলেন, একদিন আমি মসজিদে দেখলাম যে, এক ভিক্ষুক ভিক্ষা করছে। তিনি বলেন, আমার ছেলে আবদুর রহমানের হাতে একটি রুটির টুকরা ছিল আমি তার হাত থেকে নিয়ে তা ঐ ভিক্ষুককে দিলাম।

قوله : فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ

জুমহুরের মতে মসজিদে ভিক্ষাবৃত্তি/কিছু চাওয়া জায়েয এবং দেওয়াও জায়েয। তবে যদি ভিক্ষুক কোনো বাড়াবাড়ি করে। যেমন চাওয়ার ক্ষেত্রে বারংবার বা খুব বাড়াবাড়ি করল। অথবা মানুষের পিঠ মাড়িয়ে কাতার ভেঙ্গে চলল। তাহলে চাওয়া ও দেওয়া উভয়টি নাজায়েয। এটি হল জুমহুরের মাযহাব।

হানাফীদের মতে মসজিদে কোনো কিছু চাওয়া সম্পূর্ণ হারাম। তবে দেওয়ার ক্ষেত্রে দুই ধরনের মতামত রয়েছে। প্রথমটি মাকরূহ ও দ্বিতীয়টি হল, তাকে দেওয়া তখন মাকরূহ হবে যখন ভিক্ষুক পিঠ মাড়িয়ে চলে। অন্যথায় মাকরূহ নয়। আর এটিই হল বিশুদ্ধ মত। সুতরাং এই হাদীস মসজিদে ভিক্ষা করা সংক্রান্ত মাসআলায় হানাফীদের বিরোধী।

এর জবাব হল, প্রথমত এই হাদীসে এ কথা স্পষ্ট নয় যে, সে ভিক্ষুক মসজিদেই ছিল। সম্ভাবনা আছে যে, মসজিদের নিকটে মসজিদের বাইরে ভিক্ষা করছিল। যা আবু বকর রা. মসজিদের ভিতরে থেকে শুনেছিলেন।

দ্বিতীয় উত্তর হল, এই হাদীসটি যয়ীফ। মুবারক ইবনে ফুযালা এর কারণে। অধিকাংশ ইমামগণ তাকে যয়ীফ বলেছেন। এই হাদীসটি বিস্তারিতভাবে মুসনাদে বাযযারের মধ্যে আছে। আর ইমাম আবু বকর ইবনে বাযযারও তার সম্পর্কে আপত্তি করেছেন।

হানাফীদের ভিক্ষা করা হারাম হওয়ার দলীল كتاب الصلاة এর ابواب المساجد এর মধ্যে চলে গিয়েছে। তা হল, ... من سمع رجلا ينشد ضالة في (মানহাল, বযল)

যখন নিজের কোনো বস্তুর খোঁজ করা এবং তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা নিষিদ্ধ, তখন অন্যদের কাছে কিছু চাওয়া তো আরো বেশি মারাত্মক হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

باب كراهة المسألة بوجه الله عز وجل

আল্লাহ্র নাম নিয়ে কিছু চাওয়া অপছন্দীয়

١٦٧١ – حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقِلَوْرِيُّ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ . عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ . عَنْ جَابِرٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ . إِلاَّ الْجَنَّةُ .

তরজমা --

১৬৭১। হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ জান্নাত ছাড়া আর কিছুই আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে চাওয়া ঠিক নয়।

তাশরীহ --

قوله : لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ

لا يسأل শব্দটি مضارع منفي مجهول ও 'নাহী' উভয়টিই হতে পারে।

এই হাদীসের দুইটি উদ্দেশ্য হতে পারে।

এক. আল্লাহ তাআলার সত্ত্বার ওসীলা দিয়ে কোনো সাধারণ বস্তু না চাওয়া। অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তাআলার নিকট। কেননা, কোনো সামান্য ও তুচ্ছ বস্তু চাওয়ার জন্য মহান স্বত্ত্বাকে ওসীলা বানানো সমীচীন নয়; বরং জান্নাতের মতো বড় কোনো কিছু চাওয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ এভাবে দুআ করা উচিত নয় যে, হে আল্লাহ! তোমার মহান সত্তার ওসীলায় ও বরকতে আমাকে একটি প্রশস্ত বাড়ি দান কর। বরং এমন বলা যেতে পারে যে, হে আল্লাহ! তোমার মহান সত্ত্বার ওসীলায় ও বরকতে আমাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান কর।

দুই. দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, মানুষের কাছে আল্লাহ তাআলার সত্ত্বার ওসীলা দিয়ে কোনো কিছু না চাওয়া। অর্থাৎ দুনিয়াবি পণ্য-সামগ্রী মানুষের কাছে আল্লাহর নামের ওসীলা ও বরাত দিয়ে না চাওয়া উচিত। যেমন কাউকে বলল, আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে অমুক বস্তুটি দিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলার নামের ওসীলা দিয়ে কোনো সামান্য বস্তু চাওয়া উচিত নয়।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি আল্লামা তীবী রাহ. লিখেছেন। এ সম্পর্কে মানহাল প্রণেতা বলেন, এই কারাহাত ও নিষেধাজ্ঞা তখন হবে যখন মাসউল (যার কাছে চাওয়া হচ্ছে) চাওয়ার কারণে সংকীর্ণমনা ও বিরক্ত হয়। যদি বিষয়টি এমন না হয়; বরং আল্লাহর নাম শুনে প্রভাবিত হয় এবং তাঁর সম্মান রক্ষা করে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

قوله : إِلاَّ الْجَنَّةُ

أي إلا شيء مهم وعظيم، وذكر الجنة على اعتبار أنها هي نهاية المقاصد، وهي نهاية المطلوب، وهي دار المتقين ودار النعيم، وإذا سأل بوجه الله فليسأل ما له شأن ومنـــزلة لاسيما إذا كان يؤدي إلى الجنة، كأن يسأل الله بوجهه الهداية إلى الصراط المستقيم، فإن هذا سؤال عظيم، فلا يمنع منه، وهذا الحديث لا يدل على منعه، وإنما يدل على أنه يسأل به الأمور العظيمة والمهمة، ولا يسأل بوجه الله أشياء تافهة، أو يسأل الناس بوجه الله أمراً من أمور الدنيا، وإنما يسأل الله بوجهه أن يرزقه الجنة، أو أن يرزقه الطريق الموصل إلى الجنة، فهذا هو المقصود من هذا الحديث

باب عطية من سأل بالله عز وجل

মহান আল্লাহর নামে প্রার্থীকে দান করা সম্পর্কে

١٦٧٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ.

তরজমা --

১৬৭২। হযরত ওসমান ইবনে আবু শায়বা (রহ.) .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে আশ্রয় চায় তোমরা তাকে আশ্রয় দাও। আর যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে সদাচরণ করে তোমরা তার ডাকে সাড়া দাও। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ওসীলায় কিছু চায় তোমরা তাকে দান কর। আর যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে সদাচরণ করে তোমরা তার বিনিময় দাও। যদি বিনিময় দেয়ার সামর্থ্য না থাকে তবে তার জন্য দোয়া করতে থাক যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পার যে, তোমরা তার বিনিময় দিয়েছ।

তাশরীহ --

قوله : مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ

তোমাদের নিকট কেউ আল্লাহ তাআলার ওসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দাও এবং আল্লাহ তাআলার ওসীলায় কেউ তোমাদের কাছে কিছু চাইলে তোমরা তার প্রার্থনা পূরণ কর।

উদ্দেশ্য হল, এটা তো ভিন্ন কথা যে, ভিক্ষুকের উচিত ছিল মানুষের কাছে দুনিয়াবী কোনো পণ্য-সামগ্রী চাওয়ার সময় আল্লাহ তাআলার মহান সত্ত্বাকে ওসীলা না বানানো। কিন্তু তোমাদের জন্য কর্তব্য হল, কেউ আল্লাহ তাআলার নামের ওসীলা বানিয়ে কিছু চাইলে তাকে তা দিয়ে দেওয়া।

قوله : وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ

কেউ তোমাদেরকে ওলিমা ইত্যাদিতে নিমন্ত্রণ করলে তা গ্রহণ কর।

অথবা উদ্দেশ্য হল, কেউ তোমাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকলে তার সাহায্য কর।

قوله : وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ

কেউ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলে তোমরা তার অনুগ্রহের প্রতিদান দাও। অনুগ্রহের প্রতিদান হল অনুগ্রহ। যদি অনুগ্রহ দ্বারা প্রতিদান দিতে না পার (সামর্থ্য না থাকার কারণে) তবে তার জন্য অনেক বেশি কল্যাণের দুআ করতে থাক। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মনে হবে যে, তার প্রতিদান আদায় হয়ে গেছে।

আর দুআ হিসাবে جزاك الله বলাও যথেষ্ট। যেমন এক হাদীসে আছে,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء

باب الرجل يخرج من ماله

যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ থেকে বের হয়ে আসে

١٦٧٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. أَصَبْتُ هٰذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ. فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ. مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ. فَقَالَ: مِثْلَ ذٰلِكَ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الأَيْسَرِ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ. فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَذَفَهُ بِهَا. فَلَوْ أَصَابَتْهُ لأَوْجَعَتْهُ. أَوْ لَعَقَرَتْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ. فَيَقُولُ: هٰذِهِ صَدَقَةٌ. ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ. خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

١٦٧٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ. عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ. بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. زَادَ: خُذْ عَنَّا مَالَكَ لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ.

তরজমাহ --

১৬৭৩। হযরত মূসা ইবনে ইসমাঈল (রহ.) ... হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল আলআনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি ডিমের পরিমাণ এক টুকরো স্বর্ণ নিয়ে তাঁর কাছে আসল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি এই স্বর্ণ খনিতে পেয়েছি। আপনি তা দানস্বরূপ গ্রহণ করুন। এছাড়া আমার আর কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর সে তাঁর ডানদিক হতে এসে একইরূপে বলল এবং তিনি এবারও তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর সে তাঁর পেছন দিক হতে আসলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা কবুল করে আবার তার দিকে জোরে নিক্ষেপ করলেন। যদি তা তার গায়ে লাগত তবে অবশ্যই সে আঘাত পেত অথবা আহত হত। অতপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের কেউ তার মালিকানার সমস্ত মাল নিয়ে এসে বলে এটা সদকা স্বরূপ। এরপর সে মানুষের নিকট সাহায্যের জন্য স্বীয় হাত প্রসারিত করে । (জেনে রাখ!) উত্তম সদকা তাই যা প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ হতে দেয়া হয়।

১৬৭৪। হযরত ওসমান ইবনে আবু শয়বা (রহ.) ...... ইবনে ইসহাক হতে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। রাবী (আব্দুল্লাহ) এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ আমাদের নিকট হতে তোমার ধনসম্পদ নিয়ে যাও, আমাদের এর কোনো প্রয়োজন নেই"।

তাশরীহ --

قوله: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدِينِيُّ

يخرج শব্দটি ثلاثي مجرد থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ সদকা করে তা থেকে বের হয়ে আসে। অর্থাৎ তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। আর এটা তখনই হতে পারে যখন সে পূর্ণ সম্পদ সদকা করে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, এই বাব দ্বারা মুসান্নেফের উদ্দেশ্য সকল সম্পদ সদকা করার হুকুম আলোচনা করা।

قوله : يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, সকল সম্পদ সদকা করা নিষিদ্ধ। তবে এই নিষেধাজ্ঞা সে ব্যক্তির জন্য, যে সকল সম্পদ সদকা করে দিয়ে পরের দিন মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়াবে। যা এই হাদীসের শেষ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। ثم قعد يستكف الناس

সকল সম্পদ সদকা করার বিষয়ে উলামাদের মতামত

ইমাম নববী শরহে মুসলিমে (পৃ. ৩৩২) বলেন, আমাদের অর্থাৎ শাফেয়ীদের মাযহাব এই যে, সমস্ত সম্পদ সদকা করা মুস্তাহাব। তবে এর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন

ক. ধৈর্য্যশীল ও স্বল্পেতুষ্ট হওয়া।

খ. তার দায়িত্বে কারো ঋণ না থাকা।

গ. তার সন্তান-সন্ততি না থাকা। আর থাকলে তারাও তার মতো স্বল্পেতুষ্টও ধৈর্য্যশীল হওয়া।

যদি এসব শর্তসমূহ পাওয়া না যায় তাহলে সমস্ত সম্পদ সদকা করা মাকরূহ।

কাযী ইয়ায বলেন, জুমহুর ও মিসরী ওলামাদের মতে সমস্ত সম্পদ সদকা করা জায়েয। আরেকটি উক্তি হল, জায়েয নেই। সব কিছু ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এটি ওমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত।

এ সম্পর্কে আরো একটি উক্তি হল, যদি কেউ তার সমস্ত সম্পদ সদকা করে দেয় তাহলে তা এক তৃতীয়াংশ সম্পদের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। সমস্ত সম্পদে নয়। এটি হল শামবাসীদের মত।

আবার কেউ বলেছেন, যদি অর্ধেক সম্পদের চেয়ে বেশি হয় তাহলে অধিক অংশটা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর তা মাকহুল শামী থেকে বর্ণিত।

قوله : خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

উত্তম সদকা হল, যার পর সদকাকারীর মধ্যে ধনাঢ্যতা অবশিষ্ট থাকে। তার অবস্থা এই যে, মানুষ নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ রেখে বাকি সম্পদ সদকা করবে। এর দ্বারা বোঝা গেল, সমস্ত সম্পদ সদকা করার চেয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সদকা করা উত্তম।

দুই হাদীসের মাঝে সমন্বয়

উপরোক্ত হাদীসটি ওই সব লোকদের জন্য, যারা অধিক ধৈর্য্যশীল ও স্বল্পেতুষ্ট। আর যারা ধৈর্য্যশীলতা ও স্বল্পেতুষ্টি ও পূর্ণ তাওয়াক্কুল-এর গুণে গুণান্বিত যেমন আবু বকর সিদ্দীক রা. তাদের জন্য সমস্ত সম্পদ সদকা করাই উত্তম। যেমনটি সামনের হাদীসে আসছে যে, উত্তম সদকা হল جهد المقل অর্থাৎ নিঃস্ব ব্যক্তি, যে কষ্ট-মেহনত করে উপার্জন করে এবং তা সদকা করে। এর মাধ্যমে উক্ত দুই হাদীসের মাঝে যে বাহ্যিক বিরোধ মনে হয় তার নিরসন হয়ে যায়। অর্থাৎ এই ভিন্নতা হল মানুষ ও তার অবস্থার বিভিন্নতার কারণে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, عن ظهر غني এর মধ্যে গণী দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য করা হবে। চাই আর্থিক ধনী হোক, যা সাধারণ মানুষের বিচারে হয়ে থাকে। কিংবা আত্মিক ধনী হোক। যা স্বল্পে তুষ্ট ও ধৈর্য্যশীলদের বিচারে হয়। এখানে সমস্ত সম্পদ সদকা করার বিষয়টিও এসে যাবে।

আল্লামা সিন্ধী বলেন, ধনী দ্বারা ব্যাপকতা উদ্দেশ্য। চাই غني قلبي হোক কিংবা غني قالبي হোক।

قوله : ظَهْرِ غِنًى

এখানে ظهر এর দিকে غني এর ইযাফতটা اضافة بيانية হবে। মানুষ যেমনিভাবে কোমরে ভর করে হেলান দিয়ে বসে যার দ্বারা সে আরাম ও প্রশান্তি লাভ করে। তেমনিভাবে যে সদকার পর ধনাঢ্যতা অবশিষ্ট বজায় থাকবে তা তার জন্য পিঠের মতো হবে। কেননা, সদকার পর তার ভর সেই ধনাঢ্যতার উপরই হবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে আসবে।

١٦٧٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ . عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ . فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرَحُوا ثِيَابًا فَطَرَحُوا فَأَمَرَ لَهُ بِثَوْبَيْنِ ثُمَّ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ . فَجَاءَ . فَطَرَحَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ . فَصَاحَ بِهِ . وَقَالَ : خُذْ ثَوْبَكَ

١٦٧٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . عَنِ الْأَعْمَشِ . عَنْ أَبِي صَالِحٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى . أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى . وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ .

তরজমাহ ---

১৬৭৫। হযরত ইসহাক ইবনে ইসমাঈল (রহ.) ...ইয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) কে বলতে শুনেছেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলে মহানবী সমবেত জনগণকে দানস্বরূপ কাপড় প্রদান করতে নির্দেশ দেন। সাহাবীগণ কাপড় দান করলে তিনি ঐ ব্যক্তি কে দুটি কাপড় প্রদানের নির্দেশ দেন। এরপর তিনি সকলকে দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন ঐ ব্যক্তি তার একটি কাপড় (দানের জন্য) নিক্ষেপ করলে তিনে চিৎকার করে বললেন ঃ তোমার কাপড় ফিরিয়ে নাও।

১৬৭৬। হযরত ওসমান ইবনে আবু শায়বা (রহ.) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই উত্তম সদকা তাই যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল হতে দেয়া হয়। অথবা (রাবীর সন্দেহ) যা সদকা করা হয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল হতে এবং তুমি যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন কর তাদেরকে দিয়েই দান আরম্ভ কর।

তাশরীহ ---

قوله : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ

এখানে ব্যক্তি দ্বারা সুলাইক গাতফানী উদ্দেশ্য। যার ঘটনা এই যে, সুলাইক গাতফানী একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর খুতবা দেওয়ার সময় মসজিদে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর অবস্থা খুব নাজুক ছিল। গায়ে পূর্ণ কাপড়ও ছিল না। নিম্নমানের পোশাক পরেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই অবস্থা দেখে খুতবার মাঝেই তাকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার আদেশ করলেন মসজিদে যারা ছিল সবাই তার প্রতি মনোযোগী হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদেরকে সদকার প্রতি উৎসাহিত করে তার ফজীলত বর্ণনা করলেন। লোকেরা অনেক কাপড় সদকা করলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে দুটি কাপড় সে ব্যক্তিকে দিয়েছেন যেন সে তার পোশাকের অবস্থা দুরস্ত করতে পারে। এরপর পরবর্তী জুমআয় যখন খুতবার মধ্যে সদকার আলোচনা আসল তখন গত জুমআয় নবীজী তাকে যে দুটি কাপড় দান করেছিলেন (তার অনাবৃত থাকার কারণে) তা থেকে একটি কাপড় সদকা হিসাবে দিয়ে দিলেন। যা নবীজী খুব অপছন্দ করলেন এবং চিৎকার করে বললেন, তুমি তোমার কাপড় নিয়ে নাও।

باب في الرخصة في ذلك

এ ব্যাপারে অনুমতি সম্পর্কে

١٦٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : جُهْدُ الْمُقِلِّ . وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

١٦٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . وَهٰذَا حَدِيثُهُ . قَالاَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ . فَوَافَقَ ذٰلِكَ مَالًا عِنْدِي . فَقُلْتُ : الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا . فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ قُلْتُ : مِثْلَهُ . قَالَ : وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ قَالَ : أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ . قُلْتُ : لاَ أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا

তরজমাহ --

১৬৭৭। হযরত কুতায়বা ইবনে সাঈদ (রহ.) ... হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ধরনের সাদকা সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলেন ঃ যার ধন সম্পদের পরিমাণ কম এবং তা থেকে কষ্ট করে দান করে আর তোমার পরিবার পরিজন, যাদের ভরণ পোষণ তোমার দায়িত্বে তাদেরকে প্রথমে দান কর।

১৬৭৮। হযরত আহমদ ইবনে সাহল (রহ.) .... যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ.) হতে তাঁর পিতার সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কে বলতে শুনেছি ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে দান করার নির্দেশ দেন। ঘটনাক্রমে সেদিন আমার কাছে ধনসম্পদ ছিল। আমি (মনে মনে) বললাম ঃ আজ আমি আবু বকর (রা.) এর চেয়ে (দানে) অগ্রগামী হব, যদি কোনদিন আমি দানে তাঁর চেয়ে অগ্রগামী হতে পারি। তাই আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তোমার পরিবার পরিজনদের জন্য কি রেখে এসেছ? আমি বললাম, এর সমপরিমাণ সম্পদ। রাবী বলেনঃ আর আবু বকর (রা.) আনলেন তাঁর সমস্ত সম্পদ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি তোমার পরিবার পরিজনদের জন্য কি রেখে এসেছ? তিনি বলেন, আমি তাদের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে রেখে এসেছি। ওমর (রা.) বললেন ঃ তখন আমি (মনে মনে) বলি ঃ আমি ভবিষ্যতে কোন দিন কোন বিষয়ে অধিক সাওয়াবের অধিকারী হওয়ার জন্য আপনার সাথে প্রতিযোগিতা করব না।

তাশরীহ --

قوله : باب في الرخصة في ذلك

ذلك এর ইশারা পূর্বের তরজমাতুল বাবের দিকে করা হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত সম্পদ সদকা করার অবকাশ ও অনুমতি।

قوله : جُهْدُ الْمُقِلِّ

অর্থ অল্প সম্পদের ভোগান্তি, নিঃস্বতার কষ্ট। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, ফকীর (على اقلب) এর সদকা যদিও পরিমাণে কম হয় কিন্তু তা-ই উত্তম। ধনী ও সম্পদশালীর সদকার তুলনায়। যদিও তার সদকা অতি বড় অংকেরই হোক না কেন।

যেমন আবু হুরায়রা রা.-এর একটি মারফু হাদীসে আছে, سبق درهم مائة ألف درهم অর্থাৎ এক দিরহাম কখনো কখনো এক লক্ষ দিরহাম থেকেও বেশি হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, কীভাবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক ব্যক্তি যার নিকট শুধুমাত্র দুই দিরহাম আছে সে তা থেকে এক দিরহাম সদকা করল। আর অপর ব্যক্তি যার নিকট দিরহামের স্তূপ পড়ে রয়েছে সে তা থেকে এক লক্ষ দিরহাম উঠিয়ে সদকা করল।

قوله : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. বলেন, এক দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সদকা করার নির্দেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন আমার নিকট অনেক সম্পদ ছিল। আমি মনে মনে ভাবলাম, কোন দিন যদি আমি আবু বকর সিদ্দীককে ছাড়িয়ে যেতে পারি তাহলে তা আজ (সদকার মধ্যে)। ফলে আমি আমার সমস্ত সম্পদের অর্ধেক নিয়ে নবীজীর খেদমতে উপস্থিত হলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, নিজের পরিবারের লোকদের জন্য কী রেখে এসেছ? আমি আরয করলাম, এর সম পরিমাণ। আর আবু বকর যা কিছু ছিল সব নিয়ে আসলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও একই প্রশ্ন করলেন যে, পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ? তিনি আরয করলেন, তাদের জন্য আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে রেখে এসেছি। (অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি তাদের জন্য রেখে এসেছি।) ওমর রা. বললেন, (মনে মনে কিংবা প্রকাশ্যে) আমি কখনো কোনো নেক কাজে তোমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারব না।

সমস্ত সম্পদ সদকা করার হুকুম

এই ঘটনা দ্বারা সমস্ত সম্পদ সদকা করা উত্তম হওয়া কমপক্ষে জায়েয হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে; কিন্তু তা এমন ব্যক্তির জন্য, যে পূর্ণ ইয়াকীন ও তাওয়াক্কুলের অধিকারী। তবে এটা শুধু জায়েয। মুস্তাহাব নয়। কেননা, অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা কিছু সম্পদ সদকা করা উত্তম হওয়া প্রমাণিত।

তেমনিভাবে কা'ব ইবনে মালিকের ঘটনাও এমনই দাবি করে। তা হল এই যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আরয করলেন, ان من توبتي أن اخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله অর্থাৎ এর মধ্যেই আমার তওবার পূর্ণতা যে, আমি আমার সমস্ত সম্পদ সদকা করে দিব। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, না, এমন করো না। তিনি পুনরায় আরয করলেন, তাহলে অর্ধেক সম্পদ সদকা করব? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। তিনি আরয করলেন, এক তৃতীয়াংশ সদকা করে দিব। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। এক তৃতীয়াংশ সদকা করে দাও। জুমহুর ওলামা এটাই বলেন।

ইমাম আওযায়ী, ইমাম মালেক ও অন্যান্য কিছু আলেমগণ বলেন, শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশ সদকা করা জায়েয হবে; আর অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর এটি মাকহুল শামীরও একটি মত। তার অপর মতটি হল, অর্ধেকের বেশি যা হবে তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। (মানহাল)

باب في فضل سقى الماء

পানি পান করানোর ফযীলত

١٦٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ . عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ سَعِيدٍ . أَنَّ سَعْدًا . أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْمَاءُ.

তরজমা ---

১৬৭৯। হযরত মুহাম্মদ ইবনে কাছীর (রহ.)..... সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, সা'দ ইবনে ওবাদা (রা) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে আসলেন অত:পর বললেন, কি ধরনের সদকা আপনার নিকট প্রিয়? তিনি বললেন ঃ পানি (পান করানো)।

তাশরীহ ---

قوله : أَنَّ سَعْدًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হযরত সাদ ইবনে উবাদা রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার আম্মাজান ইন্তেকাল করেছেন। আমি যদি তার ইছালে ছওয়াবের জন্য কোনো কিছু সদকা করতে চাই তাহলে কী সদকা করব? নবীজী বললেন, পানি।

قوله : الْمَاءُ পানি দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য। চাই মানুষের পান করার পানি হোক কিংবা প্রাণীদের পান করানোর পানি। অথবা ক্ষেত-বৃক্ষ সেচের পানি বা তহারাত লাভ করার পানি।

নবীজী পানির সদকাকে উত্তম বলেছেন। এ কারণে যে, পানি হল সাধারণ প্রয়োজনীয় বস্তু। এর উপকারিতা অনেক ব্যাপক। বিশেষ করে আরবের মতো মরুভূমির দেশে, যেখানে পানি খুবই কম।

মৃতের কাছে কোন আমলের ছওয়াব পৌঁছে ? এই হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, মৃতের কাছে সদকার ছওয়াব পৌঁছে। ইমাম নববী শরহে মুসলিমে (পৃ. ৩২৪) বলেন, এ বিষয়ে উলামাদের ইজমা হয়েছে যে, মৃতের কাছে সওয়াব পৌঁছে। তেমনিভাবে মৃতের জন্য দুআ উপকারী হওয়ার বিষয়েও ইজমা হয়েছে। তেমনিভাবে মৃতের পক্ষ থেকে তার ঋণ আদায় করে দেওয়া, ফরয হজ, করা ইত্যাদিও গ্রহণযোগ্য।

আমাদের বিশুদ্ধ উক্তি মতে নফল হজ্জও গ্রহণযোগ্য। অবশ্য মৃতের পক্ষ থেকে রোযা রাখার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে আমাদের প্রসিদ্ধ উক্তি হল, এর ছওয়াব মৃতের কাছে পৌঁছে না। তবে কোনো কোনো শাফেয়ী পৌঁছার কথা বলেন। ইমাম আহমদের মাযহাবও অনুরূপ।

নামায ও অন্যান্য ইবাদতের ছওয়াব আমাদের মতে পৌছে না। ইমাম আহমদের মতে পৌঁছে।

মাযহাবগুলোর সারকথা এই যে, আর্থিক ইবাদতসমূহের সওয়াব সকলের সর্বসম্মতিক্রমে পৌছে। আর শারীরিক ইবাদতসমূহের মধ্য থেকে দুআর হুকুমও একই।

তবে অন্যান্য শারীরিক ইবাদত যেমন নামায, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

শাফেয়ীদের মতে পৌঁছে না। হানাফী ও হাম্বলীদের মতে পৌছে।

শরহুল কাবীর ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে মালেকীদের মাযহাব এই মনে হয় যে, তার মতে কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করলে পৌছে না। অবশ্য যদি তিলাওয়াতকারী আল্লাহ তাআলার নিকট এই দুআ করে তিলাওয়াত করে যে, হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহে এর সওয়াব অমুক মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছে দিন তাহলে পৌছবে। যেন দুআর মাধ্যমে পৌছে। দুআ ব্যতীত পৌছে না।

ইযযুদ দীন ইবনে আবদুস সালামকে কেউ তার ইন্তেকালের পর স্বপ্নে দেখল। তিনি বলতে লাগলেন, আমরা তো এমন বলতাম যে, মৃতের কাছে কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের সওয়াব পৌছে না। কিন্তু এখানে এসে আমি তার বিপরীত দেখলাম।

١٦٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ . عَنْ شُعْبَةَ . عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ . عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

١٦٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . عَنْ رَجُلٍ . عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ . أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ . إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ . فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الْمَاءُ . قَالَ : فَحَفَرَ بِئْرًا . وَقَالَ : هٰذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ

١٦٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِشْكَابَ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي دَالَانَ عَنْ نُبَيْحٍ . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ . وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ . أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ . وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ . سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ .

তরজমা ---

১৬৮০। হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) থেকে এই সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

১৬৮১। হযরত মুহাম্মদ ইবনে কাছীর (রহ.)..... সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা উম্মে সা'দ মৃত্যুবরণ করেছেন। কাজেই (তাঁর ঈছালে সওয়াবের জন্য) কোন ধরনের সদকা উত্তম? তিনি বললেন ঃ পানি। এরপর সা'দ (রা) একটি কূপ খনন করলেন এবং বললেন, এই কূপের পানি বিতরণের সওয়াব উম্মে সা'দের জন্য নির্ধারিত।

১৬৮২। হযরত আলী ইবনুল হুসায়েন (রহ.)..... হযরত আবু সা'ঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ যে মুসলমান কোন বস্ত্রহীন মুসলামনকে কাপড় পরিধান করাবে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সবুজ রেশমী কাপড় পরিধান করাবেন। আর যে মুসলমান কোন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে খাওয়াবে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। আর যে মুসলমান কোন তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পানি পান করাবে মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের পবিত্র প্রতীকধারী শরাব পান করবেন।

তাশরীহ ---

قوله : فَحَفَرَ بِئْرًا

أن حفر الآبار لسقي سواء لسقيا الناس أو لسقيا الدواب من الصدقات الجارية التي يكون الثواب عليها مستمر بهذه الصدقة. لأن أجر الصدقات منه ما هو منته بانتهاء بقائها لمن يستحقها، ومنه ما هو مستمر لاستمرار الصدقة. كبناء المساجد. فالناس يستفيدون من المسجد باستمرار، ومثل حفر الآبار ومد الماء منها إلى الناس كي يشربوا منه. فماداه النفع حاصلا فإن الأجر مستمر ودائم.

باب في المنيحة

কোন কিছু ধারস্বরূপ দেয়া

١٦٨٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى . قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ . ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا عِيسٰى وَهٰذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ . عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ . عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ . قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو . يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ . مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا . وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا . إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فِي حَدِيثِ مُسَدَّدٍ ..قَالَ حَسَّانُ : فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ . وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ . وَإِمَاطَةِ الأَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهُ . فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَةَ عَشَرَ خَصْلَةً

তরজমা --

১৬৮৩। হযরত ইবরাহীম ইবেন মূসা (রহ.) ..... আবু কাবশাহ আস সালূলী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ চল্লিশটি বৈশিষ্ট্য আছে, তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠটি হলো কাউকে দুগ্ধবতী বকরি দান করা (যার দুধ দ্বারা সে উপকৃত হয়) যে ব্যক্তি এই চল্লিশটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে কোন একটির উপর সওয়াবের আশায় এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য জেনে আমল করবে, আল্লাহ তায়ালা এর বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করবেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) মুসাদ্দাদের হাদীস সম্পর্কে বলেন, হাসসান বলেছেন, আমরা দুগ্ধবতী বকরি দান করার বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা নিম্নমানের বৈশিষ্ট্যহিসেবে সালামের জবাব দান, হাঁচির উত্তর দেয়া, রাস্তা হতে ক"দায়ক বস্তু দূর করা ইত্যাদি গণনা করেছি। (রাবী বলেনঃ এই চল্লিশটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে), আমাদের পক্ষে পনেরটি বৈশিষ্ট পর্যন্ত পৌঁছাও সম্ভব হয়নি।

তাশরীহ --

قوله: باب في المنيحة

منحة ও منيحة দুইভাবেই পড়া যায়। এটা হল হাদিয়া ও দানের একটি বিশেষ প্রকার, যার মধ্যে শুধুমাত্র উপকার লাভ করা উদ্দেশ্য, মূল বস্তুর মালিক বানানো ব্যতীত। এজন্য প্রত্যেক বস্তুর মানীহা তার উপযোগী হয়ে থাকে। যেমন স্বর্ণ ও রৌপ্যের মানীহা হল দিরহাম বা দিনার কাউকে করয হিসাবে দেওয়া।

দুধের মানীহা হল দুগ্ধদানকারী ছাগল কিংবা উটনীকে কয়েকদিনের জন্য কাউকে আরিয়ত হিসাবে দেওয়া। যেন সে কিছু দিন তা থেকে উপকৃত হতে পারে। এরপর তা আবার মালিককে ফিরিয়ে দিবে।

আর বৃক্ষের মানীহা এই যে, ফলদায়ক বৃক্ষকে কয়েকদিনের জন্য কাউকে আরিয়াত হিসাবে দেওয়া যেন সে তার ফল থেকে উপকৃত হতে পারে।

আবার কোনো কোনো ওলামা বলেছেন, মানীহা শুধুমাত্র দুগ্ধদানকারী উট ও ছাগলের জন্য নির্দিষ্ট।

قوله : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْبَعُونَ خَصْلَةً

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, চল্লিশটি গুণ/স্বভাব ও নেক কাজ এমন রয়েছে যার মধ্য থেকে সর্বোত্তম ও উন্নত হল ছাগলের মানীহা। অর্থাৎ এটি ছাড়া বাকি যে ৩৯টি গুণ/স্বভাব ও আমল রয়েছে তা এর তুলনায় কম মর্যাদার ও নিম্নমানের। যা অবলম্বন করা আরো সহজ। যে ব্যক্তি এই গুণসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি অবলম্বন করবে সওয়াবের আশায় এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ ইয়াকীনের সঙ্গে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

قوله : أَرْبَعُونَ خَصْلَةً

এই হাদীসের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশটি গুণ/স্বভাব (যা জান্নাতে নিয়ে যায়) নির্দিষ্ট করে বলেননি এবং তা গণনা করেননি। শুধুমাত্র এতটুকু বলেছেন, তার মধ্যে ছাগলের মানীহাও রয়েছে এবং এটি এসবের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ স্বভাব। অন্য সবগুলো তার তুলনায় কম মর্যাদার।

এখন স্বভাবসুলভ প্রশ্ন জাগে যে, সে অন্যান্য আমলগুলো কী কী? হাদীসের বর্ণনাকারী হাসসান ইবনে আতিয়া বলেন, আমরা অন্যগুলোকে হাদীসের বিশাল ভান্ডারে খোঁজ করার ইচ্ছা করলাম। খুজাখুজির পর মাত্র পনেরটি স্বভাবও জানতে পারলাম না। তারা য জানতে পেরেছেন তার মধ্য থেকে কয়েকটি তারা বর্ণনা করেছেন যেমন: সালামের উত্তর দেওয়া, হাঁচি দাতার হাঁচির জবাব দেওয়া, রাস্তা থেকে ক"দায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই হাদীসটি সহীহ বুখারীতে كتاب الهبة এর باب فضل المنيحة এর অধীনে উল্লেখ করেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীর মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার ইবনে বাত্তাল থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐসব স্বভাগ.গুণ জানতেন, কিন্তু এরপরও কোনো কল্যাণের কারণে তা গণনা করেননি। আর সেই কল্যাণ হল এই যে, এমন যেন না হয়ে যায় যে, নির্ধারণ করে দেওয়ার পর মানুষেরা অন্যান্য নেক আমল ছেড়ে দিবে। আর শুধুমাত্র ঐ চল্লিশটির উপরই ক্ষান্ত হয়ে যাবে। এরপর বলেন, এটিও বাস্তব যে, যদি হাসসান রাবীর খুজাখুজির মধ্যে ঐসবগুলো জানা না হলেও এর দ্বারা এটা আবশ্যক নয় যে, অন্য কেউ তা জানতে পারবে না। ফলে আমরা বিভিন্ন হাদীসে তা খোজাখুজি করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, সকল স্বভাব/গুণ আমরা পেয়েছি। বরং চল্লিশটিরও বেশি পেয়েছি। এরপর তিনি সবগুলো বর্ণনা করেছেন।

হাফেয বলেন, বুখারীর আরেক প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার ইবনুল মুনীর ইবনে বাত্তালের বিরোধীতা করে বলেন, এর কী প্রমাণ আছে যে, নবীজীর চল্লিশটি গুণ দ্বারা ওইগুলোই উদ্দেশ্য, যা তিনি অন্বেষণ করে পেয়েছেন?

তাছাড়া গণনা করা তো সহজ। কিন্তু হাদীসে যে শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার সবগুলো ছাগলের মানীহা থেকে কম মর্যাদার। সে শর্ত এগুলোর মধ্যে কোথায়? যেগুলো আপনি পেয়েছেন? বরং বাস্তব অবস্থা হল, তার মধ্যে কোনোটি منيحة العز এর সমপর্যায়ের আর কোনো কোনোটি তা থেকেও উচ্চ পর্যায়ের।

তাছাড়া তিনি বলেছেন, যখন কোনো কল্যাণের কারণে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো গণনা করেননি অথচ তিনি নিশ্চিতভাবে তা জানতেন। তাহলে আমাদেরও তার পিছনে পড়া উচিত নয়।

তেমনিভাবে আল্লামা কিরমানীও ইবনে বাত্তালের বিরোধীতা করেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার এসব কিছু উল্লেখ করার পর বলেন, এ বিষয়ে আমি ইবনে বাত্তালের পক্ষেই আছি যে এসব গুণ/স্বভাবগুলো বিভিন্ন হাদীসে অন্বেষণ করা উচিত। তালাশ করলে পাওয়া যেতে পারে। তবে এই বিষয়ে আমি ইবনে মুনীরের সঙ্গে আছি যে, বাস্তবিক পক্ষে ইবনে বাত্তাল যেগুলো খুজে বের করেছেন তার মধ্য থেকে কিছু ছাগলের মানীহা থেকে নিম্নমানের নয়। (ফাতহুল বারী ৫/১৪৭)

باب اجر الخازن

ভাণ্ডার রক্ষকের সাওয়াব সম্পর্কে

١٦٨٤ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . الْمَعْنٰى وَاحِدٌ . قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ . عَنْ أَبِي بُرْدَةَ . عَنْ أَبِي مُوسٰى . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْخَازِنَ الأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا . طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ . حَتّٰى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ.

তরজমা ---

১৬৮৪। হযরত উসমান ইবনে আবু শায়বা (রহ.) ... হযরত আবু মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন ঃ নিশ্চয় ঐ বিশ্বস্ত ভাণ্ডার রক্ষক যে নির্দেশমত পূর্ণ অংশ পবিত্র মনে প্রদান করে এমনকি যাকে প্রদানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে দিয়ে দেয়। সে দুজন দান খয়রাতকারীর একজন।

তাশরীহ ---

قوله : باب اجر الخازن

خازن অর্থ খাযাঞ্চী। খাদ্য ও ত্রাণ রংক্ষক।

قوله : إِنَّ الْخَازِنَ الأَمِينَ

যে খাযাঞ্চি আমানতদার হয়, মালিক তাকে যা কিছু সদকা করতে বলে তা সে খুশি মনে পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দেয় সেও সদকাকারীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

অনেক সময় এমন হয় যে, আসল মালিক তো সদকা করতে চায় এবং তার আদেশও করে কিন্তু তার অধীনস্ত খাযাঞ্চি ইত্যাদি লোকেরা দিতে প্রস্তুত হয় না। পা জোর করে, টালবাহানা করে থাকে। অথচ তাদের নিজেদের কোনো খরচ হচ্ছে না। কিন্তু মালের মহব্বত ও খুব কৃপণতার কারণে এমন করে থাকে। তবে সবাই এমন নয়। তাদের মধ্যে কেউ তো দানশীল ও উদার মনের থাকে, যারা খুশি মনে পরিপূর্ণ আদায় করে দেয়। এমন লোকদেরই প্রশংসা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করছেন।

قوله : أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ

এর মধ্যে المتصدقين শব্দটিকে দ্বি বচন ও বহু বচন উভয়ভাবে পড়া যায়।

যদি বহু বচন পড়া হয় তবে অর্থ হবে, যা উপরে বলা হয়েছে। আর যদি দ্বি বচন হয় তাহলে উদ্দেশ্য হবে, এক متصدق তো হল মূল মালিক। আর দ্বিতীয় متصدق হবে যাকে সদকার আদেশ করা হয়েছে। তারা উভয়েই সদকার সওয়াবে অংশীদার। তবে এটা জরুরি নয় যে, উভয়ের সওয়াব সমান হবে; বরং একে অন্যের থেকে বেশি হতে পারে। কোনো অবস্থায় মালিকের সওয়াব বেশি হবে। আবার কোনো অবস্থায় সদকা যে পৌঁছায় তার সওয়াব বেশি হবে।

হাদীসুল বাবটি ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈও উল্লেখ করেছেন।

باب المراة تصدق من بيت زوجها

স্বামীর সম্পদ থেকে স্ত্রীর দান খয়রাত করার বর্ণনা

১৬৮৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ . عَنْ مَنْصُورٍ . عَنْ شَقِيقٍ . عَنْ مَسْرُوقٍ . عَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ . كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ . وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ . لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ.

তরজমা ---

১৬৮৫। হযরত মুসাদ্দাদ (রহ.)........ হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন ঃ কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীর ধন সম্পদ থেকে ক্ষতির উদ্দেশ্য ব্যতীত কিছু দান করলে সে ঐ দানের সওয়াব লাভ করবে, তার স্বামী উপার্জনের জন্য এর বিনিময় পাবে এবং এর রক্ষণাবেক্ষনকারীর জন্য অনুরূপ পুণ্য রয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের কারো সওয়াব অন্যের কারণে কম হবে না।

তাশরীহ ---

قوله : باب المراة تصدق من بيت زوجها

গৃহকর্তা ঘরের প্রয়োজনীয় খাওয়া-পান করার জন্য যেসব বস্তু নিজ গৃহিণীর কাছে রেখে যায় তা থেকে গৃহিণীদের সদকার করার অধিকার থাকে কি না? তেমনিভাবে রান্নাঘরের যে খাদেম ও ব্যবস্থাপক থাকে সে তা থেকে সদকা করতে পারবে কি না? এ বিষয়ে অধিকাংশ হাদীসের ব্যাখ্যাকারীগণ প্রথমেই কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, মহিলারা ঘরের কোনো বস্তু সদকা করতে পারবে কি না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে

কিছু আলেমের মতে সামান্য বস্তু যার মানুষ কোনো পরোয়া করে না এবং কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না তা মহিলারা সদকা করতে পারবে। এতে কারো কোনো অনুমতি প্রয়োজন হবে না।

আবার কিছু আলেম বলেন, এর ভিত্তি হল স্বামীর অনুমতির উপর। যে ধরনের বস্তুর ব্যাপারে স্বামীর স্পষ্ট কিংবা ইঙ্গিতের মাধ্যমে অনুমতি পাওয়া যায়। অর্থাৎ কোনো উপায়ে বোঝা যায় যে, এতে স্বামীর কোনো আপত্তি থাকবে না। তাহলে এসব বস্তু সদকা করতে পারবে। অন্য বস্তু পারবে না।

কিছু আলেম বলেন, এর ভিত্তি হল মানুষের প্রথা-প্রচলনের উপর। যেখানকার লোকদের যেমন প্রচলন থাকবে তাই গ্রহণযোগ্য হবে। কোনো কোনো আলেমের মত হল এই যে, এসব হাদীসে মহিলা ও খাদেমদের ব্যয় করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল সম্পদের মালিকের পরিবার-পরিজনের উপর খরচ করা। অন্যান্য মানুষ ফকীর-মিসকীন ইত্যাদি লোকদেরকে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়।

আবার কেউ কেউ এখানে স্ত্রী ও খাদেমের হুকুমের মাঝে পার্থক্য করেছেন। স্ত্রীর জন্য স্বামীর সম্পদে ন্যায়সঙ্গত সদকায় খরচ করার অধিকার রয়েছে। তবে খাদেমের জন্য মালিকের অনুমতি ব্যতীত দেওয়া জায়েয নয়।

শেষ উক্তিটি ইমাম বুখারী রাহ. গ্রহণ করেছেন। কেননা, তিনি এ বিষয়ে দুইটি অধ্যায় উল্লেখ করেছেন খাদেম সংক্রান্ত অধ্যায়টি তিনি 'নির্দেশসূচক শব্দের (আমর) সাথে উল্লেখ করেছেন। আর স্ত্রী সম্পর্কিত অধ্যায়টি ন না করার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এর মধ্যে স্বামীর নির্দেশ এর কথা উল্লেখ করেননি।

قوله : غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

নষ্ট না করার যে কথা এ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে তা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ মহিলারা যেসব বস্তু সদকা করবে তা ন্যায়সঙ্গত হতে হবে। তাতে যেন কখনো নষ্ট করার ইচ্ছা না হয়। যেমন অধিক পরিমাণে দিল কিংবা এমন কাউকে দিল যাকে দেওয়া সমীচীন নয়। কিংবা স্বামী পছন্দ করে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

١٦٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ ، قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا ، وَأَبْنَائِنَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَأُرَى فِيهِ : وَأَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ فَقَالَ : الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الرَّطْبُ : الْخُبْزُ وَالْبَقْلُ وَالرُّطَبُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ ، وَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ

তরজমা ---

১৬৮৬। হযরত মুহাম্মদ ইবনে সাওয়ার (রহ.) ... হযরত সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নারীরা বাইয়াত গ্রহণ করে তাদের মধ্যে একজন বৃহদাকার নারীও ছিলেন, সম্ভবত তিনি মুদার গোত্রভুক্ত ছিলেন। তিন উঠে বললেন হে আল্লাহর নবী ! আমরা তো আমাদের পিতা ও সন্তানদের উপর বোঝা হয়ে থাকি। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, আমার ধারণা, অত্র হাদীসে وَأَزْوَاجِنَا ও আছে "এবং আমাদের স্বামীদের ওপর"। সুতরাং তাদের সম্পদে আমাদের জন্য কি কি বৈধ? তিনি বলেন ঃ তোমরা তাজা খাবার আহার করবে এবং উপঢৌকন দিবে। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, الرَّطْبُ হল, শাকসবজি ও তাজা খেজুর। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, ছাওরী (রহ.) ইউনুস হতে উক্ত হাদিসটি এমনই বর্ণনা করেছেন।

তাশরীহ ---

قوله : عَنْ سَعْدٍ . قَالَ عَنْ سَعْدٍ . قَالَ এই হাদীসের রাবী হলেন হযরত সা'দ। অর্থাৎ সা'দ ইবনে আবী ওয়াককাছ রা.। আল্লামা আইনীর মতামত এমনই। কিন্তু তা সহীহ নয়; বরং এই সা'দ হলেন আনসারী। যিনি ভিন্ন ব্যক্তি। যেমনটি হাফেয তাহযীবুত তাহযীবের মধ্যে তার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন।

قوله : لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হযরত সাদ রা. বলেন, যে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে বাইআত করলেন তখন (বাহ্যিক গঠন ও শারীরিক আকৃতির দিক থেকে) একজন বৃহদাকার মহিলা দাঁড়ালেন। বর্ণনাকারী বলেন, মনে হচ্ছিল যে, 'মুযার' গোত্রের কোনো মহিলা হবে। দাড়িয়ে তিনি নবীজীর নিকট আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা অর্থাৎ মহিলারা নিজের পরিবার-পরিজনদের উপর বোঝা হয়ে থাকি অর্থাৎ আমাদের সব ব্যয়ভার তারা বহন করে। আমরা তো উপার্জন করি না। আমাদের কাছে কিছু থাকেও না, যা সদকা করতে পারব। তাহলে কি আমরা তাদের বস্তু থেকে কোনো কিছু সদকা করতে পারব?

এর জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, الرطب تأكلنه وتهدينه তাজা খুজের তোমরা নিজেরাও খেতে পার, অন্যকেও সদকা করতে পার।

قوله : بَايَعَ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে বাইআত করলেন এই বিষয়ের উপর যা আয়াত على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الخ এর মধ্যে রয়েছে।

قوله : الرَّطْبُ শব্দটি 'রা' হরফে ফাতহা এবং 'ত্বা' হরফের মধ্যে সাকিন সহকারে। অর্থ প্রত্যেক ভেজা-তাজা বস্তু, যা তুলে রাখা বা মজুদ করে রাখা যায় না। তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে। যেমন সব্জি, ফল, রুটি তরকারি ইত্যাদি।

আর رطب শব্দটি 'রা'- হরফে যম্মা ও 'ত্বা'-এর ফাতহার সঙ্গে ভেজা/তাজা খেজুরের জন্য নির্দিষ্ট। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, যেসব বস্তু মজুদ করে রাখা যায় যেমন শস্য, দিরহাম, দিনার ইত্যাদি তা অনুমতি ব্যতীত সদকা করা যাবে না। খাওয়া-পান করার বস্তু সাধারণভাবে সদকা করা যেতে পারে। কেননা, সাধারণত এমন বস্তু প্রদান করার অনুমতি থাকে। আর যদি কোথাও এর চেয়ে বেশি কিছু দেওয়ারও সুযোগ থাকে তবে তারও অবকাশ রয়েছে।

১৬৮৭ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ. فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ.

১৬৮৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا. وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا. وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هٰذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ.

তরজমা ---

১৬৮৭। হযরত হাসান ইবনে আলী (রহ.)..... হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ (রহ.) বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন ঃ যখন কোন স্ত্রীলোক নিজ স্বামীর উপার্জিত মাল হতে তার অনুমতি ছাড়া কিছু ব্যয় করে তখন সে অর্ধেক সাওয়াবের অধিকারী হবে।

১৬৮৮। হযরত মুহাম্মদ ইবনে সাওওয়ার মিসরী (রহ.) ...... হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তাকে এমন স্ত্রীলোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে তার স্বামীর সংসার হতে দান করে। তিনি বলেন, না, তবে তার নিজের ভরণ পোষনের অংশ থেকে দান করতে পারে। এর সাওয়াব উভয়ই পাবে। আর স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর সম্পদ হতে তার অনুমতি ছাড়া খরচ করা জায়েয নয়।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, এ হাদিসটি হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ (রহ.) এর হাদিসকে দূর্বল সাব্যস্ত করে

তাশরীহ ---

قوله : فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ এখানে প্রশ্ন জাগবে যে, এ হাদিসটি হযরত আয়েশা (রা.) এর হাদীসের বিপরীত। যার মধ্যে আছে لا ينقص بعضهم أجر بعض

এর সমাধান হল অর্ধেক সওয়াবের ব্যাখ্যা এই করা হবে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, মহিলার সওয়াব স্বামীর সওয়াবের অর্ধেক হবে। বরং উদ্দেশ্য হল, দু'জনের সওয়াবই সমান সমান। অর্থাৎ উভয়ের সওয়াব একত্র করা হবে যার মধ্যে প্রত্যেকের অংশ অর্ধেক অর্ধেক হবে। আর কোনো বস্তুকে যখন সমান সমান দুই ভাগে ভাগ করতে হয় তখন বলা হয় অর্ধেক অর্ধেক নিয়ে নাও।

আল্লামা কিরমানী রাহ. এই হাদীসকে বাহ্যিকভাবে ধরে বলেছেন যে, لا ينقص بعضهم أجر بعض তো তখনই হবে যখন মহিলা তার স্বামীর অনুমতিতে সদকা করে। আর বিনা অনুমতির ক্ষেত্রে সওয়াব অর্ধেক হবে।

قوله : إِلَّا بِإِذْنِهِ এখানে প্রশ্ন জাগবে যে, হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর হাদীসে উল্লেখ আছে

اذا انفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره

এর দ্বারা বাহ্যত বোঝা যায় যে, মহিলা স্বামীর অনুমতি ছাড়াই ঘরের বস্তু সদকা করতে পারে। এমনকি এতে তার অর্ধেক সওয়াবও লাভ হবে। এর সমাধান দুই ভাবে।

এক. এর দ্বারা উদ্দেশ্য মহিলার ঐ সম্পদ থেকে খরচ করা যা স্বামী তার অধিকারে দিয়েছে। এরপর মহিলা শুধুমাত্র নিজের অংশ থেকেই খরচ করে। ফলে এর মধ্যে স্বামীর অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই।

দুই. অথবা এই ব্যাখ্যা করা হবে যে, এই হাদীসের মধ্যে স্পষ্ট ও বিস্তারিত অনুমতির নফী করা উদ্দেশ্য নেওয়া হবে। সাধারণ অনুমতির নফী করা নয়। কেননা, স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু দিলে স্ত্রীর সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে।

কিছু আলেম বলেন, এর ভিত্তি হল মানুষের প্রথা-প্রচলনের উপর। যেখানকার লোকদের যেমন প্রচলন থাকবে তাই গ্রহণযোগ্য হবে।

باب في صلة الرحم

আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদাচরণ

١٦٨٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ . عَنْ ثَابِتٍ . عَنْ أَنَسٍ . قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} . قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ . أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا . فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بِأَرِيحَاءَ لَهُ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ . فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ . وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

তরজমা ---

১৬৮৯। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কুরআনের এই আয়াত – "তোমরা ততক্ষণ কল্যাণের অধিকারী হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের মহব্বতের বস্তু খরচ কর।" – তখন আবু তালহা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মনে হয় আমাদের প্রভু আমাদের ধন সম্পদ চাচ্ছেন। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে আমার আরীহা নামক স্থানের যমীন তাঁর (আল্লাহর) জন্য দান করছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন ঃ তুমি তা তোমার নিকটআ্ত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। আবু তালহা (রা.) তা হাসসান ইবনে ছাবেত ও উবাই ইবনে কা'ব (রা.) এর মধ্যে বন্টন করে দেন।

তাশরীহ ---

قوله : باب في صلة الرحم

صلة শব্দটি মূলত وصل থেকে উদগত। শুরুর ওয়াও হযফ করে শেষে তার পরিবর্তে 'হা' যোগ করা হয়েছে।

وصل يصل وصلا وصلة এর অর্থ হল, আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদাচরণ করা এবং তাদের সাথে দয়াসূলভ আচরণ করা। মানুষ তার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অনুগ্রহ ও ইহসান করে সেই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে ও স্থাপন করে এজন্য তাকে صلة الرحم বলা হয়।

رحم শব্দটি 'রা'-এর ফাতহা ও 'হা'-এর কাসরার সঙ্গে। অর্থ গর্ভ। পরবর্তীতে শব্দটি আত্মীয়তার অর্থে ব্যবহৃত হয় গর্ভাশয় অভিন্ন হওয়ার কারণে। কেননা, সকল আত্মীয় একই গর্ভাশয় থেকে জন্মলাভ করে।

কেউ বলেছেন, رحم শব্দটি رحمة থেকে উদগত। কেননা, আত্মীয়-স্বজন সকলেই একে অন্যের প্রতি দয়াপরশ ও সহানুভূতিশীল। (মানহাল)

শরীয়তের দৃষ্টিতে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব। কোন আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। অর্থাৎ তারা কোন আত্মীয়, যাদের সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব? এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ও মতভেদ মানহাল প্রণেতা এই লিখেন যে, আল্লামা কুরতুবী বলেন, ওই সব আত্মীয়, যার সম্পর্ক রাখার আদেশ করা হয়েছে। তা দুই প্রকার : ক. সাধারণ। খ. বিশেষ।

প্রথমটির মিছদাক হল, দ্বীনী আত্মীয়তা। আর তা বজায় রাখা হল, সাধারণ মুসলমানদের কল্যাণকামিতা, মহাব্বত ও তাদের ওয়াজিব ও মুস্তাহাব অধিকারসমূহ আদায় করা। তাদের সঙ্গে ন্যয়-সঙ্গত আচরণ করা।

আর বিশেষ আত্মীয়তা হল, বংশীয় আত্মীয়তা। তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা সাধারণ আত্মীয়তা থেকেও আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে অনুগ্রহ ও দান তেমনিভাবে তাদের অবস্থার খোঁজ খবর রাখা, তাদের ত্রুটি ও পদস্খলনসমূহ থেকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা ইত্যাদি সবই শামিল। আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে সালাম-কালাম করা ও দ্বন্দ-কলহ থেকে বিরত থাকাও অন্তর্ভুক্ত।

قوله : لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবা হযরত আবু তালহা আনসারী রা. যিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.-এর সতালো পিতা। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আরয করলেন যে, আমার সম্পদের মাধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হল, বায়রুহা নামক বাগান। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে তা আল্লাহ তাআলার জন্য করে দিলাম।

قوله : قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي

আবু তালহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরয করলেন, আমি এই বাগানটি আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে দান করে দিলাম। এটি সাধারণ সদকা ছিল। যার মাসরাফ নির্দিষ্ট ছিল না।

বাহ্যিক পরামর্শ হিসাবে তিনি নবীজীর কাছে তার আলোচনা করলেন। তখন নবীজী তাকে পরামর্শ দিলেন যে, اجعلها في قرابتك তুমি এটাকে তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে সদকা করে দাও। ফলে তিনি তা হাসসান ইবনে সাবিত ও উবাই ইবনে কা'বকে দান করে দিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহাকে পরামর্শ দিলেন যে, এই বাগানকে সাধারণভাবে সদকা করার পরিবর্তে আত্মীয়দের মাঝে সদকা কর। যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখারও সওয়াব পাওয়া যায়।

قوله : بِأَرِيحَاءَ

এই বাগানের নাম কী এবং তার সঠিক উচ্চারণ কী হবে এ বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় 'বায়রূহা' উল্লেখ আছে। 'বা' হরফে কাসরা ও ফাতহা উভয়টি পড়া যায়। আর 'রা' হরফের মধ্যে ফাতহা ও যম্মা দুটিই হতে পারে। তবে বেশি শুদ্ধ হল, 'বায়রুহা' (হামযা ও মদ ব্যতীত)।

কিন্তু সুনানে আবু দাউদের এই রেওয়ায়েতে প্রসিদ্ধ উক্তির বিপরীত 'বারীহা' আছে। 'বা' হরফে ফাতহা ও তার পর আলিফসহ। আর এটি তার পূর্বের বদল বা আতফে বয়ান।

আবার কেউ কেউ এটাকে ভিন্ন রকম পড়েছেন। তা হল, 'বিআরীহা' (বা-হরফে জাররার সঙ্গে।) এটা তাদের ওয়হাম হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেননা, আরীহা হল, শাম দেশের একটি জায়গার নাম

এই হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতের মধ্যে একটু বিস্তারিতভাবে রয়েছে। তাতে এ কথাও আছে যে, মদীনার আনসারী সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খেজুরের বাগান হযরত আবু তালহার ছিল। সেসব বাগানের মধ্যে তার সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল 'বায়রূহা', যা মসজিদে নববীর সামনে ছিল। যার মধ্যে অধিকাংশ সময় নবীজী আগমন করতেন।

قوله : فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ. وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

ফাতহুল বারীতে আছে, বাহ্যত আবু তালহা রা. তাদের দু'জনকে বাগানটির মালিক বানিয়ে দিয়েছেন আর এটি ওয়াক্‌ফ হিসাবে ছিল না। কেননা, সহীহ বুখারীর বর্ণনায় আছে যে, পরবর্তীতে হযরত হাসসান রা. নিজের অংশটি হযরত মুআবিয়া রা.-এর কাছে (এক লক্ষ দিরহাম মূল্যে) বিক্রি করেছিলেন। সুতরাং যদি তা ওয়াকফ হত তাহলে তা বিক্রি করা জায়েয হত না।

হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ এই হাদীসের অধীনে অনেক ফায়দা উল্লেখ করেছেন। একটি ফায়দা এটাও লিখেছেন যে, এর দ্বারা বোঝা গেল যে, ধনী ব্যক্তিকে তার চাওয়া ছাড়াই কেউ সদকা করলে তা গ্রহণ করা জায়েয। কেননা, প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব ধনী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَلَغَنِي عَنِ الأَنْصَارِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: أَبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ. وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ. يَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الأَبُ الثَّالِثُ. وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ. فَعَمْرٌو يَجْمَعُ حَسَّانَ. وَأَبَا طَلْحَةَ. وَأُبَيًّا. قَالَ الأَنْصَارِيُّ: بَيْنَ أُبَيٍّ وَأَبِي طَلْحَةَ سِتَّةُ آبَاءٍ.

তরজমা ---

ইমাম আবু দাউদ রহঃ বলেন, ... আবু তালহা–যায়েদ ইবনে সাহল ইবনে আসওয়াদ ইবনে হারাম ইবনে আমর ইবনে যায়েদ ইবনে মানাত ইবনে আদী ইবনে আমর ইবনে মালিক ইবনে নাজ্জার।

আর হাসসান ইবনে সাবিত ইবনে মুনযির ইবনে হারাম। তারা উভয়ে হারাম-এর সঙ্গে মিলেছে আর হারাম হলেন তৃতীয় পূর্ব পুরুষ

উবাই ইবনে কা'ব ইবনে কায়স ইবনে উতাইক ইবনে যায়েদ ইবনে মুআবিয়া ইবনে আমর ইবনে মালিক ইবনে নাজ্জার। সুতরাং আমর ইবনে মালিক-এর সঙ্গে হাসসান ইবনে সাবিত, আবু তালহা ও উবাই ইবনে কা'ব মিলেছে।

আনসারী বলেন: আবু তালহা ও উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর মাঝে ছয় পুরুষের ব্যবধান।

তাশরীহ ---

قوله : قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَلَغَنِي عَنِ الأَنْصَارِيِّ

ইমাম আবু দাউদ এখানে আবু তালহা, হাসসান ইবনে সাবিত ও উবাই ইবনে কা'ব সকলেরই বংশ পরম্পরা বর্ণনা করেছেন।

আবু তালহা–যায়েদ ইবনে সাহল ইবনে আসওয়াদ ইবনে হারাম ইবনে আমর ইবনে যায়েদ ইবনে মানাত ইবনে আদী ইবনে আমর ইবনে মালিক ইবনে নাজ্জার।

হাসসান ইবনে সাবিত ইবনে মুনযির ইবনে হারাম।

উবাই ইবনে কা'ব ইবনে কায়স ইবনে উতাইক ইবনে যায়েদ ইবনে মুআবিয়া ইবনে আমর ইবনে মালিক ইবনে নাজ্জার।

এই বংশ পরম্পরা দ্বারা বোঝা গেল যে, হযরত হাসসান রা. আবু তালহা রা. এর সঙ্গে তৃতীয় পূর্ব পুরুষ অর্থাৎ হারাম-এর সঙ্গে মিলেছে আর উবাই ইবনে কা'ব আবু তালহার সঙ্গে আমর ইবনে মালিকের সঙ্গে মিলেছে।

আমর ইবনে মালিক আবু তালহার দিক থেকে সপ্তম পূর্ব পুরুষ আর উবাই ইবনে কা'ব-এর দিক থেকে ষষ্ঠ পূর্ব পুরুষ।

قوله : قَالَ الأَنْصَارِيُّ

অর্থাৎ আবু তালহা ও উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর মাঝে ছয় পুরুষের ব্যবধান। সপ্তম পুরুষে তারা একত্রিত হয়েছেন। কিন্তু পূর্বে আমরা বলেছি যে, আমর ইবনে মালিককে সপ্তম পুরুষ বলা হয়েছে আবু তালহার দিক থেকে আর উবাই ইবনে কা'ব-এর দিক থেকে তিনি ষষ্ঠ পুরুষ। সুতরাং আনসারীর কথায় এক প্রকারের وهم রয়েছে।

١٠٠٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ . عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ . عَنْ مَيْمُونَةَ . زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَأَعْتَقْتُهَا . فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : آجَرَكِ اللهُ أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ .

١٠٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ . عَنِ الْمَقْبُرِيِّ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ . أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ . عِنْدِي دِينَارٌ . فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ أَوْ قَالَ : زَوْجِكَ . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : أَنْتَ أَبْصَرُ .

١٠٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ . عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ .

তরজমা --

১৬৯০। হযরত হান্নাদ ইবনুস সারী (রহ.).... মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্ত্রী হযরত মায়মূনা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার একটি ক্রীতদাসী ছিল, যাকে আমি মুক্ত করে দেই এরপর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কাছে এলে আমি তাকে এই সংবাদ জানাই। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তোমাকে এর সাওয়ব দান করুন। কিন্তু যদি তুমি তাকে তোমার মাতুল গোষ্ঠীকে দান করতে তবে তোমার অধিক সাওয়াব হত।

১৬৯১। হযরত মুহাম্মদ ইবনে কাছীর (রহ.)...... আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দান খয়রাতের নির্দেশ দেন। তখন এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে একটি দীনার আছে। তিনি বলেন, তুমি তা তোমার নিজের জন্য দান কর। এরপর সে বলে, আমার কাছে আরো একটি (দীনার) আছে। তিনি বলেন, তুমি তা তোমার নিজের জন্য দান কর। সে আবার বলে, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেন ঃ তুমি তা তোমার স্ত্রী জন্য সদকা কর। সে পুনরায় বলে, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেন, তুমিই ভালো জান (তা দিয়ে তোমার কি করা উচিৎ)।

১৬৯২। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের গুনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করছে অথবা যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার উপর, সে তাদের অবজ্ঞা করছে।

١٦٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ . وَهٰذَا حَدِيثُهُ . قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ أَنَسٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ . وَيُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ . فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

তরজমা ---

১৬৯৩। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, (দুনিয়াতে তার) রিযিক বৃদ্ধি করে দেওয়া হোক এবং তার মৃত্যু বিলম্বিত হোক – সে যেন অবশ্যই তার আত্মীয় সম্পর্ক অটুট রাখে।

তাশরীহ ---

قوله : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ .

যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, (দুনিয়াতে তার) রিযিক বৃদ্ধি করে দেওয়া হোক এবং তার মৃত্যু বিলম্বিত হোক সে যেন অবশ্যই তার আত্মীয় সম্পর্ক অটুট রাখে। এই হাদীসে আত্মীয়তা বজায় রাখার কিছু ফলাফল বলা হয়েছে। প্রথমটি হল, জীবিকার বৃদ্ধি ও প্রসারতা। দ্বিতীয়ত জীবন বৃদ্ধি।

قوله : وَيُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ

نسيئة ও نساء অর্থ বিলম্ব। বলা হয়ে থাকে نسأ الله في عمرك অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমার জীবনকে বিলম্বিত করুন অর্থাৎ দীর্ঘায়িত করুন।

এ কথা যার ভালো লাগে যে, তার জীবিকা বৃদ্ধি করা হোক এবং তার জীবন দীর্ঘায়িত করা হোক সে যেন আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখে।

أثر বলা হয় সময় এবং জীবনের সময়কে। এর মূল অর্থ হল, পদচিহ্ন যা জীবনের জন্য আবশ্যক। আর জীবন শেষ হওয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর থেকে পদচিহ্নও শেষ হয়ে যায়। এজন্য পদচিহ্নের বাকি থাকা দ্বারা জীবনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়। (মানহাল)

জীবন বৃদ্ধির ব্যাখ্যা ঃ জীবন বৃদ্ধির ব্যাখ্যায় শারেহগণ দুটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন।

এক. এর দ্বারা উদ্দেশ্য বরকত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কল্যাণময় কাজের তাওফীক ও সময় নষ্ট করা থেকে বেঁচে থাকার কারণে। যার কারণে তার সুনাম দীর্ঘদিন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। যেন সে জীবিতই থাকে, মৃত নয়।

দুই. দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, এর দ্বারা বাস্তবিক বৃদ্ধিই উদ্দেশ্য। তবে তা ইলমে এলাহীর বিচারে নয়। কেননা, এই দিক থেকে তো প্রত্যেকেরই জীবনকাল নির্ধারিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলাহ ইরশাদ করেছেন – إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون বরং এই বৃদ্ধিটা হবে জীবনকাল সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতার দিক থেকে। যেমন সে ফেরেশতাকে বলা হবে অমুক ব্যক্তি যদি আত্মীয়তা বজায় রাখে তাহলে তার বয়স ১০০ বছর হবে। অন্যথায় ৬০ বছর।

প্রথমটি অর্থাৎ যা ইলমে এলাহীর দিক থেকে নির্ধারিত তাকে তাকদীরে মুবরাম আর দ্বিতীয়টি যা ফেরেশতার জ্ঞানের দিক থেকে হবে তাকে তাকদীরে মুআল্লাক বলা হয়।

এই দুই প্রকারের দিকেই আয়াতে কারীমা يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب দ্বারা ইশারা করা হয়েছে। বর্জন ও সংযোজন এসব কিছু ইলমে মালাক-এর দিক থেকে আর উম্মুল কিতাবের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা-ই ইলমে এলাহীর মধ্যে আছে।

١٦٩٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللهُ: أَنَا الرَّحْمٰنُ وَهِيَ الرَّحِمُ. شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي. مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ. وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ

١٦٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ. أَنَّ الرَّدَّادَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ. أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ

তরজমা ---

১৬৯৪। হযরত মুসাদ্দাদ (রহ.)...... হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ আমি 'রহমান' আর আত্মীয়তার সম্পর্ক হল 'রাহিম'। আমি আমার নাম হতে তার নাম বের করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখি। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ছিন্ন করে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।

১৬৯৫। হযরত মুহাম্মদ ইবনুল মুতাওয়াক্কিল (রহ.)........ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

তাশরীহ ---

قوله : قَالَ اللهُ: أَنَا الرَّحْمٰنُ

এটি হল হাদীসে কুদসী। আল্লাহ তাআলা বলেন, আত্মীয়তা, যাকে 'রেহেম' বলা হয় তার এই নামের উৎপত্তি হয়েছে আমার নাম থেকে অর্থাৎ রহমান থেকে। যা আল্লাহ তাআলার নাম ও ছিফাত। উদ্দেশ্য হল, রেহেম অর্থাৎ আত্মীয়তা রহমানের রহমতের নমুনাসমূহের একটি নমুনা। আর এই দুইটি (আত্মীয়তা ও রহমানের রহমত) এর মাঝে এক বিশেষ প্রকারের নৈকট্য ও সম্পর্ক রয়েছে। ফলে যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় রাখবে রাহমানও তার রহমতকে তার সঙ্গে বজায় রাখবেন। আর যে তা ছিন্ন করবে, রহমানও তার রহমত তার থেকে ছিন্ন করবেন।

قوله : أَنَا الرَّحْمٰنُ وَهِيَ الرَّحِمُ

তিরমিযীর রেওয়ায়েতের শব্দ হল, انا الله وانا الرحمن خلقت الرحم এর দ্বারা বোঝা গেল, আবু দাউদের বর্ণনা সংক্ষেপ। আর এর মধ্যে هي যমীরের مرجع হল رحم

رحم শব্দটি অধিকাংশ সময় স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

قوله : مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ. وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ

এই হাদীসে আত্মীয়তা বজায় রাখার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা এবং তা ছিন্ন করার ভয়াবহ ক্ষতির কথা বলা হয়েছে। আত্মীয়তা বজায় রাখার মধ্যে শুধু ফায়দা-ই ফায়দা। নিজের ফায়দা, অন্যদেরও ফায়দা আর তা ছিন্ন করার মধ্যে শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি। নিজেরও ক্ষতি, অন্যদেরও ক্ষতি।

١٦٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ. عَنْ أَبِيهِ. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

١٦٩٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الْأَعْمَشِ. وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو. وَفِطْرٍ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سُفْيَانُ. وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُلَيْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَفَعَهُ فِطْرٌ. وَالْحَسَنُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ. وَلَكِنْ هُوَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

তরজমা ---

১৬৯৬। হযতর মুসাদ্দাদ (রহ.).. হযতর যুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি মহানবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে যাবে না।

১৬৯৭। হযরত ইবনে কাছীর (রহ.) ... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক সংযুক্তকারী ঐ ব্যক্তি নয়, যে আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতিদান দেয়, বরং সে ব্যক্তি (আত্মীয়তার সম্পর্ক সংযুক্তকারী) যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলে আত্মীয়তার সম্পর্ক সংযুক্ত করে নেয়।

তাশরীহ ---

قوله : قَاطِعٌ

এ শব্দটি واصل এর বিপরীত। ওয়াসেল হল যে আত্মীয়তা বজায় রাখে। আর কাতে' হল আত্মীয়তা ছিন্নকারী। ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদ এবং সহীহ মুসলিম এর এক রেওয়ায়েতে قاطع رحم আছে। যা দ্বারা কাতে'র অর্থ নির্ধারণ হয়ে যায়। অধিকাংশ শারেহ এমনই লিখেছেন।

বাযলুল মাজহুদের মধ্যে এ সম্পর্কে আরো একটি সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ قاطع الطريق (ডাকাতি ও ছিনতাই) قطع رحمي একটি গুনাহ ও হারাম। যে লিপ্ত হয় সে ফাসেক ও গুনাহগার। আর হালাল/বৈধ মনে করলে সে কাফের হয়ে যায়। যদি হাদীসটিকে মুস্তাহিল (যে হালাল মনে করে) ধরা হয় তখন জান্নাতে প্রবেশ না করা তো প্রকাশ্য। আর যদি তা দ্বারা আত্মীয়তা ছিন্নকারী হয় যে তা হালাল মনে করে না তখন এই হাদীসটি প্রথম পর্বেই প্রবেশ করার উপর মাহমুল হবে। যেমনটি এ ধরনের হাদীসের মধ্যে এই ব্যাখ্যা প্রসিদ্ধ।

আত্মীয়তা ছিন্নকারী সম্পর্কে এই হাদীসে অনেক কঠিন ধমকি দেওয়া হয়েছে। যেমনটি প্রকাশ্য।

قوله : لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ

যে ব্যক্তি শুধুমাত্র সমান সমান অর্থাৎ ইহসানের প্রতিদান ইহসান দ্বারা করে সে আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়। বরং আত্মীয়তা রক্ষাকারী হল, যে অন্য পক্ষ থেকে অত্মীয়তা ছিন্ন করার পরিস্থিতিতেও তা বজায় ও অক্ষত রাখে।

শারেহগণ লেখেন, যদিও মুকাফাতের বিষয়টি অর্থাৎ অনুগ্রহের পরিবর্তে অনুগ্রহ করাও মূলত আত্মীয়তা রক্ষাকারীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তা পরিপূর্ণ বজায় রাখা নয়। আর এখানে পরিপূর্ণতার নফী করা উদ্দেশ্য। এ হাদীসটি উত্তম স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি বলা হয়েছে যে, صل من قطعك واعف عمن ظلمك

মানহাল প্রণেতা বলেন, মানুষ তিন ধরনের : এক. ওয়াসেল দুই. মুকাফি তিন. কাতে'।

واصل (ওয়াসেল) সে ব্যক্তি যে তার আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ করে। তারা তার প্রতি অনুগ্রহ না করা সত্ত্বেও।

মুকাফী হল, সে ব্যক্তি যাকে যতটা অনুগ্রহ করা হয় সে ততটাই করে। নিজের পক্ষ থেকে অধিক দেয় না।

قاطع (কাতে') ঐ ব্যক্তি, যার আত্মীয়রা তার উপর অনুগ্রহ করে কিন্তু সে তাদের উপর অনুগ্রহ করে না।

মুনযিরী বলেন, হাদীসটি বুখারী, তিরমিযী উল্লেখ করেছেন। (আওন)

باب في الشح

কৃপণতার নিন্দা

১৬৯৮ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ . عَنْ أَبِي كَثِيرٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ . فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا . وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا . وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا .

তরজমা ---

১৬৯৮। হযরত হাফস ইবনে ওমর (রহ.)... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন ঃ তোমরা কৃপণতাকে ভয় কর। কেননা কৃপণতার ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী মানুষেরা ধ্বংস হয়েছে। তাদের লোভ-লালসা তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে তখন তাঁরা কৃপণতা করেছে। আর তা তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছে তখন তারা তা ছিন্ন করেছে। আর তা তাদেরকে লাম্পট্যের দিকে নির্দেশ দিয়েছে, তখন তারা তাতে লিপ্ত হয়েছে

তাশরীহ ---

قوله : باب في الشح

এটি হল كتاب الزكاة এর সর্বশেষ অধ্যায়। মুসান্নেফ রাহ. খুব গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে কাজ করেছেন। তাহল এই যে, كتاب الزكاة ও তার হাদীস সমূহের সারকথা ও উদ্দেশ্য হল, মানুষের উচিত হল, যিম্মায় যত আর্থিক হক থাকে চাই তা ওয়াজিব হোক কিংবা মুস্তাহাব তা সবগুলো আদায় করা। কিন্তু প্রতিটি বস্তুর জন্য দুটি জিনিস থাকা উদ্দেশ্য। এক. اسباب وشرائط এর উপস্থিতি দুই. موانع وعوارض দূর হওয়া। এই শেষ অধ্যায়ে মুসান্নেফ রাহ. দ্বিতীয় বিষয়টি আলোচনা করছেন। তা হল, মানুষের ঈমান যদিও তাকে আল্লাহ তাআলার পথে খরচ করতে উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু মানুষের স্বভাবগত যে মালের মহব্বত ও স্বভাবগত কার্পণ্য (সম্পদ মজুদ করার লোভ) থাকে তা এই খরচ করার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এই প্রতিবন্ধকতা দূর করা আবশ্যক।

قوله : إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ

নিজেকে কার্পণ্য থেকে বিরত রাখ। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি/উম্মত এই কার্পণ্যর কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তাদেরকে আদেশ করেছে এই شح (অর্থাৎ স্বভাবগত কার্পণ্যতা ও লোভ-লালসা) কার্পণ্যের। ফলে তারা কার্পণ্য অবলম্বন করল।

قوله : أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا

এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, কার্পণ্য বলা হয় সম্পদ খরচ না করাকে। আর شح হল স্বভাবগত ঐ গুণ যা মানুষকে খরচ না করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। অর্থাৎ কার্পণ্যের উৎসস্থল।

قوله : وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا

এই شح এর বদৌলতেই তারা আত্মীয়তা ছিন্ন করতে লিপ্ত হয়। এবং নানা ধরনের অন্যায়-অবিচারে। নানা ধরনের অন্যায়-অবিচার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সম্পদের মহব্বত ও লোভ-লালসার কারণে মানুষের জুলুম-কষ্ট, ছিনতাই-ডাকাতি, চুরি ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হওয়া। আর এই খুন-রাহাজানির মধ্যে মহিলাদের সম্ভ্রমহানি ইত্যাদি অশ্লীল কাজও শামিল।

١٦٩٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ. حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي شَيْءٌ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ بَيْتَهُ أَفَأُعْطِي مِنْهُ قَالَ أَعْطِي وَلاَ تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ.

١٧٠٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِنْ مَسَاكِينَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُهُ أَوْ عِدَّةً مِنْ صَدَقَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْطِي وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصَى عَلَيْكِ.

তরজমা ---

১৬৯৯। হযরত মুসাদ্দাদ (রহ.)....... হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যুবায়ের (তাঁর স্বামী) তাঁর ঘরে যে ধন সম্পদ আনেন তা ছাড়া আমার কোন সম্পদ নেই। আমি কি তা হতে দান খয়রাত করতে পারি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তুমি (তা হতে) দান করবে এবং (থলের মুখ) বন্ধ রেখো না। অন্যথায় তোমার থেকেও বন্ধ করে রাখা হবে।

১৭০০। হযরত মুসাদ্দাদ (রহ.) ... হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি কয়েকজন মিসকীনের আলোচনা করলেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন ঃ অন্য রাবীর বর্ণনায় আছে তিনি সদকার ওয়াদার কথা আলোচনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন ঃ তুমি দান কর এবং তা গণনা করো না। কেননা (যদি এরূপ কর) তাহলে গুণে গুণে প্রাপ্ত হবে।

তাশরীহ ---

قوله : قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেন একবার আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (অবস্থা হল এই যে,) আমার কাছে কোনো কিছুই নেই তবে একটি বস্তু যা আমাকে আমার স্বামী (যুবায়ের রা.) আমার বাড়িতে এনে আমাকে দিয়েছিলেন। আমি কি তা থেকে কিছু সদকা করতে পারি? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দান করার অনুমতি প্রদান করলেন। বরং নিজের কাছে আটকে রাখতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ থলের মুখ বন্ধ রেখো না। অন্যথায় তোমার থেকেও বন্ধ করে রাখা হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার খাযানার মুখ তোমার জন্য বন্ধ করে দিবেন।

قوله : قَالَ : أَعْطِي এই হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে স্বামীদের সম্পদ থেকে সদকা করার অনুমতি প্রদান করেছেন। যার জন্য স্বামীর স্পষ্ট কিংবা ইঙ্গিত সূচক অনুমতি থাকা অপরিহার্য। এখানে নবীজী তা আলোচনা করার প্রয়োজন এজন্য মনে করেননি যে, সম্ভবত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের স্বামীদের স্বভাব ও অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। অথবা বলা হবে যে, এখানে উদ্দেশ্য হল, তোমাদের নিজের অংশে যা কিছু আসবে শুধুমাত্র তা থেকে অবশ্যই সদকা করবে।

قوله : وَلاَ تُوكِي শব্দটি ايكاء থেকে উদগত। অর্থ وكاء দ্বারা কোনো কিছু বাঁধা। وكاء বলা হয় এমন রশি ও ডোরাকে যা দ্বারা থলে ইত্যাদির মুখ বাঁধা হয়।

قوله : عِدَّةً مِنْ مَسَاكِينَ عدة শব্দটির দাল-এর মধ্যে তাশদীদসহ ও তাশদীদ ছাড়া উভয় রকম পড়া হয়। عدة ও عدّة প্রথম অবস্থায় মতলব হবে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কিছু মিসকীন এর আলোচনা করেছেন যে, তারা আমার কাছে কিছু নিতে এসেছিল।

আর দ্বিতীয় অবস্থায় মতলব হবে, আয়েশা রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আরয করলেন যে, আমি কিছু মিসকীনকে দেওয়ার জন্য ওয়াদা করেছিলাম। তাহলে আমি কি তাদেরকে দিতে পারব? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও দেওয়ার আদেশ করলেন।

كتاب اللقطة

باب التعريف باللقطة

হারিয়ে যাওয়া মাল প্রাপ্তি

..... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ . عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ . قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا . فَقَالاَ : لِيَ اطْرَحْهُ . فَقُلْتُ : لاَ . وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلاَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ فَحَجَجْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ . فَقَالَ : وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ . فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً . ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلاً . فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً . ثُمَّ أَتَيْتُهُ . فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً . ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : لَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَقَالَ : احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا . فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا . وَقَالَ : وَلاَ أَدْرِي أَثَلاَثًا قَالَ : عَرِّفْهَا أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً .

তরজমা ---

১৭০১। সুওয়ায়েদ ইব্‌ন গাফালা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি য়াযীদ ইব্‌ন সূহান ও সুলায়মান ইব্‌ন রাবীআর সাথে একত্রে যুদ্ধ করেছি। আমি পথিমধ্যে একটি চাবুক পেলাম। আমার সাথীদ্বয় আমাকে বলেন ঃ তা ফেলে দাও (কেননা তা অন্যের মাল)। আমি বললাম, না যদি আমি এর মালিককে পাই (তবে তাকে এটা ফেরত দেব) অন্যথায় আমি নিজে তা ব্যবহার করব। রাবী বলেন ঃ অতঃপর আমি হজ্জ সমাপন করে মদীনায় উপনীত হই এবং (এ সম্পর্কে) উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন ঃ আমি একটি থলে পেয়েছিলাম যার মধ্যে একশত 'দীনার' ছিল। আমি (তা নিয়ে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদ্‌মতে হাজির হলে তিনি বলেন ঃ তুমি এক বছর যাবত এ (প্রাপ্ত মাল) সম্পর্কে ঘোষণা দিতে থাক। আমি পূর্ণ এক বছর ঘোষণা দেওয়ার পর তাঁর নিকট উপস্থিত হই। তিনি আরো এক বছরের জন্য ঘোষণা দিতে বলেন। আরো এক বছর ঘোষণা দেওয়ার পর পুনরায় তাঁর খিদমতে হাযির হলে তিনি আরো এক (তৃতীয়) বছরের জন্য ঘোষণা দিতে নির্দেশ দেন। আমি আরো এক বছর ঘোষণা দিতে থাকি। অতঃপর তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি, আমি এর মালিকের কোন সন্ধান পাইনি। তিনি বলেন ঃ এর সংখ্যা নিরূপণ কর এবং এর থলি ও মুখ বাঁধার রশি হেফাযত কর। এমতাবস্থায় যদি এর মালিক আসে (তবে তাকে তা দিয়ে দিবে)। আর যদি সে না আসে, তবে তুমি তা কাজে লাগাবে।

(রাবী (শো'বা) বলেন ঃ "এর ঘোষণা দিতে থাক" কথাটি তিনি (সালামা) তিন বার না একবার বলেছেন—তা আমার মনে নেই।

তাশরীহ ---

قوله : كتاب اللقطة

لقطة লামের পেশ এবং ক্বাফের যবর দ্বারা التقاط অর্থেও আসে অর্থাৎ রাস্তা থেকে কোন জিনিস লওয়া আবার প্রাপ্ত জিনিসও বুঝায়। এই মত হল জুমহুর ভাষাবিদদের।

খলীল ইবনে আহমদ এই ফারাক বর্ণনা করেন যে, ক্বাফের যবর দ্বারা, যে রাস্তা থেকে কোন জিনিস নিয়েছে তাকে বুঝায় এবং ক্বাফের সাকিন দ্বারা প্রাপ্ত মালকে বুঝায়।

قوله : فَوَجَدْتُ سَوْطًا . فَقَالَا : لِيْ اِطْرَحْهُ

কোন কোন ফক্বীহ বলেছেন যে, لقطة উঠানো জায়েয নয় لانه اخذ مال الغير بغير إذنه وذلك حرام شرعا কিন্তু জুমহুর উলামার মতে জায়েজ। কেননা হাদীস সমূহে তা উঠানোর তাগিদ এসেছে।

তারা যে, অন্যের মাল উঠানো হারাম বলেছেন এর জবাব হলো, এটা তো ব্যবহারের জন্য হারাম। আর এখানে একে হেফাজত করা এবং অবশেষে মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার ইচ্ছায় উঠানো হচ্ছে। যেখানে কোন অসুন্দরতা নেই বরং আরো উত্তম।

জুমহুরের মধ্যে থেকে কোন কোন আলেম বলেন যে, জায়েয তো আছে কিন্তু না উঠানো উত্তম, কারণ যদি মালিক খুঁজে তাহলে এখানে এসে পাবে। কিন্তু হানাফী এবং ফক্বীহদের মতে না উঠানো থেকে উঠানো উত্তম। বিশেষ করে এ জামানায়।

بدائع গ্রন্থে কিছু তাফসীল বলা হয়েছে যে, যদি এই মাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য উঠানো উত্তম। আর যদি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে তাহলে উঠানো মোবাহ। আর নিজের জন্য উঠানো হারাম।

আর যদি এই মাল তুচ্ছ হয় যে, মালিক একে আর তালাশ করবে না যেমন: দু একটি খুর্মা, তাহলে উঠিয়ে ভোগ করা যাবে। আর যে মাল এরূপ হবে যে, মালিক একে তালাশ করবে, তাহলে প্রাপক ব্যক্তির জন্য উচিত এটা উঠিয়ে এর সংরক্ষণ করা এবং মালিকের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে এর প্রচার করা।

قوله : فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا

রাস্তায় পাওয়া জিনিসকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রচার করার পরও যদি মালিক পাওয়া না যায় তাহলে কি করতে হবে? এ সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে:

ইমাম মালিক, শাফেয়ী এবং আহমদ (রঃ) এর মতে যে পেয়েছে তার এখতিয়ার আছে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। সে নিজে খরচ করতে পারবে অথবা সাদকা করে দেবে। সে দরিদ্র হোক অথবা ধনী হোক।

ইমাম আবু হানিফা এবং সুফিয়ান সাওরী (রঃ) এর মতে সে যদি দরিদ্র হয় তাহলে নিজে খরচ করতে পারে আর যদি ধনী হয় তাহলে সে নিজের জন্য খরচ করতে পারবে না বরং সাদকা করে দিতে হবে।

আইম্মায়ে সালাসা দলীল পেশ করেন হযরত যায়েদ ইবনে খালেদের হাদীস দ্বারা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালিক না পাওয়া অবস্থায় বাধ্যহীনভাবে যে পেয়েছে তাকে এখতিয়ার দিয়েছেন। এখানে দরিদ্র এবং ধনীর কোন উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয় দলীল হাদীসুল-বাব, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

فان جاء صاحبه والا فاستمع بها رواه ابو داود এখানেও আলাদাভাবে কারো কথা উল্লেখ নেই। এছাড়া হযরত উবাই ধনী হওয়া সত্ত্বেও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফায়দা উঠানোর অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর দলীল হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস

انه عليه السلام قال يتصدق بها الغني ولاينفع بها ولايتملكها

দ্বিতীয় কথা হল যে, এই জিনিস তার কাছে আমানত স্বরূপ তাই সে নিজে তা খরচ করতে পারবে না।

আইম্মায়ে সালাসার দলীলের জবাব হল যে, উদ্দেশ্য হল যে, তুমি তোমার মর্যাদা অনুযায়ী কাজ করবে অর্থাৎ যদি দরিদ্র হও তাহলে নিজে খরচ করতে পার আর যদি ধনী হও তাহলে সদকা করে দাও।

দ্বিতীয় দলীলের জবাব হল যে, হযরত উবাই এর উপর অনেক ঋণ ছিল যার কারণে তিনি সাদকা গ্রহণ করতেন অথবা তিনি তখন দরিদ্র ছিলেন, কারণ সারা জীবন ধনী থাকা জরুরী নয় لان المال غاد ورائح

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ بِمَعْنَاهُ قَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا وَقَالَ: ثَلَاثَ مِرَارٍ. قَالَ: فَلَا أَدْرِي قَالَ لَهُ ذَلِكَ فِي سَنَةٍ أَوْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ. بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ: فِي التَّعْرِيفِ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَقَالَ: اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا. وَوِكَاءَهَا زَادَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَيْسَ يَقُولُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا حَمَّادٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. يَعْنِي فَعَرَفَ عَدَدَهَا.

তরজমা ---

১৭০২। শো'বা (র) হতে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে রাবী শো'বা বলেন ঃ "এর ঘোষণা এক বছর পর্যন্ত দিবে।" তিনি তিন বার একথা বলেছেন। রাবী বলেন ঃ আমার জানা নেই যে, তিনি (সালামা) এক বছরের কথা বলেছেন না তিন বছরের কথা বলেছেন।

১৭০৩। সালামা ইব্‌ন কুহাইল (রহ) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে. এর ঘোষণা দেওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ তা দুই অথবা তিন বছর। তিনি আরও বলেন, এর পরিমাণ, থলি ও মুখ বাঁধার রশি চিনে রাখ। এতে আরো আছে – যদি এর মালিক এসে যায় এবং এর সংখ্যা ও থলি চিনতে পারে তবে তাকে তা প্রত্যর্পণ কর। ইমামআবু দাউদ বলেন. فَعَرَفَ عَدَدَهَا এ বাক্যটুকু এই হাদীসে শুধু হাম্মাদই বলেন।

তাশরীহ ---

قوله : عَرِّفْهَا حَوْلًا

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, প্রাপ্ত জিনিসের জন্য প্রচার করা জরুরী কিন্তু এর সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ আছে।

আইম্মায়ে সালাসা যে কোন জিনিসের জন্য এক বছর যাবত প্রচার করা জরুরী মনে করেন চাই তা দশ দিরহাম থেকে কম হোক বা বেশি হোক ।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) থেকে তিনটি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা জুমহুরের মত।

দ্বিতীয় বর্ণনা হল যে, যদি দশ দিরহাম থেকে কম হয় তাহলে কয়েকদিন প্রচার করাই যথেষ্ট। আর যদি এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে এক বছর প্রচার করতে হবে।

তৃতীয় বর্ণনা হল যে, কোন নির্ধারিত মেয়াদ নেই বরং যে পেয়েছে তার রায়ের উপরই নির্ভর করে, যতদিন প্রচার করার পর বুঝে নিতে পারে যে, যদি মালিক থাকত তাহলে অবশ্যই বের হয়ে যেত, এতদিন এলান করে রেখে দেবে। আর এর উপরই ফতওয়া। এছাড়া এ যামানায় যখন সংবাদ পৌছানোর বিভিন্ন মাধ্যম এবং উপকরণ সংবাদপত্র, রেডিও ইত্যাদি আবিস্কৃত হয়ে গেছে তাই প্রচার করাও সহজ হয়ে গেছে।

এ কারণে দু একদিনের প্রচারই যথেষ্ট। আইম্মায়ে সালাসা উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, এখানে عرفها حولا এর বাধ্যতা রয়েছে। এখানে অল্প ও আধিক্যের কোন পার্থক্য করা হয় নি।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মশহুর মতের দলীল হল মুসলিম শরীফের মশহুর হাদীস যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিকভাবে বলেছেন عرفها এখানে কোন পরিমাণের উল্লেখ নেই।

এছাড়া হাদীসুল-বাবে তিন বছর প্রচার করার হুকুম দেয়া হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল যে, এক বছর দু-বছরের কোন বাধ্যতা নেই বরং মালের অবস্থা দেখে যে পেয়েছে তার রায়ের উপর নির্ভর করতে হবে।

শাফেয়ীগণ যে দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, এখানে বাধ্যতা قيد হল সময় সাপেক্ষ। অন্যথায় তিন বছরের উল্লেখ হযরত উবাই এর হাদীসে আসত না।

١٧٠٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ . قَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا . وَعِفَاصَهَا . ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا . فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ : خُذْهَا . فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . فَضَالَّةُ الإِبِلِ . فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ . أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ . وَقَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا .

তরজমা ---

১৭০৪। হযরত যায়েদ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে পথিমধ্যে পতিত জিনিস (লুকতা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন ঃ তুমি এক বছর যাবত ঐ মাল সম্পর্কে ঘোষণা দিতে থাকবে। অতঃপর তুমি ঐ থলি ও তার বন্ধন চিনে রাখ, অতঃপর তা (তোমার প্রয়োজনে) খরচ করতে পার। পরে যদি এর মালিক আসে তখন তুমি তার মাল তাকে ফেরত দিবে। সেই প্রশ্নকারী আবার বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হারানো বকরীর হুকুম কি? তিনি বলেন ঃ তুমি তা ধরে রাখ। তা হয় তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ে বাঘের। অতঃপর সে ব্যক্তি প্রশ্ন করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হারানো প্রাপ্ত উটের হুকুম কি? এ কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হন এবং এমনকি তার চিবুক রকতিম বর্ণ ধারণ করে অথবা (রাবীর সন্দেহে) তাঁর চেহারা রক্তিমাভ হয়। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এর সাথে তোমার কি সম্পর্ক (অর্থাৎ তা ধরার কোন প্রয়োজনই নাই)। কেননা এর পা আছে এবং এর পেটের মধ্যে (পানের জন্য) পানিও আছে, যতক্ষণ না এর মালিক এসে যায়।

তাশরীহ ---

قوله : فَضَالَّةُ الإِبِلِ

উট ইত্যাদি পশু যেগুলো রাখাল ব্যতীত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা নেই একে ধরে রাখা التقاط জায়েয আছে কি না? এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালিক (রঃ) এর মতে একে ধরে রাখা জায়িজ নেই। التقاط (ধরে রাখা) শুধু এরূপ জীবের মধ্যে হবে যেগুলো রাখাল ছাড়া ধ্বংস এবং শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে যেমন ছাগল ইত্যাদি।

হানাফীদের মতে সকল প্রকার হারিয়ে যাওয়া জীব জন্তুকে ধরে রাখা জায়েজ বরং তা করা উচিত।

প্রথম পক্ষ দলীল পেশ করেন হযরত হাদীসুল-বাব দ্বারা যে ضالة الابل সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে রাগান্বিত হয়ে বলেন- مالك ولها معها سقائها وحذائها الخ

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) দলীল পেশ করেন, যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে হারিয়ে যাওয়া ছাগলকে ধরে রাখার যে কারণ বর্ণনা করেছেন هو لك او لاخيك او للذئب অর্থাৎ তুমি একে ধরে রাখবে অথবা মালিক পেয়ে যাবে অন্যথায় নেকড়ে তাকে খেয়ে নেবে অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। এই কারণ বর্তমান সময়ে উট ইত্যাদির মধ্যেও পাওয়া যায়। যদি জানোয়ার নেকড়ে নাও খায় কিন্তু মানুষ নেকড়ে খেয়ে নেবে। তাই উট ইত্যাদিও ধরে রাখা উচিত।

(২) হযরত ওমর (রাঃ) এর যামানায় এক ব্যক্তি একটি উট পেয়েছিল তো সে এর জন্য এলান করল। অত:পর হযরত ওমর (রাঃ) এর সাথেও আলোচনা করল। হযরত ওমর (রাঃ) বেশি করে প্রচার করার হুকুম দিলেন এবং এর উপর অন্য কেউ অভিযোগ আনলেন না। যেন এ কথার উপর ইজমায়ে সাহাবা হয়ে গেল।

হাদীসুল-বাবের জবাব হল যে, এটা ছিল خير القرون এর যমানা, যে সময়ে পশুর জন্য শুধু নেকড়ের ভয় ছিল। চোর ডাকাতের ভয় ছিল না। আর উট ইত্যাদির উপর নেকড়ে আক্রমন করত না। এজন্য এগুলো ধরা থেকে নিষেধ করেছেন। এখন বর্তমান সময়ে চোর ডাকাতের ভয় রয়েছে এজন্য একে ধরে রাখা জরুরী।

١٧٠٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ سِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ وَلَمْ يَقُلْ خُذْهَا فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ وَقَالَ فِي اللُّقَطَةِ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا وَلَمْ يَذْكُرِ اسْتَنْفِقْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ . رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ . وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ . وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ . عَنْ رَبِيعَةَ مِثْلَهُ لَمْ يَقُولُوا خُذْهَا

١٧٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلاَّ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ .

١٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ . حَدَّثَنِي أَبِي . حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ . عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ . عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ . عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ . أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ رَبِيعَةَ . قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ . فَقَالَ : تُعَرِّفُهَا حَوْلاً . فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ . وَإِلاَّ عَرَفْتَ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا . ثُمَّ أَفِضْهَا فِي مَالِكَ . فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ

١٧٠٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بِإِسْنَادِ قُتَيْبَةَ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فِيهِ فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ و قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي زَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَرَبِيعَةَ إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً .

١٧٠٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ . ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ الْمَعْنَى . عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ . عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ . عَنْ مُطَرِّفٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ . عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ . وَلاَ يَكْتُمْ وَلاَ يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ . وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

তরজমা --

১৭০৫। হযরত মালিক (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এতে আরো আছে ঃ এর পেটে সংরক্ষিত পানি আছে, সে পানিতে যেতে পারবে এবং গাছপালা ভক্ষণ করতে পারবে। আর তিনি (রাবী) হারানো বক্‌রী সম্পর্কে বলেননি ঃ তা আবদ্ধ করে রাখ। আর তিনি লুক্‌তা বা হারানো প্রাপ্তি সম্পর্কে বলেছেন, এতদসম্পর্কে এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাকবে। ইত্যবসরে যদি এর মালিক আসে তবে তাকে তা প্রদান করবে; অন্যথায় তোমার যা খুশী করবে। অনন্তর তাতে "ইসতানফিক" শব্দটি নাই। আবু দাউদ বলেন, ছাওরী, সুলাইমান ইব্‌ন বিলাল ও হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা রবীআ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনায় خذها নেই

১৭০৬। হযরত যায়েদ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লুকতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ তুমি ঐ সম্পর্কে এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাকবে। ইতিমধ্যে যদি এর মালিক এসে যায় তবে তাকে তা ফেরত দিবে। অন্যথায় তুমি এর থলি ও মুখবন্ধনী চিনে রাখ। অতঃপর নিজে তা ব্যবহার করবে। পরে যদি এর মালিক আসে তবে তা তাকে ফেরত দিবে।

১৭০৭। হযরত যায়েদ ইব্ন খালিদ আল-জুহা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয় ... রাবীআর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ? এবং বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে লুকতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ এর সম্পর্কে এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাকেব। ইতিমধ্যে যদি এর মালিক আসে তবে তা তাকে ফেরত দিবে। আর মালিক যদি না আসে তবে তুমি ঐ থলি ও মুখবন্ধন চিনে রাখ। অতঃপর নিজের মালের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। এর পরেও যদি এর মালিক আসে তবে তা তাকে প্রত্যর্পণ করবে।

১৭০৮। ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ ও রাবীআ (র) রাবী কুতায়বা বর্ণিত হাদীছের সনদ ও বিষয়বস্তুর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আরও বর্ণনা করেছেন ঃ যদি এর অনুসন্ধানকারী (মালিক) এসে যায় এবং এর থলি ও পরিমাণ সম্পর্কে ঠিকভাবে বলতে পারে তবে তা তাকে ফেরত দিবে।

রাবী হাম্মাদ ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার হতে, তিনি আমর ইব্ন শুআয়েব হতে, তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেনঃ সালামা বিন কুহাইল, ইয়াহয়া বিন সাঈদ, উবায়দুল্লাহ্ বিন উমার ও রবীআর হাদীসে হাম্মাদ যে বাক্যটুকু বৃদ্ধি করেছে, তাতে فعرف عفاصها ووكاءها বাক্যটুকু محفوظ নয়। আর নবী করীম ﷺ হতে উকবা বিন সুওয়াইদ তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসেও তিনি বলেন عرّفها سنة এমনিভাবে নবী করীম ﷺ হতে হযরত উমার বিন খাত্তাব রা. সূত্রে বর্ণিত হাদীসেও তিনি বলেন عرّفها سنة

১৭০৯। হযরত ইয়াদ ইব্ন হিমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি লুক্তা প্রাপ্ত হয় সে যেন একজন সত্যবাদী লোককে এব্যাপারে সাক্ষী রাখে অথবা দুই জনকে। আর সে যেন তা গোপন বা আত্মসাৎ না করে। যদি সে এর মালিককে পেয়ে যায় তবে তাকে তা ফেরত দিবে। অন্যথায় তা আল্লাহ তাআলার মাল, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

তাশরীহ ---

قوله: فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا

দ্বিতীয় মাসআলা হল যে, যদি কেউ এসে দাবী করে যে, এটা আমার মাল এবং চিহ্ন ও পরিচয় বলে তাহলে কোন প্রমাণ ছাড়া দেয়া যাবে কিনা? ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (রঃ) এর মতে প্রমাণের প্রয়োজন নেই পরিচয় এবং চিহ্ন ঠিক হলে দিয়ে দেয়া ওয়াজিব।

হানাফি এবং শাফেয়ীগণ বলেন যে, প্রাপক ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, মাল তারই হবে তাহলে দিয়ে দিতে পারেন অন্যথায় প্রমাণ ছাড়া দিতে পারবেন না।

প্রথমপক্ষ দলীল পেশ করেন হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ (রঃ) এর হাদীস দ্বারা যাতে রাসূল (সাঃ) বলেছেন- أعرف عفاصها ووكائها فان جاء صاحبها و لا فشانك এখানে থলে এবং বাধনের পরিচয় দেয়ার জন্য মালিক কে হুকুম দেয়া হয়েছে। প্রমাণের কোন উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয় পক্ষ দলীল পেশ করেন এই পরিপূর্ণ মাশহুর হাদীস দ্বারা যাতে মালের দাবী কারীকে প্রমাণ পেশ করা জরুরী বলা হয়েছে البينة على المدعي واليمين على من انكر

প্রথমপক্ষ যে হাদীস পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, ওখানে থলে এবং বাঁধনের পরিচয় দেয়ার যে হুকুম দেয়া হয়েছে ইহা দাবী কারীকে দেয়ার জন্য নয় বরং যে পেয়েছে তার মালের সাথে যাতে মিলে না যায় এজন্য যাতে মালিক আসলে চিহ্নিত করা যায় এবং দেয়ার মাসআলা হল ভিন্ন।

١٧١٠ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ . عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ؟ فَقَالَ : مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ . وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ . وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ . قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ . فَقَالَ : مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً . فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ . وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ . وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ يَعْنِي فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

١٧١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ . حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ . بِإِسْنَادِهِ بِهٰذَا . قَالَ فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ : قَالَ : فَاجْمَعْهَا .

١٧١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الأَخْنَسِ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . بِهٰذَا بِإِسْنَادِهِ قَالَ فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ : لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ . خُذْهَا قَطُّ . وَكَذَا قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ . وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَخُذْهَا .

তরজমা --

১৭১০। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস্ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বৃক্ষে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ যদি কেউ তা খায় এবং সে যদি অভাবী হয়, আর সে তা লুকিয়ে না নেয় তবে এজন্য তার কোন গুনাহ নাই। আর যদি কেউ তা লুকিয়ে নিয়ে যায়–তবে জরিমানাস্বরূপ তার নিকট হতে দ্বিগুণ আদায় করা হবে এবং উপরোক্ত শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর যদি কেউ খেজুর চুরি করে – এমতাবস্থায় যে, তা বৃক্ষ হতে কেটে খলিয়ানে শুকাতে দেওয়া হয়েছে এবং ঐ চুরিকৃত খেজুরের মূল্য একটি বর্মের মূল্যের সম পরিমাণ হয়– তবে তার হাত কাটা যাবে। অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর) হারানো প্রাপ্ত বক্‌রী ও উটের কথা বর্ণনা করেছেন, যেমন অন্য রাবী (যায়েদ ইব্‌ন খালিদ) বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লুক্‌তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ যা কিছু জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় বা জনপদে পাওয়া যায় – সে সম্পর্কে এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে হবে। যদি এর মালিক এসে যায় তবে তা তাকে প্রদান করতে হবে। আর যদি না আসে তবে তা তোমার জন্য আর যে লুকতা জনপদের বাইরে এবং যমীনের মধ্যে যে গুপ্তধন পাওয়া যাবে, তার যাকাত হল এক-পঞ্চমাংশ।

১৭১১। হযরত আমর ইব্‌ন শুআয়েব (র) হতে এই সনদে ... পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। তবে এই সূত্রে আরও আছে ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারানো বক্‌রী ধরে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

১৭১২। হযরত আমর ইব্‌ন শুআয়েব (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ ...। রাবী তাঁর হাদীছে আরো উল্লেখ করেছেন যে, হারানো প্রাপ্ত বক্‌রী তোমার জন্য, অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য, অন্যথায় তা নেকড়ে বাঘের জন্য। কাজেই তুমি তা ধরে রাখ।

١٧١٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ . حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ . عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ جَدِّهِ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا . قَالَ فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ : فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا .

١٧١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ . عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ . عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ . حَدَّثَهُ عَنْ رَجُلٍ . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ . وَجَدَ دِينَارًا فَأَتَى بِهِ فَاطِمَةَ فَسَأَلَتْ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : هُوَ رِزْقُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَكَلَ عَلِيٌّ . وَفَاطِمَةُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّينَارَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَلِيُّ أَدِّ الدِّينَارَ .

١٧١٥ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ . عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ . عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . أَنَّهُ الْتَقَطَ دِينَارًا فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا . فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ فَأَخَذَهُ عَلِيٌّ وَقَطَعَ مِنْهُ قِيرَاطَيْنِ فَاشْتَرَى بِهِ لَحْمًا .

তরজমা --

১৭১৩। হযরত আমর ইব্‌ন শুআয়েব (র) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদার সূত্রে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ ...। হারানো প্রাপ্ত বক্‌রী সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ তুমি তা ধরে হেফাযত কর, যতক্ষণ না এর অনুসন্ধানকারী (মালিক) আসে।

১৭১৪। হযরত আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) পথিমধ্যে পতিত কিছু দীনার পান। তিনি তা হযরত ফাতিমা (রা)-র নিকট নিয়ে এলে তিনি সেই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন ঃ তা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দ্বারা খাদ্যদ্রব্য কিনে ভক্ষণ করেন এবং আলী (রা) ও হযরত ফাতিমা (রা)-ও ভক্ষণ করেন। এর কিছু পর এক মহিলা আগমন করে, যে হারানো দীনার অনুসন্ধান করছিল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আলী ! তুমি তার দীনার পরিশোধ কর।

১৭১৫। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পথিমধ্যে কিছু পতিত দীনার প্রাপ্ত হন এবং তা দিয়ে কিছু আটা ক্রয় করেন। আটা বিক্রেতা তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামাতা হিসাবে চিনিতে পেরে দীনার তাঁকে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর আলী (রা) তা গ্রহণ করে তা ভাঙিয়ে দুই কিরাতের গোশত খরিদ করেন।

তাশরীহ --

قوله أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّينَارَ

وهذا يدل على أن الدينار -وهو اثنا عشر درهماً- لا يحتاج إلى تعريف؛ لأن النبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يرشده إلى تعريفه، بل أباح لهم أن يستفيدوا منه، لكن إن جاء صاحبه يسأل عنه فإنه يدفع إليه.

١٧١٦ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانِ فَقَالَ مَا يُبْكِيهِمَا قَالَتْ الْجُوعُ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوقِ فَجَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ فَخُذْ لَنَا دَقِيقًا فَجَاءَ الْيَهُودِيَّ فَاشْتَرَى بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَخُذْ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ فَخَرَجَ عَلِيٌّ حَتَّى جَاءَ بِهِ فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْجَزَّارِ فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا فَذَهَبَ فَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدِرْهَمِ لَحْمٍ فَجَاءَ بِهِ فَعَجَنَتْ وَنَصَبَتْ وَخَبَزَتْ وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا فَجَاءَهُمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذْكُرُ لَكَ فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلَالًا أَكَلْنَاهُ وَأَكَلْتَ مَعَنَا مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ فَأَكَلُوا فَبَيْنَمَا هُمْ مَكَانَهُمْ إِذَا غُلَامٌ يَنْشُدُ اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ الدِّينَارَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُعِيَ لَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَقَطَ مِنِّي فِي السُّوقِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ اذْهَبْ إِلَى الْجَزَّارِ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ فَأَرْسَلَ بِهِ فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ

তরজমা ---

১৭১৬। হযরত সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) ফাতিমা (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে হাসান ও হুসায়েন (রা)-কে ক্রন্দনরত দেখতে পান। তিনি তাদের কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ফাতিমা (রা) বলেন, তাঁরা ক্ষুধায় অস্থির হয়ে কাঁদছে। আলী (রা) ঘর হতে বের হয়ে যান এবং বাজারে একটি দীনার পতিতাবস্থায় পান। তিনি তা ফাতিমা (রা)-র নিকট নিয়ে আসেন এবং তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি (ফাতিমা) বলেন, এটা নিয়ে আপনি অমুক য়াহূদীর নিকট যান এবং আমাদের জন্য কিছু আটা খরিদ করে আনুন। অতঃপর তিনি (আলী) উক্ত য়াহূদীর নিকট গিয়ে তা দিয়ে আটা খরিদ করেন। ঐ য়াহূদী বলে ঃ আপনি তো ঐ ব্যক্তির জামাতা যিনি বলেন যে, "তিনি আল্লাহ্র রাসূল"। আলী (রা) বলেন ঃ হ্যাঁ। তখন য়াহূদী বলে, আপনি আপনার দীনার ফেরত নেন, আর এই আটাও (বিনা মূল্যে) নিয়ে যান। অতঃপর আলী (রা) তা নিয়ে ফাতিমা (রা)-র নিকট ফিরে এসে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করেন। ফাতিমা (রা) আলী (রা)-কে বলেন, আপনি এখন অমুক কসাইয়ের নিকট যান এবং আমাদের জন্য এক দিরহামের গোশত খরিদ করে আনুন। তখন তিনি গমন করেন এবং দীনারটি বন্ধক রেখে এক দিরহাম মূল্যের গোশত খরিদ করেন। অতঃপর তিনি তা নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ফাতিমা (রা) আটার রুটি তৈরি করেন এবং গোশত পাকানোর জন্য চুলার উপর হাঁড়ি বসান এবং নবী করীম ﷺ-কে খবর দেন। তিনি ﷺ তাঁদের নিকট আগমন করেন। ফাতিমা (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমি আপনার নিকট দীনারের ঘটনা ব্যক্ত করব। যদি আপনি তা আমাদের জন্য হালাল মনে করেন, তবে আমরা তা ভোগ করব এবং আমাদের সাথে আপনিও তা খাবেন। আর ব্যাপার এইরূপ। সবকিছু শ্রবণের পর তিন বলেন ঃ তোমরা সকলে তা "বিস্‌মিল্লাহ্" বলে ভক্ষণ কর। তাঁরা সকলে তা আহার করছিলেন, এমন সময় এক যুবক আল্লাহ্ ও ইসলামের নামে শপথ উচ্চারণ পূর্বক দীনারের অন্বেষণ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাকার নির্দেশ দেন এবং তাকে ঐ দীনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সে বলে, তা আমার নিকট হতে বাজারে হারিয়ে গিয়েছে। নবী করীম ﷺ বলেন, হে আলী! তুমি ঐ কসাইয়ের নিকট যাও এবং তাকে বল, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে দীনারটি আমার নিকট ফেরত দিতে বলেছেন এবং আপনার দিরহাম তিনি দেবেন। কসাই ঐ দীনারটি ফেরত দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ঐ যুবককে ফেরত দেন।

١٧١٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ . عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ . عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ . أَنَّهُ حَدَّثَهُ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . قَالَ : رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ . عَنِ الْمُغِيرَةِ أَبِي سَلَمَةَ . بِإِسْنَادِهِ . وَرَوَاهُ شَبَابَةُ . عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ . عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانُوا لَمْ يَذْكُرُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

١٧١٨ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ . عَنْ عِكْرِمَةَ . أَحْسَبُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ضَالَّةُ الإِبِلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا.

١٧١٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِي فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ يَتْرُكُهَا حَتَّى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ عَنْ عَمْرٍو

١٧٢٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِالْبَوَازِيجِ فَجَاءَ الرَّاعِي بِالْبَقَرِ وَفِيهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ : مَا هٰذِهِ؟ قَالَ : لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ لَا نَدْرِي لِمَنْ هِيَ فَقَالَ جَرِيرٌ : أَخْرِجُوهَا . فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ.

তরজমা ---

১৭১৭। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠি, চাবুক ও দড়ি ইত্যাদিও ক্ষেত্রে তা তুলে উপকৃত হওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ

১৭১৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হারানো প্রাপ্ত উটের হুকুম হল, যদি কেউ তা প্রাপ্তির পর গোপন করে তবে তাকে জরিমানাস্বরূপ ঐ উটের সাথে অনুরূপ আরো একটি উট প্রদান করতে হবে।

১৭১৯। হযরত আব্দুর রহমান ইব্ন উছমান আত-তায়মী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের সময় হাজ্জীদের হারানো বস্তু তুলে নিতে নিষেধ করেছেন। আহমাদ ইবন ওহাব হতে হজ্জের মৌসুমে পতিত মাল (লুকতা) সম্পর্কে বলেছেন, তা পতিত অবস্থায় থাকতে দিবে যেন তার মালিক তা পায়।

১৭২০। হযরত আল-মুনযির ইবন জারীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাওযীজ নামক স্থানে জারীর (র)-এর সাথে ছিলাম। রাখাল গরুর পালসহ এলে তার মধ্যে বাইরের একটি গরুও ছিল। জারীর (রা) তাকে জিজ্ঞেস করেন, এটা কোথা থেকে এলো? রাখাল বলল, আমাদের গরুর সাথে এসে যোগ দিয়েছে, কে তার মালিক জানি না। জারীর (রা) বললেন, পাল থেকে এটা বের করে দাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ গোমরাহ ব্যক্তিই হারানো পশুকে আশ্রয় দেয়।

كتاب المناسك

হজ্জ অধ্যায়

কয়েকটি জরুরি কথা

১. হজ্জের অর্থ

حج শব্দটি حاء এর كسره দ্বারা এবং فتحه দ্বারা, যার অর্থ হল ইচ্ছা করা। শরীয়তের পরিভাষায় বলা হয়-
القصد إلى زيارة بيت الله الحرام على وجه التعظيم بأفعال مخصوصة في زمان مخصوص
আর حج এর سبب হল بيت الله আল্লাহর ঘর। এজন্য জীবনে একবারই ফরজ।

২. হজ্জ ফরজ হওয়ার সময়

হজ্জ ফরজ হওয়ার সময় সম্পর্কে কিছু মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন হিজরতের পূর্বে ফরজ হয়েছে কিন্তু বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী হিজরতের পর ফরজ হয়েছে বলে জানা যায়।

তবে বছর নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, পঞ্চম হিজরীতে। কেউ কেউ বলেছেন সপ্তম কেউ নবম হিজরীতে বলেছেন। মাআরিফুল কুরআনের গ্রন্থকার ইবনে কাসীর থেকে বর্ণনা করেন যে, জুমহুরের মতে হজ্জ হিজরী তৃতীয় বর্ষে উহুদ যুদ্ধের বছর আলে ইমরানের আয়াত ولله على الناس حج البيت الخ দ্বারা ফরজ হয়েছে।

সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হল যে, ষষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে ফরজ হয়েছে وأتموا الحج والعمرة لله এ বছর নাযিল হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এ বছর মক্কা বিজয় হয় নাই এ কারণে রাসূল ﷺ হজ্জে যান নাই এবং কাউকে পাঠানও নাই। তারপর যখন মক্কা বিজয় হয়ে গেল অষ্ট হিজরীতে তখন আত্তাব ইবনে উসায়দ (রাঃ) লোকদের নিয়ে হজ্জে গেলেন। আর নবম হিজরীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে বহু সংখ্যক লোক সাথে নিয়ে প্রেরণ করা হল, যাতে প্রচার করে দেয়া হয় যে, আগামী বছর থেকে কোন মুশরিক আল্লাহর ঘরের যিয়ারত করতে আসতে পারবে না। আর নবী করীম ﷺ স্বয়ং এ বছর এ কারণে হজ্জে আসেন নাই যে, এ সময় সহীহ সময়ে হজ্জ হচ্ছিল না। কেননা জাহেলিয়াতের সময়ে লোকেরা ভুলবশতঃ তারিখ বিভ্রান্ত করে রেখেছিল, অতঃপর সময় ঘুরে প্রত্যেক মাস স্ব স্বস্থানে এসে গিয়েছিল এবং দশম হিজরীতে ঠিক সময়েই হজ্জ হয়েছিল। রাসূল ﷺ ঘোষণা করলেন ان الزمان قد أستدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض এবং রাসূল ﷺ এ বছর অধিকাংশ সাহাবীদের নিয়ে হজ্জে রওয়ানা হন।

৩. হুজুর ﷺ এর হজ্জের সংখ্যা

হুজুর ﷺ এর হজ্জের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, হিজরতের পর রাসূল ﷺ মাত্র একবারই হজ্জ করেছেন এবং হিজরতের পূর্বে দুব্যর করেছেন। কোন কোন আলেম বলেন যে, হিজরতের পূর্বের হজ্জের সংখ্যা জানা নেই। কাফের মুশরিকগণ যেহেতু প্রত্যেক বছর হজ্জ করত তাই রাসূল ﷺ অবশ্যই প্রত্যেক বছর হজ্জ করতেন। আর নবুওয়াতের পূর্বে তো অসংখ্যবার হজ্জ করেছেন। এ গণনা কোথাও পাওয়া যায় না।

৪. হজ্জের হুকুম

নামাজ, রোজা ও যাকাতের ন্যায় ইসলামের একটি বিশিষ্ট স্তম্ভ হলো হজ্জ এবং ফরযে আইন (অর্থাৎ প্রত্যেক নর-নারীর একান্ত জরুরি) এবাদত। হজ্জ সারা জীবনে একবার প্রত্যেক এমন ব্যক্তির উপর ফরজ, যাকে আল্লাহ তায়ালা এ পরিমাণ সম্পদ দান করেছেন যে, নিজ দেশ হতে মক্কা মুকাররামা পর্যন্ত যাতায়াত করতে এবং হজ্জ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত আপন পরিবারবর্গের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করতে সক্ষম। আর হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে তা ঐ ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান আছে (যা পরে আলোচনা করা হবে।) হজ্জ ফরজ হওয়ার বিষয়টি কুরআন, হাদিস, ইজমা এবং যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত।

৫. হজ্জের হুকুম

এ কথার মধ্যে মতভেদ হয়েছে যে, হজ্জ على الفور ওয়াজিব না على التراخي ওয়াজিব অর্থাৎ হজ্জ যখন ফরজ তখনই করতে হবে না যখন ইচ্ছা তখন করা যাবে?

ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ (রঃ) এর মতে হজ্জ على الفور ওয়াজিব। আর এটা আমাদের ক্বাজী আবু ইউসুফ (রঃ) এর মাযহাব। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে হজ্জ على التراخي ওয়াজিব এবং ইহা আমাদের ইমাম মোহাম্মাদ (রঃ) এর উক্তি। কিন্তু এতে শর্ত হল যে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হজ্জ ফওত হবে না। যদি হজ্জ না করে মারা যায় তাহলে গোনাহগার হবে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) থেকে উভয় নিয়মই বর্ণিত আছে কিন্তু ওয়াজিব على الفور এর বর্ণনা অধিকতর বিশুদ্ধ। كما قال الكرخي وصاحب المحيط

প্রথম পক্ষ দলীল পেশ করেন যে, হজ্জ পুরো জীবনের কাজ (وظيفه) তাই পুরো জিন্দেগীই হজ্জের সময়। যেভাবে নামাযের জন্য পুরো ওয়াক্তের ভিতরেই সুযোগ রয়েছে, যখনই ইচ্ছা পড়া যাবে। শেষ সময়ে পড়ার কারণে গোণাহগার হবে না। অনুরূপ হজ্জকে শেষ জীবন পর্যন্ত বিলম্ব করলে গোনাহগার হবে না।

দ্বিতীয় পক্ষ দলীল পেশ করেন এভাবে যে, হজ্জ এক বিশেষ সময়ের সাথে নির্ধারিত আর এক বছরের ভিতরে মৃত্যু হওয়া মোটেও বিচিত্র নয়। এজন্য সতর্কতা হিসাবে ফরজ হওয়া মাত্র আদায় করে নেয়া জরুরী।

আর নামাজের ওয়াক্তের উপর কিয়াস করা সঠিক নয় কারণ নামাজের ওয়াক্ত হল সামান্য এর মধ্যে মরে যাওয়ার সম্ভাবনা কম, এ কারণে বিলম্ব করা জায়েজ আছে।

৬. হজ্জ পালনের গুরুত্ব

হজ্জ ফরজ হওয়ার পর যথাশীঘ্র তা সম্পন্ন করা আবশ্যক। কিছুতেই বিলম্ব করা উচিৎ নয়। যে ব্যক্তি আর্থিক সামর্থ্য, দৈহিক সক্ষমতা ও হজ্জ ফরজ হওয়ার যাবতীয় শর্ত বর্তমান থাকা সত্ত্বেও হজ্জ আদায় করে না, তার বিরুদ্ধে হাদিস শরীফে কঠোর শাস্তি ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই, সুতরাং ফরজ হওয়ার সাথে সাথেই তা আদায় করা আবশ্যক। যেমন হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ সমাপন করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন তা যথাশীঘ্র আদায় করে নেয়।" (আবু দাউদ শরীফ)

হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে কোন অনিবার্য প্রয়োজন অথবা অত্যাচারী শাসক অথবা কঠিন রোগ হজ্জ পালন থেকে বিরত রাখবে না এবং হজ্জ সমাপন না করেই মৃত্যুবরণ করবে, তাহলে সে যেমন খুশী মরতে পারে, ইচ্ছা হয় ইহুদী অবস্থায় মরুক অথবা খ্রিস্টান অবস্থায় মরুক।" (দারেমী)

৩য় আলোচনা : হজ্জের ফজিলত

হজ্জের অনেক ফজিলত রয়েছে। যেমন হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, "হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, একটি উমরা হজ্জ অপর উমরা হজ্জ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সমুদয় গুনাহর জন্য কাফফারা স্বরূপ। আর হজ্জে মাবরুর বা মকবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছু নয়।" (বোখারী)

উপরোক্ত হাদিসের মাধ্যমে হজ্জের ফযিলত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ সম্পাদনকারীকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ আদায় করবে এবং হজ্জ সমাপনকালে স্ত্রী সহবাস কিংবা তৎসম্পর্কিত আলোচনা এবং কোন প্রকার গুনাহের কাজে লিপ্ত হবে না, সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে।"- (বোখারী)

আলোচ্য বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদি কেউ খালেস নিয়তে হজ্জ পালন করে এবং ইহরাম বাঁধার সময় থেকে হজ্জের যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করে চলে; আর কোন প্রকার গুনাহ র কাজে লিপ্ত না হয়, তা হলে তাতে তার সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হজ্জ করার সামর্থ্য এবং মনোবল দান করুন।

باب فرض الحج

হজ্জ ফরয হওয়ার বর্ণনা

١٧٢١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى . قَالاَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ أَبِي سِنَانٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ . سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ : بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً . فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هُوَ أَبُو سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ . كَذَا قَالَ : عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ . وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ . جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ . وقَالَ عُقَيْلٌ . عَنْ سِنَانٍ

١٧٢٢ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . عَنِ ابْنٍ لِأَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : هٰذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ .

তরজমা ---

১৭২১। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। আক্‌রা ইব্‌ন হাবিস (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাস করেন হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জ কি প্রতি বছরই ফরয, না জীবনে একবার? তিনি বলেন, বরং (জীবনে) একবার (হজ্জ আদায় করা ফরয)। এর বেশী যদি কেউ করে তবে তা তার জন্য অতিরিক্ত।

১৭২২। ইব্‌ন আবূ ওয়াকিদ আল-লায়সী থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিদায় হজ্জের সময়, তাঁর বিবিদের বলতে শুনেছি, এই হজ্জের পর তোমরা আর হজ্জের জন্য ঘর হতে বের হবে না।

তাশরীহ ---

قوله باب فرض الحج

হজ্জ ফরজ হওয়ার বিষয়টি কুরআন, হাদিস , ইজমা এবং যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত।

কুরআনের আলোকে হজ্জ ফরজ হওয়ার প্রমাণ

হজ্জ ফরজ হওয়ার বর্ণনা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন : মহান আল্লাহ বলেন-

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

অর্থাৎ : "মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা প্রচার কর।" (সূরা: হজ্জ, আয়াত-২৭)

নিম্নোক্ত আয়াতটি সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

অর্থ : "মানুষের উপর আল্লাহর এ অধিকার রয়েছে যে, যারা তার ঘর (বায়তুল্লাহ শরীফ) পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তারা যেন হজ্জ সমাপন করে। বস্তুত: যারা এ নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে, (তাদের জেনে রাখা উচিৎ যে,) নিশ্চয় আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টি জগতের কারও মুখাপেক্ষী নন।" (সূরা: আলে ইমরান, আয়াত- ৯৭)

আলোচ্য আয়াতে হজ্জ ফরজ হওয়ার সাথে সাথে নিয়তের পবিত্রতা আর ফরজ হওয়ার শর্ত অর্থাৎ সক্ষমতার কথাও বলা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি হজ্জ ফরজ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করবে সে কাফের অথবা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে হজ্জ সমাপন না করে মৃত্যুবরণ করে সে কাফের সাদৃশ্য।

باب في المراة تحج بغير محرم

মহিলাদের সাথে মাহ্‌রাম পুরুষ ছাড়া হজ্জের সফরে যাওয়া

١٧٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ . عَنْ أَبِيهِ . أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ . إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا .

١٧٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . وَالنُّفَيْلِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنِي مَالِكٌ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ . قَالَ الْحَسَنُ : فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ . ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ . تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَعْنَبِيُّ . وَالنُّفَيْلِيُّ . عَنْ أَبِيهِ . رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ . وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ . عَنْ مَالِكٍ . كَمَا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ

١٧٢٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى . عَنْ جَرِيرٍ . عَنْ سُهَيْلٍ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : بَرِيدًا .

١٧٢٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . وَهَنَّادٌ . أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ . وَوَكِيعًا . حَدَّثَاهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ . عَنْ أَبِي صَالِحٍ . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا . إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا .

তরজমা ---

১৭২৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মুসলিম মহিলার জন্য কোন মাহ্‌রাম পুরুষ সংগী ছাড়া এক রাতের পরিমাণ দূরত্বও সফর করা হালাল নয়।

১৭২৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে মহিলা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য এক দিন ও এক রাত সফর করা জায়িয নয়– পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবূ দাউদ বলেন, কা'নাবী এবং নুফাইলী عَنْ أَبِيهِ উল্লেখ করেননি। আর ইবনে ওয়াহাব ও উসমান বিন আমর মালেক হতে কা'নাবীর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৭২৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু তিনি আরো বলেন, যদি এর দূরত্ব এক বারীদ এর সমপরিমাণ হয়।

১৭২৬। হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ্ ও পরকালের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার তিন দিনের অধিক দূরত্ব সফর করা হালাল নয়, যদি তার সাথে তার পিতা, তার ভাই, তার স্বামী, তার পুত্র বা কোন মুহ্‌রিম লোক না থাকে।

১৭২৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ .

১৭২৮ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . عَنْ نَافِعٍ . أَنَّ ابْنَ عُمَرَ . كَانَ يُرْدِفُ مَوْلاَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا صَفِيَّةُ تُسَافِرُ مَعَهُ إِلَى مَكَّةَ .

باب لا صرورة في الإسلام

ইসলামে বৈরাগ্য নাই

১৭২৯ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الأَحْمَرَ . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ صَرُورَةَ فِي الإِسْلاَمِ .

باب التزود في الحج

হজ্জে পাথেয় সাথে আনা

১৭৩০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ يَعْنِي أَبَا مَسْعُودٍ الرَّازِيَّ . وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَخْرَمِيُّ . وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالاَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ . عَنْ وَرْقَاءَ . عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : كَانُوا يَحُجُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ . قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ أَوْ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ : نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى} الآيَةَ .

তরজমা ---

১৭২৭। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন মহিলা যেন তিন দিনের পথ কোন মুহ্‌রিম সংগী ছাড়া সফর না করে।

১৭২৮। হযরত নাফি (রহ.) হতে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা.) তাঁর বাদী সাফিয়াকে সাথে করে একই উষ্ট্রে সওয়াব হয়ে (তাকে পেছনে বসিয়ে) মক্কা সফর করেন।

১৭২৯। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসলামে বৈরাগ্য নেই।

১৭৩০। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা হজ্জে আসতো, কিন্তু সাথে কোন পাথেয় আনতো না। আবু মাস্‌উদ (রহ.) বলেন, ইয়ামানের অধিবাসীরা অথবা ইয়ামানের কিছু লোক হজ্জে আসত, কিন্তু সাথে পাথেয় আনত না এবং তারা বলত, আমরা (আল্লাহ্ পাকের উপর) নির্ভরশীল। বরং এরা লোকের উপর নির্ভরশীল হত এবং ভিক্ষা করত। তখন আল্লাহ্ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

(অর্থ) তোমরা তোমাদের সাথে পাথেয় লও, আর পাথেয়ের মধ্যে অবশ্যই উত্তম কথা হল [ভিক্ষাবৃত্তি থেকে] বেঁচে থাকা।

باب التجارة في الحج

হজ্জের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য

١٧٣١ – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسٰى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ قَالَ : كَانُوا لَا يَتَّجِرُونَ بِمِنًى فَأُمِرُوا بِالتِّجَارَةِ إِذَا أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ.

باب تعجيل الحج

١٧٣٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو . عَنْ مِهْرَانَ أَبِي صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ.

তরজমা ---

১৭৩১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাবী (মুজাহিদ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এ আয়াত পাঠ করেন ঃ (অর্থ) "তোমাদের উপর কোন পাপ নেই, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত অনুসন্ধান কর" এবং বলেন, লোকেরা মিনাতে (হজ্জের সময়) বেচাকেনা করতো না। এরপর তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের নির্দেশ দেয়া হয় যখন তারা আরাফাত হতে ফিরে আসে করে।

১৭৩২। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জের ইচ্ছা করে সে যেন অতি সত্ত্বর তা সম্পন্ন করে।

তাশরীহ ---

قوله التجارة في الحج

أي: البيع والشراء في الحج، والمقصود أنه لا بأس بذلك، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله فَأُمِرُوا بِالتِّجَارَةِ

أي: أُذن لهم بذلك في حجهم، فالاتجار جائز سواء كان قبل الحج أو بعده، ولا يكون هو المقصد والدافع للإنسان على الحج، ولا يكون شاغلاً له، لكن كونه يشتري الشيء فيذهب به إلى بلده كي يستفيد منه، أو يبيعه بسعر أكثر، فلا بأس بذلك.

قوله فَلْيَتَعَجَّلْ

ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ (রঃ) এর মতে হজ্জ على الفور ওয়াজিব। আর এটা আমাদের ক্বাজী আবু ইউসুফ (রঃ) এর মাযহাব। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে হজ্জ على التراخي ওয়াজিব এবং ইহা আমাদের ইমাম মোহাম্মাদ (রঃ) এর উক্তি। কিন্তু এতে শর্ত হল যে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হজ্জ ফওত হবে না। যদি হজ্জ না করে মারা যায় তাহলে গোনাহগার হবে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) থেকে উভয় নিয়মই বর্ণিত আছে কিন্তু ওয়াজিব على الفور এর বর্ণনা অধিকতর বিশুদ্ধ। كما قال الكرخي وصاحب المحيط

باب الكري

(হজ্জের সময়) পশু ভাড়ায় খাটানো

١٧٣٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ . حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ التَّيْمِيُّ . قَالَ كُنْتُ رَجُلًا أُكْرِي فِي هٰذَا الْوَجْهِ وَكَانَ نَاسٌ يَقُولُونَ لِي إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنِّي رَجُلٌ أُكْرِي فِي هٰذَا الْوَجْهِ وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ لِي : إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّي وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ : قُلْتُ : بَلَى . قَالَ : فَإِنَّ لَكَ حَجًّا . جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ . فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْآيَةَ وَقَالَ : لَكَ حَجٌّ.

١٧٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ . عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ . عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ النَّاسَ فِي أَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ } أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ . قَالَ : فَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ . أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا فِي الْمُصْحَفِ .

তরজমা --

১৭৩৩। হযরত আবূ উমামা আত-তায়মী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তি যে এই (হজ্জের সফরের) উদ্দেশ্যে (জন্তুযান) ভাড়ায় দিতাম এবং লোকেরা (আমাকে) বলত তোমার হজ্জ সহীহ হয় না (কেননা তুমি আসলে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হও না, বরং ব্যবসার উদ্দেশ্যে বের হও)। অতএব আমি ইব্ন উমার (রা.)-এর সাথে দেখা করে বললাম, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি (এই হজ্জের সফরে) উদ্দেশ্যে (সওয়ারী) ভাড়ায় দিয়ে থাকি। আর লোকেরা বলে, তোমার হজ্জ হয় না। ইব্ন উমার (রা.) বলেন, তুমি কি ইহ্রামের বস্ত্র পরনা, তাল্বিয়া পাঠ কর না, আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ কর না, আরাফাতে অবস্থান কর না এবং জামরায় কংকর মার না? রাবী বলেন, আমি বললাম, হাঁ সবই করি। তিনি (ইব্ন উমার) বলেন, নিশ্চয় তবে তো তোমার হজ্জ আদায় হয়ে গেল। একব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে তাঁকে এরূপ প্রশ্ন করেন যেরূপ প্রশ্ন তুমি আমাকে করেছ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চুপ থাকেন। যতক্ষণ না এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ (অর্থ) "তোমাদের প্রতিপালকের রহমত সন্ধান করাতে তোমাদের কোন গুনাহ নাই" (২ ঃ ১৯৮) তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন এবং তার সামনে আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, তোমার হজ্জ সহীহ হয়েছে।

১৭৩৪। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের প্রাথমিক সময়ে লোকেরা মিনা, আরাফা ও যুল-মাজাযের বাজারে এবং হজ্জের মওসুমে বেচাকেনা করত। এরপর তারা ইহ্রাম অবস্থায় বেচাকেনা করতে শংকাবোধ করে। তখন আল্লাহ্ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ (অর্থ) "তোমাদের প্রতিপালকের রহমত সন্ধান করাতে তোমাদের কোন গুনাহ নাই– হজ্জের মওসুমে"। উবায়েদ ইব্ন উমায়ের বলেন যে, তিনি (ইব্ন আব্বাস (রা.) তাঁর) মাসহাফে আয়াতের উপরোক্ত তিলাওয়াত করতেন।

١٧٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ . أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ . عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ . قَالَ . أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . كَلَامًا مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ النَّاسَ فِي أَوَّلِ مَا كَانَ الْحَجُّ كَانُوا يَبِيعُونَ . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ مَوَاسِمِ الْحَجِّ

باب في الصبي يحج

١٧٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ . عَنْ كُرَيْبٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّوْحَاءِ فَلَقِيَ رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ . قَالَ : مَنِ الْقَوْمُ ؟ فَقَالُوا : الْمُسْلِمُونَ . فَقَالُوا : فَمَنْ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَزِعَتِ امْرَأَةٌ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِحَفَّتِهَا . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ . هَلْ لِهٰذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَلَكِ أَجْرٌ .

باب في المواقيت

١٧٣٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ .

١٧٣٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . عَنْ طَاوُوسٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَا : وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ . وَقَالَ : أَحَدُهُمَا وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ أَحَدُهُمَا : أَلَمْلَمَ . قَالَ : فَهُنَّ لَهُمْ . وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ . وَمَنْ كَانَ دُونَ ذٰلِكَ قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ : مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ قَالَ : وَكَذٰلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا

١٧٣٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ الْمَدَائِنِيُّ . حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ . عَنْ أَفْلَحَ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ . عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ .

١٧٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ .

١٧٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يُحَنَّسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْنَسِيِّ . عَنْ جَدَّتِهِ حُكَيْمَةَ . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ . أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . شَكَّ عَبْدُ اللهِ أَيَّتُهُمَا قَالَ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَرْحَمُ اللهُ وَكِيعًا أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَعْنِي إِلَى مَكَّةَ

তরজমা ---

১৭৩৫। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের প্রাথমি কালে মানুষেরা বেচা-কেনা করত। পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ....। "হজ্জের মওসুমে" পর্যন্ত।

অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হজ্জ

১৭৩৬। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওহা নামক স্থানে ছিলেন। ঐ সময় তাঁর সাথে একদল আরোহীর দেখা হয়। তিনি তাঁদের সালাম করেন এবং বলেন ঃ তোমরা কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত? তাঁরা বলেন, আমরা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। তারা জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কারা? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তা শুনে এক মহিলা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তার ছোট বাচ্চার বাহু ধরে স্বীয় হাওদা হতে বাইরে আসেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এর জন্য হজ্জ আছে কি? তিনি বলেন, হাঁ, এবং তুমি এর সাওয়াব-এর ভাগিদার হবে।

মীকাতসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে

১৭৩৭। হযরত ইব্ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদের জন্য যুল্-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্ফা, নাজদবাসীদের জন্য কারণ নামক স্থানকে (হজ্জ ও উমরার) মীকাত নির্দিষ্ট করেন। রাবী বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি ইয়ামনবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে মীকাত নির্ধারন করেন।

১৭৩৮। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে এবং ইব্ন তাউস থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীকাত নির্ধারণ করেছেন পূর্বোক্ত হাদীসের মত। তাঁদের একজন বলেন, ইয়ামনবাসীদের (মীকাত হল) ইয়ালামলাম এবং অপরজন বলেন, আল-মালাম। এরপর তিনি বলেন, উক্ত স্থানগুলো তাদের জন্য মীকাতস্বরূপ। আর যারা হজ্জ এবং উমরার উদ্দেশ্যে, স্বীয় মীকাত ছাড়া অন্য জায়গা হতে আসবে তাদের জন্য নির্ধারিত মীকাত-ই তাদের মীকাত হবে। আর যারা এর ব্যতিক্রম করতে ইব্ন তাউস বলেন, তারা যেখান হতে সফর শুরু করবে, সেখানকার মীকাত-ই তাদের নির্দিষ্ট জায়গা হবে। এমনকি মক্কাবাসিগণও তাদের বসবাসের স্থান হতে ইহ্রাম বাঁধবে।

১৭৩৯। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিতা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাকবাসীদের জন্য 'যাতু ইর্ক'কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন।

১৭৪০। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বাঞ্চলের লোকদের জন্য 'আকীক' নামক স্থানকে মীকাত নির্ধারিত করেন।

১৭৪১। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, যে কেউ মাসজিদুল আক্সা হতে মাসজিদুল হারামের দিকে হজ্জ বা উমরা আদায় করার জন্য ইহ্রাম বাঁধবে, তাঁর আগের পরের সমস্ত গুনাহ্ মার্জিত হবে। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তার জন্য জান্নাত নিশ্চিত।

আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, আল্লাহ্ পাক ওয়াকী' (রহ)-কে রহম করুন, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধতেন।

তাশরীহ ---

قوله: باب في الصبي يحج

নাবালেগ বাচ্চার হজ্জ বিশুদ্ধ হবে কি না? এ নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছেঃ

জুমহুর উলামা, ইমাম শাফেয়ী, মালিক এবং ইমাম আহমদ (রঃ) এর মতে নাবালেগ বাচ্চার হজ্জ গ্রহণযোগ্য এবং তার সওয়াবও হবে। কিন্তু বালেগ হওয়ার পর যদি তার উপর হজ্জ ফরজ হয় তাহলে এ হজ্জ তার জন্য যথেষ্ট হবে না বরং ফরজ হজ্জ আদায় করা তার জন্য জরুরী।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মাযহাবও জমহুরের মত, অবশ্য তাঁর মতে সওয়াব তার পিতা মাতার হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস জমহুরের মত সমর্থন করে। আর ولك أجر হানাফীদের সমর্থন করে অর্থাৎ সওয়াব পিতা-মাতার জন্য মিলবে।

বিঃ দ্রঃ ছোট শিশু যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে সে তার এহরাম বাঁধবে এবং এহরাম পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত থাকবে। আর যদি বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন না হয় তাহলে পিতা তার পক্ষ থেকে বেধে দেবে এবং এহরাম পরিপন্থি কাজ সমূহ থেকে বিরত থাকবে।

নোট ঃ নাবালেগ বাচ্চার এ হজ্জ ফরজ হজ্জের জন্য যথেষ্ট নয়,.এর দলীল হল যে, স্বয়ং ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে তাহাবী শরীফের মধ্যে বর্ণিত আছে,

أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى

আর মুসতাদরাককে হাকীমের মধ্যে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

إيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام

قوله : مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

হজ্জ অথবা উমরার ইচ্ছা হোক অথবা অন্য কোন কারণে যদি কেউ মক্কা যায় তাহলে এহরাম ছাড়া 'মীকাত' অতিক্রম করা সাধারণত: না জায়েজ, আকাশ পথে ভ্রমণ কারীদের জন্যও। ইহা ইমাম আবু হানিফা এবং সুফিয়ান সাওরী (রঃ) এর মত।

ইমাম মালিক (রঃ) এরও এরূপ একটি মত রয়েছে। কিন্তু আহলে জাওয়াহের এবং ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে কেবল হজ্জ এবং উমরার নিয়তে যারা প্রবেশ করবে তাদের জন্য এহরাম জরুরী। যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে তাহলে তার জন্য এহরাম জরুরী নয়। ইমাম মালিক থেকে এরূপ একটি মতও পাওয়া যায়।

শাফেয়ীগণ উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, এ হাদীসের মধ্যে ممن كان يريد الحج والعمرة এর উল্লেখ রয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, যাদের এ ইচ্ছা নেই তাদের জন্য এ হুকুম নেই।

দ্বিতীয় দলীল পেশ করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফতেহ মক্কার দিনে এহরাম ছাড়াই প্রবেশ করেছেন। কেননা এ সময় হজ্জ বা উমরার ইচ্ছা ছিল না বরং ফতেহ মক্কার ইচ্ছা ছিল।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) দলীল পেশ করেন এই ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর অন্য একখানা হাদীস দ্বারা যা মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বার মধ্যে রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

ألا يجاوز الميقات إلا محرما

দ্বিতীয় কথা হল যে, এহরামের মূল উদ্দেশ্য হল এই পবিত্র ঘরের সম্মান প্রদর্শন করা এবং এটা প্রত্যেকের জন্য কর্তব্য, হজ্জ বা উমরা আদায় করার ইচ্ছা হোক অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে।

শাফেয়ীগণের প্রথম দলীলের জবাব হল যে, তারা مفهوم مخالف বিপরীত অর্থ দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। আর এ হাদীস এমনিতেই দলীল হতে পারে না। কারণ আমরা দলীল দিচ্ছি বর্ণনা দ্বারা এর বিপক্ষে مفهوم مخالف আরো আগেই দলীলের যোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় দলীলের জবাব হল যে, এহরাম ব্যতীত প্রবেশ করার অধিকার সে সময় কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য ছিল। এভাবে প্রবেশ করার হুকুম অন্য সময়ের জন্য নয়। যেমন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই বলেনঃ

لا يحل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي وإنما حلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة الخ

অতএব, এর দ্বারা যে কোন সময়ে এহরাম ছাড়া প্রবেশ করার উপর দলীল প্রদান করা সহীহ হবে না।

١٧٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنِي زُرَارَةُ بْنُ كُرَيْمٍ . أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو السَّهْمِيَّ . حَدَّثَهُ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ قَالَ : فَتَجِيءُ الأَعْرَابُ فَإِذَا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوا : هٰذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ قَالَ : وَوَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ.

باب الحائض تهل بالحج

١٧٤٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ فَتُهِلَّ.

١٧٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسٰى . وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ . قَالاَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ . عَنْ خُصَيْفٍ . عَنْ عِكْرِمَةَ . وَمُجَاهِدٍ . وَعَطَاءٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلاَنِ . وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ . قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ . فِي حَدِيثِهِ حَتّٰى تَطْهُرَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عِيسٰى . عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا . قَالَ : عَنْ عَطَاءٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ عِيسٰى . كُلَّهَا قَالَ : الْمَنَاسِكَ إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

তরজমা --

১৭৪২। হযরত আল হারিস ইব্‌ন আমর আল সাহ্‌মী (রা.) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে যাই, যখন তিনি মিনাতে ছিলেন অথবা আরাফাতে। আর তাঁর চারদিকে বহু লোক ছিল। তখন তাঁর কাছে যাযাবররা আসত আর বলত, এটা মোবারক চেহারা। রাবী বলেন, তিনি ইরাকের অধিবাসীদের জন্য মীকাতস্বরূপ যাতু-ইরককে নির্ধারিত করেন।

হায়েয ওয়ালী স্ত্রীলোকের হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা

১৭৪৩. হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুল-হুলায়ফার শাজারায় আস্‌মা বিন্‌ত উমায়শ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বাকরকে জন্ম দিলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বাক্‌র (রা.)-কে নির্দেশ দেন যে, সে (আস্‌মা) যেন গোসল সম্পন্ন করেন এবং ইহ্‌রাম বাঁধে।

১৭৪৪. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হায়েয ও নিফাসওয়ালী মহিলা যখন মীকাতের কাছে যাবে, তখন তারা যেন গোসলকরে, ইহ্‌রাম বাঁধে এবং আল্লাহর ঘর তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের সব অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে। আবূ মা'মার তাঁর বর্ণনায় 'পবিত্র হওয়া পর্যন্ত' উল্লেখ করেছেন। ইব্‌ন ঈসা (রহ.) ইকরামা ও মুজাহিদের উল্লেখ করেননি, বরং বলেছেন, আতা (রহ.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে উপরন্তু ইব্‌ন ঈসা كلها শব্দটিও উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন–

الْمَنَاسِكَ إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

باب الطيب عند الإحرام

١٧٤٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ . قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ . وَلِإِحْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

١٧٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ . فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

তরজমা ---

ইহ্‌রামের সময় খুশবো ব্যবহার করা

১৭৪৫। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে এবং ইহ্‌রাম খোলার সময় কিন্তু খানায়ে কা'বা যিয়ারতের পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।

১৭৪৬। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহ্‌রাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিঁথিতে সুগন্ধির চাকচিক্য যেন আমি দেখতে পাচ্ছি।

তাশরীহ ---

قوله : باب الطيب عند الإحرام

এহরামের পূর্বে যদি সুগন্ধি লাগানো হয় তাহলে ইমাম মুহাম্মাদ এবং ইমাম মালিক (রহঃ) এর মতে এহরামের সময় একে ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে যাতে এর চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে। যদি চিহ্ন থেকে যায় তাহলে মাকরূহ হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) থেকে এরূপ একটি মত রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মত হল যে, চিহ্ন অবশিষ্ট থাকলেও কোন অসুবিধা নেই।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এরও বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এটা كما قال العيني

প্রথম পক্ষ يعلى بن أمية এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন–

أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل متضمخ بطيب فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ، متفق عليه

দ্বিতীয় পক্ষ দলীল পেশ করেন হযরত আয়শা (রাঃ) এর হাদীসুল-বাব দ্বারা–

كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ . قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ . وَلِإِحْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এহরামের পরেও সুগন্ধির প্রভাব অবশিষ্ট ছিল। অনুরূপ আরো অনেক হাদীস রয়েছে যা সুগন্ধির প্রভাব অবশিষ্ট থাকা প্রমানিত করে।

দ্বিতীয় কথা হল যে, এহরামের পরে সুগন্ধি ব্যবহার করা হচ্ছে এহরামের পরিপন্থি, সুগন্ধির প্রভাব অবশিষ্ট থাকা এহরামের পরিপন্থি নয়।

يعلى بن أمية এর হাদীস-এর জবাব হল যে, এ সুগন্ধি জাফরানী রং এর ছিল। যেভাবে অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে. আর এ রং পুরুষের জন্য জায়েজ নেই, এজন্য গোসলের হুকুম দেওয়া হয়েছে।

অথবা এ হাদীস হযরত আয়শা (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

باب التلبيد

١٧٤٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . عَنْ سَالِمٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا .

١٧٤٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالْعَسَلِ .

باب في الهدي

١٧٤٩ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ الْمَعْنَى . قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ : حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَدَايَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ . فِي رَأْسِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ . قَالَ ابْنُ مِنْهَالٍ . بُرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ . زَادَ النُّفَيْلِيُّ يَغِيظُ بِذٰلِكَ الْمُشْرِكِينَ

তরজমা ---

মাথার চুলে জট বাঁধানো প্রসঙ্গে

১৭৪৭। হযরত সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রহ.)-এর তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে চুল জমাটবদ্ধ অবস্থায় তাল্‌বিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

১৭৪৮। হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মাথার চুল মধুর সাহায্যে জমাটবদ্ধ করেন।

কুরবানীর পশুর বিবরণ

১৭৪৯। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়-বিয়ার বছর কতগুলো জন্তু কুরবানীর জন্যে সাথে নেন। জন্তুর মধ্যে একটি উটের মালিক ছিল আবূ জাহল। এর নাকের আংটি ছিল রূপার তৈরী। রাবী ইব্‌ন মিন্‌হাল (রহ.) বলেন, সোনার তৈরী। রাবী নুফায়লী আরও বলেছেন যে, তা কুরবানীর উদ্দেশ্য ছিল মুশ্‌রিকদের রাগান্বিত করা।

قوله : باب التلبيد

تلبيد এর অর্থ আঠার মত এক প্রকার বস্তু চুলের মধ্যে লেপে দেয়া যাতে চুল মাথার সাথে লেগে যায় এবং অবিন্যস্ত না হয় এবং চুলের ভিতরে ধুলা-বালি প্রবেশ করতে না পারে। এহরাম অবস্থায় এরূপ করা ইমাম শাফেয়ী এর মতে জায়েয আছে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে এহরাম অবস্থায় এরূপ করা জায়েয নেই।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মাথা ঢাকা হয়ে যায়, যা জায়েয নয়। আর যদি সুগন্ধি বস্তু দ্বারা হয় তাহলে দুটি 'দম' দিতে হবে অন্যথায় একটি।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এর হাদীসের জবাব হল যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য تلبيد لغوي শাব্দিক تلبيد অর্থাৎ চুলকে এমনভাবে একত্রিত করে রাখা হয়েছে যে, অবিন্যস্ত হয় না। কোন জিনি লাগিয়ে চুলকে সংশ্লিষ্ট করা উদ্দেশ্য নয় এ অর্থ হলে ব্যাপক রচনাবলীর বিপরীত হবে না।

باب في هدي البقر

١٧٥٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً.

١٧٥١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ. وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ. عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ. عَنْ يَحْيَى. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ.

باب في الإشعار

١٧٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ. وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمَعْنَى. قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ. ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ وَقَلَّدَهَا بِنَعْلَيْنِ. ثُمَّ أُتِيَ بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا قَعَدَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ.

١٧٥٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَى أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ: ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ بِيَدِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هَمَّامٌ قَالَ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا بِأُصْبُعِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هٰذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ الَّذِي تَفَرَّدُوا بِهِ

١٧٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ. وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ. أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ.

١٧٥٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. عَنْ سُفْيَانَ. عَنْ مَنْصُورٍ. وَالْأَعْمَشِ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ. عَنِ الْأَسْوَدِ. عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى غَنَمًا مُقَلَّدَةً.

তরজমা

গরু কুরবানী করা

১৭৫০। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর পরিবারের তরফ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন।

১৭৫১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে যাঁরা উমরা করেন তাঁদের পক্ষ

কুরবানীর পশুর রক্তচিহ্ন দান

১৭৫২। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলায়ফাতে যুহ্‌রের নামায পড়েন। এরপর তিনি তাঁর কুরবানীর একটি উট আনতে বলেন এবং এর কুঁজের ডানপাশ (ধারালো অস্ত্রের দ্বারা) ফেড়ে দেন। এরপর তিনি তার রক্তের চিহ্ন মুছে দেন এবং এর গলায় দু'টি জুতার মালা পারান। এরপর তিনি স্বীয় বাহনের কাছে যান। তিনি বায়দা নামক স্থানে পৌছে তালবীয়া পাঠ শুরু করেন।

১৭৫৩। হযরত শু'বা (রহ.) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের মত বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, এরপর তিনি সহস্তে এর রক্ত মুছে দেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, হাম্মাম বর্ণনা করেছেন যে, এরপর তিনি আপন আংগুল দ্বারা এর রক্তের দাগ মুছে দেন।

১৭৫৪। হযরত মিস্‌ওয়ার ইব্‌ন মাখ্‌রামা (রা.) ও মারওয়ান (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, আল্লাহির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার বছর (মদীনা হতে উমরার উদ্দেশ্যে) রওনা হন। তিনি যুল-হুলায়ফাতে গিয়ে কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরান, এবং ইর্শআর করেন এবং ইহ্‌রাম বাঁধেন।

১৭৫৫। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর পশু হিসাবে একটি মালা পরিহিত বকরী পাঠান।

তাশরীহ --

قوله: باب في الإشعار

إشعار অর্থ হল, আলামত বা চিহ্ন লাগানো। আর প্রথম দিকে إشعار বলা হত উটের কুঁজের মধ্যে কিছু জখম করে দেয়াকে, যাতে রক্ত ভেসে যায় এবং বুঝা যায় যে, এটা 'هدي' এর পশু এবং এটা অন্য উট থেকে বাছাইকৃত বা চিহ্নিত হয়ে যায় এবং চোর ডাকাত এতে হাত না দেয়। আর দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকায় যদি একে যবেহ করা হয় তাহলে শুধু দরিদ্র এবং নিঃস্ব লোকেরা এ থেকে খেতে পারে।

আর تقليد বলা হয় 'هدي' এর পশুর গলার মধ্যে চামড়ার টুকরা অথবা কোন রশি অথবা গাছের ছাল লটকিয়ে দেয়া যাতে 'هدي' পরিচয় পাওয়া যায়। আইয়ামে জাহিলিয়াতে এ দুপরিচয়ই ব্যবহার করা হত। ইসলামও এগুলোকে ঠিক রেখেছে। কারণ এগুলোর উদ্দেশ্য সঠিক ছিল।

قلادة 'হাদঈ'র গলার চামড়ার টুকরা, রশি অথবা গাছের ছালা লটকিয়ে রাখা সম্পর্কে সবার ইত্তেফাক যে, এটা সুন্নত। কিন্তু إشعار সম্পর্কে কিছু মতভেদ আছে।

আইম্মায়ে সালাসা, ইমাম শাফেয়ী, মালিক এবং আহমদ (রঃ) একে সুন্নত বলেন। আর ক্বাজী আবু ইউসুফ (রঃ) এর মত সম্পর্কে হেদায়ার গ্রন্থকার লিখেন যে, তাঁর মতে إشعار মুবাহ এবং জায়েয, সুন্নত নয়। আর এর কারণ হল এই যে, এর মধ্যে একদিক থেকে অঙ্গ বিকৃত করা হয় অথচ এটা নিষেধ এবং এর হুকুম সর্বশেষে এসেছে এজন্য এর সুন্নত বাকী থাকে নাই। আবার কোন কোন কিতাবাদীতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর দিকে একথা সম্বন্ধ করা হয় যে, তিনি إشعار কে মাকরূহ বলতেন। আর এ কথার ভিত্তিতে লোকেরা তার উপর অভিযোগ করেছেন। কিন্তু ইমাম সাহেবের দিকে এই সম্বন্ধ করার ক্ষেত্রে কথা আছে, কারণ ইমাম ত্বাহাবী যিনি ইমাম আবু হানিফার মাযহাব সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখেন তিনি বলেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ঠিক إشعار কে মাকরূহ বলেন না।

আর কিভাবে বলবেনই যেখানে এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে। বরং ইমাম আবু হানিফা (রঃ) তাঁর সময়ের লোকদের কারণে إشعار কে মাকরূহ বলতেন। কেননা ওরা إشعار এর মধ্যে এমন সীমা লঙ্ঘন করত যে, জখম হওয়ার কারণে পশু ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হত। তাই এ প্রবনতাকে সমূলে বন্ধ করার জন্য إشعار কে মাকরূহ বলেছিলেন কিন্তু যারা মূল إشعار সম্পর্কে অবগত ছিল তাদের উপর তিনি অভিযোগ করতেন না। তাই ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর উপর কোন অভিযোগ নেই।

অন্যান্য আলেম যেমন আবু বকর রাজী এবং জাসসাস এ কথা বলেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা إشعار কে মাকরূহ বলতেন না বরং تقليد কে إشعار থেকে উত্তম এবং ভাল বলতেন। কারণ تقليد হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সবসময় প্রমাণিত হয়েছে এবং إشعار কোন সময় হয়েছে আবার কোন সময় হয় নাই। এছাড়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব হাদঈ নিয়ে গিয়েছিলেন এগুলো একত্রে ছত্রিশটি ছিল। কিন্তু এশআর এর উল্লেখ শুধু একটির মধ্যেই হয়েছে, বাকী গুলোর মধ্যে تقليد হয়েছে। এজন্য সাফ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, تقليد উত্তম। অতএব, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর উপর কোন অভিযোগ নেই।

قوله : وَاسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এহরাম এবং তালবিয়ার স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। যেমন হাদীসুল-বাব থেকে জানা যায় যে, 'বাইদা' নামক স্থানে এহরাম বেঁধেছেন। আবার ইবনে উমার (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যুলহুলায়ফা মসজিদ থেকে বেঁধেছেন كما في مسلم আবার হযরত আনাস (রাঃ) ইবনে আব্বাস এবং হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এর বর্ণনা মতে জানা যায় যে, মসজিদ থেকে বের হওয়ার পরে সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে এহরাম বেঁধেছেন। অন্যদিকে আবু দাউদ-এর মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনায় রয়েছে যে, এহরামের দুরাকাআত পড়ে মুসল্লার মধ্যেই এহরাম বেঁধেছেন। এসব বর্ণনাকে সামনে রেখে ফুকাহায়ে কেরামগণ বলেন যে, সকল নিয়মই জায়েয তবে اولويت নিয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। যেমন ঃ

ইমাম আওজায়ী এবং আতা এর মতে 'বায়দা' নামক স্থান থেকে এহরাম বাঁধা উত্তম। এমত ইমাম শাফেয়ী এবং কোন কোন হিজাযী আলেমও পোষণ করেন।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, মালিক এবং আহমদ (রহঃ) এর মতে নামাজের পরে মুসল্লার মধ্যে এহরাম বাঁধা উত্তম। আবার ইমাম শাফেয়ী (রঃ) থেকেও অনুরূপ একটি মত রয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনা অধিকতর সুস্পষ্ট। কেননা, তিনি প্রত্যেক জায়গায়ই এহরামের কথা উল্লেখ করেন। যেমন তিনি বলেন

وايم الله لقد اوجب في مصلاه واوجب حين استقلت به ناقته واهل حين علا على شرف البيداء

এতে বুঝা যায় যে, বর্ণনা সমূহের ভিন্নতা সাহাবায়ে কেরামের শুনা এবং জানার ভিন্নতার ভিত্তিতে হয়েছে অর্থাৎ যে, যেখানে শুনেছেন একেই বর্ণনা করেছেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই মতভেদ নিজ নিজ শুনার ভিত্তিতে আর ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ মাসআলা সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত, আর তিনি তিন জায়গায়ই তালবিয়ার কথা বর্ণনা করেন আর এ কথাই বেশি প্রতিষ্ঠিত। অতএব, এটাই বেশি ভাল হবে

باب تبديل الهدي

١٧٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ . عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ خَالُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ . رَوٰى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ . عَنْ جَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ . عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : أَهْدٰى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَجِيبًا فَأُعْطِيَ بِهَا ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ . فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأُعْطِيتُ بِهَا ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ . أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا . قَالَ : لَا انْحَرْهَا إِيَّاهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هٰذَا لِأَنَّهُ كَانَ أَشْعَرَهَا

باب من بعث بهديه وأقام

١٧٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدِي ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا .

তরজমা --

কুরবানীর জন্তু পরিবর্তন

১৭৫৬। হযরত সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রহ.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা.) একটি বুখ্‌তী উট কুরবানীর পশু হিসাবে পাঠান। এরপর তাঁকে এর বিনিময়ে তিনশ' দীনার দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর খেদমতে গিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি কুরবানীর জন্য একটি বুখ্‌তী উট পাঠাই, কিন্তু এর বিনিময়ে আমাকে তিনশ' দীনার দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি কি তা বিক্রয় করে দিব, আর ঐ মূল্যে অন্য একটি উট কিনব? তিনি বলেন, না, তুমি বরং এটিই কুরবানী কর। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, নবী করীম ﷺ তাকে এজন্য বেচতে বারন করেন যে, উমার (রা.) তা ইশ্‌'আর করেছিলেন।

কুরবানীর জন্তু (মক্কায়) পাঠানোর পর হালাল অবস্থায় থাকা

১৭৫৭। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর কুরবানীর জন্তুর কিলাদা আমি নিজের হাতে পকিয়েছি। এরপর তিনি তা নিজ হাতে ইশ্‌'আর করেছেন এবং গলায় কিলাদা বেঁধেছেন। এরপর তিনি সেগুলো বায়তুল্লাহ্‌র দিকে পাঠিয়ে মদীনায় অবস্থান করেন এবং হালাল কোন জিনিস তাঁর জন্য হারাম হয়নি।

তাশরীহ --

قوله : باب من بعث بهديه وأقام

ইব্রাহীম নখয়ী এবং ইবনে সীরীন (রঃ) এর মতে যদি কোন ব্যক্তি মক্কায় 'হাদঈ' পাঠায় আর সে নিজের বাড়ীতে থাকে তাহলে তার উপরও এই সকল জিনিস হারাম হয়ে যাবে যা মুহরিমের উপর হারাম। কেননা, যে ব্যক্তি স্বয়ং হাদঈ নিয়ে যায় তার উপর যেভাবে হারাম হয় অনুরূপ প্রেরণকারীর উপরও হারাম হবে।

কিন্তু আইম্মায়ে আরবাআ এবং অধিকাংশ সাহাবী এবং তাবেয়ীদের মতে হাদঈ প্রেরণ করায় সে মুহরিম হবে না বরং হালালই থাকবে।

এর দলীল হল হযরত আয়শা (রাঃ) এর উপরোক্ত হাদীস فما حرم عليه شيء كان له حلا।

এছাড়া মুসলিম শরীফের মধ্যে হযরত আয়শা (রাঃ) এর অন্য একটি হাদীস রয়েছে।

قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فافتل قلائد هديه ثم لايحتسب شيئا بما يجتنب المحرم

ইব্রাহীম নাখয়ী কিয়াস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, সহীহ হাদীস সমূহের বিপক্ষে কিয়াসের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

١٧٥٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ . حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . عَنْ عُرْوَةَ . وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ . ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ .

١٧٥٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَلَمْ يَحْفَظْ حَدِيثَ هٰذَا مِنْ حَدِيثِ هٰذَا وَلَا حَدِيثَ هٰذَا مِنْ حَدِيثِ هٰذَا قَالَا قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْهَدْيِ فَأَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا بِيَدِي مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا ثُمَّ أَصْبَحَ فِينَا حَلَالًا يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ

باب في ركوب البدن

١٧٦٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ أَبِي الزِّنَادِ . عَنِ الْأَعْرَجِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً . فَقَالَ : ارْكَبْهَا . قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ . فَقَالَ : ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ

তরজমা ---

১৭৫৮। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা হতে (মক্কায়) কুরবানীর পশু পাঠাতেন। আর আমি তার গলায় বাঁধার জন্য রশি পাকিয়ে দিতাম। কিন্তু এগুলো পাঠানোর পরেও তিনি ঐ সমস্ত বিষয় ছাড়তেন না, যা একজন মুহরিম (ইহ্‌রামধারী) ব্যক্তির জন্য বর্জনীয়।

১৭৫৯। হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর পশু (মক্কায়) পাঠান এবং আমি নিজ হাতে এগুলোর জন্য তূলার তৈরী কিলাদা পাকিয়ে দেই। অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে রাত কাটান এবং আমাদের সাথে সেই কাজ করেন যা সাধারণ অবস্থায় কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে করে থাকে।

কুরবানীর উটের পিঠে চড়া

১৭৬০। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে কুরবানীর একটি উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলেন, এর পিঠে আরোহণ করে চলে যাও। লোকটি বলল, এটা তো কুরবানীর পশু। তিনি আবার বলেন, তুমি এর পিঠে আরোহণ কর। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বারে তিনি বলেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়।

তাশরীহ ---

قوله : ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ

'হাদঈ'র উটনীর উপর সওয়ার হওয়া সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মত হল যে, مطلقا প্রয়োজনের সময় সওয়ার হওয়া জায়েয। ইমাম আহমদ, ইসহাক এবং আহলে জাওয়াহেরেরও এই মত।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা এবং মালিক (রঃ) এর মতে নিতান্ত অক্ষমতা ছাড়া সওয়ার হওয়া মাকরূহ। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) থেকেও অনুরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইমাম আহমাদ এবং ইসহাক (রঃ) দলীল পেশ করেন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর উপরোক্ত হাদীস দ্বারা এর মধ্যে হুজুর (সাঃ) এ ব্যক্তিকে সওয়ার হওয়ার জন্য হুকুম করেছেন আর কোন কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। তাই বুঝা গেল যে, مطلقا সওয়ার হওয়া জায়েয।

ইমাম আবু হানিফা এবং মালিক (রঃ) দলীল পেশ করেন হযরত জাবির (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা

انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها اذا الجئت حتى تجد ظهرا رواه مسلم

ইমাম আহমদ এবং ইসহাক (রঃ) যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, এখানেও অক্ষমতার শর্ত সন্নিবেশিত আছে। এভাবে হাদীসের মধ্যে বিরোধ تعارض হয় না।

١٧٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ . فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ . إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا .

باب في الهدي إذا عطب قبل ان يبلغ

١٧٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ فَقَالَ إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَانْحَرْهُ ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ

١٧٦٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَهٰذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ . عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا الْأَسْلَمِيَّ . وَبَعَثَ مَعَهُ بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً . فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ أُزْحِفَ عَلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ : تَنْحَرُهَا . ثُمَّ تَصْبُغُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا . ثُمَّ اضْرِبْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا . وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ أَوْ قَالَ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ .

তরজমা --

১৭৬১। হযরত আবুয যুবায়ের (রহ.) বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্‌র (রা.)-এর নিকট কুরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা উত্তমভাবে এর পিঠে আরোহণ করবে, যখন অন্য কোন বাহন পাবে না। আর অন্য বাহন পেয়ে গেলে এর পিঠে চড়বে না।

কুরবানীর পশু গন্তব্যে (মক্কায়) পৌছার আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়লে

১৭৬২। হযরত নাজিয়া আল আসলামী (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে কুরবানীর জন্তু প্রেরণ করেন এবং বলেন, যদি এগুলোর মধ্যে কোনটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে তবে তা যবেহ্ করবে। এরপর এর গলায় পরানো জুতা রক্তে রঞ্জিত করবে, এরপর তা মানুষের খাওয়ার জন্য রেখে যাবে।

১৭৬৩। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলাম গোত্রের অমুককে (মক্কায়) পাঠান এবং তাঁর সাথে আঠারটি কুরবানীর উটও পাঠান। সে (আসলামী) জিজ্ঞেস করে আপনার কি মত, পথিমধ্যে যদি এর কোনটি চলতে না পারে? তিনি বলেন, তবে তা যবেহ্ করবে এবং এর জুতাকে (যা এর গলায় পরিহিত আছে। এর রক্তে রঞ্জিত করবে। এরপর ঐ রঞ্জিত জুতা এর কুঁজের কাছে রাখবে। আর তুমি এবং তোমার সাথীরা, তা হতে কোন গোশ্‌ত ভক্ষণ করবে না। অথবা তিনি বলেন, তোমার সহযাত্রীগণ এর গোশ্‌ত খাবে না।

তাশরীহ --

قوله : وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ

যদি কেউ রাস্তা দিয়ে তার হাদঈ নিয়ে যায় এবং রাস্তার মধ্যে মরে যাওয়ার কাছাকাছি এসে যায় তাহলে এর মধ্যে মাসআলা হল যে, যদি এই হাদঈ تطوع হয় তাহলে একে জবাই করে দেবে এবং মালাকে রক্তে রঞ্জিত করে দেবে, তাহলে ফকীর এবং অসহায় লোকেরা তা খেয়ে নেবে এবং এটা নিজে খেতে পারবে না এবং তার ধনী সাথীরাও খেতে পারবে না তবে তার কোরবানী হয়ে যাবে।

আর যদি এই হাদঈ ওয়াজিব হয় তাহলে তার এখতিয়ার আছে, একে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। হয় বিক্রয় করে দিতে পারবে অথবা নিজে খেতে পারবে অথবা কাউকে দিয়ে দিতেও পারে কিন্তু এর পরিবর্তে অন্য হাদঈ ক্রয় করতে হবে। উক্ত হাদীসে এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هٰذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ رُفْقَتِكَ وَقَالَ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ. ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلٰى صَفْحَتِهَا مَكَانَ اضْرِبْهَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: إِذَا أَقَمْتَ الْإِسْنَادَ وَالْمَعْنٰى كَفَاكَ

١٧٦٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ. وَيَعْلٰى ابْنَا عُبَيْدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: لَمَّا نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثَلَاثِينَ بِيَدِهِ. وَأَمَرَنِي فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا.

١٧٦٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسٰى ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. أَخْبَرَنَا عِيسٰى وَهٰذَا لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُحَيٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَوْمُ النَّحْرِ. ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ.

قَالَ عِيسٰى. قَالَ ثَوْرٌ: وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي. وَقَالَ: وَقُرِّبَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ. فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. قَالَ: فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا. فَقُلْتُ مَا قَالَ؟ قَالَ: مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ.

তরজমা ---

আবু দাউদ (রহ.) বলেন, হাদীসের নিম্মোক্ত বক্তব্য অন্য কোন হাদীস দ্বারা সমর্থন পায়নি "তুমি নিজেও এর গোশত খাবে না এবং তোমার সহযাত্রীদের কেউও খাবে না।" তিনি আবদুল ওয়ারিসের হাদীস সম্পর্কে বলেন, তাতে "এর দ্বারা চিহ্নিত করে রাখ"-এর স্থলে "এরপর তা এর ঘাড়ে ঝুলিয়ে রাখ" শব্দ হবে। আবূ দাউদ (রহ.) আরও বলেন, আমি আবূ সালামাকে বলতে শুনেছি, সনদ ও অর্থ সঠিক হলে তাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

১৭৬৪। হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের উট কুরবানী করেন, তখন তিনি স্বহস্তে আরও ত্রিশটি পশু কুরবানী করেন। এরপর তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে বাকী সব পশু আমি কুরবানী করি।

১৭৬৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবন কারাত (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দিনগুলোর মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল, নহরের (কুরবানীর দিন। এরপর এর পরবর্তী দিন (কুরবানীর দ্বিতীয় দিন)। রাবী বলেন, ঐ দিন রাসূলুল্লাহ্ -এর নিক পাঁচটি বা ছয়টি (রাবীর সন্দেহ) কুরবানীর উট পেশ করা হয়। প্রতিটি উট তাঁর সামনে আসতে থাকে যে, তিনি কোনটি আগে কুরবানী করবেন (এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একটি মুজিযা যে, পশুরাও তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে)। এরপর এগুলো যখন পার্শ্বের উপর (নহরের পর) পড়ে যায় তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্পষ্ট স্বরে এমন কিছু বলেন যা আমি বুঝতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারি যে, তিনি বলেছেন, কেউ (খাওয়ার জন্য) চাইলে এর গোশত কেটে নিতে পারে।

١٧٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الأَزْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ غُرْفَةَ بْنَ الْحَارِثِ الْكِنْدِيَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأُتِيَ بِالْبُدْنِ فَقَالَ ادْعُوا لِي أَبَا حَسَنٍ فَدُعِيَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ خُذْ بِأَسْفَلِ الْحَرْبَةِ وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَعْلاَهَا ثُمَّ طَعَنَا بِهَا فِي الْبُدْنِ فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأَرْدَفَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

باب كيف تنحر البدن

١٧٦٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَابِطٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرٰى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا.

١٧٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ. قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ بَارِكَةٌ. فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.

١٧٦٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ. عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا. وَأَمَرَنِي أَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا. وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

তরজমা --

১৭৬৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নুল মুবারক আল-আয্দী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফা ইব্নুল হাসি আল-কিন্দীকে বলতে শুনেছি, আমি বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম। কুরবানীর পশু আনা হলে তিনি বলেন, তোমরা হাসানের পিতাকে (আলী) আমার নিকট ডেকে আন। তখন আলী (রা.)-কে তাঁর নিকট ডেকে আনা হয়। তিনি তাকে বলেন, তুমি বল্লমের নীচের প্রান্ত ধর, আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরের প্রান্ত ধরেন, এরপর তারা উভয়ে একত্রে যবেহ্ করেন। যবেহ শেষে তিনি তাঁর খচ্চরে আরোহণ করেন এবং আলী (রা)-কে তাঁর পেছনে বসান।

কুরবানীর উট যবেহ্ করার পদ্ধতি

১৭৬৭। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবদুর রহমান ইব্ন সাবিত (রা.) বলেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ কুরবানীর পশুর সামনের বাম-পা বেঁধে এবং বাকী তিন পায়ের উপর দাড়ানো অবস্থায় কুরবানী করতেন।

১৭৬৮। হযরত যিয়াদ ইব্ন জুবায়ের (রহ.) বলেন, আমি মিনাতে ইব্ন উমার (রা.)-এর সাথে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে তার উট বসা অবস্থায় কুরবানী করতে চাচ্ছিল। তিনি তাকে বলেন, একে উঠিয়ে দাও এবং দাঁড় করিয়ে সামনের বাম-পা বেঁধে সুন্নাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুযায়ী কুরবানী কর।

১৭৬৯। হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কুরবানীর পশুর নিকট যেতে নির্দেশ দেন এবং এর জিনপোশ ও চামড়া বন্টন করে দিতে বলেন এবং তিনি আমাকে এই নির্দেশও দেন যে, আমি যেন তা হতে কসাইকে (পারিশ্রমিক বাবদ) কিছু দান না করি। তিনি আরো বলেন, আমরা কসাইকে আমাদের পক্ষ হতে (পরিশ্রমিক) দিতাম।

باب في وقت الإحرام

ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দিষ্ট সময়

١٧٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا أَبِي . عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَزَرِيُّ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ : يَا أَبَا الْعَبَّاسِ . عَجِبْتُ لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِهْلَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَوْجَبَ . فَقَالَ : إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذٰلِكَ إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةً وَاحِدَةً . فَمِنْ هُنَاكَ اخْتَلَفُوا . خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَجْلِسِهِ . فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ . فَسَمِعَ ذٰلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظْتُهُ عَنْهُ . ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ . وَأَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ . وَذٰلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالًا . فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ . فَقَالُوا : إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ . ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ . وَأَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ . فَقَالُوا : إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ . وَايْمُ اللهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ . وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ . وَأَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ . قَالَ سَعِيدٌ : فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَهَلَّ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ

তরজমা ---

১৭৭০। হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলি, হে আবুল আব্বাস! আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখে বিসময় বোধ করি যে, নবী করীম ﷺ হজ্জের জন্য কখন ইহ্‌রাম বাঁধতেন। তিনি বলেন, আমি এই ব্যাপারে সকলের চেয়ে বেশী জানি। তা এই যে, আল্লাহর রাসূল (সা) মাত্র একবারই হজ্জ আদায় করেছেন। আর এ কারণে লোকেরা মাত পার্থক্য করছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ (মদীনা হতে) হজ্জে রওনা হন। তিনি পথিমধ্যে যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে নেমে সেখানকার মসজিদে (ইহ্‌রামের জন্য) দুই রাক'আত নামায পড়েন। এই দুই রাক'আত নামায শেষে তিনি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন। এই সময় কিছু লোক তাঁর তাল্‌বীয়া পাঠ শুনেন এবং তারা এটা তাঁর নিকট হতে লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীতে চড়েন . তারা যখন নবী করীম ﷺ-কে নিয়ে চলতে শুরু করে তখন তিনি জোরে জোরে তাল্‌বীয়া পাঠ করতে থাকেন। কিছু লোক তাঁর নিকট হতে এটা শুনে সংরক্ষণ করেন। আর এ ব্যাপারটি (অর্থাৎ তাল্‌বীয়া শুরু) সম্পর্কে মত পার্থক্যের কারণ এই যে, লোকেরা এ সময় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করত। এমতাবস্থায় তারা তাঁকে উটের উপর বসে চলমান অবস্থায় তাল্‌বীয়া পাঠ শুরু করেন যখন তাঁর উষ্ট্রী তাঁকে নিয়ে চলতে শুরু করে। (বস্তুতঃ তারা জানতনা যে, তিনি ইতিপূর্বেই তালবীয়া পাঠ শুরু করেছেন) এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ সম্মুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন বায়দার উচ্চভূমিতে উঠেন, তখন সেখানেও তালবীয়া পাঠ করেন। এখানে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তা শুনতে পেয়ে বলেন, তিনি বায়দার উচ্চভূমিতে তালবীয়া পাঠ শুরু করেন। আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রাসূল ﷺ নামায আদায়ের পরই ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং জোরে জোরে তালবীয়া পাঠ শুরু করেন, যখন তিনি উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে সাওয়ার হন। বায়দার উচ্চভূমিতেও তিনি জোরে জোরে তালবীয়া পাঠ করেন। রাবী সাঈদ বলেন, যারা ইবন আব্বাস (রা)-এর অভিমত গ্রহণ করেন (এটাই হানাফী মাযহাবের অভিমত), তারা দুই রাক'আত নামায পড়ার পর ইহরাম বাঁধেন এবং তালবীয়া পাঠ শুরু করেন।

١٧٧١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ . عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : بَيْدَاؤُكُمْ هٰذِهِ الَّتِي تُكَذِّبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

١٧٧٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ . عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ . أَنَّهُ . قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا . قَالَ : مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ . قَالَ : رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ . وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ . وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ . وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ . وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ . فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ . وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا . فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا . وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا . فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا . وَأَمَّا الإِهْلاَلُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

তরজমা --

১৭৭১। হযরত সালিম ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা.) থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের এ বায়দার উচ্চভূমি যদ্দরুন তোমরা (অজ্ঞতাবশত) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর মিথ্যা দোষারোপ কর। আসল ব্যাপার এই যে,

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ হতে অর্থাৎ যুল-হুলায়ফার মসজিদ হতে (দুই রাক'আত নামায পড়ার পর) ইহ্রাম বাঁধেন ও তালবিয়া পাঠ শুরু করেন।

১৭৭২। হযরত উবায়েদ ইব্ন জুরাইজ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.)-কে বলেন, হে আবূ আবদুর রহমান। আমি আপনাকে চারটি কাজে মশগুল দেখি, যা আপনার সংগীদের কাউকে করতে দেখি না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন হে ইব্ন জুরাইজ তা কি? তিনি বলেন, আমি আপনাকে কখনও দুই রুক্নে ইয়ামানী ছাড়া অন্য রুক্নগুলো স্পর্শ করতে দেখিনি। আর আমি আপনাকে এমন জুতা পরতে দেখি যার চামড়ায় পশম নেই। আমি আপনাকে (কাপতড় বা মাথা) হলুদ রং-এ রঞ্জিত করতে দেখি। আর আমি আরো দেখি যে, যখন আপনি মক্কায় থাকেন আর সেখানকার অধিবাসীরা নতুন চাঁদ দেখার সাথে সাথেই ইহরাম বাঁধে, কিন্তু আপনি তারবীয়ার দিন (আটই যিলহাজ্জ) না আসা পর্যন্ত ইহ্রাম বাঁধেন না।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) বলেন, রুক্নগুলো (খানায়ে কা'বার কোনাগুলো) স্পর্শ করা সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, আমিআল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় রুক্নে ইয়ামানী ছাড়া আর কোন কোন (রুক্ন) স্পর্শ করতে দেখিনি। আর পশমবিহীন জুতা সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল, আমি হুযূর-কে এমন জুতা পরতে দেখেছি যাতে কোন পশম ছিলনা। তিনি উযূ করেও তা পরিধান করতেন। কাজেই আমিও তা পরতে ভালবাসি। আর হলুদ রং-এর ব্যাপার হল, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হলুদ রং দ্বারা রঞ্জিত হতে দেখেছি। তাই আমিও তা দ্বারা রঞ্জিত হতে ভালবাসি। আর ইহরাম বাঁধা (এ বিষয়) আমার বক্তব্য হল, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঐ সময় পর্যন্ত ইহ্রাম বাঁধতে দেখিনি, যতক্ষণ তিনি তাঁর বাহনে আরোহন না করতেন।

١٧٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا . وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ . فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ .

١٧٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا رَوْحٌ . حَدَّثَنَا أَشْعَثُ . عَنِ الْحَسَنِ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . أَنَّ النَّبِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ . ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ .

١٧٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفُرْعِ أَهَلَّ إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَإِذَا أَخَذَ طَرِيقَ أُحُدٍ أَهَلَّ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ .

باب الاشتراط في الحج

হজ্জে শর্ত আরোপ করা

١٧٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ أَشْتَرِطُ . قَالَ : نَعَمْ . قَالَتْ : فَكَيْفَ أَقُولُ ؟ قَالَ : قُولِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ . وَمَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي .

তরজমা

১৭৭৩। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় চার রাক'আত যুহরের নামায পড়েন এবং যুল-হুলায়ফাতে পৌছে দুই রাক'আত আসরের নামায পড়েন করেন। তিনি ভোর পর্যন্ত এখানে রাত যাপন করেন। তিনি সেখান থেকে (যুহরের নামায আদায়ের পর) স্বীয় বাহনে সাওয়ার হন এবং বায়দা নামকস্থানে উপনীত হয়ে তালবিয়া পাঠ শুরু করেন।

১৭৭৪। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায (যুল-হুলায়ফাতে) কাটান। অতঃপর তিনি স্বীয় বাহনে পড়ে যখন বায়দার উচ্চভূমিতে যান তখন তালবিয়া পাঠ শুরু করেন।

১৭৭৫। হযরত আয়েশা বিনত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াককাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (রা.) বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (হজ্জের উদ্দেশ্যে) আল ফুরা'-এর পথ ধরে অগ্রসর হতেন, যখন বাহনে চড়ার পরপরই তালবীয়া পাঠ শুরু করতেন। আর যখন তিনি উহুদের পথে অগ্রসর হতেন তখন বায়দার উচ্চভূমিতে উঠে তালবিয়া পাঠ করতেন (ইহরাম বাঁধতেন)।

১৭৭৬। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, একদা যুবা'আ বিনত যুবায়ের ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর খিদমতে এসে নিবেদন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হজ্জের ইচ্ছা করেছি। এতে কি কোন শর্ত আরোপ করতে পারি? তিনি বলেন, হা। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন, আমি কিভাবে বলব? তিনি ইরশাদ করেন ঃ তুমি বলবে, লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা এবং আমার ইহরাম খোলার স্থান ঐ জায়গা যেখানে তুমি আমাকে আটকে রাখবে।

باب في إفراد الحج

হজ্জ-ইফরাদ

হজ্জ তিন প্রকারঃ (১) হজ্জে ইফরাদ (২) হজ্জে তামাত্তু (৩) হজ্জে ক্বিরান।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালিক (রঃ) এর মতে সব চেয়ে উত্তম হল হজ্জে ইফরাদ তারপর তামাত্তু তারপর ক্বিরান। ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন, হাদী ক্রয় ছাড়া তামাত্তু সর্বাধিক উত্তম, অত:পর ইফরাদ অত:পর ক্বিরান।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে সর্বাধিক উত্তম হল হজ্জে ক্বিরান তারপর তামাত্তু তারপর ইফরাদ। সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম ইসহাক (রঃ) এর মাযহাবও তাই।

ইমাম গণের মতভেদের কারণ হচ্ছে বর্ণনা সমূহের ভিন্নতা যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রকার হজ্জ করেছেন। কোন কোন বর্ণনা থেকে ইফরাদ জানা যায় আবার কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরান হজ্জ করেছেন আর কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় হজ্জে তামাত্তু। এই বহু বিধ বর্ণনার পরে চার ইমামের দৃষ্টি ভঙ্গি এবং তাদের অনুভূতিতে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ (রঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম مفرد ছিলেন অতএব ইফরাদ উত্তম আর তারা দলীল হিসেবে হযরত আয়শা (রাঃ) এর হাদীস পেশ করেন انه عليه السلام افرد بالحج

ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম متمتع ছিলেন অতএব তামাত্তু উত্তম। তিনি দলীল পেশ করেন হযরত আয়শা (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা যে, تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه رواه مسلم

কিন্তু ইমাম আহমদ (রঃ) থেকে বিশুদ্ধ মত হল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قارن ছিলেন, কিন্তু তিনি হাদী ক্রয় ছাড়া তামাত্তু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং না করার জন্য ওজর পেশ করেছেন। যেমন বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফের বর্ণনা যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, لو استقبلت من امري ما استد برته لما سقت الهدى ولاهللت অতএব, এই তামাত্তু উত্তম হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قارن ছিলেন, সুতরাং এটাই উত্তম হবে। এর দলীল, হযরত আনাস (রাঃ) এর হাদীস বুখারী শরীফের মধ্যে যাতে এসব শব্দাবলী রয়েছেঃ ثم أهل بحجة وعمرة এছাড়াও হাফিজ যাইলায়ী নসবুর রাইয়ার মধ্যে অন্তত বাইশ জন সাহাবা থেকে রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قارن ছিলেন। অতএব, এ নিয়মই উত্তম হবে।

এছাড়া ক্বেরানের মধ্যে কষ্টও অধিক, আর শরীয়তের নিয়ম হল أجوركم على حسب نصبكم প্রতিদান পরিশ্রমের ভিত্তিতে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও ক্বেরান উত্তম হওয়া চাই।

ইমাম আহমদ (রঃ) তামাত্তু সম্পর্কিত হাদীস সমূহ দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, ওখানে তামাত্তু দ্বারা শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য অর্থাৎ উমরার সাথে হজ্জকে মিলিত করে একই এহরামে আদায় করে ফায়দা অর্জন করেছেন। শায়খ ইবনে হুমাম (রঃ) এ জবাব দিয়েছেন যে, কোরআন শরীফ এবং সাহাবায়ে কেরামের পরিভাষায় تمتع শব্দটি قران ক্বেরানকেও শামিল রাখে। আর এ অর্থ নেয়াই উত্তম, তাহলে কেরান সম্পর্কিত হাদীস সমূহের সাথে আর কোন বিরোধ থাকবে না। আর রাসূল (সাঃ) কোরবানীর পশু ক্রয় ছাড়া যে তামাত্তু করার আকাংখা করেছিলেন, যার দ্বারা ইমাম আহমদ (রঃ) এর উত্তমতার উপর দলীল পেশ করেন এর জবাব হল যে, আইয়ামে জাহেলিয়াতের বিশ্বাস ছিল যে, একই ভ্রমণে দু এহরামের মধ্যখানে হালাল হয়ে হজ্জ এবং উমরা করা জায়েয নেই। এ আক্বীদাকে বাতিল করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাংখা করেছেন। এর দ্বারা তামাত্তু এর উত্তমতার উপর দলীল পেশ করা সহীহ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালিক দলীল এর বহু জবাব হল। ওখানে ইফরাদ এর অর্থ হচ্ছে একই এহরামে হজ্জ এবং উমরা উভয়টাই আদায় করা। যাকে কেরান বলা হয় كما قال الشاه أنور

١٧٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ . عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ.

তরজমা ---

১৭৭৭। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফরাদ হজ্জ আদায় করেন।

তাশরীহ ---

قوله : أَفْرَدَ الْحَجَّ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হজ্জ ইফরাদ তামাত্তু, ক্বিরান এই তিন প্রকারের মধ্যে কোন প্রকার ছিল, এ সংক্রান্ত রেয়ায়েতগুলো পরস্পর বিরোধ পূর্ণ উপরোক্ত বর্ণনা মতে তিনি ইফরাদ হজ্জ করেছেন। কোন কোন বর্ণনা মতে তিনি হজ্জে ক্বিরান করেছেন। যেমন–

عن علی انه لبی بعمرة وحجة وقال سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلبی بهما جميعًا

কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় তিনি তামাত্তু করেছেন। যেমন-

عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فی حجة الوداع بالعمرة الی الحج

সুতরাং হুজুর (সা.) এর হজ্জের ব্যাপারে রেত্তয়ায়েতগুলো বিরোধী পূর্ণ। কিন্তু মুহাক্কিক্বীন উলামায়ে কেরাম ক্বিরানের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, ক্বিরানের বর্ণনাটি ১২ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন যা تواتر এর পর্যায়ে। কোন তাবীল বা ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখেনা। পক্ষান্তরে ইফরাদ ও তামাত্তুর বর্ণনা গুলোতে বিভিন্ন তাবীলের সম্ভাবনা রয়েছে।

ইফরাদের বর্ণনা গুলোতে বিভিন্ন তাবীল

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও উমরা **উভয়টির তালবিয়াই পাঠ করেছিলেন**। কিন্তু রাবী শুধু হজ্জের তালবিয়া শুনেছে তাই ধারণা করলেন তিনি ইফরাদ কারী, এবং ধারণানুপাতেই খবর দিয়েছেন।

২. অথবা افرد الحج এর অর্থ হল-হজ্জফরয হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র একবার হজ্জ করেছেন ।

৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, افرد الحج এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা ও হজ্জের মাসে حلال না হয়ে একই ইহরামে হজ্জ আদায় করেছেন। সুতরাং বুঝা যায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বিরান হজ্জই করেছিলেন।

তামাত্তুর বর্ণনা গুলোতে বিভিন্ন তাবীল

১. মূলত ঃ রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও উমরাহ উভয়টির তালবিয়া একত্রে একই সঙ্গে পড়েছিলেন। কিন্তু বর্ণনা কারী শুধু ওমরাহর তালবিয়া শুনেছেন। আর ধারণা করেছেন তিনি মুতামাত্তে এবং সেই ধারণানুপাতেই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২. অথবা তামাত্তু সম্পর্কীয় হাদীস গুলোতে 'তামাত্তু' দ্বারা ক্বিরান হজ্জ উদ্দেশ্য। কেণনা, হতে পারে তখন কার সময়ে 'ক্বিরান' কে 'তামাত্তু' বলা হতো।

৩. অথবা انه تمتع এর মধ্যে تمتع দ্বারা تمتع لغوی উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) حج ও عمرة উভয়টির نفع অর্জন করেছেন। পক্ষান্তরে 'ক্বিরান' এর বর্ণনা গুলো এ জাতীয় তাবীল বা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখেনা।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হজ্জ 'হজ্জে ক্বিরান' ছিল।

١٧٧٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ. ح وحَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ. وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ. قَالَ مُوسَى: فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ. فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. وَقَالَ: فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ. وَأَمَّا أَنَا فَأُهِلُّ بِالْحَجِّ فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ. ثُمَّ اتَّفَقُوا فَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ. حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي. فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ. وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ. قَالَ: ارْفِضِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي. قَالَ مُوسَى: وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْمُسْلِمُونَ فِي حَجِّهِمْ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الصَّدَرِ أَمَرَ يَعْنِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَذَهَبَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ زَادَ مُوسَى فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ فَقَضَى اللهُ عُمْرَتَهَا وَحَجَّهَا. قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ هَدْيٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زَادَ مُوسَى فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ طَهُرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

তরজমা ---

১৭৭৮। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যিলহাজ্জের নতুন চাঁদ উদয়ের কিছু আগে রওনা হলাম। যুল-হুলায়ফাতে পৌঁছে তিনি বলেন, যে কেউ হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধতে চায়, সে বাঁধতে পারে, আর যদি কেউ উমবার ইহ্‌রাম বাঁধতে চায় তবে সে যেন তাই বাঁধে।

উহাইবের সূত্রে মূসা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকত, তবে আমি উম্‌রার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধতাম।

আর হাম্মাদ ইব্‌ন সালামার বর্ণনায় আছে, আমি (উমরার সাথে) হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলাম। কেননা আমার সাথে কুরবানীর পশু আছে। এরপর উভয় হাদীছের বর্ণনাকারী, একমত হয়ে হাদীসের (বাকী অংশ) বর্ণনা করেন এরপর আমি (আয়েশা) ছিলাম উমরার ইহরামধারীর দলভুক্ত। পথিমধ্যে আমার হায়েয শুরু হল এবং আমি কাঁদতে লাগলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি, যদি আমি এ বছর (হজ্জে) না বের হতাম, তবে ভাল ছিল। তখন তিনি বলেন, তোমার উমরা ত্যাগ কর, তোমার মাথার চুল খুলে ফেল এবং চিরুনি কর এবং (রাবী মূসার বর্ণনা মতে) হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধ।

রাবী সুলায়মানের বর্ণনায় আছে এবং মুসলমানরা তাদের হজ্জে যা করে তুমিও তাই কর। (তাওয়াফ ছাড়া) এরপর তাওয়াফে যিয়ারতের রাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান (রা.)-কে (আয়েশার ভাই) নির্দেশ দিলে তিনি তাঁকে নিয়ে তানঈম নামক স্থানে যান।

রাবী মূসার বর্ণনায় আরো আছে, এরপর তিনি (আয়েশা) তাঁর পূর্ববর্তী উমরার পরিবর্তে (নতুন) উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন। এরপর তিনি কাবাঘর তাওয়াফ করেন এবং আল্লাহ্ তাঁর হজ্জ ও উমরা পূরন করেন।

রাবী হিশামের বর্ণনায় আছে, আর এমন করার জন্য তাঁর উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়নি।

ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেনঃ রাবী মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামার হাদীসে আর বর্ণনা করেছেন যে, বাতহার (মিনায় অবস্থানের রাতে) তিনি (ঋতুস্রাব থেকে) পবিত্র হন।

١٧٧٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ . عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ . عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ . وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ . وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ . وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ . فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ . فَلَمْ يُحِلُّوا حَتّٰى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ

١٧٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ زَادَ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَحَلَّ

١٧٨١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ . وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ . وَدَعِي الْعُمْرَةَ . قَالَتْ : فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ . فَقَالَ : هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا . ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا اٰخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ . وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ . وَمَعْمَرٌ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرُوا طَوَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَطَوَافَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

তরজমা ---

১৭৭৯। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে (মদীনা হতে) রওনা হলাম আমাদের কেউ উমরার ইহ্রাম বাঁধে, কেউ হজ্জ ও উমরার এক সাথে ইহ্রাম বাঁধে এবং কেউ হজ্জেরর ইহ্রাম বাঁধে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন। আর যাঁরা শুধু হজ্জের অথবা একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম বাঁধে তারা কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহ্রাম খুলতে পারেনি।

১৭৮০। হযরত আবুল আস্ওয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত– পূর্বোক্ত হাদীসের মত। তবে এই বর্ণনায় আরও আছে, যারা উমরার ইহ্রাম বাঁধেন তাঁরা ইহ্রাম খুলে ফেলেন।

১৭৮১। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমরা (মদীনা হতে) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে বের হলাম। আমরা উমরার ইহ্রাম বাঁধলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে যেন হজ্জের সাথে উমরার ও ইহ্‌রাম বাঁধে এবং ইহ্‌রাম খুলবে না যতক্ষণ হজ্জ ও উমরার যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ না হয়। আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপস্থিত হই ফলে আমি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে পারিনি। এ সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বলেন, তুমি তোমার মাথার চুল খুলে ফেল এবং তাতে চিরুনী কর আর হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধ এবং উমরা ত্যাগ কর। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। আমি হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ করলে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমান ইবন আবূ বাকরের সাথে তানঈম নামক স্থানে পাঠান। আমি সেখান থেকে (ইহ্‌রাম বেধে) উমরা আদায় করি। তখন তিনি বলেন, এটাই তোমার উমরার (ইহ্‌রাম বাঁধার) স্থান (অথবা এটা তোমার আগের উমরার কাযা)। রাবী বলেন, যারা কেবলমাত্র উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিল তারা বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করার পরে ইহ্‌রাম খুলে ফেলে। এরপর তারা মিনা থেকে ফিরে এসে তাদের হজ্জের জন্য আবার বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করে। অপর পক্ষে যারা হজ্জ ও উমরার একত্রে ইহ্‌রাম বাঁধে তারা মাত্র একবার তাওয়াফ করে।

তাশরীহ --

قوله : أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ.

تنعيم এক জায়গার নাম, যা হেরেম থেকে দু মাইল দূরত্বে অবস্থিত এবং حل এর সকল জায়গা থেকে এটাই অধিকতর হেরেমের নিকটবর্তী। মক্কাবাসীদের উমরার মীকাত সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, এসব লোক, কোথা থেকে এহরাম বাঁধবে। কোন কোন আহলে জাওয়াহেরের মতে মক্কাবাসীদের উমরার মীকাত বিশেষ করে তানয়ীম নামক স্থান, অন্য কোন জায়গা থেকে এহরাম বাঁধলে হবে না। কিন্তু জুমহুর আইম্মায়ে আরবা'আর মতে তাদের حل এর প্রত্যেক জায়গাই মীকাত। যেখান থেকে ইচ্ছা এহরাম বাঁধতে পারবে।

আহলে জাওয়াহেরগণ হযতর আয়শা (রাঃ) এর উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তানয়ীম নামক স্থান থেকে উমরার এহরাম বাঁধার জন্য হুকুম দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, এস্থানই এহরামের জন্য নির্দিষ্ট।

জমহুর আইম্মা তাহাবী শরীফে হযরত আয়শা (রাঃ) এর একটি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন, যার শেষের দিকে এসব শব্দ রয়েছে –

فامر عبد الرحمن ابن ابي بكر فقال احل اختك فاخرجها من الحرم قالت ماذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة ولا التنعيم فلا تهل بعمرة فكان اقربنا من الحرم التنعيم فاهللت بعمرة

এ থেকে পরিস্কার ভাবে বুঝা গেল যে, উমরার এহরামের জন্য কেবল حل হালাল হওয়া যায় এমন স্থানের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এর দ্বারা কোন বিশেষ বা নির্ধারিত স্থান উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তানয়ীম যেহেতু অধিকতর নিকটবর্তী ছিল এজন্য ওখান থেকে এহরাম বেঁধে এসেছেন। এছাড়া হাদীসের মধ্যে তানয়ীমের উল্লেখ করা হয়েছে যেহেতু ওখান থেকে এহরাম বাঁধা হয়েছে। এ বিশ্লেষণ থেকে আহলে জাওয়াহেরের দলীলের জবাব ও স্পষ্ট হয়ে গেল।

قوله : وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

এটা এক এখতেলাফী মাসআলা এবং হজের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা সমূহের অন্তর্ভূক্ত। যে قارن ক্বেরান আদায় কারীর জন্য উমরা এবং হজ্জের জন্য একই তাওয়াফ যথেষ্ট হবে না উভয়ের জন্য আলাদা আলাদা তাওয়াফ করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী, মালেক এবং আহমদ (রঃ) এর মতে একই তাওয়াফ যথেষ্ট।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে দুই তাওয়াফ করা জরুরী। আর এটা সুফিয়ান সাওরীরও মাযহাব। আর সাফা মারওয়ার সায়ী যেহেতু তাওয়াফের অনুগত তাই ওখানেও এই একই এখতেলাফ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী হযরত জাবির (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে,

ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف لهما طوافا واحدا رواه الترمذي

দ্বিতীয় দলীল হযরত আয়শা (রাঃ) এর হাদীস, মুসলিম শরীফের মধ্যে

لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه الا طوافا واحدا بين الصفا والمروة

এছাড়াও তারা আরো অনেক হাদীস পেশ করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) বহু হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন, এসবের মধ্যে কতিপয় হাদীস হল এই,

প্রথম হাদীস হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাহাবী শরীফের মধ্যে –

انه جمع بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافين وسعى سعيين ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

দ্বিতীয় দলীল নাসায়ী শরীফের মধ্যে ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া থেকে বর্ণিত–

قالت طفت مع ابي وقد جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافا وسعى سعيين وقال حدثني ان عليا فعل ذلك وحدثه ان رسول الله صلى الله عيه وسلم فعل ذلك

তৃতীয় দলীল হল যে, সহীহ মুসলিমের মধ্যে হযরত জাবির (রাঃ) এ হাদীস রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার অবস্থায় তাওয়াফ করেছেন। আর আবু দাউদ শরীফের মধ্যে আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়দল সায়ী করেছেন অথচ একই তাওয়াফ এবং সায়ীর মধ্যে অর্ধেক পায়দল জায়েয নেই। সুতরাং মানতে হবে যে, দুই তাওয়াফ এবং দুই সায়ী করেছেন।

চতুর্থ দলীল হযরত আলী (রাঃ) এর উক্তি اذا هللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين وسعى سعيين

পঞ্চম দলীল হযরত ইমরান ইবনে হাসীন (রাঃ) এর হাদীস, দারাকুতনীর মধ্যে

ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين

এ সকল বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, قارن কে দুই তাওয়াফ এবং দুই সায়ী করতে হবে। এছাড়াও শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামগণেরও এই মাযহাব ছিল। যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ইমরান ইবনে হাসীন (রাঃ) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। كما في الطحاوي والدار قطني

তাছাড়া হানাফিগণ এ মাসআলায় এক قاعده كليه ব্যাপক মূলনীতি দ্বারা দলীল পেশ করেন যা কোরআন এবং হাদীস থেকে উৎকলিত এবং এর সার সংক্ষেপ হল এই যে, যখন কোন মানুষ একই সময়ে দুই এবাদতকে একত্রিত করে তখন উভয়ের কার্যসমূহ আলাদা আলাদা ভাবে করতে হয়। যেমন এতে কাফের সাথে রোযার সাথে, জেহাদের সাথে রোযার মধ্যে এবং এরূপ অন্যান্য এবাদতের মধ্যে। قارن যেহেতু একসাথে হজ্জ এবং উমরাকে একত্রিত করেছেন তাই হজ্জের কার্যাবলী আলাদা এবং উমরার কার্যাবলী আলাদা ভাবে করতে হবে। উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রণ হবে না। কারণ এবাদতের মধ্যে সংমিশ্রণ চলে না, সংমিশ্রণ হয় গোনাহের কাজ সমূহে।

ইমাম শাফেয়ী রহঃ যে সকল রেওয়ায়েত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, এখানে এক তাওয়াফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে, মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হজ্জের জন্য এক তাওয়াফ করেছেন আর উমরার তাওয়াফ তো পূর্বেই করেছেন।

দ্বিতীয় জবাব হল যে, তাওয়াফে কুদুমকে উমরার তাওয়াফের মধ্যে প্রবেশ করে উভয়ের জন্য এক তাওয়াফ করেছেন।

তৃতীয় জবাব হযরত শায়খুল হিন্দ (রহঃ) সর্বাধিক উত্তম জবাব দিয়েছেন যে, তাওয়াফ দ্বারা উদ্দেশ্য হজ্জ এবং উমরা উভয় থেকে হালাল হওয়ার জন্য একই তাওয়াফ করেছেন। আর এর قرينة উপযুক্ততা হল হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এর হাদীস , যার শব্দ সমূহ হল এই

من احرم بالحج والعمرة اجزأه طواف واحد وسعى واحد لهما حتى يحل منهما جميعا

এর দ্বারা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, এক তাওয়াফ এক সায়ী যথেষ্ট হওয়া শুধুমাত্র হালাল হওয়ার জন্য আর কোন জিনিসের জন্য নয়। অতএব, যে হাদীসের মধ্যে এতো احتمال সম্ভবনা থাকে এটা সহীহ হাদীস সমূহের বিপক্ষে দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়।

١٧٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ . لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ . مَا يُبْكِيكِ يَا عَائِشَةُ ؟ فَقُلْتُ : حِضْتُ لَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ حَجَجْتُ . فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ إِنَّمَا ذٰلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ . فَقَالَ : انْسُكِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ . فَلَمَّا دَخَلْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً . إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ . قَالَتْ : وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ يَوْمَ النَّحْرِ . فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ وَطَهُرَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ . أَتَرْجِعُ صَوَاحِبِي بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِالْحَجِّ . فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَذَهَبَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَلَبَّتْ بِالْعُمْرَةِ

١٧٨٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . عَنْ مَنْصُورٍ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ . عَنِ الْأَسْوَدِ . عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ . فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُحِلَّ . فَأَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ .

তরজমা ---

১৭৮২। আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের জন্য রওনা হই সারিফ নামকস্থানে পৌঁছে আমার হায়েয শুরু হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট উপস্থিত হন তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে আয়েশা তোমার কান্নার কারণ কি? আমি বলি, আমি ঋতুবতী হয়েছি। হায়! আমি যদি (এ বছর) হজ্জের জন্য না আসতাম (তবে ভাল হত)। তখন তিনি সুব্হানাল্লাহ্ বলেন, (এরপর ইরশাদ করেন) আল্লাহ্ তা'আলা এটা (হায়েয) আদমের কন্যাদের জন্য বেঁধে দিয়েছেন অতঃপর তিনি বলেন, বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ছাড়া তুমি হজ্জের অন্যান্য যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন কর। এরপর আমরা মক্কায় প্রবেশের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যারা ইহাকে (হজ্জ) উমরায় রূপান্তরিত করতে চায় তারা তা করতে পারে তবে যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা ছাড়া। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেন। এরপর বাত্হার রাতে আয়েশা (রা.) হায়েয হতে পবিত্রতা হাছিল করেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সাথীরা হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন করে ফিরে যাবে, আর আমি কি শুধুমাত্র হজ্জ করে ফিরব? তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবন আবূ বাক্র (রা.)-কে নির্দেশ দেন। তখন তিনি তাঁকে সহ তানঈম যান আর তিনি সেই স্থান হতে উমরার ইহ্রাম বাঁধেন।

১৭৮৩। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জের সময়) আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রওনা হই। আর এটা ছিল আমাদের জন্য (কেবলমাত্র) হজ্জ আমরা যখন মক্কায় পৌঁছি, তখন আমরা বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করি। পরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন, যে ব্যক্তি কুরবানীর জন্তু সংগে আনে নি, সে যেন ইহ্রাম মুক্ত হয়। অতএব যারা কুরবানীর জন্তু সংগে আনে নি, তারা ইহ্রাম মুক্ত হয়।

١٧٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ . لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ . قَالَ مُحَمَّدٌ : أَحْسَبُهُ قَالَ : وَلَحَلَلْتُ مَعَ الَّذِينَ أَحَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ . قَالَ : أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ النَّاسِ وَاحِدًا .

١٧٨٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ . عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ . قَالَ : أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا . وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ . قَالَ : فَقُلْنَا : حِلُّ مَاذَا ؟ فَقَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ . وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ . وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا . وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ أَرْبَعُ لَيَالٍ . ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ . ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ : مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ . وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أُحْلُلْ . وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ . فَقَالَ : إِنَّ هٰذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي . ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ . وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ قَالَ : قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حِينَ حَجَجْتُ قَالَ : فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَذٰلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ .

তরজমা ---

১৭৮৪। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যা আমি পরে জানতে পেরেছি, যদি তা আগে জানতে পারতাম তবে আমার সাথে কুরবানীর পশু আনতাম না। রাবী মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমার ধারণা (আমার শায়েখ উসমান ইব্ন উমার) বলেছেন, যারা উমরা সমাপনের পর হালাল হয়েছে, আমিও তাদের সাথে হালাল হতাম। রাবী মুহাম্মাদ বলেন, এই বক্তব্যের দ্বারা হুযূর ﷺ সকলের হজ্জের অনুষ্ঠান একরূপ হওয়া কামনা করেছেন।

১৭৮৫। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহ্রাম (বাঁধা) অবস্থায়, হজ্জে-ইফরাদ আদায়ের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে রওনা হই। আর আয়েশা (রা.) কেবলমাত্র উমরার ইহ্রাম বাঁধেন। এরপর যখন তিনি সারিফ নামক স্থানে উপনীত হন, তখন তিনি ঋতুমতী হন। আমরা মক্কায় উপস্থিত হয়ে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ সম্পন্ন করি। আমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিলনা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে হালাল হতে নির্দেশ দেন। রাবী (জাবির) বলেন, আমরা জিজ্ঞেসা করি, এই হালাল হওয়ার অর্থ কি? তিনি বলেন, সর্বপ্রকার কাজের জন্য হালাল হওয়া। আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলাম, সুগন্ধি মাখলাম এবং (সেলাই করা) কাপড় পরিধান করলাম আর আমাদের মধ্যে ও আরাফাতের (দিনের) মধ্যে মাত্র চার রাত্রের পার্থক্য ছিল। এরপর আমরা তারবিয়ার দিন (হজ্জের) ইহ্রাম বাঁধি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়েশা (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাকে কাঁদতে দেখেন। তিনি তার কান্নার হেতু জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বলেন, আমি ঋতুবতি হয়েছি। মানুষেরা (উমরার অনুষ্ঠানাদি শেষে) ইহ্রাম খুলেছে, আর আমি ইহ্রাম খুলতে পারিনি এবং কাবাঘরের তাওয়াফও করতে পারলাম না। আর লোকেরা এখন হজ্জের অনুষ্ঠান আদায় করতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ পাক এটাকে (হায়েয) আদম মেয়েদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। তুমি গোসল কর এবং হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধ। অতএব তিনি তাই করলেন এবং অবস্থানের স্থানসমূহে অবস্থান করেন। এরপর তিনি পাক হওয়ার পর বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এখন তুমি তোমার হজ্জ হতে হালাল হয়েছ এবং তোমার উমরা হতেও। তিনি (আয়েশা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মনে হচ্ছে, হজ্জের সময় আমি কাবাঘরের তাওয়াফ করিনি। তখন নবী করীম ﷺ বলেন, হে আবদুর রহমান! তুমি তাকে নিয়ে তানঈম নামক স্থানে যাও এবং তাকে উমরা করাও। আর এটা ছিল, হাসাবার রাত (১৪ যিল-হজ্জের রাত)।

١٧٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ . أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ . دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ بِبَعْضِ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ : عِنْدَ قَوْلِهِ وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ثُمَّ حُجِّي وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلِّي.

١٧٨٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ . أَخْبَرَنِي أَبِي . حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ . حَدَّثَنِي مَنْ . سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا . لاَ يُخَالِطُهُ شَيْءٌ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَطُفْنَا وَسَعَيْنَا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ . وَقَالَ : لَوْلاَ هَدْيِي لَحَلَلْتُ . ثُمَّ قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هٰذِهِ أَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِلأَبَدِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ هِيَ لِلأَبَدِ . قَالَ الأَوْزَاعِيُّ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ بِهٰذَا فَلَمْ أَحْفَظْهُ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَأَثْبَتَهُ لِي

١٧٨٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ . عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ . عَنْ جَابِرٍ . قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ . فَلَمَّا طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ قَدِمُوا فَطَافُوا بِالْبَيْتِ . وَلَمْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

তরজমা ---

১৭৮৬। হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। এই বর্ণনায় আরও আছে, "তুমি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধ, হজ্জ আদায় কর এবং হাজ্জীগণ যা করে তুমিও তাই কর, কিন্তু তুমি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে না এবং নামায পড়বে না।"

১৭৮৭। হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কেবলমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হই। যিল-হজ্জের চার রাত কাটার পর আমরা মক্কায় পৌঁছি এবং (বায়তুল্লাহ্) তাওয়াফ ও (সাফা-মারওয়ার মধ্যে) সাঈ করি। এরপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন এবং বলেন, যদি আমার সাথে কুরবানীর জন্তু না থাকত তবে আমিও হালাল হতাম। তখন সুরাকা ইব্‌ন মালিক (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ধরনের উপকার গ্রহণের সুযোগ কি শুধুমাত্র এ বছরের জন্য না চিরকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বরং চিরকালের জন্য।

রাবী আওযায়ী (রহ.) বলেন, আমি আতা ইব্‌ন আবু রিবাহ্‌কে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। কিন্তু আমি তা সংরক্ষণ করতে পারিনি। এরপর আমি ইব্‌ন জুরায়েজের সাথে দেখা করলে তিনি তা আমাকে মনে করিয়ে দেন।

১৭৮৮। হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ যিল-হজ্জের চার রাত কাটার পর মক্কায় ঢুকে। অতঃপর তাঁরা বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ সম্পন্ন করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা (তাওয়াফ ও সাঈ) উমরা হিসাবে গণ্য কর, অবশ্য যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে যেন এরূপ না করে। এরপর তারবিয়ার রাতে তারা হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন। এরপর কুরবানীর দিন এলে তারা (মক্কায়) এসে (বায়তুল্লাহ্) তাওয়াফ করেন এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ (সাঈ) ত্যাগ করেন।

١٧٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَطَاءٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ هَدْيٌ إِلاَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيُحِلُّوا إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا: أَنَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذُكُورُنَا تَقْطُرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ. وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ.

١٧٩٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ. حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ. عَنِ الْحَكَمِ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: هٰذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ وَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هٰذَا مُنْكَرٌ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ

١٧٩١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ وَهِيَ عُمْرَةٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَطَاءٍ دَخَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ خَالِصًا فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ عُمْرَةً

তরজমা ---

১৭৮৯। হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন। কিন্তু তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাল্‌হা (রা.) ছাড়া আর কারো সাথে কুরবানীর পশু ছিল না। আর এ সময় আলী (রা.) ইয়ামান হতে আগমন করেন এবং তার সাথেও কুরবানীর পশু ছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ ইহ্‌রাম বেঁধেছেন আমিও সেরূপ ইহরাম বাঁধলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথিদের নির্দেশ দেন যে, তারা যেন এটাকে উমরায় পরিণত করে এবং বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করে এবং মস্তক মুন্ডনের (বা চুল ছোট করে কর্তনের) পর হালাল হয়। অবশ্য যাদের সাথে কুরবানীর জন্তু আছে তারা ব্যতীত। তারা বলেন, আমরা মিনার দিকে এমন অবস্থায় যাই যে আমরা স্ত্রী সহবাস করেছি। এই কথা রাসূলুল্লাহ্ (রাঃ)-এর নিকট পৌছলে তিনি বলেন, আমি যা পরে জেনেছি যদি তা পূর্বে জানতে পারতাম তবে আমি সাথে করে কুরবানীর জন্তু আনতাম না। আর আমার সাথে কুরবানীর জন্তু না থাকলে আমি অবশ্যই ইহ্‌রাম খুলে ফেলতাম।

১৭৯০। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, এ সে উমরা যার মাধ্যমে আমরা উপকৃত হয়েছি। যার সাথে কুরবানীর জন্তু নেই সে যেন পূরাপূরি হালাল হয়। আর উমরা কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করছে। আবূ দাউদ (রহ) বলেন, এটি মুনকার হাদীস এবং তা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিজের কথা।

১৭৯১। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম বলেন, যখন কোন লোক হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে এবং মক্কায় পৌছে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ সম্পন্ন করে, অতঃপর সে হালাল হয়- তা (তার উমরা। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, ইবন জুরায়েজ (রহ.) এক ব্যক্তির সূত্রে, তিনি আতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ শুধুমাত্র হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে (মক্কায় ঢুকেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উমরায় পরিণত করেন।

١٧٩٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . قَالاَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ ابْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْمَعْنَى عَنْ مُجَاهِدٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَقَالَ ابْنُ شَوْكَرٍ . وَلَمْ يُقَصِّرْ . ثُمَّ اتَّفَقَا وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ الْهَدْيِ . وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَطُوفَ وَأَنْ يَسْعَى وَيُقَصِّرَ . ثُمَّ يَحِلَّ زَادَ ابْنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ أَوْ يَحْلِقَ ثُمَّ يَحِلَّ

١٧٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ . أَخْبَرَنِي أَبُو عِيسَى الْخُرَاسَانِيُّ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ.

١٧٩٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى أَبُو سَلَمَةَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ خَيْوَانَ بْنِ خَلْدَةَ . مِمَّنْ قَرَأَ عَلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ . مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ . أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ . قَالَ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَذَا وَكَذَا . وَعَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُورِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : فَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ . فَقَالُوا : أَمَّا هٰذَا فَلاَ . فَقَالَ : أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ وَلٰكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ.

তরজমা --

১৭৯২। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলমাত্র হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধেন। অতঃপর তিনি মক্কায় পৌঁছে (বায়তুল্লাহ্‌) তাওয়াফ ও (সাফা-মারওয়ার মধ্যে) সাঈ সম্পন্ন করেন।

রাবী ইব্‌ন শাওকার বলেন, কুরবানীর জন্তু সংগে আনাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার কেশ খাট করেননি এবং হালালও হননি। আর যারা নিজেদের সাথে কুরবানীর জন্তু আনেনি, তিনি তাদেরকে (উমরার জন্য) তাওয়াফ ও সাঈ আদায় করার পর হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন।

১৭৯৩। হযরত সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়াব (রহ.) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট জানেন সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর মৃত্যুকালীন রোগে আক্রান্ত থাকা অবস্থায় হজ্জের আগে উমরা করতে বারন করতে শুনেছি।

১৭৯৪। হযরত মুয়াবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি জানেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুক, অমুক জিনিস ও চিতাবাগের চামড়ার উপর চড়তে নিষেধ করেছেন? তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, আপনারা কি জানেন যে, তিনি হজ্জ ও উমরা একত্রে করতে বারন করছেন? তারা বলেন, আর এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনা। তিনি বলেন, এটাও ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত: কিন্তু আপনারা তা ভুলে গেছেন।

باب في الإقران

হজ্জ কিরান

١٧٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُم سَمِعُوهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، يَقُولُ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا، لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا.

١٧٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِهَا يَعْنِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ يَعْنِي أَنَسًا مِنْ هٰذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ بَدَأَ بِالْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ

তরজমা --

১৭৯৫ হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তার (ইয়াহ্ইয়া, আবদুল আযীয প্রমুখ) তাকে বলতে শুনেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হজ্জ ও উমরার জন্য একসাথে তাল্‌বিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি আমি হজ্জ ও উমার জন্য (হে আল্লাহ্) তোমার কাছে হাজির।ঐন্ধ"।রূবলতেন ঃ

১৭৯৬। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলায়ফায় রাত যাপন করেন। অতঃপর সকাল হলে তিনি উষ্ট্রীতে সওয়ার হন। বায়দা নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি আল্লাহ্ পাকের হাম্‌দ, তাস্‌বীহ্ ও তাকবীর আদায় করেন এবং পরে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন। আর তাঁর সাথী সাহাবীগণও হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন। এরপর আমরা মক্কায় পৌঁছলে তিনি নির্দেশ দেন এবং তদনুযায়ী লোকেরা ইহ্‌রাম খোলে ফেলে (যাদের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিলনা)। অতপর তারবিয়ার দিন আসলে হলে তারা হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে সাতটি উট দাড়ানো অবস্থায় যবেহ্ করেন।

ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, যে বিষয়টি শুধু হযরত আনাসরা.-এর উক্ত হাদ্যীসেই বর্ণিত হয়েছে, তাহলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে আল্লাহ্ পাকের হাম্‌দ, তাস্‌বীহ্ ও তাকবীর আদায় করেন এবং পরে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন।

তাশরীহ --

قوله: باب في الإقران.

ইক্বরান বা ক্বিরান শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো দু'টি বস্তুকে একত্রিত করা। আর পারিভাষিক অর্থ হলো, হজ্জও উমরাহ এক ইহরাম বেঁধে সমাপন করা। এ অবস্থায় হজ্জও উমরাহ্ উভয়কে একত্রিত করা হয়।

ক্বিরানের নিয়ম ঃ ক্বিরানের নিয়ম হলো, হজ্জের মাসসমূহে মীকাতে পৌছে অথবা তার পূর্বেই গোসল প্রভৃতি সমাধা করে ইহরামের কাপড় পরিধান করতঃ মাথা আবৃত করে দু'রাকা'আত নামাজ আদায় করা। সালাম ফিরায়ে মস্তক অনাবৃত করতঃ কেবলামুখী হয়ে বসা এবং মনে মনে হজ্জও উমরাহর নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা। নিয়তটি হলো ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْ هُمَا لِيْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّيْ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ○

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি উমরাহ ও হজ্জ একসাথে পালন করার নিয়ত করলাম। তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং কবুল করুন। অতঃপর আবার পড়া-

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

হজ্জে ক্বিরানের অবশিষ্ট আহকাম ঠিক মুফরিদেরই অনুরূপ। যেসব আহকাম শুধু ক্বিরানের সাথে নির্দিষ্ট সেগুলোর বর্ণনা করা হল।

মক্কা মুকাররামায় পৌছে তাতে প্রবেশ করার আদব সম্পর্কে খুব খেয়াল রাখা। তারপর মসজিদের আদব মোতাবেক বাবুস সালামের পথে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতঃ প্রথমে ইযতেবা ও রমল সহকারে উমরাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করা। তাওয়াফ শেষ করে তাওয়াফের নামাজ পড়া এবং যমযমের পানি পান করা। তারপর হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করে বাবুস সাফার পথে বের হয়ে উমরাহর সাঈ এর পরে ইহরাম ভঙ্গ করা যাবে না। কেননা, একই সঙ্গে হজ্জ পালনের জন্যও ইহরাম বাধা হয়েছে। সাঈ এর পরে সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছুক্ষণের মধ্যেই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তাওয়াফে কুদুম সম্পন্ন করা। নতুবা উকুফে আরাফার পূর্বেই তাওয়াফে কুদুম সমাপ্ত করা। তাওয়াফে কুদুমের পরে যদি হজ্জের সাঈও করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে তাতে রমল ও ইযতেবা করা। ক্বিরানের জন্য তাওয়াফে কুদুমের পরে সাঈ করা উত্তম। যদি তাওয়াফে কুদুমের পরে সাঈ না করে, তাহলে তাওয়াফে যিয়ারতের পরে সাঈ করতে হবে।

উমরাহ্ এবং তাওয়াফে কুদুম সমাপ্ত করে ইহরামরত অবস্থায় মক্কা মুকাররামায় অবস্থান করা। তারপর ৮ যিলহজ্জ মিনায় এবং ৯ যিলহজ্জ আরাফাতে যাওয়া। আরাফাত এবং মুযদালিফার হুকুম আহকামের ব্যাপারে ক্বিরান এবং ইফরাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং মুফরিদের মতই যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পাদন করা। অতঃপর ১০ যিলহজ্জ মিনায় এসে শুধু জামরায় উখরায় কংকর নিক্ষেপ করা। তারপর ক্বিরানের শুকুরিয়াস্বরূপ কুরবানি করা। স্ত্রী সহবাস এবং চুম্বন, আলিঙ্গল ব্যতীত অপর যেসব কাজ ইহরামের কারণে হারাম ছিল, এখন থেকে সেগুলো জায়েয হয়ে যাবে। তারপর ১০ যিলহজ্জ তাওয়াফে যিয়ারত সমাপন করা। ১০ তারিখেই তাওয়াফে যিয়ারত করা উত্তম। নতুবা ১২ যিলহজ্জের সূর্যাস্তের পূর্বে আদায় করে ফেলা আবশ্যক। তাওয়াফে যিয়ারতের পর মিনায় ফিরে ১১ ও ১২ তারিখে সূর্য হেলে পড়ার পর জামরাত্রয়ের উপরে রমি করা। যদি ১৩ তারিখেও মিনায় থাকা হয়, তবে আবার সূর্য হেলে পড়ার পর জামরাত্রয়ের উপরে কংকর নিক্ষেপ করা। যদি ১২ তারিখেই মক্কা যেতে চায়, পারবে। কংকর নিক্ষেপ, ক্ষৌর কার্য ও কুরবানির আহকাম ইফরাদ হজ্জের নিয়মের অনুরূপ।

যখন মিনা থেকে মক্কায় আসা হবে, তখন পথিমধ্যে যদি সম্ভব হয় তবে ওয়াদিয়ে মুহাসসাবে যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামাজ আদায় করা এবং অল্প সময় বিশ্রাম করে মক্কায় প্রত্যাগমন করা। অন্যথায় যতটুকু সম্ভব এমনকি এক মুহূর্তের জন্য হলেও সেখানে থামবে। সেখানে থামা সুন্নাত। তারপর মুফরিদের মত 'তাওয়াফে বিদা' প্রভৃতি সমাপন করা। এভাবে হজ্জে ক্বিরান সমাপ্ত হয়ে যাবে।

ক্বিরান হজ্জের শর্তসমূহ

শরীঅতসিদ্ধ ক্বিরান হজ্জের জন্য ৫টি শর্ত রয়েছে। যথাঃ

১. উমরাহর পুরা তাওয়াফ অর্থাৎ চার চক্কর হজ্জের মাসসমূহের সমাপন করা। যদি হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে হয়, তাহলে ক্বিরানে শরয়ী আদায় হবে না।

২. উমরাহর পুরা তাওয়াফ অথবা অধিকাংশ তাওয়াফ অকুফে আরাফার পূর্বে করা। যদি কেউ উমরাহর তাওয়াফ করার পূর্বেই অকুফে আরাফা করেন, তবে উমরাহ বাদ পড়ে যাবে। আইয়ামে তাশরীকের পরে তার কাযা করতে হবে এবং একটি দমও দিতে হবে। উমরাহ্ ছুটে যাওয়ার কারণে ক্বিরান বাতিল হয়ে যাবে এবং ক্বিরানের দমও রহিত হয়ে যাবে।

৩. উমরাহর পুরা তাওয়াফ অথবা অধিকাংশ তাওয়াফ সমাপন করার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধা। যদি কেউ উমরাহর অধিকাংশ তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর হজ্জের ইহরাম বাঁধেন, তাহলে তিনি আর ক্বিরানে থাকবেন না। তামাত্তু' পালনকারী হয়ে যাবেন। তবে শর্ত হলো, উমরার তাওয়াফের অধিকাংশ হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে করে থাকেন, তাহলে তামাত্তু' পালনকারীও হবে না; বরং মুফরিদ হয়ে যাবেন।

৪. উমরাহ্ ফাসেদ করার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধা। যদি কোন ব্যক্তি উমরাহ ফাসেদ হওয়ার পর হজ্জের ইহরাম বাঁধেন, তাহলে তা ক্বিরান হবে না; বরং ইফরাদ হবে।

৫. হজ্জএবং উমরাহকে স্ত্রী সহবাস এবং স্ব-ধর্মত্যাগ দ্বারা ফাসেদ না করা। যদি কেউ উমরাহর অধিকাংশ তাওয়াফ সমাপন করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস দ্বারা উমরাহ্ ফাসেদ করে দেন অথবা অকুফে আরাফার পূর্বে স্ত্রী সহবাস দ্বারা হজ্জ ফাসেদ করে দেন, তাহলে ক্বিরান বাতিল হয়ে যাবে এবং ক্বিরানের দমও রহিত হয়ে যাবে।

ক্বিরানের মাসআলাসমূহ

১. ক্বিরানের উপরে জামরাতুল উখরার রামি (কংকর নিক্ষেপের) পর ক্বিরানের শুকরিয়াস্বরূপ একটি দম বা কুরবানি করা ওয়াজিব। তাকে 'দমে ক্বিরান' অথবা 'দমে শোকর' বলা হয়।

২. দমে ক্বিরানের শর্তাবলি ঠিক কুরবানির শর্তসমূহেরই অনুরূপ।

৩. দমে ক্বিরান থেকে ক্বিরানের জন্য খাওয়া জায়েয। কুরবানির মত এক তৃতীয়াংশ ফকীর-মিসকীনদের প্রদান করা মুস্তাহাব। এক তৃতীয়াংশ বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বন্টন করবেন এবং এক তৃতীয়াংশ নিজের কাজে লাগাবেন অথবা অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করবেন। এ কুরবানির গোশত সদকা করা ওয়াজিব নয়।

৪. দমে ক্বেরানের নিয়ত করা আবশ্যক। নিয়তের মাধ্যমেই এটি জেনায়াতের দম থেকে পৃথক হয়ে যাবে। নিয়ত ছাড়া দমে ক্বেরান আদায় হবে না।

৫. দমে ক্বিরান ওয়াজিব হওয়ার জন্য ক্বিরান শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। পশু অথবা তার মূল্যের উপর সক্ষম হওয়া এবং ক্বিরানের আকেল, বালেগ ও আযাদ হওয়া শর্ত। গোলাম এবং না-বালেগের উপরে দম ওয়াজিব নয়। গোলামের উপরে এর পরিবর্তে রোজা ওয়াজিব হবে।

৬. দমে ক্বিরানকে হরমে যবেহ করা জরুরি। যদি কেউ হরমের পরিবর্তে অন্য কোথাও যবেহ্ করেন, তা হলে আদায় হবে না। এমনিভাবে আইয়ামে নহর অর্থাৎ ১০ হতে ১২ যিলহজ্জের মধ্যে যবেহ্ করা ওয়াজিব। উক্ত দিবসসমূহের পূর্বে যবেহ করা জায়েয নয়। পরে জায়েয আছে, কিন্তু তাতে ওয়াজিব তরক হবে।

৭. যবেহ করার প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিক; আর সুন্নাত ওয়াক্ত সূর্যোদয়ের পর। ক্বিরানের জন্য রমি এবং ক্ষৌর কার্যের মধ্যবর্তী সময়ে যবেহ করা ওয়াজিব।

৮. ক্বিরান বা মুতামাত্তে' যদি কুরবানি যবেহ করার পূর্বে মারা যায়, তবে যবেহ করার ওসিয়াত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। ওসিয়ত করে গেলে তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে তা পূরণ করা হবে। ওছিয়ত না করলে উত্তরাধিকারীদের উপর তা ওয়াজিব নয়। কিন্তু যদি তারা মৃতের পক্ষ থেকে যবেহ করে দেন, তবে মৃত ব্যক্তি দম হতে মুক্ত হয়ে যাবে।

৯. ক্বিরানের জন্য যথাক্রমে রমি, যবেহ এবং ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, প্রথমে রমি, তারপর যবেহ এবং তারপর ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করতে হবে। তাওয়াফে যিয়ারতের ক্ষেত্রে ক্রমানুবর্তিতা ওয়াজিব নয়। যদি কেউ সেই তিন কাজের পূর্বে, পরে অথবা মাঝখানে তাওয়াফ সম্পন্ন করেন, তবুও জায়েয। তবে ক্ষৌর কার্যের পরই তাওয়াফে যিয়ারত করা সুন্নাত। মুফরিদের জন্য যবেহ ওয়াজিব নয়। কিন্তু রমি এবং ক্ষৌর কার্যের মধ্যে তার জন্যও ক্রমানুবর্তিতা রক্ষা করা ওয়াজিব।

হজ্জে তামাত্তু' পালনের নিয়ম

তামাত্তু' পালনের নিয়ম হলো, প্রথমে উমরার ইহরাম বেঁধে হজ্জের মাসসমূহে উমরাহ পালন করবেন। তারপর ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করে হালাল হয়ে যাবেন। হালাল হয়ে মক্কায় অথবা নিজের জন্মস্থান ব্যতীত অন্য কোথাও অবস্থান করবেন। যখন হজ্জের সময় আসবে তখন হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ পালন করবেন। ৮ যিলহজ্জ মিনায় যাবেন এবং যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফযর মিনায় পড়বেন। রাত্রি সেখানে কাটাবেন। ৯ যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর আরাফাতে গমন করবেন। সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অকুফে আরাফা করবেন। ১০ যিলহজ্জের রাত্রি মুযদালিফায় অতিবাহিত করবেন এবং ফজরের নামাজ প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে দো'আ পাঠ করতে থাকবেন আর সূর্যোদয়ের পর দু'রাকায়াত পরিমিত সময় অবশিষ্ট থাকতে মুযদালিফা থেকে মিনা অভিমুখে যাত্রা করবেন। এখান থেকে ৭০টি কংকর সঙ্গে নিয়ে যাবেন। ওয়াদিয়ে মুহাসসার থেকে তাড়াতাড়ি বের হবেন মিনায় এসে জামরায়ে উখরায় রামি করতঃ দমে তামাত্তু' যবেহ করবেন। তারপর ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করে তাওয়াফে যিয়ারত করবেন। প্রথম তিন চক্করে রমল করবেন, কিন্তু ইযতেবা' করবেন না। তাওয়াফ শেষে সাঈ করবেন তারপর ১২ অথবা ১৩ যিলহজ্জ পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করবেন এবং প্রত্যহই সূর্য হেলে পড়ার পর জামরাত্রয়ের উপরে রমি করবেন। অতঃপর মিনা থেকে আসার পথে যদি সম্ভব হয় তাহলে 'মুহাসসাব' নামক স্থানে যোহর আসর, মাগরিব ও এশার নামাজ আদায় করবেন। তারপর অল্প সময় বিশ্রাম করে মক্কায় আগমন করবেন। যদি এই পরিমাণ থামা সম্ভব না হয়, তাহলে অল্প সময় হলেও সেখানে অবস্থান করবেন। তারপর মক্কা মুকাররমা হতে রওয়ানা হওয়ার সময় তাওয়াফে বিদা' সমাপন করবেন। হজ্জে কি্বরান ও তামাত্তু'র আহকাম হজ্জে ইফরাদ ও উমরাহর বর্ণনায় দেখে নেবেন। যাবতীয় আদব, সুন্নাত প্রভৃতির খেয়াল রাখবেন এবং প্রত্যেক কাজের বিবরণ ভালভাবে দেখে নেবেন। যদি তামাত্তো' পালনকারীর সাথে দমে তামাত্তু'ও থাকে, তাহলে তিনি উমরাহর পরে মু-াবেন না; বরং এভাবেই ইহরামরত থেকে যাবেন। ৮ যিলহজ্জ হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধবেন। উমরাহর কাজ শেষ হওয়ার পরও ইহরামের কোন নিষিদ্ধ কাজ করবেন না। অন্যথায় দম ওয়াজিব হবে।

হজ্জে তামাত্তু'র শর্তসমূহ

১. তামাত্তু' এর জন্য আফাকী অর্থাৎ, মীকাতের বাইরে বসবাসকারী হওয়া শর্ত। মক্কা মুকাররমায় বসবাসকারী এবং মীকাতের ভেতরে বসবাসকারীদের জন্য তামাত্তু' জায়েয নয়।

২. পূর্ণ উমরাহ অথবা উমরাহর তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর হজ্জের মাসসমূহে সম্পন্ন করা। যদিও উমরাহর ইহরাম হজ্জের মাসসমূহের পূর্বেই বেঁধে থাকেন।

৩. হজ্জের ইহরামের পূর্বে উমরার সমগ্র তাওয়াফ অথবা অধিকাংশ সমাপন করা। যদি কেউ পুরা তাওয়াফ অথবা অধিকাংশ চক্কর সমাপ্ত করার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধেন তাহলে তামাত্তু' শুদ্ধ হবে না, কি্বরান হবে।

৪. হজ্জএবং উমরাহ্ একই বছরে সমাপন করতে হবে। যদি কেউ হজের মাসসমূহে এক বছরে উমরাহর তাওয়াফ সমাপন করেন এবং দ্বিতীয় বছর হজ্জ সম্পন্ন করেন, তাহলে তামাত্তু' হবে না। যদি নিজের বাড়ী-ঘরে নাও গিয়ে থাকেন।

৫. হজ্জএবং উমরা উভয়কে একই সফরে সমাপন করা। যদি কেউ হজ্জের মাসসমূহে উমরাহ্ সম্পন্ন করতঃ ইহরাম খুলে বাড়ী চলে যান এবং পরে হজ্জ সমাপন করেন, তাহলে তামাত্তু' হবে না। আর যদি তাওয়াফে উমরাহর পরে মাথা মু-নের পূর্বেই বাড়ী চলে যান এবং তারপর ফিরে এসে হজ্জ সম্পন্ন করেন তবে 'তামাত্তু' হয়ে যাবে। এভাবে যদি মাথা মু-ানোর পরে হরম থেকে বাইরে চলে যান, কিন্তু মীকাতের ভেতরে থাকেন আর ফিরে এসে হজ্জ সম্পন্ন করেন, তবে তাতেও তামাত্তু' হয়ে যাবে।

৬. উমরাহ্ ফাসেদ না করা। যদি কেউ উমরাহ্ ফাসেদ করে উমরাহর পরে হজ্জ করেন, তাহলে তামাত্তু' হবে না।

৭. হজ্জ ফাসেদ না করা। যদি কেউ উমরাহ্ ফাসেদ না করেন এবং হজ্জ ফাসেদ করে বসেন, তাহলে তামাত্তু' হবে না।

١٧٩٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِينٍ . قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ : فَأَصَبْتُ مَعَهُ أَوَاقِيَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَجَدْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَقَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوحٍ فَقَالَتْ : مَا لَكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَحَلُّوا قَالَ : قُلْتُ لَهَا : إِنِّي أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي : كَيْفَ صَنَعْتَ ؟ فَقَالَ : قُلْتُ : أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَإِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ قَالَ : فَقَالَ لِي : انْحَرْ مِنَ الْبُدْنِ سَبْعًا وَسِتِّينَ أَوْ سِتًّا وَسِتِّينَ . وَأَمْسِكْ لِنَفْسِكَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، أَوْ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، وَأَمْسِكْ لِي مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا بَضْعَةً.

١٧٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ . عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ : أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا . فَقَالَ عُمَرُ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم.

তরজমা ---

১৭৯৭। হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা.)-এর সাথে ছিলাম যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইয়ামনের শাসক নিযুক্ত করে পাঠান। রাবী বলেন, আমি তার সাথে কিছু স্বর্ণ জমা করি। তিনি বলেন, এরপর আলী (রা.) যখন ইয়ামন হতে রাসূলুল্লাহ্আঃ)-এর কাছে (মক্কায়) আসেন আলী (রা.) বলেন, তখন আমি ফাতিমা (রা.)-কে একখণ্ড রঙ্গীন কাপড় পরিহীতা অবস্থায় দেখতে পাই। আর তিনি ঘর খোশবোতে ভরে তোলেন। আর তিনি আলীকে বলেন, আপনার কি হল? আপনি ইহ্রাম খুলেন না? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদিগকে ইহ্রামমুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আলী (রা.) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কিরূপ ইহ্রাম বেঁধেছ? আমি বলি, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরূপ ইহ্রাম বেঁধেছি। তখন তিনি বলেন, আমি তো কুরবানীর জন্তু পাঠিয়েছি এবং কিরান হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছি। (আলী (রা.) বলেন, তিনি আমাকে বলেন, তুমি ৬৭টি উট কুরবানী কর আর ৩৩টি বা ৩৪টি (আমার জন্য) রেখে দাও। আর প্রতিটি উট হতে আমার জন্য এক টুক্রা করে গোশ্ত রেখে দিও।

১৭৯৮। হযরত আবূ ওয়ায়েল হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল সুবাই ইব্ন মা'বাদ বলেছেন, আমি একত্রে হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধি। উমার (রা.) আমাকে বলেন, তুমি তোমার নবী-র সুন্নাত পেয়ে গেছ।

তাশরীহ ---

قوله : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

فيه أن القِران نسك من المناسك، وأنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على ما ترجم له المصنف من القران، وهو الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد. وفيه أيضاً دليل على وجواب الهدي على القارن كالمتمتع؛ فقد قيل له: واذبح ما استيسر من الهدي، وقال له عمر : هديت لسنة نبيك،

١٧٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ هُذَيْمُ بْنُ ثُرْمُلَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَا هَنَاهُ إِنِّي حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَكَيْفَ لِي بِأَنْ أَجْمَعَهُمَا قَالَ اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ قَالَ فَكَأَنَّمَا أُلْقِيَ عَلَيَّ جَبَلٌ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا وَإِنِّي أَسْلَمْتُ وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي فَقَالَ لِي اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَإِنِّي أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَقَالَ لِي عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم

١٨٠٠ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ . عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ . عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ . عَنْ عِكْرِمَةَ . قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ . يَقُولُ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ : وَهُوَ بِالْعَقِيقِ وَقَالَ : صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ . وَقَالَ : عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَقُلْ عُمْرَةٌ . فِي حَجَّةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ . عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ : وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ

তরজমা ---

১৭৯৯। হযরত আবূ ওয়াইল (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-সুবাই ইব্ন মা'বাদ বললেন, আমি একজন খৃস্টান যাযাবর ছিলাম। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। এরপর আমি হুযাইম ইব্ন ছুরমালা নামে কথিত আমার গোত্রের এক লোকের কাছে এলাম। আমি তাকে বললাম, হে তুমি! আমি জিহাদে যেতে আগ্রহী এবং এদিকে আমি নিজের উপর হজ্জ ও উমরাও আবশ্যক দেখছি। উভয়টি (হজ্জ-উমরা) আমি কিভাবে আদায় করব? সে বলল, তুমি একত্রে উভয়টির জন্য ইহ্‌রাম বাঁধ এবং তোমার জন্য সহজলভ্য জন্তু কোরবানী কর। অতএব আমি একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলাম। আমি আল উবাইব নামক স্থানে পৌছলে সালমান ইব্ন রবীআ' ও যায়িদ ইব্ন সাওহান আমার সাথে মিলিত হন তখন আমি হজ্জ ও উমরা উভয়ের তালবিয়া পাঠরত ছিলাম। তখন তাদের একজন অপরজনকে বলেন, এই ব্যক্তি তার উটের চেয়ে বেশী চালাক নয়। রাবীবলেন, আমার মাথায় যেন পাহাড় ভেংগে পড়ল। আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট এসে তাঁকে বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন! আমি একজন খৃস্টান বেদুইন ছিলাম। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি জিহাদে যেতে আগ্রহী এবং অপর দিকে আমি নিজের উপর হজ্জ ও উমরাও আবশ্যক বলে মনে করি। আমি (এর সমাধান পেতে) আমার গোত্রের এক লোকের কাছে এলে তিনি বলেন, তুমি একত্রে উভয়টির ইহ্‌রাম বাধ এবং তোমার জন্য সহজলভ্য জন্তু কোরবানী কর। আমি উভয়টির জন্য একত্রে ইহ্‌রাম বেঁধেছি। উমার (রা.) বলেন, তুমি তোমার নবী করীম-এর সুন্নাত (পথ) পেয়ে গেছ

১৮০০। হযরত ইক্‌রামা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, আমার নিকট উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, এক রাতে আমার নিকট একজন মেহমান আমার মহিমান্বিত রবের নিকট হতে আসেন। উমার (রা.) বলেন, ঐ সময় তিনি আকীক নামক স্থানে অবস্থানরত ছিলেন। সেই মেহমান বলেন, আপনি এই পবিত্র প্রান্তরে নামায পড়ুন এবং বলুন হজ্জের মধ্যেই উমরা (অর্থাৎ হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করা উত্তম।)

١٨٠١ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ . قَالَ لَهُ : سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلَجِيُّ . يَا رَسُولَ اللهِ : اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ . فَقَالَ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هٰذَا عُمْرَةً . فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَقَدْ حَلَّ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.

١٨٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ . حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ خَلاَّدٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمَعْنَى . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ . عَنْ طَاوُوسٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ . أَخْبَرَهُ قَالَ : قَصَّرْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرْوَةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصِّرُ عَنْهُ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ . قَالَ : ابْنُ خَلاَّدٍ . إِنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَخْبَرَهُ

١٨٠٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ . وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَعْنَى قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ مُعَاوِيَةَ . قَالَ لَهُ : أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ عَلَى الْمَرْوَةِ . زَادَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ لِحَجَّتِهِ

١٨٠٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ . أَخْبَرَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ . سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ . يَقُولُ : أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُمْرَةٍ . وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ.

তরজমা

১৮০১। হযরত আর-রাবী' ইব্ন সাবূরা (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, আমরা (মদীনা) হতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রওনা হই। আমরা যখন উসফান নামক স্থানে ছিলাম, তখন সুরাকা ইব্ন মালিক মুদলাজী (রা.) তাকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমাদের বিস্তারিতভাবে (হজ্জের বিষয়) এমনভাবে বুঝিয়ে দিন যেভাবে সদ্য প্রসূত শিশুদের বুঝানো হয়। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ তোমাদের এই হজ্জের মধ্যে উমরাকেও প্রবেশ করিয়েছেন। কাজেই তোমরা মক্কায় পৌছে বের তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করবে, অতঃপর হালাল হবে। অবশ্য, যদি কারো সাথে কুরবানীর জন্তু থাকে, তবে সে হালাল হবে না।

১৮০২। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুয়াবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা.) তাকে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি মারওয়া নামক স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুল মোবারক তীরের ফলার সাহায্যে খাট করে দেই। অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমি মারওয়া নামক স্থানে তাঁর চুল মোবারক তীরের ফলার সাহায্যে কাটাতে দেখি।

১৮০৩। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। মুয়াবিয়া (রা.) তাকে বলেন, আপনি কি জানেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চুল মোবারক মারওয়া নামক স্থানে আরবীয় তীরের অগ্রভাগের সাহায্যে ছোট করেছিলাম? রাবী আল-হাসানের বর্ণনায় আরও আছে– তার হজ্জের সময়।

১৮০৪। হযরত মুসলিম আল-কুরা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি ইবন আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরার ইহরাম বাধেন এবং তার সাথীগণ হজ্জের (ইহরাম বাঁধেন)।

١٨٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَطَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يُحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ النَّاسُ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ

١٨٠٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ الْهَدْيَ.

তরজমা --

১৮০৫। হযরত সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে তামাত্তো হজ্জ করেন, অর্থাৎ হজ্জের পূর্বে উমরা করেন। তিনি যুল-যুলায়ফা হতে ইহ্রাম বাঁধেন এবং নিজের সাথে কুরবানীর পশু নেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হজ্জ এভাবে শুরু করেন যে তিনি প্রথমে উমরার ইহ্রাম বাঁধেন, এরপর হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন। আর লোকেরাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জের পূর্বে উমরা করেন। কতিপয় লোক সাথে কুরবানীর পশু নেন আর কারো সাথে তা ছিলনা। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কায় উপনীত হন, তখন তিনি লোকদের বলেন, যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা হজ্জের সকল অনুষ্ঠান শেষ না করা পর্যন্ত ইহরামমুক্ত হতে পারবে না। আর যাদের সাথে কুরবানীর পশু নাই, তারা বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ সম্পন্ন করে, মাথার চুল কেটে এরপর উমরা হতে হালাল হবে, তারপর হজ্জের ইহ্রাম বাঁধবে এবং কুরবানী করবে। আর যে ব্যক্তি কুরবানী করতে অক্ষম সে যেন হজ্জের মধ্যে (সময়ে) তিনদিন এবং পরে নিজের পরিবারে ফিরার পর সাতদিন রোযা রাখে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় উপনীত হওয়ার পর সর্বপ্রথম হজরে আস্ওয়াদ চুম্বন করেন। এরপর সাতবার তাওয়াফের মধ্যে প্রথম তিন (বার) তাওয়াফ তিনি দ্রুত পদক্ষেপে সম্পন্ন করেন এবং বাকী চার (বার) তাওয়াফ সাধারণ গতিতে হেঁটে সমাপ্ত করেন। তাওয়াফ সমাপনান্তে তিনি মাকামে ইবরাহীমের নিকট দুই রাক'আত নামায পড়েন এবং সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেন। এরপর তিনি সাফা পাহাড়ের নিকট আসেন এবং সাফা মারওয়ার মধ্যে সাতবার সাঈ করেন। অতঃপর হজ্জ সমাপন, কুরবানীর দিন কুরবানী করা এবং এরপর বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত তিনি ইহ্রাম খোলেননি। এরপর যাবতীয় হারাম বস্তু হতে হালাল হন। আর যেসব লোক কুরবানীর জন্তু সংগে এনেছিল তাঁরাও ঐরূপ করেন–যেরূপ তিনি করেছেন।

১৮০৬। হযরত নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী হাফ্সা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! লোকদের অবস্থা কি, তারা তো (উমরার পরে)হালাল হয়েছে (ইহ্রাম খুলেছে) কিন্তু আপনি তো আপনার উমরার পরে হালাল হন নি? তিনি বলেন, আমি আমার মাথার চুল জমাটবদ্ধ করেছি এবং আমার কুরবানীর উটের (পশুর) গলায় কিলাদা (মালা) পরিয়েছি। কাজেই যতক্ষণ না আমি আমার কুরবানীর জন্তু যবেহ্ করব, ততক্ষণ হালাল হতে পারব না

باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة

١٨٠٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ الأَسْوَدِ ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ ، كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ ، ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ : لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ إِلاَّ لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

١٨٠٨ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا ؟ قَالَ : بَلْ لَكُمْ خَاصَّةً.

باب الرجل يحج عن غيره

١٨٠٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

١٨١٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، بِمَعْنَاهُ قَالاَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ ، قَالَ : احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ.

١٨١١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَ إِسْحَاقُ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : مَنْ شُبْرُمَةُ ؟ قَالَ : أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ : حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

باب كيف التلبية

١٨١٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَ شَرِيكَ لَكَ ، قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِي تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

١٨١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلاَمِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ فَلاَ يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا

তরজমা --

যে ব্যক্তি হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার পর তা উমরায় বদল করে

১৮০৭। হযরত সুলাইম ইবনুল আস্ওয়াদ (রহ.) হতে বর্ণিত। আবূ যার (রা.) বলতেন, যে ব্যক্তি হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার পর তা উমরায় বদল করে এরূপ করা ঠিক নয় বরং তা শুধুমাত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর সাথে যারা ছিলেন তাদের জন্য জায়িয ছিল।

১৮০৮। হযরত হারিস ইব্ন বিলাল ইব্নুল হারিস (রহ.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হজ্জের ইহ্রাম উমরায় বদল করার সুযোগ কি শুধুমাত্র আমাদের জন্য, না তা আমাদের পরবর্তী লোকেরাও করতে পারবে? তিনি বলেন, বরং তা বিশেষভাবে তোমাদেরই জন্য।

যে ব্যক্তি বদলী হজ্জ করে

১৮০৯। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ফাদ্বল ইব্ন আব্বাস (রা.) একই বাহনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে বসাছিলেন। এ সময় খাস'আম গোত্রের জনৈক মহিলা, তাঁর কাছে ফাত্ওয়া গ্রহণের জন্য আসে। তখন ফাদ্বল (রা.) মহিলার প্রতি এবং মহিলা ফাদ্বলের প্রতি তাকাতে থাকলে রাসূলাল্লাহ্ ফাদ্বলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেন। মহিলা জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তায়ালার বান্দাদের উপর তাঁর ফরযকৃত হজ্জ আমার পিতার উপর এমন অবস্থায় ফরয হয়েছে যে, বার্ধক্যের কারণে তার পক্ষে বাহনে স্থির হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। আমি কি তার পক্ষে (বদলী) হজ্জ করতে পারি? তিনি বলেন, হাঁ। আর এটা ছিল বিদায় হজ্জের সময়ের ঘটনা।

১৮১০। হযরত আমের গোত্রের আবূ রাযীন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা অতিশিপর বৃদ্ধ, আর তিনি হজ্জ ও উম্রা আদায় করতে সমর্থ নন এবং সাওয়ার হতেও অপারগ। তিনি বলেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও উম্রা আদায় কর।

১৮১১। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন, "লাব্বাইকা আন্ শুব্রুমাতা। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ শুব্রুমা কে? সে ব্যক্তি বলে, আমার ভাই অথবা আমার বন্ধু। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ আচ্ছা, তুমি কি হজ আদায় করেছে? সে বলে, না। তিনি বলেন ঃ প্রথমে তুমি নিজের হজ্জ আদায় কর, পরে শুব্রুমার হজ্জ আদায় কর।

১৮১২। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর তাল্বিয়া ছিল ঃ..... অর্থাৎ আমি হাযির হে আল্লাহ্ আমি হাযির আমি হাযির, কোন শরীক নাই তোমার, আমি হাযির, নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই আর সকল সাম্রাজ্যও তোমার, কোন শরীক নাই তোমার। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) তাঁর তাল্বিয়ার আরম্ভে বলতেন– "লাব্বাইকা লাব্বাইকা লাব্বাইকা ওয়া সা'আদাইকা ওয়াল খায়রু বিয়াদায়কা ওয়ার রুগ্বাউ ইলাইকা ওয়াল আমালু"।

তাল্বিয়া কিভাবে পাঠ করবে

১৮১৩। হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্রাম বাঁধেন। এরপর ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ তাল্বিয়ার উল্লেখ করেছেন। জাবির (রা.) আরো বলেন, লোকেরা তালবিয়ার মধ্যে "যাল-মা'আরিজ" ইত্যাদি শব্দ বলত এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে কিছু বলতেন না।

তাশরীহ --

قوله : إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا.

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং অধিকাংশ মাশায়েখ গণের মতে যার উপর এমন অবস্থায় হজ্জ ফরজ হয়েছে যে, সে নিজে হজ্জ করার মত শারীরিক শক্তি নেই, তদুপরি তার উপর হজ্জ ওয়াজিব। তার জন্য উচিত অন্যকে দিয়ে হজ্জ করানো। অথবা সে অসিয়ত করে যাবে।

ইমাম সাহেবের বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ মত হল, এরূপ মানুষের উপর হজ্জ ফরজ হবে না। অতএব অন্যকে দিয়ে করানো বা অসিয়ত করে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন, হাদীসের মধ্যে শক্তি না থাকা অবস্থায়ও হজ্জ ফরজ হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। তদুপরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে তার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) দলীল পেশ করেন কোরআন শরীফের আয়াত দ্বারা من استطاع إليه سبيلا দ্বারা।

অনুরূপ হাদীসে জিব্রাঈলের মধ্যেও আছে وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا এখানে استطاعت শারিরিক শক্তিকে শর্ত ধার্য করা হয়েছে হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য। সুতরাং অক্ষম ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরজ হবে না।

শাফেয়ীরা যে দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, এ হাদীসের উদ্দেশ্য হল যে, আমার পিতার উপর তিনি সক্ষম থাকাবস্থায় যে হজ্জ ফরজ হয়েছিল এবং তিনি করে নাই, এখন তার এমন অবস্থা হয়েছে যে, তিনি একেবারে দূর্বল হয়ে পড়েছেন, বাহনের উপর বসার মত শক্তিও তার নেই, আমি কি তার পক্ষ থেকে এখন হজ্জ আদায় করতে পারি? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দেন। অতএব, দেখা গেল যে, দুর্বল অক্ষম হওয়ার পূর্বে হজ্জ ফরজ হয়েছিল। আর এই হজ্জ করানো ইমাম সাহেবের মতেও জরুরী।

অথবা অক্ষম হওয়ার পরে নেসাবের মালিক হয়েছে এবং তখন নফল হিসেবে আদায় করার অনুমতি চাওয়া হয়েছে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়েছেন এবং তিনি তো এ কথা বলেন নাই যে, অবশ্যই আদায় করতে হবে। অতএব, فرضيت আবশ্যকীয়তা প্রমানিত হয় না।

قوله: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

যদি কেউ হজ্জ না করে তাহলে সে, অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারবে কিনা এ সম্পর্কে মতভেদ আছে:

ইমাম শাফেয়ী এবং ইসহাক (রঃ) এর মতে জায়েয নেই।

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালিক (রঃ) এর মতে জায়েয।

ইমাম আহমদ (রহঃ) এরও অনুরূপ একটি উক্তি রয়েছে। অবশ্য হানাফিদের মতে এটা অসুন্দর خلاف اولى।

প্রথমপক্ষ উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, এতে প্রথমে নিজের হজ্জ করার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং পরে অন্যের হজ্জ।

দ্বিতীয় পক্ষের দলীল হল খাস'আম গোত্রের মহিলা সম্পর্কিত হাদীস যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মহিলাকে حجي عن ابيك বলেছেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করেন নি যে, তুমি নিজের হজ্জ করেছ কি না। এ থেকে বুঝা যায় যে, স্বাভাবিকভাবে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ করা জায়েয।

অনুরূপ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এরও অন্য একটি হাদীস রয়েছে সহীহাইনের মধ্যে যে, এক ব্যক্তি তার বোনের পক্ষ থেকে হজ্জ করার জন্য আবেদন করল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণ এর সাথে তুলনা করে আদায় করার জন্য অনুমতি দিলেন এবং এই প্রশ্ন করলেন না যে, তুমি তোমার হজ্জ করেছ কিনা?

অনুরূপ তিরমিযী শরীফের মধ্যে আছে যে, আবু রজীন উকায়লী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে এসে বললেন যে, ان ابي شيخ كبير لايستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن ابيك واعتمر এখানেও নিজের হজ্জ করা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হয় নাই। এতে বুঝা গেল যে, নিজের হজ্জ করা হোক অথবা না হোক অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ করা জায়েয আছে।

শাফেয়ীগণ শুবরোমা সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, ইমাম তাহাবী একে معلول বলেছেন এবং ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন যে, এর رفع ভুল,

আর যদি সহীহ মেনেই নেয়া হয় তদুপরি আমরা বলব যে, এ হাদীস خلاف اولى অসুন্দর এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর আমাদের হাদীস শুধু বৈধতা বর্ণনা করছে। এভাবে উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সমতা তৈরী হয়ে যায়।

١٨١٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ . عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ . عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ . عَنْ أَبِيهِ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَتَانِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ أَوْ قَالَ : بِالتَّلْبِيَةِ يُرِيدُ أَحَدَهُمَا

باب متى يقطع التلبية

١٨١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . عَنْ عَطَاءٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

١٨١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ.

باب متى يقطع المعتمر التلبية

١٨١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى . عَنْ عَطَاءٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَهَمَّامٌ . عَنْ عَطَاءٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا

باب المحرم يؤدب غلامه

١٨١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . قَالَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ . أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ . عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ . قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . حُجَّاجًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَنَزَلْنَا فَجَلَسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي وَكَانَتْ زِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَزِمَالَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً مَعَ غُلَامٍ لِأَبِي بَكْرٍ فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ قَالَ : أَيْنَ بَعِيرُكَ ؟ قَالَ : أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ . قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ قَالَ : فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ وَيَقُولُ : انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ قَالَ ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَقُولَ : انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ وَيَتَبَسَّمُ

তরজমা ---

তাল্‌বিয়া পাঠ কখন বন্ধ করবে

১৮১৪। হযরত খাল্লাদ ইবনুস সায়েব আল্ আনসারী (র.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিব্‌রাঈল (আ.) আমার কাছে এসে আমাকে বলেছেন, আমি যেন আমার সাথী ও সাহাবীদের নির্দেশ দেই, তারা যেন উচ্চস্বরে তাল্‌বিয়া পাঠ করে।

১৮১৫। হযরত ফাযল ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাম্‌রাতুল আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ করার আগ পর্যন্ত তাল্‌বিয়া পাঠ করতেন।

১৮১৬। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ভোরে আমরা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মিনা হতে আরাফাতে রওনা হই। এই সময়ে আমাদের মধ্যে কেউ তাল্‌বিয়া আর কেউ তাক্‌বীর পাঠে মশগুল ছিল।

উমরা পালনকারী কখন তাল্‌বিয়া পাঠ বন্ধ করবে

১৮১৭। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উমরাকারী হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদে চুম্বন না দেয়াপর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে।

ইমাম আবু দাউদ বলেনঃ উপরোক্ত হাদীসটি আব্দুল মালিক বিন আবী সুলাইমান ও হাম্মাম আতার সূত্রে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) হতে موقوفا বর্ণনা করেছেন।

ইহ্‌রাম অবস্থায় স্বীয় চাকরকে মারা প্রসঙ্গে

১৮১৮। হযরত আসমা বিন্‌ত আবূ বাক্‌র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (বিদায় হজ্জের সময়) আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্য রওনা হলাম। আমরা আরজ নামক স্থানে পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাহন থেকে নামলেন এবং আমরাও অবতরণ করলাম। আয়েশা (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পার্শ্বে বসেন এবং আমি আমার পিতার (আবূ বাক্‌রের (রা.)-এর পার্শ্বে বসি। আবূ বাক্‌র (রা.) ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য-পানীয় ও সফরের সরঞ্জাম একই সংগে আবূ বাকরের একটি গোলামের নিকট (একটি উষ্ট্রের পৃষ্ঠে) রক্ষিত ছিল। আবু বাক্‌র (রা.) গোলামের অপেক্ষায় ছিলেন (যেন খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করা যায়) কিন্তু সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হল যে, সে উট্ তার সাথে ছিল না। তিনি (আবূ বাক্‌র) জিজ্ঞাসা করেন, তোমার সে উটটি কোথায়? জবাবে সে বলল, আমি গতকাল তাকে হারিয়ে ফেলেছি। আবূ বাক্‌র (রা.) বলেন, মাত্র একটি উট, তুমি তাও হারিয়ে ফেললে? রাবী বলেন, তখন তিনি তাকে মারধোর করেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেঁসে বলেন ঃ তোমরা এ মুহ্‌রিম ব্যক্তির অবস্থা দেখ, কি করছে।

রাবী ইবন আবূ রিযমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ উক্তির চাইতে বেশী কিছু বলেননি যে, "তোমরা এ মুহ্‌রিম ব্যক্তির দিকে তাকাও কি কাজ করছে আর তিনি মুচ্‌কি হাসছিলেন।

তাশরীহ ---

قوله : باب متى يقطع التلبية.

হজ্জ আদায়কারীর তাল্‌বিয়া বন্ধ করার সময় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছেঃ

ইমাম মালিক, হাসন বসরী এবং সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়াব (রঃ) এর মতে হাজী যখন আরাফাতের মধ্যে অবস্থান করবে তখন তাড়াতাড়ি তাল্‌বিয়া বন্ধ করে দেবে।

ইমাম আবু হানিফা শাফেয়ী এবং আহমদ (রঃ) এর মতে জামারায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তাল্‌বিয়া বন্ধ করবে না

ইমাম মালিক (রঃ) এর দলীল হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) এর হাদীস–

قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فكان لايزيد على التكبير والتهليل ، رواه الطحاوي

আরাফাতের মধ্যে যেহেতু তাকবীর এবং তাহলীল ব্যতীত অন্য কিছু বলতেন না তাই বুঝা গেল যে, এ সময় তালবিয়া বন্ধ করে দিতেন।

ইমাম আবু হানিফা এর দলীল হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীসঃ

ان اسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة ثم ردف الفضل من المزدلفة الى منى فكلاهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة العقبة ، رواه البخاري –

ইমাম মালিক রহ. যে দলীল পেশ করেছেন আল্লামা আইনী এর জবাব দিয়েছেন যে, এই হাদীস তালবিয়ার নফী প্রমাণ করে না বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য যে, তাকবীর এবং তাহলীল এ জাতীয় ব্যতীত অন্য কিছু বলতেন না, অতএব এর দ্বারা তালবিয়া না করার উপর দলীল পেশ করা সহীহ হবে না।

অত:পর ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী, আহমদ (রঃ) এবং ইসহাক (রঃ) এর পরস্পরের মধ্যে এখতেলাফ দেখা দিয়েছে যে, কোন رمي কংকর নিক্ষেপের উপর তালবিয়া বন্ধ করতে হবে। ইমাম আহমদ এবং ইসহাক (রঃ) বলেন, সকল رمي এর পরে তালবিয়া বন্ধ করতে হবে। আর ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ী (রঃ) এর মতে প্রথম পাথর নিক্ষেপ করার সাথে সাথে তালবিয়া বন্ধ করতে হবে।

ইমাম আহমদ এবং ইসহাক (রঃ) এর দলীল হযরত ফজল ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস:

قال افضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع اخر حصاة ، رواه ابن خزيمة

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর দলীল হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর হাদীস

قال نظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة العقبة ، رواه البيهقي

এখানে জামারায়ে আকাবায় কাঁকর নিক্ষেপকে তাল্বিয়ার শেষ সীমা ধার্য করা হয়েছে। অতএব, পাথর মারা শুরু করতেই তালবিয়া বন্ধ করে দেয়া উচিত।

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত ইবনে খুজায়মা (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা যে দলীল দিয়েছেন এর জবাব হল যে. ثم قطع التلبية مع آخر حصات এর মধ্যে مع آخر حصات এর সংযোজন شاذ। ফজল ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর অন্য রেওয়ায়েতে এ শব্দ নেই বরং প্রত্যেক বর্ণনায়ই رمى الجمرة العقبة রয়েছে كما قال البيهقي

দ্বিতীয় কথা হল যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কারো কাছ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংকর নিক্ষেপের মধ্যখানে তালবিয়া বলেছেন। অতএব, এসবের বিপক্ষে কেবল ফজল ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস দলীলের উপযুক্ত হবে না।

قوله: باب متى يقطع المعتمر التلبية.

উমরা পালনকারী তালবিয়া বলা কখন বন্ধ করবে এর মধ্যেও কিছু মতভেদ রয়েছেঃ

ইমাম মালিক (রঃ) এর মতে যখনই দৃষ্টি বায়তুল্লাহর উপর পড়বে তখনই তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা শাফেয়ী এবং আহমদ (রঃ) এর মতে বরং জমহুর ইমামগণের মতে যখন হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করবে তখন তালবিয়া বন্ধ করে দেবে।

ইমাম মালিক (রঃ) দলীল পেশ করেন হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এর আসর দ্বারা যে,

سال عطاء متى يقطع المعتمر التلبية فقال قال ابن عمر اذا دخل الحرم ، رواه البيهقي

ইমাম আবু হানিফা দলীল পেশ করেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ

انه كان يمسك عن التلبية في العمرة অনুরূপ তিরমিযী শরীফের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। اذا استلم الحجر এ বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকবে

ইমাম মালিক (রঃ) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এর আসর দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল, এটা হচ্ছে মওকুফ, মরফু হাদীসের বিপক্ষে এটা দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়।

باب الرجل يحرم في ثيابه

পরনের কাপড়ে ইহ্রাম বাঁধা

١٨١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ أَثَرُ خَلُوقٍ أَوْ قَالَ صُفْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ قَالَ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ أَوْ قَالَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ وَاخْلَعِ الْجُبَّةَ عَنْكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجَّتِكَ.

١٨٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَهُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْلَعْ جُبَّتَكَ فَخَلَعَهَا مِنْ رَأْسِهِ .... وَسَاقَ الْحَدِيثَ

١٨٢١- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ. عَنِ ابْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فِيهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .... وَسَاقَ الْحَدِيثَ

তরজমা --

১৮১৯। হযরত সাফওয়ান ইব্ন ইয়া'লা ইব্ন উমায়্যা তার পিতা হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি, জিইররানা নামক স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আসে। এ সময় তার (কাপড়ের) উপর খুলূকের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, অথবা (রাবীর সন্দেহ) হলুদ বর্ণের দাগ ছিল। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কি নির্দেশ দেন, যদি আমি আমার উম্‌রা এরূপ (পরিধেয় বস্ত্রে সম্পাদন) করি? তখন আল্লাহ্ পাকনবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ওহী পাঠান। অতঃপর তাঁর উপর হতে ওহী নাযিলের প্রভাব দূর হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি কোথায়? এরপর (সে এলে) তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার শরীর ও কাপড়ে যে সুগন্ধি আছে, তা ধুয়ে ফেলবে। অথবা তিনি বলেন, তোমার শরীর বা কাপড়ে যে হলুদ রং আছে তা ধুয়ে ফেলবে। অথবা তিনি বলেন, তোমার শরীর বা কাপড়ে যে হলুদ রং আছে তা ধুয়ে ফেল। আর তোমার পরনের জামাটি খুলে ফেল এবং তোমার হজ্জের মধ্যে যা কিছু করেছ, উম্‌রাতেও তদ্রূপ করবে।

১৮২০। হযরত সাফওয়ান ইবন ইয়া'লা (রহ.) তাঁর পিতার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের মত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে আরও আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, তুমি তোমার জামা খুলে ফেল অতএব সে তার মাথার দিক দিয়ে তা খুলে ফেললো।

১৮২১। হযরত সাফওয়ান ইবন ইয়া'লা ইবন মুনাবিবহ (রহ.) তাঁর পিতা হতে পূর্বোক্ত হাদীসের মত হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে আরো আছে রাসূলুল্লাহ তাকে নির্দেশ দেন যে, সে যেন জামাটি খুলে ফেলে এবং শরীরের ভিতরের সুগন্ধির স্থানগুলি দুইবার বা তিনবার ধুয়ে ফেলে।

١٨٢٢ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ وَسَاقَ هٰذَا الْحَدِيثَ

باب ما يلبس المحرم

١٨٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ سَالِمٍ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ . فَقَالَ : لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ . إِلاَّ لِمَنْ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ . فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

١٨٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ

١٨٢٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ . عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ . عَنْ نَافِعٍ . عَلَى مَا قَالَ اللَّيْثُ . وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ . عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ . مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ . وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ . وَمَالِكٌ . وَأَيُّوبُ مَوْقُوفًا . وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُحْرِمَةُ لاَ تَنْتَقِبُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ : شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ حَدِيثٍ

١٨٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُحْرِمَةُ لاَ تَنْتَقِبُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.

তরজমা --

১৮২২। হযরত সাফওয়ান ইব্ন ইয়া'লা ইব্ন উমায়্যা (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। জিইররানা নামক স্থানে জনৈক ব্যক্তি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসে, যে উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধে এবং তার পরনে ছিল একটি জুব্বা। আর তার দাঁড়ি ও মাথা ছিল হলুদ রং এ রঞ্জিত।

মুহ্রিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরবে?

১৮২৩। হযরত ইব্ন উমার (রা.) বলেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, মুহ্রিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরবে? তিনি বলেন, সে কামীজ (জামা), টুপি, পায়জামা এবং পাগড়ী পরবে না, ঐ সমস্ত কাপড় ও (পরবে করবে না) যা ওয়ারস ও জা'ফরান মিশ্রিত এবং মোজাও পরিধান করবে না। অবশ্য যার জুতা নাই, সে মোজা পরতে পারবে। যার জুতা নাই সে মোজা পরবে, কিন্তু তা (মোজা) কেটে নেবে যাতে গোছার নীচে থাকে।

১৮২৪। হযরত ইব্ন উমার (রা.) নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত।

১৮২৫। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) নবী করীম হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এতে আরো আছে, মুহরিম স্ত্রীলোকেরা যেন মুখমণ্ডলে নেকাব না ঝুলায় এবং হাতমোজা পরে না। ইমাম আবুদ দাউদ (রহ.) বলেন, উপরোক্ত হাদীসটি, হাতিম ইব্‌ন ইসমাঈল এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইসমাঈল -মূসা ইব্‌ন উকবা হতে বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম ইব্‌ন সাঈদ আল মাদানী - নাফে' হতে, তিনি ইব্‌ন উমার (রা.) হতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, মুহ্‌রিম মহিলারা যেন মুখমণ্ডলে নিকাব না ঝুলায় এবং হাত মোজা না পরে।

১৮২৬। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, মুহ্‌রিম মেয়েরা যেন চেহারায় নেকাব না ঝুলায় এবং হাতমোজা না পরে।

তাশরীহ --

قوله: باب ما يلبس المحرم

মুহরিম অর্থাৎ এহরাম বাঁধা অবস্থায় সিলাই করা কাপড় পরা নিষেধ, কারণ এতে সাজ-সজ্জা রয়েছে। এজন্য আল্লাহর প্রতি বিনয় নম্রতা প্রদর্শন পূর্বক একে পরিত্যাগ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। এখন যদি মুহ্‌রিম জামা পরে তাহলে সাআদ ইবনে যুবায়ের, হাসান বসরী এবং শা'বী (রাঃ) এর মতে একে যেন মাথার উপর দিয়ে বের না করে। কেননা, এর দ্বারা تغطية الرأس হয়ে যাবে। তাই এই জামাকে ছিড়ে বের করতে হবে।

কিন্তু জমহুর আইম্মার মতে একে মাথার দিকে টেনে বের করতে পারবে। এর দলীল তিরমিযী শরীফের মধ্যে ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া এর হাদীস– قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابيا قد احرم وعليه جبة আর মুয়াত্তায়ে মালিকের মধ্যে وعليه قميص এর পরে উল্লেখ রয়েছে فامره ان ينزعها এখানে পরিষ্কারভাবে জামা খুলার হুকুম দেয়া হয়েছে, ছিড়ার হুকুম দেয়া হয় নাই। প্রথম পক্ষ কিয়াস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, এ কিয়াস সহীহ হাদীসের বিপক্ষে দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়।

قوله: حَتّٰى يَكُوْنَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

এখানে كعبين দ্বারা টাখনুদ্বয়ের হাড় উদ্দেশ্য নয় যা ওযুর মধ্যে ধুয়া হয় বরং এর দ্বারা ঐ হাড় উদ্দেশ্য যা পায়ের মধ্যভাগে উঁচু হয়ে থাকে। এখন এর মধ্যে মতভেদ আছে যে, যদি কারো জুতা না থাকে তাহলে মোজা পরার জন্য كعبين পর্যন্ত কাটা জরুরী কি না? ইমাম আহমদ (রঃ) এর মতে কাটা জরুরী নয় কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী এবং মালেক (রঃ) এর মতে كعبين পর্যন্ত কাটা জরুরী।

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول اذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين

এখানে কাটার কোন উল্লেখ নেই। এছাড়া কাটার ক্ষেত্রে মোজা নষ্ট হয়ে যায়, এজন্য না কেটেই পরবে।

আইম্মায়ে সালাসা হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এর উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন।

ইমাম আহমদ (রঃ) যে দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, নাসায়ী শরীফের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে قطع কাটার কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং এখানকার مطلق কে مقيد এর উপর বিবেচনা করতে হবে। আর মোজা নষ্ট হওয়া সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে এর জবাব হল যে, যে সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম হয়ে যায় এর উপর আমল করা فساد বা নষ্ট হওয়া নয়।

বিঃ দ্রঃ মুহ্‌রিম যদি সেলাই ছাড়া কাপড় না পায় তাহলে ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ (রঃ) এর মতে সে না ছিড়ে সালোয়ার পরতে পারবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে সেলোয়ার কে ফেড়ে পরতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন, যাতে লুঙ্গি না থাকা অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে সেলোয়ার পরার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালিক (রঃ) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যাতে, মোজা কাটার নির্দেশ রয়েছে। আর সেলোয়ারও এর মত। অতএব, একেও কেটে পরতে হবে। আর ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীসের مطلق কে এখানেও مقيد এর উপর বিবেচনা করতে হবে।

١٨٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ . حَدَّثَنَا أَبِي . عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ . قَالَ : فَإِنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ . وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ . وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوٰى هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ . عَنْ نَافِعٍ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ إِلَى قَوْلِهِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ

١٨٢٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَجَدَ الْقُرَّ فَقَالَ أَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَقَالَ تُلْقِي عَلَيَّ هٰذَا وَقَدْ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ .

١٨٢٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ . وَالْخُفُّ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هٰذَا حَدِيثُ أَهْلِ مَكَّةَ وَمَرْجِعُهُ إِلَى الْبَصْرَةِ إِلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مِنْهُ ذِكْرُ السَّرَاوِيلِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَطْعَ فِي الْخُفِّ

١٨٣٠ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّامِغَانِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيُّ . قَالَ : حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ . أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهَا . قَالَتْ : كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ . فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَاهَا.

তরজমা --

১৮২৭। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে, মুহ্রিম মেয়েদেরকে হাতমোজা পরতে এবং মুখমণ্ডলে নিকাব ঝুলাতে বারন করতে শুনেছেন এবং ওয়ার্স ও হলুদ রং মিশ্রিত কাপড় ব্যবহার করতেও বারন করেছেন। তা ছাড়া অন্যান্য প্রকারের কাপড় তারা পরতে পারবে, যদিও তা হলুদ রং বিশিষ্ট হয়, অথবা রেশমী কাপড়, বা গহনাপত্র, কিংবা পায়জামা, কিংবা কামীসবা মোজা হয়।

১৮২৮। হযরত ইব্ন উমার (রা.) ঠাণ্ডা অনুভব করলে নাফে'কে বলেন,আমার উপর একখণ্ড কাপড় বিছিয়ে দাও। আমি তার উপর একটি বোরখা সুদৃশ কাপড় বিছিয়ে দেই। তিনি বলেন, তুমি এটা আমার উপর বিছিয়ে দিলে? অথচ মুহ্রিম ব্যক্তির জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যবহার বারন করেছেন।

১৮২৯। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি. মুহ্রিম ব্যক্তির লুঙ্গি না থাকলে পায়জামা পরতে পারে এবং যার জুতা নাই সে মোজা পরতে পারে।

১৮৩০। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে (মদীনা) হতে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হতাম। ইহ্রামের সময় আমরা এক ধরনের (অল্প) খুশবোদাবু দ্রব্য ব্যবহার করতাম। অতঃপর আমাদের কেউ হায়েযা হয়ে পড়লে এই খুশবো তার চেহারায় ব্যবহার করতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখা সত্ত্বেও তাকে এরূপ করতে বারন করতেন না।

١٨٣١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . قَالَ : ذَكَرْتُ لِابْنِ شِهَابٍ . فَقَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . أَنَّ عَبْدَ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ يَعْنِي يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ . أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذٰلِكَ .

باب المحرم يحمل السلاح

١٨٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ . يَقُولُ : لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ فَسَأَلْتُهُ مَا جُلْبَانُ السِّلَاحِ قَالَ : الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ .

باب في المحرمة تغطي وجهها

١٨٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ . عَنْ مُجَاهِدٍ . عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ . فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ .

তরজমা ---

১৮৩১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.) মুহরিম মহিলাদের (লম্বা) মোজা কেটে দিতেন। অতঃপর তাঁর স্ত্রী সুফিয়া বিনতে আবু উবায়েদ তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা.) তাঁকে বলেছেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম মহিলাদের মোজা পরার অনুমতি দিয়েছেন। (লম্বা অংশ কর্তন ছাড়া)। ফলে তিনি (ইব্‌ন উমার) তা কাটা থেকে বিরত থাকেন।

মুহ্‌রিম এর যুদ্ধাস্ত্র বহন

১৮৩২। আবু ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারআ (রা.)-কে বলতে শুনেছি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কার কুরায়েশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি করেন তখন তাদের সাথে এই শর্তে সন্ধি হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কানগরে প্রবেশকালে কোষবদ্ধ তলওয়ারছাড়া আর কিছুই সাথে আনতে পারবেন না। আমি তাঁকে 'জাল্‌বানুস সিলাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তা হলো খাপবদ্ধ তলওয়ার।

মুহরিম মহিলার মুখমণ্ডল ঢাকা

১৮৩৩। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনেক কাফেলা (হজ্জের মওসুমে) আমাদের অতিক্রম করছিল আর আমরা ইহরাম অবস্থায় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তারা আমাদের সামনে এসে পড়লে আমাদের মেয়েরা মাথায় কাপড় টেনে মুখ ঢাকতেন; আর তারা আমাদের সামনে হতে দূরে চলে গেলে আমরা আমাদের মুখমণ্ডল খুলতাম।

باب في المحرم يظلل

١٨٣٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ . عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ . عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ . عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ : حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ لِيَسْتُرَهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

باب المحرم يحتجم

١٨٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . عَنْ عَطَاءٍ . وَطَاوُسٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

١٨٣٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . أَخْبَرَنَا هِشَامٌ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ دَاءٍ كَانَ بِهِ.

١٨٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ أَنَسٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ . قَالَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ : أَرْسَلَهُ يَعْنِي عَنْ قَتَادَةَ

তরজমা ---

মুহ্‌রিম এর গরম থেকে ছায়া গ্রহণ

১৮৩৪। উম্মুল হুসায়েন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (সা) সাথে বিদায়-হজ্জে উপস্থিত ছিলাম। আমি উসামা ইব্‌ন যায়িদ ও বিলাল (রা.) মধ্যে একজনকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরতে এবং অন্য জনকে স্বীয় কাপড় দিয়ে রৌদ্রের তাপ হতে নবীজীকে ছায়া দিতে দেখি, যতক্ষণ না তিনি জাম্‌রাতুল্‌ আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করেন।

মুহ্‌রিম ব্যক্তির শরীরে সিংগা লাগানো

১৮৩৫। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহ্‌রিম থাকাবস্থায় (নিজের শরীর মোবারকে) সিংগা লাগান।

১৮৩৬। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন রোগের কারণে মুহরিম থাকাবস্থায় স্বীয় মাথায় সিংগা লাগান।

১৮৩৭। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহ্‌রিম অবস্থায় নিজের পায়ের ব্যথার কারণে সিংগা লাগান।

ইমাম আবু দাউদ রহঃ বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে বলতে শুনেছি, ইবনে আবি আরুবা উক্ত হাদীসটি কাতাদা হতে مرسلا বর্ণনা করেছেন।

باب يكتحل المحرم

١٨٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسٰى . عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ . قَالَ : اشْتَكٰى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ . عَيْنَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلٰى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ . قَالَ سُفْيَانُ : وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ مَا يَصْنَعُ بِهِمَا ؟ قَالَ : اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ . فَإِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ ذٰلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٨٣٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ

باب المحرم يغتسل

١٨٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلٰى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ فَوَجَدَهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتّٰى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اصْبُبْ قَالَ فَصَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ أَبُو أَيُّوبَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ﷺ.

তরজমা ---

মুহ্‌রিম ব্যক্তির সুরমা ব্যবহার

১৮৩৮। হযরত নুবায়হ্ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মা'মার (রহ.) তাঁর চোখের অসুখ সম্পর্কে অভিযোগ করলে তাকে আবান ইব্‌ন উসমানের কাছে পাঠান হয়। সুফিয়ান (রহ.) বলেন, তিনি (আবান) ছিলেন আমীরুল হজ্জ এবং তাঁকে এ সম্পর্কে (চোখের রোগ) জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তাতে মুসব্বর লাগাও, কেননা আমি উসমান (রা.)-কে এ সম্পর্কে আল্লাহ রাসূল ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

১৮৩৯। হযরত নুবায়হ্ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (রহ.) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের মত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

মুহ্‌রিম ব্যক্তির গোসল করা

১৮৪০। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুনায়েন (রহ.) থেকে বর্ণিত। একদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এবং মুসাওয়ার ইবন মাখরামা (রা.) আব্‌ওয়া নামক স্থানে (মুহ্‌রিম এর মাথা ধোয়া সম্পর্কে) মতভেদ করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, মুহরিম ব্যক্তির তার মাথা ধুইতে পারে এবং ইব্‌ন মাখরামা (রা) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা ধুইতে পারে না তখন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) তাঁকে (ইব্‌ন হুনায়েনকে) আবু আয়্যুব আল-আনসারী (রা.)-এরকাছে পাঠান। তিনি (ইবন হুনায়েন) তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে একটি কূপের দু'টি দন্তের (খুটির) মধ্যে কাপড় দ্বারা পর্দা করে গোসল করা অবস্থায় পান। রাবী বলেন, আমি তাকে সালাম করলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন কে? আমি বলি, আমি আবদুল্লাহ্ ইবন হুনায়েন। আমাকে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) আপনার কাছে জানতে পাঠিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহ্‌রিম অবস্থায় কিরূপে তাঁর মাথা ধুইতেন? রাবী বলেন, তখন আবু আয়্যুব (রা.) হাত দিয়ে পর্দার কাপড় সরিয়ে দেন, যাতে আমি স্পষ্টভাবে তাঁর মাথা দেখতে পাই। অতঃপর তিনি জনৈক ব্যক্তিকে তাঁর মাথায় পানি ঢালতে বললে সে পানি ঢেলে দেয়। অতঃপর তিনি তার মাথার চুলে হাত দিয়ে; তা একবার সামনের দিকে এবং আবার পিছনের দিকে ফিরান, এরপর বলেন, আমি আল্লাহ্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এমন করতে দেখেছি।

باب المحرم يتزوج

মুহ্‌রিম ব্যক্তির বিয়ে করা

١٨٤١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ نَافِعٍ . عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ . أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ . أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ . أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَسْأَلُهُ وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذٰلِكَ فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ . وَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ . يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ .

١٨٤٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ مِثْلَهُ زَادَ وَلَا يَخْطُبُ

١٨٤٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ابْنِ أَخِي مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ . قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ .

١٨٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . عَنْ أَيُّوبَ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

١٨٤٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ . عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . قَالَ : وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ . فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

তরজমা --

১৮৪১। হযরত নুবায়হ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর বিন উবায়দুল্লাহ্ (রহ.) জনৈক ব্যক্তিকে আবান ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফানের কাছে এতদ্‌সম্পর্কে (মুহ্‌রিম ব্যক্তির বিয়ে) জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠান। আবান (রহ.) সেই সময় আমীরুল হজ্জ ছিলেন। তাঁরা উভয়েই ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন। আমি তাল্‌হা ইব্‌ন উমারের সাথে শায়বা ইব্‌ন যুবায়েরের কন্যাকে বিয়ে করতে চাই। আমি আশা করি আপনি অনুষ্ঠানে আসবেন। আবান (রহ.) তাতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, আমি আমার পিতা উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ মুহ্‌রিম অবস্থায় কেউ বিয়ে করতেও পারবে না এবং (কাউকে) বিয়ে দিতেও পারবে না।

১৮৪২। হযরত উসমান ইব্‌ন আফফান (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরো আছে মুহ্‌রিম ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাবও দিতে পারবে না।

১৮৪৩। হযরত মায়মূনা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সারিফ নাম স্থানে বিয়ে করেন এবং এই সময় আমরা উভয়েই হালাল অবস্থায় ছিলাম।

১৮৪৪। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মূনা (রা.)-কে ইহ্‌রাম অবস্থায় বিয়ে করেন।

১৮৪৫। হযরত সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আল্লাহ্ রাসূল ﷺ কর্তৃক মায়মুনা (রা.)-কে ইহ্‌রাম অবস্থায় সাদী করার যে কথা বলেছেন তা তার অনুমান মাত্র।

তাশরীহ --

قوله : باب المحرم يتزوج

ইমাম শাফেয়ী, মালিক এবং আহমদ (রঃ) এর মতে মুহরিমের জন্য নিজেরও বিবাহ করা জায়েয নেই আবার অন্য কাউকে বিবাহ দেওয়াও জায়েয নেই, যদি বিবাহ করে তাহলে এ বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী এবং ইব্রাহীম নাখয়ী (রঃ) এর মতে বিবাহ করা এবং বিবাহ দেয়া উভয়টাই জায়েয, অবশ্য এহরাম অবস্থায় সঙ্গম এবং সঙ্গমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এমন কাজ হারাম।

শাফেয়ীদের প্রথম দলীল বাবের প্রথম হাদীস, যাতে বিবাহ করা এবং বিবাহ করানো উভয়টিকেই নিষেধ করা হয়েছে। অতএব তা জায়েয নয়।

দ্বিতীয় দলীল হল বাবের তৃতীয় হাদীস, عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ

ইমাম আবু হানিফা এর দলীল হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

দ্বিতীয় দলীল হযরত আয়শা (রাঃ) এর হাদীস সহীহ ইবনে হাব্বান এবং বায়হাকীর মধ্যে

ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم

তৃতীয় দলীল তাহাবী শরীফের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদীস

قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم

এসব বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ হযরত মায়মুনাকে এহরাম অবস্থায় বিবাহ করেছেন অতএব, তা জায়েজ হবে।

দ্বিতীয় পক্ষের দলীলাদীর জবাব সমূহঃ বাবের প্রথম হাদীসের জবাব হল যে, এখানে خلاف اولى উত্তমতা পরিপন্থী হিসেবে নিষেধ করা হয়েছে, হারাম হিসেবে নয়। আর এর আলামত হল বাবের ২য় হাদীসে ولا يخطب শব্দ, অথচ খেতবা কারো মতে হারাম নয়। অতএব, বিবাহও হারাম হবে না।

বাবের তৃতীয় হাদীসের জবাব হল যে, এদুয়ের মধ্যে اسنادي এবং معنوي ইল্লত রয়েছে অতএব, এগুলো দলীলের উপযুক্ত নয়। আর যদি এগুলোকে সহীহ মেনেই নেয়া হয় তদুপরি একে ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকে যে, تزوج এর অর্থ ظهر امر التزوج অর্থাৎ এ অবস্থায় দাম্পত্যের বিষয় প্রকাশিত হয়েছে। কারণ এহরাম অবস্থায় بناء করা যায় না, এজন্য বিবাহ করা সত্ত্বেও তা প্রকাশিত হয় নাই।

আর যুক্তি পর্যালোচনার ভিত্তিতেও হানাফিদের মাযহাব প্রাধান্য দিতে হয় যে, সেলাই করা কাপড় এবং সুগন্ধি এহরাম অবস্থায় জায়েয নেই তবে ক্রয় করে নিজের মালিকানায় আনা জায়েয আছে। অতএব, বিবাহ করাও জায়েয হবে। কিন্তু যৌন সঙ্গম বা এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এরূপ কাজ করা জায়েয হবে না।

এছাড়াও আরো অনেক কারণে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীসকে অন্যান্য হাদীস থেকে প্রাধান্য দিতে হয়। প্রথম কারণ হল, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আবু রাফে, ইয়াজিদ ইবনে আসাম থেকে অধিক বিশেষজ্ঞ, এজন্য এ হাদীসই প্রাধান্যশীল হবে।

দ্বিতীয় কারণ হল, এ বিবাহের উকীল ছিলেন হযরত আব্বাস (রাঃ) আর ঘরের লোকেরাই ভাল জানেন যে, কোন অবস্থায় বিবাহ হচ্ছে। কেননা صاحب البيت ادرى بما فيه

তৃতীয় কারণ হল, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ রেওয়ায়েতে একা নন, বরং হযরত আয়শা এবং আবু হুরায়রা (রাঃ)ও এ হাদীস বর্ণনা করেন। كما ذكرنا

চতুর্থ কারণ হল, বিবাহের স্থান নির্ধারিত আর এস্থান হল 'সারফ' নামক জায়গা যা মীকাতের ভিতরে। এখন হুজুর ﷺ কে মুহরিম না মানা হলে এহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করেছেন বলে মনে করতে হবে যা উচিত নয়।

পঞ্চম কারণ হল যে, ইয়াজিদ ইবনে আসাম এর হাদীসের এক বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাসের মতও রয়েছে। অর্থাৎ نكح و هو محرم যেমন তাবকাতে ইবনে সাআদের মধ্যে আছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উপরোক্ত মাসআলায় হানাফিদের মাযহাব প্রাধান্যশীল।

باب ما يقتل المحرم من الدواب

ইহ্রাম অবস্থায় যেসব জীব-জন্তু হত্যা করা যাবে

١٨٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ سَالِمٍ . عَنْ أَبِيهِ . سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ . فَقَالَ : خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْعَقْرَبُ . وَالْفَأْرَةُ . وَالْحِدَأَةُ . وَالْغُرَابُ . وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .

١٨٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ . حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ . عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ . عَنْ أَبِي صَالِحٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلاَلٌ فِي الْحَرَمِ : الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ . وَالْحِدَأَةُ . وَالْفَأْرَةُ . وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .

١٨٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : الْحَيَّةُ . وَالْعَقْرَبُ . وَالْفُوَيْسِقَةُ . وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلاَ يَقْتُلُهُ . وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ . وَالْحِدَأَةُ . وَالسَّبُعُ الْعَادِي .

তরজমা ---

১৮৪৬। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মুহ্‌রিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ জীবজন্তু নিধন করতে পারবে। তিনি বলেন, পাঁচ শ্রেণীর জীবজন্তু শিকারে কোন পাপ নেই, যদি এগুলোকে হেল্ বা হেরেম এলাকার মধ্যে বধ করা হয়। যথা– বিচ্ছু, কাক, ইঁদুর, চিল ও পাগলা কুকুর।

১৮৪৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইহ্‌রাম অবস্থায় পাঁচ ধরনের জীব-জন্তু বধ করা হালাল। সাপ, বিচ্ছু, চিল, ইঁদুর এবং পাগলা কুকুর।

১৮৪৮। হযরত আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হল– মুহ্‌রিম ব্যক্তি কি কি বধ করতে পারে? তিনি বলেন ঃ সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, পাগলা কুকুর, চিল ও হিংস্র প্রাণী। তিনি কাক সম্পর্কে বলেন, তা তাড়িয়ে দিবে, মারবে না।

তাশরীহ ---

قوله : وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلاَ يَقْتُلُهُ

المقصود بذلك أنه يزعجه وينفره، او يحمل على الغراب الذي ليس بأبقع، وهو الذي لا يحصل منه أذى، ولكنه قد يحصل منه ضرر كأن يأكل الحب وما إلى ذلك، فالرمي فيه إزعاج من دون أن يتعمد قتله،

قوله : وَالسَّبُعُ الْعَادِي

السبع العادي هذا يشمل السباع المعتدية كلها كالذئاب وغير ذلك فإنها تقتل بمجرد ما يراها الإنسان ولا يتركها حتى تعتدي عليه لأن من شأنها الاعتداء والافتراس بطبعها فهي من جنس الأشياء التي فيها الضرر

৩৫–

باب لحم الصيد للمحرم

মুহ্‌রিম এর জন্য শিকারের গোশ্‌ত

١٨٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ . عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ . عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ . عَنْ أَبِيهِ . وَكَانَ الْحَارِثُ . خَلِيفَةَ عُثْمَانَ عَلَى الطَّائِفِ فَصَنَعَ لِعُثْمَانَ طَعَامًا فِيهِ مِنَ الْحَجَلِ وَالْيَعَاقِيبِ وَلَحْمِ الْوَحْشِ . قَالَ : فَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَاءَهُ الرَّسُولُ وَهُوَ يَخْبِطُ لِأَبَاعِرَ لَهُ فَجَاءَهُ وَهُوَ يَنْفُضُ الْخَبَطَ عَنْ يَدِهِ . فَقَالُوا لَهُ : كُلْ . فَقَالَ : أَطْعِمُوهُ قَوْمًا حَلاَلاً ؛ فَأَنَا حُرُمٌ فَقَالَ : عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْشُدُ اللهَ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ أَشْجَعَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ

١٨٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ . مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ قَيْسٍ . عَنْ عَطَاءٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّهُ قَالَ : يَا زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ . هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ إِلَيْهِ عَضُدُ صَيْدٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ . وَقَالَ : إِنَّا حُرُمٌ . قَالَ : نَعَمْ

١٨٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الإِسْكَنْدَرَانِيَّ الْقَارِيَّ . عَنْ عَمْرٍو . عَنِ الْمُطَّلِبِ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ . مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْظَرُ بِمَا أَخَذَ بِهِ أَصْحَابُهُ

তরজমা ---

১৮৪৯। হযরত ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস (রহ.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। আর হারিস খলীফা উসমান (রা.)-এর শাসনামলে তায়েফের শাসক ছিলেন। তিনি (হারিস) উসমানের মেহমানদারীর জন্য এক ধরনের খাদ্য প্রস্তুত করেন, যার মধ্যে হুজাল ও ইআকীব (দুটি বিশেষ প্রজাতির) পাখীর গোশ্‌তও ছিল এবং আরো ছিল বন্য গাধার গোশ্‌ত। তিনি লোক মারফত আলী (রা.)-কেও উক্ত দাওয়াত শরীক হওয়ার দাওয়াত পাঠান : সে যখন (আলী (রা.) পৌছে তখন তিনি তাঁর উটের জন্য গাছের পাতা পেড়ে জড়ো করছিলেন। আলী (রা.) দাওয়াতে এলে তাঁরা তাঁকে বলেন, খাদ্য গ্রহণ করুন। তিনি বলেন, এটা তাদের খাওয়ান, যারা হালাল অবস্থায় আছে। আর আমি তো ইহ্‌রাম অবস্থায় আছি। অতঃপর আলী (রা.) বলেন, এখানে উপস্থিত গোত্রের লোকদের আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি জানো যে, একদা আল্লাহ রাসূল ﷺ মুহ্‌রিম অবস্থায় থাকাকালে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর খিদমতে বন্য গাধার গোশত পেশ করলে তিনি তা খেতে অসম্মতি জানান? তখন তাঁরা বলেন, হাঁ।

১৮৫০। হযরত আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হে যায়িদ ইব্‌ন আরকাম! আপনি কি জানেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে শিকার করা জন্তুর গোশত উপহার স্বরূপ দেয়া হলে তিনি তা গ্রহণ করেননি এবং বলেন, আমি ইহ্‌রাম অবস্থায় আছি? তিনি বলেন, হাঁ।

১৮৫১। হযরত জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, স্থলভাগে শিকার করা জন্তুর গোশত তোমাদের জন্য খাওয়া হালাল, যদি তা তোমরা নিজেরা শিকার না করে থাক অথবা তোমাদের জন্য শিকার না করা হয়।

তাশরীহ ---

قوله : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ

সুফিয়ান সাওরী, তাউস এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মাযহাব হল, মুহরিমের জন্য শিকারীর গোশত مطلقا মাকরূহ। জমহুর ইমামগণের মতে مطلقا মাকরূহ নয় বরং এর মধ্যে تفصيل আছে كما سيأتى।

এ হাদীসের জবাবে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, নবী করীম ﷺ এর কোনভাবে জানা হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর নিয়তে শিকার করা হয়েছে যা জায়েয নয়, এজন্য ফিরিয়ে দিয়েছেন।

কোন কোন হানাফী আলেম এই জবাব দেন যে, গোশত হাদিয়া করা হয় নাই বরং জীবিত গাধা হাদিয়া করা হয়েছিল। আর যেহেতু মুহরিম নিজের কাছে জীবিত প্রাণী রাখতে পারে না এবং যবেহও করতে পারে না এজন্য রাসূল ﷺ তা ফিরিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, গোশত হাদীয়া দেয়া হয়েছিল, এজন্য কোন কোন হানাফী আলেম এ জবাব দেন যে, রাসূল ﷺ-এর এই ফিরিয়ে দেয়া سد ذرائع এর অন্তর্ভূক্ত ছিল আর এটা ইসলামী শরীয়তের এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম যাকে ফুক্বাহায়ে আরবাআ স্বীকার করেছেন। আর এর উদ্দেশ্য হল যে, কোন জিনিস মূলত নিষিদ্ধ নয় বরং জায়েয ও মোবাহ কিন্তু তা নাজায়েযের মাধ্যম হওয়ার আশংকা রয়েছে। তখন এ জায়েয জিনিসকেও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

قوله : صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ. مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ.

এ কথার উপর সবাই একমত যে, মুহরিম নিজে শিকার করতে পারবে না এবং কাউকে সহযোগীতাও করতে পারবে না, যেমন দেখিয়ে দেয়া, ইঙ্গিত করা ইত্যাদি। কিন্তু যদি নিজে শিকার না করে এবং কোন প্রকার সহযোগীতাও না করে বরং হালাল ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায়ই শিকার করেছে তো মুহরিম তা খাওয়া না খাওয়া সম্পর্কে এখতেলাফ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ এবং মালিক (রঃ) এর মতে এ অবস্থায়ও মুহরিমের জন্য খাওয়া হারাম।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে খাওয়া হালাল।

শাফেয়ী এর দলীল হযরত জাবির (রাঃ) এর উপরোক্ত হাদীস, যাতে مالم يصد لكم শব্দ রয়েছে। যার দ্বারা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, মুহরিমের নিয়তে শিকার করলেও মুহরিম খেতে পারবে না।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর দলীল হযরত কাতাদা (রাঃ) এর হাদীস যে, তিনি তার সাথীদের সাথে যাচ্ছেন যারা মুহরিম ছিল, আর তিনি ছিলেন গায়র মুহরিম। তখন তিনি একটি বন্য গাঁধা দেখলেন এবং তা শিকার করে ফেললেন। কিন্তু তাঁর সাথীরা তাঁকে কোন সহযোগীতা করলেন না। অত:পর তিনি নিজে খেলেন এবং তার সাথীদেরও খাওয়ালেন। অত:পর তারা মনে করলেন যে, সম্ভবত এটা আমাদের জন্য হালাল ছিল না। এজন্য তারা কিছুটা লজ্জিত হয়ে গেলেন। অত:পর তারা যখন হুজুর ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং এ ব্যাপারে জানতে চাইলেন তখন রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ কি তাকে সহযোগীতা করেছ? সবাই বললেন না। তখন রাসূল ﷺ বললেন: কোন অসুবিধা নেই, খাও। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, স্বয়ং হুজুর ﷺও খেয়েছেন। এখানে স্পষ্ট কথা হল যে, এত বড় প্রাণী শুধু একা খাওয়ার জন্য শিকার করা হয় না বরং সাথীদেরকেও খাওয়ানোর ইচ্ছা অবশ্যই ছিল।

দ্বিতীয় কথা হল যে, রাসূল ﷺ মুহরিমদের জিজ্ঞেস করেছেন যে, তোমরা কোন সাহায্য করেছ কি না, আবু কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই যে, তাদের খাওয়ানোর ইচ্ছা তোমার ছিল কিনা। এতে বুঝা গেল যে, মুহরিমের শিকার করা বা শিকার করার প্রতি সহযোগীতা করাই ধর্তব্য। হালাল ব্যক্তির নিয়ত বিবেচ্য নয়।

শাফেয়ীগণ দলীলের মধ্যে হযরত জাবির (রাঃ) এর যে হাদীস পেশ করেছেন এ হাদীসে لكم এর মধ্যে لام হুকুম অথবা دلالت সন্ধান অর্থে ব্যবহৃত হবে। যার অর্থ হবে او يصاد لامركم او لدلالتكم অতএব, এরদ্বারা দলীল পেশ করো সহীহ নয়।

١٨٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ أَبِي النَّضْرِ . مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ . عَنْ أَبِي قَتَادَةَ . أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ . قَالَ : فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ . ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنْ ذٰلِكَ . فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ تَعَالَى.

باب في الجراد للمحرم

١٨٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ مَيْمُونِ بْنِ جَابَانَ . عَنْ أَبِي رَافِعٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.

তরজমা --

১৮৫২। হযরত আবু কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সফর সংগী ছিলেন। মক্কার কো রাস্তায় তিনি তাঁর কতক সাহাবীসহ পিছনে পড়ে যান এবং তিনি ছিলেন ইহ্‌রামমুক্ত। এই সময় তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে হন। রাবী বলেন, তাঁর চাবুক পড়ে গেলে, তিনি তাঁর সাথীদেরকে তা তুলে দিতে বলেন। কিন্তু তাঁর সাথীরা (মুহ্‌রিম থাকায় তা তুলে দিতে) অস্বীকার করেন। তখন তিনি তাঁদের নিকট তাঁর বর্শাটি চাইলে তাঁরা তাও দিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর তিনি নেমে তা তুলে নেন এবং জংলী-গাধা শিকার করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন কোন সাহাবী এর গোশ্‌ত খান এবং কতক তা খেতে অস্বীকার করেন। অতঃপর তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মিলিত হলে এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন ঃ বস্তুত ঃ এটা একটি খাদ্য, আল্লাহ্ পাক তা তোমাদের ভক্ষণ করিয়েছেন।

মুহরিম ব্যক্তির ফড়িং মারা বৈধ কিনা

১৮৫৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফড়িং হল সামুদ্রিক শিকারের অন্তর্ভুক্ত।

তাশরীহ --

قوله : الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

আইম্মায়ে সালাসার মতে মুহরিমের জন্য ফড়িং শিকার করা জায়েয আর এর মধ্যে جزاء ওয়াজিব হবে না।

হানাফীদের মতে মুহরিম ফড়িং হত্যা করতে পারবে না, হত্যা করলে চতুর্থ নম্বরের جزاء ওয়াজিব হবে।

আইম্মায়ে সালাসা উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, এখানে ফড়িং কে صيد البحر সমুদ্রের শিকার বলা হয়েছে। আর সমুদ্রের শিকার মুহরিমের জন্য হালাল, আল্লাহর বানী মতে احل لكم صيد البحر।

হানাফীদের দলীল হল হযরত ওমর (রাঃ) এর আসর, মুয়াত্তায়ে মালিকের মধ্যে যে, ফড়িং এর শিকার সম্পর্কে তিনি বলেছেন اطعم قبضة من طعام এবং দ্বিতীয় হাদীস হল تمرة خير من جرادة অতএব বুঝা গেল যে, এতে جزاء দিতে হবে। কারণ এটা মূলত স্থলের শিকার। যেমন আল্লামা দিময়ারী হায়াতুল হাওয়ানের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া এটাতো স্থলে বসবাস করে সুতরাং صيد البر স্থলের শিকার হবে।

তারা যে হাদীস পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, মুহাদ্দিসীনগণ একে ضعيف বলেছেন।

(১) صيد البحر বলে মুহরিমের জন্য শিকার করা জায়েয উপস্থাপন করা উদ্দেশ্য নয় বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যেভাবে সমুদ্রের শিকার জবাই করা ছাড়া খাওয়া জায়েয অনুরূপ ফড়িংও জবাই করা ছাড়া খাওয়া জায়েয।

١٨٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ . عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ . عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : أَصَبْنَا صِرْمًا مِنْ جَرَادٍ فَكَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَضْرِبُ بِسَوْطِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ . فَقِيلَ لَهُ : هَذَا لَا يَصْلُحُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ . سَمِعْتُ أَبَا دَاوُد يَقُولُ : أَبُو الْمُهَزِّمِ ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثَانِ جَمِيعًا وَهْمٌ

١٨٥٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ مَيْمُونِ بْنِ جَابَانَ . عَنْ أَبِي رَافِعٍ . عَنْ كَعْبٍ . قَالَ : الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ .

باب في الفدية

١٨٥٦ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ . عَنْ خَالِدٍ الطَّحَّانِ . عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ . عَنْ أَبِي قِلَابَةَ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى . عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ : قَدْ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْلِقْ . ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا . أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ .

١٨٥٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ دَاوُدَ . عَنِ الشَّعْبِيِّ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى . عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : إِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيكَةً . وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . وَإِنْ شِئْتَ فَأَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ .

তরজমা ---

১৮৫৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন আমরা ফড়িংয়ের একটি দল দেখতে পাই। ইহ্‌রামধারী এক ব্যক্তি তার চাবুক দিয়ে সেগুলো মারতে থাকে। জনৈক ব্যক্তি তাকে বলে, এটা ভাল কাজ নয়। অতঃপর এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, এটা তো সামুদ্রিক শিকারের অন্তর্ভুক্ত। আমি আবু দাউদকে বলতে শুনেছি, আবুল মুহায্‌যিম যঈফ। আর উপরোক্ত উভয় হাদীসই ওয়াহাম।

১৮৫৫। হযরত কা'ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ফড়িং হল সামুদ্রিক শিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ফিদ্‌য়ার বিবরণ

১৮৫৬। হযরত কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার (সন্ধির) সময় তাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি তাঁর মাথা হতে উকুন ছাড়াতে দেখে বলেন, তোমাকে তোমার মাথার উকুন কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বলেন, হাঁ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন, তুমি তোমার মাথা কামাও অতঃপর একটি বকরী কুরবানী কর অথবা তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিসকীনকে তিন সা' খেজুর দাও।

১৮৫৭। হযরত কা'ব ইবন উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, যদি চাও তবে তুমি একটি কুরবানী কর অথবা তিন দিন রোযা রাখ, অথবা ছয়জন মিসকীনকে তিন সা' খেজুর দাও।

١٨٥٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ . ح وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى . عَنْ دَاوُدَ . عَنْ عَامِرٍ . عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهٖ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فَقَالَ : أَمَعَكَ دَمٌ ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ : فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ . أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلاَثَةِ اٰصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِينَ بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ.

١٨٥٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ . عَنْ نَافِعٍ . أَنَّ رَجُلًا . مِنَ الأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ . عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ . وَكَانَ قَدْ أَصَابَهُ فِي رَأْسِهٖ أَذًى فَحَلَقَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهْدِيَ هَدْيًا بَقَرَةً.

١٨٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ . حَدَّثَنِي أَبِي . عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ . حَدَّثَنِي أَبَانُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ . عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى . عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ . قَالَ : أَصَابَنِي هَوَامٌّ فِي رَأْسِي وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ . حَتّٰى تَخَوَّفْتُ عَلٰى بَصَرِي فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى فِيَّ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهٖ أَذًى مِنْ رَأْسِهٖ} الآيَةَ . فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي : احْلِقْ رَأْسَكَ . وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ زَبِيبٍ أَوِ انْسُكْ شَاةً . فَحَلَقْتُ رَأْسِي . ثُمَّ نَسَكْتُ .

١٨٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى . عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ . فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ زَادَ أَيَّ ذٰلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ

তরজমা --

১৮৫৮। হযরত কা'ব ইব্ন উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আল্লাহর রাসূল (র পাশ দিয়া যান- পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার সাথে কি সাদকা দেওয়ার মত জন্তু আছে সে বলে না। তিনি বলেন, তুমি তিনদিন রোযা রাখ, অথবা ছয়জন মিস্কীনকে তিন সা' খেজুর দাও, প্রত্যেকে এক সা' পরিমাণ খেজুর যেন পায়।

১৮৫৯। হযরত কা'ব ইব্ন উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁর মাথায় উকুনের উপদ্রব দেখা দিলে তিনি স্বীয় মাথা কামিয়ে ফেলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে একটি গাভী কুরবানী করার আদেশ দেন।

১৮৬০। হযরত কা'ব ইব্ন উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাথার উকুনের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। আর আমি তখন হুদায়বিয়ার বছরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে ছিলাম। এমনকি আমি আমার দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়ি। তখন আল্লাহ্-পাক আমার শানে এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهٖ أَذًى مِنْ رَأْسِهٖ (অর্থ) অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ রুগ্ন হয় অথবা তার মাথায় (উকুন ইত্যাদির) কোন কষ্ট থাকে.... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে মাথা কামাতে বলেন এবং তিন দিন রোযা রাখতে বা ছয়জন মিস্কীনকে খেজুর দিতে অথবা একটা বক্‌রী কুরবানী করতে আদেশ দেন। অতএব আমি আমার মাথা মুণ্ডন করি এবং একটি বক্‌রী কুরবানী করি।

১৮৬১। হযরত কা'ব ইব্ন উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাবী উপরোক্ত কিস্সায় এই বাক্যটুকু বৃদ্ধি করেছেন। তুমি যেটা করবে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

باب الإحصار

ইহরাম বাঁধারপর যদি হজ্জ বা উমরা করতে অপরাগ বা বাধা প্রাপ্ত হয়

১৮৬২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ. عَنْ عِكْرِمَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. قَالَ عِكْرِمَةُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ. وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَا: صَدَقَ.

১৮৬৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ. وَسَلَمَةُ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. عَنْ مَعْمَرٍ. عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ. عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. قَالَ: سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ

১৮৬৪ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاضِرٍ الْحِمْيَرِيَّ. يُحَدِّثُ أَبِي مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ. قَالَ: خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَامَ حَاصَرَ أَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَبَعَثَ مَعِي رِجَالٌ مِنْ قَوْمِي بِهَدْيٍ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ الشَّامِ مَنَعُونَا أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ فَنَحَرْتُ الْهَدْيَ مَكَانِي. ثُمَّ أَحْلَلْتُ. ثُمَّ رَجَعْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ خَرَجْتُ لِأَقْضِيَ عُمْرَتِي فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: أَبْدِلِ الْهَدْيَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ.

তরজমা ---

১৮৬২। হযরত ইক্‌রামা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ ইব্‌ন আমর আনসারী (রা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যদি কেউ শত্রুর কারণে বা চলত শক্তি রহিত হওয়ার দরুন (ইহ্‌রামের পর হজ্জ বা উমরা করতে) অক্ষম হয়, তবে তার জন্য হালাল হওয়া জায়িয। তবে তাকে পরের বছর হজ্জ করতে হবে। রাবী ইকরামা বলেন, অতঃপর আমি এ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ও আবূ হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উভয়ে এর সত্যতা স্বীকার করেন।

১৮৬৩। হযরত আল-হাজ্জাজ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দুষমনের কারণে বা চলত শক্তি রহিত হওয়ার দরুন অথবা রোগের কারণে (ইহ্‌রামের পর হজ্জ করতে অসমর্থ হয়) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

১৮৬৪। হযরত আবু মায়মূন ইব্‌ন মিহ্‌রান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমরা আদায় করার নিয়তে রওয়ানা হই, যে বছর সিরিয়ার অধিবাসীরা ইব্‌ন যুবায়ের (রা.)-কে মক্কায় ঘেরাও করে। আমার কাওমের লোকেরা আমার সাথে তাদের কুরবানীর জন্তু পাঠায়। অতঃপর আমি সিরীয়দের নিকটবর্তী হলে তারা আমাদেরকে হেরেমের এলাকায় ঢুকতে বারন করে। আমি আমার সংগের কুরবানীর জন্তু ঐ স্থানেই কুরবানী করি, অতঃপর পবিত্র হয়ে ফিরে আসি। অতঃপর পরবর্তী বছর আমি আমার উমরা আদায়ের জন্য রওনা হই এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা.)এর নিকট গিয়ে কুরবানী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি পুনরায় কুরবানী করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে তারা হুদায়বিয়ার বছর যেরূপ জন্তু কুরবানী করেছিলেন পরবর্তীতে উমরা আদায়ের সময়েও সেরূপে আবার কুরবানী করতে নির্দেশ দেন।

باب دخول مكة

মক্কায় প্রবেশ

١٨٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . عَنْ أَيُّوبَ . عَنْ نَافِعٍ . أَنَّ ابْنَ عُمَرَ . كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ . ثُمَّ يَدْخُلَ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ

١٨٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ حَدَّثَنَا مَعِنٌ عَنْ مَالِكٍ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَابْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيٰى ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا قَالَا : عَنْ يَحْيٰى . إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ ثَنِيَّةِ الْبَطْحَاءِ وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلٰى . زَادَ الْبَرْمَكِيُّ يَعْنِي ثَنِيَّتَيْ مَكَّةَ وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَتَمُّ

١٨٦٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ . وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ .

١٨٦٨- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلٰى مَكَّةَ . وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدًى . قَالَ : وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَكَانَ أَكْثَرُ مَا كَانَ يَدْخُلُ مِنْ كُدًى وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلٰى مَنْزِلِهِ

١٨٦٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا .

তরজমা ---

১৮৬৫। হযরত নাফে' (রহ.) হতে বর্ণিত। ইবন উমার (রা.) মক্কায় এলে তিনি রাত্রিতে যি-তুওয়া নামক স্থানে ভোর পর্যন্ত থাকতেন। অতঃপর গোসল করে দিনের বেলা মক্কায় ঢুকতেন। আর তিনি বর্ণনা করেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করতেন।

১৮৬৬। হযরত ইবন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সানিয়্যাতুল-উলিয়া (নামক স্থান) দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং সানিয়াতুস-সুফ্‌লা নামক জায়গা দিয়ে বের হতেন। রাবী বারমাকী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, 'মক্কার দু'টি উপত্যকা'।

২৮৬৭। হযরত ইবন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা হতে (মক্কার উদ্দেশ্যে) রওনাকালে, (যুল-হুলায়ফার) নিকট যে গাছ আছে, সেখান দিয়ে আসতেন এবং ফেরার পথে মু'আররাসের রাস্তায় (যেখানে যুল-হুলায়ফার মসজিদ অবস্থিত) প্রবেশ করতেন।

১৮৬৮। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সঃ) মক্কা বিজয়ের বছর কুদা নামক স্থান দিয়ে মক্কায় ঢুকেন, যা মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত, আর উমরা পালনের সময় কুদ্দা নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করেন (যা নিবভূমিতে অবস্থিত) উরওয়া (রা.) ও এই দু'টি স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন। তবে অধিকাংশ সময় তিনি কুদ্দা দিয়ে ঢুকতেন, যা তাঁর মনযিলের (বাড়ির) অধিক কাছাকাছি ছিল।

১৮৬৯। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় এর উচ্চ ভূমি দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং বের হবার সময় এর নিবভূমি দিয়ে বের হতেন।

তাশরীহ ---

قوله: باب دخول مكة

মক্কায় প্রবেশের আদব

❖ মক্কা মুকাররমায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। তবে বর্তমানে গাড়ি ড্রাইভারগণ পথিমধ্যে সময় দেন না। তাই জেদ্দা থেকেই সম্ভব হলে এ গোসল সেরে নেয়া যেতে পারে।

❖ জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে মক্কা মুকাররমা প্রায় ১০২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মসজিদুল হারাম থেকে ১২ কি: মি: পশ্চিমে জেদ্দা রোডে শুমাইছি নামক স্থান। যার পূর্ব নাম হুদাইবিয়া ছিল। (এখানে ৬ হিজরী সনে সন্ধি হয়েছিল যা হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত) এখান থেকে মক্কা মুকাররমার হারামের সীমানা শুরু হয়েছে। এখান থেকে একটু এগিয়ে গেলেই মক্কার গেট। সম্ভব হলে এখানে দু রাকাত নামায পড়া। অত্যন্ত বিনয় ও আদবের সাথে তাওবা ইস্তেগফার ও অধিক পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়তে পড়তে প্রবেশ করা। আগ্রহভরে একাগ্রচিত্তে তালবিয়া পড়তে থাকা। এবং খুব মনোযোগ সহকারে খুব দু'আ করতে থাকা।

মক্কা মুকাররমা পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তাওয়াফ ও সাঈর জন্য মসজিদুল হারামে রওয়ানা দেওয়া। যাতে হৃদয়ে লালিত দীর্ঘ দিনের আশা আকাঙ্ক্ষার এ ইবাদাত সুন্দর ও সাচ্ছন্দে পালিত হয়।

মসজিদে হারামে প্রবেশের আদব

❖ কা'বা শরীফ বা বাইতুল্লাহ শরীফকে চতুর্দিক থেকে যে বিশাল মসজিদ ঘিরে রেখেছে সে মসজিদকে মসজিদে হারাম বা হারাম শরীফ বলে।এ মসজিদের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যায়। তবে সাফা-মারওয়া মাঝামাঝি অবস্থিত বাবুস সালাম নামক দরজা দিয়ে প্রবেশ করা মুস্তাহাব।

❖ ভক্তি-শ্রদ্ধাসহ অত্যন্ত বিনয় ও আদবের সাথে তালবিয়া পড়তে পড়তে মসজিদে প্রবেশ করা।

❖ প্রবেশের পূর্বে জুতা খুলে নেওয়া (প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলা) এবং জুতা ব্যাগে রেখে সাথে রাখা বা নির্ধারীত স্থানে রাখা।

❖ অন্যান্য মসজিদের মত নফল ই'তিকাফের নিয়ত করা। এবং বিসমিল্লাহ, দুরূদ শরীফ ও দোয়া পড়া। এ তিনটাকে এভাবে পড়া যেতে পারে–

بسم الله و الصلوة و السلام على رسول الله اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى ابواب رحمتك

❖ অতঃপর ডান পা দ্বারা প্রবেশ করা এবং কা'বা চত্তরের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

❖ কাবা শরীফের উপর দৃষ্টি পড়ার সময় তিনবার 'আল্লাহ আকবার' বলা। এরপর 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে সম্ভব হলে নিম্নোক্ত দু'আ পড়া। اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وزد من حجه او اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا

اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার এই ঘরের বড়ত্ব, সম্মান ও মর্যাদা এবং শান-শওকত বাড়িয়ে দিন এবং যে হজ্জ বা উমরাহ করবে তার সম্মান, মর্যাদা, মহত্ব ও নেকি বাড়িয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, শান্তি আপনার পক্ষ থেকেই। হে আমাদের রব! শান্তির সঙ্গে আমাদের বাঁচিয়ে রাখুন।

❖ এরপর আবেগাপ্লুত মনে দাঁড়ানো অবস্থায় বুক পর্যন্ত হাত তুলে প্রাণ খুলে দোয়া করা। এখন দোয়া কবুলের সময়। দুনিয়া-আখেরাত সর্ব স্থানের কামিয়াবীর জন্যএবং নিজের সব নেক মাকসাদ পূর্ণ হওয়ার জন্যে দোয়া করা সম্ভব হলে এ দু'আটি পড়া। اعوذ برب البيت من الدين و الفقر ومن ضيق الصدر وعذاب القبر ـ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত দোয়াগুলো পড়া উত্তম। তা সম্ভব না হলে নিজের ভাষায় যে কোন দোয়া করা যায়। নির্দিষ্ট কোন দোয়া পড়া জরুরী নয়।

❖ মসজিদুল হারামে প্রবেশের পর দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার প্রয়োজন নেই। এ মসজিদের তাহিয়্যা হল তাওয়াফ। তাই দোয়ার পর তাওয়াফ শুরু করা। তবে যদি তাওয়াফ করতে গেলে নামায কাযা হওয়ার বা জামাত ছুটে যাওয়ার বা মুস্তাহাব সময় চলে যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে দুই রাকাত দুখুলুল মসজিদ পড়ে নেয়া চাই (যদি মাকরূহ ওয়াক্ত না হয়) অনুরূপ যদি কোন কারণ বশত এখন তাওয়াফের ইচ্ছা না হয় তাহলেও দুখুলুল মসজিদ দুই রাকাত পড়ে নেয়া উচিত।

باب في رفع اليدين إذا رأى البيت

١٨٧٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ، يُحَدِّثُ، عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ. فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلاَّ الْيَهُودَ وَقَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ.

١٨٧١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ يَعْنِي يَوْمَ الْفَتْحِ

١٨٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ وَهَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلاَهُ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوهُ. قَالَ: وَالأَنْصَارُ تَحْتَهُ. قَالَ هَاشِمٌ: فَدَعَا وَحَمِدَ اللَّهَ وَدَعَا بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ

তরজমা ---

কাবা শরীফ দৃষ্টিগোচর হলে হাত উত্তোলন করা

১৮৭০। হযরত মুহাজির আল্ মাক্কী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কাবা শরীফ দেখলে হাত উত্তোলন করে। জাবির (রা.) বলেন, আমি ইয়াহুদীদের ছাড়া আর কাউকে এরূপ করতে দেখিনি। আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে হজ্জ করেছি, কিন্তু তিনি এরূপ করতেন না।

১৮৭১। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ মক্কায় প্রবেশ করে কাবাঘরের তাওয়াফ করেন এবং মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দুই রাক'আত নামায পড়েন। আর এ দিনটি ছিল মক্কা বিজয়ের দিন।

১৮৭২। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ মদীনা হতে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অতঃপর তিনি মক্কায় প্রবেশ করে হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদের কাছে যান এবং তাতে চুমু দেন। পরে তিনি কাবা শরীফ তাওয়াফশেষ করেন, অতঃপর সাফা ও মারওয়া তাওয়াফ কালে তাঁর দৃষ্টি বায়তুল্লাহ্‌র দিকে পড়লেই তিনি দু'আর জন্য হাত উঠাতেন এবং তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা আল্লাহ্‌র যিকির ও দু'আয় মগ্ন থাকতেন। এ সময় আনসারগণ তাঁর নীচের দিকে ছিলেন।

তাশরীহ ---

قوله: باب في رفع اليدين

ইমাম মালিক (রঃ) এর মতে বায়তুল্লাহ দেখার সময় দোয়ার মধ্যে হাত উঠানো যাবে না।

ইমাম আবু হানিফা শাফেয়ী এবং আহমদ (রঃ) এর মতে যখন বায়তুল্লাহকে দেখবে অথবা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে, যেখান থেকে বায়তুল্লাহ দেখা যায়, সে সময় হাত উঠানো সুন্নত।

ইমাম মালিক (রঃ) উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, আমরা এরূপ করতাম না।

ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (রঃ) দলীল পেশ করেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা যে, হুজুর ﷺ বলেছেন, ترفع الأيدي في سبع مواطن وفيه عند رؤية البيت رواه الطحاوي

দ্বিতীয় দলীল মুসনাদে শাফেয়ীর মধ্যে হযরত ইবনে জুরায়েহ এর হাদীস- ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما এ সব বর্ণনা থেকে বুঝা গেল যে, বায়তুল্লাহ দেখার পরে হাত উঠানো সুন্নত।

এখন হযরত জাবির (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা ইমাম মালিক (রঃ) যে দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, হাত উঠানো সম্পর্কিত দুই হাদীস যেহেতু مثبت এজন্য এসব হাদীস অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে।

দ্বিতীয় জবাব হল যে, এই হাদীসের মধ্যে প্রত্যেকবার হাত তুলার নফী রয়েছে। আর যে সব হাদীসে হাত উঠানোর اثبات রয়েছে এসবের মধ্যে সর্বপ্রথম দেখার পরে হাত উঠানোর উল্লেখ রয়েছে। অতএব, উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বিরোধ থাকলো না এবং সাথে সাথে ইমাম মালিক (রঃ) এর জবাবও হয়ে গেল।

قوله: إذا رای البیت

মসজিদে হারাম পরিবেষ্টিত ও তার ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত কালো গিলাফে ঢাকা পবিত্র ঘরকে কা'বা শরীফ ও বাইতুল্লাহ শরীফ বলা হয়। এ বরকতময় গৃহই মুসলমানদের কেবলা।এটিই বিশ্বের সর্বপ্রথম ইবাদতখানা। এক বর্ণনার আলোকে বুঝা যায় আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টির পূর্বেই ফেরেশতাদের মাধ্যমে এ গৃহ নির্মাণ করিয়ে ছিলেন। তারপর যুগে যুগে এটার নির্মাণ-সংস্কার হতে থাকে। ফেরেশতা সহ এ পর্যন্ত নির্মাণ ও সংস্কারে ১২ জনের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আদম আঃ এর হাতে নির্মিত কাবা নূহ আঃ এর মহাপ্লাবনের সময় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অতঃপর হযরত ইবরাহীম আঃ প্রাচীন ভিত্তির উপর এ গৃহ পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। এ ধারাবাহিকতায় হিজরী সনের ১৮ বৎসর পূর্বে কুরাইশরা এ গৃহের পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। এ নির্মাণে মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও শরীক ছিলেন এবং তিনিই হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করেছিলেন। তাদের সিদ্ধান্ত ছিল, কোন অন্যায় অর্থ তারা এ কাজে ব্যবহার করবে না। ফলে তাদের বাজেট কমে যায়। আর এ কারণে তারা হাতীমের দিকের প্রায় তিন মিটার জায়গা ছেড়ে দেয়। এছাড়াও তারা উক্ত নির্মাণে আরো কিছু পরিবর্তন আনে। ইবরাহীম আঃ এর নির্মাণে কাবা গৃহের দরজা ছিল দুটি। একটি প্রবেশের জন্য অপরটি পশ্চাৎমুখী হয়ে বের হওয়ার জন্য। তারা পশ্চিম দিকের দরজাটি বন্ধ করে দেয়। ইতিপূর্বে কা'বার দরজা মাতাফ বরাবর ছিল। তারা সমতল ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে যাতে সহজে সবাই ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। বরং তারা যাকে অনুমতি দেয় সেই যেন প্রবেশের সুযোগ পায়। এ ধারাবাহিকতার সর্বশেষে বাদশাহ্ ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজের সময়ে (১৪১৭ হিজরীতে) বাইতুল্লাহ্‌র ভিত মজবুত করা ও দেয়ালের মধ্যকার পুরাতন মসলা সরিয়ে নতুন মসলা লাগানো সহ আরো কিছু সংস্কার আনা হয়।

বাইতুল্লাহর বর্তমান পরিমাপ ঃ উচ্চতা ১৪ মিটার। দরজার দিক তথা পূর্ব দিকের দৈর্ঘ্য ১২.৮৪ মিটার। হাতীমের দিক তথা উত্তর দিকের দৈর্ঘ্য ১১.২৮ মিটার। পশ্চিম দিকের দৈর্ঘ্য ১২.১১ মিটার আর দক্ষিণ দিকের তথা রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী দৈর্ঘ্য ১১.৫২ মিটার। (-আহকামে হজ্জ ১৫৫)

قوله: خَلْفَ الْمَقَامِ

মাকামে ইবরাহীম ঐ পাথরকে বলা হয়, যার উপর দাড়িয়ে হযরত ইবরাহীম আঃ কাবা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। দেয়াল গাঁথার সময় এই পাথরটি অলৌকিকভাবে প্রয়োজন মাফিক উঁচু নিচু হত। পাথরটিতে হযরত ইবরাহীম আঃ এর মুজেযা স্বরূপ পায়ের নিশানা রয়েছে। ২২ সে: মি: লম্বা ও ১১ সে: মি: চওড়া এ পায়ের চিহ্ন।একটির গভীরতা ১০ সে: মি: আরেকটির গভীরতা ৯ সে: মি:। তবে এতে আঙ্গুলের চিহ্ন নাই। সম্ভবত যিয়ারতকারীদের উপর্যপুরী স্পর্শের.কারণে তা মুছে গেছে। কেননা পূর্বে তা উন্মুক্ত ছিল। হযরত ওমর রাঃ যুগ পর্যন্ত তা বাইতুল্লাহ শরীফের নিকটে রাখা ছিল। তাওয়াফকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি তা বর্তমান স্থানে এনে রাখেন। বর্তমানে পাথরটি কাবা শরীফ থেকে প্রায় ১৩.৫০ মিটার দূরে অবস্থিত। পাথরটি হলুদ লালের মাঝে সাদাটে রঙ্গের চতুর্কোণ বিশিষ্ট। ১৩৮৭ হিজরীর পূর্বে পাথরটি একটি রূপার সিন্দুকে রাখা ছিল। এবং তার উপর গম্বুজ সদৃশ ইমারাত তৈরী করে রাখা হয়েছিল। ১৩৮৭ হিজরী সনে রাবেতা আলমে ইসলামীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইমারাতটি ভেঙ্গে লোহার জালি সরিয়ে পিতলের জালি লাগানো হয়। এবং এমন উন্নত মানের কাঁচ লাগানো হয় যা আঘাতে ভাঙ্গবেনা এবং কঠিন তাপেও কিছু হবে না। বর্তমানে কাঁচের ভেতর মাকামে ইবরাহীম পাথরটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

(আহকামে হজ্জ ১৫৭)

باب في تقبيل الحجر

١٨٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

باب استلام الأركان

١٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَالِمٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

তরজমা ---

হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ চুমু খাওয়া

১৮৭৩। হযরত উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি হাজ্‌রে আসওয়াদের কাছে গিয়ে তাতে চুমু খান এবং বলেন, তুমি একটি পাথর মাত্র, তোমার মধ্যে উপকার বা ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা নেই। যদি আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তোমায় চুমু দিতে না দেখতাম তবে আমিও তোমায় চুমু দিতাম না।

কাবাঘরের রুকনসমূহ (কোণসমূহ) স্পর্শ করা

১৮৭৪। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কা'বা ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দু'টি কোণ ছাড়া, অন্য কোথাও স্পর্শ করতে দেখিনি।

তাশরীহ ---

قوله: تقبيل الحجر

হাজরে আসওয়াদ অর্থ কালো পাথর। এ পাথরটি জান্নাত থেকে আনা হয়েছে। পাথরটি দুধের চেয়ে সাদা ছিল। বনী আদমের স্পর্শ ও তাদের গোনাহ এটিকে কালো করে দিয়েছে। এটি মাতাফের সমতল ভূমি থেকে ১.১০ মিটার উঁচুতে বাইতুল্লাহ শরীফের পূর্ব দক্ষিণ কোণে স্থাপিত রয়েছে।

৩১৯ হিজরী (মতান্তরে ৩১৭ হিজরী) সনে কারামতা নামক শিয়াদের এক দুর্ধর্ষ দল মক্কায় প্রচুর লুটতরাজ চালায় এবং হাজরে আসওয়াদকে আঘাত দিয়ে তা বাইতুল্লাহর দেয়াল থেকে তুলে "আহসা" নামক এলাকায় নিয়ে যায়। দীর্ঘ ২০/২২ বৎসর পর ৩৩৯ হিজরীতে তা কারামতাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে পুনরায় বাইতুল্লাহর গায়ে পূর্ণস্থাপন করা হয়। কারামতাদের আঘাত ও পরবর্তী কিছু দূর্ঘটনার কারণে পাথরটি ভেঙ্গে যায়। এখন তা বিভিন্ন সাইজের ৮ টুকরো। সবচেয়ে বড় টুকরোটি খেজুরের মতো। এ টুকরোগুলোকে বড় একটি পাথরের মধ্যে স্থাপন করে রাখা হয়েছে। এবং সেই বড় পাথরটিকে রূপার ফ্রেমে এটে রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, মূলত ঐ ক্ষুদ্র টুকরো গুলোকে চুমু দেয়া সুন্নাত।(-আহকামে হজ্জ ১৫৮)

قوله: استلام الأركان

হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়া বা হাত দিয়ে স্পর্শ করে কিংবা হাত দিয়ে ইশারা করে হাতের তালুতে চুমু খাওয়াকে ইছতেলাম বলে। রুকনে ইয়ামানীকে হাত দিয়ে স্পর্শ করাকেও ইছতেলাম বলে।

হাজরে আসওয়াদ স্থাপিত হয়েছে কাবা শরীফের দক্ষিণ পূর্ব কোণে। কাবা শরীফের পূর্ব উত্তর কোণ অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ পরবর্তী কোণকে রুকনে ইরাকী বলা হয়। রুকনে ইরাকী পরবর্তী কোণ অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম কোণকে রুকনে শামী বলা হয়। আর পশ্চিম দক্ষিণ কোণকে রুকনে ইয়ামানী বলা হয়।

١٨٧٥ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أُخْبِرَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ الْحِجْرَ بَعْضُهُ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاللهِ إِنِّي لَأَظُنُّ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَظُنُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكِ اسْتِلَامَهُمَا إِلَّا أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدِ الْبَيْتِ وَلَا طَافَ النَّاسُ وَرَاءَ الْحِجْرِ إِلَّا لِذٰلِكَ.

١٨٧٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

তরজমা ---

১৮৭৫। হযরত ইব্ন উমার (রা.) থেকে আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, খানায়ে-কা'বার পশ্চিম দিকের পাথরের কিছু অংশ কাবাঘরের অন্তর্গত। ইব্ন উমার (রা.) বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আয়েশা (রা.) এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে শুনেছেন আর আমার আরো বিশ্বাস যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা (রুক্নে-শামীদের) স্পর্শ করা ছাড়েননি, যদিও তা কাবাঘরের ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। আর লোকেরা হাতীমে-কা'বাকে এ কারণেই প্রদক্ষিণ করে থাকেন।

১৮৭৬। হযরত ইব্ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণের সময় হাজরে আস্ওয়াদ ও রুকুনে ইয়ামনী চুম্বন করতেন। রাবী বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবন উমার (রা.)ও এরূপ করতেন।

তাশরীহ ---

قوله لَمْ يَتْرُكِ اسْتِلَامَهُمَا

ইসতেলামের পদ্ধতি হলো, হাজরে আসওয়াদের উপর দুই হাত রেখে দুই হাতের মাঝে পাথরের উপর নিঃশব্দে চুমু খাওয়া এবং সিজদার মত করে কপাল রাখা। সম্ভব হলেএরূপ তিনবার চুমু দেওয়া। আর যদি এভাবে চুমু খাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে হাত দ্বারা স্পর্শ করে হাতের তালুতে চুমু খাওয়া। কিন্তু যদি ভীড়ের কারণে তাও সম্ভব না হয় তাহলে হাজরে আসওয়াদ বরাবর যেখানে জায়গা পাওয়া যায় সেখানে দাঁড়িয়েই উভয় হাতের তালু হাজরে আসওয়াদে রাখার মত করে ইশারা করা এবং তালুতে চুমু খেয়ে নেওয়া।

উল্লেখ্য যে, আজকাল কেউ কেউ হাজরে আসওয়াদ, মুলতাযাম, রুকনে ইয়ামানী প্রভৃত স্থানে সুগন্ধি মেখে দেয়। তাই ইহরাম অবস্থায় এগুলোতে হাত লাগানো উচিত নয়। কেননা সুগন্ধি লাগানো থাকলে ইহরাম অবস্থায় তা স্পর্শ করা নাজায়েয। তাছাড়া ভীড়ের মধ্যে অন্যকে কষ্ট দিয়ে ধাক্কাধাক্কি করে চুমু দেয়া ঠিক নয়। কেননা চুমু দেওয়া সুন্নাত আর মানুষকে কষ্ট দেওয়া হারাম। তাই এমন অবস্থা হলে চুমু দেওয়া হতে বিরত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু হাত দ্বারা ইশারা করে হাতের তালুতে চুমু খাওয়াই যথেষ্ট। মহিলাগণ কখনো খালি পেলে হাজরে আসওয়াদে চুমু দিবেন। পুরুষের ভীড়ে ঢুকে হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতে আসা মহিলাদের জন্য একেবারেই নিষিদ্ধ।

রুকনে ইয়ামানীর ইসতেলাম

কাবা শরীফের দক্ষিণ পশ্চিম কোণকে রুকনে ইয়ামানী বলে। প্রতি চক্করে রুকনে ইয়ামানীতে পৌছে কাবার দিকে বাক না ফিরিয়ে উভয় হাত বা শুধু ডান হাত দ্বারা রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করা সুন্নাত। হাত দিয়ে স্পর্শ করা সম্ভব না হলে হাত বা মাথা দ্বারা ইশারা করা থেকে বিরত থাকুন। কারণ এখানে শুধু স্পর্শ করাই প্রমাণিত আছে। ইশারা করার কথা নেই। এখানেও কাবার দিকে সীনা ঘুরে গেলে যেখানে ঘুরেছে ঠিক সেখান থেকে কাবাকে বামে রেখে তাওয়াফ করতে হবে।

باب الطواف الواجب

١٨٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ .

١٨٧٨ - حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ . حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ . عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ . قَالَتْ : لَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ طَافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ فِي يَدِهِ . قَالَتْ : وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ .

তরজমা --

অত্যাবশ্যক তাওয়াফ (তাওয়াফে যিয়ারত)

১৮৭৭। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ উটে সাওয়ার হয়ে (কাবাঘর) তাওয়াফ করেন এবং রুকনে ইয়ামনীকে হাতের লাঠির দ্বারা (ইশারায়) চুম্বন করেন।

১৮৭৮। হযরত সাফিয়্যা বিন্‌তে শায়বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বস্তি লাভের পর উটে চড়ে (বায়তুল্লাহ্‌) তাওয়াফ করেন। ঐ সময় তিনি হাজরে আসওয়াদকে তাঁর হাতের লাঠির সাহায্যে (ইশারায়) চুম্বন করেন। রাবী (সাফিয়্যা) বলেন, আমি এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছি।

তাশরীহ --

قوله باب الطواف الواجب

তাওয়াফে ওয়াজিব দ্বারা তাওয়াফে যিয়ারত উদ্দেশ্য। তাওয়াফের জন্য পবিত্রতা জরুরী। পবিত্রতা ব্যতীত তাওয়াফ করা জায়েয নেই। কাপড় বা শরীরে নাপাকি লেগে থাকলে তাও পবিত্র করে নেয়া চাই। অবশ্য কাপড় ও শরীরে বাহ্য নাপাকি থাকলেও তাওয়াফ হয়ে যাবে। তবে মাকরূহ হবে। তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে পুরুষদেরকে রমলও করতে হবে। প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। অবশিষ্ট চার চক্করে রমল নেই সে গুলোতে স্বাভাবিক ভাবেই হাঁটতে হবে। অধিক ভীড়ের মধ্যে রমল করলে যদি অন্যের কষ্টের আশংকা হয় তাহলে ভীড়ের মুহূর্তে রমল বন্ধ রাখবেন। ফাঁকা পেলে রমল করবেন। মহিলাদের রমল নিষেধ।

তাওয়াফের পদ্ধতি

হাজরে আসওয়াদের কোনায় এসে বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে ফিরে এভাবে দাঁড়াবে যেন হাজরে আসওয়াদ ডান দিকে থাকে অত:পর হাত উঠানো ব্যতীত এভাবে নিয়ত করবেঃ হে আল্লাহ আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে উমরার তাওয়াফ করছি। আপনি আমার জন্য তা সহজ করুন এবং কবুল করুন। তাওয়াফে নিয়ত করা ফরজ। নিয়ত ছাড়া তাওয়াফ গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্তরের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণের নাম নিয়ত। অন্তরে ইচ্ছাপোষণের পাশাপাশি মৌখিকভাবে বলা উত্তম। নিয়তের পর হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে সোজা হাজরে আসওয়াদ মুখী হয়ে দাঁড়ানো। অতঃপর নামাযে তাকবীরে তাহরিমার সময় যেভাবে হাত উঠানো হয় ঠিক সেভাবে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে হাতের তালু বাইতুল্লাহ বরাবর রেখে বলা

بسم الله الله اكبر ، لا اله الا الله، ولله الحمد ، والصلوة والسلام على رسول الله

اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك اتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم .

যদি পূর্ণ দু'আ পড়া সম্ভব না হয় তাহলে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ বা শুধু বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বললেও চলবে। দু'আ পড়ার পর হাত নামিয়ে ফেলা। তারপর কাউকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া সম্ভব হলে সরাসরি হাজরে আসওয়াদের ইসতেলাম করা।

❖ ইসতেলামের পর ডান দিকে ঘুরে ঐ স্থানে থেকেই তাওয়াফের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করবে। এবং হাতীমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করবে। উল্লেখ্য যে তাওয়াফ অবস্থায় নীচের দিকে দৃষ্টি রাখা মুস্তাহাব। গাম্ভীর্যপূর্ণ অবস্থায় ধীরে কিংবা মধ্যম গতিতে শান্তিপূর্ণভাবে হাঁটা সুন্নাত। দৌড়ানো ও এদিক সেদিক তাকানো ঠিক নয়। খেয়াল রাখতে হবে যেন কাবা শরীফ বাম দিকে থাকে। কোন কারণে কাবা শরীফের দিকে সীনা ঘুরে গেলে যেখানে ঘুরে গেছে সেখানের তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। এমন হলে ঐ স্থান টুকু পুনরায় কাবাকে বামে রেখে তাওয়াফ করতে হবে। তাছাড়া তাওয়াফ অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কাবা ঘরের দিকে তাকানো মাকরূহ।

❖ তাওয়াফ অবস্থায় ফরজ নামাযের জামাত শুরু হয়ে গেলে তাওয়াফ স্থগিত রেখে জামাতে শরীক হতে হবে। তদ্রূপ অযু ছুটে গেলে তৎক্ষণাৎ তাওয়াফ ছেড়ে অযু করে আসতে হবে। এরপর যে স্থান থেকে বিরতি দেয়া হয়েছিল সে স্থান থেকেই তাওয়াফ পূর্ণ করবে। তবে তিন চক্কর বা এর কম হলে বিরতির পর নতুন করে শুরু থেকে সাত চক্কর পূর্ণ করা উত্তম। হ্যাঁ! যদি চার বা বেশি চক্করের পর বিরতি হয় তাহলে শুরু থেকে আবার সাত চক্কর না করে অবশিষ্ট চক্কর পূর্ণ করা ভাল।

হুইল চেয়ারে বসে তাওয়াফ

যদি কেউ হাঁটতে অক্ষম হয় কিংবা হেঁটে তাওয়াফ করলে অসুখ বেড়ে যায় বা অস্বাভাবিক কষ্ট হয় তাহলে হুইল চেয়ারে তাওয়াফ করা যাবে। তবে যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করতে সক্ষম তার জন্যে হুইল চেয়ারে তাওয়াফ করা জায়েয নয়, পায়ে হেঁটে যাওয়া করা জরুরী। অন্যথায় দম ওয়াজিব হবে।

রুকনে ইয়ামানীর ইসতেলাম

কাবা শরীফের দক্ষিণ পশ্চিম কোণকে রুকনে ইয়ামানী বলে। প্রতি চক্করে রুকনে ইয়ামানীতে পৌছে কাবার দিকে বাক না ফিরিয়ে উভয় হাত বা শুধু ডান হাত দ্বারা রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করা সুন্নাত। হাত দিয়ে স্পর্শ করা সম্ভব না হলে হাত বা মাথা দ্বারা ইশারা করা থেকে বিরত থাকা। কারণ এখানে শুধু স্পর্শ করাই প্রমাণিত আছে। ইশারা করার কথা নেই। এখানেও কাবার দিকে সীনা ঘুরে গেলে যেখানে ঘুরেছে ঠিক সেখান থেকে কাবাকে বামে রেখে তাওয়াফ করতে হবে।

এক চক্কর পূর্ণ হলে করণীয়

❖ উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌছার সাথে সাথে তাওয়াফের এক চক্কর পূর্ণ হবে। হাজরে আসওয়াদে পৌছার পর পুনরায় ইসতিলাম করবে। হাজরে আসওয়াদের দিকে ফিরে দাঁড়াবে। এরপর بسم الله الله اكبر-(বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার) বলে সম্ভব হলে সরাসরি বা হাতের ইশারায় হাজরে আসওয়াদকে চুমু খাবে। এরপর ওই জায়গা থেকেই কাবা শরীফকে বামে রেখে সামনে হাঁটা শুরু করবে। আগের নিয়ম অনুযায়ী চক্কর পূর্ণ করবে। এ নিয়মে সাত চক্কর পূর্ণ হলে একটি তাওয়াফ হবে।

তাওয়াফ অবস্থায় কথা বলা

তাওয়াফ অবস্থায় যদিও কথা বলা জায়েয, তথাপি অধিক প্রয়োজন ছাড়া কথাবার্তা না বলা শ্রেয়। তাই যথা সম্ভব আল্লাহ তাআলার ধ্যানে মগ্ন থাকবে। তাঁর সন্তুষ্টি, মাগফিরাত ও মুহাব্বত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরের চার পাশের ভিক্ষুকের মতো চক্কর লাগাচ্ছে এ ধরনের ধ্যানে বিভোর থাকবে।

তাওয়াফ অবস্থায় দু'আ

তাওয়াফ অবস্থায় কথাবার্তা না বলে দু'আ, যিকির, তাসবীহ তাহলীল ইত্যাদিতে মশগুল থাকা উচিত। তাওয়াফ অবস্থায় দু'আ কবুল হয়। তাই প্রাণ খুলে দু'আ করবে। নিজ ভাষায় আল্লাহ তাআলার কাছে যে কোন দু'আ করতে পারে। তাওয়াফ অবস্থায় এমন কোন নির্দিষ্ট দু'আ নেই যা ব্যতীত তাওয়াফ সহীহ হবে না। কুরআন হাদীসে বর্ণিত দু'আ মুখস্থ থাকলে তা পড়তে পারে। কুরআন হাদীসে বর্ণিত দু'আ এ অবস্থার উত্তম আমল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাওয়াফ অবস্থায় দুটি দু'আ বর্ণিত আছে।

১. রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে রাসূল ﷺ এ দু'আ পড়তেন।

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار -

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতের কল্যাণ দান করুন আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

২. হাজরে আসওয়াদ ও হাতীমের মধ্যবর্তী স্থানে এ দু'আ পড়তেন।

اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير -

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير -

অর্থাৎ হে আল্লাহ! যা কিছু আপনি আমাকে রিযিক হিসাবে দান করেছেন তাতে আমাকে তুষ্ট থাকার তাওফীক দিন এবং এতে বরকত দিন। আর যা কিছু এখন আমার সামনে বিদ্যমান নেই কল্যাণসহ সেগুলোর হেফাযত করুন। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক তার কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর, প্রশংসা তাঁর, তিনি সব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

ইমাম মুহাম্মদ রহঃ লিখেছেন, হজ্জ উমরার কোন স্থানে কোন বিশেষ দু'আ নির্ধারণ ভাল নয়। কেননা এতে একাগ্রচিত্ত বিনষ্ট হয়। তাই যে দু'আ করতে ভাল লাগে এবং যে জিনিসের প্রয়োজন সে দু'আ করবে। কেননা নির্দিষ্ট শব্দের পাবন্দি কখনও কখনও ধ্যান মগ্নতায় ব্যাঘাত ঘটায়।

তাওয়াফ অবস্থায় উচ্চ আওয়াজে দু'আ করা

সম্পূর্ণ তাওয়াফেই দু'আ, যিকর আযকার, তিলাওয়াতে মশগুল থাকা উচিত। কিন্তু তা উচ্চ আওয়াযে না করা চাই, কেননা এতে অন্যান্য তাওয়াফকারীদের সমস্যা হয়। আর একসাথে সূর মিলিয়ে পড়া আরো বেশি নিন্দনীয়।

তাওয়াফ শেষে করণীয়

তাওয়াফের সপ্তম চক্কর শেষে হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে অষ্টম বারের মত পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে ইসতেলাম করুন। এ ইসতেলাম সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এবার তাওয়াফ শেষ হল। এখন ডান বগলের নিচ থেকে কাপড় বের করে কাঁধ ঢেকে নিবে। কেননা ইযতেবা কেবল তাওয়াফের সময়ের আমল। তাছাড়া কাঁধ খোলা রাখা অবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ।

قوله طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ

এ কথার উপর সকল ইমাম একমত যে, পুরুষদের ওযর ব্যতীত তাওয়াফ এবং সায়ী সওয়ার অবস্থায় করা মাকরূহ এবং পায়দল করা জরুরী। কেননা এর দ্বারা বিনয় নম্রতা অধিকতর প্রকাশিত হয়। এখন যদি কেউ কোন ওযর ছাড়া বাহনের উপরে থেকে তাওয়াফ করে নেয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে মক্কায় থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পুনঃ তাওয়াফ করে নেয়া জরুরী। আর যদি কোন ওযরের কারণে করে তাহলে দম দিতে হবে না।

এখন প্রশ্ন আসে যে, যখন সওয়ার অবস্থায় তাওয়াফ মাকরূহ, তাহলে হুজুর ﷺ সওয়ার অবস্থায় কেন তাওয়াফ করলেন। এর বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, হুজুর ﷺ-এর শারিরিক অবস্থা ভাল ছিল না। পায়দল তিনি চলতে পারছিলেন না। যেমন আবু দাউদ শরীফের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস রয়েছে-

انه عليه السلام قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته

কেউ কেউ এই কারণ বর্ণনা করেছেন যে, যেহেতু মানুষের ভিড় খুব বেশী ছিল, আর রাসূল ﷺ এর উদ্দেশ্য ছিল যে, সবাইকে হজ্জের কার্যাদি দেখাবেন এবং তাওয়াফের নিয়ম শিক্ষা দিবেন এক্ষেত্রে পায়দল চললে সকল মানুষকে দেখানো সম্ভব ছিল না, এজন্য সওয়ার হয়েছেন। যাতে সকল মানুষ দেখে এবং শিখতে পারে। যেমন হযরত জাবির (রাঃ) এর হাদীসের মধ্যে আছে انه طاف راكبا ليراه الناس ويسئلونه অতএব হুজুর ﷺ এর সওয়ারীর উপর থেকে তাওয়াফ করার উপর কোন অভিযোগ আসবে না।

১৮৭৯ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ الْمَعْنَى . قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . عَنْ مَعْرُوفٍ يَعْنِي ابْنَ خَرَّبُوذَ الْمَكِّيِّ . حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ . قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ . ثُمَّ يُقَبِّلُهُ . زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَطَافَ سَبْعًا عَلَى رَاحِلَتِهِ

১৮৮০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ

১৮৮১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِي فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

১৮৮২ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ : طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ . قَالَتْ : فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ

باب الاضطباع في الطواف

১৮৮৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . عَنِ ابْنِ يَعْلَى . عَنْ يَعْلَى . قَالَ : طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ.

তরজমা --

১৮৭৯। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর বাহনের উপর আরোহণ করে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে দেখেছি। ঐ সময় তিনি তাঁর হাতের লাঠির সাহায্যে হাজরে আস্ওয়াদ এ চুমু দেন। রাবী মুহাম্মাদের বর্ণনায় আরো আছে, অতঃপর তিনি সাফা ও মারওয়ায় যান এবং স্বীয় সওয়ারীতে বসা অবস্থায় তাকে সাতবার তাওয়াফ করেন।

১৮৮০। হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাহনে সাওয়ার হয়ে কাবাঘর ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করেন। আর এভাবে প্রদক্ষিণ করার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে লোকেরা তাঁকে দেখতে পায় এবং তাদের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। কারণ তখন লোকজনের ভীড় ছিল খুব বেশী।

১৮৮১। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ অসুস্থ অবস্থায় মক্কায় ঢুকেন। ঐ সময় তিনি স্বীয় বাহনে চড়ে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। তিনি যখন হাজ্‌রে আস্ওয়াদের কাছে আসতেন, তখন তা লাঠির সাহায্যে স্পর্শ করতেন। তাওয়াফ শেষ করে তিনি উট বসান এবং দু'রাকআত নামায পড়েন।

১৮৮২। হযরত নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট আমার রুগের কথা বললাম। তিনি বলেন, তুমি তোমার সাওয়ারীতে চড়ে সব লোকদের পেছন থেকে তাওয়াফ আদায় কর। তিনি বলেন, আমি ঐ অবস্থায় (বিদায়ী) তাওয়াফ আদায় করি। এ সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ কাবাঘরের পার্শ্বে (ফজরের) নামাযে পড়ছিলেন। নামাযে তিনি তিলাওয়াত করছিলেন সূরা তূর।

প্রদক্ষিণের সময় ডান বগলের নীচে দিয়ে, বাম কাঁধের উপর চাদর পেঁচানো

১৮৮৩। হযরত ইয়ালা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সবুজ চাদর তাঁর ডান বগলের নিচ দিয়ে বাম কাঁধের উপর পেঁচিয়ে রেখে তওয়াফ করেন।

١٨٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى.

باب في الرمل

١٨٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الْغَنَوِيُّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَأَنَّ ذٰلِكَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قُلْتُ وَمَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا قَالَ صَدَقُوا قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغَفِ فَلَمَّا صَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَجِيئُوا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيُقِيمُوا بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ قُلْتُ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَنَّ ذٰلِكَ سُنَّةٌ فَقَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قُلْتُ مَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا قَالَ صَدَقُوا قَدْ طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرِهِ وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ كَانَ النَّاسُ لَا يُدْفَعُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا يُصْرَفُونَ عَنْهُ فَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ وَلِيَرَوْا مَكَانَهُ وَلَا تَنَالُهُ أَيْدِيهِمْ

তরজমা --

১৮৮৪। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ জি'ইররানা নামক স্থান হতে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং দ্রুতপদে কাবা ঘরের তাওয়াফ শেষ করেন। আর এ সময় তাঁরা নিজেদের চাদর ডান বগলের নীচ দিয়ে বাম কাঁধের উপর পেঁচিয়ে রাখেন।

রমল করা

১৮৮৫। হযরত আবুত তুফায়েল (রহ.) বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার সম্প্রদায় মনে করে যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাওয়াফের সময় রমল করেছেন, আর তা সুন্নাত। তিনি বলেন, তারা সত্য বলেছে এবং মিথ্যা বলেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কি সত্য আর কি মিথ্যা বলেছে? তিনি বলেন, তারা রমলের ব্যাপারে সত্য বলছে, আর তা সুন্নাত হওয়ার ব্যাপার মিথ্যা বলছে। প্রকৃত ব্যাপারে এই যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় কুরায়েশরা বলে, মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের ছেড়ে দাও, যাতে তাঁরা উটের মত নাকের সংক্রামক রুগে মারা যায়। অতঃপর সন্ধি-চুক্তিতে যখন স্থির হয় যে, তারা আগামী বছর মক্কায় এসে তিন দিন থাকতে পারবে। অতঃপর হুযূর ﷺ পরবর্তী বছর যখন মক্কায় পৌছেন, তখন মুশরিকরা কু'আয়কিআন, পাহাড়ের নিকট থেকে এলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বলেন, তোমরা কাবাঘর তাওয়াফের সময় তিনবার রমল করবে। এটা মূলতঃ সুন্নাত নয়। (রাবী বলেন) আমি বলি, আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করেন। তাঁর উটে চড়ে এবং এটা সুন্নাত। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, তারা সত্য বলেছে এবং মিথ্যাও। আমি জিজ্ঞাসা করি, তারা কি সত্য এবং কি মিথ্যা বলেছে? তিনি বলেন তারা সত্য বলেছে যে আল্লাহর রাসূল ﷺ উটে চড়ে সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করেন। আর মিথ্যা এই যে, তা আসলে সুন্নাত নয়। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে লোকেরা নবী -এর নিকট যেতে পারছিল না এবং তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারছিল না। এমতাবস্থায় তিনি উটে চড়ে তাওয়াফ সম্পন্ন করেন, যাতে লোকেরা তাঁকে সহজে দেখতে পায়, তাঁর বক্তব্য শুনতে পায় এবং তাদের হাত যাতে তাঁর দিকে প্রসারিত না হয়।

١٨٨٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ. قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا فَأَطْلَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا قَالُوهُ: فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ. وَأَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَمَلُوا قَالُوا: هٰؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هٰؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنَّا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ

١٨٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. يَقُولُ: فِيمَ الرَّمَلَانُ الْيَوْمَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَّأَ اللهُ الْإِسْلَامَ. وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ مَعَ ذٰلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

١٨٨٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ. عَنِ الْقَاسِمِ. عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ.

١٨٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ وَكَبَّرَ ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَكَانُوا. إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَتَغَيَّبُوا مِنْ قُرَيْشٍ مَشَوْا. ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ. تَقُولُ قُرَيْشٌ: كَأَنَّهُمُ الْغِزْلَانُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَانَتْ سُنَّةً

তরজমা ---

১৮৮৬। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর ﷺ মক্কায় আসেন উমরাতুল কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে। এই সময় ইয়াস্‌রিবের সংক্রামক জ্বর তাদের দুর্বল করে দিয়েছিল। মক্কার কুরায়েশরা বলাবলি করতে থাকে যে, তোমাদের নিকট এমন একটি দল আসবে, যারা জ্বরের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্‌-পাক তাদের এই কথা তাঁর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানিয়ে দেন। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের কাবাঘর তাওয়াফের সময় তিনবার রমল করার নির্দেশ দেন এবং রুক্‌নে ইয়ামানী ও হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদের মধ্যবর্তীস্থানে হেঁটে তাওয়াফ করতে বলেন। (মুশরিকরা) তাঁদেরকে (মুসলিমদেরকে) রমল করতে দেখে বলাবলি করতে থাকে যে, এরা তো তারাই যাদের সম্পর্কে তোমরা বলতে যে, জ্বর তাদেরকে কাবু করে ফেলেছে। এবং এরা তো আমাদের চাইতেও শক্তিশালী। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, তিনি তাঁদেরকে প্রত্যেক চক্করে (তাওয়াফে) রমল করতে নির্দেশ দেননি, বরং (তিনটি ছাড়া) বাকী চক্কর স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

১৮৮৭। হযরত যায়েদ ইব্‌ন আস্‌লাম (র.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রমল ও কাঁধ খোলা রাখার দ্বারা আল্লাহ্‌ পাক ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন এবং কাফির ও তাদের কুফ্‌রীকে পর্যুদস্ত করছেন। আর এ কারণেই আমরা আল্লাহর ﷺ-এর যুগে যা করতাম তা ছেড়ে দেইনি।

১৮৮৮। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, কাবা শরীফের তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঈ ও কংকর নিক্ষেপের ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র যিকির কায়েম করার জন্যই

১৮৮৯। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাওয়াফের শুরুতে হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ চুম্বন করেন, অতঃপর আল্লাহু আকবর বলেন এবং তাওয়াফের তিন চক্কর রমল করেন। আর তাঁরা যখন রুক্‌নে ইয়ামানীর নিকট যেতেন এবং কুরায়েশদের দেখার বাইরে যেতেন, তখন হাঁটতেন। আবার তাঁরা যখন তাদের (মুশরিক) সম্মুখীন হতেন, তখন রমল করতেন। তা দেখে কুরায়েশগণ বলত এরা তো হরিণের মত। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, অতঃপর এটা সুন্নাত হিসেবে চালু হয়।

١٨٩٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ . عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَمَشَوْا أَرْبَعًا .

١٨٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ . حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ . عَنْ نَافِعٍ . أَنَّ ابْنَ عُمَرَ . رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ . وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذٰلِكَ .

باب الدعاء في الطواف

١٨٩٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً . وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

١٨٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ

باب الطواف بعد العصر

١٨٩٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَالْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّي أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ . قَالَ الْفَضْلُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ . لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا .

তরজমা

১৮৯০। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ জি'ইররানা হতে উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং কাবা শরীফ তাওয়াফের সময় তিনবার রমল করেন এবং চারবার (আস্তে)।

১৮৯১। হযরত নাফে' (রহ)হতে বর্ণিত। ইব্‌ন উমার (রা.) হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ হতে হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ পর্যন্ত রমল করেন এবং বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করেছেন।

তাওয়াফের সময় দু'আ করা

১৮৯২। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নুস সায়েব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দু'রুক্‌নের মাঝখানে বলতে শুনেছি ঃ "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদিগকে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে আগুনের শাস্তি হতে বাঁচাও।

১৮৯৩। হযরত ইববন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজ্জ ও উমরার তাওয়াফ করতেন, প্রথমে মক্কায় আসার পর তাওয়াফের তিন চক্করে রমল করতেন এবং বাকী চার চক্করে হাঁটতেন। অতঃপর তিনি দুই রাকআত নামায পড়তেন।

আসরের নামাযের পরে তাওয়াফ করা

১৮৯৪ হযরত জুবায়ের ইবন মুতঈম (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা (হে বনী আবদুল মুত্তালিব এবং বনী আবদে মানাফ) কাউকেও কোন সময় এই ঘর (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করতে এবং দিন রাতের যে কোন সময় এখানে নামায পড়তে বারণ করো না।

باب طواف القارن

١٨٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ . قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الأَوَّلَ .

١٨٩٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . عَنْ عُرْوَةَ . عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ لَمْ يَطُوفُوا حَتَّى رَمَوُا الْجَمْرَةَ .

١٨٩٧ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ . أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ . عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ . عَنْ عَطَاءٍ . عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : كَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا . قَالَ : عَنْ عَطَاءٍ . عَنْ عَائِشَةَ . وَرُبَّمَا . قَالَ : عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

باب الملتزم

١٨٩٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ قُلْتُ لأَلْبَسَنَّ ثِيَابِي وَكَانَتْ دَارِي عَلَى الطَّرِيقِ فَلأَنْظُرَنَّ كَيْفَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَعْبَةِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَدِ اسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الْحَطِيمِ وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَسْطَهُمْ .

তরজমা ---

কিরান হজ্জ আদায়কারীর তাওয়াফ সম্পর্কে

১৮৯৫। হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ সাফা-মারওয়ার মধ্যে একবারের বেশী তাওয়াফ করেননি এবং এটাই ছিল তাঁর প্রথম তাওয়াফ।

১৮৯৬। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর সাহাবীগণ কংকর নিক্ষেপের পূর্বে তাওয়াফ করেননি।

১৮৯৭। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) তাঁকে বলেন, তোমার কাবা শরীফ ও সাফা-মারওয়ার (একবার) তাওয়াফ তোমার হজ্জের সময় ও উমরার জন্য যথেষ্ট।

মুলতাযাম

১৮৯৮। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন সাফ্ওয়ান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করেন তখন আমি (মনে মনে) বলি, আমি আমার কাপড় পরব, আর আমার ঘর ছিল রাস্তার পাশে এবং দেখব যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন ব্যবহার করেন। আমি আমার ঘর হতে বের হতে দেখতে পাই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ কা'বা হতে বের হয়ে বায়তুল্লাহ্য় চুমু দেন-এর দরজা ও হাতীমের মধ্যবর্তী স্থানে। তাঁরা তাঁদের চিবুক বায়তুল্লাহ্র উপর স্থাপ করেন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের মাঝখানে ছিলেন।

١٨٩٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ أَلَا تَتَعَوَّذُ قَالَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هَكَذَا وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ.

١٩٠٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عَمْرٍو الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَيُقِيمُهُ عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أُنْبِئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي هَا هُنَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي

باب أمر الصفا والمروة

١٩٠١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ كَلَّا لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

তরজমা ---

১৮৯৯। হযরত আমর ইব্‌ন শুআয়েব (র.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা.)-এর সাথে তাওয়াফ করি। অতঃপর আমরা খানায়ে কা'বার পশ্চাতে আসি, তখন আমি তাঁকে বলি, আপনি কি (আল্লাহ্‌ পাকের নিকট) পানাহ চাইবেন না? তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌ পাকের নিকট দোযখের আগুন হতে পানাহ চাচ্ছি। অতঃপর তিনি হাজ্‌রে-আস্‌ওয়াদে চুমু দিতে যান এবং তাতে চুমু দেন। অতঃপর তিনি

১৯০০। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সায়েব (রহ.) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর) ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট বসতেন। আর তিনি (ইব্‌ন আব্বাস) তাঁকে (আল্লাহ ঘরের) দেওয়ালের তৃতীয়াংশের (অর্থাৎ মুল্‌তাযামের) নিকট দাঁড় করিয়ে দিতেন, যা হাজ্‌রে-আস্‌ওয়াদ ও মুল্‌তাযামের নিকট অবস্থিত ছিল। ইবন আব্বাস (রা.) তাঁকে বলেন, আচ্ছা! আল্লাহর রাসূল ﷺ কি এখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। তিনি সায়েব বলেন, হাঁ। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সেখানে দাঁড়ান এবং (মুল্‌তাযামের নিকট) নামায পড়েন।

সাফা-মারওয়া পাহাড়ে সাঈ করা

১৯০১। হযরত হিশাম (রহ.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী আয়েশা (রা.)-ছোট থাকতে জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাকে আল্লাহ্‌ পাকের বাণী ঃ "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌ তা'আলার নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত" সম্পর্কে কিছু বলুন। আমার মনে হয়, যদি কেউ এর তাওয়াফ ছেড়ে দেয় তবে সে গোনাহগার হবে না। আয়েশা (রা.) বলেন, এরূপ কখনও নয়। তুমি যেরূপ বলছ, যদি তাই হত তবে আয়াতটি এরূপ হত ঃ তার উপর (হজ্জ ও উমরাকারীর) কোন পাপ নাই, যদি সে উভয়ের তাওয়াফ না করে। বরং আয়াতটি আনসারদের শানে অবতীর্ণ হয়। তারা মানাতের (যিয়ারতের) উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধত। মানাত (মূর্তিটি) ছিল কুদায়দ নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত। তারা (জাহিলিয়াতের যুগে) সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করত না। ইসলাম আসার পর তারা এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলে মহান আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম"

١٩٠٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ . فَقِيلَ لِعَبْدِ اللهِ أَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ قَالَ : لاَ

١٩٠٣ - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ . أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ . أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ . عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ . قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى بِهٰذَا الْحَدِيثِ زَادَ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَسَعٰى بَيْنَهُمَا سَبْعًا ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ

١٩٠٤ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ . عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ . أَنَّ رَجُلاً . قَالَ : لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنِّي أَرَاكَ تَمْشِي وَالنَّاسُ يَسْعَوْنَ قَالَ : إِنْ أَمْشِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَإِنْ أَسْعَ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعٰى وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ.

তরজমা ---

১৯০২। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবু আওফা (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা (কাযা) আদায়ের সময় আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করেন এবং মাকামে ইব্রাহীমের পিছন নামায পড়েন। আর এই সময় (মক্কার কাফেরদের কষ্ট দেয়া হতে) রক্ষার জন্য, তাঁর সাথে তাঁর সাহাবীগণও ছিলেন। তখন আবদুল্লাহ্‌কে প্রশ্ন করা হয় যে, এই সময় কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘরে ঢুকেছিলেন? তিনি বলেন, না (কেননা সেই সময় তা মূর্তিতে পরিপূর্ণ ছিল)।

১৯০৩। হযরত ইসমাঈল ইব্ন আবু খালিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবু আওফা (রা.) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস শুনেছি। তবে এই বর্ণনায় আছে অতঃপর তিনি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করেন এবং পরে স্বীয় মাথা মুণ্ডন করেন।

১৯০৪। হযরত কাসীর ইব্ন জুমহান্ (রহ.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.)-কে সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমি আপনাকে হাঁটতে দেখছি, অন্য লোকেরা দৌড়াচ্ছে? তিনি বলেন, আমি যদি হেঁটে থাকি তবে আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে হাঁটতে দেখেছি। আর আমি যদি সাঈ করে থাকি তবে আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে সাঈ করতে দেখেছি। আমি (এমন) অধিকবৃদ্ধ।

তাশরীহ ---

قوله : فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ

তাওয়াফের এ দুরাকাআত নামাজ সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, এ দুরাকাআত সুন্নত না ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী, মালিক এবং ইমাম আহমদ (রঃ) এর মতে এগুলো সুন্নত। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে ওয়াজিব

ইমাম শাফেয়ী এই اعرابی-এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যাতে রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন যে, لا الا ان تطوع অর্থাৎ পাঞ্জেগানা নামাজ ছাড়া বাকী সকল নামাজকে تطوع (দায়িত্বের অতিরিক্ত কাজ) বলেছিলেন। অতএব, তাওয়াফের দুরাকাআত নামাজ تطوع এর অন্তর্ভূক্ত হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) দলীল এ আয়াত দ্বারা واتخذوا من مقام مصلى এখানে আমরের সীগা এসেছে যা ওয়াজিব হওয়ার দাবি রাখে। অতএব, এ দুরাকাআত ওয়াজিবই হবে।

শাফেয়ীগণ গ্রাম্য ব্যক্তির হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, ওখানে فرائض اعتقادي এর নফী হয়েছে। আর আমরা তাওয়াফের দুরাকাআতকে ফরজ বলি না।

باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হজ্জের বর্ণনা

١٩٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيَّانِ وَرُبَّمَا زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ الْكَلِمَةَ وَالشَّيْءَ قَالُوا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الأَسْفَلَ . ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلاً يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا يَعْنِي ثَوْبًا مُلَفَّقًا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا فَصَلَّى بِنَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَذْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ قَالَ جَابِرٌ نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْاٰنُ وَهُوَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ فَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهٰذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ { وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ وَعُثْمَانُ وَلاَ أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سُلَيْمَانُ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِـ{ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } وَ{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ } نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللهَ وَوَحَّدَهُ وَقَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هٰذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَصَنَعَ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ

آخِرَ الطَّوَافِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلاَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ فِي الأُخْرٰى. ثُمَّ قَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هٰكَذَا مَرَّتَيْنِ لاَ بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ. لاَ بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ. وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ عَلِيٌّ ذٰلِكَ عَلَيْهَا. وَقَالَ: مَنْ أَمَرَكِ بِهٰذَا. فَقَالَتْ: أَبِي. فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: بِالْعِرَاقِ ذَهَبْتُ إِلٰى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلٰى فَاطِمَةَ فِي الأَمْرِ الَّذِي صَنَعَتْهُ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ. أَنِّي أَنْكَرْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهٰذَا. فَقَالَ: صَدَقَتْ، صَدَقَتْ مَاذَا. قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ: قُلْتُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلاَ تَحْلِلْ قَالَ: وَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتٰى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ مِائَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ. وَقَصَّرُوا إِلاَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَوَجَّهُوا إِلٰى مِنًى أَهَلُّوا بِالْحَجِّ. فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ. ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعْرٍ فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةٍ. فَسَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ. كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى أَتٰى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةٍ. فَنَزَلَ بِهَا حَتّٰى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ حَتّٰى أَتٰى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا. أَلاَ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ. وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ. وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دِمَاؤُنَا: دَمُ. قَالَ عُثْمَانُ: دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ: دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وقَالَ: بَعْضُ هٰؤُلاَءِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ. وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ. وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَانَا: رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ. وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ. أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابَ اللهِ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي. فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ. وَأَدَّيْتَ. وَنَصَحْتَ ثُمَّ قَالَ: بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: اللّٰهُمَّ اشْهَدْ. اللّٰهُمَّ اشْهَدْ. اللّٰهُمَّ اشْهَدْ. ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ

نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ . وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ . فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ . فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ . وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ . حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ . قَالَ عُثْمَانُ : وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا . ثُمَّ اتَّفَقُوا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ . فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ . قَالَ سُلَيْمَانُ : بِنِدَاءٍ وَإِقَامَةٍ . ثُمَّ اتَّفَقُوا . ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقِيَ عَلَيْهِ . قَالَ عُثْمَانُ وَسُلَيْمَانُ : فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ . زَادَ عُثْمَانُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا . ثُمَّ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا . فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ . فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ . وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ . وَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ . وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى مُحَسِّرًا . فَحَرَّكَ قَلِيلًا . ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّذِي يُخْرِجُكَ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى . حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ فَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي . ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ . وَأَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ يَقُولُ : مَا بَقِيَ . وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ . ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ

তরজমা ---

১৯০৫. হযরত জা'ফর ইবন মুহাম্মাদ (রহ.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা জাবির ইবন আবদুল্লাহ্‌র (রা.) কাছে গেলাম। আমরা তাঁর কাছাকাছি হওয়ার পর, তিনি (যেহেতু অন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রবেশকারীদের সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর প্রশ্নটি আমার কাছে (সমাপ্ত) হওয়ায়, আমি বলি আমি মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন হুসায়েন (রা.)। তা শুনে তিনি আমার মাথায় তাঁর হাত বুলান এবং আমার কামীছের (জামার) উপর ও নিম্নাংশ টেনে তাঁর হস্ততালুকে আমার বুকের উপর রাখেন। এই সময় আমি যুবক ছিলাম। অতঃপর তিনি (জাবির) বলেন: তোমার জন্য মারহাবা ও খোশ-আমদেদ হে ভাতিজা। তোমার যা ইচ্ছা, আমাকে জিজ্ঞাসা কর। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি, আর তিনি ছিলেন অন্ধ। অতঃপর নামাযের সময় হওয়ায়, তিনি (জাবির) জায়নামাযে দাড়ান, এমতাবস্থায় যে তাঁর কাঁধে ভাজ করা চাদর ঝুলান ছিল। অতঃপর তিনি (ইমাম) আমাদের সাথে নামায পড়েন এবং তাঁর বড় চাদর আলনায় সংরক্ষিত ছিল। আমি বলি আমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় হজ্জ সম্পর্কে কিছু বলুন। জাবির (রা.) তাঁর হাতের প্রতি ইশারা করেন এবং (দু'হাতের) নয়টি অংগুল বন্ধ করে বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় নয় বছর থাকেন এবং এই সময় তিনি কোন হজ্জ করেননি। অতঃপর (অষ্টম হিজরীতে)

মক্কা বিজয়ের পর, দশম হিজরীতে লোকদের নিকট এরূপ ঘোষণা দেওয়া হয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জে যাবেন। এতে মদীনায় অসংখ্য লোকের সমাগম হয় এবং প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইক্তিদা করেই তাঁর অনুরূপ আমল করতে চায়। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওনা হলে, আমরাও তাঁর সাথে রওনা হই। অতঃপর আমরা যুল-হুলায়ফাতে পৌঁছি। ঐ সময় আসমা বিনতে উমায়েস (রা.) মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বাক্‌রকে প্রসব করেন। তখন তিনি (আস্‌মা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ইহ্‌রামের ব্যাপারে কি করবেন, তা জানার জন্য লোক পাঠান। তিনি বলেন, তুমি (পাক হওয়ার জন্য) গোসল কর, কাপড় দিয়ে নিজের লজ্জাস্থান ব্যাণ্ডেজ কর এবং ইহ্‌রাম বাঁধ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলায়ফার মসজিদে দুই রাক'আত নামায পড়েন। অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে (কাস্‌ওয়ায়) চড়ে বায়দা নামক স্থানে যান। জাবের (রা.) বলেন, আমি তাঁর সম্মুখভাগে, আমার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কেবল আরোহী ও পদাতিক লোকদের দেখি। তার ডানে, বামে এবং পশ্চাতে ও অনুরূপ লোক ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে ছিলেন এবং তাঁর নিকট তখন ও কুরআন নাযিল হচ্ছিল। আর তিনি এর ব্যাখ্যা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিলেন। আর তিনি যেরূপ আমল করছিলেন, আমরাও সেরূপ করছিলাম। অতঃপর তিনি তাল্‌বিয়া পাঠ শুরু করেন, যা তাওহীদ ভিত্তিক ছিল। لبيك اللهم لبيك (অর্থ) "আমি উপস্থিত হে আল্লাহ আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত, তোমার কোন শরীক নেই, আমি উপস্থিত সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই এবং সাম্রাজ্য তোমার কোন শরীক নেই।" আর লোকেরা এ কথার দ্বারা এবং এর অধিক দ্বারাও তাল্‌বীয়া পাঠ করছিল: কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বারন করেননি। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় তাল্‌বীয়া পাঠ চালু রাখেন। জাবির (রা.) বলেন, আমরা হজ্জের নিয়াত করি এবং উম্‌রা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। অতঃপর (যিল-হজ্জের চতুর্থ দিনে) আমরা তাঁর সাথে আল্লাহর ঘরের নিকটবর্তী হই। তিনি হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদকে চুমু দেন এবং তিনবার রমল ও চারবার হেঁটে (তাওয়াফ) আদায় করেন। অতঃপর তিনি মাকামে ইব্‌রাহীমে যান এবং বলেন, তোমরা মাকামে ইব্‌রাহীমকে নামাযের স্থানে পরিণত কর। অতঃপর তিনি মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে দুই রাক'আত নামায পড়েন। রাবী (জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ) বলেন, আমার পিতা (মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়েন) বলতেন, রাবী ইব্‌ন নুফায়েল ও উসমান বলেন, তিনি নামাযে কি পড়েন তা আমার জানা নাই। তবে সুলায়মান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুই রাক'আতের এক রাক'আতে সূরা ইখ্‌লাস ও অন্য রাক'আতে সূরা কাফিরূন পড়বে। অতঃপর তিনি কাবাঘরের নিকট আসেন এবং হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ চুমু দেন। অতঃপর এর দরজা দিয়ে বের হয়ে তিনি সাফার দিকে যান। তিনি সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করেন ঃ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া, আল্লাহ্‌ নিদর্শনাবলীর অন্যতম।" অতঃপর তিনি সাফা হতে সাঈ শুরু করেন এবং এর উপর চড়ে বায়তুল্লাহ্‌ ঘর দেখে বলেন ঃ الله اكبر الخ আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, তার জন্যই সাম্রাজ্য, আর তার জন্যই সকল প্রশংসা, তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। এক আল্লাহ্‌ ভিন্ন কোন ইলাহ নেই, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাহায্য করেছেন, এবং তিনি একাই সকল বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। অতঃপর তিনি এর মধ্যে দু'আ করেন এবং তিনবার উক্তরূপ ইরশাদ করেন। অতঃপর তিনি মাওয়ায়ায় দিকে যান এবং দু' পর্বতের মধ্যবর্তীস্থানে রমল করেন। তিনি মারওয়ার উপর ওঠে ঐ সমস্ত আমল করেন, যা তিনি সাফা পাহাড়ের উপর উঠে করেছিলেন। অতঃপর তিনি মারওয়ার তাওয়াফ শেষ করে বলেন, যা আমি পরে জেনেছি, যদি তা পূর্বে জানতে পারতাম, তবে আমি কুরবানীর পশু অগ্রে প্রেরণ করতাম না এবং একে (হজ্জকে) উমরায় রূপান্তিরিত করতাম। আর তোমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর জন্তু নাই,তারা যেন উম্‌রার পরে হালাল হয়– যাতে তা কেবল উম্‌রা হয়। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যাদের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল তারা ছাড়া, অন্য সমস্ত লোকেরা হালাল হয় এবং তাদের চুল মুণ্ডন বা ছোট করে। তখন সুরাকা ইব্‌ন জা'আশাম দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! এরূপ ব্যবস্থা (হজ্জের মধ্যে উম্‌রা পালন) কি কেবল এ বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর

একহাতের অংগুলি অন্য হাতের অংগুলের মধ্যে ঢুকিয়ে বলেন, উমরা হজ্জের মধ্যে এভাবে প্রবেশ করেছে। এরূপ তিনি দু'বার উচ্চারণ করেন। আর তা চিরদিনের জন্য। অতঃপর তিনি (জাবির) বলেন, এসময় আলী (রা.) ইয়ামান হতে তাঁর ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরবানীর পশুসহ আসেন। ঐ সময় তিনি ফাতিমা (রা.)-কে হালার অবস্থায় রঙীন কাপড় পরিহীতা ও সুরমা ব্যবহারকারিনী হিসেবে দেখতে পেয়ে অপছন্দ করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে কে এরূপ করতে বলেছে? তিনি বলেন,আমার পিতা। জাবির (রা.) বলেন, আলী (রা.) যিনি তখন ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন বলেন, আমি তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে, ফাতিমার কাজে রাগান্বিত হয়ে যাই এবং ঐ সম্পর্কে ফাত্ওয়া জিজ্ঞাসা করি, যা সে আমাকে বলেছিল। আর আমি তার কাজে অসন্তুষ্ট হওয়ার কথা প্রকাশ করায়, "আমার পিতা আমাকে এরূপ করতে বলেছেন" তাও তাঁর কাছে বলি। তিনি বলেন, সে সত্য বলেছে, সে সত্য বলেছে। আচ্ছা, তুমি যখন হজ্জের নিয়াত করেছ, তখন কি বলেছ? তিনি বলেন, আমি বলেছি, ইয়া আল্লাহ্! আমি ঐরূপ ইহ্রাম বাঁধছি, যেরূপ ইহ্রাম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁধেছেন। তিনি বলেন, আমার সাথে কুরবানীর পশু আছে, কাজেই তুমিও আমার মত হালাল হতে পারবে না। জাবির (রা.) বলেন, আর কুরবানীর জন্তু, যা আলী (রা.) ইয়ামান হতে সাথে আনেন এবং যা মদীনা হতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এসেছিল এর মোট সংখ্যা ছিল একশ'। এমতাবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যাদের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল, তারা ছাড়া অন্য সকলে হালাল হয় এবং তাদের মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করে। রাবী (জাবির) বলেন, অতঃপর তারবিয়ার দিন (৮ই যিল-হজ্জ) আসলে তাঁরা মিনায় যান এবং হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাহনে সাওয়ার হন এবং মিনায় পৌছে যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায পড়েন এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত কিছুক্ষণ সেস্থানে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি তাঁর জন্য একটি পশমী কাপড়ের তাঁবু টানাতে নির্দেশ দেন। তাঁর জন্য নামেরা নামক স্থানে তা টানান হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে যান। যাতে কুরায়েশরা এরূপ সন্দেহ না করতে পারে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারামের নিকটবর্তী স্থান মুযদালিফায় থাকবেন, (এবং আরাফাতে যাবেন না), যেরূপ কুরায়েশরা জাহলিয়াতের যুগে করত। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফা অতিক্রম করে আরাফাতে পৌছান এবং তাঁর জন্য প্রস্তুতকৃত তাঁবু যা নামেরাতে স্থাপন কর হয়, সেখানে যান। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে, তিনি তাঁর সওয়ারী প্রস্তুতের নির্দেশ দেন এবং তাতে চড়ে বাত্নে-ওয়াদী নামক স্থানে যান। অতঃপর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দেয়া প্রসংগে বলেন, তোমাদের রক্ত ও সম্পদ (একে অপরের) জন্য হারাম। যেমন হারাম (পবিত্র) তোমাদের আজকের এ দিন, এ মাস ও এ শহর। খবরদার! জাহিলিয়া যুগের সর্বপ্রকার কাজ কর্ম (আজ) আমার পায়ের নীচে বাতিল ঘোষিত হল। জাহিলিয়া যুগের রক্ত (প্রতিশোধ গ্রহণ) পরিত্যক্ত হল। আর সর্বপ্রথম আমি আমার পক্ষ হতে, (আহ্লে-ইসলামের) যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, তাঁর দাবী ছেড়ে দিলাম। উসমান বলেন এটা আবু রাবী'আর রক্ত। আর সুলায়মান বলেন, এটা রাবী'আ ইব্নুল হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের খুনের রক্ত। সে (ইব্ন রাবী'আ) ছিল বনী সা'আদ গোত্রের একটি শিশুপুত্র, যাকে হুযায়েল গোত্রের লোকেরা খুন করে। আর জাহিলিয়া যুগের সুদ প্রথা বাতিল ঘোষিত হল। আর এ প্রসঙ্গে আমি আমাদের প্রাপ্য সুদ, যা আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের, সবই বাতিল করলাম। আর তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্র আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ, আর আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে তোমরা তাদের স্ত্রী অংগ (ব্যবহার) হালাল করেছ। (অর্থাৎ শরীয়াত সম্মত ভাবে ইজাব-কবুলের দ্বারা তাদের বিবাহ করেছ) তোমাদের উপর তাদের হক এই যে, তারা যেন তোমাদের বিছানায় এমন কোন লোককে আসার অনুমতি প্রদান না দেয়, যাকে সে (স্বামী) অপছন্দ করে। যদি তারা এরূপ করে, তবে তাদের (এ জন্যে) সামান্য মারবে। আর তোমাদের উপর তাদের, উত্তমরূপে ভরণ-পোষণের দায়িত্বও। আমি তোমাদের মধ্যে একটি বিশেষ বস্তু রেখে যাচ্ছি। আমার পরে, যদি তোমরা তা মজবুতভাবে ধর, তবে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব। আর তোমাদেরকে (কিয়ামতের দিন) আমার প্রসংগে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তোমরা আমার সম্পর্কে কি বলবে? সাহাবীগণ বলেন, আমরা এরূপ সাক্ষ্য দেব যে, আপনি আপনার (রিসালাতের) দায়িত্ব যথাযথ পৌঁছিয়েছেন, আপনার (আমানতের) হক আদায় করেছেন এবং আপনি আপনার

(উম্মাতকে) নসীহত করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর শাহাদাত অংগুলি আকাশের দিকে তুলে এবং পরে লোকদের প্রতি ইশারা করে বলেন, ইয়া আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাক। ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক! ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। অতঃপর তিনি বিলাল (রা.)-কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং যোহরের নামায পড়েন, অতঃপর দাঁড়িয়ে আসরের নামাযও পড়েন এবং তিনি এর সহিত অন্য কোন কিছুই (সুন্নাত, নফল ইত্যাদি) পড়েন নাই। (অর্থাৎ যুহর ও আসরের নামায পরপর পড়েন।) অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে চড়েন এবং আরাফাতের (মূলভূমিতে) যান। অতঃপর তিনি তাঁর বাহন উষ্ট্রীকে বড় প্রস্তরের নিকট (যা জাবালে-রহমতের নিকটে অবস্থিত) নিয়ে যান এবং হাবলআল মাশাত-কে সামনে রাখেন এবং কিব্লামুখী হন। আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে তিনি থাকেন। অতঃপর সূর্যের লালিমা বিলুপ্ত হওয়ার পর তিনি উসামাকে স্বীয় উষ্ট্রের পিছনে বসিয়ে নেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত হতে মুয্দালিফায় যান। ঐসময় তিনি তাঁর উষ্ট্রের লাগাম নিজের হাতে নেন, যাতে তাঁর (উষ্ট্রের) মাথা, পাদানির নিকট পৌছায়। আর এই সময় তিনি ডান হাত দ্বারা (ইশারা) করে বলেন, শান্তি হও (অর্থাৎ তোমরা এখন শান্তি বা স্বস্তি গ্রহণ কর)। হে জনগণ! তোমরা স্বস্তি গ্রহণ কর। হে লোক সকল! তোমরা শান্তি কবুল কর। অতঃপর তিনি যখন এর কোন পাহাড়ের নিকটবর্তী হন, তখন উষ্ট্রের লাগামকে কিছুটা ঢিল দেন এবং এই অবস্থায় মুয্দালিফায় যান। আর এইস্থানে তিনি মাগ্রিব ও এশার নামায একই আযান ও দুই ইকামাতের দ্বারা একত্রে পড়েন।

রাবী উসমান বলেন, তিনি মাগ্রিব ও 'এশার নামায (একত্রে পড়ার সময়) এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন তাসবীহ্ পাঠ করেন নাই। অতঃপর সমস্ত রাবী একমত হয়ে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল পর্যন্ত ঘুমান। আর ফজরের সময় হওয়ার পর তিনি ফজরের নামায পড়েন। রাবী সুলায়মান বলেন, তিনি এক আযান ও একই ইকামাতে তা পড়েন। অতঃপর সকল রাবী ঐক্যমতে বর্ণনা করেন, অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে চড়ে মাসআরুল হারামে১ যানে এবং সেখানে থাকেন। রাবী উসমান ও সুলায়মান বলেন, এ সময় তিনি কিব্লামুখী হন এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার হাম্দ ও তাকবীর পাঠ করেন। রাবী উসমান একা এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আর তিনি সে স্থানে ততক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ না স্পষ্টরূপে (পূর্বের আকাশ) পরিষ্কার হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যোদয়ের পূর্বে মুয্দালিফা হতে মিনায় যান। আর এই সময় তাঁর উষ্ট্রের পিছনে ফযল ইব্ন আব্বাস (রা.) ছিলেন। আর ইনি ছিলেন কালো চুল, সুন্দর ও সুশ্রী দেহের অধিকারী যুবক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয্দালিফা হতে গমন কালে, যখন স্ত্রীলোকদের বাহনের পার্শ্ব দিয়ে যেতে থাকেন, তখন ফযল (রা.) তাদের প্রতি তাকাতে থাকেন। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযলের চেহারায় হস্ত স্থাপন করে তার মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর ফযল (রা.) অন্য দিকে মুখ ফিরালে, তিনিও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর ফযল আবার তাঁর চেহারা অন্যদিক ফিরাবার সময় তাঁরা 'মুহাস্সার' নামক স্থানে পৌছান। এই সময় তাঁর উট কিছুটা দ্রুতগামী হয় এবং তা মধ্যবর্তী রাস্তায় গিয়ে যে রাস্তা ছিল জাম্রাতুল্কুব্রায় যাবার পথ। অতঃপর তিনি জাম্রার নিকটবর্তী হন, যা গাছের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। অতঃপর তিনি সেস্থানে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং প্রত্যেকবর কংকর নিক্ষেপের সময় তাক্বীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বাতনুলওয়াদীতে (গিয়ে) কংকর নিক্ষেপ করেন। অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর স্থানে উপস্থিত হন এবং স্বহস্তে তেষট্টিটি জন্তু কুরবানী করেন এবং কুরবানীর অবশিষ্ট জন্তুগুলি আলী (রাঃ)-কে কুরবানী করার নির্দেশ দেন। আর তিনি প্রত্যেক কুরবানীর পশুর গোশ্ত হতে এক টুক্রা গোশ্ত তাঁকে দেওয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর তা একটি পাতিলের মধ্যে রান্না করা হয়। তখন তাঁরা সকলে তা খান এবং (তৃপ্তি সহকারে) আহার করেন।

রাবী সুলায়মান বলেন, অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে পড়েন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘরে যান। অতঃপর তিনি মক্কায় যুহরের নামায পড়েন। পরে তিনি বনী আবদুল মুত্তালিবদের নিকট যান, যারা যমযমের নিকট (লোকদের) পানি পান করাচ্ছিল। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে বলেন, তোমরা লোকদেরকে বেশী করে পানি পান করাতে থাক। আর আমি যদি লোকদের অত্যধিক ভিড়ের ভয় না করতাম তবে আমিও তোমাদের সাথে পানি তুলে লোকদের পান করাতাম। অতঃপর তারা তাঁকে এক বালতি যমযমের পানি দিলে তিনি তা হতে কিছু পান করেন।

قوله : لَسْنَا نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ

'তখন আমরা হজ্জ ছাড়া অন্য কিছুর নিয়ত করি নাই' এ ইবারতের ব্যাখ্যায় অনেক উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) কোন কোন আলেম বলেছেন যে, বের হওয়ার মূল লক্ষ্য ছিল হজ্জ করা। আর যারা উমরা করেছিলেন তাদের উমরা হজ্জের অধীন تابع ছিল। অতএব, যে সকল বর্ণনায় হযরত আয়শা (রাঃ) উমরা আদায়কারী معتمر হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এসব বর্ণনার সাথে কোন বিরোধ থাকবে না।

(২) কোন কোন আলেম বলেন যে, এর উদ্দেশ্য হল যে, জাহলিয়াতে হজ্জের মাস সমূহের মধ্যে উমরা করা না করা জায়েয মনে করা হত এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই এখানে বলা হয়েছে।

(৩) হযরত আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানী (রঃ) বলেন যে, এর উদ্দেশ্য হল এই যে, অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম শুধু হজ্জের এহরাম বেধেছিলেন। এজন্য বলা হয়েছে যে, আমরা হজ্জ ছাড়া আর কিছুই জানি না। আমাদের এ কথা জানা ছিল না যে, হজ্জের মাস সমূহে হজ্জের এহরাম এবং তালবিয়ার পরে হজ্জকে فسخ ভঙ্গ করে উমরা বানিয়ে নেয়া যায়। এমনকি আমরা যখন মক্কা মোকাররমায় প্রবেশ করেছি তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ কে ভঙ্গ করে উমরা বানিয়ে নেয়ার আদেশ দেন তখন আমাদের জানা হল যে, যাকে আমরা হজ্জ মনে করছি এখন এটা হজ্জ নয় বরং উমরা হয়ে গেছে।

قوله : فَبَدَأَ بِالصَّفَا

কোরআন শরীফের মধ্যে ان الصفا والمروة الخ এ আয়াতের মধ্যে واو বর্ণ যদিও স্বাভাবিক বহুবচন অর্থে এসেছে যার চাহিদা হল যে, যেখান থেকেই শুরু করা যাবে سعي সায়ী আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু শরীয়তের বিধানের মধ্যে ترتيب ذكري বর্ণনার ধারাবাহিক নিয়মেরও গুরুত্ব রয়েছে। আর নাসায়ী শরীফের রেওয়াতের মধ্যে আছে যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ابدأوا كما بدأ الله এজন্য সমস্ত ইমামগণের ইত্তেফাক হল যে, সাফা থেকে শুরু করা জরুরী এবং শর্তও। كما قال النووي والعيني

সাফা-মারওয়ার মধ্যখানে সায়ী করার শরয়ী হুকুমঃ

এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে সায়ী হল রুকন, এটা ইমাম আহমদ এবং ইমাম মালিকের বিশুদ্ধ বর্ণনা। তাই এটা ছেড়ে দিলে হজ্জ আদায় হবে না।

ইমাম আ'জম (রঃ) এর মতে এটা ওয়াজিব। আর সুফিয়ান সাওরীরও এই মত। আবার ইমাম মালিক (রঃ) থেকেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) দলীল পেশ করেন হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এবং হযরত আয়শা (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন اسعوا فان الله كتب عليكم السعي رواه احمد

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) দলীল পেশ করেন কোরআন শরীফের আয়াত দ্বারা فلاجناح عليه ان يطوف بهما এখানে আয়াতের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা শুধু বৈধতাই জানা যায় কিন্তু ইজমা দলীলের মাধ্যমে اباحت বৈধতাকে ওয়াজিব ধার্য করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা হল যে, ফরজ হওয়ার জন্য دليل قطعي অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজন হয়, আর সায়ী সম্পর্কে কোন অকাট্য দলীল নেই। অতএব, ফরজ হবে না।

তারা যে হাদীস পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, প্রথমত হাদীসের মধ্যে كلام আছে তদুপরি এটা খবরে ওয়াহিদ, যার দ্বারা ফরজিয়ত প্রমানিত করা কঠিন।

قوله : دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هٰكَذَا مَرَّتَيْنِ

যেহেতু আইয়ামে জাহেলিয়াতে এটা বাতিল আকীদা ছিল যে, হজ্জের মাস সমূহে উমরা করা জায়েয নেই এবং এটা জঘন্যতম খারাপ কাজ (افجر الفجور) একে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে রাসূল (সাঃ) একথা বললেন এবং হজ্জকে ভঙ্গ করে উমরা করার হুকুম দিলেন।

قوله : لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ. لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ

فسخ الحج إلى العمرة হজ্জ ভঙ্গ করে উমরা আদায় করা শুধু এ বছরের জন্যই নির্ধারিত ছিল না সব সময়ের জন্য জায়েয। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ (রঃ) এবং আহলে জাওয়াহের দের মত হল যে, এটা সব সময়ের জন্য জায়েয। তাই যারা হজ্জের এহরাম বেঁধে যাবে তারা যদি চায় তাহলে এ এহরামকে বদলে উমরা করতে পারবে

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী এবং ইমাম মালিক (রঃ) এর মতে فسخ الحج إلى العمرة কেবল বিদায় হজ্জের বছরের সাথে নির্ধারিত ছিল, সব সময়ের জন্য নয়। অতএব, কেউ এখন আর এরূপ করতে পারবে না। এটা জুমহুর ছলফ এবং খলফ এর রায়।

ইমাম আহমদ এবং আহলে জাওয়াহের দলীল পেশ করেন উপরোক্ত হাদীস দ্বারা যে, সুরাকা ইবনে জু'শুম এর জবাবে রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ. لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ

ইমাম আবু হানিফা, মালিক এবং শাফেয়ী (রঃ) দলীল পেশ করেন হযরত আবু যর (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা

كانت المتعة أي الفسخ في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة

অনুরূপ হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে অন্য একটি বর্ণনা রয়েছেঃ

انه قال لم يكن لاحد بعدنا ان يصير حجته عمرة انها كانت رخصة لنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رواه ابو داؤد والنسائي

দ্বিতীয় দলীল আবু দাউদের মধ্যে উসমান (রাঃ) এর বর্ণনা انه سئل عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم

তৃতীয় দলীল হারিস ইবনে হেলালের হাদীসঃ

قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت فسخ الحج الى العمرة لنا خاصة ام للناس فقال بل لنا خاصة

এসব বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, فسخ الحج الى العمرة কেবল বিদায় হজ্জের বছরে যে সকল সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন কেবল তাদের সাথে নির্ধারিত ছিল। আর এর কারণ ছিল জাহেলিয়াতের বাতিল আকীদা যে, হজ্জের মাস সমূহে উমরা করা افجر الفجور নিতান্ত খারাপ কাজ, একে বাতিল করা। অনাগত মানুষের জন্য এই হুকুম ছিল না।

ইমাম আহমদ সুরাকা (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, ওখানে হজ্জের মাস সমূহে উমরা করা কিয়ামত পর্যন্ত জায়েয করা উদ্দেশ্য ছিল এবং এর দ্বারা জাহিলিয়াতের সেই ভ্রান্ত আকীদাকে বাতিল করা উদ্দেশ্য ছিল যে আকীদার কারণে তারা হজ্জের মাস সমূহে উমরা পালনকারীদেরকে খুব বড় গোনাহগার মনে করতো। এর দ্বারা فسخ الحج الى العمرة উদ্দেশ্য নয়। যেমন স্বয়ং সুরাকা ইবনে মালিকের রেওয়াতের মধ্যে পরিস্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রশ্ন কেবল উমরা সম্পর্কেই ছিল। فسخ الحج সম্পর্কে নয়।

যেমন ইমাম মুহাম্মদ এর কিতাবুল আসারের মধ্যে হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা যে,

سئل سراقة بن مالك يا رسول الله اخبرنا عن عمرتنا هذه العامنا هذا ام للابد فقال للابد

এখানে হজ্জ ভঙ্গ করার উল্লেখ নেই। সুতরাং এর দ্বারা فسخ الحج الى العمرة এর উপর দলীল পেশ করা সহীহ হবে না।

قوله : فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ

জামারায় কাঁকর নিক্ষেপ করা সওয়ারীর উপরে থেকে উত্তম না পায়দল নিক্ষেপ করা উত্তম। এর মধ্যে মতভেদ আছে। ফতওয়ায়ে কাজীখানের আছে যে, ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মুহাম্মাদের মতে সকল কাঁকরই সওয়ার অবস্থায় নিক্ষেপ করা উত্তম। কারণ জাবির (রাঃ) এর উল্লেখিত হাদীসে কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীর উপর থেকে নিক্ষেপ করেছেন।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এর মতে বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ অর্থাৎ যে নিক্ষেপের পরে আরো নিক্ষেপ রয়েছে ওখানে জমিনে থেকে নিক্ষেপ করা উত্তম। কেননা এ নিক্ষেপের মধ্যখানে দোয়া করা মুস্তাহাব। আর দোয়া واقفا على الأرض اقرب الى الاتحباب জমিনে থেকে বেশী গ্রহণযোগ্য হয়। এছাড়া সাধারণ মানুষ এ সময় পায়দল অবস্থায় থাকে এজন্য সওয়ারীর মাধ্যমে নিক্ষেপ করলে মানুষের কষ্ট হওয়ার আশংকা আছে। এজন্য পায়দলই উত্তম। আর যে নিক্ষেপের পরে আর কোন নিক্ষেপ নেই অর্থাৎ সর্বশেষ নিক্ষেপ, এ নিক্ষেপ সওয়ার অবস্থায় উত্তম। কারণ এর পরে দোয়া নেই, তাড়াতাড়ি রওয়ানা হতে হয়। তাই সওয়ার অবস্থায় নিক্ষেপ রওয়ানা হওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। হযরত জাবির (রাঃ) এর হাদীস যাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থার কথা উল্লেখ আছে এটা অন্য উদ্দেশ্যের জন্য ছিল। এটা সাহাবায়ে কেরামদেরকে হজ্জের রুকন সমূহ দেখিয়ে দিয়ে তা'লিম দেয়া উদ্দেশ্য ছিল। আর এটা সওয়ার অবস্থায় সহজ ছিল। হানাফিদের মুতাআখখিরীনগণ ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এর মতের উপর ফতওয়া দিয়েছেন।

قوله : فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ

কোরবানীর দিনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাজ কোথায় পড়েছেন এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে।

যেমন হযরত ইবনে ওমরের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মিনার মধ্যে জোহরের নামাজ পড়েছেন আর হযরত জাবির (রাঃ) এর উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, মক্কার মধ্যে জোহরের নামাজ পড়েছেন। এখন এই বিরোধ দূর করার লক্ষ্যে কোন কোন আলেম প্রাধান্য দেয়ার নিয়ম অবলম্বন করেছেন। যেমন আল্লামা ইবনে হাজম এবং জুমহুর উলামা হযরত জাবির (রাঃ) এর হাদীসকে হযরত ইবনে ওমরের হাদীস থেকে প্রাধান্যশীল মনে করেন। কারণ হযরত আয়শা (রাঃ)ও একে সমর্থন করতেন।

আর শাফেয়ী আলেমগণ উভয়কে একত্র করে নেন যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কার মধ্যে ফরজ আদায়কারী হিসেবে নামাজ পড়িয়েছেন এবং পরে মিনায় আবার নামাজ পড়িয়েছেন তবে এখানে নফল আদায় কারী হিসেবে ছিলেন।

আর শাফেয়ীগণের মতে ফরজ আদায়কারীর এক্তেদা নফল আদায়কারীর পেছনে জায়েয। কিন্তু আমরা বলি যে, মুহাদ্দিসীনে কেরামগণ হযরত জাবির (রাঃ) এর হাদীসকে راجح প্রাধান্যশীল সাব্যস্ত করেছেন।

এছাড়া তাদের দলীলও পরিস্কার নয়। তদুপরি যদি আমরা মেনেই নেই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু জায়গায় নামায পড়েছেন তাহলে আমরা বলব যে, মক্কায় নামায পড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় চলে গেলেন এবং দেখলেন যে, এখানে জামাতের সাথে নামাজ হচ্ছে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তাদী হিসেবে শামিল হয়ে যান। অতএব, এর দ্বারা اقتداء المفترض خلف المتنفل প্রমানিত হবে না। كما قال الشاه انور رحـ

আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী (রঃ) বলেন যে, মূলত মিনার মধ্যেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাজ পড়েছেন এবং মক্কার মধ্যে জোহরের সময় তাওয়াফ করেছেন এবং এরপরে তাওয়াফের দুরাকাআত পড়েছেন আর এ দুরাকাআতকে কোন কোন আলেম জোহরের নামাজ মনে করে নিয়েছেন।

١٩٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَإِقَامَتَيْنِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيثُ أَسْنَدَهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ وَوَافَقَ حَاتِمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ

١٩٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ . حَدَّثَنَا أَبِي . عَنْ جَابِرٍ . قَالَ : ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ : قَدْ وَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ : قَدْ وَقَفْتُ هَا هُنَا وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ .

١٩٠٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ . عَنْ جَعْفَرٍ . بِإِسْنَادِهِ زَادَ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ .

١٩٠٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ . عَنْ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنِي أَبِي . عَنْ جَابِرٍ . فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيثَ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ قَوْلِهِ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} . قَالَ : فَقَرَأَ فِيهِمَا بِالتَّوْحِيدِ وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَقَالَ فِيهِ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْكُوفَةِ . قَالَ أَبِي : هٰذَا الْحَرْفُ لَمْ يَذْكُرْهُ جَابِرٌ : فَذَهَبْتُ مُحَرِّشًا . وَذَكَرَ قِصَّةَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

তরজমা ---

১৯০৬। হযরত জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ (রহ.), তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ আরাফাতে একই আযানে এবং দুই ইকামাতে নামায পড়েন এবং তিনি এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন তাসবীহ্ পাঠ করেননি। আর তিনি (মুযদালিফাতে) মাগ্‌রিব ও এশার নামায একই আযানে এবং দুই ইকামাতের সাথে পড়েন এবং এর মধ্যবর্তী সময়ে কোনরূপ তাস্‌বীহ্ পাঠ করেননি। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) জাবের (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মাগ্‌রিব ও এশার নামায একই আযান ও এক ইকামাতে পড়েন।

১৯০৭। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমি এ স্থানে কুরবানী করেছি এবং মিনাতেও অবস্থানের সময় কুরবানী করেছি। আর তিনি আরাফাতেও অবস্থান করেন। রাবী (জাবির) বলেন, আমিও এস্থানে, আরাফাতেও অন্যান্য স্থানে, (যেখানে নবী করীম ﷺ অবস্থান করতেন) অবস্থান করি। আর তিনি মুয্‌দালিফাতেও অবস্থান করেন। রাবী বলেন, আমিও এস্থানে এবং অন্যান্য অবস্থানের স্থানে (যেখানে নবী করীম ﷺ অবস্থান করতেন) অবস্থান করি।

১৯০৮। হযরত জা'ফর (রা.) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী (হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস করেছেন যে, তোমরা তোমাদের বাহনে (চড়ার স্থানে অর্থাৎ মিনায়) কুরবানী করবে।

১৯০৯। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। রাবী ইয়াহ্‌ইয়া আল-কাত্তান, তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেন যে, (আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ "আর তোমরা মাকামে ইব্‌রাহীমকে তোমাদের নামাযের স্থান হিসাবে নির্ধারন কর।" রাবী বলেন, এস্থানে নামায পড়ার সময় তিনি সূরা ইখ্‌লাস ও সূরা কাফিরূন পাঠ করেন।

তাশরীহ ---

قوله : صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَإِقَامَتَيْنِ

হজ্জের মধ্যে দুজায়গায় দুই নামাজকে একত্রিত করা হয় আর এটা হজ্জের রুকনের অন্তর্ভূক্ত। আর এর উদ্দেশ্য হল যে, যাতে وقوف অবস্থান করা ইত্যাদিতে সময় পাওয়া যায় এবং একথাও বলা উদ্দেশ্য যে, এই দিন وقوف ইত্যাদি নামাজ থেকেও উত্তম। প্রথমে আরাফার ময়দানে জোহর এবং আসরের মধ্যখানে جمع تقديم হয়ে থাকে অর্থাৎ আসরকে জোহরের সময় পড়তে হয়। এবং এটাই এর সময়, আসরের সময় পড়লে সহীহ হবে না।

দ্বিতীয় জমা হয় মুজদালিকার মধ্যে মাগরিব এবং এশার মধ্যখানে এখানে جمع تاخير হয় অর্থাৎ মাগরিবকে এশার সময় পড়তে হয়। এ উভয় জমার জন্য ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে কিছু শর্ত রয়েছেঃ (১) এহরাম (২) আরাফার মধ্যে হতে হবে। (৩) ইমাম থাকতে হবে।

আর মাগরিব এবং ইশা এক সাথে পড়ার মধ্যে দুটি শর্ত রয়েছেঃ (১) এহরাম (২) মুযদালিফায় হতে হবে, এখানে ইমাম থাকা শর্ত নয়। এছাড়া ঐক্যমতের ভিত্তিতে জোহর এবং আসর একত্রে পড়ার ক্ষেত্রে এক আযান এবং দুই একামত হতে হবে। তবে মাগরিব-এশা পড়ার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম মালিক (রঃ) এর মতে দু আযান এবং দুই একামত হতে হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ (রঃ) এর মতে এক আযান এবং দুই একামত হতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে এক আযান এবং এক একামত হতে হবে।

ইমাম মালিক (রঃ) দলীল পেশ করেন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর আমল দ্বারা যা বুখারী এবং মুসনাদে আহমদের মধ্যে রয়েছেঃ فلما اتى جمعا اذن واقام فصلى المغرب ثلاثا ثم تعشى ثم اذن فصلى العشاء ركعتين

ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ (রঃ) দলীল পেশ করেন হযরত জাবির (রাঃ) এর উল্লেখিত হাদীস দ্বারা অর্থাৎ

فجمعَ بَيْنَ المَغْرِب والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتَيْنِ

হানাফীদের দলীল হল আশআস ইবনে আবুল আশআস রাঃ এর হাদীসঃ

اقبلت مع ابن عمر من عرفات الى المزدلفة فامر انسانا فاذن واقام فصلى بنا المغرب ثم التفت الينا فقال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين فقيل له في ذلك صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ، رواه ابو داؤد

দ্বিতীয় দলীল সহীহ মুসলিমের মধ্যে সায়ীদ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত–

قال افضنامع ابن عمر فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين باقامة واحدة فلما انصرف قال هكذا صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان

তৃতীয় দলীল তাবরানীর মধ্যে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা انه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء باقامة واحدة এসব বর্ণনা থেকে পরিস্কার ভাবে বুঝা যায় যে, উভয় এশা একসাথে পড়ার ক্ষেত্রে এক আযান এবং একামত হতে হবে।

এছাড়া গবেষণার মাধ্যমেও আরাফাতের জমা এবং মুযদালিফার জমার মধ্যে পার্থক্য হয় অর্থাৎ আরাফাতের মধ্যে আসর তার সময় থেকে আগে যাবে, এ কারণে এতে অধিক এলানের প্রয়োজন রয়েছে। একারণেই দ্বিতীয় বার একামত দিতে হবে। আর মুযদালিফার মধ্যে এশার নামাজ তার সময় মতই হবে। এজন্য অতিরিক্ত এলানের প্রয়োজন পড়ে না, এ কারণে দ্বিতীয় একামত দিতে হবে না।

ইমাম মালিক (রঃ) ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর আমল দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, মরফু হাদীসের বিপক্ষে সাহাবীর আমল দলীল হওয়ার উপযুক্ত হয় না।

ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ (রঃ) এর দলীল-এর জবাব হল যে, সাহাবায়ে কেরামগণ মাগরিবের নামাজ পড়ে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যার দরুণ মাগরিব এবং এশার মধ্যখানে পরিপূর্ণভাবে পার্থক্য হয়ে গেছে এজন্য এশার জন্য আলাদা একামত দেয়া হয়েছে। আমাদের মতেও এটা সহীহ।

باب الوقوف بعرفة

١٩١٠ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمُسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ قَالَتْ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ }

باب الخروج إلى منى

١٩١١ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ. عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنًى.

তরজমা ---

আরাফাতের ময়দানে অবস্থান

১৯১০। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়েশরা তাদের ধর্মের অনুসরণ করে মুয্দালিফাতে অবস্থান করত এবং একে বীরত্বের (প্রকাশ) হিসাবে আখ্যায়িত করত। আর আরবের অন্যান্য সকল লোকেরা আরাফাতে থাকত। তিনি (আয়েশা (রা.) বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পর, আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আরাফাতে যাবার এবং সেখানে অবস্থানের নির্দেশ দেন এবং সেখান হতে ফিরে আসারও নির্দেশ দেন। যেমন– আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী ঃ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ "আর তোমরা সেস্থান হতে প্রত্যাবর্তন কর, যেস্থান হতে লোকেরা ফিরে আসে।"

মক্কা হতে মিনায় গমন

১৯১১। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইয়াওমুত তারবীয়ার যুহরের নামায এবং ইয়াওমুল্ আরাফার ফজরের নামায মিনায় পড়তে হবে।

তাশরীহ ---

قوله : باب الوقوف بعرفة

জেনে রাখা উচিত যে, আরাফাতে অবস্থান করা হজ্জের একটি বড় রুকন। এমনকি হাদীসের মধ্যে আসে الحج العرفة আর ওকুফে আরাফাত অর্থ হল এ জায়গায় কিছুক্ষণ অবস্থান করা, যদিও এক মিনিটই হয় না কেন? জাগ্রত অবস্থায় হোক অথবা ঘুমন্ত অবস্থায়, তদুপরি ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

قوله : أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ

আর আরাফাত হল এক বিশেষ জায়গার নাম, যেখানে হযরত আদম এবং হাওয়া (আঃ) দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর আবার একত্রিত হয়েছিলেন। একারণে এ স্থানকে আরাফাত বলা হয়।

অথবা এ কারণে যে, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এ স্থানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে হজ্জের কার্যাবলী শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন عرفت আপনি কি জেনেছেন? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেন عرفت আমি জেনেছি।

আর কেউ কেউ বলেছেন যে, এই জায়গা অনেক সম্মানিত এবং সুপরিচিত, এজন্য একে আরাফাত বলা হয়।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এ শব্দটি راء এর ছাকিন দ্বারা, যার অর্থ হল সুন্দর সুগন্ধি। যেহেতু মিনায় কোরবানী করার কারণে বেশি দুর্গন্ধ হয়ে যায়। এর বিপরীতে এ স্থানকে আরাফাত বলা হয় কারণ এখানে সেই দুর্গন্ধ নেই।

١٩١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ . عَنْ سُفْيَانَ . عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ . قُلْتُ : أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ . فَقَالَ : بِمِنًى قُلْتُ : فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ ؟ قَالَ : بِالأَبْطَحِ . ثُمَّ قَالَ : افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ .

باب الخروج الى عرفة

١٩١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ . حَدَّثَنَا أَبِي . عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ . حَدَّثَنِي نَافِعٌ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : غَدَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ صَبِيحَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ . وَهِيَ مَنْزِلُ الإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ . ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ . ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ .

باب الرواح الى عرفة

١٩١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا أَنْ قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَيَّةُ سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرُوحُ فِي هٰذَا الْيَوْمِ قَالَ إِذَا كَانَ ذٰلِكَ رُحْنَا فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرُوحَ قَالُوا لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ قَالَ : أَزَاغَتْ . قَالُوا : لَمْ تَزِغْ أَوْ زَاغَتْ . قَالَ : فَلَمَّا قَالُوا : قَدْ زَاغَتْ ارْتَحَلَ .

তরজমা --

১৯১২। হযরত আবদুল আযীয ইব্ন রুফা' (রহ.) বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-কে বলি, আপনি আমাকে ঐ বিষয় সম্পর্কে জানান, যা আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে জেনেছেন। আর তা হলো আল্লাহর রাসূল্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াওমুত তারবীয়াতে যুহরের নামায কোথায় পড়েন? তিনি বলেন, মিনাতে আমি জিজ্ঞাসা করি ইয়াওমুন্ নাফারে আসরের নামায কোথায় পড়েন? তিনি বলেন, আব্‌তাহ্ নামক স্থানে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা ঐরূপ করবে, যেরূপ তোমাদের নেতৃবৃন্দ করেন।

মিনা হতে আরাফাতে গমন

১৯১৩। হযরত ইব্ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরাফাতের দিন সকালে ফজরের নামায পড়ার পর নবী করিম ﷺ মিনা হতে আরাফাত এর দিকে রওয়ানা হন। অতঃপর তিনি আরাফার সন্নিকটে গিয়ে নামেরাতে অবস্থান গ্রহণ করেন। আর তা সে স্থান যেখানে ইমাম আরাফার দিন অবস্থান করেন। অতঃপর যুহরের নামাযের সময় হলে, তিনি একত্রে যুহর ও আসরের নামায পড়েন এবং পরে লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দেন। অতঃপর তিনি সেখান হতে ফিরে আসেন এবং আরাফার ময়দানে অবস্থানের স্থানে অবস্থান করেন।

সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর আরাফাতে গমন

১৯১৪। হযরত ইবন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ যখন ইব্ন যুবায়ের (রা.)-কে খুন করে, তখন সে (হাজ্জাজ) তার নিকট জিজ্ঞাসা করে, এই দিনে (আরাফার দিন)। আল্লাহর রাসূল ﷺ কোন সময় (নামাযের জন্য) বের হতেন। তিনি বলেন, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ত, তখন আমরা রওনা হতাম। অতঃপর ইবন উমার (রা.) বের হতে ইচ্ছা করলে, (সা'ঈদ) বলেন, তখন তারা (সাথীরা) বলেন, এখনও সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েনি। অতঃপর তিনি (আবার) জিজ্ঞাসা করেন, সূর্য কি পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে? তাঁরা বলেন, না। অতঃপর যখন তারা (সাথীরা) বলেন, এখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে, তখন তিনি (ইবন উমার) রওনা হন।

باب الخطبة على المنبر بعرفة

١٩١٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ. عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. عَنْ رَجُلٍ. مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ. عَنْ أَبِيهِ. أَوْ عَمِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ.

١٩١٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ. عَنْ رَجُلٍ. مِنَ الْحَيِّ. عَنْ أَبِيهِ نُبَيْطٍ. أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ أَحْمَرَ يَخْطُبُ.

١٩١٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ هَنَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبِي عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ الْعَدَّاءِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ قَائِمٌ فِي الرِّكَابَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ الْعَلَاءِ عَنْ وَكِيعٍ كَمَا قَالَ هَنَّادٌ.

١٩١٨ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ أَبُو عَمْرٍو عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بِمَعْنَاهُ

باب موضع الوقوف بعرفة

١٩١٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ أَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ وَنَحْنُ بِعَرَفَةَ فِي مَكَانٍ يُبَاعِدُهُ عَمْرٌو عَنِ الْإِمَامِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُولُ لَكُمْ قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ.

তরজমা ---

আরাফাতের খুত্‌বা

১৯১৫। হযরত যুম্‌রা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, তাঁর পিতা অথবা চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আরাফাতে মিম্বরের উপর দেখেছি।

১৯১৬। হযরত সাল্‌মা ইব্‌ন নাবীত (রহ.) তাঁর গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে, আরাফার ময়দানে অবস্থান এর সময়: একটি লাল গাধার উপর আরোহণ করা অবস্থায়খুত্‌বা দিতে দেখেছেন।

১৯১৭। হযরত আল্‌ আদ্দা ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন হাওযা (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফাতের দিন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একটি গাধার উপর আরোহী অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা দিতে দেখেছি, যা আল্‌ রিকাবীন নামক স্থানে ছিল।

১৯১৮। হযরত আবাস ইবনে আবদুল আযীম মিলিত সনদে আল্‌ আদ্দা ইব্‌ন খালিদ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন।

আরাফাত ময়দানে অবস্থানের স্থান

১৯১৯। হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন শায়বান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন মিরবা' আল্‌-আন্‌সারী আমাদের নিকট আসেন, যখন আমরা আরাফাতের ময়দানে এমন স্থানে ছিলাম, যে স্থানটি আমার ইবন আবদুল্লাহ কর্তৃক আমাদের জন্য নির্ধারিত হওয়ার দরুন আমরা ইমাম হতে দূরে পড়ে গিয়েছিলাম। তখন তিনি বলেন, আমি আপনাদের নিকট আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন দূত। তিনি বলেছেন, আপনারা এখানে আপনাদের নির্দিষ্ট স্থানে থাকুন। কেননা আপনারা হযরত ইব্‌রাহীমের (আ.)-এর যোগ্য উত্তরাধিকারী

باب الدفعة من عرفة

١٩٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنِ الأَعْمَشِ . ح وحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ . حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ الْمَعْنَى . عَنِ الْحَكَمِ . عَنْ مِقْسَمٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ . وَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ . عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ . فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ قَالَ : فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا عَادِيَةً حَتَّى أَتَى جَمْعًا . زَادَ وَهْبٌ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ . وَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ قَالَ : فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى أَتَى مِنًى

١٩٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي كَيْفَ فَعَلْتُمْ أَوْ صَنَعْتُمْ عَشِيَّةَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمُعَرَّسِ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاقَتَهُ ثُمَّ بَالَ وَمَا قَالَ زُهَيْرٌ أَهْرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ جِدًّا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةَ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ قَالَ فَرَكِبَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ وَصَلَّى ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ زَادَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ .

তরজমা ---

১৯২০। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত হতে প্রশান্ত অবস্থায় ফিরে আসেন এবং তাঁর বাহনের পিছনে সাওয়ার ছিলেন উসামা ইব্ন যায়িদ। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন ঃ লোক সকল! তোমরা শান্ত হও, কেননা ঘোড়া ও উটকে দ্রুত চালনার মধ্যে কোন পূণ্য নাই। রাবী বলেন, এরূপ ঘোষণার পর আমি কোন ঘোড়া বা উটকে সহীসদের দু'হাত দ্রুত পরিচালনা করতে দেখিনি। এমতাবস্থায় আমরা মুয্দালিফায় আসি। রাবী ওহাব অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, অতঃপর (মুয্দালিফা হতে যাবার সময় তাঁর উটের পশ্চাতে ফযল ইব্ন আব্বাস (রা.) চড়েন। আর ঐ সময়ও তিনি বলেন ঃ হে জনগণ! ঘোড়া বা উটকে দ্রুত চালনার মধ্যে কোন নেকী বা কল্যাণ নেই বরং তোমাদের উচিত এখন শান্ত হওয়া। রাবী (ইব্ন আব্বাস) বলেন, অতঃপর আমি কাউকে সেগুলোর দু'হাত দ্রুত গমন করতে দেখিনি, মিনায় আসা পর্যন্ত।

১৯২১। হযরত ইবরাহীম ইব্ন উকবা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে কুরায়েব বলেছেন যে, একদা আমি উসামা ইবন যায়িদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করি, আমাকে বলুন, আপনারা সেই সন্ধ্যায় কিরূপ করেছিলেন, যেদিন আপনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পিছনে একই বাহনে সাওয়ার ছিলেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, আমরা সেই ঘাটিতে (স্থানে) যাই, যেখানে লোকেরা শেষ রাত্রিতে তাদের উট হতে আরামের উদ্দেশ্যে নামেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ সেস্থানে তাঁর উষ্ট্র বসিয়ে পেশাব করেন। আর (উসামা এস্থানে) পানি প্রবাহের কথা বলেন নি। অতঃপর তিনি ওযুর জন্য পানি চান এবং এমনভাবে ওযু করেন, যা অসম্পূর্ণ ছিল। তখন আমি বলি ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাযের সময় উপস্থিত (কাজেই আমরা কি নামায পড়ব?)। তখন জবাবে তিনি বলেন, নামায তোমার সামনে, (অর্থাৎ আজকের দিনের নামায মুযদালিফায় গিয়ে পড়ার নির্দেশ)। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে চড়েন এবং মুযদালিফায় গিয়ে হাযির হন। অতঃপর তিনি সেখানে মাগরিবের নামায পড়েন। এ সময় লোকেরা তাঁদের উটগুলোকে স্ব-স্ব স্থানে বসায়, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠ হতে মালপত্র নামাবার আগেই এশার নামায পড়েন। অতঃপর লোকেরা স্ব-স্ব মালপত্র নামায়। রাবী মুহাম্মাদ বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আমি বলি, আপনারা ঐ সময় কেমন করেছেন, যখন আপনারা সকাল বেলায় উপনীত হন? তখন জবাবে তিনি বলেন, এ সময় তাঁর বাহনের পশ্চাতে ফযল (রা.) সাওয়ার ছিলেন এবং আমি কুরায়েশদের সাথে পায়ে হেঁটে মিনার দিকে রওয়ানা হই।

١٩٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ. عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ. عَنْ عَلِيٍّ. قَالَ: ثُمَّ أَرْدَفَ أُسَامَةَ فَجَعَلَ يُعْنِقُ عَلَى نَاقَتِهِ وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ الْإِبِلَ يَمِينًا. وَشِمَالًا. لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ: السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ وَدَفَعَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ

١٩٢٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ. عَنْ مَالِكٍ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ. كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. قَالَ هِشَامٌ: النَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

١٩٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ. عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ. عَنْ أُسَامَةَ. قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ. فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

١٩٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ قُلْتُ لَهُ الصَّلَاةَ. فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ. ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

তরজমা ---

১৯২২। হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামাকে তাঁর বাহনের পশ্চাতে চড়িয়ে নেন এবং তাঁর উষ্ট্রে চড়ে মধ্যগতিতে চলতে থাকেন। আর ঐ সময় লোকেরা তাদের উষ্ট্রকে ডাইনে ও বামে হাঁকছিলেন। আর তিনি তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বলছিলেন হে জনগণ! শান্ত হও। অতঃপর তিনি আরাফাত হতে এমন সময় ফিরে আসেন, যখন সূর্য ডুবে যায়।

১৯২৩। হযরত হিশাম ইব্ন উরওয়া (রহ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা উসামাকে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, আর ঐ সময় আমি তার কাছে বসা ছিলাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় আরাফাত হতে মুযদালিফায় যাবার সময় কিভাবে যান? তখন জবাবে তিনি বলেন, তিনি মধ্যম গতিতে যান। অতঃপর তিনি যখন রাস্তা প্রশস্ত পান; তখন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হন। রাবী হিশাম বলেন, মধ্যম গতি হতে দ্রুততর গতিতে চলাকে 'নস' বলে।

১৯২৪। হযরত উসামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উষ্ট্রের পিছনে বসা ছিলাম, (যখন তিনি আরাফাত হতে রওনা হন)। অতঃপর যখন সূর্য অস্ত যায়, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত হতে মুযদালিফায় রওনা হন।

১৯২৫। হযরত উসামা ইব্ন যায়িদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাবী কুরায়েব তাঁর নিকট হতে শুনেছেন যে, তিনি (উসামা) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত হতে ফিরার সময় যখন শা'আব নামক স্থানে পৌছান, তখন তিনি তাঁর বাহন হতে অবতরণ করেন এবং পেশাব করেন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, নামাযের সময় হল কি? তখন জবাবে তিনি বলেন, তোমার নামাযের স্থান সামনে। অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে সাওয়ার হন, আর মুযদালিফায় যাবার পর সাওয়ারী হতে নামেন এবং পূর্ণরূপে ওযূ করে মাগ্‌রিবের নামায পড়েন। অতঃপর সমস্ত লোক তাদের উষ্ট্র স্ব-স্ব স্থানে বসানোর পর তিনি এশার নামায পড়েন। আর এ দুই নামাযের (মাগ্‌রিব ও এশার) মধ্যবর্তী সময়ে তিনি অন কোন নামায পড়েন নি।

باب الصلاة بجمع

١٩٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . عَنْ مَالِكٍ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا

١٩٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ . عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَحْمَدُ . قَالَ وَكِيعٌ صَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ بِإِقَامَةٍ

١٩٢٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا شَبَابَةُ . ح . وحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنَى . أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ . عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . بِإِسْنَادِ ابْنِ حَنْبَلٍ . عَنْ حَمَّادٍ . وَمَعْنَاهُ قَالَ : بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَمْ يُنَادِ فِي الْأُولَى . وَلَمْ يُسَبِّحْ عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا . قَالَ مَخْلَدٌ : لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

١٩٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا . وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ . فَقَالَ لَهُ : مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ مَا هٰذِهِ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَا الْمَكَانِ . بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ .

١٩٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَا صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ

তরজমা ---

মুয্‌দালিফায় নামায

১৯২৬। হযরত আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয্‌দালিফাতে মাগ্‌রিব ও এশার নামায একত্রে পড়েন।

১৯২৭। হযরত ইমাম যুহ্‌রী (রহ.) হতে হাদীসের সনদে ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইব্‌ন আবু জিব্ ইমাম যুহ্‌রী (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, প্রতি নামাযের জন্য আলাদা ইকামত দেয়া হয়। অতঃপর নবী করীম ﷺ মাগ্‌রিব ও এশার নামায একত্রে পড়েন। রাবী আহ্‌মাদ ও ওকী' বলেন, তিনি উভয় নামা (একত্রে) একই ইকামতে পড়েন।

১৯২৮। হযরত হাম্মাদ (রহ.) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উসমান বলেন, উভয় নামাযের জন্য তিনি একবার ইকামত দেয়ার নির্দেশ দেন। আর তিনি প্রথম নামাযের জন্য আযান দেওয়ার নির্দেশ দেননি। আর উক্ত নামাযদ্বয় পড়ার পর কোন তাস্‌বীহ্‌ও পাঠ করেননি। রাবী মুখাল্লাদ (রহ.) বলেন, উক্ত নামাযদ্বয়ের (মাগ্‌রিব ও এশা) জন্য কোন আযান দেওয়া হয় নি।

১৯২৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মালিক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমরের (মুয্‌দালিফায়) সাথে মাগরিবের নামায তিন রাকআত এবং এশার নামায দু'রাকাআত পড়ি। তখন মালিক ইব্‌ন হারিস (রহ.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, এ কেমন নামায? তখন জবাবে তিনি বলেন, আমি নামাযদ্বয়কে এ স্থানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে একই ইকামতের সাথে পড়েছি।

১৯৩০। হযরত সাঈদ ইবন জুবায়ের ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মালিক (রহ.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা ইবন উমার (রা.) সাথে মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একই ইকামতে পড়েছি।

١٩٣١ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . عَنْ إِسْمَاعِيلَ . عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . قَالَ : أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا بَلَغْنَا جَمْعًا صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا . وَاثْنَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ . قَالَ لَنَا ابْنُ عُمَرَ . هٰكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَا الْمَكَانِ

١٩٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا يَحْيَى . عَنْ شُعْبَةَ . حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ . قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ . أَقَامَ بِجَمْعٍ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا . ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ قَالَ : شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ صَنَعَ فِي هٰذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هٰذَا . وَقَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هٰذَا فِي هٰذَا الْمَكَانِ .

١٩٣٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ . حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : أَقْبَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمْ يَكُنْ يَفْتُرُ . مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ . حَتَّى أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ . أَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا . فَقَالَ : الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ .

قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عِلَاجُ بْنُ عَمْرٍو بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ فِي ذٰلِكَ . فَقَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰكَذَا

তরজমা --

১৯৩১। হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমরের (রা.) সাথে আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করি। অতঃপর আমরা যখন জাম'আতে (মুয্‌দালিফাতে) পৌঁছাই, তখন তিনি আমাদের সাথে মাগ্‌রিবের তিন রাকআত ও এশার দু'রাকআত নামায একই ইকামতে পড়েন। অতঃপর ফিরে আমার সময় ইব্‌ন উমার (রা.) (আমাদিগকে) বলেন, এ স্থানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে এভাবে নামায পড়েন।

১৯৩২। হযরত সালামা ইব্‌ন কুহায়েল (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের (রা.)-কে মুয্‌দালিফাতে অবস্থান করতে দেখি। অতঃপর তিনি মাগ্‌রিবের জন্য তিন রাকআত এবং এশার জন্য দু'রাকআত নামায পড়েন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা.)-কে এ স্থানে, এভাবে (একই ইকামতে) নামায পড়তে দেখেছি। আর তিনি (ইব্‌ন উমার) বলেন,আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ স্থানে এমন করতে দেখেছি।

১৯৩৩। হযরত আশাআছ্ ইব্‌ন সুলাইম (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমারের (রা.) সাথে আরাফাত হতে মুয্‌দালিফাতে রওয়ানা হই। আর এ সময় তিনি তাক্‌বীর (আল্লাহু আকবর) ও তাহ্‌লীল পাঠে মশগুল থাকাবস্থায় আমরা মুয্‌দালিফাতে পৌঁছাই। অতঃপর আযান ও ইকামত দেওয়া হয় অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি এক ব্যক্তিকে আযান ও ইকামত দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে মাগ্‌রিবের তিন রাকআত নামায পড়েন এবং পরে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, তোমরা নামায পড়। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে দুই রাকআত এশার নামায পড়েন। পরে তিনি রাত্রির খাবার দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।

রাবী আশাআছ্ ইব্‌ন সুলাইম (রহ.) বলেন, হযরত ইব্‌ন উমারের (রা.)-কে এ ব্যাপারে বলা হলে তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এভাবে নামায পড়েছি।

١٩٣٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . أَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زِيَادٍ . وَأَبَا عَوَانَةَ . وَأَبَا مُعَاوِيَةَ . حَدَّثُوهُمْ . عَنِ الأَعْمَشِ . عَنْ عِمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ . عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ . قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى صَلَاةً إِلاَّ لِوَقْتِهَا إِلاَّ بِجَمْعٍ . فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ . وَصَلّٰى صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا .

١٩٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ . عَنْ عَلِيٍّ . قَالَ : فَلَمَّا أَصْبَحَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ عَلٰى قُزَحَ فَقَالَ : هٰذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ . وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ . وَنَحَرْتُ هَا هُنَا . وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ . فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ .

١٩٣٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ . عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ جَابِرٍ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَقَفْتُ هَا هُنَا بِعَرَفَةَ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ . وَوَقَفْتُ هَا هُنَا بِجَمْعٍ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ . وَنَحَرْتُ هَا هُنَا . وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ .

١٩٣٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ .

١٩٣٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ حَتّٰى يَرَوُا الشَّمْسَ عَلٰى ثَبِيرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

তরজমা ---

১৯৩৪। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লার রাসূল ﷺ-কে কোন নামায এর (জন্য নির্ধারিত) সময় ছাড়া পড়তে দেখিনি। কিন্তু তিনি মুযদালিফাতে মাগ্‌রিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন। আর তিনি আগামী দিনের (কুরবানীর দিনের) ফজরের নামায এর সময় হওয়ার পূর্বে পড়েন।

১৯৩৫। হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফাতে উষার পর 'কুযাহ্' নামক স্থানে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এটাই 'কুযাহ্' এবং এটাই থাকার স্থান। আর মুযদালিফার সব স্থানই মাওকিফ। আর আমি এস্থানে ও মিনার সর্বত্র কুরবানী করেছি, যা কুরবানীর স্থান। আর তোমরা তোমাদের কুরবানীর জন্তুকে মিনায় কুরবানী করবে।

১৯৩৬। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আমি আরাফাতের এ স্থানে অবস্থান করেছি, আর আরাফাতের সবই থাকার স্থান। আর আমি মুযদালিফার এ স্থানে অবস্থান করেছি, আর এর সবই থাকার স্থান। আর আমি মিনার এ স্থানে কুরবানী করেছি, কাজেই এর সবই কুরবানীর স্থান। আর তোমরা তোমাদের পশুকে এখানে কুরবানী করবে।

১৯৩৭। হযরত জাবের ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, সমস্ত মুযদালিফাই অবস্থান স্থল আর মক্কার সমস্ত প্রশস্ত রাস্তাই চরাচলের রাস্তা ও কুরবানীর জায়গা।

১৯৩৮। হযরত আমর ইব্‌ন মায়মূন (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) বলেছেন যে, জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা হতে ফিরত না, যতক্ষণ না সূর্য সাবীর পাহাড়ের উপর দেখা যেত। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার বিপরীত করেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই মুযদালিফা হতে ফিরে আসেন।

باب التعجيل من جمع

মুযদালিফা হতে (ভীড়ের কারণে) তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্তন করা

١٩٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ . أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ . يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.

তরজমা -----

১৯৩৯। হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবু ইয়াযীদ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, যাদেরকে মুয্‌দালিফার রাত্রিতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অত্যধিক ভীড়ের কারণে) আগেভাগেই পরিবারের দুর্বল শ্রেণীর (অর্থাৎ স্ত্রী ও শিশুর) সাথে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তাশরীহ -----

قوله : أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.

মুযদালিফায় রাত্রিযাপন সম্পর্কে সলফ তথা পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যাকে وقوف مزدلفة মুযদালিফায় অবস্থানও বলা হয়।

ইবনে খুজায়মা এর মতে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন হজ্জের রুকন। কারণ আল্লাহ তাআলার আদেশ রয়েছে। فاذكروا الله عند المشعر الحرام এরূপ অকাট্য নির্দেশ দ্বারা রুকন হওয়া প্রমাণিত হয়। এ কারণে আলকামা, নাখয়ী এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন যে,

من ترك المبيت بالمزدلفة فقد فاته الحج

ইমাম মালিক এবং শাফেয়ী (রঃ) এর মতে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন সুন্নত যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজ দ্বারা প্রমাণিত।

ইমাম আবু হানিফা, আহমদ, ইসহাক, সাওরী, আতা, জুহরী এবং মুজাহিদ এর মতে এবং ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর এক উক্তি অনুযায়ী মুযদালিফায় রাত্রি যাপন ওয়াজিব, কোন ওযর ছাড়া ছেড়ে দিলে দম দিতে হবে, তবে যদি জন সমাগম ইত্যাদি ওযরের কারণে রাত্রি যাপন না করা যায় তাহলে দম দিতে হবে না।

আর মুযদালিফায় রাত্রি যাপন রুকন না হওয়ার প্রমাণ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উক্ত হাদীসের মধ্যে পাওয়া যায়। انا من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة اهله

এ হাদীসের দ্বারা মুযদালিফায় রাত্রি যাপন রুকন না হওয়া প্রমানিত হয়। কেননা, রুকন কোন ওযরের কারণে বিলুপ্ত হয় না।

মুযদালিফায় রাত্রি যাপন ওয়াজিব হওয়ার স্বপক্ষে দলীলঃ

انه عليه السلام قال من شهد صلاتنا هذه ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه رواه الترمذي وغيره

এখানে মুযদালিফায় অবস্থান গ্রহণের সাথে হজ্জের পূর্ণতাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

ইবনে খুজায়মার দলীলের জবাব হল যে, আয়াতের মধ্যে শুধু মুযদালিফায় অবস্থান গ্রহণের সম্পর্কে হুকুম প্রদান করা হয় নাই বরং যিকির সম্পর্কেও হুকুম প্রদান করা হয়েছে। আর যিকির ঐক্যমতের ভিত্তিতে রুকন নয়। অতএব মুযদালিফায় অবস্থান গ্রহণও রুকন হবে না।

ইমাম শাফেয়ী এবং মালিক (রঃ) সুন্নাত হওয়ার উপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, এখানে শুধু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল নয় বরং এর সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথাও রয়েছে। যাতে মুযদালিফায় অবস্থান গ্রহণের সাথে হজ্জের পূর্ণতাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাই এটা ওয়াজিব হবে সুন্নত নয়।

١٩٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . قَالَ : حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ . عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَخُ أَفْخَاذَنَا . وَيَقُولُ : أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : اَللَّطْخُ : الضَّرْبُ اللَّيِّنُ.

তরজমা ---

১৯৪০। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা, বনী আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা মুয্‌দালিফার রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগে, গাধার পৃষ্ঠে চড়ে গমন করি। এই সময় তিনি স্বীয় হাত দিয়ে আমাদের রানের উপর মৃদু আঘাত করে বলেন, হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! সূর্যোদয়ের আগে তোমরা কংকর নিক্ষেপ করবে না।

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, اَللَّطْخُ শব্দের অর্থ হল– মৃদু ঃ করাঘাত।

তাশরীহ ---

قوله : لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

কোরবানীর দিনে জামারায়ে আকাবায় কাঁকর মারার সময় সম্পর্কে মতভেদ আছেঃ

ইমাম শাফেয়ী এবং শায়বী (রঃ) এর মতে অর্ধ রাত্রির পরে ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে জায়েয।

ইমাম আবু হানিফা এবং মালিকের মতে ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে জায়েয নেই বরং ফজর উদিত হওয়ার পরে মারতে হবে আর সূর্য উদিত হওয়ার পরে করা উত্তম।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) হযরত আয়শা (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন-

ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر رواه ابو داود

দ্বিতীয় দলীল আব্দুল্লাহ মাওলায় আসমা এর হাদীস

قال قالت لي اسماء وهي عند دار المزدلفة وفيه وقلت انا رمينا الجمر بالليل وغسلنا - رواه ابو داود

এ দু হাদীস থেকে পরিস্কার ভাবে জানা গেল যে, রাতে কাঁকর মারা হয়েছে এবং জানা গেল যে রাতে কাঁকর মারা জায়েয।

ইমাম আবু হানিফা রহঃ এর দলীল হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উক্ত হাদীস যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফ নিষেধ করেছেন–

لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس . كمامضى

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর প্রথম দলীলের জবাব হল যে, ওখানে قبل الفجر দ্বারা قبل صلاة الفجر উদ্দেশ্য قبل صبح صادق উদ্দেশ্য নয়। অতএব, এর দ্বারা দলীল পেশ করা সহীহ নয়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাব হল যে, আসমা খুব ভোরে রওয়ানা হয়ে ছিলেন, সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পরে কংকর মেরে তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন। আর এ সময়কে রাবী রাত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অতএব, এ হাদীস ও দলীকৃত বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট নয়।

١٩٤١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلَسٍ وَيَأْمُرُهُمْ يَعْنِي لاَ يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

١٩٤٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ . عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ . عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّهَا قَالَتْ : أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ . ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ . وَكَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ . الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي عِنْدَهَا .

١٩٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ . عَنْ أَسْمَاءَ . أَنَّهَا رَمَتِ الْجَمْرَةَ . قُلْتُ : إِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ . قَالَتْ : إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٩٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ . قَالَ : أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ . وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ . وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ .

তরজমা ---

১৯৪১। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের দুর্বল শ্রেণীকে (নারী ও শিশু) অন্ধকার থাকতে (মুয্‌দালিফা হতে) পাঠিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে এরূপ নির্দেশ দিতেন যে, তাঁরা যেন (মিনায় পৌঁছে) সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ না করে।

১৯৪২। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামাকে কুরবানীর দিনে পাঠান। অতঃপর তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করেন এবং পরে বায়তুল্লায় পৌঁছে অতিরিক্ত তাওয়াফ করেন। আর সেই দিনটি ছিল এমন দিন, যেদিন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্ধারিত দিন ছিল, তাঁর সাথে অবস্থান করার।

১৯৪৩। হযরত আস্‌মা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করি। তিনি আরো বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়েও এমন করতাম।

১৯৪৪। হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয্‌দালিফা হতে শান্তির সাথে ফিরেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে (সাথীদেরকে) ছোট প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন এবং ওয়াদী মাহাস্‌সির দ্রুত অতিক্রম করতে বলেন।

باب يوم الحج الأكبر

١٩٤٥ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ الْغَازِ . حَدَّثَنَا نَافِعٌ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ . فَقَالَ : أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا ؟ قَالُوا يَوْمُ النَّحْرِ . قَالَ : هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ .

١٩٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ . أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ . حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ . قَالَ : بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ . وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ . وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ . يَوْمُ النَّحْرِ وَالْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْحَجُّ .

باب الأشهر الحرم

١٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ . فَقَالَ : إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ . السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا . مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ . ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ : ذُو الْقِعْدَةِ . وَذُو الْحِجَّةِ . وَالْمُحَرَّمُ . وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ .

١٩٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ . حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ . عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ . عَنْ أَبِي بَكْرَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ . قَالَ : أَبُو دَاوُدَ سَمَّاهُ ابْنُ عَوْنٍ . فَقَالَ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ . عَنْ أَبِي بَكْرَةَ . فِي هٰذَا الْحَدِيثِ

তরজমা ---

মহান হজ্জের দিন

১৯৪৫। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বিদায় হজ্জের সময়, কুরবানীর দিন২ তিনটি কংকর নিক্ষেপের স্থানে অবস্থান করেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এটি কোন দিন? তখন জবাবে সাহাবীগণ বলেন, এটি কুরবানীর দিন। তখন তিনি বলেন, এটি হাজ্জুল্ আকবরের (বড় হজ্জের) দিন।

১৯৪৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাকর (রা.) আমাকে এরূপ ঘোষণা দেওয়ার জন্য, নহরের দিন মিনায় পাঠান যে, এ বছরের পর হতে কোন মুশ্‌রিক যেন (এ ঘরের) হজ্জ না করে; আর কেউ যেন আল্লাহর ঘর উলংগ অবস্থায় তাওয়াফ না করে। আর হাজ্জুল্ আকবরের দিন হল কুরবানীর দিন। আর হাজ্জুল আকবর হল হজ্জ।

সম্মানিত মাসসমূহ

১৯৪৭। হযরত ইবন আবূ বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নহরের দিন খুতবা দেয়ার সময় বলেন, আল্লাহ তা'আলার যমীন ও আসমান সৃষ্টির সময় হতে সময় চক্রাকারে ঘুরছে। আর বছর হল বার মাসে। তারমধ্যে চারটি হারামের মাস এগুলো পর্যায় ক্রমে এসেছে, যেমন– যিল-কা'আদা, যিল-হাজ্জা ও মুহাররাম, আর চতুর্থ মাসটি হল রজব। আর এটা জুমাদাল উখরা ও শা'বানের মাঝখানে।

১৯৪৮। হযরত আবূ বাকরা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

باب من لم يدرك عرفة

١٩٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَجَاءَ نَاسٌ أَوْ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَأَمَرُوا رَجُلًا فَنَادٰى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ الْحَجُّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَنَادٰى الْحَجُّ الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَتَمَّ حَجُّهُ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِي بِذٰلِكَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ مِهْرَانُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ الْحَجُّ الْحَجُّ مَرَّتَيْنِ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ الْحَجُّ مَرَّةً

١٩٥٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيٰى. عَنْ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا عَامِرٌ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ الطَّائِيُّ. قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْقِفِ يَعْنِي بِجَمْعٍ قُلْتُ: جِئْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هٰذِهِ الصَّلَاةَ. وَأَتَى عَرَفَاتٍ. قَبْلَ ذٰلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا. فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ. وَقَضٰى تَفَثَهُ.

তরজমা ---

যে ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের সুযোগ পায়না

১৯৪৯। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়া'মার আল্-দীলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যাই, যখন তিনি আরাফাতে ছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে একজন লোক বা (রাবীর সন্দেহ) নজ্‌দের কিছু লোক আসে। তখন তারা তাদের একজনকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। তখন সে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করে, হজ্জ কিরূপ? তখন তিনি জনৈক ব্যক্তিকে এতদ্‌সম্পর্কে ঘোষণা দিতে বললে, সে বলে, হজ্জ হল, আরাফাতে অবস্থান করা। যে ব্যক্তি (আরাফাতে), মুয্‌দালিফার রাত্রির পূর্বে, ফজরের নামাযের পরে আসে, সে তার হজ্জ পূর্ণ করে। মিনাতে অবস্থানের দিন হল তিনটি। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় দিনে (সবকাজ শেষে) জল্‌দি ফিরে আসে, তার কোন গোনাহ নেই। আর যে ব্যক্তি দেরী করে, তার উপরও কোন গোনাহ নেই। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি প্রথমে একব্যক্তিকে পাঠান, যে এ খবর সকলকে জানিয়ে দেয়। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সুফিয়ান (রহ.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্-হজ্জ, আল্-হজ্জ শব্দটি দু'বার উচ্চারণ করেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ সুফিয়ান (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হজ্জ শব্দটি একবার উচ্চারণ করেন।

১৯৫০। হযরত উরওয়া ইব্‌ন মুদাররিস্ আল্-তায়ী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুয্‌দালিফাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যাই। তখন আমি বলি, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমি তায়ে অবস্থিত দু'টি পর্বতের নিকট হতে এসেছি। আমার বাহন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে এবং নিজেও শ্রান্ত হয়েছে। আল্লাহর কছম! আমি এমন কোন পর্বত ছাড়িনি, যেখানে আমি অবস্থান করিনি। এমতাবস্থায় আমার হজ্জ সম্পন্ন হয়েছে কি? তখন জবাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের সাথে সকালের (ফজরের) এ নামায পায় এবং পূর্বে আরাফাতে আসে দিনে বা রাতে, সে ব্যক্তি তার হজ্জ পূর্ণ করল এবং সমস্ত করণীয় কাজ সম্পন্ন করল।

باب النزول بمنى

١٩٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاذٍ. عَنْ رَجُلٍ. مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِمِنًى وَنَزَّلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ فَقَالَ: لِيَنْزِلِ الْمُهَاجِرُونَ هَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ وَالأَنْصَارُ هَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى مَيْسَرَةِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ لِيَنْزِلِ النَّاسُ حَوْلَهُمْ.

باب اي يوم يخطب بمنى

١٩٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ رَجُلَيْنِ. مِنْ بَنِي بَكْرٍ. قَالاَ: رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِيَ خُطْبَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي خَطَبَ بِمِنًى.

١٩٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُصَيْنٍ. حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي سَرَّاءُ بِنْتُ نَبْهَانَ. وَكَانَتْ رَبَّةُ بَيْتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الرُّءُوسِ. فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذٰلِكَ قَالَ: عَمُّ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ. إِنَّهُ خَطَبَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

তরজমা ---

মিনায় অবতরণ

১৯৫১। হযরত আবদুর রহমান ইবন মুআয (রহ.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাতে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং তাদের জন্য স্থান নির্ধারিত করে দেন। অতঃপর তিনি বলেন, মুহাজিরগণ এস্থানে অনস্থান করবে, এই বলে তিনি কিব্লার ডান দিকে ইশারা করেন এবং আনসাররা এস্থানে বলে, তিনি কিবলার বাম দিকে ইশারা করেন। অতঃপর অন্যান্য লোকে এদের চতুর্দিকে অবস্থান করবে।

মিনাতে কোনদিন ভাষণ দিতে হবে?

১৯৫২। হযরত ইবন আবু নাজীহ্ (রহ.) তাঁর পিতা হতে, তিনি বনী বাকরের একব্যক্তি হতে বর্ণনা করছেন। তারা বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আয়্যামে তাশ্রীকের মধ্যম দিনে (অর্থাৎ ১২ই যিল হজ্জ) খুত্‌বা দিতে দেখেছি। আর এ সময় আমরা তাঁর বাহনের কাছে উপস্থিত ছিলাম। আর তা ছিল সেই খুতবা যা তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাতে পেশ করেন।

১৯৫৩। হযরত সাররা বিনত নাবহান (রহ.) হতে বর্ণিত। আর জাহেলিয়াতের যুগে তিনি বুতখানার (মুর্তিঘর) মালিক ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে যিল হজ্জের ১২ তারিখে খুতবা দেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এটি কোন দিন? তখন জবাবে আমরা বলি, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এ সম্পর্কে ভাল জানেন। তখন তিনি বলেন, এটা কি আয়্যামে তাশরীকের মধ্যম দিন নয়?

باب من قال : خطب يوم النحر

١٩٥٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ . حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ . حَدَّثَنِي الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ يَوْمَ الأَضْحَى بِمِنًى .

١٩٥٥ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيَّ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ . حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ . حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الْكَلاَعِيُّ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ . يَقُولُ . سَمِعْتُ خُطْبَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ .

باب اي وقت يخطب يوم النحر

١٩٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الدِّمَشْقِيُّ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ . عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَامِرٍ الْمُزَنِيِّ . حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو الْمُزَنِيُّ . قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ . وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . يُعَبِّرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَاعِدٍ وَقَائِمٍ .

باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى

١٩٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنًى فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ بِحَصَى الْخَذْفِ ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَنَزَلُوا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ وَأَمَرَ الأَنْصَارَ فَنَزَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذٰلِكَ

তরজমা ---

যিনি বলেন, কুরবানীর দিনে ভাষন প্রদান করবে

১৯৫৪। হযরত হিরমাস ইব্‌ন যিয়াদ আল্ বাহিলী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে মিনাতে কুরবানীর দিনে তাঁর কর্তিত কর্ণ বিশিষ্ট উষ্ট্রের উপর বসাবস্থায় খুতবা দিতে দেখেছি।

১৯৫৫। হযরত আবু উমামা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি ইয়াও্ মুন্নাহারে, মিনাতে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভাষন দিতে শুনেছি।

কুরবানীর দিন কখন ভাষন দিবে?

১৯৫৬। হযরত রাফে' (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে মিনাতে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষন দিতে দেখেছি; দ্বি-প্রহরের নিকটবর্তী সময়ে তাঁর সাদা বেশী কালো কম মিশ্রিত রং-এর খচ্চরের উপর বসে। আর এই সময় আলী (রা.) তাঁর ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন। তখন লোকদের কিছু দাঁড়ানো এবং কিছু বসা অবস্থায় ছিল।

মিনার ভাষনে ইমাম কি বলবে?

১৯৫৭। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআয আল্ তায়মী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মিনাতে অবস্থানকালে আল্লাহর রাসূল ﷺ ভাষন দেন। এ সময় আমাদের শ্রবণ শক্তি প্রখর হয় এবং তার বক্তব্য আমরা (স্পষ্টরূপে) শুনতে পাই। এ সময় আমরা আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে ছিলাম। অতঃপর তিনি তাদেরকে হজ্জের আহকাম সম্পর্কে শিক্ষা দেন এবং কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত পৌছান। তিনি তাঁর দু'হাতের শাহাদাত ও বৃদ্ধা অংগুলিকে স্বীয় দু'কান পর্যন্ত উঠান, অতঃপর কংকর নিক্ষেপের নিয়ম দেখান। অতঃপর তিনি মুহাজিরদেরকে তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে যেতে বললে তারা মসজিদের সামনে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং আনসারদেরকে তাদের অবস্থান গ্রহণ করতে বলায় তারা মসজিদের পিছনে আসন গ্রহণ করেন। এদের পর অন্য লোকেরা স্ব-স্ব অবস্থান গ্রহণ করে.

باب يبيت بمكة ليالي منى

١٩٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . حَدَّثَنِي حَرِيزٌ أَوْ أَبُو حَرِيزٍ الشَّكُّ مِنْ يَحْيَى . أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ فَرُّوخَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ . قَالَ : إِنَّا نَتَبَايَعُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَيَأْتِي أَحَدُنَا مَكَّةَ فَيَبِيتُ عَلَى الْمَالِ . فَقَالَ : أَمَّا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاتَ بِمِنًى وَظَلَّ .

١٩٥٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . وَأَبُو أُسَامَةَ . عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ .

তরজমা ---

মিনাতে অবস্থানকালে মক্কায় রাত যাপন

১৯৫৮। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন ফাররূখ (রহ.) ইব্‌ন উমার (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আমরা লোকদের মালামাল ক্রয় করি এবং সেগুলো হেফাজতের জন্য আমাদের কেউ মক্কাতে রাত কাটায়, (এমতাবস্থায় কি করণীয়)। তখন জবাবে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনাতে রাত কাটাতেন, (মক্কায় নয়) (কাজেই এটাই করণীয়)।

১৯৫৯। হযরত ইব্‌ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাস, (রা.) আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট মিনায় অবস্থানের রাতে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মক্কায় রাত কাটানোর জন্য অনুমতি চাইলে, তিনি তাঁকে অনুমতি দেন।

তাশরীহ ---

قوله : اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى .

কোরবানীর দিনের পরে আইয়ামে তাশরীকের তিনদিন মিনার মধ্যে কাটানোর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

জুমহুর উলামাদের মতে মিনার মধ্যে তিন রাত্রিই যাপন করা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে সুন্নত। আর ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ (রঃ) থেকেও অনুরূপ একটি মত রয়েছে।

জমহুর উলামা উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, যেহেতু হযরত আব্বাস (রাঃ) মক্কায় থাকার জন্য অনুমতি চেয়েছেন তাই বুঝা যায় যে, ওয়াজিব। অন্যথায় মক্কায় রাত্রি যাপনের জন্য অনুমতি চাইতেন না। কারণ, সুন্নত তরক করার জন্য অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর দলীলও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এর এই হাদীস। তার দলীল উপস্থাপনের পদ্ধতি হল যে, যদি মিনায় রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব হত তাহলে রাসূল ﷺ মক্কায় রাত্রি যাপনের জন্য অনুমতি দিতেন না। যেহেতু অনুমতি দিয়েছেন তাই বুঝা যায় যে, ওয়াজিব নয় বরং সুন্নত।

জমহুরে উলামা এই হাদীসের যে সূত্র থেকে দলীল প্রদান করেছেন এর জবাব হল যে, সাহাবায়ে কেরামের কাছে সুন্নতের উল্টা করাও এক মারাত্মক কাজ ছিল। বিশেষ করে যেহেতু এর দ্বারা হুজুর ﷺ এর সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এজন্য অনুমতি চেয়েছেন। এর দ্বারা সুন্নত না হওয়া বুঝা যায় না, তাই এর দ্বারা ওয়াজিব হওয়ার উপর দলীল পেশ করা ঠিক নয়। এখন যদি কোন ওযরের কারণে মিনায় রাত্রিযাপন করা ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে কোন প্রকার 'দম' ইত্যাদি দিতে হবে না। এখন যদি মিনায় রাত্রি যাপন না করার ইচ্ছা হয় তাহলে দু দিনের কংকর মারাকে একদিনে একত্র করে নিতে হবে। আর এর জন্য দুটি নিয়ম রয়েছে।

প্রথম নিয়ম হল, কোরবানীর দিনে তো জামারায়ে আকাবায় কংকর মারবে, অতঃপর এগার তারিখে ঐ দিন এবং বার তারিখের কংকর মেরে মিনা থেকে চলে যাবে। এটা হল جمع تقديم যা বিল-ইত্তেফাক জায়েয।

দ্বিতীয় নিয়ম হল, এগার এবং বার তারিখ উভয় দিনের কংকর বার তারিখে একত্র করে ঐদিন মারবে। এটাকে جمع تاخير বলে, আর তেরতম তারিখে যদি মিনায় অবস্থান করতে হয়, তাহলে এ দিনেও কংকর মারতে হবে যদি বার তারিখে جمع تاخير করে চলে আসে তাহলে তের তারিখের কংকর মারা তার উপর ওয়াজিব হবে না।

باب الصلاة بمنى

١٩٦٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ . وَحَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ . حَدَّثَاهُ وَحَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةَ أَتَمُّ . عَنِ الأَعْمَشِ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ . قَالَ : صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا . فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ . وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ . وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ . زَادَ . عَنْ حَفْصٍ . وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا زَادَ مِنْ هَا هُنَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ . ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَلَوَدِدْتُ أَنْ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ .

قَالَ : الأَعْمَشُ . فَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ . عَنْ أَشْيَاخِهِ . أَنَّ عَبْدَ اللهِ صَلَّى أَرْبَعًا . قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا . قَالَ : الْخِلَافُ شَرٌّ .

তরজমা ---

মিনাতে নামায (কসর করা এবং না করা)

১৯৬০। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা.) মিনাতে (কসর না করে) চার রাকআত নামায পড়েন। তখন আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলেন, আমি (এস্থানে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দু'রাকআত, আবূ বাকার (রা.)-এর সাথে দু' রাকআত, উমার (রা.)এর সাথে দু'রাকআত এবং উসমান (রা.) খিলাফতের প্রথম দিকে দু'রাকআত নামায পড়ি। অতঃপর তিনি তার খিলাফতের শেষ দিকে চার রাকআত নামায পড়েন। অতঃপর রাবী মুসাদ্দাদ আবু মু'আবিয়া (রহ.) হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, পরে এ নিয়মের (দু'বা চার রাকআত পড়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা যায়। রাবী বলেন, আমি দু'রাকআতের পরিবর্তে চার রাকআত পড়তে ভালবাসি।

রাবী আ'মাশ, মু'আবিয়া ইব্‌ন কুর্‌রা হতে তিনি তাঁর শায়েখ হতে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ চার রাকআত পড়তেন। রাবী বলেন, অতঃপর তাঁকে বলা হয় উসমানের অনুরূপ চার রাকআত পড়ুন। অতঃপর আমি চার রাকআত (নামায) পড়ি আর তিনি বলেন, ইমামের বিরোধিতা করা ঠিক নয়।

তাশরীহ ---

قوله : أَنَّ عَبْدَ اللهِ صَلَّى أَرْبَعًا.

قال الشافعية : إن اقتداء ابن مسعود يدل على أن الإتمام عنده جائز . وإن كان الأولى القصر . فإنه لو لم يكن الإتمام جائزاً ما اقتدى ابن مسعود خلف عثمان . والجواب عن هذا على مشربنا أن عثمان لما تأول فصار مجتهداً في مسألته . ومسألته مجتهدة فيها . فإذن اقتدى ابن مسعود خلف عثمان في المجتهد فيه . وذلك جائز عندنا .

وأجاب شمس الأئمة السرخسي أن عثمان لما نكح بمكة وتأهل ثمة فصار مقيماً . فعليه أربع ركعات . وأما ابن مسعود فقال : إن سنة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان القصر هاهنا في منى . ولما أقمت فالأولى لك أن تقتدى خلف من يقصر ويكون الإمام من يقصر لتكون سنة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باقية صورة . ولا تكون أنت إماماً للناس لأنك مقيم وتصلي أربعاً . ولكنه لما صلى بهم عثمان وكان مقيماً صلى خلفه ابن مسعود أربعاً . لأن صلاته هذه خلف من يزعمه أنه مقيم . فإذن لا ضرر علينا . وجواب شمس الأئمة قوي لطيف . فثبت أن إتمام عثمان بمنى لم يكن لكون الإتمام في السفر جائزاً بل للتأويلات

١٩٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ . عَنْ مَعْمَرٍ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا لِأَنَّهُ أَجْمَعَ عَلَى الْإِقَامَةِ بَعْدَ الْحَجِّ .

١٩٦٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ . عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ . عَنِ الْمُغِيرَةِ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ : إِنَّ عُثْمَانَ . صَلَّى أَرْبَعًا لِأَنَّهُ اتَّخَذَهَا وَطَنًا .

١٩٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ . عَنْ يُونُسَ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . قَالَ : لَمَّا اتَّخَذَ عُثْمَانُ الْأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا صَلَّى أَرْبَعًا . قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ .

١٩٦٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ أَيُّوبَ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ . أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ

باب القصر لأهل مكة

١٩٦٥ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ . حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ . وَكَانَتْ أُمُّهُ تَحْتَ عُمَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ . قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا . فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَارِثَةُ بْنُ خُزَاعَةَ : وَدَارُهُمْ بِمَكَّةَ

তরজমা

১৯৬১। হযরত ইমাম যুহ্রী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা.) মিনাতে অবস্থানকালে চার রাকআত নামায পড়েন। আর তা এজন্য যে, তিনি হজ্জের পর মক্কায় অবস্থানের জন্য কৃতসংকল্প ছিলেন।

১৯৬২। হযরত ইব্রাহীম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় উসমান (রা.) চার রাকআত নামায (মিনাতে) পড়েন। কেননা তিনি এটাকে স্বীয় জন্মস্থান হিসাবে পরিগণিত করেন।

১৯৬৩। হযরত ইমাম যুহ্রী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা.) যখন তায়েফবাসীদের নিকট হতে মাল সম্পদ গ্রহণ করেন এবং সেখানে অবস্থানের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি চার রাকাআত নামায পড়েন। রাবী যুহরী বলেন, পরবর্তীকালে লোকেরা এটাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে।

১৯৬৪ হযরত ইমাম যুহ্রী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.) মিনাতে, সে বছর আরবদের অধিক উপস্থিতির কারণে লোকদের সাথে চার রাকআত নামায পড়েন এ উদ্দেশ্যে যে, যাতে তারা জানতে পারে যে, (আসলে নামায) চার রাকআত।

মক্কাবাসীদের জন্য নামায সংক্ষেপ করা

১৯৬৫। হযরত হারিসা ইবন ওহাব আল খুযা'য়ী (রা.)-এর তার মাতা ছিলেন উমারের স্ত্রী, তার গর্ভে উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি মিনাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহিত নামায পড়ি। আর লোক সংখ্যা তখন সর্বাধিক ছিল। বিদায় হজ্জের সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে (এই স্থানে) দু'রাকআত নামায পড়েন। (এমনকি মক্কাবাসীরাও)।

ইমাম আবূ দাউদ বলেন, হারিসা হলেন খুযা'আর পুত্র, আর তাদের বাড়ী মক্কাতে।

باب في رمي الجمار

١٩٦٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَرَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ يَسْتُرُهُ فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالُوا: الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ. وَازْدَحَمَ النَّاسُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ. لاَ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

١٩٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ. وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ. عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ. عَنْ أُمِّهِ. قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ رَاكِبًا وَرَأَيْتُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ حَجَرًا فَرَمَى. وَرَمَى النَّاسُ.

١٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ. حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ. بِإِسْنَادِهِ فِي مِثْلِ هٰذَا الْحَدِيثِ زَادَ. وَلَمْ يَقُمْ عِنْدَهَا

١٩٦٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْجِمَارَ فِي الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَاشِيًا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا. وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

তরজমা ---

কংকর নিক্ষেপ

১৯৬৬। হযরত সুলায়মান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আল্ আহ্ওয়াস তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বাত্‌নে-ওয়াদী হতে কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। এ সময় তিনি তাঁর বাহনের উপর ছিলেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাক্‌বীর ধ্বনি (আল্লাহু আকবর) দিচ্ছিলেন আর তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি তাঁকে আড়াল করেছেন। তখন তিনি জনৈক ব্যক্তিকে তাঁর পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তাঁরা বলেন, ইনি ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা.)। কংকর নিক্ষেপের সময় লোকদের ভীড় বেশী হয়। তা দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন হে জনগণ। তোমরা (বড়) কংকর নিক্ষেপ করে একে অপরকে হত্যা করো না। আর তোমরা যখন কংকর নিক্ষেপ করবে, তখন অবশ্যই ছোট ছোট কংকর নিক্ষেপ করবে।

১৯৬৭। হযরত সুলায়মান ইব্‌ন আমর ইবন আল্-আহ্ওয়াস তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জুমরায়ে আকাবাতে সওয়ারীর উপর সাওয়ার অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। এ সময় আমি তাঁর অংগুলের ফাঁকে কংকর দেখেছি যা তিনি নিক্ষেপ করছিলেন এবং অন্য লোকও নিক্ষেপ করছিল।

১৯৬৮। হযরত ইবন আল-আলা' সূত্রে বর্ণিত। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী ইব্‌ন ইদ্‌রীস অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, আর তিনি তার নিকট অবস্থান করেন নি. (বরং কংকর নিক্ষেপ শেষে ফিরে আসেন)।

১৯৬৯। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি কংকর নিক্ষেপের জন্য কুরবানীর পরে এগার, বার বা তের-ই (যিলহজ্জ) তারিখে হেটে হেটে আসতেন এবং কংকর নিক্ষেপের পর ফিরে যেতেন। অতঃপর তিনি সংবাদ দেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করতেন।

١٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ . يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ : لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هٰذِهِ .

١٩٧١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ . أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ . يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى . فَأَمَّا بَعْدَ ذٰلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .

١٩٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ زَوَالَ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا .

١٩٧٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اٰخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا .

তরজমা ---

১৯৭০। হযরত আবু যুবায়ের (রহ.) বলেন,আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছি, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ১০ যিল-হজ্জ তারিখে দ্বি-প্রহরের সময় তাঁর বাহনের উপর চড়া অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তিনি বলতেন, তোমরা আমার থেকে হজ্জের আহকামসমূহ জেনে নাও। জানিনা! এই হজ্জের পরে আমি হয়তো আর হজ্জকরব না।

১৯৭১। হযরত আবু যুবায়ের (রহ.) বলেন, তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ১০ যিল-হজ্জ তারিখে দ্বি-প্রহরের সময় তাঁর বাহনের উপর চড়া অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। আর ১০ই যিল-হজ্জের পরে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পরার পর নিক্ষেপ করতেন।

১৯৭২। হযরত ওবরা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইব্‌ন 'মার (রা.)-কে (১০ই যিল-হজ্জের পর) কংকর নিক্ষেপ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বলেন, যখন তোমার ইমাম কংকর নিক্ষেপ করবে, তুমিও তা নিক্ষেপ করবে এবং তাঁকে (বিরোধিতা না করে) অনুসরণ করবে। অতঃপর তিনি (ইব্‌ন উমার) অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর আমরা কংকর ছুরতাম।

১৯৭৩। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় যুহরের নামায পড়ার পর দিনের অর্ধাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর অতিরিক্ত তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি মিনাতে যান এবং সেখানে তাশরীকের দিনগুলো কাটান। আর তিনি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর কংকর নিক্ষেপ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি জুমরাতে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি (আল্লাহু আকবর) দেন। আর তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় জুমরাতে কংকর নিক্ষেপের পর দীর্ঘক্ষণ সেখানে থাকেন এবং কান্নাকাটি করে দু'আ করেন। অতঃপর তৃতীয় জুমরা (জুমরাতুল-আকাবা) সম্পন্ন করে তিনি সেখানে অবস্থান না করে ফিরে আসেন।

١٩٧٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ . وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى . قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنِ الْحَكَمِ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ . عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ . قَالَ : لَمَّا انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى . جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ . وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ . وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ . وَقَالَ : هٰكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

١٩٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ بِيَوْمَيْنِ وَيَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ .

١٩٧٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنْ عَبْدِ اللهِ . وَمُحَمَّدُ ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ . عَنْ أَبِيهِمَا . عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا . وَيَدَعُوا يَوْمًا .

١٩٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يَقُولُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ قَالَ مَا أَدْرِي أَرَمَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ

١٩٧٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هٰذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ الْحَجَّاجُ لَمْ يَرَ الزُّهْرِيَّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ

তরজমা --

১৯৭৪। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি (ইব্‌ন মাসউদ) যখন জুম্‌রাতুল কুব্‌রা (জুম্‌রাতুল্‌-আকাবা) শেষ করতেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহ্‌কে তাঁর বামদিকে মিনাকে তাঁর ডানদিকে রেখে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতেন। অতঃপর তিনি বলতেন, যার উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল (সা) তিনি এরূপে কংকর নিক্ষেপ করতেন।

১৯৭৫। হযরত আব বাদ্দাহ্‌ ইব্‌ন আসিম (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উষ্ট্র পালকদের জন্য মিনাতে কংকর নিক্ষেপের ব্যাপারটি রুখ্‌সাত১ হিসাবে ধার্য করেন। আর তারা কেবল জুম্‌রাতুল্‌-আকাবা সম্পন্ন করত। অতঃপর পরের দিন (১১ যিল-হজ্জ) তারা কংকর নিক্ষেপ করত এবং তারপর দুদিনে (১২ ও ১৩ যিল-হজ্জে) তারা সর্বশেষ কংকর নিক্ষেপ করত।

১৯৭৬। হযরত আবূ বাদ্দাহ্‌ ইব্‌ন আদী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ উষ্ট্র পালকদের জন্য একদিন (১০ যিল-হজ্জে) কংকর নিক্ষেপ করাকে 'রুখ্‌সাত' হিসাবে সাব্যস্ত করেন এবং ১১ যিল-হজ্জে তা নিক্ষেপ করিতে বারন (বরং এর পরবর্তী দু'দিন, ১২ ও ১৩ তারিখে তা সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দেন)।

১৯৭৭। হযরত কাতাদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি আবূ মাজলাযকে বলতে শুনেছি যে, একদা আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে কয়টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে তা জিজ্ঞাস করি। তখন জবাবে তিনি বলেন, আমার সঠিক জানি যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়টি কংকর নিক্ষেপ করছিলেন, না সাতটি।

১৯৭৮। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, যখন তোমাদের কেউ জুম্‌রাতুল-আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ সম্পন্ন করে, তখন তার জন্য স্ত্রী সহবাস ছাড়া আর সবই বৈধ হয়ে যায়। আবু দাউদ বলেন, এ হাদিসটি যঈফ। হাজ্জাজ যুহরীকে দেখেনি তার থেকে শোনেনি।

باب الحلق والتقصير

١٩٧٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ نَافِعٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ . قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ . وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ . قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : وَالْمُقَصِّرِينَ .

١٩٨٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الإِسْكَنْدَرَانِيَّ . عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

তরজমা ---

মস্তক মুণ্ডনকরা ও চুল ছোট করে কাটা

১৯৭৯। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, ইয়া আল্লাহ! আপনি মস্তক মুণ্ডনকারীদের উপর দয়া করুন! তখন সাহাবীরা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা চুল ছোট করে কাটবে তাদের কি হবে? তখন তিনি বলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর দয়া করুন! তখন তাঁরা (সাহাবীগণ) পুনরায় বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা চুল ছোট করে কাটে তাদের জন্য কি? তখন তিনি বললেন, والمقصرين। অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ! মাথার চুল ছোট করে কর্তনকারীদের উপরও দয়া করুন।

১৯৮০। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় স্বীয় মাথা মোবারক মুণ্ডন করেন।

তাশরীহ ---

قوله : باب الحلق والتقصير.

হজ্জের মধ্যে কোরবানীর দিন জামারায় পাথর মারার পরে মাথা মুন্ডানো অথবা ছাটানো ওয়াজিব। কিন্তু মুন্ডানো ছাটানো থেকে উত্তম। এ কারণে যে, যারা মুন্ডায় তাদের জন্য হুজুর ﷺ তিনবার দোয়া করেছেন।

বিঃ দ্রঃ এ কথার মধ্যে মতভেদ আছে যে, পুরো মাথা মুন্ডানো বা ছাটানো ওয়াজিব না কিছু অংশ করলে আদায় হয়ে যাবে। তো ইমাম মালিক এবং আহমদ (রঃ) এর মতে পুরো মাথা মুন্ডানো অথবা ছাটানো ওয়াজিব।

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে মাথার কিছু অংশ মুন্ডালে অথবা ছাটালে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য পুরো মাথা মুন্ডানো অথবা ছাটানো মুস্তাহাব এবং উত্তম বটে।

ইমাম মালিক এবং আহমদ (রঃ) দলীল পেশ করেন এসব হাদীস দ্বারা যে,

ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وقال خذوا عني مناسكم

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর দলীল হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা

قال قال لي معاوية اني قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم

এখানে من হল حرف تبعيضية যার দ্বারা মাথার কিছু অংশের ছাটানো বুঝা যায়।

দ্বিতীয় দলীল মুসনাদে আহমদের মধ্যে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে.

انه اخذ من اطراف شعر النبي صلى الله عليه وسلم এর দ্বারা মাথার কিছু অংশের চুল কাটা প্রমাণিত হয়।

ইমাম আহমদ এবং মালিক (রঃ) যে দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, এ হাদীসে افضليت উত্তমতা বর্ণনা করা হয়েছে, যা আমরাও বলে থাকি। এর দ্বারা وجوب আবশ্যকীয়তা প্রমাণিত হয় না।

অতএব, উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে কোন تعارض বিরোধ নেই।

١٩٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . حَدَّثَنَا حَفْصٌ . عَنْ هِشَامٍ . عَنِ ابْنِ سِيرِينَ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى فَدَعَا بِذِبْحٍ . فَذُبِحَ . ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ فَأَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ . ثُمَّ أَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ . ثُمَّ قَالَ : هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ .

١٩٨٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ . وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ . الْمَعْنَى قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ . بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ فِيهِ : قَالَ لِلْحَالِقِ : ابْدَأْ بِشِقِّي الْأَيْمَنِ فَاحْلِقْهُ .

١٩٨٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ . أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . أَخْبَرَنَا خَالِدٌ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنًى فَيَقُولُ : لَا حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ . فَقَالَ : إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ . قَالَ : اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ قَالَ : إِنِّي أَمْسَيْتُ وَلَمْ أَرْمِ . قَالَ : ارْمِ وَلَا حَرَجَ .

١٩٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . قَالَ : بَلَغَنِي . عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ . قَالَتْ : أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ . أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ . إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ .

١٩٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْبَغْدَادِيُّ . ثِقَةٌ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ . عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ . قَالَتْ : أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ . أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ . إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ .

তরজমা ---

১৯৮১। হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জ জুম্‌রাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করেন। অতঃপর তিনি মিনাতে স্বীয় স্থানে ফিরে আসেন। অতঃপর তিনি কুরবানী করতে চান এবং কুরবানী করেন। পরে তিনি তাঁর মস্তক মুণ্ডনকারীকে ডাকেন, যিনি তাঁর মাথার ডানপার্শ্বের চুল কামান। অতঃপর তিনি তাঁর নিকটবর্তী ব্যক্তিদের মধ্যে ঐ চুল একটি বা দু'টি করে ভাগ করে দেন। অতঃপর মুণ্ডনকারী তাঁর বামপার্শ্বের মাথা মুণ্ডন করে দেয়। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এখানে কি আবূ তাল্‌হা (উপস্থিত) আছে? অতঃপর তিনি তা আবূ তাল্‌হাকে দেন।

১৯৮২। হিশাম ইব্‌ন হাস্‌সান হতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত। তাতে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মস্তক মুণ্ডনকারীকে বললেন, তুমি প্রথমে আমার ডানপার্শ্বের চুল কামাও।

১৯৮৩। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনাতে অবস্থানকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে (হজ্জের করণীয় বিষয় আগে-পরে করা সম্পর্কে) কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন জবাবে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নাই।

তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, আমি কুরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডন করেছি? তখন জবাবে তিনি বলেন, তুমি কুরবানী (এখন) কর। এতে কোন দোষ নেই।

অপর এক ব্যক্তি বলেন, (সূর্যাস্তের পূর্বে) আমি কংকর নিক্ষেপ করতে ভুলে গেছি এবং আমি (এখনও) কংকর নিক্ষেপ করিনি। তা শুনে তিনি বলেন, তুমি (এখন) কংকর নিক্ষেপ কর এবং এতে কোন দোষ নেই।

১৯৮৪। হযরত ইবন জুবারেজ (রহ.) বলেছেন, আমি সাফিয়া বিনত শায়বা ইবন উসমান হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমাকে উম্মে-উসমান খবর দিয়েছেন যে, ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন স্ত্রী লোকদের জন্য মাথা কামানোর প্রয়োজন নেই, বরং (এক অংগুল পরিমাণ চুল) কাটবে।

১৯৮৫ : হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন যে, স্ত্রী লোকদের জন্য মাথা মুণ্ডনের দরকার নেই, বরং তারা (এক আংগুল পরিমাণ চুল) কাটবে।

তাশরীহ --

قوله : فَقَالَ: إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ

জেনে রাখা উচিত যে, কোরবানীর দিন হাজীদের জন্য কয়েকটি করণীয় কাজ রয়েছেঃ প্রথমতঃ জামারায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা অত:পর কোরবানী করা, তারপর হলক অথবা কসর তারপর তাওয়াফে যিয়ারত। এখন এর মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় যে, এর মধ্যে تَرْتِيب ধারাবাহিকতা সুন্নত না ওয়াজিব।

ইমাম আহমদ (রঃ) এর মতে যদি ভুলক্রমে তারতীবের বিপরীত করে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে করে তাহলে দম দেয়া আবশ্যক হবে।

ইমাম মালিক (রঃ) এর মতেও কোন কোন অবস্থায় দম দেয়া আবশ্যক।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে এগুলোর মধ্যে প্রথম তিন কাজের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। যদি এই তিনটির মধ্যে তারতিবের উল্টা করে তাহলে তার উপর দম দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেয়ী এবং সাহেবাইনের দলীল হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) এর হাদীস

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنًى فَيَقُولُ: لَا حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ. فَقَالَ: إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ قَالَ: إِنِّي أَمْسَيْتُ وَلَمْ أَرْمِ. قَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ.

উক্ত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজগুলোকে আগে পরে করার উপর لاحرج বলেছেন, যাতে গোনাহ এবং ফিদয়াহ উভয়টিই নফী করা হয়েছে। যদি দম দেয়া ওয়াজিব হত তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই বলতেন। অতএব, বুঝা গেল যে, এর মধ্যে তারতীব ওয়াজিব নয়।

ইমাম আবু হানিফা দলীল পেশ করেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উক্তি দ্বারা, যা মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বার মধ্যে রয়েছে যে, তিনি বলেছেন

من قدم شيئا من حجه او اخر فليهرق لذلك دما

অথচ এই ইবনে আব্বাস (রাঃ)ই لاحرج এর রাবী। তাই বুঝা গেল যে, ওখানে لا حرج দ্বারা গোনাহ এর নফী উদ্দেশ্য। কেননা এসব ব্যক্তিবর্গ হজ্জের মাসআলা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। আর হুকুম আহকাম অবতীর্ণ হওয়ার সময় অজ্ঞতা ওযর হতে পারে। তাই لاحرج দ্বারা গোনাহের নফী করা হয়েছে 'দম' এর নফী করা হয় নাই অন্য হজ্জের মধ্যে বহু কাজই জায়েয আছে গোনাহ হয় না কিন্তু দম ওয়াজিব হয়। যেমন যদি কারো মাথায় রোগ হয় তাহলে তার জন্য চুল কাটা জায়েয আছে কিন্তু এজন্য দম ওয়াজিব হবে। অতএব, এসব হাদীস দ্বারা দম ওয়াজিব না হওয়ার উপর দলীল পেশ করা সহীহ নয়।

এছাড়াও কোন কোন বর্ণনায় এসব শব্দ আছে وانما الحرج على من سفك دم امرأ مسلم الخ অথচ এর মধ্যে কারো মতে দম ওয়াজিব হয় না বরং গোনাহ হয় তাই বুঝা গেল যে, এখানে لا حرج দ্বারা গোনাহের নফী উদ্দেশ্য যাতে مثبت এবং منفي এর মধ্যে সামঞ্জস্যতা হয়ে যায়।

باب العمرة

উমরার অধ্যায়

উমরাহ'র শাব্দিক অর্থ যিয়ারত ও পরিদর্শন। আর পরিভাষায় উমরাহ বলা হয় ইহরাম বেঁধে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া'র সাঈ করা। এরপর মাথার চুল চেঁছে বা ছোট করে ইহরাম মুক্ত হওয়া। (ফাতহুল বারী)

উমরার ফযীলত

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا الخ

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা রাযিঃ হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- এক উমরা অপর উমরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ।

-সহীহ মুসলিম ১/৪৩৬ সুনানে তিরমিযী -১/১৮৬

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَجَّ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ۔

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা রাযিঃ হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে একথা বলতে শুনেছি- যে ব্যক্তি হজ্জ করবে অথবা উমরা পালন করবে আর এতে কোন অশ্লীল কথা বলবে না (এমনকি স্ত্রীর সাথেও ইহরাম অবস্থায় মেলামেশা ও যৌন উত্তেজনাকর কথা বলবে না) এবং কোনরূপ পাপাপচারে লিপ্ত হবে না, সে নবজাতক শিশুর ন্যায় নিস্পাপ হয়ে ফিরে আসবে। -সুনানে দারাকুতনী-২/২৮৪

রমযানের উমরাহ'র ফযীলত

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً۔

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন রমযান মাসের উমরা হজ্জ সমতুল্য। -সুনানে তিরমিযী ১/১৮৬

উমরার শরয়ী বিধান

মক্কা মুকার্‌রমা পৌঁছার সামর্থ্য যার রয়েছে তার জীবনে একবার উমরা করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। আর সামর্থ্য অনুযায়ী অধিক পরিমাণে উমরা করা মুস্তাহাব। উমরাকে হজ্জে আসগার তথা ছোট হজ্জ বলে আর উকুফে আরাফা সম্বলিত হজ্জকে হজ্জে আকবার তথা বড় হজ্জ বলে। সাধারণ লোক সমাজে যা প্রসিদ্ধ যে, শুক্রবার হজ্জ হলে তাকে হজ্জে আকবার বা আকবরী হজ্জ বলে তা সঠিক নয়। তবে একথা সত্য যে শুক্রবার হজ্জ হলে তার ফযীলত বেড়ে যায়।

উমরার ফরজ-ওয়াজিব

উমরার ফরজ দুইটি:

১.উমরার নিয়্যতে ইহরাম বাঁধা অর্থাৎ উমরার নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করা।

২. বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করা। বাদায়েউস সানায়ে ২/৪৮০

উমরার ওয়াজীব দুইটি

১. সাফা মারওয়া'র মাঝে সাঈ করা।

২. মাথার চুল চেঁছে ফেলা বা ছোট করা। বাদায়েউস সানায়ে ২/৪৮০

তাছাড়া উমরার তাওয়াফে রমল ও ইযতেবা করা সুন্নাত।

উল্লেখ্য যে, যিলহজ্জ মাসের ৯.১০.১১.১২.ও ১৩ তারিখে উমরাহ করা মাকরূহে তাহরীমী। এ দিন গুলো ব্যতীত বৎসরের যে কোন দিন উমরা করা যায়। (আদ্দুররুল মুখতার : ৩/৫৪৭)

ইহরাম বাঁধার নিয়ম ?

মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে ইহরামের নিয়ত করার আগে মাথা ঢেকে দু রাকাত নামায পড়ে নেওয়া। এ দু'রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব। প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরুন ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ পড়া উত্তম। অন্য কোন সূরা পড়লেও চলবে। মাকরূহ ওয়াক্ত হওয়ার কারণে বা অন্য কোন ওযর যেমন মহিলাদের মাসিক অবস্থায় হওয়ার কারণে এ দু'রাকাত নামায পড়তে না পারলেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা ইহরাম বাঁধার জন্য এই নামায জরুরী নয়। এই নামায ছাড়াও ইহরাম বাঁধা যেতে পারে। ইহরামের মূল কথা হল হজ্জ কিংবা উমরার নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করা। সেলাই বিহীন কাপড়ও ইহরামের সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। তবে নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করার পর পুরুষের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় পরা নাজায়েয।

নামাযের পর পুরুষ হলে মাথার টুপি সরিয়ে নিন অতঃপর পুরুষ মহিলা সকলে এভাবে নিয়ত করুন : হে আল্লাহ! আমি উমরা আদায়ের নিয়ত করছি। আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করুন।

অন্তরে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণের নাম নিয়ত। অন্তরে ইচ্ছার সাথে মুখেও বলা ভাল। আরবীতে বলতে চাইলে এভাবে বলা যেতে পারে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ

নিয়তের পর তালবিয়া পড়া। পুরুষ হলে উচ্চস্বরে আর মহিলা হলে অনুচ্চস্বরে তিনবার তালবিয়া পড়ে নিন।

তালবিয়া হল :

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ-

❖ উমরার নিয়ত করে তালবিয়া পড়ার দ্বারা ইহরাম সম্পন্ন হয়ে যায়। এরপর থেকেই ইহরামের বিধি নিষেধ আরোপিত হয়।

❖ এরপর দুরূদ শরীফ পড়া এবং এই দু'আ পড়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ . وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ

❖ এরপর প্রাণখুলে দু'আ করা। এ সময় দু'আ কবুল হয়।

উমরার দ্বিতীয় ফরজ তাওয়াফ

তাওয়াফের জন্য পবিত্রতা জরুরী। পবিত্রতা ব্যতীত তাওয়াফ করা জায়েয নেই। কাপড় বা শরীরে নাপাকি লেগে থাকলে তাও পবিত্র করে নেয়া চাই। অবশ্য কাপড় ও শরীরে বাহ্য নাপাকি থাকলেও তাওয়াফ হয়ে যাবে। তবে মাকরূহ হবে। উমরার তাওয়াফের পর যেহেতু সাঈ আছে এ জন্য এ তাওয়াফের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরুষদের ইযতিবা অবস্থায় থাকা সুন্নাত। তাই পুরুষগণকে ইযতেবা করে নিতে হবে। এ তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে পুরুষদেরকে রমলও করতে হবে। প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। অবশিষ্ট চার চক্করে রমল নেই সে গুলোতে স্বাভাবিক ভাবেই হাঁটতে হবে। অধিক ভীড়ের মধ্যে রমল করলে যদি অন্যের কষ্টের আশংকা হয় তাহলে ভীড়ের মুহূর্তে রমল বন্ধ রাখবেন। ফাঁকা পেলে রমল করবেন। মহিলাদের রমল নিষেধ।

তাওয়াফ শেষে দুই রাকাত নামায ওয়াজিব

ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল যেরূপ তাওয়াফই হোক, তাওয়াফ শেষে দুই রাকাত নামায পড়া ওয়াজিব। মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে অযথা এ নামায পড়তে দেরী করা মাকরূহ। এ দু রাকাত নামায মাকামে ইবরাহীমের পিছনে পড়া মুস্তাহাব। পেছনে যতদূরে হোক মুস্তাহাব আদায় হয়ে যাবে। কেননা মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল বাইতুল্লাহ এবং নামাযি ব্যক্তির মাঝে যেন মাকামে ইবরাহীম থাকে। ভীড়ের কারণে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে নামায পড়া সম্ভব না হলে মসজিদুল হারামের যে কোন স্থানে নামায পড়া যাবে। এ দু'রাকাত নামাযে প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরুন আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ পড়া মুস্তাহাব। অন্য সূরা দ্বারাও পড়া যাবে। সূর্য উদয় ও অস্তকালে তদ্রূপ ঠিক মধ্যাহ্নের সময় অন্যান্য নামাযের ন্যায় তাওয়াফের দুই রাকাত নামাযও পড়া

যাবে না। কেউ পড়ে ফেললে আদায় হবে না। এ নামায পুনরায় পড়তে হবে। আর ফজরের সময় থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত এরূপ আসরের নামাযের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এ নামায পড়া মাকরূহ। এ সময়ে কেউ আদায় করলে তা মাকরূহ হবে। তাই সূর্য উঠার পর এবং মাগরিবের ফরজের পর তা আদায় করবে।

উমরার সাঈ

উমরার তাওয়াফ ও সংশ্লিষ্ট কার্যাদী শেষ করার পর এখন উমরার দুই ওয়াজিবের প্রথম ওয়াজিব সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে হবে। সাফা একটি ছোট্ট পাহাড় যা বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে ১৩০ মিটার দূরত্বে দক্ষিণ পূর্ব কোণের দিকে অবস্থিত। আর মারওয়াও একটি ছোট্ট পাহাড়ের নাম যা বাইতুল্লাহ শরীফের উত্তর পূর্ব দিকে ৩০০ মিটার দূরে অবস্থিত। সাফা মারওয়া পাহাড় দ্বয়ের মাঝে দূরত্ব ৩৯৪.৫ মিটার। সাফা থেকে শুরু করে মারওয়াতে পৌঁছলে সাঈর এক চক্কর হবে। আবার মারওয়া থেকে সাফা পৌঁছলে দ্বিতীয় চক্কর হবে। এভাবে সাফা মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর (অর্থাৎ প্রথম চক্কর সাফা থেকে শুরু হবে ৭ম চক্কর মারওয়াতে শেষ হবে) দেয়াকে সাঈ বলে। তাওয়াফের পর বিলম্ব না করে সাঈ করা সুন্নাত। তবে অত্যাধিক ক্লান্তি বা কোন ওযরের কারণে দেরি করা যায়। এই সাঈ পায়ে হেঁটে করা ওয়াজিব। অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে পায়ে হেঁটে সাঈ সম্ভব না হলে হুইল চেয়ারে করা যায়। তবে কোন ওযর ব্যতীত হুইল চেয়ারে চড়ে সাঈ করলে দম দিতে হবে। আর অযু অবস্থায় সাঈ করা এবং সাঈর সময় কাপড় পবিত্র থাকা মুস্তাহাব। অপবিত্র অবস্থায় সাঈ করলেও তা আদায় হয়ে যাবে। তবে পবিত্র অবস্থায় সাঈ করা উচিত। এমনকি সাঈ অবস্থায় অযু ভেঙ্গে গেলে তা স্থগিত রেখে অযু করে পুনরায় উক্ত স্থান থেকে সাঈ পূর্ণ করা উচিত।

উমরার দ্বিতীয় ওয়াজিব হলক বা কসর করা

সাঈ সমাপ্ত হওয়ার পর উমরা আদায়কারীগণ দ্বিতীয় ওয়াজিব হলক বা কসর করবেন। মাথা মুন্ডানোকে বলা হয় হলক আর চুল ছাটাকে বলা হয় কসর। ইহরাম ত্যাগ করার জন্য হলক বা কসর করা ওয়াজিব। পুরুষদের জন্য মাথা মুন্ডানো উত্তম। চুল লম্বা হলে ছাটাও যেতে পারে। কসর তথা চুল ছোট করার জন্য শর্ত হল কমপক্ষে আঙ্গুলের এক কর পরিমাণ তথা এক ইঞ্চি ছোট করা। আগে থেকে চুল এককর বা এরচেয়ে ছোট থাকলে ইহরাম ত্যাগের জন্য চুল ছোট করা যথেষ্ট হবে না। তখন মাথা মুন্ডাতেই হবে। মহিলাগণ পুরা মাথার চুলের অগ্রভাগ থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটবেন। তাদের হলক করা নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য যে, হালাল হওয়ার জন্য মাথার অন্তত এক চতুর্থাংশের চুল ছোট করতে হবে। অন্যথায় কেউ হালাল হবে না। তবে পুরো মাথা মুন্ডানো ও পুরো মাথার চুল ছোট করা উচিত। কেননা আংশিক মুন্ডানো বা ছোট করা মাকরূহ। তাই এমনটি করবেন না।

❖ কারো মাথা টাক থাকলে অথবা পূর্ব থেকেই মুণ্ডানো থাকলে ইহরাম মুক্ত হওয়ার জন্য মাথায় ব্লেড/ক্ষুর ঘুরিয়ে নিলেই চলবে।

❖ উমরার সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেলে অর্থাৎ সাঈর কাজও সমাপ্ত হয়ে গেলে কেবল চুল কাটা বাকী থাকলে একে অপরের চুল কেটে দিতে পারবে। এর পূর্বে কাটা যাবে না।

হলক ও কসরের মাসনূন পদ্ধতি

ইহরাম মুক্ত হওয়ার জন্য হলক-কসর হেরেমের সীমানার ভেতরেই করতে হবে। হেরেমের সীমানার বাইরে মাথা কামালে যদিও হালাল হওয়া যাবে কিন্তু দম ওয়াজিব হবে। তাই হেরেমের নির্দিষ্ট এলাকা (মসজিদে হারামের চতুর্দিকে কিছুদুর পর্যন্ত নির্দিষ্ট এলাকা। চারদিকে এর সীমানা চিহ্নিত রয়েছে) ভেতরেই চুল কাটা। সম্ভব হলে কেবলামুখী হয়ে বসুন।শুরু ও শেষে আল্লাহু আকবার বলা। ইহরাম মুক্তির অনুভূতি নিয়ে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা। পূর্ণ মাথার চুল কাটা সুন্নাত। মাথার এক চতুর্থাংশ চুল কাটা ওয়াজিব। এক চতুর্থাংশের কম চুল কাটলে হালাল হবেন না।

উল্লেখ্য যে, মাথার চুল হলক বা ছোট করার আগে নখ বা শরীরে অতিরিক্ত পশম ইত্যাদি কাটা যাবে না। অন্যথায় জরিমানা দিতে হবে।

١٩٨٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ . وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ .

١٩٨٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ . عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُوسٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : وَاللهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلاَّ لِيَقْطَعَ بِذٰلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ . فَإِنَّ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا عَفَا الْوَبَرْ وَبَرَأَ الدَّبَرْ وَدَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ . حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتّٰى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ .

١٩٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ . عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . أَخْبَرَنِي رَسُولُ مَرْوَانَ . الَّذِي أُرْسِلَ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ . قَالَتْ : كَانَ أَبُو مَعْقِلٍ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمَ . قَالَتْ أُمُّ مَعْقِلٍ : قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَلَيَّ حَجَّةً فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ حَتّٰى دَخَلاَ عَلَيْهِ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِنَّ عَلَيَّ حَجَّةً وَإِنَّ لِأَبِي مَعْقِلٍ بَكْرًا . قَالَ أَبُو مَعْقِلٍ : صَدَقَتْ . جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ . فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَعْطَاهَا الْبَكْرَ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْتُ فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ عَنِّي مِنْ حَجَّتِي . قَالَ : عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تُجْزِئُ حَجَّةً .

তরজমা ---

১৯৮৬। হযরত ইব্ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের পূর্বে উম্‌রা আদায় করেন।

১৯৮৭। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রা.)-কে যিল-হজ্জ মাসে উম্‌রা সম্পন্ন করে তা দিয়ে শির্‌ক যুগের কাজের বিরোধিতা করেন। কেননা কুরায়েশের এ গোত্র এবং তাদের ধর্মের অনুসারীরা এরূপ বলত, যখন উটের পিঠের পশম লম্বা হয় এবং তার পৃষ্ঠে ক্ষত হয়, আর সফর মাস আসে এ সময় যে ব্যক্তি উম্‌রা সম্পন্ন করে, তা হালাল (বৈধ) হয়। আর তারা যিল্-হজ্জ ও মুহাররাম মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত উমরা সম্পন্ন করাকে হারাম সাব্যস্ত করত।

১৯৮৮। হযরত উম্মে মা'আকাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু মা'আকাল (রা.) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংগে হজ্জ আদায় করেন। অতঃপর তিনি হজ্জ শেষে বাড়ি ফিরলে তাকে উম্মে মা'আকাল বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, আমার উপরও হজ্জ ফরয। অতঃপর তারা উভয়ে পায়ে হেটে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আসেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আমার জন্য হজ্জ ফরয, আর আমার পিতা মা'আকালের রয়েছে একটি যুবক উট। তা শুনে আবূ মা'আকাল বলেন, তুমি সত্য বলেছ, কিন্তু আমি এর দ্বারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি, (কাজেই, কিরূপে এটা তোমাকে দিব) তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এটা তাকে দাও, যাতে সে তার পৃষ্ঠে চড়ে হয়ে হজ্জ করতে পারে। কেননা সেও আল্লাহ্‌র রাস্তায় যাবে। এতদশ্রবণে তিনি তাকে তা দেন। তখন তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি এমন একজন মহিলা যার বয়স অনেক বেশী এবং রোগীও কাজেই এমন কোন আমল আছে কি, যা আমার হজ্জের বিনিময় হতে পারে? তখন জবাবে তিনি বলেন, রামাদ্বানের উমরা হজ্জের অনুরূপ হতে পারে।

١٩٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْقِلِ بْنِ أُمِّ مَعْقِلٍ الأَسَدِيِّ أَسَدِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ جِئْتُهُ فَقَالَ يَا أُمَّ مَعْقِلٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا قَالَتْ لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَهَلاَّ خَرَجْتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَّا إِذْ فَاتَتْكِ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ فَكَانَتْ تَقُولُ الْحَجُّ حَجَّةٌ وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ وَقَدْ قَالَ هَذَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَدْرِي أَلِيَ خَاصَّةً

١٩٩٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَمَلِكَ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ قَالَتْ أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلاَنٍ قَالَ ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَإِنَّهَا سَأَلَتْنِي الْحَجَّ مَعَكَ قَالَتْ أَحِجَّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَحِجَّنِي عَلَى جَمَلِكَ فُلاَنٍ فَقُلْتُ ذَاكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَإِنَّهَا أَمَرَتْنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرِئْهَا السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي يَعْنِي عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ

١٩٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ . حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ . عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ عُمْرَةً فِي ذِي الْقِعْدَةِ . وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ.

١٩٩٢ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ . عَنْ مُجَاهِدٍ . قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : مَرَّتَيْنِ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اعْتَمَرَ ثَلاَثًا سِوَى الَّتِي قَرَنَهَا بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ.

١٩٩٣ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ . وَقُتَيْبَةُ . قَالاَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْعَطَّارُ . عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ : عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ . وَالثَّانِيَةَ حِينَ تَوَاطَئُوا عَلَى عُمْرَةٍ مِنْ قَابِلٍ . وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ . وَالرَّابِعَةَ الَّتِي قَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ.

তরজমা ---

১৯৮৯। হযরত উম্মে মা'আকাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বিদায় হজ্জ আদায় করেন, এই সময় আমাদের একটি উট ছিল, যদ্বারা আবু মা'আকাল জিহাদে যেত। এ সময় আমরা রোগগ্রস্ত হই, আবু মা'আকাল মৃত্যুবরণ করে এবং নবী করীম ﷺ বের হন। তিনি তার হজ্জ সমাপনান্তে ফিরার পর, আমি তার নিকট গেলে তিনি বলেন, হে উম্মে মা'আকাল! আমাদের সাথে বের হতে কিসে তোমাকে বাধা দিয়েছিল? তখন সে বলে, আমরাও হজ্জের নিয়াত করেছিলাম। কিন্তু এ সময় আবু মা'আকাল মৃত্যুবরণ করে। এ সময় আমাদের একটি উট ছিল, যদ্বারা আমরা হজ্জ সম্পন্ন করতাম। কিন্তু আবু মা'আকাল আমাকে সেটা আল্লাহ্র পথে দেওয়ার জন্য ওসীয়াত করেন। তা শুনে তিনি বলেন, যদি তুমি এটাকে নিয়ে বের হতে, তবে ভাল হত; কেননা হজ্জে যাওয়াও আল্লাহ্র রাস্তায় যাওয়া সদৃশ। কাজেই আমাদের সাথে এ বছর যখন তুমি হজ্জ করতে পারনি, তখন তুমি রামাযান মাসে উমরা সম্পন্ন করবে, কেননা এটা হজ্জেরই মত। তখন তিনি বলেন, হজ্জ তো হজ্জ, আর উমরা তো উমরা-ই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এমন বলেন। আর আমি জানি না যে এটা কি আমার জন্য খাস না গোটা উম্মাতের জন্যও এরূপ নির্দেশ?

১৯৯০। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জের (বিদায়-হজ্জ ইচ্ছা করলেন, জনৈক মহিলা (উম্মে মা'আকাল) তার স্বামীকে বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে হজ্জে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। তখন জবাবে তিনি (স্বামী) বলেন, আমার নিকট এমন কোন উট নেই, যদ্বারা আমি তোমার হজ্জে (গমনের) ব্যবস্থা করতে পারি। তখন সেই স্ত্রীলোক বলেন আমাকে আপনার অমুক উটের দ্বারা হজ্জে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। তখন জবাবে তিনি (স্বামী) বলেন, এটা (উক্ত উট) তো আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের জন্য আবদ্ধ। তখন উক্ত ব্যক্তি (স্বামী) আল্লাহর রাসূল (সা)-এর খিদমতে গিয়ে বলেন, আমার স্ত্রী আপনাকে সালাম বলেছেন। আর সে আমার নিকট, আপনার সাথে হজ্জে যাওয়ার জন্য বায়না ধরছেন এবং বলেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে হজ্জে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। তখন আমি তাকে বলেছি আমার নিকট এমন কিছুই নেই, যদ্বারা আমি তোমাকে হজ্জে পাঠাতে পারি। তখন সে বলেছে, আমাকে আপনার অমুক উষ্ট্র যোগে হজ্জে পাঠান। তখন আমি তাকে বলি, এ উটতো আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের জন্য নির্ধারিত। তা শুনে হুযূর ﷺ বলেন, যদি তুমি তাকে ঐ উটের দ্বারা হজ্জে পাঠাতে তবে সেটাও আল্লাহ্র রাস্তায় (সফর) হত। অতঃপর সে ব্যক্তি বলে, সে (আমার স্ত্রী) আমাকে আপনার নিকট এতদ্সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে বলেছে যে, এমন কোন কাজ আছে, যার বিনিময় (সাওয়াবের দিক দিয়ে) আপনার সাথে হজ্জের সমতুল্য হবে? তখন জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমার পক্ষ হতে তাকে সালাম দেবে এবং বলবে, রমাজানের মধ্যে উমরা পালন আমার সাথে হজ্জের সমতুল্য।

১৯৯১। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টি উমরা সম্পন্ন করেন, একটি উমরা যিলক্বাদ মাসে এবং অন্যটি শাওয়াল মাসে।

১৯৯২। হযরত মুজাহিদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইব্ন উমার (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়বার উমরা সম্পন্ন করেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, দু'বার। তখন আয়েশা (রা.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) জানত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের সাথে উমরা সম্পন্ন করা ছাড়াও তিনবার উমরা করেন।

১৯৯৩। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জীবনে চারবার উমরা আদায় করেন। প্রথমতঃ হুদায়বিয়ার (সন্ধির সময়ের) উমরা; দ্বিতীয়তঃ কুরায়েশদের সাথে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী পরবর্তী বছরের উমরা; তৃতীয়তঃ মক্কা বিজয়ের সময়ে সম্পন্নকৃত উমরা এবং চতুর্থতঃ বিদায় হজ্জের সময় হজ্জে কিরানের সাথে আদায় করা উমরা।

তাশরীহ ---

قوله : وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ

রওয়ানার দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু শাওয়াল মাসে রওয়ানা করেছিলেন এবং পরে জিইররানা নামক স্থানে এসে জিলকাদা এর মধ্যে উমরার এহরাম বেঁধেছেন, তাই রওয়ানা হওয়ার ভিত্তিতে হযরত আয়েশা (রাঃ) শাওয়াল মাসে উমরায়ে জিইররানার কথা বর্ণনা করেছেন। আবার এহরাম যেহেতু জিলকাদের মধ্যে হয়েছে সেহেতু অন্য সকল সাহাবায়ে কেরাম জিলকাদের কথাই বলেছেন। অতএব কোন বিরোধ নেই।

١٩٩٤ . حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ . وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ أَنَسٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقِعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَتْقَنْتُ مِنْ هَا هُنَا مِنْ هُدْبَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ . وَلَمْ أَضْبِطْهُ عُمْرَةً زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ فِي ذِي الْقِعْدَةِ . وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقِعْدَةِ . وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ

তরজমা ---

১৯৯৪। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার উমরা আদায় করেন, তন্মধ্যে একটি ছাড়া, যা হজ্জের সাথে যিল-হজ্জ মাসে আদায় করেন, অন্যগুলি যিল-ক্বাদ মাসে আদায় করেন।

ইমাম আবু দাউদবলেন, এখান থেকে আমি আমার শায়খ হুদবা হতে ভালোভাবে যব্ত করেছি আর তা আবুল ওয়ালিদ হতেও শুনেছি কিন্তু তা ভালোভাবে যব্ত করতে পারিনি, একটি উম্‌রা হুদায়বিয়ার (সন্ধির) সময়, একটি উমরাতুল কাযা যিলক্বাদ মাসে, একটি উমরা জিইররানা হতে যিলক্বাদ মাসে যেখানে হুনাইনের গনিমত বন্টন করেন এবং একটি উমরা হজ্জের সাথে।

তাশরীহ ---

قوله : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার উমরা করেছিলেন এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত আনাস (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি চার বার উমরা করেছেন।

প্রথমটি ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়া সন্ধির সময়ের উমরা। কিন্তু কাফেরদের প্রতিরোধের কারণে তিনি ফিরে যান। তবে যদিও এটা ওমরা হয় নাই কিন্তু নিয়ত এবং ইচ্ছার কারণে একেও ওমরা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উমরা হল উমরায়ে ক্বাজা, যা সপ্তম হিজরীতে জিলক্বদ মাসে হয়েছিল। যাকে عمرة القضاء বলা হয়।

তৃতীয় উমরা হল উমরায়ে জিরানা, যা অষ্টম হিজরীতে জিইররানা নামক স্থান থেকে করা হয়েছে।

চতুর্থ উমরা হল দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সাথে।

আর হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদীসে দু তিনটি উমরার কথা উল্লেখ রয়েছে।

হযরত বারা (রাঃ) এর বর্ণনায় দুটির কথা উল্লেখিত হয়েছে।

এসব বর্ণনার মধ্যে এভাবে সমতা প্রদান করা যায় যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর কাছে জি'ইররানার উমরার কথা অজানা ছিল। কেননা, এ উমরা এক সফর থেকে ফেরার সময় হয়েছিল। এজন্য এ উমরার কথা সবাই জানতেন না। এ কারণে আবু হুরায়রা (রাঃ) এ উমরার কথা উল্লেখ করেন নাই।

আর হযরত বারা যেহেতু জিলকাদ মাসের উমরা সমূহ বর্ণনা করেছেন। আর হজ্জের সাথে যে উমরা হয়েছে এটা যদিও জিলকদ মাসে হয়েছে কিন্তু তিনি এ উমরাকে গণনা করেন নাই।

আর হুদায়বিয়া সন্ধির সময়কার উমরা যেহেতু হয় নাই এজন্য একেও গণনা করেন নাই। অতএব, প্রত্যেক বর্ণনাই স্ব স্বস্থানে সঠিক। মূলত কোন মতভেদ নেই।

আর হুনাইনের দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু শাওয়াল মাসে রওয়ানা করেছিলেন এবং পরে জিইররানা নামক স্থানে এসে জিলকাদা এর মধ্যে উমরার এহরাম বেঁধেছেন, তাই রওয়ানা হওয়ার ভিত্তিতে হযরত আয়েশা (রাঃ) শাওয়াল মাসে উমরায়ে জিরানার কথা বর্ণনা করেছেন। আবার এহরাম যেহেতু জিলকাদের মধ্যে হয়েছে সেহেতু অন্য সকল সাহাবায়ে কেরাম জিলকাদের কথাই বলেছেন। অতএব কোন বিরোধ নেই।

باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضي عمرتها ؟

١٩٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ أَرْدِفْ أُخْتَكَ عَائِشَةَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنَ الأَكَمَةِ فَلْتُحْرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ

١٩٩٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُزَاحِمِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسِيدٍ عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِعْرَانَةَ فَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ حَتَّى لَقِيَ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ

باب المقام في العمرة

١٩٩٧ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ . عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ . وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ . عَنْ مُجَاهِدٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ثَلَاثًا .

তরজমা ---

যদি কোন স্ত্রীলোক উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার পর ঋতুবতী হয়, অতঃপর হজ্জের সময় আসায় সে তার উমরা পরিত্যাগ করে হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধে এমতাবস্থায় সে তার উমরার কাযা (আদায়) করবে কিনা?

১৯৯১। হযরত হাফ্‌সা বিন্‌ত আবদুর রহমান ইবন আবূ বাকর (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আবদুর রহমানকে বলেন, হে আবদুর রহমান! তুমি তোমার বোন আয়েশাকে তোমার সাওয়ারীর পিছনে বসিয়ে তানঈম নামক স্থান হতে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধাও এবং) উমরা করাও। অতঃপর তিনি, তাঁর (আয়েশার) সাথে আকমা নামক স্থানে নামলে তিনি সে স্থান হতে উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং পূর্বে পরিত্যক্ত উমরার (কাযা) আদায় করেন।

১৯৯২। হযরত মুহাররিশ্ আল্ কা'বী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'ররানা নামক স্থানে গিয়ে সেখানে অবস্থিত মসজিদে যান এবং আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছানুযায়ী সেখানে যত ইচ্ছা নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং মক্কায় যাবার আগের রাতে উমরা সম্পন্ন করে আবার উক্তস্থানে রাত্রিতেই ফিরে আসেন। অতঃপর (পরের দিন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে) তিনি তাঁর বাহনে চড়েন এবং বাত্‌নে সারাফ্ নামক স্থান অভিমুখে রওয়ানা হয়ে মদীনার রাস্তায় গিয়ে মিলিত হন। বস্তুতঃ তিনি সকাল পর্যন্ত মক্কাতে রাত্রি জাগরণকারী ছিলেন। (অর্থাৎ এক রাত্রিতেই তিনি উমরার যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করত, পুনরায় জি'ররানা নামক স্থানে ফিরে আসেন। আর এতদ্‌সম্পর্কে অনেকেই জানত না।)

উমরা সম্পাদন করার সময় মক্কায় অবস্থান

১৯৯৩। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযা উমরা আদায়ের পর (মক্কাতে) তিন দিন অবস্থান করেন।

باب الإفاضة في الحج

١٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى يَعْنِي رَاجِعًا.

١٩٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالاَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ . عَنْ أَبِيهِ . وَعَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . يُحَدِّثَانِهِ جَمِيعًا ذَاكَ عَنْهَا . قَالَتْ : كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَيَّ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ فَصَارَ إِلَيَّ وَدَخَلَ عَلَيَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّصَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَهْبٍ : هَلْ أَفَضْتَ أَبَا عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ : لاَ وَاللهِ . يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْزِعْ عَنْكَ الْقَمِيصَ قَالَ : فَنَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيصَهُ مِنْ رَأْسِهِ . ثُمَّ قَالَ : وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلاَّ النِّسَاءَ . فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هٰذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ.

٢٠٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . عَنْ عَائِشَةَ . وَابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ.

٢٠٠١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ . عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ.

باب الوداع

٢٠٠٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ . عَنْ طَاوُوسٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

তরজমা --

হজ্জে তাওয়াফে যিয়ারত

১৯৯৮। হযরত ইবন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে ইফাদা (অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারত) দশই যিল-হজ্জের দিন আদায় করেন। অতঃপর তিনি (মক্কা হতে) ফিরে মিনাতে যুহরের নামায পড়েন।

১৯৯৯। হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পালার রাত্রটি ছিল ইয়াওমুন-নাহরের (১০ যিল-হজ্জের) শেষের রাত্রি, তিনি আমার নিকট আসতেন। অতঃপর তিনি আমার নিকট আসেন। আর এই সময় আমার নিকট ওহাব ইবন যুম'আ এবং তার সাথে আবূ উমায়্যা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি উভয়েই জামা পরা অবস্থায় প্রবেশ করে।

তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহাবকে বলেন, হে আবূ আবদুল্লাহ! তুমি কি তাওয়াফে ইফাদা আদায় করেছ? তখন জবাবে সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহর কছম না। তখন তিনি বলেন, তুমি তোমার শরীর হতে জামা খুলে ফেল। রাবী বলেন, তখন তিনি তার শরীর হতে জামাটি মাথার দিক দিয়ে খুলে ফেলেন এবং তাঁর সাথীও একইরূপে জামা খুলে ফেলে। তখন তিনি (ওহাব) জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেন এমন করব? তখন জবাবে তিনি বলেন, এ দিনটিতে তোমাদের জন্য অবসর দেওয়া হয়েছে কাজেই যখন তোমরা কংকর নিক্ষেপের কাজ শেষ করবে, তখন তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস ছাড়া আর সমস্ত কাজই হালাল হবে। অতঃপর যখন তোমরা রাত্রিতে প্রবেশ করবে, এই গুহের তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করার পূর্বে তখন তোমরা মুহরিম ব্যক্তির মত হবে; তোমাদের কংকর নিক্ষেপের পূর্বে, যতক্ষণ না তোমরা ঐ তাওয়াফ আদায় কর।

২০০০। হযরত আয়েশা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াওমুন্নাহারের দিন তাওয়াফকে রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেন।

২০০১। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে ইফাদাতে যে সাতবার তাওয়াফ করেন, সেখানে রমল করেননি।

বিদায়ী তাওয়াফ

২০০২। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসার পর তার হুকুম আহ্‌কাম সমাপনান্তে তাওয়াফে যিয়ারতের পর) প্রত্যাবর্তন করত। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যেন শেষবারের মত তাওয়াফ না করে প্রত্যাবর্তন না করে।

তাশরীহ --

قوله : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ

হানাফিদের মাযহাব হল যে, তাওয়াফে যিয়ারত দশ জিলহজ্জ থেকে শুরু করে বার জিলহজ্জের সূর্যাস্ত পর্যন্ত করা যাবে। যদি এ থেকে বিলম্ব করে তাহলে পাপ হবে এবং দম দিতে হবে, তবে দশ তারিখে করা মুস্তাহাব। এখন এখানে ইবনে আব্বাস এবং আয়শা (রাঃ) এর যে হাদীস রয়েছে তা বুখারী এবং মুসলিমের হাদীসের বিরোধী। কেননা বুখারী এবং মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরাহ্নের পরে তাওয়াফ করেছেন আর এখানে বলা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াওমুন্নাহারের দিন তাওয়াফকে রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেছেন।

উভয় হাদীসের বিরোধ নিরসনে আমরা হয়ত ترجيح এর রাস্তা অবলম্বন করব, না হয় উভয়টাকে একত্রিত করব। ترجيح এর রাস্তা অবলম্বন করলে বুখারী এবং মুসলিম শরীফের সহীহ হাদীসকে ترجيح দিতে হবে। কেননা, বুখারী এবং মুসলিম শরীফের সহীহ হাদীসের বিপক্ষে হযরত আয়শা এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীসকে ترجيح দেওয়া সুন্দর দেখা যায় না।

আর একত্রিত করার নিয়ম হল যে, এখানে الى الليل দ্বারা উদ্দেশ্য রাত নয় বরং দিনের দ্বিতীয় অর্ধাংশ অর্থাৎ দিনের দ্বিতীয় অর্ধাংশে তাওয়াফ করেছেন। আর দ্বিতীয় অর্ধাংশ রাতের সাথে সম্পর্ক রাখে এজন্য রাবী একে الى الليل দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

قوله : أَخَّرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ

এখানে রাবীর 'তাওয়াফে ইয়াওমুন্নাহার' দ্বারা তাওয়াফে যিয়ারত উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য অন্য তাওয়াফ। আর সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনার রাত্রিগুলোতে অন্য তাওয়াফ করেছেন।

আরেকটি কথা হল, এখানে اخر অর্থ اجاز تاخيره الى الليل অর্থাৎ অন্যকে রাত পর্যন্ত বিলম্ব করার অনুমতি দিয়েছেন এতে নিজে বিলম্ব করা উদ্দেশ্য নয়।

باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

٢٠٠٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَقِيلَ إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ فَقَالَ فَلَا إِذًا

٢٠٠٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ . عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ . عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ . قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ . ثُمَّ تَحِيضُ . قَالَ : لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ قَالَ : فَقَالَ الْحَارِثُ : كَذٰلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . لِكَيْ مَا أُخَالِفَ

তরজমা ---

ঋতুবতী মহিলা যদি বিদায়ী তাওয়াফের পূর্বে তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করে বের হয়

২০০৩। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়া বিন্‌ত হুয়্যায়্যি (রা.)এর কথা জিজ্ঞাস করেন। তখন তাকে বলা হয়, তিনি ঋতুবতী। তা শুনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সম্ভবত সে আমাদের আবদ্ধ করে ফেলেছে। (অর্থাৎ তিনি তাওয়াফে যিয়ারত না করা পর্যন্ত আমরা মদীনায় ফিরতে পারব না)। তখন তাঁরা (অন্যান্য স্ত্রীগণ) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তাওয়াফে ইফাদা আদায় করেছেন। তা শুনে তিনি বলেন, তবে তো এখনই (আমরা মদীনাতে ফিরতে পারি এবং তার জন্য আর তাওয়াফে বিদায় প্রয়োজন নেই)

২০০৪। হযরত হারিস ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন আওস (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমার ইব্‌ন খাত্তাবের (রা.) নিকট যাই এবং জনৈক মহিলা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি; যে ১০ যিল-হজ্জ (তাওয়াফে-ইফাদা) আদায় করার পর ঋতুবতী হয়। তখন তিনি বলেন, তার জন্য এটা ওয়াজিব যে, সে যেন তাওয়াফে বিদা শেষ না করা পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন না করে। রাবী (ওয়ালীদ ইবনে আবদুর রহমান) বলেন, রাবী হারিসও এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এতদ্‌সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে এরূপ ফাত্‌ওয়া দেন। রাবী (ওলীদ) বলেন, তখন উমর (রা.) বলেন, তোমার দু'হস্ত কর্তিত হউক বা ধুলায় ধূসরিত হোক! তুমি আমাকে এমন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস করেছ, যে সম্পর্কে (ইতিপূর্বে) আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাস করেছিলাম যাতে তার মতের বিপরীত কিছু না হয়।

তাশরীহ ---

قوله : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ

عني طواف الوداع لا بد أن يكون آخر العهد به قال النووي هو واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا وهو قول أكثر العلماء وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لا شيء في تركه وقال أصحابنا الحنفية هو واجب على الآفاقي دون المكي والميقاتي ومن دونهم وقال أبو يوسف أحب إلي أن يطوف المكي لأنه يختم المناسك ولا يجب على الحائض والنفساء ولا على المعتمر لأن وجوبه عرف نصا في الحج فيقتصر عليه ولا على فائت الحج لأن الواجب عليه العمرة وليس لها طواف الوداع

باب طواف الوداع

বিদায়ী তাওয়াফ

٢٠٠ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ . عَنْ خَالِدٍ . عَنْ أَفْلَحَ . عَنِ الْقَاسِمِ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . قَالَتْ : أَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِي وَانْتَظَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالأَبْطَحِ حَتَّى فَرَغْتُ . وَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ . قَالَتْ : وَأَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ خَرَجَ.

٢٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ . حَدَّثَنَا أَفْلَحُ . عَنِ الْقَاسِمِ . عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : خَرَجْتُ مَعَهُ تَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفْرِ الآخِرِ فَنَزَلَ الْمُحَصَّبَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ قِصَّةَ بَعْثِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ .

قَالَتْ : ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرٍ فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَارْتَحَلَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَطَافَ بِهِ حِينَ خَرَجَ . ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ

٢٠٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ . أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ طَارِقٍ . أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّهِ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَازَ مَكَانًا مِنْ دَارِ يَعْلَى نَسِيَهُ عُبَيْدُ اللهِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا.

তরজমা --

২০০৫। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমরার জন্য তানঈম নামক স্থান হতে ইহ্‌রাম বাঁধি। অতঃপর আমি (মক্কায়) প্রবেশ করে উমরা আদায় করি এ সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য আবৃতাহ্ নামক স্থানে অপেক্ষায় ছিলেন। অতঃপর আমি উমরা আদায় করে ফেললে তিনি লোকদেরকে (মদীনার দিকে) যাবার জন্য নির্দেশ দেন।

আয়েশা (রা.) বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবাশরীফে যান এবং বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করে (মদীনার উদ্দেশ্যে) রওনা হন।

২০০৬। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যিল হজ্জের তের তারিখে রওনা হই। অতঃপর তিনি আল্ মুহাস্‌সাব নামক স্থানে নামেন। পরে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে

রাবী বলেন, অতঃপর আমি আমার উমরা আদায় করে তার নিকট শেষ রাত্রিতে আসি। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে ঘোষণা দেন এবং তারা মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। অতঃপর তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে বায়তুল্লায় যান এবং মদীনার দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করেন। পরে তিনি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন।

২০০৭ হযরত আবদুর রহমান ইবন তারিফ (রহ.) তার মাতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইয়ালার বাড়ির নিকট দিয়ে যান, তখন তিনি বায়তুল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'আ করেন

باب التحصيب

٢٠٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَصَّبَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ. وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ.

তরজমা --

মুহাস্সাবে অবতরণ

২০০৮। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদী মুহাস্সাব নামক স্থানে এ জন্যই নেমেছিলেন যাতে মদীনা অভিমুখে রওনা হওয়া সহজ হয়। আর এস্থানে নামা সুন্নাত নয়। কাজেই যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, এখানে নামতে পারে। আর যে ব্যক্তি চায়, এখানে নাও নামতে পারে।

তাশরীহ --

قوله : نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَصَّبَ

মুহাসসাব, আবতাহ, বাতহা এবং খায়েফ বনী কেনানা এসব একই জায়গার নাম, যা মক্কার বাইরে মিনার দিকে মুয়াল্লা গোরস্থানের নিকটে অবস্থিত। এখন এখানে মিনা থেকে আসার পরে অথবা মক্কা থেকে যাওয়ার সময় অবতরণ করা সুন্নত কি না? এ নিয়ে ইখতেলাফ রয়েছে।

হযরত আয়শা, আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) এবং অন্যান্যদের মতে এখানে অবতরণ করা সুন্নত নয় বরং কেবল বিশ্রামের জন্য এখানে অবতরণ করা হয়েছিল। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হাদীস রয়েছে–

إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَصَّبَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ. وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদী মুহাস্সাব নামক স্থানে এ জন্যই নেমেছিলেন যাতে মদীনা অভিমুখে রওনা হওয়া সহজ হয়। আর এস্থানে নামা সুন্নাত নয়। কাজেই যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, এখানে নামতে পারে। আর যে ব্যক্তি চায়, এখানে নাও নামতে পারে।

অনুরূপ হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে-

ليس المحصب بشيء وانما هو منزل نزل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح لخروجه

কিন্তু জুমহুর উলামা এবং ইমাম গণের মতে মুহাসসাবে অবতরণ করা সুন্নত অর্থাৎ হজ্জের কার্যাবলীর অন্ত ভূক্ত। আর এর মধ্যে হেকমত হল এই যে, এ জায়গায় কুরাইশরা শপথ করেছিল বনী হাশিমকে ত্যাগ করার জন্য তাই তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে এজন্য অবতরণ করলেন যে, যাতে আল্লাহর নিয়ামতকে প্রকাশ করা যায় এবং একথা জানিয়ে দেয়া যায় যে, তোমাদের শপথকে আল্লাহ তায়ালা বাতিল করে দিয়েছেন এবং এ দ্বীনের মাথা উঁচু করে দিয়েছেন।

জমহুর দলীল পেশ করেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা থেকে রওয়ানা করার ইচ্ছা করেন তখন একথা বললেন যে,

نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ

অনুরূপ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে–

ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا ينزلون المحصب

এছাড়া হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)ও একে সুন্নত মনে করতেন (মুসলিম)

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মুহাস্সাবে অবতরণ বাধ্যতামূলক নয় বরং হজ্জের ঐচ্ছিক কাজ ছিল। অতএব, ইবনে আব্বাস এবং আয়শা (রাঃ) এর রায় দ্বারা একথা আরো অধিক প্রাধান্যশীল হবে।

٢٠٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ . عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو رَافِعٍ : لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنْزِلَهُ وَلٰكِنْ ضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَنَزَلَهُ

قَالَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُثْمَانُ يَعْنِي فِي الأَبْطَحِ

٢٠١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ . أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا ؟ فِي حَجَّتِهِ . قَالَ . هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا . ثُمَّ قَالَ : نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ . وَذٰلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ . وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ . وَلاَ يُؤْوُوهُمْ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَالْخَيْفُ : الْوَادِي .

٢٠١١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنًى نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَهُ وَلاَ ذَكَرَ الْخَيْفَ الْوَادِي

তরজমা ---

২০০৯। হযরত সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ রাফে' বলেছিল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উক্ত স্থানে (মুহাস্‌সাব) নামতে নির্দেশ দেননি, বরং আমি সেখানে তাঁর তাঁবুটি স্থাপন করায় তিনি সেখানে নামেন।

রাবী মুসাদ্দাদ বলেন, আবু রাফে' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাল-পত্রাদি হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

২০১০। হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আগামী কাল (ইনশাল্লাহ্) আপনি কোথায় নামবেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, আকীল কি আমার জন্য কোন ঘর রেখেছ? অতঃপর তিনি বলেন,আমরা বনী কেনানা কুরায়েশদের বনী-হাশিম গোত্রের সাথে পরস্পর এরূপ হলফ করেছিল যে, তারা তাদের সাথে পরস্পর বিবাহশাদী দেবে না, তারা তাদের ভালবাসবে না এবং তাদের সাথে বেচাকেনাও করবে না।

রাবী যুহরী (রহ.) বলেন, খায়েফ হল একটি উপত্যকা (যেখানে বনী কেননা বসবাস করত)।

২০১১। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনা হতে ফিরার সময় ইরশাদ করেন, আমরা আগামীকাল নামব। অতঃপর পূর্বর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পূর্বের হাদীস উসামার প্রশ্ন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জবাবের প্রসংগে এতে উল্লেখ নেই। আর এখানে খায়েফ উপত্যকার কথাও উল্লেখ হয়নি।

٢٠١٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى أَبُو سَلَمَةَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ حُمَيْدٍ . عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . وَأَيُّوبَ . عَنْ نَافِعٍ . أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَهْجَعُ هَجْعَةً بِالْبَطْحَاءِ . ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

٢٠١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ . عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَأَيُّوبُ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ . ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً . ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه

٢٠١٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . أَنَّهُ قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى يَسْأَلُونَهُ . فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ . قَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ : فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ أَوْ أُخِّرَ إِلاَّ . قَالَ : اصْنَعْ وَلاَ حَرَجَ.

তরজমা ---

২০১২। হরত নাফে' (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা.) যখন মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনি বাত্‌হাতে (অর্থাৎ মুহাস্‌সাবে) সামান্য ঘুমাতেন। অতঃপর তিনি মক্কায় প্রবেশ করতেন। এতে তিনি ধারণা করেন যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করতেন।

২০১৩। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর, আসর, মাগ্‌রিব ও এশার নামায বাত্‌হাতে (অর্থাৎ মুহাস্‌সাবে) পড়েন। অতঃপর তিনি সামান্য নিদ্রার পর মক্কায় প্রবেশ করতেন। আর ইব্‌ন উমার (রা.) ও এরূপ করতেন। (কারণ ইবন উমার (রা.) নবীজীর পদাংক আনুসরণকারী ছিলেন।)

হজ্জের সময় যদি কেউ পূর্বের কাজ পরে বা পরের কাজ পূর্বে করে

২০১৪। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌নুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাতে অবস্থান করেন। এ সময় লোকেরা তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকে।

তখন এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জানতাম না, তাই কুরবানীর পূর্বে মাথা কামিয়ে ফেলেছি, (এমতাবস্থায় কি করব?) তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি এখন কুরবানী কর এবং এতে কোন ক্ষতি নেই।

তখন অপর এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি জানতাম না, তাই কংকর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তখন জবাবে তিনি বলেন, তুমি এখন কংকর নিক্ষেপ কর এবং এতে কোন দোষ নেই। আর এদিন তাঁকে পূর্বে-পরে (হজ্জের-কাজ) করা সম্পর্কে যত প্রশ্ন হয় তার জবাবে তিনি বলেন, তুমি এখন কর এবং এতে কোন দোষ নেই।

٢٠١٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ.

باب في مكة

٢٠١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وِدَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ. قَالَ سُفْيَانُ: لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ. قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَنْهُ. قَالَ: أَخْبَرَنَا كَثِيرٌ. عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ أَبِي سَمِعْتُهُ وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِي عَنْ جَدِّي

তরজমা --

২০১৫। হযরত উসামা ইব্‌ন শুরায়েক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হই। এ সময় লোকেরা তাঁর নিকট (বিভিন্ন ব্যাপার সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করতে আসতে থাকে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাওয়াফের পূর্বে সাঈ করেছি অথবা আমি কিছু কাজ আগে পরে করে ফেলেছি। আর তিনি এর জবাবে বলছিলেন কোন দোষ নেই, কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এক ব্যক্তি জনৈক মুসলিম ব্যক্তির ইজ্জত নষ্ট কয়ায় সে অত্যাচারী সাব্যস্ত হয়। অতঃপর সেই দোষের কারণে সে ধ্বংস হয়।

মক্কাতে নামাযের জন্য সুত্‌রা ব্যবহার

২০১৬। হযরত কাসীর ইব্‌ন কাসরী ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ বিদাআ (রহ.) হতে, তিনি তাঁর পরিবারের জনৈক ব্যক্তি হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বনী সাহাম গোত্রের দরজার নিকট নামায পড়তে দেখেন, যখন লোকেরা তাঁর সম্মুখে দিয়ে যাতায়াত করছেন এবং তাদের মধ্যে কোন সুত্‌রা ছিল না। রাবী সুফিয়ান (রহ) বলেন, তাঁর ও কাবার মধ্যে কোন সুত্‌রা ছিল না।

তাশরীহ --

قوله : وَهُوَ ظَالِمٌ

التقيد بقوله وهو ظالم له يدل على أن الكلام في عرضه إذا كان لأمر سائغ ولأمر مشروع ، كجرح الرواة وتعديل الشهود، وكذلك في النصيحة والمشورة، مثل ما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في معاوية : (أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأبو جهم لا يضع العصاة عن عاتقه) وأمثال ذلك فإن هذا ليس بظلم، وإنما هو حق، وهذا الذي نال من عرض أخيه وهو ظالم هذا هو الذي أصابه الحرج وحصل له الحرج، وحصل له الهلاك، وذلك بحصول الإثم له.

باب تحريم حرم مكة

٢٠١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ فَقَالَ عَبَّاسٌ أَوْ قَالَ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ الإِذْخِرَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَزَادَنَا فِيهِ ابْنُ الْمُصَفَّى . عَنِ الْوَلِيدِ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . اكْتُبُوا لِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ . قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ؟ قَالَ : هٰذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

٢٠١٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . عَنْ مَنْصُورٍ . عَنْ مُجَاهِدٍ . عَنْ طَاوُوسٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ . قَالَ : وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا.

তরজমা ---

মক্কা শরীফের পবিত্রতা

২০১৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ পাক যখন তাঁর রাসূলের হাতে মক্কা বিজয় দেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে বক্তা হিসাবে দাড়িয়ে, আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা ও গুণগান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা (আবরাহার) হস্তীবাহিনীকে মক্কা প্রবেশ হতে প্রতিহত করেন। আর তিনি (মক্কার উপর) দেন করেন তাঁর রাসূল ও মুমিনদের। আর আমার জন্য দিবসের একটি অংশকে (যখন তিনি তাঁর সৈন্যসহ সেখানে প্রবেশ করেন) হালাল করা হয়েছে। অতঃপর সেখানে (মক্কায়) কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য (যুদ্ধ-বিগ্রহ করা) হারাম। তার (সবুজ) বৃক্ষরাজি কাটা যাবে না, সেখানে কিছু শিকার করা যাবে না এবং সেখানে পড়ে থাকা কোন বস্তু ঘোষক ছাড়া অন্যের (প্রদান বা সাদকা করা) জন্য হালাল হবে না। তখন আব্বাস (রা.) দাঁড়ান অথবা (রাবীর সন্দেহ) আব্বাস (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইয্খির ছাড়া, কেননা সেটা আমাদের গৃহ নির্মাণের ও কবরের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হাঁ ইয্খির ব্যতীত।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, ইব্ন আল-মুসাফ্ফা, আল্ ওলীদ হতে অতি রিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন আবু শাহ্ নামক ইয়ামনের জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আমার জন্য লিখে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা আবু শাহ্কে এটা লিখে দাও। রাবী (ওলীদ বলেন) তখন আমি আওয়া'য়ীকে এ সম্পর্কে বলি, তোমরা আবু শাহ্কে এটা লিখে দাও তা কি? (আওয়া'য়ী) বলেন, এটা ঐ খুতবা যা তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হতে শুনেন।

২০১৮। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে এ হাদীস (মক্কায় হারাম) বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানকার শুষ্ক ঘাস (সবুজ নয়) কাটা অবৈধ নয়।

٢٠١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ . عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ . عَنْ أُمِّهِ . عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ . أَلاَ نَبْنِي لَكَ بِمِنًى بَيْتًا أَوْ بِنَاءً يُظِلُّكَ مِنَ الشَّمْسِ ؟ فَقَالَ : لاَ . إِنَّمَا هُوَ مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ .

٢٠٢٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ أَخْبَرَنِي عِمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ بَاذَانَ قَالَ أَتَيْتُ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ .

باب في نبيذ السقاية

٢٠٢١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ . حَدَّثَنَا خَالِدٌ . عَنْ حُمَيْدٍ . عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا بَالُ أَهْلِ هٰذَا الْبَيْتِ يَسْقُونَ النَّبِيذَ . وَبَنُو عَمِّهِمْ يَسْقُونَ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ وَالسَّوِيقَ أَبُخْلٌ بِهِمْ أَمْ حَاجَةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا بِنَا مِنْ بُخْلٍ وَلاَ بِنَا مِنْ حَاجَةٍ . وَلٰكِنْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ . فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ . فَشَرِبَ مِنْهُ وَدَفَعَ فَضْلَهُ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . فَشَرِبَ مِنْهُ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ . كَذٰلِكَ فَافْعَلُوا فَنَحْنُ هٰكَذَا لاَ نُرِيدُ أَنْ نُغَيِّرَ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

তরজমা ---

২০১৯। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলি, আমরা (সাহাবীরা) আপনার জন্য মিনাতে একটি ঘর অথবা এমন কিছু তৈরী করতে চাই, যা আপনাকে সূর্যের আলো হতে ছায়া দিবে। তখন জবাবে তিনি বলেন, না, বরং সেটা তো (সেটা তো (হাজীদের) উট বসানোর স্থান, যে প্রথমে সেখানে পৌছবে (সে স্থান তার হবে)।

২০২০। হযরত মুসা ইব্ন বায়ান (রাহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইয়া'লা ইব্ন উমায়্যার থেকে যাই। তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, হারামের মধ্যে খাদ্যশস্য (বেশি মূল্যে বিক্রির আশায়) গুদামজাত করে রাখা যুলুম ও সীমালংঘনের পর্যায়ভুক্ত।

নাবীয নামক পানীয়

২০২১। হযরত বাকর ইবন আব্দুল্লাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদা জনৈক ব্যক্তি ইবন্ আব্বাস (রা.)-কে বলেন, এ গৃহের অধিবাসীদের (আব্বাসের) অবস্থান কি? এরা নাবীয পান করে এবং এদের চাচার সন্তান সন্ততিরা দুধ, মধু ও পানীয় পান করে। এটা কি তাদের কৃপণতা, না তাদের অসচ্ছলতার জন্য? তদুওরে ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,আমাদের সাথে না কৃপণতা আছে, না অসচ্ছলতা বরং (প্রকৃত ব্যাপার এই যে) একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাহনে আমাদরে কাছে আসেন, যার পিছনে উসামা ইবন যায়িদ (রা.) সাওয়ার ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানীয় কিছু চাইলে তাঁর সামনে নাবীয দেয়া হয়। যা হতে তিনি কিছু পানের পর বাকীটুকু উসামাকে দেন। অতঃপর তিনি (উসামা) তা পান করেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা অত্যন্ত উত্তম ও উৎকৃষ্ট কাজ করেছ। আর তোমরা এরূপই করতে থাকবে। কাজেই আমরা এরূপই করি এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন তার অন্যথা করতে চাই না।

باب الإقامة بمكة

٢٠٢٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ . أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ هَلْ سَمِعْتَ فِي الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ . أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْمُهَاجِرِينَ : إِقَامَةٌ بَعْدَ الصَّدْرِ ثَلَاثًا.

باب فى دخول الكعبة

٢٠٢٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ نَافِعٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ . وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ . وَبِلَالٌ . فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ فَمَكَثَ فِيهَا . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ . فَسَأَلْتُ بِلَالًا . حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ . وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ . وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ . وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ . ثُمَّ صَلَّى

٢٠٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الأَذْرَمِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . عَنْ مَالِكٍ . بِهٰذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرِ السَّوَارِيَ قَالَ : ثُمَّ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ .

٢٠٢٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ . قَالَ : وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى ؟

তরজমা ---

মুহাজিরের জন্য মক্কায় অবস্থান

২০২২। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন হামীদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহ.) হতে শুনেন, যিনি সায়েব ইব্ন ইয়াযীদকে প্রশ্ন করেন, মুহাজিরের জন্য মক্কায় থাকা সম্পর্কে আপনি কিছু শুনেছেন কি? এর জবাবে তিনি বলেন, আমাকে ইব্ন আল্ হায়রামী খবর দিয়েছেন, যিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, মুহাজিরগণ মিনা হতে ফিরে আসার পর (মক্কায়) তিন দিন থাকতে পারবে।

কা'বা ঘরের ভিতরে নামায

২০২৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার মধ্যে ঢুকেন এবং এ সময় তাঁর সংগে ছিলেন উসামা ইব্ন যায়িদ, উসমান ইব্ন তালহা আল-হাজবী, (কা'বার দারোয়ান) এবং বিলাল (রা.)। অতঃপর তিনি (ভীড়ের আশংকায়) এর দরজা বন্ধ করে দেন। পরে তিনি কাবার ভিতরে অবস্থান করেন। রাবী আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার বলেন, অতঃপর আমি বিলাল (রা.)-কে সেখান হতে বের হওয়ার পর জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ভিতরে কি করেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, তিনি একটি স্তম্ভকে বামদিকে, দু'টি স্তম্ভকে ডানদিকে এবং তিনটি স্তম্ভকে পিছনে রেখে নামায পড়েন এবং এ সময় কাবাঘর ছয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

২০২৪। রাবী ইব্ন মাহ্দী মালিক হতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বাহনের কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি নামায পড়েন এবং এই সময় তার ও ক্বিবলার মধ্যে তিনগজ পরিমাণ পার্থক্য ছিল

২০২৫। হযরত ইব্ন উমার (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আল্ কা'নাবী বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি কত রা'কআত নামায পড়েন, তা তাকে জিজ্ঞাসা করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

٢٠٢٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ . عَنْ مُجَاهِدٍ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَفْوَانَ . قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ؟ قَالَ . صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

٢٠٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ . عَنْ أَيُّوبَ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ . فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ . قَالَ : فَأُخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَفِي أَيْدِيهِمَا الأَزْلاَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَاتَلَهُمُ اللهُ وَاللهِ . لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ . قَالَ : ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ وَفِي زَوَايَاهُ . ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ

باب الصلاة في الحجر

٢٠٢٨ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَلْقَمَةَ . عَنْ أُمِّهِ . عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحِجْرِ فَقَالَ : صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ . فَإِنَّمَا هُوَ قَطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ . فَإِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ.

তরজমা ---

২০২৬। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন সাফ্ওয়ান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার মধ্যে ঢুকে কি করেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, তিনি সেখানে দু'রা'কআত নামায পড়েন।

২০২৭।হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আসেন, তখন তিনি আল্লাহর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন। কেননা সেখানে তখন অসংখ্য দেবদেবী বিদ্যমান ছিল। তখন তিনি সেগুলোকে বের করতে নির্দেশ দিলে সেগুলো বের করা হয়।

রাবী বলেন, অতঃপর ইব্রাহীম, ইসমাঈল (আ.)-এর মূর্তি এবং তাদের হাতে যে ভাগ্য পরীক্ষার তীর ছিল সেটা বহিষ্কার করা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয় তাঁরা (কুরায়েশরা) জানত যে, ইব্রাহীম ও ইসমাইল (আ.) কখনই তীরের সাহায্যে ভাগ্যের (ভাল-মন্দ) পরীক্ষা করেননি। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহ্র মধ্যে প্রবেশ করেন এবং এর প্রতিটি কোণায় তাকবীর (আল্লাহু আকবর) দেন এবং এর প্রতিটি রুকনেও। অতঃপর তিনি সেখানে নামায আদায় না করে বের হয়ে আসেন।

হাতীমে কা'বার মধ্যে নামায পড়া

২০২৮। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বায়তুল্লাহ্র মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে নামায পড়তে চাইলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে হাতীমে কা'বার মধ্যে প্রবেশ করান এবং বলেন, তুমি যখন কাবাঘরে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করছে, তখন এস্থানে নামায পড়। কেননা এটা বায়তুল্লাহর-ই একটি অংশ। আর তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা (কুরায়েশরা) যখন কা'বা পুনঃ নির্মাণ করেছে, তখন তারা সংক্ষেপ করে (কম খরচের জন্য) নির্মাণের ফলে একে (হাতীমে-কা'বাকে) বাইরে রেখেছে।

٢٠٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ . عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ . عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَهُوَ مَسْرُورٌ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ كَئِيبٌ . فَقَالَ : إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي . مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا دَخَلْتُهَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي .

٢٠٣٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ . وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ . وَمُسَدَّدٌ . قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنْ مَنْصُورٍ الْحَجَبِيِّ . حَدَّثَنِي خَالِي . عَنْ أُمِّي صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ . قَالَتْ : سَمِعْتُ الأَسْلَمِيَّةَ . تَقُولُ : قُلْتُ لِعُثْمَانَ : مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَعَاكَ ؟ قَالَ : قَالَ : إِنِّي نَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَ الْقَرْنَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ . قَالَ ابْنُ السَّرْحِ : خَالِي مُسَافِعُ بْنُ شَيْبَةَ

باب في مال الكعبة

٢٠٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ . عَنِ الشَّيْبَانِيِّ . عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ . عَنْ شَقِيقٍ . عَنْ شَيْبَةَ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ . قَالَ : قَعَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مَقْعَدِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ . فَقَالَ : لاَ أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ قَالَ : قُلْتُ : مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ . قَالَ : بَلَى . لأَفْعَلَنَّ قَالَ : قُلْتُ : مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ . قَالَ : لِمَ ؟ قُلْتُ : لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُخْرِجَاهُ فَقَامَ فَخَرَجَ

তরজমা --

২০২৯। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট হতে হৃষ্টচিত্তে বাইরে যান। অতঃপর ভারাক্রান্ত মনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেন, যা আমি পরে যা জেনেছি যদি তা আমি পূর্বে জানতে পারতাম, তবে আমি এর মধ্যে প্রবেশ করতাম না। আর আমি এতদ্‌সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত যে, আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টের কারণ হই কিনা।

২০৩০। হযরত মানসূর আল্-হাজাবী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মামা আমার মাতা (সাফিয়া) হতে বর্ণনা করেছে। তিনি বলেছেন, আমি আস্‌লামাকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, আমি একদা উসমানকে জিজ্ঞাস করি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে কি বলেন, যখন তিনি তোমাকে ডাকেন? তখন জবাবে তিনি (উসমান) বলেন, আমি আপনাকে এতদ্‌সম্পর্কে জানাতে ভুলে যাই যে, আপনি (দুম্বার) ঐ শিং দু'টি ঢেকে রাখুন (যা ফিদ্‌য়া স্বরূপ ছিল ইসমাঈল (আ.) এর জন্য)। কেননা, বায়তুল্লাহ্‌র ভিতর এমন কিছু থাকা উচিত নয়, যা মুসাল্লীকে তার নামায হতে অন্যমনস্ক করে।

কা'বা ঘরে রক্ষিত মালামাল

২০৩১। হযরত শায়বা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আপনি যে স্থানে বসে আছেন, একদা উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) উক্ত স্থানে বসা ছিলেন এবং বলেন, আমি কা'বার মালামাল বন্টন না করা পর্যন্ত বের হব না। তিনি (শায়বা) বলেন, তখন আমি তাকে বলি যে, আপনি এরূপ করতে পরবেন না, এর জবাবে তিনি বলেন, হাঁ, অবশ্যই আমি এটা করব। তখন তিনি (শায়বা) আবার বলেন, আপনি এটা করতে পারবেন না। তখন তিনি (উমার) জিজ্ঞাসা করেন, কেন পারব না? তখন আমি বলি, নিশ্চয় হুযূর ﷺ তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতেন এবং আবূ বাকর (রা.)ও! আর তাঁরা উভয়ই মালের ব্যাপারে আপনার চেয়ে বেশী মুখাপেক্ষী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা তা বের করেন নি। তা শুনে তিনি দাঁড়ান এবং বের হয়ে যান।

٢٠٣٢ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِنْسَانٍ الطَّائِفِيِّ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ . عَنِ الزُّبَيْرِ . قَالَ : لَمَّا أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لِيَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ السِّدْرَةِ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرَفِ الْقَرْنِ الأَسْوَدِ حَذْوَهَا . فَاسْتَقْبَلَ نَخِبًا بِبَصَرِهِ . و قَالَ : مَرَّةً وَادِيَهُ . وَوَقَفَ حَتَّى اتَّقَفَ النَّاسُ كُلُّهُمْ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لِلّٰهِ وَذٰلِكَ قَبْلَ نُزُولِهِ الطَّائِفَ وَحِصَارِهِ لِثَقِيفٍ

باب في إتيان المدينة

٢٠٣٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ . وَمَسْجِدِي هٰذَا . وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى .

তরজমা --

২০৩২। হযরত যুবায়ের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা লিয়্যা নামক স্থান হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রওনা হয়ে সিদ্‌রাহ নামক স্থানের নিকটবর্তী হই তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাল পাথরের পাহাড়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে হয়ে তায়েফের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। রাবী বলেন, তিনি একবার তাঁর উপত্যকার দিকে তাকান এবং দাঁড়ান যদ্দরুন সমস্ত লোকেরা দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন, সায়দুওয়াজ্জা এবং ইজাহা উভয়ই হারাম, যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন। আর এটা তাঁর তায়েফে অবতরণের এবং বনী সাকীফ গোত্রের অবরুদ্ধ করার আগের ঘটনা।

মদীনাতে আগমন

২০৩৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করবে না– মাসজিদুল হারাম, আমার এ মসজিদ এবং মাসজিদুল্ আক্সা।

তাশরীহ --

قوله : لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ

অর্থাৎ এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত দুনিয়ার সমস্ত মসজিদ ফজিলতের দিক দিয়ে সমান। সুতরাং সওয়াব অর্জন এবং ফজিলতের জন্য এসব মসজিদ ব্যতিত অন্য কোনো মসজিদে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে সফর করা অনুচিত। তবে ওপরযুক্ত তিনটি মসজিদের পর মসজিদে কুবার ফজিলত রয়েছে অন্যান্য মসজিদের তুলনায়। এজন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বেরিয়ে এই মসজিদ তথা মসজিদে কুবায় এসে নামাজ পড়বে সেটা তার জন্য এক ওমরার বরাবর (সওয়াব) হবে। -নাসায়ি : ১/১১৪, كتاب المسا جد, فضل مسجد قباء و الصلوة فيه সুতরাং এই মসজিদের হুকুমও অন্যান্য মসজিদ হতে ভিন্ন হবে।

তবে সফর করার ক্ষেত্রে তিন মসজিদের সঙ্গে এটাকে ব্যতিক্রমভুক্ত করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। কেনোনা, যে রীতিমত সফর করবে মসজিদে নববীর মহব্বতে সফর করবে। আর মসজিদে নববী জিয়ারতের পর মসজিদে কুবা জিয়ারত করার জন্য নিয়মিত সফর করার প্রয়োজন হবে না। কেনোনা, মসজিদে কুবা বেশি দূরে নয়। সুতরাং মূল সফর করা ওপরযুক্ত তিনটি মসজিদের জন্যই হবে। এ কারণেই মসজিদে কুবাকে রীতিমত ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়নি। والله اعلم

কবর জিয়ারতের জন্য ভ্রমণের শরয়ি বিধান

ওপরযুক্ত হাদিসের ভিত্তিতে অনেকে কবর জিয়ারতের জন্য সফর করা অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। এই মাজহাব সর্ব প্রথম অবলম্বন করেছেন, কাজি ইয়াজ মালেকি রহ.। তারপর তাঁর পরে আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এতে নেহায়েত কঠোরতা ও চরমপন্থা অবলম্বন করেন এবং এর জন্য অনেক বিপদাপদও বরদাশত করেন। এমনকি তিনি রওজায়ে আতহার পর্যন্ত জিয়ারতের জন্য সফর করাকে নাজায়েজ সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ার নিয়তে সফর করা হয়, আর এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে রওজায়ে আতহারেরও জিয়ারত করা হয় তবে এর অনুমতি আছে। তবে বিশেষভাবে রওজায়ে আতহার জিয়ারতের নিয়ত করা বৈধ নয়।

তবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এর এই মাজহাব জমহুর গ্রহণ করেননি, তা রদ করেছেন। বরং আল্লামা তকিউদ্দিন সুবকি রহ. 'শিফাউস্ সাকাম' নামক একটি সুবিস্তৃত সুবিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন এই মত খণ্ডনে

ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এর দলিল আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি। তিনি বলেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে استثناء مفرغ। সুতরাং এখানে مستثنى منه (যার হতে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে) উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারতটি হলো, لا تشد الرحال الى شيئ الا الى ثلثة مساجد তথা, এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো জিনিসের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। সুতরাং বরকত অর্জন ও সওয়াব লাভের জন্য সফর এই তিনটি মসজিদের সঙ্গে নির্দিষ্ট। এই হাদিসের কারণে নিষিদ্ধ হবে কোনো কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা।

এর জবাবে জমহুর বলেন, مستثناء مفرغ এখানে নিঃসন্দেহে। তবে উহ্য ইবারত لا تشد الرحال الى شيئ الا الى ثلثة مساجد নয়। কেনোনা, এমতাবস্থায় তো জিহাদের সফর, এলেম অন্বেষণের সফর, বাণিজ্যিক সফর, কোনো আলেমের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সফরও নিষিদ্ধ হবে। অথচ এর পক্ষে কেউ নেই। সুতরাং উহ্য ইবারত মূলত এমন হবে- لا تشد الرحال الى مسجد الا الى ثلثة উদ্দেশ্য এই যে, এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে এই নিয়তে সফর করা দুরুস্ত নেই যে, তাতে বেশি ফজিলত বা সওয়াব লাভ হবে। এদিকে লক্ষ্য করলে উহ্য ইবারত এমন মানা অধিক সমীচীন। কেনোনা, مستثنى مفرغ এ যখন مستثنى منه উহ্য ধরা হয় তখন مستثنى-এর সঙ্গে অন্তত কিছুটা মিল অবশ্যই থাকা উচিত। আর আমরা যে مستثنى منه উহ্য মেনে নিলাম সেটি مستثنى এর সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর সমর্থন মুসনাদে আহমদের একটি বর্ণনা দ্বারাও হয়।,

لا ينبغي للمطي ان يشد رحاله الى مسجد يبتغي فيه الصلوة غير المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدى هذا

'কোনো সাওয়ারির জন্য মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার এই মসজিদ তথা মসজিদে নববী ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশে নামাজের জন্য সফর করা সমীচীন নয়।'

উমদাতুল কারিতে (৩/৬৮২,৮৮৩) আইনি রহ এবং ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারিতে (৩/৫৩) জমহুরের মাজহাবের ওপর এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। এই বর্ণনাটি শাহর ইবনে হাওশাব সূত্রে বর্ণিত। যার সম্পর্কে আইনি রহ. বলেন: وشهر بن حوشب وثقه جماعة من الأئمة 'শাহর ইবনে হাওশাবকে একদল ইমাম সেকাহ বলেছেন।' ইবনে হাজার রহ. বলেন- شهر حسن الحديث وان كان فيه بعض الضعف 'শাহরের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও তার হাদিস হাসান।'

সারকথা, কবর জিয়ারত এলেম অন্বেষণ ও জিহাদ এবং বাণিজ্যিক সফরের সঙ্গে এই হাদিসের কোনো সম্পর্ক নেই।

রওজায়ে আতহার জিয়ারতের জন্য ভ্রমণের শরয়ি বিধান

রওজায়ে আতহার জিয়ারতের ফজিলত সম্পর্কে যেসব হাদিস বর্ণিত আছে, যেমন, من زار قبرى وجبت له شفاعتى কিংবা من حج ولم يزرنى فقد جفانى ইত্যাদি। এ বিষয় সংক্রান্ত অধিকাংশ হাদিস জয়িফ।

তবে এসব হাদিসের অর্থের সমর্থক উম্মতের মুতাওয়াতির আমল। মুতাওয়াতির তা'আমুল স্বতন্ত্র দলিল তাছাড়া মদিনা তায়্যিবার জিয়ারতকারিদের আসল উদ্দেশ্যই হলো পবিত্র রওজা জিয়ারত। তাই আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. ফাতহুল ক্বাদিরে এই বক্তব্যটিকেই পছন্দনীয় সাব্যস্ত করেছেন যে, জিয়ারতকারিগণ রওজায়ে আতহার জিয়ারতের উদ্দেশ্য করবে।

باب في تحريم المدينة

٢٠٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلاَّ الْقُرْآنَ وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ .

٢٠٣٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا . وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا . وَلاَ يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلاَحَ لِقِتَالٍ . وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ .

٢٠٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ . أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ . حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كِنَانَةَ . مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ . عَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ . قَالَ : حَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا : لاَ يُخْبَطُ شَجَرُهُ . وَلاَ يُعْضَدُ . إِلاَّ مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ .

তরজমা --

মদীনা শরীফের পবিত্রতা

২০৩৪। হরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কুরআন ছাড়া আর কিছুই লিপিবদ্ধ করিনি। আর এ সহীফার মধ্যে কি (যা আলীর তরবারীর খাপের মধ্যে ছিল)? আলী (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আয়ের হতে সাওর পর্যন্ত সমস্ত মদীনা হারাম, (অর্থাৎ খুবই সম্মানিত।) কাজেই যে ব্যক্তি কোন বিদ্আতের সৃষ্টি করে অথবা কোন বিদ্আত সৃষ্টিকারীকে সাহায্য করে তার উপর আল্লাহ্ তা'য়ালার ফিরিশ্তাদের এবং সমস্ত মানবকুলের অভিশাপ তার কোন ফরয বা নফল ইবাদাত কবুল হবে না। আর মুসলমানদের ওয়াদা পালন করা তাদের জন্য খুবই দরকারী, যদিও তা সাধারণ লোকদের (কাফিরদের) জন্য হয়। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সাথে ওয়াদা ভংগ করে তার উপর আল্লাহ তা'আলার, ফিরিশ্তাদের ও সমস্ত মানবকুলের অভিশাপ। সে ব্যক্তির কোন ফরয বা নফল ইবাদাত কবুল হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের লোকদের অনুমতি ছাড়া এর আমীর হয় তার উপর আল্লাহ্ তা'য়ালার, ফিরিশতাদের এবং সমস্ত মানবকুরের অভিসম্পাত। সে ব্যক্তির কোন ফরযও নফল ইবাদাত কবূল হবে না।

২০৩৫। হযরত আলী (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সেখানকার (মদীনার) সবুজ বৃক্ষ যেন কেউ কর্তন না করে এবং এর কোন প্রাণী যেন শিকার না করে। আর কেউ যেন সেখানে পড়ে থাকা বস্তু গ্রহণ না করে, অবশ্য যে ব্যক্তি তা ঘোষণা করে লোকদেরকে জানাবে তার কথা আলাদা। আর হত্যার উদ্দেশ্যে সেখানে তরবারি নিয়ে যাওয়া কারো জন্য উচিত নয়। আর সেখানকার কোন বৃক্ষরাজি কাটাও উচিত নয়, অবশ্য উটের খাদ্য হিসাবে যা ব্যবহার হয় তার ব্যাপার আলাদা।

২০৩৬। হযরত আদী ইবন যায়িদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার সমস্ত গাছ, বৃক্ষরাজির হিফাযতের বন্দোবস্ত করেন। তার কোন পাতা পাড়া (ঝরান) হত না এবং কোন বৃক্ষ কাটাও যেত না। অবশ্য ভারবাহী পশুদের খাদ্যের জন্য যে পরিমাণ প্রয়োজন তা ছাড়া।

٢٠٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ . حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ . عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ . قَالَ : رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ . أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ . فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ . فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ هٰذَا الْحَرَمَ . وَقَالَ : مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلٰكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ

٢٠٣٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ مَوْلًى لِسَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَبِيدًا مِنْ عَبِيدِ الْمَدِينَةِ يَقْطَعُونَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ وَقَالَ : يَعْنِي لِمَوَالِيهِمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ . وَقَالَ : مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ .

٢٠٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَطَّانُ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ . أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْجُهَنِيُّ . أَخْبَرَنِي أَبِي . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُخْبَطُ وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَلٰكِنْ يُهَشُّ هَشًّا رَفِيقًا .

٢٠٤٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا يَحْيَى . ح حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا . زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

তরজমা ---

২০৩৭। হযরত সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইব্‌ন আবূ ওক্কাস (রা.)-কে জনৈক ব্যক্তিকে পাঁকড়াও করতে দেখি, যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত মদীনার নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে শিকার করছিল। তখন তিনি তার কাপড় ছিনিয়ে নেন। তখন তিনি (সা'দ) তার মনিবের নিকট যান এবং উক্ত ব্যক্তির ব্যাপার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি জবাবে বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ এলাকাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বলেন, যদি কেউ কাউকে এখানে শিকার করতে দেখে, তবে সে যেন তার কাপড় কেড়ে (ছিনাইয়া) লয়। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে খাদ্যদ্রব্য দিয়েছেন, তা আমি তোমাদের দেব না বরং যদি তোমরা চাও, তবে আমি তোমাদিগকে তার মূল্য প্রদানকরব।

২০৩৮। হযরত তাওয়ামার আযাদকৃত গোলাম সালিহ্ হতে, তিনি সা'দের মনির হতে বর্ণনা করেছেন একদা সা'দ (রা.) মদীনার গোলামদের মধ্য হতে কোন একজনকে মদীনার বৃক্ষরাজি কাটতে দেখে তার সমস্ত সম্পদ ও কাপড়চোপড় ছিনিয়ে নেন। অতঃপর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছি যে, তিনি মদীনার বৃক্ষরাজি কাটতে বারন করেছেন। আর তিনি আরো বলেন, যদি কেউ এখান হতে কিছু কাটে, তবে ঐ ব্যক্তির সম্পদ ও কাপড়চোপড় সহ তাকে পাঁকড়াও করবে।

২০৩৯। হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, কেউ যেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুরক্ষিত এলাকা হতে গাছের পাতা না পাড়ে এবং কোন গাছ যেন না কাটে। অবশ্য উটের খাদ্যের জন্য যা প্রয়োজন সেটা ছাড়া।

২০৪০। হযরত ইবন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার মসজিদে কোন সময় পায়ে হেটে এবং কোন সময় উটের পিঠে সাওয়ার হতে আসতেন। রাবী ইব্‌ন নুমায়ের অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সেখানে দু'রাকআত নামায পড়েন।

باب زيارة القبور

٢٠٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ

٢٠٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ . أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ . عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا . وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا . وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ .

তরজমা ---

কবর যিয়ারত

২০৪১। হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে কেউই আমার উপর যখন সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে তার খবর দেন এবং আমি তার জবাব দিয়ে থাকি।

২০৪২। হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাশাদ করেছেন যে, তোমরা তোমাদের গৃহকে করবে পরিণত করো না। আর তোমরা আমার কবরকে ঈদের স্থানে পরিণত করেনা। বরং তোমরা আমার উপর সালাম পেশ করবে। কেননা তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের সালাত ও সালাম আমার কাছে পৌঁছে থাকে।

তাশরীহ ---

قوله: باب زيارة القبور

هذه الترجمة لا توجد في كثير من نسخ أبي داود، وزيارة القبور تتعلق بكتاب الجنائز، وكتاب الجنائز كتاب مستقل سيأتي بعد عدة كتب، وإنما الموجود في أكثر النسخ ترجمة تحريم المدينة إلى آخر هذا الباب، وإنما المقصود من ذلك ذكر جملة من الأحاديث التي تتعلق بحرم المدينة.

قوله: لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا

يحتمل معنيين وكل منهما صحيح: المعنىالاول يعني: لا تدفنوا الموتى فيها؛ لأن الدفن في البيت من خصائص النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (الأنبياء يدفنون حيث يموتون) فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم، والناس ليس لهم أن يدفنوا في بيوتهم وإنما يدفنون في المقابر. المعنى الثاني: أي: لا تجعلوها شبيهة بالمقابر التي هي ليست أماكن للصلاة، حيث تخلو من الصلاة ومن قراءة القرآن، والتعبد إلى الله عز وجل فيها، بل عليكم أن تأتوا بهذه العبادات فيها، وألا تجعلوها شبيهة بالمقابر التي ليست أماكن للصلاة.

٢٠٤٣ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ الْمَدَنِيُّ . أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ خَالِدٍ . عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ الْهُدَيْرِ قَالَ : مَا سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ . يُحَدِّثُ . عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَ حَدِيثٍ وَاحِدٍ . قَالَ . قُلْتُ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ . حَتّٰى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلٰى حَرَّةِ وَاقِمٍ فَلَمَّا تَدَلَّيْنَا مِنْهَا . وَإِذَا قُبُورٌ بِمَحْنِيَةٍ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ . أَقُبُورُ إِخْوَانِنَا هٰذِهِ ؟ قَالَ : قُبُورُ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا جِئْنَا قُبُورَ الشُّهَدَاءِ . قَالَ : هٰذِهِ قُبُورُ إِخْوَانِنَا

٢٠٤٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ نَافِعٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلّٰى بِهَا . فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ

٢٠٤٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتّٰى يُصَلِّيَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُ . لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ بِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيَّ . قَالَ : الْمُعَرَّسُ : عَلٰى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ

তরজমা ---

২০৪৩। হযরত রাবী'আ অর্থাৎ ইব্‌ন আল হুদায়ের হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাল্‌হা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একটি হাদীস ব্যতিত, আর কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনি নি। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, সেটা কি? তখন জবাবে তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে শহীদদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হই। অতঃপর যখন আমরা হুররাতে ওয়াকিম নামক স্থানে পৌঁছি, তখন সেখানে নামি, সেখানে তাদের কবর ছিল। রাবী বলেন, তখন আমরা বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা কি আমাদের ভাইদের কবর? তখন জবাবে তিনি বলেন, এগুলো আমার সাহাবীদের কবর। অতঃপর যখন আমরা শহীদদের কবরের নিকট উপস্থিত হই, তখন তিনি বলেন, এগুলো আমাদের শহীদ ভাইদের কবরসমূহ।

২০৪৪। হযরত আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাত্‌হা নামক স্থানে তাঁর উষ্ট্র বসান, যা যুল্-হুলায়ফাতে অবস্থিত ছিল। অতঃপর তিনি সেখানে নামায পড়েন। পরবর্তীকালে আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.) এরূপ-ই করতেন।

২০৪৫। হযরত মালিক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন মক্কা হতে মদীনাতে প্রত্যাবর্তনের সময় মু'আররিস্ নামক স্থানে অতিক্রমকালে, সেখানে নামায পড়া সকলের জন্য কর্তব্য। কেননা আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন।

ইমাম আবূ দাউদ বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক আল্-মাদানী হতে শুনেছি যে, মু'আররিস্ নামক স্থানটি মদীনা হতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।

كتاب النكاح

কিতাবুন নিকাহ

সাতটি জরুরি কথা

এক. বিবাহ মানব জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মানব প্রকৃতির জরুরী চাহিদা বৈধ পন্থায় পূরন করার মাধ্যম বিশেষ। বিবাহের মাধ্যমে মানব জীবনে পারিবারিক বন্ধন সৃষ্টি হয়, ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত হয়, চারিত্রিক পবিত্রতা নিশ্চিত হয়। এছাড়াও এতে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন বহু খায়ের ও বরকত। বলা বাহুল্য ইসলামী শরীয়তে এর গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিবাহকে ঈমান ও দ্বীনের অর্ধেক বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اذا تزوج العبد فقد كمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي

অর্থাৎ বান্দা যখন বিবাহ করে তখন তার দ্বীন অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যায়। অতএব, সে যেন অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতে থাকে। -(শুআবুল ঈমান, হাদীস ৫৪৮৮)

দুই. সুষ্ঠ সামাজিক জীবনে এ বিবাহ অধিক গুরুত্ববহ হওয়ার কারনেই ইসলাম একে অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছে। কেননা, মানব চাহিদা পূরনের এ বৈধ মাধ্যমের উপর বিভিন্ন শর্ত আরোপ করা হলে, তা জটিল হয়ে যাবে। ফলে সমাজে অবৈধ পন্থা অন্বেষণের চাহিদা জন্মাবে। মানুষ বিপথগামী হবে। যার ভয়াবহ পরিনতি পুরা সমাজকে গ্রাস করে নিবে। এজন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহের জন্য কোন উৎসব করা, দাওয়াত ও পানাহারের ব্যবস্থা করা কোনটিই জরুরী নয়। শুধু বিবাহের মজলিসে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতি জরুরী। মেয়ের সম্মানার্থে মহর জরুরী। অবশ্য বিবাহের খুৎবা পাঠ করা সুন্নাত। সর্বোপরি ইসলাম লৌকিকতামুক্ত অনাড়ম্বরপূর্ণ ও সাদামাটা সল্প ব্যয়ের বিবাহকে উৎসাহিত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة

অর্থৎ ঐ বিবাহ সবচেয়ে বেশি বরকতময় যে বিবাহের ব্যয় সবচেয়ে কম। (শুআবুল ঈমান, হাদীস ৫৪৮৮) নববী যুগ ও পরবর্তী সাহাবা তাবেয়ীনদের যুগে তা এমন অনাড়ম্বরপূর্ণ, লৌকিকতামুক্ত সাদামাটাই ছিল।

তিন. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) সেই সৌভাগ্যবান দশ সাহাবীর অন্যতম যাঁদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। হাদীস শরীফে এসেছে যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে তার কাপড়ে হলুদ রংয়ের মত একধরনের দাগ দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। এ দাগ কিসের? হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বললেন, হুজুর আমি বিয়ে করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যে বরকতের দু'আ করলেন। -(সহীহ বুখারী ২/৭৭৭, সহীহ মুসলিম ১/৪৫৮).

ভেবে দেখার বিষয় যে, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত নিকটতম সাহাবী যে, তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীর অন্যতম। কিন্তু তিনি যখন বিয়ে করলেন সেই বিয়ের মজলিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড়ে লেগে থাকা সুগন্ধির দাগ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আর তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, আমি বিয়ে করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে কোন অভিযোগ করলেন না যে, তুমি একা একাই বিয়ে করলে? আমাদেরকে জানালেও না? বরং তিনি তার জন্য দু'আ করে দিলেন।

হযরত জাবের (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘনিষ্টতম সাহাবী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সাহাবীর পারিবারীক বিভিন্ন বিষয়েও যথারীতি খোজখবর নিতেন

উহুদ যুদ্ধে তার পিতা শাহাদাত বরন করলেন। পিতার বিশাল ঋনের বোঝা তাঁর স্কন্ধে অর্পিত হয়। এ ঋণ পরিশোধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। নিজ হাতে মেপে মেপে সে ঋণ পরিশোধ করেছেন। এছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আরো বহু অনুগ্রহ এ সাহাবীর উপর ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত জাবের (রা.) নিজ বিবাহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমন্ত্রন জানানোর এবং বিবাহের মজলিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতির প্রয়োজন অনুভব করলেন না। ঘটনাক্রমে পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতে পারলেন, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে বিন্দুমাত্রও অসুন্তুষ্ট হলেন না, বরং তার জন্য দোয়া করে দিলেন। -(সহীহ বোখারী ২/৫৮০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক ঘনিষ্ট খাদেম হযরত রবীআ আসলামী (রাঃ)কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী গোত্রে বিবাহ করতে পাঠালেন, আর তিনি একাই বিবাহের কার্যাদি সম্পাদন করে চলে আসলেন। -(মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৪/৪৭০)

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) সহ অন্যান্য নবীপত্নীগণের বিবাহও সাদাসিদে ও অনাড়ম্বরপূর্ণ ছিল - (সহীহ্ বুখারী ১/৫৫১, ফাতহুল বারী ২/২৫৭)

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব রহঃ নিজ মেয়েকে বরের বাড়িতে একাই পৌছে দিয়েছিলেন - (সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/১৩২)

মোটকথা, তাদের সকলের বিবাহই ছিল লৌকিকতামুক্ত অনাড়ম্বরপূর্ণ সাদামাটা। আর এরাই হলেন ইসলামের বাস্তব নমুনা যাদের অনুসরন ও অনুকরনের নির্দেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। আর এঁদের অনুসরনেই আমাদের সার্বিক কল্যান নিহিত রয়েছে।

চার. কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বিবাহকে ঘিরে বিভিন্ন লৌকিকতা আনুষ্ঠানিকতা ও রসম রেওয়াজে আমাদের সমাজ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়ে গেছে।

অপচয়-অপব্যয় পর্দাহীনতা বিবাহের নামে বেহায়াপনা গান বাজনা ইত্যাদি আমাদের সমাজে বিবাহের অবিচ্ছেদ্য অংগে পরিনত হয়ে গেছে. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ, সাহাবায়ে কেরামের নমুনা আমরা বেমালুম ভুলে গেছি। যার ফলে দাম্পত্য জীবনের শুরুলগ্ন থেকেই তা বরকত শুন্য হয়ে যায়। অমিল অশান্তি প্রথম দিন থেকে শুরু হয়ে যায়।

পাঁচ. নিকাহ এর সংজ্ঞা

শাব্দিক অর্থ ঃ অধিকাংশ আভিধানিকদের মতে "নিকাহ" শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সহবাস, স্ত্রী সঙ্গম করা, এবং রূপক অর্থ হচ্ছে ضم "মিলানো।" এছাড়া বিবাহবন্ধনের উপরও "নিকাহ" শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। যদিও কোনকোন আভিধানিকগণ এর বিপরীত (অর্থাৎ শাব্দিক অর্থ বিবাহ, মিলানো এবং রূপক অর্থ উপরোল্লেখিত "বিবাহ", মিলানো, সহবাস, তিনটি অর্থেসমান ভাবে ব্যবহার হয়েথাকে।

পরিভাষায় ঃ "নিকাহ" এর অর্থ হচ্ছে هو عقد وضع لتمليك المتعة بالانثى قصدا (অর্থাৎ মানব সন্তানের" মেয়ে জাতি হতে ফায়দা উপভোগের ইচ্ছাকৃত বন্ধনের নাম হচ্ছে "নিকাহ")

ছয়. শরীয়তে বিবাহ অনুমোদিত হওয়ার রহস্য

শরীয়তে বিবাহ অনুমোদিত হওয়ার রহস্য হচ্ছে تعلق بقاء النسل المقدر فى العلم الازلى على الوجه الاكمل। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আযলী ইলম মুতাবিক পরিপূর্ণভাবে মানব জাতির বংশীয় সম্পর্ক রক্ষা কবচ মাত্র।)

সাত. নিকাহ এর হুকুম

নিকাহ এর হুকুম হচ্ছে حل استمتاع كل منهما بالاخر على الوجه الماذون فيه شرعا وملك كل منهما على الاخر بعض الاشياء (অর্থাৎ শরীয়তদ সম্মত অনুমতি সাপেক্ষে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের শরয়ী উপভোগ বৈধ হওয়া ও একে অপরের থেকে কিছু অন্য বস্তুর সংরক্ষণের দাবীদার হওয়া।)

باب التحريض على النكاح

٢٠٤٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . عَنِ الأَعْمَشِ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : إِنِّي لأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخْلاَهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ . أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي : تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ : عُثْمَانُ أَلاَ نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ . فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

তরজমা ---

বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করা

২০৪৬। হযরত আলকামা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌'উদ (রা.)-এর সাথে মিনাতে যাবার সময় উসমানের সাথে দেখা হলে তিনি তাঁর নিকট হতে দূরে সরে নির্জন আলাপের জন্য অনুমতি চান। অতঃপর যখন আব্দুল্লাহ্ দেখতে পান যে, তাঁর (বিবাহের) কোন প্রয়োজন নাই, তিনি আমাকে বলেন হে আলকামা! আমার নিকট এসো! আমি তার নিকট এলে উসমান তাকে বলেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমি কি তোমাকে একটি কুমারী নারীর সাথে বিয়ে দেব না? যাতে তুমি তোমার শারীরিক শক্তি সামর্থ ও বলবীর্য ফিরে পাও? আবদুল্লাহ্ বলেন,আমি তা এজন্য বলছি যে, আমি আল্লার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহে সক্ষম, সে যেন অবশ্যই বিয়ে করে। কেননা তা দৃষ্টিকে সম্বরণকারী এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজতকারী। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহে অসমর্থ, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে। কেননা তা তার জন্য কামস্পৃহা দমনকারী।

তাশরীহ ---

قوله : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহে সক্ষম, সে যেন অবশ্যই বিয়ে করে। বিবাহের শরয়ী বিধান সম্পর্কে তাফসীল রয়েছে:

এক. যদি কেউ বিবাহ না করলে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হয় তাহলে তার জন্য বিবাহ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরজ হয়ে যায়। বাদায়ে প্রণেতা ইমাম কাসানী বলেন–

لا خلاف ان النكاح فرض حالة التوقان حتى ان تاقت نفسه الى النساء
بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم.

দুই. আর যদি কারো এত অধিক পরিমাণ আশংকা না হয় কিন্তু কামভাবের আধিক্যের কারণে যে কোনো সময়ে ব্যভিচারের সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে তার জন্য বিবাহ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব বলা বাহুল্য উপরোক্ত দু'অবস্থাই মোহর ও খোর পোষের সামর্থ্য থাকতে হবে।

আর যদি কারো সামর্থ্য না থাকে তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন

তিন. যদি কারো মোহরও খোর পোষের ব্যবস্থা না থাকে তার জন্য বিবাহ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে মাকরূহ

চার. পক্ষান্তরে যদি বিয়ের পর স্ত্রীর উপর জুলুম অত্যাচার ও তার হক নষ্ট করার প্রবল আশংকা হয় তাহলে বিবাহ করা নাজায়েজ ও হারাম।

পাঁচ. সাধারণ অবস্থায় অর্থাৎ কামভাব স্বাভাবিক অবস্থায় এবং স্ত্রীর খোরপোষ, মোহর ও স্ত্রীর অধিকার আদায়ে সক্ষম হলে হানাফী মাযহাবে বিয়ে করা সুন্নতে মুআক্কাদা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– النكاح من سنتى অর্থাৎ নিকাহ আমার আদর্শগত সুন্নাত। (সুনানে ইবনে মাজা ১৩৩)

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– فمن رغب عن سنتى فليس منى

অর্থাৎ যে (কোনো ওযর ছাড়া) আমার আদর্শগত সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে আমার দলভুক্ত নয়।

ফায়দাঃ স্বাভাবিক অবস্থায় হানাফী মাযহাবে বিবাহ করা "সুন্নাতে মুআক্কাদাহ"। এবং সর্বকিছু ছেড়ে দিয়ে শুধু নফল এবাদতের মধ্যে একাগ্রতার চেয়ে বিবাহ হচ্ছে উত্তম। আর ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) মতে স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ করা হচ্ছে "মুবাহ" (হালাল) এবং সর্বদা নফল এবাদতে জীবন কাটানো বিবাহের মাধ্যমে পারিবারিক ঝামেলায় নিমগ্ন হওয়ার চেয়ে উত্তম।

ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) দলীল হল, বিবাহ হচ্ছে বেচা-বিক্রির ন্যায় "মুবাহ" আর বেচা বিক্রির মধ্যে সময় অতিবাহিত করার চেয়ে নফল এবাদতের মদ্যে একাগ্রতার সাথে লেগে থাকা উত্তম।

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) এর প্রশংসা করেছেন, বিবাহ না করার উপর। অতএব বিবাহ না করে নফল এবাদতের মধ্যেএকাগ্রতাই হবে উত্তম।

আমরা বলি, মৌলিকব ভাবে বিবাহ যে, মুবাহ আমরাও একথাটির স্বীকৃতি প্রদান করে থাকি, কিন্তু অন্যান্য ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমরা "নফল এবাদত থেকে" বিবাহকে উত্তম বলে থাকি। যেমন বেচা বিক্রি মৌলিক ভাবে হল "মুবাহ" কিন্তু অন্যান্য উপকারাদী, যেমনঃ সন্তা-সন্ততির প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনার্থে বেচা-বিক্রি ফরয এবং ওয়াজিব হয়ে যায়। আর হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) এর শরীয়তে সম্ভবত বিবাহ না করা ছিল উত্তম কাজ, কিন্তু আমাদের শরীয়তে لا رهبانية فى الاسلام (অর্থাৎ ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই) এর দ্বারা ইয়াহইয়া (আঃ) এর শরীয়তের এ আইনকে রহিত করে দেয়া হয়েছে।

قوله : اَلْبَاءَةَ

باءة শব্দটি بوء থেকে লওয়া হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে আশ্রয় গ্রহণ করা। অতঃপর রূপক অর্থহিসাবে নিকাহ "বিবাহ" এর উপর ইহার প্রয়োগ করেছে। কেননা মানুষ যেমনিভাবে নিজের বাসস্থানের দিকে আশ্রয় গ্রহণ করে আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করে। ঠিক তেমনি বাবে আপন স্ত্রীর পাশে নিবাস, আশ্রয় গ্রহণ করে আন্তরিক প্রশান্তি অর্জনবকরে থাকে। যেমন কোরআনে কারীম ইঙ্গিত করেছে لتسكنو اليها এর দ্বারা। এবং باءة শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে مؤنة (অর্থাৎ মোহরানা, খাদ্য, এবং পারিবারিক প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনে সক্ষম হওয়া।)

قوله : فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

وجاء এর অর্থ হচ্ছে উভয় অন্ডকোষকে কেটে ফেলা, যার দরুন কামভাবে, জৈবিক চাহিদা নিঃশেষ হয়ে যায়। রোযা রাখার দ্বারাও কামভাবের উদ্যম, তেজস্বিতা নিঃশেষ হয়েযায়। এ প্রেক্ষিতে রোযাকে "وجاء" বলা হয়েছে আর جوع "ক্ষুধা" না বলে صوم "রোযা" এর আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেন কামভাবকে দুর্বল করণের সাথেসাথে অন্য একটি এবাদতও হয়ে যায় (একতীরে দু'শিকার)।

باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

٢٠٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ. عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا. وَلِحَسَبِهَا. وَلِجَمَالِهَا. وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

তরজমা --

ধর্মপরায়ণা রমনী বিবাহের নির্দেশ

৯২০৪৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ইরশাদ করেছেন ঃ (সাধারণতঃ) মেয়েদেরকে চারটি গুণের অধিকারিনী দেখেবিয়ে করা হয়। যথা ঃ (ক) তার ধন সম্পদের জন্য, (খ) তার বংশমর্যাদা, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সৌন্দর্য, (ঘ) তার ধর্মপরায়ণতার জন্য। তোমরা ধর্মপরায়ণা নারীকে বিয়ে করে ধন্য হও, অন্যথায় তোমার উভয় হাত অবশ্যই ধূলায় ধূসরিত হবে।

তাশরীহ --

قوله: تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ

অর্থাৎ সাধারণত চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে নারীদের বিবাহ করা হয় তার ধন সম্পদ, সৌন্দর্য, বংশমর্যাদা,ও তার দ্বীনদারী ও ধার্মিক হওয়ার বিষয়ে লক্ষ্য রেখে। তবে তুমি অবশ্যই দ্বীনদারী ও ধার্মিক নারী নির্বাচন করবে। এতে তোমার মঙ্গল হবে। অন্যথায় তুমি ধ্বংস হও।

উপরোক্ত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি গুণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত দাম্পত্য জীবন স্থায়ী, সফল, সুখী, স্বাচ্ছন্দময় হওয়ার জন্য এগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা অবশ্যক। তবে এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বের দাবীদার দ্বীনদারী তথা পাত্রী ধার্মিক হওয়া। নিম্নে প্রতিটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

قوله: لِمَالِهَا

১. সম্পদশালী হওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের ইহুদীদের মাঝে সম্পদ দেখে বিবাহের প্রবণতা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করেছেন যেমনটি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। পাত্র পক্ষের জন্য পাত্রী পক্ষ থেকে সম্পদ তলব গর্হিত অপরাধ। হযরত সুফিয়ান সাওরী রা. বলেন, কোনো পুরুষ যদি বিয়ের সময় জিজ্ঞাসা করে মেয়ের সম্পদ কী আছে? তাহলে জেনে রাখ সে নিশ্চয় চোর (অর্থাৎ তার এ বিয়ের পিছনে মূল লক্ষ্যই হল সম্পদ অন্যথায় মেয়ের সম্পদ সম্পর্কে তার জিজ্ঞাসার কী প্রয়োজন। মেয়ের সম্পদে তো তার কোনো হক নেই।) ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৬/১২৬

قوله: وَلِحَسَبِهَا

২. বংশগত মর্যাদাবান হওয়া : পাত্রীর বংশগত দিকটিও লক্ষণীয়। অর্থাৎ পাত্রী ভালবংশের ও ধর্মীয় পরিবারের সদস্য হওয়া চাই। কেননা শীঘ্রই তার উপর আপন সন্তানের লালন পালন ও শিক্ষা দীক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হবে। এ ক্ষেত্রে সে নিজেই যদি শিষ্টাচার সম্পনা সুশীলা ও মার্জিতা না হয় তাহলে সে সন্তানদের সঠিকভাবে লালন পালন করতে ও শিক্ষাদীক্ষা দিতে ব্যর্থ হবে। কোন এক বর্ণনায় পাওয়া যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- تخيروا لنطفكم فان العرق نزاع.

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য উত্তম (ভাল বংশের) পাত্রী নির্বাচন কর। কেননা বংশধারা পরবর্তীদের মাঝে ক্রমাগত হয়। (দ্র. ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৬/১২৯ হাদীসটির বর্ণনা সূত্র দূর্বল)

قوله : وَلِجَمَالِهَا

৩. রূপসী হওয়া পাত্রী নির্বাচনের একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে রমনী রূপসী ও সুন্দরী হওয়া। এরূপ লাবন্যও কাম্য। কেননা পুরুষের চরিত্র রক্ষায় স্ত্রীর রূপের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। সাধারণত মানুষের মন কুৎসিত ও অপছন্দনীয় বস্তু দ্বারা তৃপ্তি পায় না। তার উপর সন্তুষ্ট থাকে না।

আর পূর্বে যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে (যাতে দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দিতে এবং রূপলাবন্যের জন্য বিয়ে না করতে বলা হয়েছে) তার উদ্দেশ্য রূপ লাবন্য থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ করা বা তার অবমূল্যায়ন করা নয় বরং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনদারী না থাকা সত্ত্বেও শুধু রূপ লাবন্যের জন্য বিয়ে করতে বারণ করা। কারণ অনেক সময় শুধু রূপ লাবন্যই বিয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে। আর এরূপ লাবন্যের কারণে দ্বীনদারীর বিষয়টিও অনেকের সামনে তুচ্ছ হয়ে যায়। পরিণামে স্ত্রীর কারণে স্বামীর দ্বীনদারী বিনষ্ট হয়।

আর যদি দ্বীনদারীর পাশাপাশি রূপলাবন্যের বিষয়টিও বিবেচনা করা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে ক্ষতির আশংকা থাকবে না। বরং দ্বীনদারীর পাশাপাশি এ রূপ-লাবন্য অধিক কল্যাণ বয়ে আনে। আর বলা বাহুল্য শরীয়তের এমন রূপ লাবন্যই কাম্য। কারণ, শরীয়তের দৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবনে সম্প্রীতি ও ভালবাসা কাম্য। আর নিখাদ ভালবাসা সৃষ্টিতে রূপ লাবন্যে, পাত্রের পছন্দনীয় হওয়ার ভূমিকা অনেক। আর এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের পূর্বে পাত্রী দেখে নিতেও বলেছেন,যাতে তার রূপ পাত্রের মনপুত হয় এবং তাদের ভালবাসা সুগভীর ও স্থায়ী হয়। স্বামীর আত্মতৃপ্তি হয়। জীবন সুখী ও সুন্দর হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

خير نسائكم من اذا نظر اليها زوجها سرته و اذا امرها اطاعته، و اذا غاب عنها حفظته فى نفسها وماله.

অর্থাৎ তোমাদের রমনীদের মাঝে সেই সর্বোত্তম, যাকে দেখে স্বামীর মন আনন্দে ভরে উঠে। তাকে কোনো আদেশ করলে সে তা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পালন করে, আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে আপন সম্ভ্রম ও স্বামীর সম্পদ রক্ষা করে। (সুনানে নাসায়ী ২/৬০)

বস্তুত এ রূপ-লাবন্যের বিষয়টি এমন ব্যক্তির জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে আপন স্ত্রীর উপর (যদি সে সুন্দরী না হয়) দৃষ্টি নিবদ্ধ বা রাখতে পারবে না বলে অশংকা করে। বৈধ ভোগ ব্যতিত নিজের আখলাক রক্ষা করা কঠিন মনে করে। তাদের জন্য দ্বীনদারীর পাশাপাশি রূপ সৌন্দর্য অন্বেষণ করাই উত্তম। আর যারা ভোগের আশা আকাংখাই রাখে না বরং বিবাহ দ্বারা তাদের নিতান্তই সুন্নত পালন উদ্দেশ্য। তাদের রূপের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করাই উচিত। কেননা ইহা যুহদ তথা দুনিয়ার প্রতি অনীহা প্রকাশের একটি দিক।

قوله : وَلِدِينِهَا

৪. দ্বীনদার বা ধার্মিক হওয়া লক্ষণীয় চারটি গুনের মাঝে এটিই অন্যতম। এর গুরুত্বই সর্বাধিক। কারণ, স্ত্রী যদি ধর্মীয় দিক থেকে উদাসীন হয় তাহলে সে পাপের পথে অগ্রসর হবে। স্বামীর সম্পদ অপচয় ও বিনষ্ট করবে, পর পুরুষের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এমনকি সে নিজ সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষার ক্ষেত্রেও দুর্বল হবে। বিভিন্ন অপকর্ম দ্বারা স্বামীর জীবনকে বিষাদময় করে তুলবে। লোক সমাজে স্বামীকে অপদস্ত ও অপমানিত করবে। যার ফলে তাদের দাম্পত্য জীবন দুর্বিষহ পরিস্থিতির দিকে গড়াতে থাকবে।

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বাধা প্রদান করা হলেও এ বিপদের অবসান ঘটবেনা। বরং সৃষ্টি হতে থাকবে দন্ধ-কলহ, অনাকাংখিত ও অসহনীয় পরিবেশ। আর যদি স্বামী ছাড় দিতে থাকে এবং তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে তাহলে তার দ্বীন ও মর্যাদা হানী ঘটবে। আত্মমর্যাদাবোধে ও পুরুষের গুণে সে ত্রুটিযুক্ত বিবেচিত হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধর্মীয় দিকটির প্রতি এ গুরুত্বারোপ এজন্যেই করেছেন যে, দ্বীনদার হলে সে স্বামীর ধর্মীয় বিষয়ে স্বামীর সহায়িকা হবে। স্বামীকে সঙ্গদিয়ে ধর্মীয় বিষয়ে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে। আর যদি ধার্মিক না হয়, তাহলে সে স্বামীকে দ্বীন থেকে বিমুখ করে তুলবে। তার জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে।

৫. রমনী বুদ্ধিমতি হওয়া :

উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও মেধাবী ও বুদ্ধিমতি নারীকে বিয়ে করা উচিত, কেননা বিবাহের উদ্দেশ্য হল প্রীতি ও ভালবাসার মাধ্যমে উত্তম জীবন যাপন করা। আর বুদ্ধিমতি নারী ব্যতীত এলক্ষ অর্জন করা যায় না।

৬. আখলাক তথা চরিত্র মাধূর্য্য ও সুস্বভাবের হওয়া :

চরিত্র মাধূর্য্য ও সুস্বভাবের হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত লক্ষণীয়। স্বামী স্ত্রীর দিক থেকে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হয়ে দ্বীনের উপর চলার জন্য স্ত্রী উত্তম স্বভাব ও সুন্দর গুণাবলীর অধিকারীনী হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কেননা স্ত্রী যদি কটু সংলাপি হয় এবং তার যবান অসংযত ও বেপরোয়া হয়, স্বামীর অনুগ্রহে অকৃতজ্ঞ হয়, তাহলে এমন রমনীর সাথে জীবন যাপন মহাকঠিন পরীক্ষা তুল্য হয়ে যায়। শান্তির জীবনে অশান্তির অনবলে স্বামী দগ্ধ হতে থাকে। এজন্য বিবাহের পূর্বেই সৎস্বভাবের বিষয়টির উপর অত্যাধিক লক্ষরাখা উচিত।

পাত্রীর গুনাবলী সম্পর্কে বিবাহের পূর্বেই এমন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে নেয়া উচিত। যে বিচক্ষণ, নির্ভরযোগ্য, সত্যাবাদী, রমনীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন গুনাবলী তথা শিক্ষা-দীক্ষা আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞাত এবং সে রমনীর প্রতি তার এমন দুর্বলতা নেই যে সে গুণ বর্ণনায় অতিরঞ্জিত করবে তেমনি এমন হিংসা বিদ্বেষও নেই যে গুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যকে গোপন করবে।

প্রসঙ্গ পাত্র নির্বাচন :

পাত্রীর অভিভাবকের জন্য পাত্রের গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং নিজ কন্যার জন্য সৎ ধর্মপরায়ণ, যোগ্য পাত্র নির্বাচন করা অতীব জরুরি। দুঃশ্চরিত্র, ধর্মীয় বিষয়ে উদাসীন, স্ত্রী অধিকার আদায়ে অক্ষম, বংশগত দিক থেকে অসামঞ্জস্য এমন পাত্রের সাথে বিয়ে দেয়া উচিত নয়। একাধিক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুফুতে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করার উৎসাহ দিয়েছেন।

কুফু দ্বারা উদ্দেশ্য হল নিজ বংশীয় কৌলিন্য, মান-মর্যাদা দ্বীনদারী ও পেশার দিক থেকে যে পুরুষ কনে ও তার বংশের সমপর্যায়ের। অন্তত সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে তাকে এবং তার বংশকে কনে ও তার বংশের সমপর্যায়ের মনে করা হয়। পাত্রী নির্বাচনের চেয়ে পাত্র নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন অধিক জরুরি। কেননা বিবাহ এমন এক বন্ধন যা থেকে স্ত্রীর নিস্কৃতি তুলনামূলক কঠিন। অসদাচারী, ধর্ম বিমূখ আর স্বামীর নিয়ন্ত্রনে নিজের দ্বীনদারীর হেফাজত বড় দুরুহ। এজন্য হযরত আয়েশা রা. বলেন– النكاح رق فلينظر احدكم اين يضع كريمته -

অর্থাৎ বিয়ে হচ্ছে এক প্রকার দাসত্ব। সুতরাং প্রত্যেকে যেন ভেবে চিন্তে দেখে যে, সে তার আদরের দুলালকে কোথায় আবদ্ধ করছে। কথাটি হাদীস হিসাবে দূর্বল তবে হযরত আয়েশা রা.-এর বাণী হিসাবে সহীহ সূত্রে বর্ণিত অতএব কেউ যদি সজ্ঞানে অধীনস্থ কোনো নারীকে অত্যাচারী পাপাচারী, বেদাতী ও মদ্যপায়ীর নিকট বিবাহ দিল তাহলে সে ক্ষমতার অপব্যবহার, দায়িত্বে অবহেলা ও অধীনস্থের উপর জুলুম করে নিজেকে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত করলো।

হযরত হাসান বসরী রহ.-কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, আমার কন্যার বিয়ের জন্য অনেক প্রস্তাব এসেছে। আমি কাকে প্রাধান্য দিব? উত্তরে তিনি বললেন, এদের মাঝে যে বেশি খোদাভীরু, তার নিকট তোমার কন্যাকে বিয়ে দাও। কারণ স্বামী যদি তাকে পছন্দ করে এবং ভালবাসে তাহলে সে তার যথাযথ মর্যাদা দিবে আর যদি অপছন্দ করে, তাহলে অন্তত: সে তার উপর জুলুম অত্যাচার করবে না। (এহইয়া উলূমিদ্দীন ৬/১২৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها

যে তার আদরের কন্যাকে কোনো পাপাচারীর কিনট বিয়ে দিল সে আত্মীয়তার হক নষ্ট করল। (হাদীসটির বর্ণনা সূত্র দুর্বল তবে ইমাম শা'বীর উক্তি হিসাবে স্বীকৃত দ্রঃ ইতহাফুসসাদাতিল মুত্তাকীন ৬/১৩২)

মোটকথা স্ত্রী অধিকার আদায়ে সক্ষম, চরিত্রবান সৎ ও ধর্মপরায়ন বংশগত দিক থেকে কনের সমকক্ষ এমন পাত্র নির্বাচন করতে হবে

باب في تزويج الأبكار

٢٠٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ . عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ . ثَيِّبًا قَالَ : أَفَلاَ بِكْرٌ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ .

باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء

٢٠٤٩ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : كَتَبَ إِلَيَّ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى . عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ . عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ قَالَ : غَرِّبْهَا قَالَ : أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي . قَالَ : فَاسْتَمْتِعْ بِهَا .

٢٠٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنَ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ . عَنْ مَنْصُورٍ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ . عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ . عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ . قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ . وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ . أَفَأَتَزَوَّجُهَا . قَالَ : لاَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ . فَقَالَ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ .

তরজমা ---

কুমারী মেয়ে বিবাহ করা

২০৪৮। হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বলি, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, সে কি কুমারী, না অকুমারী? আমি বলি অকুমারী।

তিনি বলেন, তুমি কোন কুমারী স্ত্রীলোককে কেন বিয়ে করলে না, যার সাথে তুমি আমোদ স্ফুর্তি করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে হাঁসি খুশী করতে পারত?

বন্ধ্যা মেয়ে বিবাহ না করা

২০৪৯। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে গিয়ে অভিযোগ পেশ করে যে, আমার স্ত্রী কোন স্পর্শকারীর হাতকে মানা করে না, (অর্থাৎ ভাবগতিতে ভ্রষ্টা মনে হয়) তিনি বলেন, তুমি তাকে ত্যাগ কর (অর্থাৎ তালাক দাও)। সে ব্যক্তি বলে, আমি এরূপ ভয় করি যে, হয়তআমি তার বিরহে ব্যথিত হব। তিনি বলেন, তুমি তার নিকট হতে ফায়দা গ্রহণ করতে থাক। (বভিচারের কোন প্রমাণ না থাকার কারণে এরূপ বলা হয়েছে।)

২০৫০। হযরত মা'আকাল ইব্ন ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে গিয়ে বলে, আমি এক সুন্দরী এবং সদ্বংশীয়া রমনীর সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু সে কোন সন্তান প্রসব করে না (বন্ধ্যা)। আমি কি তাকে বিয়েকরব? তিনি বলেন, না। অতঃপর সে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার এসে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে বারন করেন। পরে তৃতীয়বার সে ব্যক্তি এলে তিনি বলেন, তোমরা এমন স্ত্রীলোকদের বিয়ে করবে, যারা স্বামীদের অধিক মহব্বত করে এবং অধিক সন্তান প্রসব করে কেননা আমি (কিয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে (পূর্ববর্তী উম্মাতদের উপর) গর্ব প্রকাশ করব।

باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية

٢٠٥١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الأَخْنَسِ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ جَدِّهِ . أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الأَسَارَى بِمَكَّةَ . وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا : عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ . قَالَ : جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ . أَنْكِحُ عَنَاقَ ؟ قَالَ : فَسَكَتَ عَنِّي . فَنَزَلَتْ : {وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ : لاَ تَنْكِحْهَا .

٢٠٥٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . وَأَبُو مَعْمَرٍ . قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ . عَنْ حَبِيبٍ . حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ . عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ . وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

باب في الرجل يعتق امته ثم يتزوجها

٢٠٥٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ . حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ . عَنْ مُطَرِّفٍ . عَنْ عَامِرٍ . عَنْ أَبِي بُرْدَةَ . عَنْ أَبِي مُوسَى . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ .

٢٠٥٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ . عَنْ قَتَادَةَ . وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

তরজমা --

যিনাকার পুরুষ কেবল যিনাকারিনী স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে

২০৫১। হযরত আমর ইব্‌ন শু'আয়েব (রহ.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা আবদুল্লাহ্ ইবন আমর ইবনুল-আস (রা.) হতে বর্ণনা করছেন যে, মারছাদ্ ইব্‌ন আবু মারছাদ্ আল্-গানাবী মক্কাতে অন্তরীন অবস্থায় ছিলেন। আর সে সময় মক্কাতে আনাক্ নাবী জনৈক যিনাকারিনী স্ত্রীলোক ছিল, যে (জাহিলিয়াতের যুগে) তার বান্ধবী ছিল। তিনি বলেন, তখন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাজির হয়ে আরয করি, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি কি আনাককে বিয়ে করব? তিনি (রাবী) বলেন, তিনি চুপ করে থাকাকালে এই আয়াত নাযিল হয়ঃ "যিনাকারিনী স্ত্রীলোক তাকে কোন যিনাকার পুরুষ বা মুশরিক্ ছাড়া আর কেউই বিবাহ করবে না।" তখন তিনি আমাকে ডেকে আমার সামনে তা তিলাওয়াত করেন। অতঃপর বলেন, তুমি তাকে বিয়ে করো না।

২০৫২। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, যিনাকার পুরুষ, যিনাকাররিনী স্ত্রীলোক ছাড়া অন্যকে বিয়ে করবে না।

যে ব্যক্তি তার দাসীকে মুক্ত করার পর তাকে বিয়ে করে

২০৫৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও আবূ মুসা আল-আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার দাসীকে মুক্ত করার পর তাকে বিয়ে করবে সে দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হবে

২০৫৪। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়াকে মুক্ত করে দেন এবং তার মুক্তিপণকে তার মোহর হিসাবে গণ্য করেন (ও বিয়ে করেন)।

باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

বংশের কারণে যা হারাম, তা দুধপানের কারণেও হারাম

২০৫৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

তরজমা ---

২০৫৫। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বংশের কারণে যা হারাম হয়, তা দুধপানের কারণেও হারাম হয়।

তাশরীহ ---

قوله : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

অর্থাৎ বংশগত রক্তের সম্পর্কের কারণে যেসব আত্মীয়-স্বজনদের সাথে বিয়ে হারাম হয়, দুধ পানের কারণেও সেসব হারাম হয়ে যায়। এ হাদীহসসটি মুসলিম শরীফেও আছে। (সহীহ মুসলিম ১/৪৬৬)

আর তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় আছে–

ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্তন্যপানের কারণে সে সব আত্মীয়-স্বজনদের হারাম করেছেন, বংশগত কারণে যাদের হারাম করেছেন।

যে সব নারীর স্তন্য পান করা হয়, তারা জননী না হলেও বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে জননীর পর্যায়ভুক্ত এবং তাদের সাথে বিয়ে হারাম। অল্প দুধ পান করুক কিংবা বেশি। একবার পান করুক বা একাধিক বার। সর্বাবস্থায় তারা হারাম হয়ে যায় ফিকাহবিদদের পরিভাষায় একে "হুরমতে রযা'আত" বলা হয়।

তেমনিভাবে দুধপানের সাথে সম্পর্কিত যেসব বোন আছে, তাদেরকেও বিয়ে করা হারাম। এর বিশদ বিবরণ এই যে, দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়কালে কোন বালক অথবা বালিকা কোন স্ত্রী লোকের দুধ পান করলে সে তাদের মা এবং তার স্বামী তাদের পিতা হয়ে যায়। এছাড়া সে স্ত্রীলোকের বোন তাদের খালা হয় এবং সে স্ত্রীলোকের জেষ্ঠ দেবররা তাদের চাচা হয়ে যায়, তার স্বামীর বোনেরা শিশুদের ফুফু হয়ে যায়। দুধ পানের কারণে তাদের সবার পরস্পর বৈবাহিক অবৈধতা স্থাপিত হয়ে যায়। বংশগত সম্পর্কের কারণে পরস্পর যে সব বিয়ে হারাম হয়। দুধ পানের সম্পর্কের কারণেও সে সব সম্পর্কীয়দের সাথে বিয়ে হারাম হয়ে যায়।

٢٠٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي قَالَ فَأَفْعَلُ مَاذَا قَالَتْ فَتَنْكِحُهَا قَالَ أُخْتَكِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَوَتُحِبِّينَ ذٰلِكِ قَالَتْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ بِكَ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي قَالَتْ فَوَاللهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ أَوْ ذُرَّةَ شَكَّ زُهَيْرٌ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ.

باب في لبن الفحل

٢٠٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ قَالَ تَسْتَتِرِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ قَالَتْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي قَالَتْ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ

তরজমা ---

২০৫৬। হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার বোনের ব্যাপারে আপনার কি কোন প্রয়োজন বা অনুরাগ আছে? তিনি বলেন, সে যা বলেছে যে, আপনি তাকে বিয়ে করুন, তা আমি করতাম। (কিন্তু) তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি তোমার বোনকে বিয়ে করব? তিনি (উম্মে হাবীবা) বলেন হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, অথবা তুমি কি তা পছন্দ কর? তিনি বলেন; আপনি কি এ ব্যাপারে একক সিদ্ধান্তের অধিকারী নন? তবে আমি আমার বোনের মংগলের ব্যাপারে শরীক হতে পছন্দ করি। (অর্থাৎ সে আপনার স্ত্রী হওয়ার গৌরব লাভ করলে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের অধিকারীনী হবে এবং আমি তার জন্য তা কামনা করি) তিনি বলেন, সে আমার জন্য বৈধ নয় (কেননা দুই বোনকে একই সঙ্গে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা শরীয়াত সম্মত নয়)। তিনি (উম্মে হাবীবা) বলেন, আল্লাহ্ র শপথ! আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি না কি দুর্‌রা অথবা যুর্‌রা (রাবীর সন্দেহ) যুহায়ের বিনত আবু সালামাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন? তিনি জিজ্ঞাসা করেন, বিনতে উম্মে সালামা? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি সে আমার ঘরে প্রতিপালিত না হতে এবং আমার দুধ-ভাইয়ের কণ্যা না হত, তবে সে আমার জন্য বৈধ হত। কেননা তার পিতা আবু সালামাকে ও আমাকে সুওয়াইবিয়্যা দুগ্ধপান করিয়েছেন। কাজেই তোমরা তোমাদের বোন ও কণ্যাকে আমার (সাথে বিবাহের) জন্য পেশ কর না।

দুধ সম্পর্কীয় পুরুষ আত্মীয়

২০৫৭। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আফ্‌লাহ্ ইব্‌ন আবু কু'আয়েস (রা.) প্রবেশ করলে আমি তার নিকটে পর্দা করি। তিনি বলেন, তুমি আমার কাছে পর্দা করছ, অথচ আমি তোমার চাচা? তিনি বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাস করি, আপনি কিভাবে আমার চাচা হন? তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী তোমাকে দুধপান করিয়েছে। তিনি বলেন, আমাকে তো একজন মহিলা দুধপান করিয়েছে, কোন পুরুষ তো আমাকে দুধপান করায়নি? এমতাবস্থায় আমার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ আসেন। আমি তাকে সব খুলে বললাম, তিনি বললেন, হাঁ, সে তোমার চাচা, কাজেই সে তোমার নিকট আসতে পারে।

باب في رضاعة الكبير

২০৫৮ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ مَسْرُوقٍ . عَنْ عَائِشَةَ . الْمَعْنٰى وَاحِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ . قَالَ حَفْصٌ : فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ . وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ . ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ : انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ . فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

তরজমা --

বয়স্ক ব্যক্তির দুধপান সম্পর্কে

২০৫৮। হযরত আয়েশা (রা.) হতে একই রকম (শু'বা ও সাওরী বর্ণিত হাদীসের মত) হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট এমন সময় হাজির হন, যখন তাঁর নিকট একজন পুরুষ লোক ছিল। রাবী হাফ্স বলেন, এটা তাঁর নিকট খুবই অপছন্দনীয় মনে হয় এবং তাঁর চেহারা মোবারক (রাগের কারণে) পরিবর্তিত হয়। অতঃপর রাবী (হাফ্স ও মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর) একমত হয়ে বর্ণনা করেন যে, তখন তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইনি আমার দুধভাই। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে সুযোগ দিবে। বস্তুত শিশুকালে একই সংগে দুধপান, যা ক্ষুধা নষ্ট করে- এর দ্বারা দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

তাশরীহ --

قوله : فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

অর্থাৎ দুধপানের কারণে বিবাহের যে অবৈধতা প্রমাণিত হয় তা সে সময়ে দুধ পান করলে হবে যে সময় দুধ পান করে শিশু শারিরীক দিক দিয়ে বর্ধিত হয়।

ইমাম আযম আবূ হানীফা র. এর মতে এই সময়কাল হচ্ছে শিশুর জন্মের পর থেকে আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার বিশিষ্ট শাগরিদ ইমাম আবূ ইউসুফ র. ও ইমাম মুহাম্মদ র. সহ অন্যান্য ফিকাহ বিদগণের মতে মাত্র দুই বছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করলে বিয়ের অবৈধতা প্রমাণিত হবে। তাই কোন শিশু যদি এ বয়সের পর কোন স্ত্রী লোকের দুধ পান করে তাহলে এতে দুধ পান জনিত অবৈধতা প্রমাণিত হবে না। ইমামে রাব্বানী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী, মুফতী কিফায়াতুল্লাহ, মুফতী মুহা. শফী, আল্লামা যফর আহমদ উসমানী, মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী প্রমুখ ফেকাহবিদদের এটিই অভিমত। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.)ও বেহেশতী জেওরে এ অভিমত পোষণ করেছেন। কিন্তু তিনি বয়ানুল কুরআনে লিখেছেন–

اگرچہ فتویٰ جمہور کے قول پر ہے مگر عمل میں احتیاط کرنا بہتر ہے کہ ڈھائی سال کی مدت کے اندر جس بچہ کو دودھ پلایا گیا ہو اس سے مناکحت میں احتیاط برتی جائے۔ (بحوالہ، معارف القرآن ۲/۸۰٦)

অর্থাৎ যদিও ফতওয়া জমহুর ফেকাহাবিদগণের উক্তির (দুই বৎসর) উপর। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সর্তকতা উত্তম। তাই যে শিশুকে দুই বৎসরের পর আড়াই বৎসর পূর্ণ হওয়া পূর্ব পর্যন্ত দুধ পান করানো হয়েছে, বিয়ের ব্যাপারে তার সাথে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

আযীযুল ফাতাওয়া, ফাতাওয়া দারুল উলুম, ফাতাওয়া রহীমিয়া ইত্যাদি গ্রন্থে সতর্কতা মূলক শেষোক্ত অভিমত পোষণ করা হয়েছে।

٢٠٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ. أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ. حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي مُوسَى. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: لاَ رِضَاعَ إِلاَّ مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ تَسْأَلُونَا وَهٰذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ.

٢٠٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ. عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلاَلِيِّ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. وَقَالَ: أَنْشَزَ الْعَظْمَ

তরজমা --

২০৫৯। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুধপান করানোর অর্থই হল (পানকারীর) অস্থি মজবুত করানো এবং গোশ্‌ত বৃদ্ধি করা। তখন আবু মূসা আল্-আশ্‌আরী (রা.) বলেন, আমাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করো না, বরং এ ব্যাপারে তোমরাই বেশী ওয়াকিফ্‌হাল।

২০৬০। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী (ওয়াকী) বলেন, এর দ্বারা হাড় শক্ত করানো হয়।

তাশরীহ --

قوله: لاَ رِضَاعَ إِلاَّ مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

অর্থাৎ দুধপানের কারণে বিবাহের যে অবৈধতা প্রমাণিত হয় তা সে সময়ে দুধ পান করলে হবে যে সময় দুধ পান করে শিশু শারিরীক দিক দিয়ে বর্ধিত হয়। **দুধ পান সংক্রান্ত কিছু মাসআলা নিম্নে দেওয়া হল**

মাসআলা ঃ-১

যেমনিভাবে স্তন্যদায়িনী মাতার সন্তানদের সাথে স্তন্যপায়ী সন্তানের বিবাহ হারাম তেমনি অন্য কারো সন্তান এমহিলার দুধপান করলে তার সাথেও বিবাহ হারাম হয়ে যায়। সে সন্তানও এ শিশুর দুধ ভাই হয়ে যায়। (ফাতওয়া হিন্দিয়া ১/৩৪৩, রদ্দুল মুখতার ৩/৩১)

মাসআলা ঃ-২

এরূপ দুধ ভাই বোনের আপন মায়ের সাথে বিবাহ বৈধ তেমনি অপন বোনের দুধ মায়ের সাথেও বিবাহ বৈধ। (মা'আরিফুল কুরআন ২/৩৫৯)

মাসআলা ঃ-৩

নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মুখে বা নাকের মাধ্যমে দুধ শিশুর পেটে প্রবেশ করালে দুগ্ধজনিত সম্পর্ক স্থাপিত হবে। অন্য কোনো উপায়ে শিশুর পেটে দুধ প্রবেশ করানো হলে এ সম্পর্ক স্থাপিত হবে না এবং এ কারণে বিবাহও হারাম হবে না যেমন ইনজেকশনের সাহায্যে দুধ প্রবেশ করানো হলে। (মা'আরিফুল কুরআন ২/৩৬০)

মাসআলা ঃ-৪

দুধ যদি ঔষদের সাথে কিংবা গরু, বকরী, মহিষের দুধের সাথে মিশিয়ে সেবন করানো হয় তাহলে যদি মহিলার দুধ অন্য দুধ বা ঔষধ থেকে পরিমাণে সমান বা বেশি হয় তাহলে দুধজনিত অবৈধতা প্রমাণিত হবে আর যদি তা কম হয় তাহলে বিবাহ হারাম হবে না। (মা'আরিফুল কুরআন ২/৩৬০)

باب فيمن حرم به

٢٠٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِي فُضْلًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَرْضِعِيهِ فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ

তরজমা --

বয়স্ক (দুধপানকারী) ব্যক্তির জন্য যা অবৈধ

২০৬১। হযরত আয়েশা (রা.) ও উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। নিশ্চয় আবূ হুযায়ফা ইব্ন উত্বা ইব্ন রাবীআ ইব্ন আব্দ শামস সালেমকে পালক পুত্র হিসাবে লালন পালন করেন এবং তার সাথে তার ভ্রাতুষ্পুত্রী হিন্দ বিন্তুল ওয়ালীদ ইব্ন রাবী'আর বিয়ে দেন। আর সে ছিল একজন আনাসর মহিলার আযাদকৃত গোলাম। যেমন আল্লাহর রাসূল ﷺ যায়িদকে পালক পুত্র হিসাবে লালন পালন করেন। জাহিলিয়াতের যুগের প্রথা ছিল কাউকেও পালক পুত্র হিসাবে লালন পালন করা হলে লোকেরা তাকে তার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকতো এবং সে তার উত্তরাধিকারী হত। অতঃপর কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ "তোমরা তাদের ডাকবে তাদের প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কিত করে তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং তোমাদের আযাদকৃত দাস"। কাজেই, তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার সহিত সম্পর্কিত করবে। আর যদি কারো পিতৃ পরিচয় জানা না যায়, তবে সে দীনী ভাই ও আযাদকৃত দাস হবে। অতঃপর সাহ্লা বিন্ত সুহায়েল ইব্ন উমার আল্-কুরায়েশী, পরে আল্-আমিরী যিনি আবূ হুযায়ফার স্ত্রী ছিলেন, আসেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা সালেমকে আমাদের পুত্র হিসাবে গণ্য করি। আর সে আমার সাথে এবং আবু হুযয়ফার সাথে আমার ঘরে (আমাদের সন্তান হিসাবে) লালিত পালিত হয়েছে। আর সে আমাকে একই বস্ত্রের মধ্যে দেখেছে। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা এদের সম্পর্কে যা অবতীর্ণ করেছেন, তা আপনি বিশেষভাবে জানেন। এখন তার সম্পর্কে আপনি কি নির্দেশ দেন? নবী করীম ﷺ তাকে বলেন, তাকে পাঁচবার তোমার দুধপান করাও তাতে তুমি তার দুধ-মাতা হিসাবে গণ্য হবে। অতঃপর তিনি তাকে পাঁচবার দুধ পান করান এবং তিনি তার দুধমা হিসাবে গণ্য হন। এই কারণেই আয়েশা (রা.) তাঁর বোনের ও ভাইয়ের মেয়েদের ও ছেলেদেরকে পাঁচবার দুধ পান করাতে নির্দেশ দিতেন যারা তাকে ভালবাসতেন, যাতে তিনি তাদের সাথে দেখা করতে পারেন। কিন্তু উম্মে সালামা (রা.) ও নবী করীম ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ এ বয়সে দুগ্ধ পানকারীগণকে নিজেদের নিকট আসতে বাঁধা দিতেন, বরং তারা ছোট বেলার দুধপান করাকেই প্রাধান্য দিতেন (বয়স্ক ব্যক্তির নয়)। আর আমরা আয়েশা (রা.) সম্পর্কে বলতাম আল্লাহ্র শপথ! আমাদের জানা নাই, সম্ভবতঃ এটা (সালেমের ব্যাপারটি) নবী করীম ﷺ-এর পক্ষ হতে বিশেষভাবে অনুমোদিত ছিল, যা অন্যদের জন্য নয়।

باب هل يحرم ما دون خمس رضعات

٢٠٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقُرْاٰنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ . ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ . فَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

٢٠٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ.

باب في الرضخ عند الفصال

٢٠٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعَةِ ؟ قَالَ : الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ . قَالَ النُّفَيْلِيُّ : حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيُّ وَهٰذَا لَفْظُهُ

باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

٢٠٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلاَ تُنْكَحُ الْكُبْرٰى عَلَى الصُّغْرٰى ، وَلاَ الصُّغْرٰى عَلَى الْكُبْرٰى.

তরজমা ---

পাঁচবারের কম দুধপানে হুরামত প্রতিষ্ঠিত হবে কি?

২০৬২। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ পাক কুরআনে যা নাযিল করেছেন, তাতে দশবার দুগ্ধ পান করা হলে হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর পাঁচবার দুধপান করানো হুরমাতের জন্য নির্ধারিত হয় এবং পূর্বোক্ত নির্দেশ রহিত হয়। অতঃপর নবী করীম ﷺ ইন্তিকাল করেন এবং এর কিরআত বাকী থাকে।

২০৬৩। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একবার বা দু'বার দুধ চোষার কারণে হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হয় না।

দুগ্ধপান ত্যাগের সময় বিনিময় দেয়া

২০৬৪। হযরত হিশাম ইব্ন উরওয়া (রহ.) তাঁর পিতা হাজ্জাজ ইব্ন হাজ্জাজ হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি বলি, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার উপর দুধপানের জন্য হক (দেয়) কি? তিনি বলেন, আল্-গুররা দাস অথবা দাসী (দিতে হবে)।

যে সমস্ত নারীকে একত্রে বিবাহ করা হারাম

২০৬৫। হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা কোন স্ত্রীলোককে তার ফুফুর সাথে অথবা ফুফুকে তার ভাইয়ের মেয়ের সাথে একত্রে বিয়ে করবে না। আর কোন স্ত্রীলোককে তার খালার সাথে অথবা খালাকে তার বোনের মেয়ের সাথে একত্রে বিয়ে করবে না। আর তোমরা বড় (বোন)-কে, ছোট (বোনের) উপর এবং ছোট (বোন)-কে বড় (বোনের) উপর (অর্থাৎ দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করবে না।

٢٠٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ . أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ . يَقُولُ . نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا .

٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ . عَنْ خُصَيْفٍ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ . وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ .

তরজমা ---

২০৬৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন স্ত্রীলোকে তার খালার সাথে এবং কোন স্ত্রীলোককে তার ফুফুর সাথে একত্রে বিয়ে করতে বারন করেছেন।

২০৬৭। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোন স্ত্রীলোকের সাথে তার খালা ও ফুফুকে এবং দু'জন খালা এবং দু'জন ফুফুকে একত্রে বিয়ে করাকে অবৈধ বলে অপছন্দ করতেন।

তাশরীহ ---

قوله : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا .

মুহাররামাতে মুআক্কাতা তথা যে সকল নারী সাময়িক হারাম

১. المحصنت من النساء অপরের বিবাহ বান্ধনে অবদ্ধ নারী, যতদিন সে অপরের স্ত্রী থাকবে তাকে বিবাহ করা হারাম। অবশ্য যদি তার স্বামী মারা যায় কিংবা তাকে তালাক দেয় এবং তার ইদ্দত পালন শেষ হয়ে যায় তাহলে তাকে বিবাহ করা যাবে। ইদ্দত চলাকালীন সময়ও তাকে বিবাহ করা যাবে না। এবং করা হলে তা শুদ্ধ হবে না। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৮০, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া)

২. وان تجمعوا بين الاختين একবোন বিবাহ বন্ধনে থাকা অবস্থায় অপর বোনকে বিবাহ করা হারাম। চাই সহোদর বোন হোক বা বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় কিংবা তার দুধবোন হোক। অবশ্য এক বোনকে তালাক দেয়া হলে আর তার ইদ্দত পালন শেষ হয়ে গেল বা তার মৃত্যু হলে অপর বোনকে বিবাহ করা যাবে।

৩. স্বীয় স্ত্রীর ফুফু, খালা, ভ্রাতুস্পুত্রী, ভাগিনী কন্যাকে স্ত্রী থাকাকালিন অবস্থায় বিবাহ করা হারাম অবশ্য যদি স্ত্রী ইনতেকাল হয়ে গেলে বা তাকে তালাক দেয়া হলে আর তাই ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে তাদের বিবাহ করা যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

অর্থাৎ কোনো নারী ও তার ফুফুকে একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখা যাবে না। তেমনি কোনো নারী ও তার খালাকে বিবাহ বন্ধনে একত্রিত করা যাবে না। (সহীহ বুখারী ২/৭৬৬)

৪. এমন দুই নারীকে একসাথে বিবাহ বন্ধনে রাখা যাবে না যাদের একজনকে পুরুষ ধরা হলে তাদের পরস্পরে বিবাহ জায়েজ হবে না। (মা'আরিফুল কুরআন ২/৩৬২)

٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} . قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ . فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا . فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ . فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ . وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ . وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هٰذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَتْ وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ فِيهَا {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْآخِرَةِ {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ قَالَ يُونُسُ وَقَالَ رَبِيعَةُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قَالَ يَقُولُ اتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ فَقَدْ أَحْلَلْتُ لَكُمْ أَرْبَعًا.

তরজমা --

২০৬৮। হযরত ইব্‌ন শিহাব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের (রা.) বলেছেন যে, একদা তিনি নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা.)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "আর যদি তোমরা ইয়াতীমদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না বলে ভয় কর, তবে তোমরা (ইয়াতীম ব্যতীত) অন্য যে কোন স্ত্রীলোকদের খুশীমত বিবাহ কর।" তিনি (আয়েশা) বলেন, হে আমার বোনের পুত্র! ঐ ইয়াতীমরা (স্ত্রীগণ) তার মুরুব্বীর ঘরে অবস্থান করে এবং তার মালের অংশীদার হয়। অতঃপর সে ব্যক্তি তার সম্পদ ও সৌন্দর্য দর্শনে অভিভূত হয়। তখন তার ওলী (মুরুব্বী) তার প্রতি ইনসাফ প্রদর্শন না করে তাকে বিয়ে করতে চায় এবং সে অন্য স্ত্রীলোককে যা দিতে চায়, তার চাইতে তাকে কম (মোহর) দিতে ইচ্ছা করে। কাজেই এদের সাথে ইনসাফের সাথে ব্যবহার করা উচিত এবং তাদের উচিত প্রাপ্য (মোহর) দেয়া দরকার। তারা ছাড়া অন্য যে কোন পছন্দনীয় স্ত্রীলোককে (যে কোন মোহরে) বিয়ে করতে পারবে। রাবী উরওয়া (রহ.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, অতঃপর লোকেরা উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাস করতে থাকলে ঃ পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তা'য়ালা এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ আর তারা আপনাকে স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন, আল্লাহ্ ইহাদের ব্যাপারে সমাধান দিয়েছেন : আর ইয়াতীম মহিলাদের ব্যাপারে কুরআনের মধ্যে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা হল, তাদের জন্য যে মোহর নির্দ্ধারিত, তা তোমরা দাও না, অথচ তোমরা তাদের বিয়ে করতে পছন্দ কর। তিনি (আয়েশা) বলেন, আর আল্লাহ তাদের সম্পর্কে প্রথম আয়াতে (কুরআনে) যা বর্ণনা করেছেন, তা হল, যদি তোমরা ইয়াতীম স্ত্রীলোকদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না বলে ভয় কর, তবে তোমাদের খুশীমত, তোমরা অন্য স্ত্রীদেরকে বিবাহ কর। আয়েশা (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক বর্ণিত দ্বিতীয় আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা হল, আর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে পছন্দ কর, এই পছন্দ তোমাদের কারও ঐ ইয়াতীম সম্পর্কে, যে তোমাদের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং তার ধন সম্পদ এবং সৌন্দর্য ও কম থাকে। কাজেই ইয়াতীমদের মাল ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদেরকে বিবাহ করতে বারন করা হয়েছে, এবং ইনসাফের সাথে তাদের প্রতি স্বতঃস্ফুর্তভাবে আকর্ষিত হতে বলা হয়েছে।

٢٠٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ . حَدَّثَنِي أَبِي . عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيُّ . أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ . حَدَّثَهُ . أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ . فَقَالَ لَهُ : هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : لاَ . قَالَ : هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمُ اللهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لاَ يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى يُبْلَغَ إِلَى نَفْسِي . إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذٰلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هٰذَا . وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ . فَقَالَ : إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي . وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا قَالَ : ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ . قَالَ : حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً . وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا . وَلٰكِنْ وَاللهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا

٢٠٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ عُرْوَةَ . وَعَنْ أَيُّوبَ . عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ . بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ : فَسَكَتَ عَلِيٌّ عَنْ ذٰلِكَ النِّكَاحِ

তরজমা --

২০৬৯। হযরত আলী ইব্‌ন হুসায়েন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁরা যখন হুসায়েন ইব্‌ন আলীর (রা.) শাহাদাতের সময় ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়ার নিকট হতে মদীনায় আসেন; তখন তাঁর সাথে আলমুসাওওর ইব্‌ন মাখরামার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার কি আমার নিকট কোন প্রয়োজন আছে, যা সম্পাদনের জন্য আপনি আমাকে নির্দেশ দিবেন? তিনি (আলী) বলেন না। তখন তিনি (মুসাওওর) বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরবারিটি আমাকে দান করবেন? কেননা আমার ভয় হয়, হয়ত লোকেরা তা আপনার নিকট হতে কেড়ে নিবে। আর আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আপনি তা আমাকে দেন, আমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা কেউই নিতে পারবে না।

(রাবী কিরমানী বলেন) আলী ইবনে তালেব (রা.), ফাতিমার (রা.) জীবদ্দশায় আবু জেহেলের কন্যা বিয়ের উদ্দেশ্যে পয়গাম পাঠান। এই সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে লোকদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা দেয়ার সময় এ সম্পর্কে বলতে শুনি, আর এই সময় আমি সাবালক ছিলাম। তিনি বলেন, নিশ্চয় ফাতিমা আমা হতে। আর আমি এরূপ ভয় করি যে, সে এর ফলে ঈর্ষানলে জ্বলতে থাকবে। (কেননা এটাই মেয়েদের স্বভাব) অতঃপর তিনি বনী আবদুশ শামসের সাথে তাঁর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন এবং তাদের সদ্ব্যবহারের কথাও তিনি বিশেষভাবে বলেন। অতঃপর, তিনি বলেন, তারা আমার সাথে যা বলেছিল, তা সত্যে পরিণত করেছিল এবং আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিল, তা পূর্ণ করেছিল। আর আমি এমন ব্যক্তি নই যে, কোন কিছু বৈধ করতে পারি বা হারাম করতে পারি। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্‌র রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহ্‌র দুশমনের কন্যা, একই ঘরে কখনো একত্রিত হতে পারে না।

২০৭০। হযরত ইব্‌ন আবু মুলায়কা পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, রাবী মুসাওওর বলেছেন, তখন আলী (রা.) ঐ বিয়ের সংকল্প ত্যাগ করেন।

٢٠٧١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ . وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَعْنَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ . حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ . أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ . حَدَّثَهُ . أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ . ثُمَّ لَا آذَنُ . ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا . وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ

باب في نكاح المتعة

٢٠٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ . عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

٢٠٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ . عَنْ أَبِيهِ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ.

তরজমা ---

২০৭১। হযরত আল্ মুসাওওর ইব্ন মাখ্রামা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় বনী হিশাম ইব্ন মুগীরা (আবূ জেহেলের চাচা) তাদের কন্যাকে আলী ইব্ন আবু তালিবের (রা.) সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য অনুমতি চাচ্ছে। তাদের এ ব্যাপারে অনুমতি নাই, অনুমতি নাই, অনুমতি নাই। অবশ্য যদি (আলী) ইব্ন আবূ তালিব (রা.) আমার কন্যাকে তালাক দেয়, তবে সে তাদের কন্যা গ্রহণ করতে পারে। কেননা, আমার কন্যা আমারই অংশ। আর তাকে যা কষ্ট ও দুঃখ দিবে তা আমাকেও ব্যথিত করবে। হাদীসের এই অংশটি بطريق تحديث আহ্মাদ হতে বর্ণিত (আর কুতাইবা হতে بطريق عنعنه বর্ণিত।)

মুত্'আ বা ভোগ বিবাহ

২০৭২। হযরত যুহ্রী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমার ইব্ন আবদুল আযীযের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এই সময় আমরা মুত্'আ বিবাহ সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করতে থাকাকালে জনৈক ব্যক্তি যার নাম ছিল রাবীআ' ইব্ন সাবুরা তিনি বলেন, আমি যখন আমার পিতার কাছে ছিলাম, তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় এরূপ করতে (মুত্'আ বিবাহ) বারন করেন।

২০৭৩। হযরত রাবীআ ইব্ন সাবুরা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত্'আ বিয়ে হারাম করেছেন।

তাশরীহ ---

قوله: باب في نكاح المتعة

ونكاح المتعة هو النكاح إلى أجل، فإذا جاء الأجل انتهى العقد، وقد كان ذلك سائغاً ثم نسخ وصار محرما لا يجوز فعله.

باب في الشغار

٢٠٧٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . كِلَاهُمَا . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ . زَادَ مُسَدَّد . فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ . وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ

٢٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا أَبِي . عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ . حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ . أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ . أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ . وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا . وَقَالَ فِي كِتَابِهِ : هٰذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم .

باب في التحليل

٢٠٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ . عَنْ عَامِرٍ . عَنِ الْحَارِثِ . عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . قَالَ إِسْمَاعِيلُ : وَأُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ . وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .

তরজমা --

মোহর নির্দ্ধারণ ছাড়া এক বিবাহের পরিবর্তে অন্য বিবাহ

২০৭৪। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার করতে বারন করেছেন।

রাবী মুসাদ্দাদ তার বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আমি নাফে'কে জিজ্ঞাসা করি, শিগার কি? তিনি বলেন, কেউ যদি কারো মেয়েকে বিয়ে করে এই শর্তে যে সে তার মেয়েকে এর পরিবর্তে তার নিকট বিবাহ দিবে মোহর নির্দ্ধারণ ব্যতীত। কিংবা কেউ যদি কারও বোন বিবাহ করে, আর সেও তার সহিত নিজের বোন বিবাহ দেয় মোহর ব্যতীত। (অর্থাৎ একের বিয়ে পরিবর্তে বিনা মোহরে অপরের বিবাহ সম্পাদনকে শিগার বলে। অন্ধযুগে আরবে এরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল।)

২০৭৫।হযরত ইব্‌ন ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আবদুর রহমান ইব্‌ন হুরমুয আল-আরাজ বলেছেন যে, আব্বাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস আবদুর রহমান ইব্‌ন হাকামের সাথে তাঁর মেয়েকে বিয়ে দেন আর আবদুর রহমান তাঁর বোনকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন এবং তাঁর উভয়ই কোন মোহর ধার্য করেন নাই। তখন মু'আবিয়া (রা.) মই মর্মে নির্দেশ দেন যে, সে যেন উভয়ের বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং তিনি (মুআবিয়া) তাঁর পত্রে উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার বারন করেছেন।

তাহ্‌লীল বা হালাল করা

২০৭৬। হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইসমাঈল বলেছেন, তিনি আমার ধারণা যে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মারফু'আন্ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে আর যে স্বামী তালাক দেওয়ার পর পুনরায় গ্রহণের ইচ্ছায় তাকে অন্যের নিকট বিয়ে দিয়ে তার জন্য হালাল করে লয়, তারা উভয়েই অভিশপ্ত।

٢٠٧٧- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ . عَنْ خَالِدٍ . عَنْ حُصَيْنٍ . عَنْ عَامِرٍ . عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ . عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَرَأَيْنَا أَنَّهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ

باب في نكاح العبد بغير إذن سيده

٢٠٧٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . وَهٰذَا لَفْظُ إِسْنَادِهِ . وَكِلَاهُمَا . عَنْ وَكِيعٍ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ . عَنْ جَابِرٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ . فَهُوَ عَاهِرٌ.

٢٠٧٩- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ . حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هٰذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

باب في كراهية ان يخطب الرجل على خطبة اخيه

٢٠٨٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

٢٠٨١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ . وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ . إِلَّا بِإِذْنِهِ.

তরজমা ----------

২০৭৭। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত। রাবী শা'বী (র ধারণা, তিনি হলেন আলী (রা.), যিনি নবী করীম (সা) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মালিকের অনুমতি ছাড়া কোন ক্রীত দাসের বিবাহ করা

২০৭৮। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি কোন

২০৭৯। হযরত ইব্ন উমার (রা.) নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেছেন, যদি কোন গোলাম তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত কাউকে বিয়ে করে, তবে তার বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে।

এক ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্য ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া মাকরূহ

২০৮০। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব না দেয়।

২০৮১। হযরত ইবন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। আর কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়ের সময়ে ক্রয় না করে; অবশ্য সে যদি অনুমতি দেয় তবে সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

باب في الرجل ينظر الى المراة وهو يريد تزويجها

٢٠٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ . عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ . عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ . فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ . قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

باب في الولي

٢٠٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا . فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا . فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

٢٠٨٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ . عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . عَنْ عُرْوَةَ . عَنْ عَائِشَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

তরজমা ---

বিয়ের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির পাত্রী দেখা

২০৮২। হযরত জাবির ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন স্ত্রীলোককে বিয়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব পাঠাবে, তখন যদি তার পক্ষে সম্ভব হয়, তবে সে যেন তার বংশ, মাল ও সৌন্দর্য ইত্যাদি দেখে নেয়, যা তাকে বিয়েতে উৎসাহ দেয়।

রাবী বলেন, অতঃপর আমি জনৈকা কুমারীকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দেই এবং আমি গোপনে তাকে দেখি, এমন কি তার চেহারাও দেখি, যা আমাকে তার সাথে বিবাহে প্রলুব্ধ করে। অতঃপর আমি তাকে বিয়ে করি।

ওলী বা অভিভাবক

২০৮৩। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি কোন স্ত্রীলোক তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কাউকে বিয়ে করে তবে তার বিয়ে বাতিল (পরিত্যক্ত) হবে। আর তিনি এই উক্তিটি তিনবার উচ্চারণ করেন। আর সে যদি তার সাথে সহবাস করে তবে ঐ সহবাসের কারণে তাকে পূর্ণ মোহর দিতে হবে। আর উভয় পক্ষের অভিভাবকরা যদি এ সম্পর্কে মতবিরোধ করে তখন দেশের সরকার তার অভিভাবক হবে। কেননা, যার কোন অভিভাবক নাই, দেশের সরকারই তার অভিভাবক।

২০৮৪। হযরত আয়েশা (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে, পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, জাফর ইবনে শিহাব যুহরী (রহ.) থেকে হাদীস শুনেন নাই, বরং যুহরী তাকে লিখেছিলেন।

قوله: باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

বিয়ের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির পাত্রী দেখা ঃ

জেনে রাখা দরকার যে পাত্র পাত্রী পরস্পরকে সরাসরি দেখার ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয় শরয়ী নির্দেশনা রয়েছে, নিম্নে তা পেশ করা হল।

১. বিয়ের উদ্দেশ্যে কেবল পাত্রই পাত্রীকে দেখতে পারবে। পাত্র পক্ষের অন্য কেনো পুরুষ পাত্রীকে দেখতে পারবে না। যেমন পাত্রের পিতা, চাচা, মামা, অন্য কোনো বন্ধু বান্ধক কেউই পাত্রী দেখতে পারবে না। পাত্রী দেখার সময় তাদের কেউ পাত্রের সাথে থাকতে পারবে না। তাদের জন্য পাত্রী দেখা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও হারাম। বলা বাহুল্য আমাদের সমাজে প্রায়ই দেখা যায় পাত্রের পিতা ও অন্যান্য নিকটাত্মীয় পাত্রের সাথে কিংবা আলাদা পাত্রী দেখে থাকে এবং পাত্রী পক্ষ তাদের কেও পাত্রী দেখানোর ব্যবস্থা করে থাকে, যা গুনাহে কাবীরা। সম্পূর্ণ অবৈধ। (মুসনাদে আহমাদ হাদীস ২৩৬০২)

২. পাত্র-পাত্রীর শুধু হাত কব্জি পর্যন্ত পা টাখনু পর্যন্ত এবং মুখমণ্ডল দেখতে পারবে। এর বেশি কোনো অংশ সে আবরণ ছাড়া দেখতে পারবে না। এসব অঙ্গের প্রতি সে বার বার তাকাতে পারবে। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করার জন্য ও বিবেচনা করার জন্য সে দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়ে থাকতে পারবে। কাপড়ের উপর দিয়ে সে মাথা হতে পা পর্যন্ত শরীরের উপর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেরাতে পারবে। আমাদের সমাজে কনের মাথার কাপড় ফেলে দিয়ে চুল দেখানোর যে প্রচলন আছে তা নিতান্তই ভুল ও শরীয়ত নিষিদ্ধ। শরহে মুসলিম (নববী) ১/৪৫৬, বযলুল মাজহুদ ৩/২২৮, মেরকাত ৬/২৫১)

৩. পাত্র পাত্রী পরস্পর কথা বলতে পারবে। একে অপরের সম্পর্কে জানতে পারবে, জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে, কিন্তু কোনো অংশ স্পর্শ করতে পারবে না। কোনে কোনো এলাকায় কনের হাত স্পর্শ করে দেখার যে প্রচলন আছে না নাজায়েজ। কারণ হাদীস শরীফে শুধু দেখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। স্পর্শ করার নয়। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩৭০)

৪. পাত্রীর কোনো মাহরাম পুরুষের উপস্থিতি ছাড়া কোনো নির্জন স্থানে বা ঘরে পাত্র-পাত্রী একত্রিত হতে পারবে না। নির্জন স্থানে একত্রিত হওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় খালওয়াত বলে। বিয়ের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর জন্যও খালওয়াত নিষিদ্ধ। সুনানে তিরমিযী ১/২২১
তেমনি পাত্রীর সাথে পাত্রী পক্ষের কোন না মাহরাম পুরুষও পর্দাহীনভাবে থাকতে পারবে না।

৫. পাত্র-পাত্রী উভয়েই স্বাভাবিক সাজসজ্জা করতে পারবে, যা শ্রী বর্ধনে সাহায্য করে। (সহীহ বোখারী ২/৫৬৯) তবে এমন সাজসজ্জা করতে পারবে না, যাতে শরীরের প্রকৃত রূপ ও আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায় এবং অপর পক্ষ প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যেমন বয়স্ক হওয়ার কারণে পাত্রের গোঁফ দাড়ি চুল সাদা হয়ে গেছে কিন্তু কালো কলপ মেখে যুবক সেজে উপস্থিত হল। উদ্দেশ্য যেন পাত্রী পক্ষ তাকে যুবক মনে করে, কেননা প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পেলে হয়ত পাত্রী পক্ষ বিয়েতে রাজি হবে না। এমন সাজসজ্জা করা নাজায়েজ। হযরত ওমর রা. এর নিকট এমন ঘটনা পেশ করা হলে তিনি বিয়ে ভেঙ্গে দেন এবং পাত্রকে এই বলে শাস্তি দেন যে তুমি ধোকা দিয়েছো।

তদ্রূপ পাত্রীও মেকাপ বা প্রসাধন সামগ্রী দ্বারা এমনভাবে সজ্জিত হতে পারবে না, যাতে পাত্রীর কালো শ্যাম বর্ণের শরীর ফর্সা ও উজ্জল দেখায়।

উদাহরণ সরূপ পাত্রীর ঠোঁট কালো। সে এমনভাবে লিপস্টিক ব্যবহার করলো যে, পাত্র কোনো ভাবেই তার ঠোঁট কালো বুঝতেই পারলো না। অথবা পাত্রী বেঁটে প্রকৃতির কিন্তু হাইহিল জুতা পড়ে শাড়ি ঝুলিয়ে পাত্রের সম্মুখে এমনভাবে আসল যে পাত্র তাকে দীর্ঘ দেহিনী মনে করলো এবং বেঁটে প্রকৃতির হওয়ার বিষয়টি বুঝতেই পারলো না এ সবই ধোকার অন্তর্ভুক্ত। তাই এসব পন্থা অবলম্বন করা হারাম।

মহিলাদের দ্বারা পাত্রীর খোজ খবর নেয়া

অভিজ্ঞ ও বিশস্থ মহিলা দ্বারাও এ কাজটি করা যেতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পাত্রী দেখার কাজে মহিলা পাঠানোও প্রমাণিত আছে। হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

ان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اراد ان يتزوج امرأة فبعث بامرأة لتنظر اليها ـــ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক মহিলাকে বিবাহের ইচ্ছা পোষণ করলে, তাকে দেখে আসার জন্য এক মহিলাকে প্রেরণ করেন। সুনানে বাইহাকী ৭/১৩৩

কোন পাত্র যদি মহিলাদের দেখা দ্বারাই সন্তুষ্ট হয়ে যায়, তাহলে পাত্র কর্তৃক সরাসরি পাত্রী না দেখাতেও শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষের কিছু নেই। কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে পাত্র কর্তৃক পাত্রী দেখা বৈধ। ক্ষেত্রে বিশেষ মুস্তাহাব। ফরজ ওয়াজিব তথা বাধ্যতামূলক কোনো বিষয় নয়। হ্যাঁ পাত্র প্রয়োজন বোধ করলে সরাসরি পাত্রী দেখতে পারে। পাত্রের এ সরাসরি দেখা গোপনে তথা পাত্রী বা পাত্রী পক্ষের অজ্ঞাতসারেও হতে পারে। কেননা কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাত্রীর অজ্ঞাতসারে দেখা প্রমাণিত রয়েছে।

প্রস্তাব করে পাত্রী দেখা

আর যদি কেউ প্রস্তাব করে সরাসরি দেখতে চায় তাও শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষনীয় নয়। কেননা একাধিক সাহাবী থেকে প্রস্তাব করে দেখার বিষয়টিও সুপ্রমাণিত, হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

اتيت النبى صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فذكرت له امرأة اخطبها قال اذهب، فانظر اليها، فانه احرى نيؤدم بينكما قال فاتيت امرأة من الانصار، فخطبتها إلى ابويها واخبرتهما بقول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فكانهما كرها ذلك قال فسمعت تلك المرأة وهى تقول ان كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ امرك بذالك ان تنظر، فانظر والا فانى انشدک، كانها اعظمت ذالک قال فنظرتها اليهافتزوجتهافذكرمن موافقتها ـــ

অর্থাৎ আমি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে একটি মেয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ব্যাপারে আলোচনা করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও তাকে দেখে নাও। কারণ তা তোমাদের মাঝে গভীর ভালবাসা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনি বললেন, আমি আনসারী মেয়ের বাড়িতে গিয়ে তার মাতা পিতার নিকট বিয়ের প্রস্তাব করি। সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশটিও শুনিয়ে দিলাম। কিন্তু তাদের কে এবিষয়ে (আমাকে মেয়ে দেখাতে) অনাগ্রহী মনে হল।

তবে মেয়েটি আমার কথা শুনে বললো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আপনাকে দেখতে আদেশ করে থাকেন। তবে আপনি আমাকে দেখুন। অন্যথায় আমি আপনাকে আল্লাহ দোহাই দিচ্ছি আপানি আমাকে দেখবেন না। মনে হচ্ছিল মেয়েটি দেখার বিষয়টিকে বড় মনে করছিল। হযরত মুগীরা রা. বলেন, অনুমতির পর আমি তাকে দেখি এবং বিয়ে করি।

হযরত মুগীরা রা. মেয়েটিকে তার খুবই মনঃপুত ও উপযুক্ত পেয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৬/১৫৬

এ ছাড়া মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর রা. হযরত আলী রা. এর কন্যা উম্মে কুলসুমকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তাকে দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

ذكر الامام عبد الرزاق ان عمر رضي الله عنه خطب إلى علي رضي الله عنه ابنته ام كلثوم وكانت قدولدت قبل وفاته صلّى الله عليه وسلّم فذكر له علي رضي الله عنه صغرها فقيل لعمر انه قد ردك فعاوده فقال انا ابعث بها اليك فان رضيتها فهي امرأتك فبعث بها اليه فكشف عن ساقيها فقالت ارسل فلولا انت امير المؤمنين لصككت عينيك وزاد ابن عمر فبعث معها برداء، وقال لها قولي له هذا الذى قلت لك عليه فقال لها عمر قولي له رضيت به فلما ادبرت كشف عن ساقيها فقالت له ماتقدم وفي رواية فلما رجعت إلى ابيها قالت له بعثني إلى شيخ فعل كذا وكذا فقال لها هو زوجك يابنية.

راجع المصنف للامام عبد الرزاق ٦/ ١٦٣

সরাসরি পাত্রী দেখার ক্ষেত্রে সতর্কতা

তবে এ ক্ষেত্রে বিয়ে না হলে অপর পক্ষের দোষ চর্চা ও হেয়প্রতিপন্ন করা থেকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। যাতে পরস্পরে মনোমালিন্য না হয় এবং পাত্রী পক্ষের জন্য সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি না হয়। তদুপরি সরাসরি দেখার বিষয়টি, অন্যান্য সমস্ত দিক থেকে চিন্তা মুক্ত ও চূড়ান্ত হওয়ার পরই হওয়া উচিত। (সর্বশেষে হওয়া উচিত) যাতে সমাজে তা ব্যপক আকার ধারণ না করে এবং একই পাত্রীকে বার বার দেখানোর প্রয়োজন সাধারণত না হয়। সর্বোপরি দেখার ক্ষেত্রে শরয়ী সীমারেখা, কঠিনভাবে মেনে চলা জরুরি।

কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয় আমাদের সমাজে এক্ষেত্রে শরয়ী নীতিমালা রক্ষা করা হয় না অভিভাবকদের কেউ পাত্র পাত্রীকে ছেড়েদেন তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী পার্ক, ক্লাব, সমুদ্র সৈকত কিংবা কোনো নিরিবিলি স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে একে অপরের সাথে পরিচিত হতে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা অবৈধ ও নিন্দনীয় হওয়ার বিষয়টি বলারই অপেক্ষা রাখেনা। আর যারা শরীয়া পালনে বদ্ধপরিকর, তাদের নিকটও পাত্রী দেখানোর বিষয়টি নানাবিধ বিকৃতির শিকার যার ফলে এতে শরয়ী নীতিমালার স্পষ্ট লংঘন হয়ে যাবে।

অনেক ওলামায়ে কেরাম পাত্রী দেখানোকে অবৈধও বলেছেন। সম্ভবত একারণেই অনেক ওলামায়ে কেরাম অনুষ্ঠানিকভাবে মেয়ে দেখানোকে অপছন্দ করেছেন, কেউ কেউ পাত্রী পক্ষের এভাবে মেয়ে দেখানোকে অবৈধও বলেছেন। যাদের মাঝে শাইখুল ইসলাম মুফতী যফর আহমাদ উসমানী মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী মুফতী মাহমূদ হাসান গঙ্গোহী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্র ঃ ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৩/২১২ আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৫২, ইলাউস সুনান ১৭/৩৮৪

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী র. ও পাত্রী পক্ষের জন্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে দেখানোকে নিরুৎসাহিত করেছেন, তাই ব্যাপকহারে এভাবে দেখানো উচিত হবে না। কিন্তু যেহেতু তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে তা ছাড়া পরিপূর্ণ পর্দাশীল পরিবারে গোপনে মেয়ে দেখা অত্যন্ত দুস্কর বরং প্রায় অসম্ভব তাই প্রস্তাব করে পাত্রী দেখতে এবং পাত্রী পক্ষের জন্য তাকে দেখাতেও দোষের কিছু নেই। তবে তা হতে হবে রুচিশীল পরিবেশে। শরয়ী নীতিমালার আলোকে। এ ক্ষেত্রে যেন শরয়ী নীতিমালা লংঘন না হয় সে দিকে সকলের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

٢٠٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ . حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ . عَنْ يُونُسَ . وَإِسْرَائِيلَ . عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهُوَ يُونُسُ . عَنْ أَبِي بُرْدَةَ . وَإِسْرَائِيلُ . عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . عَنْ مَعْمَرٍ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ . أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَهُمْ.

باب في العضل

٢٠٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ . حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ . عَنِ الْحَسَنِ . حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ . قَالَ : كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ . ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاَقًا لَهُ رَجْعَةٌ . ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا . فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَانِي يَخْطُبُهَا . فَقُلْتُ : لاَ . وَاللهِ لاَ أُنْكِحُهَا أَبَدًا . قَالَ : فَفِيَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } الْآيَةَ . قَالَ : فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ.

তরজমা ---

২০৮৫। হযরত আবূ মুসা (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে ওলী ছাড়া কোন বিবাহই হতে পারে না।

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, হাদীসের সনদ হল, ইউনুস আবূ বুরদা হতে ও ইসরাঈল আবু ইসহাক সূত্রে আবূ বুরদা হতে।

২০৮৬। হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি ইব্ন জাহাশের (উবায়দুল্লাহ্‌র) স্ত্রী ছিলেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং এই সময় হাব্‌শাতে যাঁরা হিজরত করেন, তিনি তাঁদের সাথে ছিলেন। তখন হাবশার বাদশাহ নাজাশী তাঁকে তাঁদের কাছে থাকাবস্থায় আল্লাহর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিয়ে দেন।

মহিলাদেরকে বিবাহে বাধা দেয়া

২০৮৭। হযরত মা'আকাল্ ইব্‌ন ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি ভগ্নি ছিল, যার বিবাহ সম্পর্কে আমার নিকট প্রস্তাব আসত। অতঃপর আমার চাচাত ভাইয়ের পক্ষ হতে প্রস্তাব আসলে, আমি তাকে তার সাথে বিবাহ দেই। অতঃপর সে তাকে এক তালাকে রেজ্'ঈ দেয় এবং পরে তাকে (রুজ্'আত না করাতে) পরিত্যাগ করে। এমতাবস্থায় তার ইদ্দতও পূর্ণ হয়। অতঃপর যখন অপর একজন তাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দেয়, তখন সে (আমার চাচাত ভাই) আমার নিকট এসে পুনরায় তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। এবং এতে বাধা দেয়। আমি বলি, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আর কখন তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিব না।

রাবী (মা'কিল) বলেন, তখন আমার সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হয় ঃ "যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দাও, আর সে তার ইদ্দতও পূর্ণ করে, তখন তোমরা তাদেরকে অন্য স্বামী গ্রহণে বাধা দিও না।"

রাবী (মা'কিল) বলেন, অতঃপর আমি আমার শপথ ত্যাগ করি এবং তাকে (বোনকে) পুনরায় তার সাথে বিয়ে দেই।

قوله : لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

এখানে একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা রয়েছে যা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইমাম মালেক, শাফেয়ী, ও আমহদ (রহঃ) এর মতে অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ সংঘটিত হয়না। তাই মহিলাদের বক্তব্যের দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়না।

ইমাম আবু ইউসূফ ও রমুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে মহিলাদের বক্তব্যের দ্বারাবিবাহ সংঘটিতহয়, কিন্তু সাথে সাথে এ মহিলার অভিভাবকের সন্তুষ্টি ও অনুমতি থাকা আবশ্যকীয়।

ইমাম আবু হানীফার (রঃ) মতে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মহিলাদের বক্তব্যের দ্বারা বিবাহ রহিত করে দেওয়ার অধিকার রয়েছে।

দলীলঃ হযরত ইমাম শাফেয়ী, মালিক, আহমদ (রাহিঃ) নিজেদের মতের পক্ষে প্রথমতঃ উপরোল্লেখিত হযরত আবু মুসার (রাঃ) হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকেন, যার মধ্যে হুযূর (সাঃ) স্পষ্ট ভাষায় এরশাদ করেছেন لا نكاح الا بولى

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে হযরত আয়শার (রাঃ) হাদীস

عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امراة نكحتنفسها بغير اذنوليها فنكاحها باطل فنكاحهاباطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها امثر بما تستحل منفرجها فان ا شتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له

অর্থাৎ হযরত আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (রহঃ) এরশাদ করেছেন। যে মহিলা বিবাহ করেছে নিজের অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত,তার বিবাহ অকার্যকর "রহিত"তার বিবাহ অকার্যকর,তার বিবাহ অকার্যকর। অতঃপর তার স্বামী যদি তার সাথে সঙ্গমকরে ফেলে, তবে সে মোহর পারেব। স্বামী তার যৌনাঙ্গ কে হালাল করেছে সেজন্য। অতঃপর যদি অভিভাবকগণ বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েন।তবে যার অভিভাবক নেই তার অভিভাবক হলেন "দেশের" বাদশাহ।

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) উম্মে সালামার (রাঃ) হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকেন।

دخل على النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاة ابى سلمة فخطبنى الىنفسىفقلتما رسول الله ليس احد من اوليائى شاهد فقال ليس احد من اوليائك حتضرا ولا غائبا الا ويرضانى

অর্থাৎ আবু সালামার মৃত্যুরপর নবী করীম (সাঃ) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর আমাকে বিবাহের প্রস্তব দান করলেন, তখন আমি বললাম হে আল্লহর রাসূল! (সাঃ) আমার অভিবাবকদের কেউ এখানে উপস্থিত নেই। অতঃপর হুযূর (সাঃ) বললেন, তোমার অভিভাবকদের মধ্যে থেকে উপস্থিত অনুপস্থিতে সবাই আমার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবে। (তাহাবী)

উপরোল্লোখিত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, মহিলার বক্তব্য দ্বারাবিবাহ সংঘটিতহয়েযায়। কিন্তু অভিভাবকদের সন্তুষ্টি আবশ্যকীয়।

ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) নিকট অনেক প্রমাণাদি রয়েছে যথা ঃ (১) কোরআনে কারীমের অনেক আয়াতের মধ্যেবিবাহের নিসবত মহিলাদের দিকেকরা হয়েছে যেমন ঃ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن (অর্থাৎ তখন তাদেরকে স্বামীর সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধা দান করনা।) فان طلقها فلا تحل له حتى تنكحروجا غيره (অর্থাৎ তার পর যদি সে স্ত্রীকে তৃতীয়বার তালাক দিয়ে দেয় তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর স্বামীকে বিয়ে করে না নিবে তার জন্যহালালনয় সে স্ত্রী।) فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف (অর্থাৎ তারপর যখন ইদ্দাত পূর্ণ করে নিবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতি সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই।)

উপরোল্লোখিত আয়াত সমূহের দ্বারা স্পষ্ট ভাবে বুঝে আসলযে,মহিলাদের বক্তব্যের দ্বারা বিবাহসংঘটিত হয়েযায় ।এতে অভিভাবকদের সন্তুষ্টি ও অনুমতির প্রয়োজননেই ।রবং অভিভাবক কে বলা হচ্ছে যে, মহিলাদের ব্যাপারের মধ্যেযেনহস্তক্ষেপ নাকরে।

(২) হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) হাদীস الايم احق بنفسها رواه مسلم

(৩) হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) হুরায়রার (রাঃ) হাদীস لا تنكح الايم حتى تستأمر - متفق عليه

(৪) তাহাবী শরীফে বর্ণিত হযরত আয়াশার (রাঃ) হাদীস। হযরত আয়শা (রাঃ) তাঁর ভাতিজি হাফসা বিনতেআব্দুর রহমান কে মুনজির ইবনুযযুবাইরের সাথে বিবাহ দিয়েছেন। অথচঃ হযত আব্দুর রমহান এ সময়জীবিত ছিলেন ।যদিও অনুপস্থিত ছিলেন। এখানে হযরত আয়শা না অভিভাবক ছিলেন। আর না অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণ করে ছিলেন। এতদসত্ত্বেও এ বিবাহ সংঘটিত হয়েগেছে। অতএব,বুঝা গেল যে, অভিভাবক ব্যতীত এবংঅভিভাকের অনুমতিব্যতীত শুধুমাত্র মহিলার বকএব্যর দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়ে যায়। এবংবিবেকের চাহিদা ও তাই যে, সে একজনস্বাধীন মহিলা, তাকেতার মালও আত্মার উপর যে কোন বিনিয়োগের পূর্ণ অধিকার থাকা সমুচিত ।নতুবা তার "মহিলার" স্বাধীনতার মধ্যেস্পট পড়ে যাবে।

জবাবঃ ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (রঃ) যে দুটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছিলেন তার জবাব হচ্ছে এই যে,উনাদের পেশকৃত হাদীসদ্বয় সনদ "সূত্রগতদকি' এর দিক থেকেঅনেক বিতর্কিত ।সুতরাং ইমাম তিরমিযী ও এ হাদীসের সনদের উপর আলোচনা সমালোচনা করেছেন এবংইমাম তাহাবী (রঃ) ও আলোচনা করেছেন এবং এগুলোর মুরসালহওয়ার দিককে প্রাধান্য দিয়েছেন।

দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে যে, لا نكاح এর মধ্যে لا দ্বারা বিবাহের পরিপূর্ণতার نفى করা হয়েছে এবং যদি অীভভাবক অনুচিত মনেকরেতবে এবিবাহ কে রহিত করেদিতে পারবে। অথবাঃ এর দ্বারা অপ্রাপ্তবয়স্কা এবং পাগল মহিলা উদ্দেশ্য এবং এমনমহিলার বিবাহ আবুহানীফার ।(রঃ) মতেও অভিভাবক ব্যতীত বিশুদ্ধ হবে না। অথবাঃ অভিভাবক দ্বারা ব্যাপক ভাবে অভিভাবক উদ্দেশ্য লওয়া হবে, যে, মহিলা স্বয়ং নিজে তার সত্তার অভিভাবক। সুতরাংমর্ম এ দাঁড়ালো যে, যদি মহিলা স্বয়ং রাযী,সন্তুষ্ট না হয়, তবে বিবাহ সংঘটিত হবে না। তাই এ হাদীস আমাদের বিরুদ্ধে নয়, এবংহযরত আয়শার (রাঃ) হাদীসের দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে যে, فنكاحها باطل

এর অর্থ হবে এ বিবাহ রহিত ও অকার্যকর হওয়ার ধারপ্রান্তে, উপকোলে, উপনিত। এজন্য মহিলা غير كفو "সমগোত্র ব্যতীত" অথবা মোহরে মিছলথেকে কম মোহরে বিনিময়ে যদি বিবাহ বসে পড়ে, তাহলে অভিভাবকের জন্য এ বিবাহকে রহিত করার অধিকার রয়েছে এবংস্বয়ং হযরতআয়শার (রাঃ) মত ও হল ইমাম আবু হানীফার (রাঃ) মাযহাবের ন্যায়, বিধায়হযরত আয়শা (রাঃ) আপন ভাতিজিকে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিয়ে দিয়েছেন।

অতএব, জুমহুর উলমায়ে কিরামদের বর্ণিত অর্থের প্রেক্ষিতে হাদীসবর্ণনা কারীর কথা ও কাজের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হয়ে যাবে, যা নীতি বিরোধী ব্যাপার ।আর ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর বর্ণিত ভাবার্থানুযায়ী কোনবিরোধ থাকবেনা। তাই ইহাই উত্তম হবে। অন্যদিকে আয়শার (রাঃ) হাদীসে এম ইঙ্গিত রয়েছে যার দ্বারা বুঝে আসে যে,অভিভাবক ব্যতীত শুধুমাত্র মহিলার বক্তব্যদ্বারাই বিবাহ সংঘটিত হয়ে যায়। এবং ইঙ্গিত বহনবকারীশব্দ সমূহ হচ্ছে ان دخل بها فلها المهر (অর্থাৎ যদি স্বামী এ মহিলার সাথে সঙ্গম করে নেয়, তাহলেএহমিলা মোহর পাবে) যদি বিবাহ সঠিক না হয়, তবে মোহর কেন ওয়াজিব হল?

উপরোল্লেখিত আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে,আলোচিত মাসআলারমধ্যে ইমামে আযমের (রঃ) মাযহাব প্রাধান্য। والله اعلم بالصواب

باب إذا انكح الوليان

٢٠٨٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْمَعْنَى . عَنْ قَتَادَةَ . عَنِ الْحَسَنِ . عَنْ سَمُرَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا . وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا .

باب قوله تعالى لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن

٢٠٨٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ . حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ الشَّيْبَانِيُّ . وَذَكَرَهُ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ . وَلاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . فِي هٰذِهِ الآيَةِ {لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا: إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا . وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فِي ذٰلِكَ.

٢٠٩٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ . حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ: {لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وَذٰلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا . فَأَحْكَمَ اللهُ عَنْ ذٰلِكَ وَنَهَى عَنْ ذٰلِكَ

তরজমা --

যদি কোন মেয়েকে দু'জন ওলী দু'জায়গায় বিয়ে দেয়

২০৮৮। হযরত সামুরা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন মেয়েকে দু'জন সমমানের ওলী (দুই ব্যক্তির সাথে) বিয়ে দেয়; তবে ঐ দু'ব্যক্তির মধ্যে যার সাথে প্রথমে বিয়ে হবে, সে তার স্ত্রী হবে। আর যদি কেউ কোন বস্তুকে দু'ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে তাকে এমতাবস্থায় প্রথমে যার নিকট বিক্রয় করবে সেই তার মালিক হবে।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের জন্য এটা বৈধ নয় যে, তোমরা জোর করে কোন মেয়ের মালিক হবে আর তোমরা তাদের অন্যের সাথে বিবাহে বাধা দিবে না।

২০৮৯। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) এই আয়াত সম্পর্কে "তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমারা জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হবে। আর তোমরা তাদের বাধা দিবে না" বলেছেন, (জাহেলিয়াতের যুগে) যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করত, তখন তার অভিভাবগণ তার স্ত্রীর ব্যাপারে স্ত্রীর অভিভাবকদের চাইতে বেশী হক্‌দার ছিল। কাজেই তাদের কেউ যদি তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করত, তবে সে তা করত; আর যদি তাকে বিয়ে করতে অনীহা প্রকাশ করত, তবে তাকে আটকে রাখত এবং অন্যের সাথে বিয়ে করতে দিত না। তখন আল্লাহ্ পাক এতদ্‌সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করে এই আয়াত নাযিল করেন। (এতে নারীর অধিকারে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়।)

২০৯০। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমাদের জন্য এটা বৈধ নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক কোন মহিলার মালিক হবে। আর তোমরা তাদের অন্যের সাথে বিবাহে বাধা প্রদান করবে না এই ভয়ে যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা চলে যাবে। তবে তারা যদি প্রকাশ্য ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তবে সে আলাদা ব্যাপার।" আর এই আয়াতটি নাযিলের কারণ হল, (অন্ধকার যুগে) পুরুষেরা তাদের নিকটাত্মীয়দের মৃত্যুর পর তাদের স্ত্রীদেরও মালিক হত এবং মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তাকে অন্যের সাথে বিয়ে করতে মানা করত অথবা সে (স্ত্রীলোক) তার প্রাপ্য মোহর ঐ ব্যক্তিকে দিত। আল্লাহ্ পাক উক্ত আয়াতে এরূপ করতে বারন করেছেন।

٢٠٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ . عَنْ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . مَوْلَى عُمَرَ عَنِ الضَّحَّاكِ بِمَعْنَاهُ قَالَ : فَوَعَظَ اللهُ ذٰلِكَ

باب في الاستئمار

٢٠٩٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتّٰى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ الْبِكْرُ إِلاَّ بِإِذْنِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا إِذْنُهَا قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ.

٢٠٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ . ح وحَدَّثَنَا مُوسٰى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْمَعْنٰى . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو . حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا . فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا . وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا . وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ . وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو .

٢٠٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ . حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو . بِهٰذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ فِيهِ قَالَ : فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ . زَادَ بَكَتْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَلَيْسَ بَكَتْ بِمَحْفُوظٍ وَهُوَ وَهْمٌ فِي الْحَدِيثِ الْوَهْمُ مِنَ ابْنِ إِدْرِيسَ أَوْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاَءِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ أَبُو عَمْرٍو ذَكْوَانُ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي أَنْ تَتَكَلَّمَ ؟ قَالَ : سُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا.

তরজমা ---

২০৯১। হযরত যহ্‌হাক (রা.) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা এতদসম্পর্কে নসীহত করেছেন।

মেয়েদের নিকট বিয়ের ব্যাপারে অনুমতি চাওয়া

২০৯২। হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, কোন সায়্যেবা মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া এবং কুমারী মেয়েকে তার স্বীকারুক্তি ছাড়া বিয়ে দিবে না। তখন তাঁরা (সাহাবীগণ) জিজ্ঞাসা করেন, কুমারীর স্বীকারুক্তির স্বরূপ কি? তিনি বলেন, সে যদি চুপ করে থাকে তবে তাই তার জন্য স্বীকারুক্তি স্বরূপ।

২০৯৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা ইয়াতীম (মা বাপ হারা) মেয়ের বিবাহে স্বীকারুক্তি গ্রহণ করবে। আর সে যদি চুপ করে থাকে, তবে তাই তার জন্য স্বীকারুক্তি স্বরূপ। আর সে যদি বিবাহে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তবে তার উপর কোন যুলুম করবে না। রাবী ইয়াযীদের হাদীস বাতরীকে ইখ্‌বার বর্ণিত হয়েছে।

২০৯৪। হযরত মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, যদি সে ক্রন্দন করে বা চুপ থাকে। এখানে بكت (সে ক্রন্দন করে) শব্দটি অতিরিক্ত। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, بكت শব্দটি محفوظ নয়। এটি ইবনে ইদরীস অথবা মুহাম্মাদ ইবনুল আলা হতে ওয়াহাম

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, আবু আমর ও যাকওয়ান পূর্বোক্ত হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি বলি, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! কুমারী মেয়েরা (বিবাহে) স্বীকারুক্তি করতে লজ্জাবোধ করে। তিনি বলেন, কুমারী মেয়ের চুপ থাকাই, তার জন্য স্বীকারুক্তি

٢٠٩٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ . عَنْ سُفْيَانَ . عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ . حَدَّثَنِي الثِّقَةُ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ .

باب في البكر يزوجها ابوها ولا يستامرها

٢٠٩٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ . عَنْ أَيُّوبَ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ . فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٢٠٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . عَنْ أَيُّوبَ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلًا مَعْرُوفٌ

باب في الثيب

٢٠٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ . وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . قَالَا : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ . عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا . وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا . وَهٰذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ

তরজমা ---

২০৯৫। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা মেয়েদের সাথে তাদের বিবাহের ব্যাপারে পরামর্শ করবে।

যদি কোন বাপ তার বালিগা কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়

২০৯৬। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা কুমারী (প্রাপ্ত বয়স্কা) মেয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে অভিযোগ পেশ করে যে, তার পিতা তাকে এমন এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়েছে, যে তার অপছন্দ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে তাকে ইখ্‌তিয়ার দেন। (অর্থাৎ তার স্বাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা দেন। সে ইচ্ছা করলে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে বা বহালও রাখতে পারে।)

২০৯৭। হযরত ইকরামা (রহ.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, এ বর্ণনার সনদে ইব্‌ন আব্বাসের উল্লেখ নেই। সেহেতু হাদীসটি মুরসাল।

সায়্যেবা

২০৯৮ হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : সায়্যেবা স্ত্রীলোক (নিজের বিবাহের ব্যাপারে) ওলীর চাইতে নিজেই বেশী হকদার। আর বালিগা কুমারী মেয়েদের (বিবাহের সময়) অনুমতির প্রয়োজন এবং তার অনুমতি হল চুপ করে থাকা। আর এই শব্দটি রাবী [illegible] কর্তৃক বর্ণিত

قوله: باب في البكر يزوجها ابوها ولا يستامرها

"পিতা কর্তৃক নিজ কুমারি কন্যাকে তার তার অনুমতি ব্যতিত বিয়ে দেয়ার হুকুম" অর্থাৎ এর দ্বারা ইমাম আবু দাউদ বুঝাতে চান যে কুমারী মেয়েরা অধিক লাজুক হয়ে থাকে এবং সাধারনত তারা কোনো মতামত ব্যক্ত করে না। কিন্তু তার পরও তাদের মতামত ব্যক্ত করার অধিকার আছে। এবং কখনো যদি তারা কোন মতামত ব্যক্ত করে, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার মূল্যায়ন করতে হবে। মতের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়া যাবে না।

হযরত ওমর রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, তোমরা তোমোদের কন্যাদেরকে বিয়ে দিতে ইচ্ছা করলে, অমনি যে কোন কুৎসিত লোকের সাথে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও, অথচ পুরুষের মতো মেয়েদেরও পছন্দ আছে। অর্থাৎ কুৎসিত লোকের সাথে বিয়ে দেওয়া হলে সেক্ষেত্রে সে তা-ই অপছন্দ করে যা পুরুষরা অপছন্দ করে আর মেয়েরা তখন আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয় অর্থাৎ স্বামীর অবাধ্য হয়ে উঠে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৬/১৫৮)

অর্থাৎ হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক যুবতী তার কাছে এসে দুঃখ প্রকাশ করে বলে যে, আমার পিতা আমাকে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে বিয়ে দিয়েছে। তার সম্মান বৃদ্ধির জন্য। অথচ আমি এতে রাজি ছিলাম না। হযরত আয়েশা রা. তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন, ইতিমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ফিরলে, হযরত আয়েশা রা. তাঁকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিতাকে ডেকে আনেন। এবং মেয়েকে পূর্ণ এখতিয়ার দেন। মেয়েটি বললো ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতা যা করেছেন আমি তা মেনে নিলাম। তবে আমার শুধু এতটুকু জানার ইচ্ছা ছিল যে, বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের কোনো এখতিয়ার বা মতামতের অধিকার আছে কিনা? (নাসায়ী ২/৬৪)

তবে এখানে একথা জেনে রাখা দরকার যে উক্ত হাদীস দ্বয়ের এ অর্থ নয় যে, মেয়েদের তাদের ইচ্ছানুযায়ী পাত্র নির্বাচনের লাগামহীন স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এবং এক্ষেত্রে অভিভাবকের কোনো দায়িত্ব বা কর্তৃত্ব নেই বা তাদের মতামতের ও কোনো মূল্যায়ন নেই। হাদীস দ্বয়ের উদ্দেশ্য এটি নয়। বরং অন্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

ايـما امرأة نكحت نفسها بغيراذن وليها، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل.

অর্থাৎ কোনো মহিলা যদি তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে তাহলে তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল। (সুনানে আবু দাউদ ১/২৮৪)

অর্থাৎ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া তাদের বিয়ে বর্জনীয় ও বাতিল হওয়ার যোগ্য নিকৃষ্ট। অতএব উপরোক্ত হাদীসে এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, মেয়েরা তাদের অভিভাবকের অধীনে থেকেই পাত্র নির্বাচনে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার অধিকার রাখে। তাদের কোনো পছন্দ অপছন্দ থাকলে শরীয়তের সীমা রেখায় তা বিবেচনা করতে হবে। তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্যায়ন করতে হবে, তাদের জোর পূর্বক বিয়ে দেয়া যাবে না। তেমনি তারাও মাতা পিতার মতামত সর্বক্ষেত্রে অবজ্ঞা করতে পারবে না। সর্বোপরি শরীয়তের সীমা রেখায় মেয়ের পছন্দ অপছন্দ বিবেচনা করত মেয়ে ও অভিভাবক উভয়ে সন্তুষ্টিতে একাজটি সমপন্ন করতে হবে।

قوله: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا.

উপরোক্ত হাদীসের ভঙ্গীমা থেকে ولايت اجبار এর মাসআলার উপর আলোকপাত হয়ে থাকে। ولايت اجبار এর মর্ম হচ্ছে যে, অভিভাবক তার অভিভাককত্বের অধীনস্ত নারীকে তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিয়ে দিলে বিবাহ জায়েয, সঠিক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ولايت اجبار এর মর্ম এই নয় যে, নারীকে মারপিট, প্রহার করে জোরপূর্বক, বল প্রয়োগ দ্বারা নারীর সন্তুষ্টি ব্যতীতই বিবাহ দিয়ে দেওয়া। যেমনি ভাবে শব্দের প্রকাশ্য ভাব থেকে বুঝে আসে।

এখানে মতানৈক্য হল যে, মূলত ولايت اجبار এর ভিত্তি হচ্ছে কোনজিনিসটির উপর।

ইমাম শাফেয়ীর (রহঃ) মতে ولايت اجبار এর ভিত্তি হচ্ছে মূলত নারীর بكارت অর্থাৎ কুমারীত্বের উপর অর্থাৎ যদি নারী কুমারীহয় এতে নারী কুমারী হয় এতে নারী বালেগা হোক কিংবা নাবালেগা হোক। অভিভাবক এমন নারীর অনুমতি ব্যতীত তাকে বিবাহ দিতে পারবে। এবং নারী যদি কুমারী না হয় "বিবাহিতা হয়" তবে এমন নারীর অনুমতি ব্যতীত অভিভাবক নিজের অভিভাবকত্বের দাপটে তাকে বিবাহ দিতে পরবেনা।

ইমাম আযম "আবু হানীফা" (রহঃ) এর মতে ولايت اجبار এর মূলভিত্তি হচ্ছে صغر অর্থাৎ অল্প ও অপ্রাপ্ত বয়সের উপর। এতে নারী কুমারী হোক কিংবা না হোক "বিবাহিতা হোক" কিংবা না হোক। অতএব, ইহার চারটি পদ্ধতি বের হবে।

(১) "কুমারী নয় বিবাহিতা, বালেগা" এমননারীর উপর সর্ব সম্মতিক্রমে অভিভাবক কর্তৃক ولايت اجبار চলবে না।

(২) "কুমারী, নাবালেগা অপ্রাপ্ত বয়স্কা" এমন নারীর উপর সর্ব সম্মতিক্রমে অভিভাবক কর্তৃক ولايت اجبار চলবে।

(৩) "কুমারী নয় বিবাহিতা, নাবালেগা অপ্রাপ্ত বয়স্কা" এমন নারীর উপর ইমামে আযম (রঃ) এর মতে ولايت اجبار চলবে এবং ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে ولايت اجبار চলবে না।

(৪) "কুমারী বালেগা" এমন নারীর উপর ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) মতে অভিভাবক কর্তৃক ولايت اجبار চলবে এবং ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর মতে ولايت اجبار চলবে না।

দলীল ঃ ইমাম আযম (রঃ) এর দলীল হচ্ছে হাদীসুল-বাবঃ

الايم احق بنفسها من وليها و البكر تستاذن فى نفسها و اذنها صماتها

অর্থাৎ বালেগা বিবাহিতা মহিলা নিজের "বিবাহের" ব্যাপারে তার অভিভাবক অপেক্ষা অধিক হক্বদার এবংকুমারী থেকে তার "বিবাহের" ব্যাপারে অনুমতি গ্রহণ করা হবে এবং কুমারীর অনুমতি হচ্ছে তার নিরবতা পালনকরা। (মুসলিম)

অভধানিক অর্থ হিসাবে ايم বলা হয় ঐ মহিলাকে, যার স্বামী থাকে না এতে সে তালাক প্রাপ্ত হোক কিংবা স্বামী মৃত্যু বরণ করুক। অথবা সেমহিলার মোটেই বিবাহই হয়নি।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা নিজেদের মতের পক্ষে দলীল পেশ করে থাকেন। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করেছেন।

الثيب احق بنفسها من وليها و البكر تستامر واذنها سكوتها و فى رواية قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستاذنها ابوها فى نفسها و اذنها صماتها - رواه مسلم

অর্থাৎ বিবাহিতা মহিলা তার নিজের ব্যাপারে তার অভিভাবক অপেক্ষা বেশী হক্বাদার এবং কুমারীর কাছ থেকে "বিবাহের ব্যাপারে" তার অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। এবংতার অনুমতিহচ্ছে তার নিরবতা পালন করা।

অপর এক বর্ণনায়রয়েছে, বিবাহিতা নারী তার নিজের ব্যাপারে তার অভিভাবক অপেক্ষা বেশী হক্বদার এবং কুমারীর কাছ থেকে নিজের 'বিবাহের" ব্যাপারে পিতা তার অনুমতি গ্রহণ করবে এবংতার অনুমতি তার নিরবতা পালন করা। (মুসলিম)

উল্লেখিত হাদীসে বিবাহিতা মহিলাকে তার নিজের ব্যাপারে বেশীহক্বদার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বিধায় এর বিপরীত মর্ম দাড়াবে যে, কুমারীর বিবাহের ব্যাপারে তার চেয়ে তার অভিভাবক বেশীহক্বদার। তাই ولايت اجبار এর মূল ভিত্তি হবে নারীর কুমারীত্বের উপর।

জবাবঃ বিপরীত মর্ম আমাদের মাযহাব অনুসারে প্রমাণআকারে পেশ করার মত কোন বিষয় নয়।

অথবা হাদীস দ্বারা অপ্রাপ্ত বয়স্কা, নাবালেগা, কুমারী উদ্দেশ্য হবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, আমাদের "আহনাফদের দলীল হল স্বয়ং হাদীস থেকে, বিধায় আমাদের দলীলেরই প্রাধান্য হবে।

٢٠٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ . بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا . وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ

٢١٠٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ . عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ . وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.

٢١٠١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّيْنِ . عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ . أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

باب في الأكفاء

٢١٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو . عَنْ أَبِي سَلَمَةَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ أَبَا هِنْدٍ . حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَافُوخِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ وَقَالَ : وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ.

তরজমা ---

২০৯৯। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন ফযল (রহ.) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদ ও অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, সায়্যেবা স্ত্রীলোক (নিজের বিবাহের ব্যাপারে) ওলীর চাইতে নিজেই বেশী হক্‌দার। আর বালিগা কুমারী মেয়ের (বিবাহের সময়) তার পিতা যেন তার অনুমতি গ্রহণ করে। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, ابو ها শব্দটি محفوظ নয়।

২১০০। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সায়্যেবা স্ত্রীলোকের (বিবাহের ব্যাপারে) ওলীর করণীয় কিছুই নাই। তবে (প্রাপ্ত বয়স্কা) ইয়াতীম কুমারী মেয়ের (বিবাহের সময়) তার অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। আর তার চুপ থাকাই তার অনুমতি হিসেবে গণ্য।

২১০১। হযরত খানসা বিন্‌ত খিদাম আল্-আনসারীয়্যাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা (খিদাম) তাঁকে এমন সময় বিয়ে দেন, যখন তিনি সায়্যেবা ছিলেন। কিন্তু তিনি তা (ঐ বিবাহ) অপছন্দ করেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে গিয়ে তার পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। রাসুল তার বিয়ে বাতিল ঘোষণা করেন।

কুফু বা সমকক্ষতা

২১০২। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ হিন্দ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মস্তকের তালুতে শিংগা লাগাল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ হে বনী বায়াযা! তোমরা আবূ হিন্দের মেয়েদের বিয়ে করবে এবং তার সাথে (বা তার সন্তানদের সাথে) তোমাদের ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিবে। এরপর তিনি বলেন, উত্তমরূপে চিকিৎসার বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল শিংগা লাগান।

তাশরীহ ---

قوله : باب في الأكفاء

এ কথা তো ঠিক যে, শরীয়ত বিবাহের ক্ষেত্রে একটি পর্যায় পর্যন্ত "কুফু" তথা সমতা রক্ষা করার কথা বলেছে, যার উদ্দেশ্য হলো এই যে, বিবাহ যেহেতু সারাজীবনে জন্য, বিয়ের মাধ্যমে মানুষ একে অপরের সারাজীবনে সঙ্গী হয়ে যায় এজন্যে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের উভয়ের বংশে রুচি প্রকৃতির মিল থাকা চাই। তাদের পরস্পরের জীবনাচার, চিন্তা-চেতনা, মেজাজ ও প্রকৃতির মধ্যে এত অধিক ব্যবধান না হওয়া চাই যাতে একে অপরকেক মেনে নিতে ও ঘর-সংসার করতে জটিলতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই "কুফু" সমতা রক্ষার অর্থ কখনই এই নয় যে, যদি এ সমতা রক্ষা করা সম্ভব না হয় তাহলে সারাজীবন বিবাহ না করার হলফ করতে হবে। দ্বিতীয়ত কুফু তথা সমতার অর্থ আদৌ এই নয় যে, কেবল নিজবংশেই বিবাহ করতে হবে। ভ্রাতৃত্বের বাইরের সব প্রস্তাবকে কুফুর বাইরের গণ্য করে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এ ব্যপারে নিম্মোক্ত বিষয়গুলো ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। এ বিষয় গুলো অজানা থাকার কারণে আমাদের সমাজে বড় বড় ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে।

কুফু সংক্রান্ত কিছু দিন নির্দেশানা

১। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি কনের কুফুভূক্ত বা সমকক্ষ যে, নিজ বংশীয় কৌলিন্য মান-মর্যাদা, দ্বীনদারী ও পেশার দিক থেকে কনে এবং তার বংশের সমপর্যায়ের। কুফুভূক্ত হওয়ার জন্য একই বংশের হওয়া জরুরী নয়। বরং কেউ অন্য বংশের হলেও যদি সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার বংশকে কনে বংশের সমপর্যায়ের মনে করা হয়। তাহলে সে পুরুষ, কনের কুফুভূক্ত সাব্যস্থ হবে। যেমন সাইয়্যেদ, সিদ্দীকী, ফারুকী, উসামনী, আলভী বরং সমস্ত কুরাইশ বংশীয় পবিার পরস্পরের জন্য কুফু তেমনিভাবে আমাদের দেশে যে, সমস্ত অনারব বংশ রয়েছে যেমন রাজপুত, খান ইত্যাদি তারাও সাধারণত একে অপরকে কুফু হিসাবে গণ্য হয়।

২। কতিপয় হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুফুতে বিয়ের চেষ্টা করার উৎসাহ অবশ্যই প্রদান করেছেন। যাতে উভয় পরিবারের রুচি, মন মানসিকতায় একত্মতা পাওয়া যায়। কিন্তু এ ধারণা ভুল যে, কুফুর বাইরে বিবাহ শরীয়তে দৃষ্টিতে নাজায়েয কিংবা তা শুদ্ধই হয় না। বরং কনে এবং তার অভিভবাকগণ যদি কুফুর বাইরের বিয়েতে সম্মত হয় তাহলে সে বিয়েও শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ ও শুদ্ধ। এতে গোনাহ বা অবৈধ বিষয়ের কিছু নেই। অতএব যদি কোন মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব কুফুতে না পাওয়া যায় আর কুফুর বাইরে তার জন্য উপযুক্ত প্রস্তাব পাওয়া যায় তাহলে সেখানে বিয়ে দিতে দোষের কিছু নেই। কুফুভূক্ত প্রস্তাব না পাওয়া যাওয়ার কারণে কন্যাকে চিরকুমারী বানানোর বৈধতা শরীয়তে নেই। অভিভাবকের অনুমতি ও মধ্যস্থতা ছাড়া নারীদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। এদিক নিদের্শনা অবশ্যই শরীয়তের (বিশেষত অভিবাবকের অনুমতি ব্যতিত কুফুর বাইরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের নিকট সে বিয়ে শুদ্ধই হয় না।) কিন্তু অভিভাবকের জন্যেও কুফুর বিষয়টিকে এমন শর্ত মনে করা যে, তা না হলে সারাজীবন বিয়েহীন থাকতে হবে, আদৌ ঠিক নয়। আর নিজ আত্মীয়-স্বজন ও ভ্রাতৃত্বের মাঝে হওয়ার শর্তারোপকরা বা এবিষয়ে এত অধিক গুরুত্ব দেয়া তা একেবারেই ভিত্তিহীন অমূলক। এমন কাজের বৈধতা মোটেও হতে পারে না।

৩। এ বিষয়ে আরেকটি ভ্রান্ত ধারনা কারো কারো মাঝে দেখা যায় তাহল, কেউ কউে মনে করে থাকে যে, সাইয়্যেদ বংশের মেয়ের বিবাহ অন্য বংশের মেয়ের সাথে শুদ্ধ নয়। এ কথাও শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। আমাদের সমাজে সাইয়্যেদ বলা হয় তাদেরকে যাদের বংশ পরম্পরা বনী হাশেমের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্ক বনী সাথে বিধায় এবংশের সাথে বংশ পরম্পরা মিলিত হওয়া নিঃসন্দেহে বড় সম্মানের বিষয়। কিন্তু শরীয়ত এমন কোন বিধান আরোপ করেনি যে এবংশের কোন মেয়ের বিবাহ অন্য বংশের সাথে হতে পারবে না। বরং ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, কুরাইশ বংশের সবাই সাইয়্যেদদের "কুফু" সমকক্ষ তাদের পরস্পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে শরীয়তে কোন বাধা নেই। বরং কুরাইশ বংশের বাইরেও পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ হতে পারবে।

আমাদের সমাজে কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে মেয়ে হাফেজা হলে তাকে কেবল হাফেজ ছেলের নিকটই বিয়ে দেয়া উচিত। হাফেজ নয় এমন ছেলের নিকট হাফেজ মেয়েকে বিয়ে দেয়া উচিত নয়। এ ধারণা সঠিক নয়। শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। উপযুক্ত যে কোন পাত্রের নিকট তাকে বিয়ে দেয়া যাবে।

باب في تزويج من لم يولد

٢١٠٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمَعْنَى . قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيُّ . مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ . حَدَّثَتْنِي سَارَةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ . أَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ كَرْدَمٍ . قَالَتْ . خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَوَقَفَ لَهُ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ وَمَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ . فَسَمِعْتُ الأَعْرَابَ وَالنَّاسَ وَهُمْ يَقُولُونَ : الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ . فَدَنَا إِلَيْهِ أَبِي . فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ . فَأَقَرَّ لَهُ . وَوَقَفَ عَلَيْهِ . وَاسْتَمَعَ مِنْهُ . فَقَالَ : إِنِّي حَضَرْتُ جَيْشَ . عِثْرَانَ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : جَيْشَ غِثْرَانَ . فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ : مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا . بِثَوَابِهِ ؟ قُلْتُ : وَمَا ثَوَابُهُ ؟ قَالَ : أُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تَكُونُ لِي . فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحِي . ثُمَّ غِبْتُ عَنْهُ . حَتَّى عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ جَارِيَةٌ وَبَلَغَتْ . ثُمَّ جِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ : أَهْلِي جَهِّزْهُنَّ إِلَيَّ . فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ حَتَّى أُصْدِقَهُ صَدَاقًا جَدِيدًا غَيْرَ الَّذِي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ . وَحَلَفْتُ لَا أُصْدِقُ غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَبِقَرْنِ أَيِّ النِّسَاءِ هِيَ الْيَوْمَ قَالَ : قَدْ رَأَتِ الْقَتِيرَ . قَالَ : أَرَى أَنْ تَتْرُكَهَا قَالَ : فَرَاعَنِي ذٰلِكَ . وَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ مِنِّي قَالَ : لَا تَأْثَمُ . وَلَا يَأْثَمُ صَاحِبُكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْقَتِيرُ الشَّيْبُ

তরজমা --

জন্মের পূর্বে বিয়ে দেওয়া

২১০৩। হযরত সারা বিন্‌ত মুকাস্‌সাম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মায়মুনা বিনত কারদামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিদায় হজ্জের বছর, আমি আমার পিতার সাথে বের হই। এরপর আমি হুযূর ﷺ-কে স্বচক্ষে দেখি। ঐ সময় তিনি তাঁর উষ্ট্রীর উপর বসা ছিলেন এবং তাঁর হাতে ছিল একটি দুররা (লাঠি), যেমন ছেলেদের শিক্ষার জন্য (যেরূপ) লাঠি ব্যবহৃত হয়। তখন আমি আরবদের ও অন্যান্য লোকদের বলতে শুনি ঃ আত্-তাব্‌তাবিয়া আত্-তাব্‌তাবিয়া, আত্-তাব্‌তাবিয়া। এরপর আমার পিতা তাঁর নিকটবর্তী হয়ে তাঁর কদম মোবারক জড়িয়ে ধরেন এবং তাঁর রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করেন। এরপর তাঁর নিকট অবস্থান করেন এবং তাঁর নিকট হতে হাদীস শুনেন এবং বলেন, আমি উসরান অভিযানে হাজির ছিলাম। রাবী ইব্‌ন মুসান্না বলেন, তা (অন্ধকার যুগের) একটি যুদ্ধ ছিল। তখন তারিক ইবনে আল্-মুরাক্কা' বলেন, আমাকে এর বিনিময়ে কে একটি বর্শা দিবে? আমি বলি, ঐ বিনিময়টা কি? তিনি বলেন, আমার যে কন্যা সন্তানের প্রথম জন্ম হবে বিনিময়ে আমি তাকে তার নিকট বিয়ে দিব। আমি তাকে আমার বর্শাটি দিলাম। এরপর আমি তার নিকট হতে চলে যাই। পরে আমি শুনতে পাই যে, তার একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে এবং সে বালিগা (সাবালক) হয়েছে। এরপর আমি তার নিকট উপস্থিত হই এবং বলি, আমার বউকে আমার জন্য সাজিয়ে দিন। তখন সে এ বলে শপথ করেন যে অতিরিক্ত কিছু মোহর না দিলে তাকে দেওয়া হবে না। তখন আমিও বিনিময় চুক্তির অতিরিক্ত কোন মোহর না দেওয়ার অঙ্গীকার করি এবং বর্শাদানের চুক্তির বিনিময়েই তাকে পেতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, সে আজকের মহিলা। বোধ হয় সে তোমার বার্ধক্য দেখেছে। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা, তুমি তাকে পরিত্যাগ কর, তিনি (কারদাম) বলেন, আমি তখন শপথের কারণে ভীত হয়ে পড়ি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে দৃষ্টিপাত করি। এরপর তিনি আমাকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখে বলেন, এতে তুমি এবং তোমার সাথী কেউ (শপথ ভঙ্গের কারণে) পাপী হবে না।

٢١٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ هِيَ مُصَدَّقَةٌ امْرَأَةُ صِدْقٍ قَالَتْ بَيْنَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ رَمِضُوا فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي فَخَلَعَ أَبِي نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْقَتِيرِ

باب الصداق

٢١٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ أَبِي سَلَمَةَ . قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . عَنْ صَدَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَتْ : ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ . فَقُلْتُ : وَمَا نَشٌّ ؟ قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ.

٢١٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ أَلاَ لاَ تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.

٢١٠٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَسَنَةُ هِيَ أُمُّهُ

তরজমা --

২১০৪। জনৈকা মহিলা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলিয়াতের যুগে আমার পিতা কোন এক যুদ্ধে শরীক হন এবং তা প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে, কে আমাকে একজোড়া জুতা প্রদান করবে? আর (এর বিনিময়ে) আমি তার নিকট আমার প্রথমা মেয়ের জন্ম হলে বিয়ে দিব। তখন আমার পিতা, তার পায়ের জুতা খুলে তাকে দেন। এরপর তার একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে বারিগা হয়। এরপর রাবী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। এই বর্ণনায় বার্দ্ধক্যের কথার উল্লেখ নাই।

মোহর নির্ধারণ

২১০৫। হযরত আবূ সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা.)-কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের মোহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এর পরিমাণ হল বারো উকিয়া এবং এক নশ। আমি জিজ্ঞাসা করি 'নশ' কি? তিনি বলেন, এর পরিমাণ হল অর্ধ-উকীয়া।

২১০৬। হযরত আবূ আল্-আজফা আল্-সালামী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা.) খুত্‌বা প্রদানের সময় বলেন, তোমরা (স্ত্রীদের) মোহর নির্ধারণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না। যদি তা দুনিয়াতে সম্মানের বস্তু হত অথবা আল্লাহর নিকট তাকওয়ার বস্তু হত, তবে তা পাওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি হতেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর স্ত্রীদের এবং তাঁর কোন মেয়েদের জন্য বারো উকীয়ার অধিক পরিমাণ মোহর ধার্য করেননি।

২১০৭। হযরত উম্মে হাবীবা রা. হতে বর্ণিত। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন জাহাশের স্ত্রী। তিনি হাবশাতে ইন্তিকাল করেন। এরপর (হাবশার বাদশাহ) নাজাশী তাঁকে নবী করীম ﷺ-এর সাথে বিবাহ দেন এবং তাঁর (নাজাশী) নিজের পক্ষ হতে মোহর স্বরূপ চার হাজার দিরহাম আদায় করেন এবং তা সহ তাঁকে (উম্মে হাবীবকে) শুরাহবীল ইবন হাসানার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে পাঠান। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) হাসানা হলেন শুরাহবিলের মাতা।

قوله: باب الصداق

মোহর সম্পর্কে শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি ও আমাদের বাস্তবজীবন

মোহরের হাকীকত

মোহর মূলত এক সম্মানী honorarium যা স্বামী কতৃক স্ত্রীকে প্রদান করা হয়ে থাকে, এর উদ্দেশ্য কেবল স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এটি স্ত্রীর মূল্য নয়, যে এর কারণে স্ত্রী স্বামীর হাতে বিক্রি হয়ে যাবে। তার দাসীতে পরিণত হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন ধারণা পোষণের মোটেও সুযোগ নেই। তেমনি তা শুধু মৌখিক জমা খরচও নয় যে, তা আদায় করা আবশ্যক মনে করা হবে না।

স্বামীর দায়িত্বে স্ত্রীর মোহর আবশ্যক করা দ্বারা শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো, যখন কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে স্বগৃহে নিয়ে আসবে, তখন তাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তাকে যুৎসই উপঢৌকন পেশ করবে। অতএব শরীয়তের দাবী হলো মোহরের পরিমাণ এত অল্পও নির্ধারন না করা যে তাতে সম্মানের বিষয়টি একেবারেই প্রকাশ পাবে না। তেমনি এত অধিক পরিমাণ ও নির্ধারণ করা না যে স্বামী তা আদায় করারই সামর্থ রাখেনা। ফলে মোহর আদায় না করেই সে ইহধম ত্যাগ করে কিংবা পরিশেষে স্ত্রীর নিকট মাফ চেয়ে নিতে বাধ্য হয়।

মোহরে মিসল

শরীয়তের দৃষ্টিতে "মোহরে মিসল" প্রত্যেক নারীর প্রকৃত অধিকার। "মোহরে মিসল" দ্বারা মোহরের এ পরিমাণ উদ্দেশ্য যা সে বংশীয় তার মত অন্যান্য নারীদের বিয়েতে সাধারণত নির্ধারণ করা হয়েছে। আর যদি সে বংশে তার মত নারী না থাকে তাহলে অন্য বংশে তার সমপর্যায়ের নারীদের সাধারণত যে মোহর নির্ধারণ করা হয় তাই সে নারীর মোহরে মিসল। শরীয়তের দৃষ্টতে কোনো নারী বিবাহের সময় "মোহরে মিসল" দাবী করার অধিকার রাখে। আর একারণেই যদি বিবাহের সময় পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে মোহর নির্ধারণ না করা হয় কিংবা মোহরের উল্লেখ ছাড়াই বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই "মোহরে মিসল" ওয়াজিব হয়ে যায়। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তখন স্বামীর দায়িত্বে "মোহরে মিসল" আদায় করা আবশ্যক হয়ে যায়।

অবশ্য স্ত্রী যদি সেচ্ছায় "মোহরে মিসল" থেকে কম নিতে রাজী হয় কিংবা স্বামী যদি সেচ্ছায় "মোহরে মিসল" থেকে বেশি নির্ধারণ করে দেয় তাহলে উভয় পক্ষের সম্মতিতে তাও হতে পারে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা জায়েজ আছে।

মোহরে মু'য়াজ্জাল ও মোহরে মুআজ্জাল

মোহরের আলোচনা প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। তাহলো মানুষের মাঝে দুই প্রকারের মোহর প্রসিদ্ধ আছে–

১. مهر معجل মোহরে মুয়া'জ্জাল, নগদ পরিশোধযোগ্য মোহর।

২. مهر مؤجل মোহরে মুআজ্জাল, মেয়াদী মোহর যা মেয়াদান্তে আদায় করা হয়।

এ শব্দগুলো যেহেতু মানুষ কেবল বিবাহের মজলিসেই শোনে থাকে তাই অনেক মানুষ শব্দদ্বয়ের অর্থ বুঝে না।

শরিয়তের দৃষ্টিতে مهر معجل মোহরে মু'য়াজ্জাল নগদ পরিশোধযোগ্য মোহর, ঐ মোহর কে বলে যা বিবাহ মাত্রই স্বামীর জন্যে আদায় করা আবশ্যক হয়ে যায়। বিবাহ মাত্রই সে তা আদায় করে দিবে অথবা যতদ্রুত সম্ভব সে তা আদায় করে দিবে। স্ত্রী যে কোন সময় ইচ্ছা স্বামী হতে তা উসূল করার শরীয়ত সম্মত অধিকার রাখে। আমাদের সমাজে যেহেতু নারীরা সাধারণ তা দাবী করে না এ কারণে এমনটা মনে করার অবকাশ নেই যে তা আদায় করাও আমাদের জন্য আবশ্যক নয়। বরং স্বামীর জন্য কর্তব্য হল, স্ত্রীর চাওয়ার অপেক্ষা না করে তা যত দ্রুত সম্ভব আদায় করে দেয়া, এবং এ ফরীজা থেকে নিজেকে দায়মুক্ত করা।

আর مهر مؤجل মোহরে মুআজ্জাল, তথা মেয়াদী মোহর ঐ মোহর কে বলে যা পরিশোধের জন্য উভয় পক্ষ ভবিষ্যতের কোন তারিখ নির্ধারন করে নিয়েছে। এ ভাবে যে, সে তারিখ আসার পূর্বে মোহর আদায় করা স্বামীর জন্যে আবশ্যক নয় এবং স্ত্রীও সে তারিখ আসার পূর্ব স্বামীর নিকট তা চাওয়ার নীতিগত অধিকার রাখে না। তাই মোহরে মুআজ্জাল দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হলো ঐ মোহর যা পরিশোধের তারিখ বিয়ের সময়ই নির্ধারন করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজে সাধারণত কোন তারিখ নির্ধারন করা ছাড়াই বলা হয় এপরিমাণ মোহর মুআজ্জাল তথা মেয়াদী আর সমাজের রেওয়াজ অনুযায়ী এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ এ পরিমাণ মোহর যা পরিশোধ করা তখন ওয়াজিব হবে যখন বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হবে তাই যখন তালাকের মাধ্যমে বা স্বামী স্ত্রীর কারো মৃত্যুর মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক শেষ হয় তখন তা আদায় করা জরুরী মনে করা হয়।

স্বামী প্রদত্ত গহনা ও মোহর

বিবাহ সংক্রান্ত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আমাদের সমাজে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে যে গহনা দেয়া হয়, মোহরের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। এজন্যই সামাজিক রীতি অনুযায়ী এ গহনা স্ত্রীর মালিকানাধীন হয় না বরং সে তা সাময়িকভাবে ব্যবহারের অধিকার প্রাপ্ত হয়। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া তা বিক্রি করাতে পারে না, কাউকে উপহার হিসাবেও দিতে পারে না, অন্য কোন কাজেও লাগাতে পারেনা। আর একারণেই আল্লাহ না করুন, যদি তালাক হয়ে যায় তাহলে স্বামী এ সমস্ত গহনার দাবী করে এবং তা ফিরিয়ে নেয়। বিধায় এমতাবস্থায় এ গহনা দ্বারা মোহর আদায় হবে না। তবে হ্যাঁ স্বামী যদি স্ত্রীকে পরিষ্কার বলে দেয় যে, আমি মোহর স্বরূপ গহনাগুলো তোমার মালিকানায় দিয়ে দিলাম। তাহলে গহনা মোহর বলে গণ্য হবে। স্ত্রী এ গহনার মালিক হয়ে সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে, আর এগহনা স্ত্রী হতে স্বামী কখনো ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

মোহর কি শুধু প্রথাগত বিষয়?

মোদ্দা কথা সকলের নিকটই এবিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া উচিত যে মোহর নির্ধারণ কেবল প্রথাগত কোন কাজ নয় যে, তা চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই করা হবে এবং কার্যত তার বাস্তবায়ন করবে না বরং তা এক শরয়ী কর্তব্য যা পূর্ণ সতর্ক বিবেচনার দাবী রাখে। আর যেহেতু এবং সে অনুযায়ী তা আদায়ের চেষ্টা করাও জরুরী। এটা চরম অন্যায় অবিচার যে, সারা জীবন এই হক আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন থেকে মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চেয়ে নেয়া হয় যখন অবস্থার পরিপেক্ষিতে স্ত্রীর জন্য ক্ষমা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না।

٢١٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ . عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ . عَنْ يُونُسَ . عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَاقِ أَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ.

باب قلة المهر

٢١٠٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ . وَحُمَيْدٍ . عَنْ أَنَسٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَهْيَمْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً . قَالَ : مَا أَصْدَقْتَهَا ؟ قَالَ : وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

٢١١٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جِبْرَائِيلَ الْبَغْدَادِيُّ . أَخْبَرَنَا يَزِيدُ . أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ . عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ . عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ . مَوْقُوفًا . وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ . عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ . عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ . قَالَ : كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ . مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَعْنَى الْمُتْعَةِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ . عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ . عَلَى مَعْنَى أَبِي عَاصِمٍ

তরজমা ---

২১০৮। হযরত যুহরী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজাশী, উম্মে হাবীবা বিনত আবূ সুফিয়ানকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিয়ে দেন এবং এই জন্য চার হাজার দিরহাম মোহর ধার্য করেন। এরপর তিনি (নাজাশী) এতদসম্পর্কে একটি পত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে লিখে সবই তাঁকে জানান, যা তিনি কবুল করেন।

মোহর কম হওয়া

২১০৯। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.)-কে একটি হলুদ রং বিশিষ্ট চাদর পরিহিত দেখেন। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাপার কি? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি (আনসার) এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি তার জন্য কি পরিমাণ মোহর ধার্য করেছ? তিনি বলেন, এক নাওয়া পরিমাণ স্বর্ণ। তিনি বলেন, তুমি ওয়ালীমা কর, যদি একটি বক্‌রীর দ্বারাও হয়।

২১১০। হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ যদি কেউ তার স্ত্রীর মোহর হিসাবে দু'অংগুলি পূর্ণ (আজলা) আটা বা খেজুর দেয়, তবে তাই তার জন্য যথেষ্ট। জাবির (রা.) অপর একটি হাদীসে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে বিবাহের মাহর হিসাবে খাদ্যের সামান্য অংশ দিয়ে তার নিকট হতে ফায়দা গ্রহণ করতাম। আবূ দাউদ (রহ.) বলেন ইব্‌ন যুরায়েজ তিনি আবূ যুবায়ের হতে, তিনি জাবির হতে আবূ আসিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

قوله: باب قلة المهر

শরীয়ত মোহরের সর্বোচ্চ কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে নি। তবে শরীয়ত মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছে। হানাফী মাযহাব মতে তা হল দশ দিরহাম অর্থাৎ দুই তোলা সাড়ে সাত মাসা রূপা। (৩০. ৬১৮ গ্রাম রূপা) এ হল মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ অর্থাৎ এরচেয়ে কম মোহরে স্ত্রী রাজী হলেও তা শরীয়ত সিদ্ধ হবে না কেননা এর চেয়ে কম পরিমাণ মোহরে মোহরের মূল উদ্দেশ্য (স্ত্রীর সম্মান হাসিল হয় না) ব্যাহত হয়। আর এ সর্বনিম্ন পরিমাণও সে সব লোকদের হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে যারা আর্থিকভাবে একেবারেই দুর্বল। (বেশি অর্থ ব্যয় করার সাধ্য যাদের নেই) যাতে স্ত্রী সম্মত হলে তাদের মাঝে বিবাহ সংঘটিত হতে পারে। শরয়ী কোনো বাধা না থাকে। কিন্তু এমনটি কখনো নয় যে শরীয়ত সর্বনিম্ন পরিমাণের মোহরকে উত্তম ঘোষণা করেছে বা আর্থিক সঙ্গতি থাকলে ও শরীয়তের দৃষ্টিতে সর্বনিম্ন পরিমাণই পছন্দনীয়।

মোহরে ফাতেমী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই স্বীয় কন্যা ফাতেমার জন্য ৫০০ দিরহাম মোহর নির্ধারণ করেছিলেন যা ১৩১ তোলা মাশা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সহধর্মীনিগণের মোহর এর কাছাকাছি নির্ধারণ করেছেন। আর বলা বাহুল্য তা মাধ্যম স্তরের জন্য উল্লেখ যোগ্য পরিমাণ।

মোহরে ফাতেমী কি শরয়ী মোহর?

অনেকে আবার এ মোহরে ফাতেমীকে শরয়ী মোহর হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। সম্ভবত এর দ্বারা উদ্দেশ্য এর চেয়ে কম বা বেশি মোহর শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়। এধারণাও অমূলক। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মোহরে ফাতেমীর পরিমাণ নির্ধারণ করে আর তাদেরএ এ নিয়্যাত বিদ্যমান থাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারণকৃত পরিমানটি বরকতপূর্ণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ। সেজন্যই তা নির্ধারণ করা হচ্ছে। তাছাড়া এতে ইত্তেবায়ে সুন্নতেরও আশা করা যায়। তাহলে এ আবেগও মানোবৃত্তি অবশ্যই বরকতপূর্ণ ও পছন্দনীয়। কিন্তু এমনটা মনে করা আদৌ ঠিক হবে না যে এর চেয়ে কম বা বেশি মহর শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়। কেননা এরচেয়ে কম বা বেশি মোহর নির্ধরণ করাও শরীয়তের দৃষ্টিতে মোটেও দোষণীয় নয়। তবে এ মূলনীতির প্রতি অবশ্যই খেয়াল করা উচিৎ যে মোহর এ পরিমাণ হতে হবে যার দ্বারা স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও হয় এবং তা স্বামীর সামর্থের অধিকও না হয়।

অত্যাধিক পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করতে যে সমস্ত মনীষীগণ নিষেধ করেছেন তাদের উদ্দেশ্যেও ইহাই ছিল যে যদি স্বামীর আর্থিক সংগতির অধিক মোহর নির্ধারণ করা হয় তাহলে তা নিছক কাগজের লেখা পড়াই থেকে যাবে। বাস্তবে তা আদায়ের সুযোগ হবে না। আর স্বামী মোহর অনদায়ের গোনাহে গোনাহগার হবে।

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় অত্যাধিক মোহর নির্ধারণ করার পিছনে লোক দেখানো মনোভাবও কাজ করে থাকে। মানুষ নিজেদের শান শওকাত প্রকাশ্যের উদ্দেশ্য অস্বাভাবিক পরিমান মোহর নির্ধারণ করে থাকে। বলা বাহুল্য যে, উভয় দৃষ্টি ভঙ্গিরই শরয়ী মেজাজের সাথে সম্পূণ সংঘর্সিক আর এজন্যই মনীষীগন অত্যাধিক মোহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন তবে এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (র.) এর ঘটনা স্মরণ যোগ্য। হযরত ওমর (রা.) স্বীয় খিলাফত কালে এক ভাষণে লোকদের কে অত্যাধিক মোহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করেন। তখন এক মহিলা এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বললো পবিত্র কুরাআনুল কারীমে এক স্থাণে মোহরের জন্য কিনতার (স্বর্ন-চান্দির স্তুপ) শব্দ ব্যবহার করেছে। যার দ্বারা বোঝা যায় রুপার স্তুপ ও মোহর হতে পারে। তাহলে অধিক পরিমান মোহর নির্ধারন করতে আপনি কেন বারণ করছেন? হযরত ওমর (রা.) সে মহিলার কথা শোনে বললেন বাস্তবিকই মহিলার যুক্তি সঠিক। অধিক পরিমান মোহর নির্ধারন করতে সম্পূর্ন রুপে বারণ করা ঠিকনয়। উদ্দেশ্য এটিই ছিল যদি লোকদেখানো উদ্দেশ্য না হয়। পরিশোধের ইচ্ছা থাকে এবং সামর্থ ও থাকে তাহলে অধিক পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করাও জায়েয আছে। তবে যদি এর কোনটি বিদ্যমান থাকে তাহলে অধিক পরিমান মোহর নির্ধারন নাজায়েয।

قوله قَالَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

ওলীমার শরয়ী রূপরেখা :

বিয়ের অনুষ্ঠান সমূহের মাঝে কেবল ওলীমা (বৌভাত) নিয়মতান্ত্রিক সুন্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় এ ওলীমার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। তবে এ প্রসঙ্গে প্রথমেই যে কথা স্মরণ রাখা দরকার, তা হলো ওলীমা ফরজ ওয়াজিব নয়। যা ছেড়ে দিলে বিবাহ প্রভাবিত হবে এবং বিবাহ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তবে হ্যাঁ, এটি একটি সুন্নাত এবং যথা সম্ভব তা পালন করা উচিত। দ্বিতীয় কথা হল এ সুন্নাত আদায়ে শরীয়তের দৃষ্টিতে মেহমানদের কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই খানার কোনো মনদণ্ড বা পরিমাণও শরীয়তে নির্ধারণ করা হয় নি যে, তা না হলে এ সুন্নাত আদায় হবে না; বরং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী যে পরিধির ইচ্ছা ওলীমা করলেন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ওলীমা করলেন যাতে শুধু দুই সের যব ব্যয় হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী উম্মুল মুমেনীন হযরত সাফিয়্যা রা. এর বিবাহের ওলীমা সফরে হয়েছিল। দস্তরখান বিছিয়ে তাতে কিছু খেজুর। পনির আর সামান্য পরিমাণ ঘি রাখা হল। তাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওলীমার কাজ সমাধা করলেন। অবশ্য হযরত যয়নব রা.-এর বিয়েতে রুটি ও বকরীর গোশত দ্বারা ওলীমা করা হয়েছিল। অতএব ওলীমাতে বহু সংখ্যক লোক খাওয়াতে হবে। উন্নতমানের খানা খাওয়াতে হবে এমন কিছু শরীয়তে নেই তেমনি সামর্থ্য না থাকলে ঋণ করে হলেও ওলীমার ব্যবস্থা করতে হবে, এমন কিছুও পবিত্র শরীয়তে নেই। যার আর্থিক সঙ্গতি কম, সে নিজ সামর্থ অনুপাতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ কাজ সারবে। হাঁ, সামর্থ থাকলে অধিক সংখ্যক মেহমানদের দাওয়াত করাতে ও উন্নতমানের খানার আয়োজন করতেও দোষের কিছু নেই। তবে শর্ত হল যশ-খ্যাতি ও লৌকিকত উদ্দেশ্য না হতে হবে।

এ সমস্ত সীমারেখার আওতাভূক্ত থেকে ওলীমা করা নিঃসন্দেহে সুন্নাত ও সাওয়াবের কাজ। কিন্তু তাতে শরীয়ত নিষিদ্ধ বিভিন্ন পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে এ পবিত্র সুন্নতের পবিত্রতা হনন করা এ সুন্নাতের অব মূল্যায়ন বৈ কিছু নয়। উপরন্তু তা সুন্নাতের সাথে তাচ্ছিল্যের নামান্তর। নিছক শান-শওকত প্রকাশ, যশ-খ্যাতি ও লৌকিকতা প্রদর্শন। অনুষ্ঠানের ব্যস্ততায় যথাসময়ে নামায আদায় না করা, বা ছেড়ে দেয়। সেজেগুজে-পরিপাটি হয়ে নারী-পুরুষের বেপর্দা সহাবস্থান ও তাদের ছবি উঠানো, এ জাতীয় অন্যান্য পাপকর্ম এ বরকত পূর্ণ ওলীমার পবিত্রতা ও বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে। এ সমস্ত পাপকর্ম থেকে ওলীমার মত পবিত্র সুন্নাতকে রক্ষা করা অতীব জরুরি।

ওলীমার ব্যাপারে একটি ভ্রান্ত ধারণা

ওলীমার ব্যাপারে আরেকটি ভ্রান্ত ধারণা, কোনো কোনো মহলে বেশ প্রভাব বিস্তার করে আছে। যার ফলে সে সব মহলের অনেকেই পেরেশান। এক ব্যক্তি বিশেষ ভাবে এ পেরেশানীর কথা উল্লেখ করেছেন এবং সমাধান চেয়েছেন। সে ভ্রান্ত ধারণাটি হলো, একান্তে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাত না হলে এবং বউ স্বামী বাড়ীতে উঠিয়ে না নিলে ওলীমা সহীহ হয় না।

মূলত বিয়ের সময় থেকে আরম্ভ করে বউ স্বামী বাড়ীতে উঠিয়ে নেয়ার পর পর্যন্ত যে কোন সময় ওলীমা করা যায়। অবশ্য ওলীমার মুস্তাহাব সময় হল স্বামী স্ত্রীর নির্জন সাক্ষাতের পর হওয়া অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর ঘরে আসবে এবং তাদের মধ্যে নির্জন সাক্ষাৎ হবে এরপর। অতএব যদি নির্জন সাক্ষাতের পরও তাদের মাঝে মেলামেশা না হয় তাহলে এর কারণে ওলীমায় কোনে ক্রটি হবে না। তা নাজায়েজ ও হবে না। নফলে ও পরিণত হবে না। (অনূদিত)

এমনটাও মনে করা ঠিক হবে না যে, স্ত্রী স্বামী বাড়িতে গমনের পূর্বে ওলীমা করা হলে সুন্নাত আদায় হবে না। বরং স্বামী স্ত্রীর নির্জন সাক্ষাতের পূর্বে এবং স্ত্রী শশুরালয় গমনের পূর্বে ওলীমা করা হলে তাতেও ওলীমার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মুস্তাহাব সময়মত আদায় হবে না (এ ব্যাপারে দলিল প্রমাণের জন্য হাফেজ ইবনে হাজার কৃত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী ওলীমা অধ্যায় দেখা যেতে পারে।)

শরীয়তের আলোকে বরযাত্রা ও তাদের জন্য ভোজের আয়োজন

বিবাহকে কেন্দ্র করে বরযাত্রা অনুষ্ঠানের যে প্রচলন আমাদের সমাজে রয়েছে (যা না করা হলে সমাজে কটাক্ষের শিকার হতে হয়, হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। ফলে মানুষ সামর্থ্য না থাকলেও তা করে থাকে। অনেকে আবার গর্ব অহংকার ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে করে থাকে) ইসলামী শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) বলেন,

اصل میں یہ بارات وغیرہ ہندوؤں کی ایجاد ہے کہ پہلے زمانہ میں امن نہ تھا دلہن کی حفاظت کیلئے ایک جماعت کی ضرورت تھی اور اس وجہ سے فی گھر ایک آدمی لیا جاتا تھا۔

অর্থাৎ মূলত বরযাত্রার প্রচলন হিন্দুদের উদ্ভাবন। কেননা, সে কালে নিরাপত্তা ছিল না। রাস্তায় চোর-ডাকাতের ভয় ছিল। নববধূর হেফাজতের জন্য একদল লোকের প্রয়োজন পড়ত। এজন্য প্রত্যেক ঘর থেকে একজন করে বরযাত্রার জন্য নেয়া হত। -আশরাফুল জাওয়াব ২/১১৫

পরবর্তীতে তা এক প্রকার প্রথার রুপ নেয়। এবং প্রথা হিসাবেই সমাজে তা চালু হয়ে যায়। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম মুফতী, মুফতীয়ে আযম আযীযুর রহমান সাহেব দেওবন্দি এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জওয়াবে লিখেছেন,

یہ ظاہر ہے کہ رسوم کی پابندی جس درجہ پر پہنچ گئی ہے وہ شرعا مذموم ہے کیونکہ انکو لازم سمجھا گیا ہے یا بمنزلہ لازم کی ان کے ساتھ معاملہ ہے کہ ان کے ترک کو عار سمجھا جاتا ہے اور گوارا نہیں ہوتا کہ اس عار کو اختیار کیا جائے اگرچہ قرض کی نوبت آجائے اور اگرچہ سود کے ذریعہ قرض حاصل ہو تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی پابندی نامشروع کو شریعت مطہرہ کسی طرح جائز نہیں رکھتی البتہ اگر بارات کا کھلانا محض بطور دعوت احباب واظہار مسرت ہو اور بشرط عدم ارتکاب منہیات و محظورات شرعیہ اسمیں کوئی حرج نہیں غرض فی نفسہ اسمیں کچھ خرابی نہیں عوارض مروجہ کی وجہ سے خرابی آتی ہے۔

অর্থাৎ একথা স্পষ্ট যে, রসম রেওয়াজের পাবন্দি যে পর্যায়ে পৌছে গেছে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দণীয়। কেননা, এতে অনাবশ্যক বিষয়কে আবশ্যক বা আবশ্যকের মত করে নেয়া হয়েছে। এখন তা না করা সমাজে হীনতা ও দোষের বিষয় হয়ে গেছে। আর তা এ পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, মানুষ এ হীনতা গ্রহন করতে ও তা মেনে নিতে নারাজ। যদিও সামর্থ্য না থাকার কারনে ঋণ নেয়ার প্রয়োজন পড়ে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সূদভিত্তিক ঋণও নিতে হয়। এ ধরনের অহেতুক পাবন্দি পবিত্র শরীয়ত মোটেও অনুমোদন করে না।

অবশ্য আনন্দ প্রকাশে বন্ধু-বান্ধবদের খাওয়া দাওয়া আয়োজনের নিমিত্তে অন্য কোন শরয়ী নিষিদ্ধ বিষয় না থাকলে বরযাত্রীদের খানা খাওয়ানোতে দোষের কিছু নেই। মোটকথা, মৌলিকভাবে তাতে কোন সমস্যা নেই। প্রাসঙ্গিক কারনে তাতে সব সমস্যা। -ফাতাওয়া দারুল উলূম ৭/৫২২

মোটকথা, প্রথার অনুসরনে বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সমাজে প্রচলিত বরযাত্রী নিয়ে যাওয়া এবং কনে পক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ অবৈধ। এ জাতীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন না জায়েয। তবে যদি সমাজে প্রচলিত বরযাত্রী না হয় এবং প্রথা পালনের উদ্দেশ্যে না হয় বরং কনে পক্ষের স্বেচ্ছা প্রনোদিত হয় এবং তা লৌকিকতা ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে না হয় উপরন্তু তা জরুরী মনে করা না হয় এবং কোন প্রকার চাপ প্রয়োগের বিষয় না থাকে তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষের কিছু নেই।

ইমামে রব্বানী রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ) বলেন-

خوشی میں عزیزوں دوستوں کو کھانا کھلانا درست ہے جب تک فخر یا ریا نہ ہو اور نہ اسکو رسم واجب جیسی جانے

অর্থাৎ আনন্দ উৎসবের সময় বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের দাওয়াত করা জায়েয আছে। তবে শর্ত হল গর্ব অহংকার ও লোক দেখানো উদ্দেশ্যে না হতে হবে। এবং তা অবশ্য পালণীয় মনে না করতে হবে।

ফাতাওয়া রশীদিয়া ৫৬৮

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা তাকী উসমানী দাঃ বাঃ বলেন,

اس معاملہ میں بھی ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط پر مبنی تصورات پھیلے ہوئے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح لڑکے کیلئے نکاح کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے، اسی طرح لڑکی کے باپ کیلئے بھی نکاح کے وقت دعوت کرنا سنت یا کم از کم شرعی طور پسندیدہ ہے حالانکہ یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے لڑکی والوں کی طرف سے دعوت کا اہتمام نہ سنت ہے نہ مستحب بلکہ اگر دوسری خرابیاں نہ ہو تو صرف جائز ہے یہی معاملہ بارات کا ہے نکاح کے وقت دولھا کی طرف سے بارات لے جانا کوئی سنت نہیں ہے نہ نکاح کو شریعت نے اس پر موقوف کیا ہے لیکن اگر دوسری خرابیاں نہ ہوں تو بارات لے جانا کوئی گناہ بھی نہیں لہذا بعض حضرات جو بارات لے جانے اور لڑکی والوں کی طرف انکی دعوت کو ایسا گناہ سمجھتے جیسے قرآن وسنت نے اس سے خاص طور پر منع کیا ہو انکا یہ تشدد بھی مناسب نہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر اعتدال کے ساتھ کچھ لوگ نکاح کے موقع پر لڑکی کے گھر چلے جائیں جس میں لڑکی کے باپ پر کوئی بار نہ ہو اور لڑکی کے والدین اپنی بچی کے نکاح کے فریضے سے سبکدوش ہونے کی خوشی میں اپنی دلی خواہش سے انکی اور اپنے دوسرے عزیزوں دوستوں کی دعوت کردیں تو اسمیں بذات خود کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ان تمام چیزوں میں خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ان تقریبات کو نکاح کا لازمی حصہ سمجھ لیا جاتا ہے اور جو شخص انہیں انجام دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ خواہی نہ خواہی ان پر مجبور ہوتا ہے اور اس غرض کیلئے بعض اوقات ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے اور بعض اوقات قرض ادھار کا بوجھ اپنے سر پر لیتا ہے اور کوئی شخص اپنے مالی حالات کی وجہ سے یہ کام نہ کرے تو اسے معاشرے میں مطعون کیا جاتا ہے،

অর্থাৎ এ বিষয়েও আমাদের সমাজে উভয় দিকে প্রান্তিকতা, অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়িমূলক মানসিকতা বিরাজ করছে। কেউ কেউ মনে করে, ছেলের জন্য যেমন বিয়ের পর ওলীমা করা সুন্নাত তেমনি মেয়ের বাবার জন্যও বিবাহোত্তর দাওয়াতের আয়োজন সুন্নাত বা ন্যূনতম শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দণীয়। অথচ এ ধারনা একেবারেই ভিত্তিহীন। মেয়ে পক্ষ থেকে খাবারের ব্যবস্থা করা সুন্নত, মুস্তাহাব কিছুই নয়। বরং অন্য কোন সমস্যা না থাকলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কেবল জায়েয। বরযাত্রীর বিষয়টিও ঠিক এমনি। বিয়ের সময় ছেলে পক্ষ থেকে বরযাত্রী নিয়ে যাওয়া সুন্নত, মুস্তাহাব কিছুই নয়। শরীয়ত বিয়ের উপর বরযাত্রীর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে নি। বরযাত্রীর উপর বিয়েকে নির্ভরশীল ঘোষণা করেনি। তবে অন্য কোন সমস্যা না থাকলে বরযাত্রী নিয়ে যাওয়া গোনাহের কাজ বা পাপের বিষয়ও নয়। অতএব, যারা মেয়েপক্ষের দাওয়াত ও বরযাত্রাকে সরাসরি কুরআন সুন্নাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়ের মত গোনাহের কাজ মনে করে তাদের এমন কঠোর মনোভাবও সমীচীন নয়। বাস্তব কথা হল যদি স্বাভাবিকভাবে, কোন বিশেষ ও ব্যাপক আয়োজন না করে কতিপয় লোকজন বিবাহের সময় মেয়েবাড়ি চলে যায়, যার দ্বারা মেয়ের বাবার উপর কোনরূপ চাপ না পড়ে আর কন্যার পিতামাতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদেরকে এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের দাওয়াত করে তাহলে এতে গোনাহ বা পাপেরও কিছু নেই। কিন্তু এসকল জিনিসে সমস্যা তখনই শুরু হয় যখন এসব উৎসবকে বিবাহের জন্য আবশ্যক কাজ মনে করা হয়। আর যারা এসবের সামর্থ্য রাখে না তারা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এসব করতে বাধ্য হয়। ফলে এসবের জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে স্বীয় স্কন্ধে ঋনের বোঝা চাপিয়ে নেয়। আর যদি সে আর্থিক সমস্যার কারনে এগুলো আনজাম না দেয় তাহলে সে সমাজে তিরস্কৃত হয়। (যিকর ও ফিকর পৃঃ ২৮৯-২৯০)

অতএব, মেয়েপক্ষের বিবাহোত্তর এ আয়োজন চাই তা বরযাত্রীকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে হোক বা নিজ আত্মীয় স্বজনদের, তাতে যদি লোক দেখানো, যশখ্যাতি, গর্ব অহংকার উদ্দেশ্য হয় বা নিছক প্রথা পালন কিংবা ছেলেপক্ষের চাপ বা সামাজিক চাপ অথবা ওলীমার মত সুন্নত বা জরুরী মনে করে করা হয় তাহলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। আর বলা বাহুল্য যে, আমাদের সমাজের অধিকাংশ বিবাহোত্তর আয়োজনে এ সমস্ত ক্রটিগুলো বিদ্যমান থাকে। তাই সাধারন অবস্থায় তা করা যাবে না। তা হতে বিরত থাকতে হবে। অবশ্য যদি কেউ উপরোক্ত সকল ক্রটিমুক্ত অবস্থায় করতে পারে এবং তা নিতান্তই স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয় ও প্রথার অনুসরনে না হয় তাহলে তা নাজায়েয হবে না। তবে আমাদের দেশে যেহেতু তা বিবাহের আবশ্যকীয় রসমে পরিনত হয়ে গেছে তাই উপরোক্ত শর্তসাপেক্ষেও তা ব্যাপকহারে করা উচিৎ হবে না। এক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দণীয় পদ্ধতি হল বিবাহের আকদ মসজিদে হবে এতে ব্যাপকভাবে সকলের উপস্থিতির অনুমতি থাকবে। আকদের পর সামর্থ্য থাকলে খেজুর ইত্যাদি বন্টন করা হবে। বর তার অভিভাবক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহযোগী সহ কনে বাড়ি যাবে। তাদের দাবী ও চাপ ছাড়া সম্ভব হলে মেয়েপক্ষ তাদেরকে মেহমানদারী করবে।

باب في التزويج على العمل يعمل

٢١١١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ . عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ . فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ ؟ فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هٰذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا . قَالَ : لاَ أَجِدُ شَيْئًا . قَالَ : فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ . فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَهَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

٢١١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيِّ عَنْ عِسْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ هٰذِهِ الْقِصَّةِ لَمْ يَذْكُرِ الإِزَارَ وَالْخَاتَمَ فَقَالَ مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ أَوِ الَّتِي تَلِيهَا قَالَ فَقُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ اٰيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ

٢١١٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ . عَنْ مَكْحُولٍ . نَحْوَ خَبَرِ سَهْلٍ . قَالَ : وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ : لَيْسَ ذٰلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

তরজমা ---

কোন কাজকে মোহর ধার্য করে বিবাহ প্রদান

২১১১। হযরত সাহাল ইব্ন সা'দ আল্ সাঈদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর খিদমতে জনৈকা রমনী এসে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমাকে আপনার নিকট বিবাহের (উদ্দেশ্যে) সমর্পন করছি। এরপর সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। জনৈক (আনসার) ব্যক্তি দাঁড়ায় এবং বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাকে আমার সাথে বিয়ে দিন, যদি তাতে আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমার নিকট এমন কিছু আছে কি, যদ্দারা তুমি তার মোহর আদায় করতে পার? সে বলে, আমার সাথে এই ইজার (পায়জামা) ছাড়া দেওয়ার মত কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যখন তোমার নিকট ইজার ছাড়া দেওয়ার মত আর কিছুই নাই, তখন অন্য কিছু দেওয়ার জন্য অনুসন্ধান কর। সে বলে, আমি দেওয়ার মত কিছুই পাচ্ছি না। তিনি বলেন, যদি একটি লোহার আংটিও হয়, তবুও তা দেওয়ার চেষ্টা কর। এরপর এ সন্ধান করে আমি ব্যর্থ হই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমার নিকট কুরআনের কিছু আছে কি? সে বলে, হাঁ, কুরআনের অমুক সুরাদ্বয় (আমার কাছে আছে)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন, আমি ঐ কুরআনের বিনিময়ে তোমাকে তার সাথে বিয়ে দিলাম।

২১১২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর তিনি ইজার ও লোহার আংটির কথা উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বলেন, তুমি কুরআনের কি হিফয করেছ? সে বলে, সূরাতুল বাকারা এবং এর পরবর্তী সূরা। তিনি বলেন, তুমি তাকে এর বিশ আয়াত পরিমাণ শিক্ষা দাও, আর (এর বিনিময়ে) সে তোমার স্ত্রী হবে।

২১১৩। হযরত মাকহুল (রহ.) সাহাল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, মাকহুল বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে এরূপ বিবাহ (মোহর ব্যতীত) আর বৈধ নয়।

باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات

٢١١٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ .

٢١١٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . وَابْنُ مَهْدِيٍّ . عَنْ سُفْيَانَ . عَنْ مَنْصُورٍ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ عَلْقَمَةَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ . وَسَاقَ عُثْمَانُ . مِثْلَهُ .

٢١١٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ . عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ خِلَاسٍ وَأَبِي حَسَّانَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ . أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ . أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهٰذَا الْخَبَرِ . قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ . شَهْرًا أَوْ قَالَ : مَرَّاتٍ . قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا . لَا وَكْسَ . وَلَا شَطَطَ . وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَإِنْ يَكُ صَوَابًا . فَمِنَ اللهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ . وَاللهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ . فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ . وَأَبُو سِنَانٍ . فَقَالُوا : يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ قَالَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

তরজমা --

যে ব্যক্তি মোহর নির্দ্ধারণ ছাড়া বিবাহ করে মারা যায়

২১১৪। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন যে, সে একজন মহিলাকে বিয়ে করার পর মৃত্যুবরণ করে। আর সে তার সাথে সহবাসও করেনি এবং তার জন্য কোন মোহরও ধার্য করেনি। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, তাকে পূর্ণ মোহর দিতে হবে, তাকে পূর্ণ ইদ্দত পালন করতে হবে এবং সে তার মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারীনীও হবে। রাবী মা'আকিল ইব্ন সিনান বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিরাওয়া' বিন্ত ওয়াশিক সম্পর্কে এরূপ ফয়সালা দিতে শুনেছি।

২১১৫। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২১১৬। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উত্বা ইব্ন মাসউদ (রা.) বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে। রাবী বলেন, লোকেরা এ ব্যাপারে একমাস ব্যাপী মতবিরোধ করে কিংবা (রাবীর সন্দেহ) একবার মতভেদ করে। তিনি (ইব্ন মাসউদ) বলেন, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য এই যে, তার মোহর ঐরূপ ধার্য করতে হবে, যেরূপ মোহর ঐ পরিবারের মেয়েদের জন্য ধার্য করা হয় এবং এতে কোনরূপ কমবেশী করা যাবে না। আর সে মীরাসের অধিকারীও হবে এবং তাকে ইদ্দতও পালন করতে হবে। আর এ সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হয়, তবে তা আল্লাহ্র পক্ষ হতে, আর যদি ভুল হয় তবে তা আমার পক্ষ হতে এবং শয়তানের পক্ষ হতে। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। তখন আশ্জায়ী গোত্রের কিছু লোক দাড়িয়ে বলে, মধ্যে আল্ জাররাহ্ ও আবূ সিনান ছিলেন। তাঁরা সকলে বলেন, হে ইব্ন মাসউদ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মধ্যে বিরাওয়া' বিন্ত ওয়াশিক সম্পর্কে এরূপ সিদ্ধান্ত দেন, তার স্বামী হিলাল ইব্ন মুররা আল-আশজা'য়ীর ব্যাপারে যেমন আপনি ফয়সালা দিলেন। রাবী বলেন, তা শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) যারপর নাই খুশি হন। কেননা তাঁর ফয়সালা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রদত্ত সিদ্ধান্তের অনুরূপ হয়েছিল।

٢١١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ . وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . قَالَ مُحَمَّدٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَصْبَغِ الْجَزَرِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ . عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ . عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ . عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ : أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا . وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ . وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا . وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا . وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ . فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ . وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : يُخَافُ أَنْ يَكُونَ هٰذَا الْحَدِيثُ مُلْزَقًا لِأَنَّ الْأَمْرَ عَلَى غَيْرِ هٰذَا

তরজমা ---

২১১৭। হযরত উকবা ইব্‌ন আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, আমি তোমার সাথে অমুক মহিলাকে বিয়ে দিতে চাই, তমি কি এতে রাযী আছ? যে বলে হাঁ। এরপর তিনি উক্ত মহিলাকে সম্বোধন করে বলেন, আমি তোমাকে অমুক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক; তুমি কি এতে রাযী আছ? সে বলে হাঁ। তিনি তাঁদের মধ্যে বিয়ে সম্পন্ন করে দেন। এরপর সে ব্যক্তি সে মহিলার সাথে সহবাস করে এবং তার জন্য কোন মোহর ধার্য করেনি। আর তাকে নগদ কিছু (মোহর বাবদ) দেয়ও নাই। আর ইনি সে ব্যক্তি ছিলেন, যিনি হুদায়বিয়াতে উপস্থিত ছিলেন এবং এদের জন্য খায়বার বিজয়ের (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদের অংশও ছিল। এরপর এই ব্যক্তির মৃত্যুর সময় এলে সে বলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুক মহিলার সাথে আমার বিয়ে দেন এবং তার জন্য কোন মোহর ধার্য করেননি। আর আমিও তাকে কিছু দেইনি। এখন আমি আপনাদের সম্মুখে এরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আমার অংশে খায়বার যুদ্ধে প্রাপ্ত গণীমতের মাল তাকে দিচ্ছি। এরপর সে মহিলা তার অংশ গ্রহণ করে এবং তা এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করে।

ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রহ. এর হাদীসটি পরিপূর্ণ। তিনি হাদীসের শুরুতে এ অংশটুকু বৃদ্ধি করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম বিবাহ হল সহজে সম্পন্ন হওয়া বিবাহ . এবং তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, লোকটিক বললেন..., অত:পর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

তাশরীহ ---

قوله : خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ.

يعني ما كان بيسر وسهولة، بأن يكون بدون مغالاة وبدون حصول أمور تترتب على التزوج فيه مشقة وفيها تحميل الزوج ما لا يطيقه.

ইসলাম বিয়েকে সহজ করেছে

মূলত ইসলাম বিয়েকে অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছে যে, যদি উভয় পক্ষ রাজি হয় তাহলে যেন কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। শরীয়ত এ শর্তও আরোপ করেনি যে, কোন কাযী বা আলেমকে ডেকে বিবাহ পড়াতে হবে। অবশ্য বিবাহের মজলিসে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতির শর্ত শরীয়ত আরোপ করেছে। যদি বর কনে সুস্থ্য ও বিবেক সম্পন্ন বালেগ হয় তাহলে তাদের কেউ অপর কে যদি বলে, আমি তোমাকে বিয়ে করলাম। আর সাক্ষীদ্বয় উপস্থিত থাকে তাহলে বিবাহ সংঘঠিত হয়ে যাবে। এ বিয়ের জন্য আদলতের শরনাপন্ন হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। অনুষ্ঠান করার কোনো শর্তও নেই। ভোজের আয়োজনও জরুরি নয়। যৌতুক ইত্যাদিরও কোনো আবশ্যকতা নেই। তবে কনের সম্মানার্থে মোহর জরুরী। আর সঠিক পদ্ধতি হল বিয়ের সময়ই মোহর নির্ধারণ করে নেয়া। অবশ্য যদি বিয়ের সময় মোহরের আলোচনা নাও করা হয়, তাহলেও বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং মোহরে মিসল আবশ্যক হবে।

ইসলামে বিয়ে সহজ হওয়ার কারণ

ইসলাম এ বিবাহকে এত সহজ এ জন্য করেছে যে, এ বিবাহ মানব প্রকৃতির জরুরি চাহিদা বৈধ পন্থায় পুরণ করার মাধ্যম বিশেষ। যদি এ বৈধ মাধ্যমের উপর বিভিন্ন শর্ত আরোপ করা হয়। আর তা জটিল হয়ে যায়, তাহলে তার আবশ্যকীয় পরিনতি অবৈধ পন্থার অন্বেষণ আকারে আত্মপ্রকাশ করবে। যখন কোনো ব্যক্তি মানব প্রকৃতির এ জরুরি চাহিদা পূরণে বৈধ পন্থা উম্মুক্ত পাবে না তখন তার অন্তরে অবৈধ পন্থা অন্বেষনের চাহিদা জন্মাবে। পরিণতিতে পুরো সমাজ বিপথগামীতার শিকার হবে।

আমাদের সমাজে বিয়ে

কিন্তু ইসলাম বিয়েকে যত সহজ করে ছিল আমাদের বর্তমান সমাজকাঠামো তাকে তত কঠিন করে ফেলেছে। বিয়ের এ বরকতপূর্ণ আকদের উপর আমরা অসংখ্য প্রথা, অনুষ্ঠান ও অনর্থক ব্যয়ের বিশাল বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি যা এক দরিদ্র ব্যক্তির জন্য তো বটেই বরং মধ্যবিত্তশালী ব্যক্তির জন্যও অনতিক্রমযোগ্য পাহাড়ে পরিনত হয়েছে। বর্তমানে কোনো ব্যক্তি বিবাহের কল্পনা ও করতে পারেনা যে পর্যন্ত তার নিকট সাধারণ অবস্থায়ও লাখ দুলাখ টাকার সঞ্চয় না থাকবে। এলাখ দুলাখ টাকা বিয়ের মূল কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য নয় বরং তা নিছক অনর্থক প্রথাসমূহ পূরণের জন্যে। যে ব্যায় জীবন যাপনের মূল প্রয়োজন পূরণে কোনো সহযোগীতার ভূমিকা রখেনা।

বিয়ে উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান :

শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে বিয়ের মাঝে কেবল ওলীমার আয়োজন সুন্নাত। আর তাও প্রত্যেক ব্যক্তির সামর্থ অনুসারে। কিন্তু এখন অনুষ্ঠান আর দাওয়াতের আয়োজন যথারীতি বেড়েই চলছে। বাগদান অনুষ্ঠান এখন এক পৃথক বিয়ের অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। আর বিয়ের সময় পান, চিনি, গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে চতুর্থ ফিরানী পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন আবশ্যক হয়ে গেছে। এগুলো ছাড়া আমাদের সমাজে এখন বিয়ে শাদীর কল্পনাও করা যায় না। তাছাড়া অনুষ্ঠানাদির মধ্যে যুগের উন্নতির সাথে সাথে নিত্য নতুন ব্যয় সংযোজন হচ্ছে। নতুন নতুন দাবী উথাপিত হচ্ছে। নতুন নতুন প্রথা চালু হচ্ছে মোটকথা অনর্থক ব্যায় আর চাহিদার বিশাল বোঝা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। যা দারিদ্রশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য এমন ব্যায় বহুল অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে গেছে যে, এখন আর তা তাদের বৈধ উপার্জন দ্বারা নির্বাহ করা সম্ভব নয়। ফলে তা পুরা করার জন্য অবৈধ উপার্জনের প্রতি তারা অগ্রসর হয়। আর এতে করে বিয়ের মত পবিত্র ও কল্যাণ কর কাজ কত যে অন্যায় ও পাপাচারের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায় তার সীমা পরিসীমা নেই। যে বিয়ের সূচনাই হয় এমন পাপাচারের দ্বারা তাতে শান্তি-বরকত ও কল্যাণ আসবে কোত্থেকে ?

আনন্দঘন মুহূর্তে তারসাম্য রক্ষাকরে আনন্দ উদযাপন করতে শরীয়ত বাধা আরোপ করেনি, কিন্তু আনন্দ উদযাপনের নামে আমরা নিজেদেরকে যে অসংখ্য প্রথার জালে আবদ্ধ করে ফেলেছি, তার ফল এই দাড়িয়েছে যে, আনন্দ বা হৃদয় প্রশান্তির নাম তা গৌন হয়ে গেছে। আর বিভিন্ন প্রথার বাধ্যবাধকতা প্রাধান্য পেয়ে গেছে যার সামান্য বিপরীত হলে অভিযোগ- আপত্তি, তিরস্কার ও কটক্ষের ঝড় বয়ে যায়। ফলে বিয়ের অনুষ্ঠান প্রথা সমূহের বলি হয়ে যায়। যাতে পয়সাতো অকাতরে ব্যায় হতেই থাকে উপরন্তু মন মগজ প্রথার চাপে পিষ্ট হতে থাকে, আয়োজকগণ ক্লান্তিতে চুর চুর হয়ে যায়। কিন্তু এর পরও কোথাও না কোথাও অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপিত হয়েই যায়। পরিণতিতে তর্ক বিতর্ক বাক বিতন্ডা এমনকি লড়াই ঝগড়া ও শুরু হয়ে যায়।

বিয়ে কেন্দ্রিক সামাজিক প্রথা সংশোধনের উপায় :

মৌখিকভাবে আমরা সকলে এ অবস্থাকে সংশোধন যোগ্য বলে থাকি এবং মনে মনেও তা সংশোধন যোগ্য মনে করি। কিন্তু যখন তা কার্যত বাস্তবায়নের সময় আসে তখন আমরা প্রতিটি প্রথার নিকটই আত্মসমর্পন করি।

এপরিস্থিতির সমাধান ইহা ব্যতিত কিছুই নয় যে, প্রথমত প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা নিজ বিয়ে অনুষ্ঠান যথাসাধ্য সাদামাটা করবে এবং সাহস করে বিভিন্ন প্রথা ভেঙ্গে দিবে। কেননা এ সমস্ত প্রথার কারণে বিবাহ শান্তি আযাবে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যদি এ সব পরিহার না করে তাহলে ন্যূনতম সীমিত আয়ের লোকেরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক যে তারা ধনীশ্রেণী পরিচিত হওয়ার অনর্থক লোভে নিজ টাকা-পয়সা শক্তি-সমর্থ ব্যয় করবেনা। বরং তার নিজ আয় বুঝে ব্যয় করবে। নিজেদের সামর্থের বাইরে অগ্রসর হবে না।

এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় :

এ ক্ষেত্রে আমরা যদি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেই তাহলে আশা করা যায় যে, মন্দ দিকগুলো উল্লেখ যোগ্য হারে হ্রাস পাবে।

১. বিয়ে ও ওলীমার অনুষ্ঠান বিশেষ ছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠান যেমন বাগদান, গায়ে হলুদ, বরযাত্রা ঘোরানি ফিরানি ইত্যাদি নামে যে সব অনুষ্ঠান আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। সেগুলো একেবারেই বর্জন করতে হবে। এবং এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমাদের বিয়ে শাদিতে এসব অনুষ্ঠান হবে না। উভয়পক্ষ সত্যিকার অর্থেই যদি আন্তরিকতার সাথে অপর পক্ষকে কোনো তোহফা দিতে চায় তাহলে তা নিয়মতান্ত্রিক কোনো অনুষ্ঠান ছাড়া এবং লোকলশকর পাঠানো ব্যতীত সাদামাটাভাবে দিবে।

২. আনন্দ প্রকাশের বিশেষ কোনো পন্থাকেই আবশ্যকীয় ও জরুরি মনে করা যাবে না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ অবস্থা ও সামর্থ অনুযায়ী লৌকিকতা মুক্ত যে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারে। সে নিজেও কোন প্রকার লোভ লালসার শিকার হবে না বা প্রথার জালে আবদ্ধ হবে না। অন্যেরা তাকে এসব পরিহারে নিন্দা বা তিরস্কার করবে না।

৩. বিবাহ ও ওলীমার অনুষ্ঠানও অত্যন্ত সাদামাটাভাবে করবে এবং আর্থিক সঙ্গতি হিসেবে করবে। আয়োজকদের এ অধিকার আছে বলে সকলকে মেনে নিতে হবে যে তার পারিবারিক অবস্থা ও আর্থিক সামর্থ অনুপাতে যাকে খুশি দাওয়াত করবে যাকে ইচ্ছা দাওয়াত করবে না। এক্ষেত্রে কারো কোনো অভিযোগ আপত্তি কোনো ক্রমে কাম্য নয়।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস সর্বদাই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে– অর্থাৎ

ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة.

ঐ বিবাহ সর্বাধিক বরকতময় যে বিবাহের ব্যয় সবচেয়ে কম, অর্থাৎ যাতে মানুষ আর্থিক বোঝার চাপেও পিষ্ট হয় না এবং অনর্থক কষ্টক্লেশের ও শিকার হয় না।

باب في خطبة النكاح

٢١١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ . فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ . ح . وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ . الْمَعْنَى . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . عَنْ إِسْرَائِيلَ . عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ . وَأَبِي عُبَيْدَةَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ . قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا . مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ . وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا { اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } . لَمْ يَقُلْ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ . أَنْ .

٢١١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ : بَعْدَ قَوْلِهِ : وَرَسُولُهُ : أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ . مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ . وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللهَ شَيْئًا .

তরজমা ---

বিবাহের খুত্‌বা

২১১৮। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিয়ে ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য খুত্‌বাতুল-হাজাত শিক্ষা দিয়েছেন। তা হলো ঃ (অর্থ) সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য চাই, এবং তাঁর নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করি। এবং তাঁর নিকট অন্তরের কুমন্ত্রনা থেকে পানাহ চাই, যাকে আল্লাহ্ পথ দেখান তাকে গুমরাহ করার কেউ নেই। আর আল্লাহ্ যাকে গুমরাহ করেন তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্তোমাদের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন। হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর যথোপযুক্তভাবে ভয় করার মত এবং মুসলিম না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল, (তবে আল্লাহ) তোমাদের কর্ম সংশোধিত করবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে অবশ্যই সে বিরাট সাফল্য লাভ করবে। রাবী মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান তাঁর বর্ণনাতে ان বলেননি।

২১১৯। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিবাহের খুত্‌বা দিতেন। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, (অর্থ) যিনি তাঁর রাসূলকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী কিয়ামত পর্যন্ত। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করল যে সুপথ পেল। আর যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের আনুগত্য করল না সে নিজেরই ক্ষতি করল এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

তাশরীহ ---

قوله: باب في خطبة النكاح

বিয়ের খুৎবার গুরুত্ব ঃ আমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি হয়ত খুজেঁ পাওয়া যাবেনা, যে কোন বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেনি। প্রতিনিয়তই বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং প্রতি বিয়েতে শত শত মানুষ অংশ গ্রহণ করছে। বিয়ের মজলিসে আপনি দেখে থাকবেন যিনি বিবাহ পড়িয়ে থাকেন তিনি ইজাব কবুলের পূর্বেই খুৎবা পাঠকরে থাকেন। খুৎবা পাঠের পর নিয়মতান্ত্রিক ভাবে বিবাহের কাজ সম্পূর্ন করেন। যদিও বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য খুৎবা পাঠ করা আবশ্যক নয়। খুৎবা পাঠকরা ছাড়াও দুজন সাক্ষীর সামনে ইজাব কবুল হওয়ার দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু খুৎবা পাঠ করা সুন্নাত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের পূর্বে সংক্ষিপ্ত খুৎবা পাঠ করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খুৎবার প্রথমাংশ যথারীতি শিখিয়েছেন। সে শব্দগুলোই আমরা সাধারণত প্রতিটি বিয়ের আসরে শুনে থাকি। সাধারণত খুৎবার ভাষা, তার অর্থ ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিয়ের অনুষ্ঠানের হৈচৈয়ে ঢাকা পড়ে যায়। মনোযোগহীনভাবে খুৎবা শ্রবণ করা হয়। আর যদি বিবাহের মজলিসে লোকজনের উপস্থিতি বেশি হয় এবং মাইকের ব্যবস্থা না হয়। তাহলে বহু মানুষ খুৎবার শব্দও শুনতে পায়না। খুৎবা পাঠের সময়ও তাদের কথা বার্তায় লিপ্ত দেখা যায়। মূলত এ বিষয়টিও আমাদের অমনোযোগের শিকার। যেখানে বিবাহের অনুষ্ঠানে হাজার হাজার বরং লাখ লাখ টাকা খরচ করা হচ্ছে সেখনে আর কয়টি টাকা ব্যয় করে মাইকের ব্যবস্থা করতে পারে, যাতে খুৎবা ও ইজাব কবুল যা বিয়ে অনুষ্ঠানের মূল বিষয় তা শান্তিপূর্ন ভাবগম্ভীর পরিবেশে সম্পাদন হয় এবং উপস্থিত লোকজন হৈহুল্লোড়ের পরিবর্তে পবিত্র পরিবেশে বরকতপূর্ণ শব্দগুলো শুনতে পায়। মোট কথা, যদি কোথাও খুৎবা শোনাও হয়। তাহলেও সাধারণত তাকে নিছক বরকতের বস্তুই মনে করা হয়। সাধারণ মানুষ বরকত অর্জনের জন্যই তা করে থাকে তাই এ খুৎবার মূল পয়গাম কি? মানুষ তা ভেবে দেখেনা, আর এজন্যেই খুব কমসংখক মানুষ এমন পাওয়া যাবে যারা জানার চেষ্টা করেছে যে, এ সমস্ত শব্দগুলোর অর্থ কি? কেনইবা তা বিবাহের সময় পাঠ করা হয়? বিবাহের সাথে এর যোগসুত্র কি?

খুৎবার আয়াতসমূহ ঃ যে তিন আয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের খুৎবায় পাঠ করতে বলেছেন তিনটি আয়াতেই যে, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে তা হলো তাকওয়া ও খোদাভীতি অবলম্বন করা। তিনো আয়াতের সূচনাতেই মুমিনদের লক্ষকে বলা হয়েছে আল্লাহকে ভয় করো, তাকওয়া অবলম্বন করো। বিয়ের সময় বিশেষভাবে তাকওয়া নির্দেশ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তা বারবার বলা হচ্ছে এর কারণ কেবল এটিই যে, দুনিয়া আখেরাত সবস্থানের সফলতার জন্যই তাকওয়া পূর্বশর্ত। এ তাকওয়া ছাড়া দুনিয়া আখেরাত কোথাও সফলতা পাওয়া যাবে না। বিশেষত বৈবাহিক সম্পর্ক এমন এক বিষয় যার পুঙ্খানো পুঙ্খানো হক আদায় ও তার বরকতপ্রাপ্তি সে পর্যন্ত অর্জিত হবে না, যে পর্যন্ত উভয়ের অন্তরে খোদাভীতির দৌলত অর্জিত না হবে। অভিজ্ঞতা এ কথার সাক্ষী- যে পর্যন্ত অন্তরে আল্লাহর ভয় না থাকবে, খোদার সামনে জবাবাদিহির এ অনুভূতি না থাকবে যে, একদিন আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেক কাজের জন্য জিজ্ঞাসিত হতে হবে সে পর্যন্ত কোন ব্যক্তি সঠিক অর্থে অপরের হক আদায় করতে পারবে না। স্বামী, স্ত্রীর হক আদায় করতে পারবে না। স্ত্রী, স্বামীর হক আদায় করতে পারবে না। এক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের হক আদায় করতে পারবে না। এক বন্ধু অপর বন্ধুর হক আদায় করতে পারবে না। অপরের হক আদায়ে তাকওয়া অর্জনের বিকল্প নেই। কোন আইন-কানুন, কোন আদালত-বিচারালয় পূর্ণরূপে অপরের হক আদায়ে সক্ষম নয়। হাঁ তাকওয়া ও খোদাভীতি যে, আমি দুনিয়ার আদালত থেকে হয়ত রক্ষা পেয়ে যাবো কিন্তু আল্লাহর দরবারে সবকথা ও কাজের হিসাব দিতে হবে; ইলাহী বাহনায় সেখান থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না সেখানকার শাস্তি হতে বাচার ব্যবস্থা এখান থেকেই করতে হবে। আজ থেকেই করতে হবে। অন্তরে এ অনুভূতি বিদ্যমান থাকলে কারো হক নষ্ট করার দুঃসাহসই হবে না।

এ জন্যই বিয়ের যে খুৎবা দেয়া হয় তাতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এ তিন আয়াত পাঠ করা হয়। তাকওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্বারপ করা হয়। এমনিতো প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহ সাথে তাকওয়ার অঙ্গীকারাবদ্ধ কিন্তু বিয়ে এক নতুন জীবন সফরের সূচনা । অন্য এক জীবনের শুভলগ্ন তাই তাকওয়া ও খোদাভীতি অর্জনের অঙ্গীকারের নবায়ন চাই। এটিই হল এ তিন আয়াত পাঠের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলার আমাদের সকলকে তাকওয়া অর্জনের ফিকির ও চেষ্টা করার তাওফীক দান করুন আমীন।

٢١٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ . عَنِ الْعَلَاءِ ابْنَ أَخِي شُعَيْبِ الرَّازِيِّ . عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ رَجُلٍ . مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ . قَالَ : خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ .

باب في تزويج الصغار

٢١٢١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ . قَالَ سُلَيْمَانُ : أَوْ سِتٍّ وَدَخَلَ بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ .

باب في المقام عند البكر

٢١٢٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى . عَنْ سُفْيَانَ . قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ . عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ . إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ . وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي .

٢١٢٣ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ . وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . عَنْ هُشَيْمٍ . عَنْ حُمَيْدٍ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ : لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . زَادَ عُثْمَانُ : وَكَانَتْ ثَيِّبًا وَقَالَ : حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ . أَخْبَرَنَا أَنَسٌ

তরজমা ---

২১২০। হযরত বনী সুলায়ম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমামা বিনত আবদুল মুত্তালিব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রস্তাব দিলেন যে, আমাকে খুত্বা পাঠ ব্যতীত বিয়ে দিয়ে দিন।

অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের বিবাহ প্রদান

২১২১। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার পিতা) আমাকে রাসূলে পাক (সা.)-এর সাথে তখন বিয়ে দেন, যখন আমি মাত্র সাত বছর বয়সের কন্যা ছিলাম। রাবী সুলায়মান বলেন, অথবা ছয় বছর বয়সের কন্যা ছিলাম। আর তিনি আমার সাথে সহবাস করেন, আমার নয় বছর বয়সের সময়ে।

কুমারী মহিলা বিয়ে করলে, তার সাথে কতদিন থাকতে হবে

২১২২। হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন উম্মে সালামাকে বিয়ে করেন, তখন তিনি তাঁর নিকট তিনরাত অবস্থান করেন। এরপর তিনি বলেন, এটা তোমার জন্য আমার পক্ষ হতে কম নয়, অবশ্য যদি তুমি চাও তবে আমি তোমার সাথে সাত রাত যাপন করব। আর আমি যদি তোমার সাথে সাত রাত যাপন করি, তখন আমার অন্যান্য স্ত্রীদের সাথেও আমাকে (সমতা রক্ষার্থে) সাত রাত থাকতে হবে।

২১২৩। হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাফিয়া (রা.)-কে বিবাহ করেন, তখন তিনি তাঁর সাথে তিনরাত থাকেন। রাবী উসমান অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এই সময় তিনি (সাফিয়া) সায়্যেবা ছিলেন।

٢١٢٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ . عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا . وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا . وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلٰكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذٰلِكَ .

باب في الرجل يدخل بامراته قبل ان ينقدها شيئا

٢١٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ . حَدَّثَنَا سَعِيدٌ . عَنْ أَيُّوبَ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطِهَا شَيْئًا . قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ . قَالَ : أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ؟.

٢١٢٦ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ . عَنْ شُعَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ . حَدَّثَنِي غَيْلَانُ بْنُ أَنَسٍ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ . عَنْ رَجُلٍ . مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى يُعْطِيَهَا شَيْئًا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطِهَا دِرْعَكَ . فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ . ثُمَّ دَخَلَ بِهَا .

٢١٢٧ - حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ . حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ . عَنْ شُعَيْبٍ . عَنْ غَيْلَانَ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

তরজমা --

২১২৪। হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন কুমারী স্ত্রীলোককে সায়্যেবা মহিলার বর্তমানে বিবাহ করবে, তখন তার সাথে সাত রজনী যাপন করবে। আর যখন কুমারীর বর্তমানে সায়্যেবাকে বিবাহ করবে তখন তার সাথে তিনরাত যাপন করবে। রাবী আবু কুলাবা বলেন, যদি আমি বলি, তিনি (আনাস) এটা মারফূ' হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তবে তা সঠিক হবে, বরং তিনি বলেছেন, এরূপই সুন্নাত।

যদি কেউ তার স্ত্রীকে কিছু দেওয়ার পূর্বে তার সাথে সহবাস করতে চায়

২১২৫। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী (রা.) ফাতিমা (রা.)-কে বিবাহ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাঁকে বলেন, তুমি তাঁকে (ফাতিমাকে) কিছু দাও। তিনি (আলী) বলেন, আমার নিকট কিছুই নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার হাতমীয়া লৌহ বর্মটি কোথায়? (তা দিয়ে সহবাস করতে পার।)

২১২৬। হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী (রা.) ফাতিমা বিনত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বিয়ে করেন; তখন তিনি তাঁর (ফাতিমার) সাথে সহবাস করতে ইচ্ছা করেন, নগদে কিছু দেওয়ার আগে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইহাতে বাধা দিয়ে, আলী (রা.)-কে কিছু নগদ মোহর আদায় করতে বলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দেওয়ার মত কিছুই নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন, তুমি তাকে তোমার লৌহ বর্মটি দাও। তখন তিনি তাকে তা দেয়ার পর তাঁর সাথে সহবাস করেন।

২১২৭। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে

٢١٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ الْبَزَّازُ . حَدَّثَنَا شَرِيكٌ . عَنْ مَنْصُورٍ . عَنْ طَلْحَةَ . عَنْ خَيْثَمَةَ . عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَخَيْثَمَةُ . لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ

٢١٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ جَدِّهِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ . قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ . فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ . فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ . وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ.

باب ما يقال للمتزوج

٢١٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ . عَنْ سُهَيْلٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ . قَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ . وَبَارَكَ عَلَيْكَ . وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

তরজমা --

২১২৮। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন কোন মহিলাকে তার স্বামী কর্তৃক কিছু দেওয়ার পূর্বে সহবাসের অনুমতি দেই।

ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, খাইসামার سماع হযরত আয়শা রা.হতে ثابت নেই।

২১২৯। হযরত আম্‌র ইব্‌ন শু'আয়েব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে সমস্ত স্ত্রীলোকদেরকে তাদের বিবাহের পূর্বে মোহর হিসাবে, দান হিসাবে বা অন্য কোন প্রকারে পাত্র পক্ষ হতে কিছু দেয়া হয়, তা সে স্ত্রীলোকের জন্যই। আর বিবাহ বন্ধনের পরে যা কিছু দেয়া হয়, তা যাকে দেয়া হয় তার জন্য। আর বিয়ে উপলক্ষে পিতা তার মেয়ের বিবাহে এবং ভাই তার বোনের বিবাহে সম্মানজনক কোন উপহার দেয়ার অধিকতর যোগ্য।

নব দম্পতির জন্য দু'আ করা

২১৩০। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মানুষের জন্য তার বিয়ের সময় এরূপ দু'আ করতেন। তিনি বলতেন, (অর্থাৎ) আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল সাধন করুন, তোমাকে উন্নতি দেন এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে সৎকাজে সহযোগীতা রাখুন।

باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى

٢١٣١ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْمَعْنَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَمْ يَقُلْ: مِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقُوا، يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ قَالَ الْحَسَنُ: فَاجْلِدْهَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ: فَاجْلِدُوهَا أَوْ قَالَ: فَحُدُّوهَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَرْسَلُوهُ كُلُّهُمْ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً وَكُلُّهُمْ، قَالَ: فِي حَدِيثِهِ جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدًا لَهُ

٢١٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ، نَكَحَ امْرَأَةً، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَتَمُّ

তরজমা ---

যদি কেউ কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করার পর গর্ভবতী পায়

২১৩১। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যের জনৈক আনাসর হতে বর্ণনা করেছেন। রাবী ইব্ন আল্সারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আনসার হতে উল্লেখ করেন নাই। এরপর সকল রাবী একত্রে বুসরা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি এমন একজন নারীকে বিয়ে করি, যে বাহ্যত কুমারী ছিল। এরপর আমি তার সহিত সহবাস করে তাকে গর্ভবতী দেখতে পাই। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি তার গুপ্তাংগ ব্যবহার করার ফলে তোমার উপর তার মোহর ওয়াজিব হয়েছে। আর ঐ গর্ভস্থ সন্তান (যা ব্যভিচারের ফসল) তোমার খাদীম। আর যখন সে সন্তান প্রসব করবে, রাবী হাসান বলেন, তখন তাকে দুর্রা মারবে। অথবা রাবী বলেন, তার উপর হদ্ (শরীয়াতের শাস্তির বিধান) কায়েম করবে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন এই হাদীসটি কাতাদা, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাসীর ও আতা আল-খুরাসানী সাঈদ ইব্ন আল্-মুসায়্যেব (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন এবং ইয়াহ্ইয়া ইবন কাসীর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, বাস্রা ইব্ন আক্সাম জনৈক মহিলাকে বিবাহ করেন এবং সমস্ত রাবী একমত হয়ে বলেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ গর্ভস্থ সন্তানকে তার জন্য খাদিম হিসাবে নির্ধারিত করেন।

২১৩২। হযরত সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি, যার নাম ছিল বাস্রা ইব্ন আকসাম, তিনি এক মহিলাকে বিবাহ করেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের উভয়ের মধ্যে বিয়ে বিচ্ছেদ করা হয়। আর রাবী ইব্ন জুরায়েজ বর্ণিত হাদীসটি পরিপূর্ণ।

باب في القسم بين النساء

٢١٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ . حَدَّثَنَا قَتَادَةُ . عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ . عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا . جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.

٢١٣٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ أَيُّوبَ . عَنْ أَبِي قِلَابَةَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ . عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ . وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هٰذَا قَسْمِي . فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي . فِيمَا تَمْلِكُ . وَلَا أَمْلِكُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : يَعْنِي الْقَلْبَ

٢١٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ . عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ . مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا . وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا . فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ . حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ : حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ . يَوْمِي لِعَائِشَةَ . فَقَبِلَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا . قَالَتْ : نَقُولُ فِي ذٰلِكَ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أُرَاهُ قَالَ : {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا}

তরজমা ---

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফভিত্তিক বন্টন

২১৩৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার দু'জন স্ত্রী আছে আর সে তার মধ্যে একজনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অর্ধাংগ অবশ অবস্থায় আসবে।

২১৩৪। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফভিত্তিক (সব কিছুই) ভাগ করতেন এবং বলতেন, ইয়া আল্লাহ্! আমার পক্ষে যা সম্ভব, আমি তা করছি। আর আপনি যার মালিক (অন্তরের) এবং আমি নই, সে ব্যাপারে আমাকে দোষারোপ করবেন না।

২১৩৫। হযরত হিশাম ইব্ন উরওয়া (রহ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আয়েশা (রা.) বলেন, হে আমার বোনের পুত্র! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কারো উপর কাউকে ফযীলত (শ্রেষ্ঠত্ব) দিতেন না, আমাদের সাথে অবস্থানের ব্যাপারে। আর এরূপ দিন খুব কমই হত, যেদিন তিনি আমাদের সকলের নিকট আসতেন না এবং সহবাস ছাড়া তিনি সকল স্ত্রীর সাথে খোশালাপ করতেন; এরপর যেদিন যার সাথে রাত্রিবাসের পালা পড়ত, সেদিন তিনি তার সাথে রাতযাপন করতেন। আর সাওদা বিনত যাম'আর বয়স যখন অধিক বৃদ্ধি পায় এবং তিনি এ ভয়ে ভীত হন যে, হয়ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ত্যাগ করবেন, তখন তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার পালার দিনটি আয়েশার জন্য দান করলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পক্ষ হতে তা কবুল করেন। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ যদি কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীকে, তার দিক হতে মুখ ফিরায়ে নেয়ার ভয় করে

٢١٣٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَعْنَى . قَالَا : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ . عَنْ عَاصِمٍ . عَنْ مُعَاذَةَ . عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَمَا نَزَلَتْ { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } قَالَتْ مُعَاذَةُ : فَقُلْتُ لَهَا : مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذٰلِكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي

٢١٣٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ . حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ . عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ . عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى النِّسَاءِ . تَعْنِي فِي مَرَضِهِ فَاجْتَمَعْنَ . فَقَالَ : إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ . فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ . فَعَلْتُنَّ فَأَذِنَّ لَهُ .

٢١٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ .

باب في الرجل يشترط لها دارها

٢١٣٩ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ . أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ . عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ . عَنْ أَبِي الْخَيْرِ . عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ . عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ .

তরজমা

২১৩৬। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের প্রত্যেকের নিকট অবস্থানের দিন অনুমতি চাইতেন। এরপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ তুমি তাদের মধ্যে যার সাথে ইচ্ছা (অবস্থান) করতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট রাখতে পার। মুআয বলেন, আমি আয়েশা (রা.) জিজ্ঞাসা করি, আপনারা তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কি বলতেন? তিনি বলেন, আমি বলতাম, যদি তা আমার জন্য হয়, তবে আমি কাউকেও আমার উপর অগ্রাধিকার দিব না।

২১৩৭। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মৃত্যুকালীন রোগের সময় তাঁর সকল স্ত্রীকে আহবান করেন। আমরা সকলে একত্রিত হলে, তিনি বলেন, (বর্তমানে) তোমাদের সকলের সাথে ঘুরে ঘুরে (পালাক্রমে) অবস্থানের ক্ষমতা আমার নাই। কাজেই তোমরা সকলে যদি অনুমতি দাও, তবে আমি (অসুস্থতার) দিনগুলো আয়েশার নিকট কাটাতে চাই। তখন সকলেই তাঁকে অনুমতি দেন।

২১৩৮। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোথাও সফরের ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে (সংগে নেওয়ার জন্য) লটারী করতেন। এরপর যার নাম লটারীতে আসত, তিনি তাঁকে সাথে নিতেন। আর তিনি তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একটি দিন ও রাত নির্ধারিত করতেন। অবশ্য সাওদা বিনত যাম'আ ছাড়া, কেননা, তিনি (বার্ধক্যের কারণে) তাঁর পালার দিনটি আয়েশার জন্য দান করেছিলেন।

স্ত্রীর বাড়ীতে সহাবস্থানের শর্তে বিয়ে করলে তাকে অন্যত্র নেওয়া যায় কিনা?

২১৩৯। হযরত উকবা ইবন আমের (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ ঐ শর্তই উত্তম, যা তোমরা পূর্ণরূপে পালন করতে পার আর যদ্বারা তোমাদের জন্য স্ত্রী অংগ ব্যবহার বৈধ হয়।

باب في حق الزوج على المرأة

٢١٤٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ . أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ . عَنْ شَرِيكٍ . عَنْ حُصَيْنٍ . عَنِ الشَّعْبِيِّ . عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ . قَالَ : أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ : رَسُولُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ . قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقُلْتُ : إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ . قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لاَ . قَالَ : فَلاَ تَفْعَلُوا . لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ .

٢١٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .

باب في حق المرأة على زوجها

٢١٤٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ . مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ . وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ . أَوِ اكْتَسَبْتَ . وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ . وَلاَ تُقَبِّحْ . وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَلاَ تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ : قَبَّحَكِ اللهُ

তরজমা --

স্ত্রীর উপর স্বামীর হক (অধিকার)

২১৪০। হযরত কায়েস ইবন সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিরা শহরে এসে সেখানকার লোকদেরকে মারযুবানকে সিজ্‌দা করতে দেখি। আমি (মনে মনে) বলি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই-ত সিজদার বেশী হক্‌দার। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে গিয়ে বলি, আমি হিরাতে গিয়ে সেখানকার লোকদেরকে মারযুবানকে সিজ্‌দা করতে দেখেছি। আর ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনিই ত এর বেশী হক্‌দার যে, আমারা আপনাকে সিজ্‌দা করি? তিনি বলেন, তুমি বল, যদি আমার (ইন্‌তিকালের পর) তুমি আমার কবরের পাশ দিয়ে যাও, তবে কি তুমি সেখানে সিজ্‌দা করবে? তিনি বলেন, আমি বললাম না। তিনি বলেন, তোমরা সেরূপ করবেনা। আর যদ আমি কাউকে কারো সিজ্‌দা করতে বলতাম, তবে আমি স্ত্রীলোকদেরকে তাদের স্বামীদের সিজ্‌দা করতে বলতাম। আর তা এইজন্য যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে (স্বামীকে) তাদের (স্ত্রীদের) উপর হক দিয়েছেন।

২১৪১। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় (সহবাসের জন্য) আহ্বান করে, আর সে (স্ত্রী) তার নিকট যায় না, যার ফলে সে (স্বামী) রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, ঐ স্ত্রীলোকের উপর ফিরিশ্‌তাগণ সকাল পর্যন্ত অভিসম্পাত করতে থাকেন।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

২১৪২। হযরত হাকীম ইবন মু'আবিয়া (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! স্বামীদের উপর স্ত্রীদের কি হক? তিনি বলেন, যা সে খাবে তাকেও (স্ত্রী) খাওয়াবে, আর সে যা পরিধান করবে তাকেও তা পরাবে। আর তার (স্ত্রীর) চেহারার উপর মারবে না এবং তাকে গালাগাল করবে না আর তাকে ঘর হতে বের করে দিবে না।

٢١٤٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ . حَدَّثَنِي أَبِي . عَنْ جَدِّي . قَالَ . قُلْتُ . يَا رَسُولَ اللهِ . نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهُنَّ وَمَا نَذَرُ . قَالَ : ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ . وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعِمْتَ . وَاكْسُهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ . وَلاَ تُقَبِّحِ الْوَجْهَ . وَلاَ تَضْرِبْ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى شُعْبَةُ تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ.

٢١٤٤ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْمُهَلَّبِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَزِينٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ . عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ . قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَقُلْتُ : مَا تَقُولُ : فِي نِسَائِنَا قَالَ : أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ . وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ . وَلاَ تَضْرِبُوهُنَّ . وَلاَ تُقَبِّحُوهُنَّ.

باب في ضرب النساء

٢١٤٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ . عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ . عَنْ عَمِّهِ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ . قَالَ حَمَّادٌ : يَعْنِي النِّكَاحَ

তরজমা ---

২১৪৩। হযরত হাকীম ইব্ন মু'আবিয়া (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে কোথায় কিরূপে সহবাস করব এবং কোথায় করব না? তিনি বলেন, তুমি তোমার ক্ষেত্রে যেরূপে ইচ্ছা গমন করতে পার।আর যখন তুমি খাবে, তখন তাকেও খেতে দিবে। আর যখন তুমি যা পরবে, তখন তাকেও তা পরাবে এবং তাকে গালমন্দ করবে না ও মারধর করবে না।

২১৪৪। হযরত বিহ্য ইব্ন হাকীম, তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা মু'আবিয়া আল্ কুশায়েরী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খিদমতে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাদের স্ত্রীর হক সম্পর্কে কি নির্দেশ দেন? তিনি বলেন, তোমারা যা খাবে তাদেরকেও তা খেতে দিবে। আর তোমরা যা পরবে, তাদেরকেও তা পরাবে এবং তোমরা তাদেরকে মারধর করবে না ও গালমন্দ করবে না।

স্ত্রীদের মারধর করা

২১৪৫। হযরত আবূ হুররা আল রুকাশী তার চাচা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যদি তোমরা স্ত্রীদের পক্ষ হতে অবাধ্যতার ভয় কর, তবে তোমরা তাদের বিছানা আলাদা করে দিবে। রাবী হাম্মাদ বলেন, অর্থাৎ তাদের সাথে সহবাস পরিত্যাগ করবে।

قوله :باب في ضرب النساء

স্ত্রীকে সংশোধনের প্রাথমিক তিনটি উপায় ঃ

নেককার নারীদের পরিচয় দেয়ার পর যারা স্বামীদের আনুগত্য করে না কিংবা যারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে কুরআনুল কারীম তাদের সংশোধনের জন্য পুরুষদের যথাক্রমে তিনটি উপায় বাতলে দিয়েছে। যার দ্বারা ঘরের বিষয় ঘরের ভেতরই সংশোধিত হয়ে যাবে। স্বামী স্ত্রীর বিবাদ তাদের দুজনের মধ্যেই মীমাংসা হয়ে যাবে।

এতে পুরুষদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি নারীদের অবাধ্যতা কিংবা অনুগত্যে কিছু অভাব অনুভব কর, তবে সর্বাগ্রে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের মানসিক সংশোধন কর। এতেই যদি ফলোদয় হয় তবে বিষয়টি এখানেই মিটে গেল। এতে সংশ্লিষ্ট স্ত্রী লোকটি সব সময়ের জন্য পাপ থেকে বেচেঁ গেল। আর পুরুষও মানসিক যাতনা থেকে রেহাই ফেল। এভাবে উভয়ে দুঃখ বেদনার কবল থকে বেঁচে যাবে। পক্ষান্তরে যদি বুঝিয়ে শুনিয়ে কাজ না হয় তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের সতর্ক করার জন্য এবং নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে নিজে পৃথক বিছানায় শোবে। এট একটা মামুলী শাস্তি এবং উত্তম সতর্কীকরণ। এতে যদি স্ত্রী সতর্ক হয়ে যায় তবে বিবাদটিও এখানেই শেষ হয়ে গেল। আর যদি সে এ ভদ্রজনোচিত শাস্তির পরেও স্বীয় অবাধ্যতা ও দুষ্কর্ম থেকে ফিরে না আসে। তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে সাধারণভাবে মারধর করার অনুমতি আছে। আর তার সীমা হল শরীরে যেন মারের প্রতিক্রয়া কিংবা জখম না হয়। মুখমণ্ডলের উপর আঘাত করা যাবে না।

ভাললোক স্ত্রীদের প্রহার করে না

উপরোক্ত তিনটি স্তরের প্রাথমিক দু'স্তর ভদ্রজনোচিত। এ জন্য নেককার ও নবীদের থেকেও তা প্রমাণিত আছে। কিন্তু তৃতীয় স্তর অর্থাৎ শারীরিক শাস্তি মারধর যদিও অনোন্যপায় হলে বিশেষ পন্থায় তার অনুমোদন রয়েছে। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অপছন্দ করতেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

ولن يضرب خياركم

অর্থাৎ ভাললোক স্ত্রীদের মারধর করে না।

আর এ জন্যেই কোন নবী থেকেও তা প্রমাণিত নেই।

যা হোক যদি এ সাধারণ মারধরের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, তবুও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল।

পুরুষদের বাড়াবাড়িও শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঃ

কুরআনে কারীমে যেমন স্ত্রীদের সংশোধনকল্পে পুরুষদের তিনটি অধিকার দান করা হয়েছে তেমনি আয়াতের শেষাংশে একথাও বলা হয়েছে–

فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا

— অর্থাৎ যদি এ তিনটি ব্যবস্থার ফলে তারা তোমাদের কথা মানতে আরম্ভ করে তবে তোমরা আর বাড়াবাড়ি করো না এবং দোষানুসন্ধানও করতে যেওনা। কথায় কথায় তাদের দোষ ধরোনা, অহেতুক বাড়াবাড়ি করো না বরং সহনশীলতা অবলম্বন কর ক্ষমা সুন্দর সৃষ্টিতে দেখো। জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের উপর তোমাদের কর্তৃত্ব দান করেছেন কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্ব তোমাদের উপর রয়েছে। তোমরা যদি বাড়াবাড়ি করো তাহলে তার শাস্তি অবশ্যই তোমাদের ভোগ করতে হবে।

সংশোধনের চতুর্থ উপায় ঃ

উপরোক্ত তিনটি স্তরের দ্বারা ঘরের বিবাদ ঘরেই মীমাংসা হয়ে যাবে। কিন্তু অনেক সময় মনোমালিন্য ও বিবাদ দীর্ঘায়িত হয়ে যায়। স্ত্রীর স্বভাবে তিক্ততা বা অবাধ্যতার কারণেই হোক বা স্বামীর ত্রুটি কিংবা অহেতুক বাড়াবাড়ির কারণে হোক ঘরের বিষয় আর ঘরে সীমিত থাকেনা। একে অপরকে মন্দ বলা ও পারস্পরিক অপবাদারোপ, পারিবারিক বিসংবাদের রূপ নেয়। ঘরের বিষয় আর ঘরে সীমিত থাকে না। তখন কুরআনুল কারীম সরকার, উভয় পক্ষের মুরব্বী অভিভাবক ও মুসলমানদের তাদের মধ্যে আপোষ করিয়ে দেয়ার জন্য দুজন সালিস নির্ধারণের কথা বলেছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها

তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন আর স্ত্রী পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত কর।

এতে করে বিষয়টি উভয় পরিবারের মাঝেই সীমিত থাকবে আদালত পর্যন্ত গড়াবে না। মামলামোকাদ্দমা রুজু করার ফলে বিষয়টি হাটে–ঘাটে বিস্তার লাভ করবে না।

বলা বাহুল্য যে সালিসদ্বয় প্রয়োজনীয় গুনবৈশিষ্টের অধিকারী হতে হবে এবং বিশ্বস্ত ও দ্বীনদার হতে হবে। বর্ণনা শেষে কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে।

ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما۔

অর্থাৎ আপোষ মীমাংসাকারী সালিসদ্বয়ের নিয়ত যদি সৎ হয় এবং সত্যিকার অর্থেই যদি তারা স্বামী স্ত্রীর সমঝোতা কামনা করে তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে গায়েবী সাহায্য হবে। ফলে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হবেন। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা স্বামী স্ত্রীর মাঝে সম্প্রীতি ও মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন)

সর্বশেষে তালাক ঃ

আর যদি উপরোক্ত সকল স্তরের চেষ্টাই ব্যর্থ হয় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কাংখিত ফল লাভের স্থলে উভয়ের একত্রে মিলেমিশে থাকা আযাবে পরিনত হয়। তখন এ সম্পর্ক ছিন্ন করাই উভয় পক্ষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। তাই ইসলাম তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা রেখেছে। কিন্তু বলে দিয়েছে তালাক হল নিকৃষ্টতম হালাল। আর যাতে করে তা ব্যাপক হারে সংঘটিত না হয় সে জন্য তালাকের অধিকার পুরুষকে দেয়া হয়েছে। কেননা চিন্তা শক্তি ও ধৈর্য্যের সামর্থ্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদের মধ্যে অনেক বেশি থাকে। এতে করে সামাজিক ও সাধারন বিরক্তির প্রভাবে ব্যাপকহারে তালাক সংঘটিত হবে না। তবে স্ত্রী জাতিকে এ অধিকার থেকে একবারে বঞ্চিত করা হয় নি। স্বামীর জুলুম অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষায় তাদের জন্য রয়েছে তাফযীজুত তালাকের বিধান। প্রয়োজনে বিয়ের সময়ই স্বামী থেকে তাফযীযের মাধ্যমে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা নেয়া যেতে পারে।

٢١٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ.

٢١٤٧ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُسْلِيِّ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ.

باب ما يؤمر به من غض البصر

٢١٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ؟ فَقَالَ: اصْرِفْ بَصَرَكَ.

٢١٤٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الإِيَادِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ.

তরজমা ---

২১৪৬। হযরত ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ যুবাব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহ্‌র দাসীদেরকে প্রহার করবে না। তখন উমার (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে এসে বলেন, স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের সাথে অবাধ্যতা করছে। তখন তিনি তাদরেকে হাল্‌কা মারধর করতে অনুমতি দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরিবারের নিকট অনেক মহিলা এসে তাদের স্বামীদের সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করে। তখন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ আলে মুহাম্মাদের নিকট অসংখ্যা মহিলা এসে তাদের স্বামীদের ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করেছে। যারা তাদের স্ত্রীদের মেরেছে তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম নয়।

২১৪৭। হযরত উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তিকে (দুনিয়াতে) তার স্ত্রীকে মারধর করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

যে ব্যাপারে চক্ষু অবনত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়

২১৪৮। হযরত জারীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে হঠাৎ কোন অপরিচিতি স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তুমি তোমার দৃষ্টিকে (তৎক্ষণাৎ) ফিরিয়ে নিবে।

২১৪৯। হযরত আবূ বুরায়দা (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা.)-কে বলেন, হে আলী। তোমার প্রথম দৃষ্টিপাত (বেগানা স্ত্রী লোকের প্রতি যা অনিচ্ছা সত্ত্বে হয়েছে), তোমার দ্বিতীয় দৃষ্টি (যা ইচ্ছাকৃত) যেন তার অনুসরণ না করে। কেননা, প্রতমবার দৃষ্টিপাত তোমার জন্য জায়েয, আর দ্বিতীয়বার (ইচ্ছাকৃতভাবে) দৃষ্টিপাত করা তোমার জন্য বৈধ নয়।

٢١٥٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ . عَنِ الأَعْمَشِ . عَنْ أَبِي وَائِلٍ . عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ . لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا .

٢١٥١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ . عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا . ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ . فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ يُضْمِرُ مَا فِي نَفْسِهِ .

٢١٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ . عَنْ مَعْمَرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا . أَدْرَكَ ذٰلِكَ لاَ مَحَالَةَ . فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ . وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ . وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي . وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ

٢١٥٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ : وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ . وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ . وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ .

তরজমা ---

২১৫০। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, কোন স্ত্রীলোক যেন অপর কোন স্ত্রীলোকের খালী শরীর স্পর্শ না করে, যাতে সে তার শরীরের কমনীয়তা ও লাবণ্য তা সম্পর্কে তার স্বামীর নিকট বর্ণনা করতে পারে। যার ফলে তার স্বামী তাকে দেখার জন্য আকৃষ্ট হতে পারে।

২১৫১। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈকা অপরিচিতা স্ত্রীলোককে দেখেন। তিনি (তার স্ত্রী)যায়নাব বিন্‌ত জাহাশের নিকট যান এবং তাঁর দ্বারা নিজের কামনা পূর্ণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাহাবীদের নিকট গিয়ে তাঁদেরকে বলেন, নিশ্চয় মহিলারা শয়তানের ন্যায়, পুরুষের মনের মধ্যে ওয়াস্‌ওসার (ধোঁকার) সৃষ্টি করে। আর যে ব্যক্তি এই অবস্থায় পড়ে, সে যেন তার স্ত্রীর নিকট যায়, (এবং তার সাথে সহবাসের দ্বারা) তার অন্তরে সৃষ্ট দুর্বলতা যেন দূর করে।

২১৫২। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। (হাদীসের চাইতে) অধিক সগীরা গোনাহ সম্পর্কিত হাদীস দেখি নাই। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা আদাম সন্তানের জন্য যিনার একটি অংশ নির্ধারিত করেছেন, আর সে তা অবশ্যই করবে। আর দু' চক্ষুর যিনা হল তাকানো, মুখের নিা হল অশোভন উক্তি, আর নফ্‌সের যিনা হল (যিনার) ইচ্ছা ও আকাংখা করা। আর সবশেষে গুপ্তাংগ তা সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে।

২১৫৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক আদাম সন্তানের জন্য যিনার একটি অংশ আছে। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী আরো উল্লেখ করেছেন যে, দুই হাতও যিনা করে, আর তা হল কোন অপরিচিতা স্ত্রীকে স্পর্শ করা। আর দুই পাও যিনা করে এবং তা হল যিনার স্থানে যাওয়া। আর মুখও যিনা করে এবং তা হল (কোন অপরিচিতা স্ত্রীকে) চুম্বন করা।

٢١٥٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ . عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ . عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ . عَنْ أَبِي صَالِحٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ : وَالأُذُنُ زِنَاهَا الاِسْتِمَاعُ.

باب في وطء السبايا

٢١٥٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . حَدَّثَنَا سَعِيدٌ . عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ . عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا إِلَى أَوْطَاسَ فَلَقُوا عَدُوَّهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي ذٰلِكَ { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } أَيْ : فَهُنَّ لَهُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ

٢١٥٦ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا فَقَالَ لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ

٢١٥٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ . أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ . عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ . عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . وَرَفَعَهُ . أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ : لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ . وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

তরজমা --

২১৫৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী আরো বলেন, কানের যিনা হল, (যৌন উদ্দীপক) কথাবার্তা শোনা।

বন্দী স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করা

২১৫৫। হযরত আবূ সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুনায়নের যুদ্ধের সময় আওতাস্ নামক স্থানে একটি সৈন্যদল পাঠান। তারা তাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করে, তাদেরকে হত্যা করে এবং তাদের উপর বিজয়ী হয়। আর এই সময় তারা কয়েদী হিসাবে (হাওয়াযেন গোত্রের) কিছু মহিলাকে বন্দী করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কিছু সাহাবী তাদের সাথে অনধিকারভাবে সহবাস করতে ইচ্ছা করে, কেননা তাদের স্বামীরা মুশরিক ছিল। তখন আল্লাহ্ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ (অর্থ) যে সমস্ত স্ত্রীলোকদের স্বামী আছে তারা তোমাদের জন্য হারাম। তবে যারা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী অর্থাৎ যে সব মহিলা যুদ্ধবন্দী হিসাবে তোমাদের আয়ত্বে আসবে তারা ইদ্দত (হায়েযের) পূর্ণ করার পর তোমাদের জন্য বৈধ।

২১৫৬। হযরত আবূ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক যুদ্ধে যান। অতঃপর তিনি জনৈকা সন্তানসম্ভবা দাসীকে দেখেন। তিনি বলেন, সম্ভবতঃ এর মালিক এর সাথে সহবাস করেছে। উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, আমি তার জন্য বদ-দু'আ করতে ইচ্ছা করেছি, যা তার সাথে কবরে প্রবেশ করবে। উক্ত সন্তান কিভাবে তার উত্তরাধিকারী হবে? তা তার জন্য বৈধ নয়। আর সে তার নিকট (সন্তানের) হতে কিভাবে খিদমত আশা করবে? তা তার জন্য হালাল নয়।

২১৫৭। হযরত আবূ সাইদ আল্-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন ঃ কোন গর্ভবতী বন্দিনীর সাথে তার সন্তান প্রসবের আগে এবং কোন ঋতুবতী মহিলাদের সাথে তার হায়েয হতে পবিত্র হওয়ার পূর্বে সহবাস করবে না।

٢١٥٨ – حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ . عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ . عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ . عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ . قَالَ : قَامَ فِينَا خَطِيبًا . قَالَ : أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَوْمَ حُنَيْنٍ . قَالَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي : إِتْيَانَ الْحَبَالَى وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا . وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ .

٢١٥٩ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ . بِهٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ : حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ زَادَ فِيهِ بِحَيْضَةٍ . وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ . زَادَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ . حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ . وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ

তরজমা ---

২১৫৮। হযরত ওয়াইফি' ইব্‌ন সাবিত আল্‌আনসারী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তিনি (রুওয়াইফি') আমাদের মধ্যে খুত্‌বা প্রদানের সময় দাঁড়িয়ে বলেন,আমি তোমাদেরকে তাই বলব, যা আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। তিনি হুনায়নের (যুদ্ধের) সময় বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, সে যেন অন্যের খেতে পানি সেচ না করে অর্থাৎ অন্যের গর্ভবতী কোন নারীর সাথে সহবাস না করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, তার জন্য কোন বন্দিনী গর্ভবতী নারীর সাথে সহবাস করা জায়িয নয়, যতক্ষণ সে সন্তান প্রসব করে পবিত্র না হয়। আরো যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্য গণীমতের মাল বন্টনের আগে বিক্রয় করা বৈধ নয়।

২১৫৯। হযরত ইব্‌ন ইস্‌হাক (রহ.) হতে পুর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, যতক্ষণ না সে (বন্দিনী স্ত্রী) তার হায়েয হতে সম্পূর্ণ মুক্ত (পবিত্র) হয়। এখানে বৃদ্ধি بِحَيْضَةٍ করেছেন। আর এ বৃদ্ধি আবু মুআবিয়ার পক্ষ থেকে وهم অবশ্য এটা আবু সাঈদের হাদীসের মধ্যে صحيح

অতঃপর তিনি (রাবী) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য মুসলমানদের প্রাপ্ত কোন গণীমতের পশুর উপর সাওয়ার হওয়া হালাল নয়; যে তাকে দূর্বল করে ফেরত দিবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, যে যেন মুসলমানদের গণীমতের কাপড় হিসাবে প্রাপ্ত কোন কাপড় পরিধান না করে এমনভাবে যে সে তা পুরাতন করে ফেরত দেয়।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, উক্ত হাদীসে بِحَيْضَةٍ বৃদ্ধি محفوظ নয়। আর এ বৃদ্ধি আবু মুআবিয়ার পক্ষ থেকে وهم

باب في جامع النكاح

٢١٦٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ. عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ جَدِّهِ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا. فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زَادَ أَبُو سَعِيدٍ. ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ

٢١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ. عَنْ كُرَيْبٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ. قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. ثُمَّ قُدِّرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

٢١٦٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ. عَنْ وَكِيعٍ. عَنْ سُفْيَانَ. عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ. عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.

٢١٦٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ. قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا. يَقُولُ: إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.

তরজমা ---

সহবাস সম্পর্কীয় অন্যান্য হাদীস

২১৬০। হযরত আম্‌র ইব্‌ন শু 'আয়েব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রমনীকে বিবাহ করে অথবা কোন দাস খরিদ করে, তখন সে যেন বলে, ইয়া আল্লাহ্। আমি তোমার নিকট এর উত্তম স্বভাব ও সৎ চরিত্রতার জন্য দু'আ করছি এবং এর মন্দ স্বভাব ও অনিষ্টতা হতে তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। আর যখন কেউ কোন উট খরিদ করে তখন সে যেন এর ঝুঁটি স্পর্শ করে এইরূপ বলে।

২১৬১। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে ইচ্ছা করে, তখন সে যেন বলে, (অর্থ) আল্লাহ্‌র নামে. হে আল্লাহ্ শয়তান থেকে বাঁচাও এবং যে রিযক তুমি আমাদের দিয়েছ তা শয়তান থেকে পবিত্র রাখ। অতঃপর তাদের মিলনের ফলে যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, শয়তান তার কোন সময়ই কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

২১৬২। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রী পশ্চাদদ্বারে সহবাস করে সে অভিশপ্ত।

২১৬৩। হযরত মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল-মুনকাদির (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, ইয়াহুদীরা বলত, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে পশ্চাদ দিক হতে তার যৌনাংগে সহবাস করে তখন যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে টেরা হয়। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। কাজেই, তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে গিয়ে ফসল উৎপাদন কর।

٢١٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأَصْبَغِ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ. عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ أَوْهَمَ إِنَّمَا كَانَ هٰذَا الْحَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ مَعَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلاً عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لاَ يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلاَّ عَلَى حَرْفٍ وَذٰلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ هٰذَا الْحَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذٰلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا. وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلاَتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذٰلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ. وَقَالَتْ: إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذٰلِكَ وَإِلاَّ فَاجْتَنِبْنِي. حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أَيْ: مُقْبِلاَتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِي بِذٰلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ

তরজমা ---

২১৬৪। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় ইব্‌ন উমার, আল্লাহ্ তাঁকে বা তাদেরকে মার্জনা করুন বলেছেন; জাহেলিয়াতের যুগ আনসারগণ দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করত এবং ইয়াহুদীদের সাথে অবস্থান করত। তারা (ইয়াহুদীরা) আহ্‌লে কিতাব ছিল এবং সেই জন্য তারা (ইয়াহুদীরা) আনসারদের উপর জ্ঞানের দিক দিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাত। আর তাঁরা (আনসারগণ) অনেক ব্যাপারে তাদের (ইয়াহুদীদের) অনুসরণ করত। আর আহ্‌লে কিতাবদের নিয়ম ছিল যে, তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে (চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায়) সহবাস করত। আর এটাই ছিল স্ত্রীদের সাথে সহবাসের নিয়ম। আর আনসারদের এই গোত্রটি তাদের নিকট হতে এই নিয়মটি গ্রহণ করে। আর কুরায়েশদের এই গোত্রটি, তাদের স্ত্রীদের সাথে বিভিন্ন অবস্থায় সহবাস করত, এমনকি তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সামনা সামনি, পশ্চাদদিক দিয়ে ও চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় সহবাস করত। অতঃপর তারা যখন মুহাজির অবস্থায় মদীনাতে আসে, তখন তাদের কোন এক ব্যক্তি আনসারদের জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করে। তখন সে তার সাথে ঐ প্রক্রিয়ার সহবাস করতে গেলে উক্ত মহিলা তাকে ঐরূপে সংগম করতে বাধা দেয় এবং বলে, আমাদের এখানকার সহবাসের একটি নিয়ম, কাজেই তুমি সেই নিয়মে আমার সাথে সংগম কর, অন্যথায় আমার নিকট হতে দূরে সরে যাও। অতঃপর তাদের এই ব্যাপারটি জটিলতর হলে এতদসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানান হয়। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। কাজেই, তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন কর, চাই তা সম্মুখ দিয়ে হোক পশ্চাদ দিক দিয়ে হোক কিংবা চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় হোক, অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন, যৌনাংগে সহবাস করবে।

باب في إتيان الحائض ومباشرتها

٢١٦٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا . وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } إِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ فَقَالَتِ الْيَهُودُ مَا يُرِيدُ هٰذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا

٢١٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ قَالَ : سَمِعْتُ خِلاَسًا الْهَجَرِيَّ . قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . تَقُولُ : كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ . فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ . وَلَمْ يَعْدُهُ . وَإِنْ أَصَابَ تَعْنِي ثَوْبَهُ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ.

তরজমা --

ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস বা মিলন

২১৬৫। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ইয়াহুদীদের স্ত্রীলোকেরা ঋতুবতী হত, তখন তারা তাদেরকে ঘর হতে বের করে দিত এবং তাদের সাথে খানাপিনা করত না। এমনকি তারা তাদের সাথে একই ঘরে অবস্থানও করত না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহ্ তা'য়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "তারা আপনাকে হয়েযওয়ালী স্ত্রীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, তা অপবিত্র বস্তু। কাজেই হায়েযকালীন সময়ে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণ হতে দূরে থাকবে-" আয়াতের শেষ পর্যন্ত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তাদের সাথে একই ঘরে বসবাস করবে এবং সংগম ছাড়া আর সবই করবে। তখন ইয়াহুদীরা বলে, এই লোকটি তো আমাদের নিয়মের ব্যতিক্রম করছে অতঃপর উসায়েদ ইবন হুযায়র ও আব্বাদ ইব্ন বিশর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে গিয়ে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহুদীরা এইরূপ সমালোচনা করেছে। আমরা কি স্ত্রীদের সাথে ঋতুবতী থাকাকালীন সময়ে সহবাস করব? এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মোবারক পরিবর্তিত হয়ে যায় এতে আমরা ধারণা করি যে, তিনি তাদের উভয়ের উপর রাগান্বিত হয়েছেন। অতঃপর তারা কিছু দুধ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাদিয়া স্বরূপ পাঠায়। তখন তিনি তাঁদেরকে ডেকে পাঠান। অতঃপর এতে আমরা ধারণা করি যে, তিনি তাঁদের উপর রাগান্বিত হননি।

২১৬৬। হযরত খালাস হাজরী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা.)-কে বলতে শুনেছি, আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঋতুকালীন সময়ে রাতে একই চাদরের নীচে শয়ন করতাম। অতঃপর তাঁর শরীর মোবারকে যদি কিছু (রক্ত) লাগত, তবে তিনি তা ধুয়ে ফেলতেন। আর যদি তাঁর কাপড়ে কিছু (রক্ত) লাগত, তবে তিনি সে স্থান ধুয়ে ফেলতেন। আর তিনি তা পরিবর্তন না করে, তা পরা অবস্থায়ই নামায পড়তেন

٢١٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

باب في كفارة من اتى حائضا

٢١٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، غَيْرُهُ، عَنْ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.

٢١٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ.

باب ما جاء في العزل

٢١٧٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، ذُكِرَ ذٰلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الْعَزْلَ قَالَ: فَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ؟ وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلْ أَحَدُكُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَزَعَةُ: مَوْلَى زِيَادٍ

তরজমা --

২১৬৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ (রহ.) তাঁর খালা মায়মূনা বিন্ত আল্ হারিস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর কোন ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে ঘুমাতেন, তখন তিনি তাঁকে ইযার (পায়জামা) পরতে বলতেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে রাতযাপন করতেন।

ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগমের কাফ্ফারা

২১৬৮। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, যদি কেউ হায়েযা থাকালীন সময়ে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবে সে যেন এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার সাদ্কা করে।

২১৬৯। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে হায়েযের রক্ত প্রবাহকালীন সময়ে সহবাস করে তবে তাকে এক দীনার এবং রক্ত না থাকালীন সময়ে সহবাস করে তবে অর্ধ দীনার সাদ্কা দিতে হবে।

আয্ল সম্পর্কে

২১৭০। হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এতদ্সম্পর্কে অর্থাৎ 'আয্ল' সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন এমন না করে। আর তিনি এমন বলেন নাই যে, তোমাদের কেউই এরূপ করবে না। কেননা যে ব্যক্তি তা করে, সে কিছুই সৃষ্টির অধিকার রাখে না, বরং আল্লাহ্ তা'য়ালাই এর স্রষ্টা। ইমাম আবূ দাঊদ (রহ.) বলেন, কাযা'আ হলো যিয়াদ - এর আযাদকৃত দাস।

٢١٧١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ رِفَاعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ مَوْءُودَةُ الصُّغْرٰى قَالَ كَذَبَتْ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ.

٢١٧٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ ثُمَّ قُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ.

٢١٧٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا قَالَ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ. فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

তরজমা --

২১৭১। হযরত আবূ সাঈদ আল্ খুদ্‌রী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে গিয়ে আরয করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার একটি দাসী আছে, আর আমি তার সাথে সহবাসের সময় 'আয্‌ল করি। আর আমি এটা অপছন্দ করি যে, সে গর্ভবতী হোক এবং আমি তাকে বিক্রয় করতেও ইচ্ছা রাখি। আর ইয়াহুদীরা আয্‌লকে (জায়েয মনে করে না) বরং তাদের মতে এটা ছোট গর্ভপাত। তা শুনে তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলেছে, বরং আল্লাহ্ তা'য়ালা যাকে সৃষ্টি করতে চান, কেউই তার আসায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না।

২১৭২। হযরত ইব্‌ন মুহায়রীয্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করে, সেখানে আবূ সাঈদ আল্ খুদ্‌রী (রা.)-কে দেখতে পাই। আমি তাঁর নিকট বসে তাঁকে 'আয্‌ল' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, আমি বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বের হই। তখন আমাদের হাতে আরবের (বনু মুস্তালিক গোত্রের) কিছু মহিলা বন্দী হয়। ঐ সময় আমরা স্ত্রীদের নিকট হতে দূরে থাকায়, আমাদের কামস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমরা তাদের (মহিলাদের) অধিক মূল্য প্রাপ্তির জন্যও লালায়িত ছিলাম। তখন আমরা (তাদের সাথে সহবাস কালে) আয্‌ল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অতঃপর আমরা বলি আমরা 'আয্‌ল' করব, অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমাদের সংগেই আছে, তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিনা কেন? অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ যদি তোমরা তা কর, তবে তাতে দোষের কিছু নাই। (তবে জেনে রাখ!) কিয়ামত পর্যন্ত যারা সৃষ্টি হবে, তা সৃষ্টি হবেই। (তা প্রতিরোধের ক্ষমতা কারও নাই।)

২১৭৩। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে গিয়ে আরয করে, আমার একটি দাসী আছে, যার সাথে আমি সহবাসও করি। কিন্তু সে গর্ভবতী হোক তা আমি পছন্দ করি না। তিনি বলেন ঃ তুমি ইচ্ছা করলে তার সাথে আয্‌ল করতে পার। তবে জেনে রাখ! তার ভাগ্যে যা নির্দ্ধারিত তা হবেই। রাবী বলেন, তখন সেই ব্যক্তি কিছুদিন পর পুনরায় তাঁর নিকট এসে বলে, আমার দাসী গর্ভবতী হয়েছে। তখন তিনি বলেন, আমি তো এ ব্যাপারে তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে, তার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা যা নির্দ্ধারিত করেছেন, তা অবশ্যই প্রকাশ পাবে!

باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من اصابته اهله

٢١٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا بِشْرٌ . حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ . ح وحَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ . ح وحَدَّثَنَا مُوسٰى . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . كُلُّهُمْ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ . عَنْ أَبِي نَضْرَةَ . حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ قَالَ : تَثَوَّيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ أَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَشْمِيرًا . وَلاَ أَقْوَمَ عَلٰى ضَيْفٍ مِنْهُ . فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ يَوْمًا . وَهُوَ عَلٰى سَرِيرٍ لَهُ . وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصًى أَوْ نَوًى . وَأَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ وَهُوَ يُسَبِّحُ بِهَا . حَتّٰى إِذَا أَنْفَدَ مَا فِي الْكِيسِ أَلْقَاهُ إِلَيْهَا . فَجَمَعَتْهُ فَأَعَادَتْهُ فِي الْكِيسِ . فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ . فَقَالَ : أَلاَ أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قُلْتُ : بَلٰى . قَالَ : بَيْنَا أَنَا أُوعَكُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى دَخَلَ الْمَسْجِدَ . فَقَالَ : مَنْ أَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسِيَّ ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ . هُوَ ذَا يُوعَكُ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ . فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى انْتَهٰى إِلَيَّ . فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ . فَقَالَ لِي مَعْرُوفًا : فَنَهَضْتُ . فَانْطَلَقَ يَمْشِي حَتّٰى أَتٰى مَقَامَهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ . فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَّانِ مِنْ رِجَالٍ . وَصَفٌّ مِنْ نِسَاءٍ . أَوْ صَفَّانِ مِنْ نِسَاءٍ وَصَفٌّ مِنْ رِجَالٍ . فَقَالَ : إِنْ أَنْسَانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا . مِنْ صَلاَتِي فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ قَالَ : فَصَلّٰى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْسَ مِنْ صَلاَتِهِ شَيْئًا . فَقَالَ مَجَالِسَكُمْ . مَجَالِسَكُمْ .

তরজমা --

কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পর তা অন্য ব্যক্তির নিকট বলা অপরাধ

২১৭৪। হযরত আবূ নায্‌রা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাফাওত নামক স্থানের জনৈক শায়েখ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা মদীনাতে অবস্থানকালে আমি আবূ হুরায়রা (রা.) এর মেহমান হই। আর এসময় আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মধ্যে আর কাউকে তাঁর চাইতে বেশী ইবাদাতকারী ও অতিথী পরায়ণ দেখিনি। তাঁর সাথে অবস্থানকালে একদিন আমি তাঁকে খাটের উপর দেখি, যখন তাঁর সাথে একটি পাথর বা খেজুর ভর্তি থলে ছিল। আর তাঁর খাটের নীচে ছিল একটি কৃষ্ণবর্ণ দাসী। এরপর তিনি তার গণনা সমাপ্ত করে যা থলের মধ্যে ছিল থলেটি ক্রীতদাসীর প্রতি নিক্ষেপ করেন। অতঃপর সে তা কুড়িয়ে আবার তাঁর নিকট দেয়। তখন তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে আমার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হতে কিছু বর্ণনা করব? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, একদা আমি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মসজিদের এক কোণায় শুইয়ে ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে মসজিদে প্রবেশ করেন এবঙ তিনবার জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কেউ কি আবূ হুরায়রাকে দেখেছে? জনৈক ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি তো কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মসজিদের এক পার্শ্বে (শায়িত) আছেন। তা শুনে তিনি হেঁটে আমার নিকট আসেন এবং তাঁর হাত মোবারক আমার শরীরের উপর রাখেন। এরপর তিনি আমার সাথে কিছুক্ষণ কথোপকথন করেন। এরপর আমি উঠে বসি। অতঃপর তিনি তাঁর নামায পড়ার স্থানে যান। তিনি লোকদের নিকট যান এবং এ সময় তাঁর সাথে পুরুষদের দু'টি কাতার এবং মহিলাদের একটি কাতার ছিল। অথবা মহিলাদের দু'টি এবং পুরুষদের একটি কাতার ছিল। এরপর তিনি বলেন নিশ্চয় শয়তান আমাকে আমার নামায হতে কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। কাজেই (নামাযের মধ্যে ভুলের সময়) পুরুষেরা যেন তাসবীহ্ পাঠ করে এবং মহিলারা যেন হাতের তালু বাজায়। (অর্থাৎ হাতে তালি দেয়) রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েন এবং তিনি তাঁর নামাযে আর কোন ভুল করেননি। এরপর (নামায শেষে) তিনি বলেন, তোমরা স্ব-স্ব স্থানে থাক।

زَادَ مُوسَى هَا هُنَا ثُمَّ حَمِدَ اللهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ ثُمَّ اتَّفَقُوا : ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرِّجَالِ فَقَالَ : هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ اللهِ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا قَالَ فَسَكَتُوا قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ فَسَكَتْنَ فَجَثَتْ فَتَاةٌ قَالَ مُؤَمَّلٌ فِي حَدِيثِهِ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدٰى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ . إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ . وَإِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهُ . فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ . لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضٰى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَلَا وَإِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ رِيحُهُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَمِنْ هَا هُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُؤَمَّلٍ . وَمُوسَى أَلَا لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ . وَذَكَرَ ثَالِثَةً فَأُنْسِيتُهَا وَهُوَ فِي حَدِيثِ مُسَدَّدٍ وَلٰكِنِّي لَمْ أُتْقِنْهُ كَمَا أُحِبُّ . وقَالَ مُوسَى . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ . عَنْ أَبِي نَضْرَةَ . عَنِ الطُّفَاوِيِّ .

তরজমা ---

রাবী মূসা এখানে অতিরিক্ত বর্ণনা করছেন যে, অতঃপর তিনি আল্লাহ্ তায়ালার হামদ্ ও সানা পেশ করেন এবং বলেন। অতঃপর সমস্ত রাবী একমত হয়ে বর্ণনা করেন যে, তখন তিনি লোকদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি, যখন সে তার স্ত্রীর নিকট যায়, তখন সে দরজা বন্দ করে এবং নিজের উপর একটি পর্দা টানে এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশ মত (স্ত্রীর সাথে মিলন পর্বে যা করে) তা গোপনে করে? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, এরূপর এই লোকটি (স্ত্রীর সাথে মিলন শেষে) উঠে গিয়ে (অন্যের নিকট) বলে, আমি এটা করেছি, আমি এরূপ করেছি? রাবী বলেন, তা শুনে সকলে নিশ্চুপ হয়ে যায়। রাবী বলেন, এরপর তিনি মহিলাদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি যে তার গোপন কথা (স্বামী-স্ত্রী মিলনের) অন্য স্ত্রীলোকের নিকট বর্ণনা কর? তা শুনে তারাও নিশ্চুপ হয়ে যায়। অতঃপর জনৈকা যুবতী রমনী তার পায়ের পাতার উপর ভর করে, গর্দান উঁচু করে এজন্য বসে যে, যাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে পান এবং তার কথা শুনতে পান। এরপর সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরুষেরা এরূপ বলে এবং মহিলারা ও। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি জান, এটা কিসের সদৃশ? এরপর তিনি নিজে বলেন, এর উদাহরণ ঐ শয়তানের যে একজন স্ত্রী শয়তানের নিকট যায়, এরপর সে তার নিকট হতে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে (অর্থাৎ সহবাস করে) আর লোকেরা স্বচক্ষে তা দেখে। জেনে রাখ! পুরুষের জন্য ঐ আতর ব্যবহার করা উচিত, যার খুশবো অধিক: কিন্তু রং অপ্রকাশ্য। সাবধান! মহিলাদের এরূপ আতর ব্যবহার করা উচিত, যার রং প্রকাশ্য, কিন্তু খুশবো অপ্রকাশ্য।

ইমামআবু দাউদ রহ. বলেন, এখান থেকে আমি ভালোমত মুখস্থ করেছি মুআম্মাল ও মূসা' হতে. জেনে রাখ! এক পুরুষ যেন অন্য পুরুষের সতরের দিকে না তাকায় এবং এক মহিলা যেন অন্য মহিলার সতরের দিকে না তাকায়। এবং তৃতীয় আরেকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, সেটা আমি ভুলে গিয়েছি। আর সেটা মুসাদ্দাদের হাদীসে রয়েছে কিন্তু আমি তা মন মত যবত করতে পারিনি।

তালাক অধ্যায়

তিনটি জরুরী আলোচনা

১ম আলোচনা ঃ তালাকের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের দিক নির্দেশনা

তালাকের ব্যাপকতার দ্বার রুদ্ধ করনার্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত হেদায়াত দান করেছেন তার প্রথমটি হল যে, যদি কোন স্বামীর স্বীয় স্ত্রীর কোন বিষয় অপছন্দনীয় মনে হয়, তাহলে তার করনীয় হল স্ত্রীর ভালো গুণগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া। পৃথিবীতে কোন মানুষই দোষ ত্রুটি মুক্ত নয়। যদি কারো মাঝে একটি মন্দদিক থাকে তাহলে তা সত্ত্বেও তার মাঝে দশটি ভালোদিকও থাকতে পারে। শুধু মাত্র একটি দোষ দেখতে থাকা আর দশটি উত্তম গুণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়া, কোন ন্যায়ানুগ মানুষের কাজ হতে পারে না। আর এভাবে কোন সমস্যার সমাধানও হতে পারে না। বরং কুরআনুল করীম তো আরেকধাপ অগ্রসর হয়ে পরিস্কার ঘোষণা করেছে।

وعاشروهن بالمعروف، فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ـ

অর্থাৎ নারীদের সাথে ন্যায়সঙ্গত ও সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। অতপর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিস কে অপছন্দ করছো যাতে আল্লাহ প্রচুর কল্যাণ রেখেছেন। (নিসা আয়াত ১৯)

পরবর্তী ধাপে কুরআনুল কারীমে এই হেদায়াত দান করেছে যে যদি স্বামী স্ত্রী তাদের মধ্যকার দন্দ-কলহ নিজেরা সমাধা করতে না পারে, এবং নরম গরম সব ধরণের পন্থা প্রয়োগের পরও তাদের দন্ধ বহাল থাকে, তাহলে তৎক্ষণিক বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে উভয় পক্ষ একজন একজন করে সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে ঠাণ্ডা মস্তিস্কে চিন্তা ভাবনা করে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে এবং স্বামী স্ত্রীর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা এ কথাও বলে দিয়েছেন - ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما

অর্থাৎ যদি এরা উভয়ে সৎ নিয়তে সংশোধনের চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা এদের মধ্যে জোড়মিল করে দিবেন। (সূরা নিসা ৩৫)

২য় আলোচনা ঃ তালাকের শরয়ী রূপরেখা

কিন্তু যদি এ সমস্ত চেষ্টাই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয় এবং তালাক প্রদানের সিদ্ধান্তই গৃহিত হয়। তাহলে পবিত্র কুরআন নির্দেশ দিয়েছে স্বামীকে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপযুক্ত সময়ের ব্যাখ্যা দান করেছেন, আর তা হলো মাসিক ঋতুস্রাব হতে মুক্ত হওয়া এমন পবিত্রতা যে পবিত্রতায় স্বামী স্ত্রী সহবাস হয়নি। এমন পবিত্রতার সময়ে স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। মাসিক চলা কালীন সময়ে তালাক প্রদান শরীয়তের দৃষ্টিতে গোনাহের কাজ। তেমনি যে পবিত্রতায় স্বামী স্ত্রী দৈহিক মিলন হয়েছে তাতেও তালাক দেয়া বৈধ নয়। এমতাবস্থায় তালাক প্রদানের জন্য স্বামীকে পরবর্তী মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

শরয়ী পদ্ধতি অবলম্বনের ফায়দা :

শরীয়তের বাতলানো এ পদ্ধতিতে বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এর অন্যতম একটি হল এ পদ্ধতি অবলম্বনে তালাক সাময়িক মনোমালিন্য বা তাৎক্ষণিক ঝগড়া ফাসাদের ফলাফল হবে না। স্বামীকে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা এজন্যই করতে বলা হয়েছে যে, এ সময়ে সে যাবতীয় পরিস্থিতি ভালোভাবে ভেবে দেখতে পারবে। যেভাবে ভেবে চিন্তে বিবাহ করেছিল, এরূপ ভেবেচিন্তেই তালাক প্রদান করবে। প্রতীক্ষার কারণে উভয়ের মতামতের পরিবর্তন ঘটারও প্রবল সম্ভাবনা থাকবে। অবস্থার উন্নতি ঘটলে তা আর তালাকের পর্যায় পর্যন্ত গড়াবে না।

তথাপি উপযুক্ত সময় আসার পরও যদি তালাকের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তীত থাকে, তাহলে শরীয়ত তালাক প্রদানের সঠিক পদ্ধতি এরূপ বর্ণনা করেছে যে, স্বামী শুধু এক তালাক প্রদান করবে। এতে করে এক তালাকে রজয়ী পতিত হবে ফলে ইদ্দত অতিবাহিত হলে বৈবাহিক সম্পর্ক নিজে নিজেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং উভয় নিজ ভবিষ্যতের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

আর যদি তালাক দেয়ার পর স্বামী স্বীয়ভুল বুঝতে পারে এবং ভবিষ্যত অবস্থা ভালো হবে বলে মনে করে, তাহলে ইদ্দত চলাকালীন সময়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। ফিরিয়ে নেয়ার জন্য কেবল মুখে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে,"আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম"এতে করে বৈবাহিক সম্পর্ক পূর্নবহাল হয়ে যাবে। আর যদি ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায় এবং স্বামী স্ত্রী মনে করে তাদের শিক্ষা হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে তারা ভদ্রভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারবে, তাহলে পারস্পরিক সম্মতিতে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। (যার জন্য নতুন ভাবে ইজাব কবুল, সাক্ষী ও মোহর নির্ধারণ জরুরি।)

উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে যদি স্বামী স্ত্রী পুনরায় বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং পরবর্তীতে কোন কারণে তাদের মধ্যে পুনরায় দন্ধ-কলহ দেখা দেয়, তাহলে দ্বিতীয়বারও তালাক প্রদানের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। বরং উপরোক্ত সকল নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করতঃ তালাকের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। এবারও এক তালাকই দেয়া উচিত। এবার তালাক দিলে সর্বমোট দু'তালাক হয়ে যাবে। কিন্তু তার পরও বিষয়টি স্বামী স্ত্রীর আয়ত্বাধীন থাকবে। অর্থাৎ ইদ্দত চলা কলীন অবস্থায় স্বামী পুনরায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেলে পারস্পরিক সম্মতিতে তৃতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

এই হলো কুরআন হাদীসে বর্ণিত তালাকের সঠিক পদ্ধতি এর দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, কুরআন হাদীসে বৈবাহিক সম্পর্ককে বহাল রাখতে ও তা ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করতে পর্যায় ক্রমিক কি পরিমাণ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতিটি স্তরে তা পূর্নবহালের সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি যদি এ সকল স্তর অতিক্রম করে যায় তাহলে স্মরণ রাখতে হবে বিয়ে তালাক কোন খেল তামাশা নয় যে, স্বামী কথায় কথায় তালাক দিবে। আর তা প্রত্যাহার করে নিবে। আর এভাবে এ সম্পর্ক অনন্ত কাল পর্যন্ত বাকী রাখবে। তাই কেউ যদি তৃতীয় তালাক ও দিয়ে ফেলে তাহলে শরীয়তের স্পষ্ট বিধান হল এখন আর এ বিবাহ পূর্ণবহাল করা যাবে না। স্বামী স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ও নতুন করে বিবাহ হতে পারবে না। এখন উভয়কে পৃথক হতেই হবে।

৩য় আলোচনা ঃ তালাকের ব্যাপারে সমাজের জঘন্যতম ভ্রান্তি

তালাকের ব্যাপার আমাদের সমাজে জঘন্যতম যে ভ্রান্তিটি বিস্তার লাভ করে আছে তা হল, তিন তালাকের কমকে মানুষ সাধারনত তালাকই মনে করে না। মানুষ মনে করে এক তালাক বা দুই তালাক লিখা হলে তালাকই হয় না। এজন্যই যখন তালাকের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন তিন তালাকের কমে ক্ষান্ত হয় না। ন্যূনতম তিন তালক দিতেই হবে। এজন্য তিন তালাকই দিয়ে ফেলে। অথচ এক তালাক দিলেই তালাকের উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যায়। বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে এক তালাক লিখা বা বলাই তালাক প্রদানের সঠিক ও উত্তম পদ্ধতি। এর দ্বারা পরবর্তীতে বৈবাহিক সম্পর্ক পূর্ণবহাল করার সুযোগ থাকে। এক সাথে তিন তালাক দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ও মারাত্মক গোনাহের কাজ। যে গোনাহের প্রাথমিক শাস্তি হল, পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক পূর্ণবহালের সুযাগ শেষ হয়ে যাওয়া। হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী চার মাযহাবই এ ব্যাপারে একমত। এজন্য তিন তালাক দেয়ার পর মানুষ কঠিন সমস্যার সম্মুখিন হয়। বিধায় তালাকের ব্যাপারে সর্বপ্রথম এ ভ্রান্ত ধারণাটি আমদের সমাজ থেকে দূর করা প্রয়োজন। সাথে সাথে তালাক প্রদানের সঠিক ও উত্তম পন্থাও ব্যাপক হারে প্রচার করা উচিত। তালাক কেবল একবার প্রয়োগ করা। একের অধিক তালাক না দেয়া। আর যদি কেউ ইদ্দত চলা কালীন সময়ে স্বামীর ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার বহাল রাখতে না চায়, তাহলে এক তালাকে বায়েন প্রয়োগ করা। এতে করে স্বামী এককভাবে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার হারাবে। অবশ্য পারস্পরিক সম্মতিতে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে।

তালাক প্রদানের এ উত্তম পন্থা যা সমগ্র উম্মতের সর্বসম্মত মতামত। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। তা জন সাধারণের মাঝে ব্যাপক হারে আলোচনা করা উচিত। প্রচার মাধ্যেম দ্বারাও তালাকের এ বিধান জন সাধারনের নিকট পৌছানো উচিত। সর্বোপরি উলামায়ে কেরামের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত।

باب فيمن خبب امراة على زوجها

٢١٧٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ . حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا . أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ.

باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له

٢١٧٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ أَبِي الزِّنَادِ . عَنِ الأَعْرَجِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ . فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

باب في كراهية الطلاق

٢١٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ . عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ.

٢١٧٨ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ . عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ . عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ.

তরজমা --

যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে

২১৭৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কোন স্ত্রীলোককে তার স্বামীর বিরুদ্ধে এবং কোন গোলামকে তার মনিবের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে।

যে স্ত্রীলোক তার স্বামীর কাছে তার অন্য স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার কথা বলে

২১৭৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন স্ত্রীলোক যেন নিজের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য তার ভগ্নির তালাক কামনা না করে, নিজে তার সাথে বিবাহবদ্ধ হওয়ার জন্য। কেননা, তার জন্য তাই যা তার অদৃষ্টে আছে।

তালাক একটি গর্হিত কাজ

২১৭৭। হযরত মুহারিব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'য়ালার নিকট হালাল বিষয়সমূহের মধ্যে তালাকের চাইতে অধিক নিকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নাই।

২১৭৮। হযরত ইবন উমার (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালার নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বস্তু হল তালাক।

باب في طلاق السنة

٢١٧٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ نَافِعٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ . وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا . ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ . ثُمَّ تَحِيضَ . ثُمَّ تَطْهُرَ . ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذٰلِكَ . وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ . قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ . فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .

٢١٨٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ

٢١٨١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . عَنْ سُفْيَانَ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ . عَنْ سَالِمٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ . وَهِيَ حَائِضٌ . فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا . ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ . أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ .

٢١٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ . حَدَّثَنَا يُونُسُ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . عَنْ أَبِيهِ . أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ . وَهِيَ حَائِضٌ . فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ قَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا . ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ . ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ . ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ . فَذٰلِكَ الطَّلَاقُ . لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ .

তরজমা ---

সুন্নাত তরীকায় তালাক

২১৭৯। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে, তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক প্রদান করেন। তখন উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বল এবং হায়েয হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রাখতে বল। এরপর সে (মহিলা) পুনরায় হায়েযা এবং পুনরায় হায়েয হতে পবিত্র হলে সে তাকে চাইলে রাখতেও পারে এবং যদি চায় তাকে তালাকও দিতে পারে, এই তালাক অবশ্য তার সাথে সহবাসের পূর্বে পবিত্রাবস্থায় দিতে হবে আর এটাই হল সে ইদ্দত যা আল্লাহ্ তা'য়ালা মহিলাদের তালাক প্রদানের জন্য নির্দ্ধারিত করেছেন।

২১৮০। হযরত নাফে' (রহ.) হতে বর্ণিত। যে, ইব্ন উমার (রা.) তাঁর স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক প্রদান করেন। এরপর রাবী মালিক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের অর্থে বর্ণিত হয়েছে।

২১৮১। হযরত ইব্ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। তখন উমার (রা.) এতদ্সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি তাকে (ইবন উমারকে) তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বল। এরপর সে যখন (হায়েয হতে) পবিত্র হয়, কিংবা সে গর্ভবতী হয়, তখন যেন তাকে তালাক দেয়।

২১৮২ হযরত সালিম ইবন আবদুল্লাহ্ (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। তখন উমার (রা.) এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি রাগান্বিত হন এবং বলেন, তুমি তাকে, তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বল। অতঃপর যতক্ষণ না সে হায়েয হতে পবিত্র হয়, ততক্ষণ নিজের নিকট রাখতে বল। অতঃপর পুনরায় সে ঋতুবতী হয়ে পবিত্র হলে, সে ইচ্ছা করলে তাকে সহবাসের পূর্বে পবিত্রাবস্থায় তালাক দিতে পারে। আর এ তালাক (পবিত্রা-বস্থায়ের) ইদ্দতের জন্য যেরূপ আল্লাহ্ তা'য়ালা নির্দেশ করেছেন।

তাশরীহ ---

قوله: باب في طلاق السنة

তালাকের প্রকারভেদ ঃ

তালাক প্রয়োগের পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোন থেকে তালাক তিন প্রকার (এক) আহসান তালাক বা তালাকের সর্বোত্তম পদ্ধতি যা ইতি পূর্বে আলোচিত হয়েছে অর্থাৎ এমন "তুহর" তথা পবিত্রতায় এক তালাক দেয়া যাতে স্বামী স্ত্রী সহবাস হয়নি। এরপর আর কোন তালাক প্রদান না করা। ইদ্দত পালন শেষ হলে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। (দুই) হাসান তালাক যাকে সুন্নাত তালাকও বলে, অর্থাৎ তিন "তুহর" এ তিন তালাক প্রদান করা। (তিন) তালাকে বিদআত তথা নাজায়েজ তালাক। আর তাহল এক সাথে তিন তালাক দেয়া (যেমন তোমাকে তিন তালাক দিলাম বলা) তেমনি এক "তুহর"এর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে তিন তালাক দেয়া, কিংবা মাসিক চলাকালীন অবস্থায় বা এমন পবিত্রতায় তালাক দেয়া যাতে স্বামী স্ত্রী মিলন হয়েছে। চাই এক তালাক হোক বা একাধিক। (হেদায়াহ ৩৫৪)

উপরোক্ত সর্বাবস্থায় তালাক প্রদান না জায়েজ। গোনাহে কাবীরা। কিন্তু কেউ দিয়ে ফেললে তালাক পতিত হয়ে যাবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এভাবে তালাক প্রদান অবৈধ হলে তা পতিত হয় কেন? তার উত্তর হল, কোন কাজ পাপ হওয়া তার প্রতিক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে না। কেউ অন্যায়ভাবে কাউকে গুলি করলে বা কোন অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে সে নিহত হবেই। এ গুলি বৈধ ভাবে করা হল না অবৈধভাবে সে বিশ্লেষনের জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে না। তেমনি কেউ অবৈধ পন্থায় তালাক দিলেও তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।

আবার গুনগত দিক থেকে তালাক তিন প্রকার

এক. "তালাকে রাজঈ" অর্থাৎ এমন তালাক যে তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে নতুন বিবাহ ছাড়াই স্বামী স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। আর তা হল যখন স্পষ্ট শব্দে এক তালাক বা দুই তালাক দেয়া হবে।

দুই. তালাকে বায়েন (যেমন তালাকের সাথে বায়েন শব্দ যুক্ত করে বলা) অর্থাৎ এমন তালাক যার পরে উভয়ে সম্মত হলে নতুন মোহর ধার্য করত আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে তালাক দাতার সাথে বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য মহিলার অন্যত্র বিবাহ হওয়া শর্ত থাকেনা।

তিন. তালাকে মুগাল্লায এমন তালাক যার কারণে স্ত্রী সম্পূর্ণ রূপে হারাম হয়ে যায়। তাকে নতুন বিবাহের মাধ্যমেও ফেরত নেয়া যায় না। আর এটি হয় যখন স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়া হয়।

পক্ষান্তরে শব্দগত দিক থেকে তালাক আবার দু প্রকার

এক. তালাকে সরীহ তথা স্পষ্ট শব্দে তালাক প্রদান

দুই. তালাকে কেনায়া অর্থাৎ ইঙ্গিতবহ অস্পষ্ট শব্দে তালাক প্রদান। উল্লেখ্য যে, ইঙ্গিতবহ অস্পষ্ট শব্দে তালাক প্রদান করলে তা দ্বারা বায়েন তালাক পতিত হবে। (হেদায়া ২/৩৫৯)

দেশীয় আইনে তালাক ঃ

ইতিপূর্বে তালাকের শরয়ী রূপরেখা বিস্তারতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তালাকের প্রকারভেদ রজয়ী, বায়িন, মুগাল্লিয ও সব প্রকারের হুকুম সবিস্তারে লিখা হয়েছে। যার সার সংক্ষেপ হলো এক তালাক বা দুই তালাকে রজয়ী হলে ইদ্দত চলা কালীন সময়ে (ঋতুবতী হলে তিন ঋতু অতিক্রান্ত হওয়া আর ঋতুবতী না হলে তিন মাস তথা ৯০ দিন পর্যন্ত) স্ত্রীকে এককককভাবে ফিরিয়ে নেয়া যায়। আর ইদ্দত শেস হয়ে গেলে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নতুন মোহর ধার্য করতঃ যনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়। তালাকে বায়েনের ক্ষেত্রে এককককভাবে ফিরিয়ে নেয়া যায় না তবে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়। চাই তা ইদ্দত চলাকালীন সময়ে হোক বা তার পরবর্তী সময়ে। আর তালাকে মুগাল্লিয তথা তিন তালাক হলে পুনরায় ঘর সংসারের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যায়। অন্য স্বামীর ঘর সংসার করা ছাড়া এ স্বামীর সাথে বিবাহ সহীহ হয় না।

পূর্বোক্ত আলোচনায় একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তালাকের শব্দ উচ্চারণ করলে বা স্বেচ্ছায় তালাক নামা লিখলো বা তাতে দস্তখত করে দিলে তালাক পতিত হয়ে যায়। এতে কোন সাক্ষী বা স্ত্রীকে শোনিয়ে বলারও প্রয়োজন নেই। হাসি তামাসাচ্ছলে বা অনিচ্ছা সত্ত্বে তালাক দিলেও তালাক পতিত হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

অর্থাৎ তিনটি বিষয় রয়েচে যা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা আর হাসি তামাসাচ্ছলে বলা একই সমান (এক) বিবাহ (দুই) তালাক (তিন) রাজ্‌আত বা তালাক প্রত্যাহার। সুনানে তিরমিযী ১/২২৫

এ তিনটি বিষয়ে শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে তা ইচ্ছা ব্যতিত হাসি তামাসাচ্ছলে বলা হলেও তা হয়ে যাবে এসব ক্ষেত্রে হাসি তামাশা ওযর রূপে গণ্য হবে না। তা ছাড়া তালাকে বায়িন বা মুগাল্লিগ পতিত হয়ে গেল। তেমনি রজয়ীতে ইদ্দত শেষ হয়ে গেল তা প্রত্যাহার বা কার্যকারিতা স্থগিত করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। এ হলো তালাকের বিধানের সারসংক্ষেপ। নিম্নে দেশীয় আইনে তালাকের বিধান আলোচনা করা হবে।

আমাদের দেশীয় আইনে তিন ধরনের তালাকের বিধান রাখা হয়েছে

(১) স্বামী কর্তৃক তালাক (২) স্ত্রী কর্তৃক তালাক যাবে তালাকে তাফউইজ বলে (৩) দ্বিপাক্ষিক সম্মিততে খোলা তালাক

নিম্নে তিন প্রকারের তালাকের রেজিস্টারী কপির নমুনা উল্লেখ করা।

B ফরম তালাক

C ফরম খোলা

D ফরম তাফয়ীয

উপরোক্ত তিন প্রকার ছাড়া বায়িন মুগাল্লিযের পূর্বক কোন বিধান রাখা হয় নি।

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ৯৭ (১) ও (৩) ধারা অনুযায়ী তালাক উচ্চারণের পর সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানকে তালাক সম্পর্কে লিখিত নোটিস দিতে হবে। এই নোটিস চেয়ারম্যান কর্তৃক হস্তগত হওয়ার পর থেকে ৯০ দিন পর তালাক কাযকর হবে।

উপধারা অনুসারে তালাক কার্যকর হওয়ার পূর্বশর্ত হল (১) বৈধভাবে তালাক উচ্ছারণ (২) তালাক সম্পর্কে চেয়ারম্যানকে নোটিস প্রদান (৩) নোটিসের নকল স্ত্রীকে প্রদান করা

এসব শর্ত পূরণ না হলে চেয়ারম্যানকে নোটিশ দেওয়ার ৯০ দিনের মাঝে যে কোন প্রকারের তালাক প্রত্যাহার করা যাবে। বলা বাহুল্য এসবই শরীয়া পরিপন্থি। নিম্নে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (এ্যবব গংষরস খধিং ঙৎফবং ১৯৬১) এর ধারা নং ৭ ও ধারা নং ৮ বিশ্লেষণসহ উল্লেখ করা হলো।

ধারা- ৭। তালাক ঃ

(১) কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তালাক দিতে ইচ্ছা করিলে যে কোন প্রকারেই হউক তালাক উচ্চারণ করিবার পরেই সে তালাক দিয়াছে বলিয়া চেয়ারম্যানকে লিখিত নোটিশ মাধ্যমে জানাইবে ও স্ত্রীকেও উহার একটি কপি পাঠাইবে।

(২) কোন ব্যক্তি ১নং উপধারার বিধান লংঘন করিলে সে এক বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(৩) ৫নং উপধারার বিধান অনুযায়ী অন্য কোনভাবে প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে কোন তালাক পূর্বাহ্নে প্রত্যাহার না করা হইলে ১নং উপধারা অনুযায়ী চেয়ারম্যানের কাছে প্রেরিত নোটিশের তারিখ হইতে ৯০ দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত তালাক কার্যকরী হইবে না।

(৪) ১নং উপধারা অনুযায়ী নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের ভিতর চেয়ারম্যান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পুনর্মিলন স্থপনের উদ্দেশ্যে একটি সালিসী কাউন্সিল গঠন করিবেন ও এই কাউন্সিল পুনমিলন ঘটাইবার নিমিত্ত সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) তালাক প্রদানের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকিলে ৩নং উপধারায় বর্ণিত মেয়াদ বা গর্ভকাল-এই দুই এর মধ্যে যাহা পরে শেষ হইবে তাহা অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকরী হইবে না।

(৬) এই ধারা অনুসারে কার্যকরী তালাক মাধ্যমে যে স্ত্রীর বিবাহ ভঙ্গ হইয়াছে, ঐ বিবাহ ভঙ্গ তৃতীয়বারের মত কার্যকরী না হইলে তৃতীয় ব্যক্তির সহিত মধ্যবর্তীকালীন কোন বিবাহ ব্যতীতই তাহার আগের স্বামীর সহিত পুনবিবাহে কোন প্রকার বাধা থাকিবে না।

ধারার বিশ্লেষণ

বর্তমান আইন অনুসারে যে কোন প্রকারের তালাক কার্যকর হইতে হইলে কমপক্ষে ৯০ দিন অতিবাহিত হইতে হইবে এবং একই সাথে স্ত্রীকেও উহার কপি দিতে হইবে। (৩) উপধারায় বলা ইহয়াছে যে, তালাক প্রদানের পর চেয়ারম্যানকে নোটিশ দেওয়ার পরে ৯০ দিন অতিবাহিত না হইলে তালাক কার্যকর হইবে না। স্বামী যে তারিকে নোটিশ প্রদান করিবে সে নোটিশ যে তারিখে পাইবে সেই তারিখ হইতে ৯০ দিন গণনা করা হইবে, তাহার আগি নহে। (৪) উপধারা অনুযায়ী তালাক কার্যকর হইবার পূর্বে যে কোন সময় স্বামী তাহা প্রত্যাহার করিতে পারে। (৫) উপধারায় অতিরিক্ত বিধান রাখা হইয়াছে যাহাতে বলা হইয়াছে যে, তালাক প্রদানেসর সময় স্ত্রী গর্ভবতী হইলে (৩) উপধারায় উল্লেখিত মেয়াদ বা গর্ভাবস্থা, যাহাই পরে হয়, শেষ না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকর হইবে না। (৪) উপধারা অনুযায়ী চেয়ারম্যান নোটিস পাওয়ার পর ৩০ দিনের মধ্যে একটি সালিশী পরিষদ গঠন করিবেন পক্ষদের মধ্যে আপোস-রফার চেষ্টার জন্য। (৬) উপধারায় তালাক কখন অপরিবর্তনীয় হইবে তাহা বলা হইয়াছে তালাকের প্রকৃতি অনুসারে স্বামী প্রথমবার তালাক উচ্চারণ করিলেন এবং পরে আবার তালাক প্রত্যাহার করিলেন : ইহার পর দ্বিতীয়বার তালাক উচ্চারণ করিলেন এবং আবারও প্রত্যাহারি করিলেন।

কিন্তু যদি তিনি তৃতীয় বারও তালাক উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে বিবাহভঙ্গ হইয়া যাইবে এবং সেই তালাক আর প্রত্যাহার করিবার কোন সুযোগ থাকিবে না। এই ক্ষেত্রে স্ত্রীকে ৩য় কাহারো সহিত বিবাহ না দেওয়া ছাড়া পূর্বোক্ত স্বামী আর বিবাহ করিতে পারিবে না।

(২) উপধারায় বলা হইয়াছে যে, (১) উপধার অনুযায়ী চেয়ারম্যানকে নোটিস প্রদানে ব্যর্থ হইলে করাদণ্ড এবং জরিমানা হইবে।

১৯৮৫ সনের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে গঠিত পারিবারিক আদালত বিবাহ ভঙ্গের ডিক্রি প্রদান করিতে পারেন। যেক্ষেত্রে পারিবারিক আদালতের ডিক্রি দ্বারা কোন বিবাহ ভঙ্গ হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে ডিক্রি প্রদানের ৭ দিনের মধ্যে আদালত ডিক্রির সত্যায়িত সকল নিবন্ধিত ডাকযোগে উপযুক্ত চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করিবেন। ডিক্রির কপি পাইয়া চেয়ারম্যান সেইরূপ পদক্ষেপে গ্রহণ করিবেন, যেরূপ তিনি তালাক প্রদান সম্পর্কে নোটিস পাইয়া করিতেন।

ধারা-৮। তালাক ব্যতীত অন্যভাবে বিবাহ ভঙ্গ ঃ

যে ক্ষেত্রে স্ত্রীর নিকট তালাক প্রদানের অধিকার যথাযথভাবে অর্পণ করা হইয়াছে এবং সে এই অধিকার প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক হয়, অথবা যে রেক্ষত্রে বিবাহের যে কোন পক্ষ তালাক ব্যতীত অন্যভাবে বিবাহ ভঙ্গ করিতে ইচ্ছুক হয়, সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত পরিবর্তনসহ ও যতদূর পর্যন্ত প্রয়োগযোগ্য ততদূর ৭ ধারার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

ধারার বিশ্লেষণ

বিবাহের কাবিননামায় বর্ণিত যেকোন শর্তসাপেক্ষে স্বামী তাহার স্ত্রীকে নিজ হইতে বিবাহ ভঙ্গ করিবার অধিকার প্রদান করিতে পারেন। কাবিনামায় বর্ণিত কোন সম্ভাব্য ঘটনা ঘটিল স্ত্রী নিজে বিবাহ ছিন্ন করিতে পারেন। স্বামী কর্তৃক তালাক উচ্চারণ করিলে যে ফলাফল ঘটিত, সেই ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিবে। স্বামী কর্তৃক দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের মোকদ্দমা দায়েরের পরেও স্ত্রী উক্ত অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন। স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা শর্তযুক্ত বা শর্তহীন হইতে পারে। স্ত্রী কর্তৃক এই রূপ তালাক প্রদানকে তালাক-ই-তফইজ বলা হয় এবং ইহার জন্য ৭ দ্বারা অনুসারে নোটিস প্রদান করিতে হইবে।
পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ হইতে পারে। ইহার দুইটি শর্ত হইল ঃ (১) স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতি, ও (২) বিচ্ছেদের বিনিময়ে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে কিছু বিনিময় মূল্য প্রদান। বিচ্ছেদের প্রস্তাবটি স্ত্রীর পক্ষ থেকে হইলে ইহাকে বলা হয়, "খুলা"। পক্ষান্তরে বিচ্ছেদটি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে অনুষ্ঠিত হইলে ইহাকে বলা হয় 'মুবারা'। খুলার ক্ষেত্রে স্বামী কোন প্রতিদানের বিনিময়ে বিচ্ছেদ সম্মত হন। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রতিদানস্বরূপ সাধারণত মোহরের দাবি সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিত্যাগ করা হইয়া থাকে। 'মুবারার' ক্ষেত্রে সুখ-শান্তির প্রত্যায়শায় উভয়ের পারস্পরিকা সম্মতিক্রমে নিজেদের মুক্ত করেন। আবার কোন ব্যক্তি এইরূপ চুক্তি করিতে পারেন যে, কোন একটি ঘটনা ঘটিলে তাহার স্ত্রীর সহিত তাহার বিবাহ সোজসুজি ছিন্ন হইয়া যাইবে। এই ধরনের বিবাহবিচ্ছেদকে ঘটনরাচক্রগত বিবাহবিচ্ছেদ বলা হয়। তবে এই অধ্যাএদশ দ্বারা এইরূপ তালাক অপ্রচলিত করা হইয়াছে এবং যেকোন তালাকের ক্ষেত্রে নোটিস প্রদান ও আপোসের জন্য ৯০ দিন অপেক্ষা করা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

(মুসলিম পারিবারিক আইন, ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, জেলাও দায়রা জজ, নিউ ওয়াসী বুক কর্পোপরেশন। দ্বিতীয় সংস্ককরন ২০০৭)

٢١٨٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ . أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : وَاحِدَةً.

٢١٨٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ . حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ . وَهِيَ حَائِضٌ . قَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ . قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ . وَهِيَ حَائِضٌ . فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا قَالَ قُلْتُ : فَيَعْتَدُّ بِهَا ؟ قَالَ : فَمَهْ . أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

٢١٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ . أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَيْمَنَ . مَوْلَى عُرْوَةَ . يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ . وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ . قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ . وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ . وَهِيَ حَائِضٌ . قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَرَدَّهَا عَلَيَّ . وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا . وَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} : فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.

তরজমা --

২১৮৩। হযরত ইউনুস ইব্‌ন জুবায়ের বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি ইব্‌ন উমার (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি আপনার স্ত্রীকে কয়টি তালাক দিয়েছেন তিনি বলেন, একটি।

২১৮৪। হযরত মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইউনুস ইব্‌ন জুবায়ের আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, একদা আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করি এক ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি ইব্‌ন উমারকে চিন? আমি বলি, হাঁ। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়। তখন উমার (রা.) নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে গিয়ে তাকে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞাস করেন। তিনি বলেন তাকে, তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বল। এরপর সে যেন তাকে, তার হায়েয আসার পূর্বে তালাক দেয়। তখন আমি বলি এটা হতে কি তার ইদ্দত গণনা করতে হবে? তখন জবাবে তিনি বলেন, হাঁ। আর সে যদি এরূপ করতে অপারগ হয়, তবে সে আহ্‌মকের মত কাজ করবে।

২১৮৫। হযরত আবদুর রায্‌যাক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইব্‌ন জুরায়েজ আবূ যুবায়ের হতে খবর দিয়েছেন। তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আয়মনকে যিনি উরওয়ার আযাদকৃত গোলাম ছিলেন, ইব্‌ন উমার (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেন এবং আবূ যুবায়েরও তা শুনেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়। উমার (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমার হায়েয অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, তখন তিনি আমাকে তাকে (স্ত্রীকে) পুনরায় গ্রহণ করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, এতে দোষের কিছু নাই। অতঃপর তিনি বলেন, তাকে পুনঃগ্রহণের পর যখন সে পবিত্র হবে, তখন তাকে তালাক দিবে বা তোমার নিকট রাখবে। অতঃপর ইবন উমার (রা.) বলেন, তখন নবী করীম ﷺ এ আয়াত পাঠ করেন : "হে নবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিবে, তখন তাদের ইদ্দত (গণনার সীমা) আসার পূর্বে তালাক দিবে।

باب الرجل يراجع ، ولا يشهد

٢١٨٦ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ . أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَهُمْ . عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ . عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ . سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ . ثُمَّ يَقَعُ بِهَا . وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا . وَلاَ عَلَى رَجْعَتِهَا . فَقَالَ : طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ . وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ . أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا . وَعَلَى رَجْعَتِهَا . وَلاَ تَعُدْ .

باب في سنة طلاق العبد

٢١٨٧ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عُتِقَا بَعْدَ ذٰلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ نَعَمْ قَضَى بِذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

٢١٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ . أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ بِلاَ إِخْبَارٍ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ . لِمَعْمَرٍ : مَنْ أَبُو الْحَسَنِ هٰذَا ؟ لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُو الْحَسَنِ هٰذَا رَوٰى . عَنْهُ الزُّهْرِيُّ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ رَوَى الزُّهْرِيُّ . عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَحَادِيثَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُو الْحَسَنِ مَعْرُوفٌ . وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيثِ .

তরজমা ---

সাক্ষী না রেখে পুনঃগ্রহণ করা

২১৮৬। হযরত মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইমরান ইব্ন হুসায়েন এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হন, যে, তার স্ত্রীকে তালাকে রিজ'ঈ দেয়, এরপর সে তার সাথে সহবাস করে। আর তার তালাক প্রদান ও পুনঃগ্রহণের সময় কাউকে সাক্ষী রাখে নাই। তিনি বলেন, তুমি তাকে সুন্নাত তরীকার বিপরীতে তালাক দিয়েছে এবং সুন্নাতের বিপরীতে পুনঃগ্রহণ করেছ। (আর জেনে রাখ!) তাকে তালাক দেয়ার সময় এবং পুনঃগ্রহণের সময় সাক্ষী রাখবে। (এটাই সুন্নাত তরীকা) আর তালাক দেওয়ার পর পুনরায় তার কাছেও যাবে না, পুনঃগ্রহণ ও করবেনা।

গোলামের তালাক দেয়ার নিয়ম

২১৮৭। হযরত বনী নাওফলের আযাদকৃত গোলাম আবূ হাসান বলেন, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে এমন একজন দাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যার অধীনে একজন দাসী স্ত্রী ছিল। আর সে তাকে দু'তালাক দিয়েছিল। এরপর তারা উভয়েই আযাদ হয়। এমতাবস্থায় দাসটি কি তাকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে? তিনি বলেন, হাঁ পারবে। কেননা, এতদসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ ফয়সালা দিয়েছেন।

২১৮৮। হযরত আলী (রা.) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে ও অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, তোমার জন্য একটি তালাক বাকী ছিল। আর এর জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ ফয়সালা দিয়াছেন। (অর্থাৎ দাসমুক্ত হওয়ার পর তুমি তিন তালাক পর্যন্ত দেয়ার অধিকারী হয়েছ এখন বাকী তালাকটি না দিয়ে ফেরত গ্রহণের সুযোগ তোমার রয়েছে।)

٢١٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . عَنْ مُظَاهِرٍ . عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ . عَنْ عَائِشَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ . وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنِي مُظَاهِرٌ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهُوَ حَدِيثٌ مَجْهُولٌ .

باب في الطلاق قبل النكاح

٢١٩٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالاَ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ . وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ . وَلاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ . زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ . وَلاَ وَفَاءَ نَذْرٍ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ

٢١٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ . أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ . عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ . حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ . فَلاَ يَمِينَ لَهُ . وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلاَ يَمِينَ لَهُ .

٢١٩٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ جَدِّهِ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هٰذَا الْخَبَرِ زَادَ : وَلاَ نَذْرَ إِلاَّ فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ

তরজমা ---

২১৮৯। হযরত আয়েশা (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, দাসীর জন্য তালাক হল দু'টি এবং তার ইদ্দতের সময় হল দু'হায়েয পর্যন্ত। আবু আসিম আয়েশা (রা.) হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বলেন, তার ইদ্দত হল দু'হায়েয।

বিবাহের আগে তালাক

২১৯০। হযরত আমর ইবন শু'আয়েব (রহ.) তাঁর পিতা হতে ও পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ স্ত্রীর অধিকারী হওয়া ছাড়া তালাক হয়না। কোন দাস-দাসীর মালিক হওয়া ছাড়া তাদের আযাদ করা যায় না। আর কোন জিনিস-পত্রের মালিক হওয়া ছাড়া, তা বিক্রি করা যায় না। রাবী ইবন আল সাব্বাহ্ অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, কোন মালের মালিক হওয়া ছাড়া এর মানত করা যায় না।

২১৯১। হযরত আমর ইবন শু'আয়েব (রহ.) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদ ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি (মুহাম্মাদ) ইহা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেহ কোনরূপ গোনাহের কাজের জন্য প্রতিজ্ঞা করে, তবে তা তার জন্য আদায় করা প্রয়োজনীয় নয় আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ছিন্ন করার জন্য শপথ করে তার শপথ ও পালনীয় নহে।

২১৯২ হযরত আমর ইবন শু'আয়েব তাঁর (রহ.) পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে, তিনি নবী করীম ﷺ হতে, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী ইবন আল সারহ্ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত সংক্রান্ত মানত ছাড়া অপর কোন মানতই হয় না।

باب في الطلاق على غيظ

٢١٩٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الْحِمْصِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَا قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي غِلاَقٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغِلاَقُ أَظُنُّهُ فِي الْغَضَبِ.

باب في الطلاق على الهزل

٢١٩٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ

باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

٢١٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآيَةَ وَذٰلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَنُسِخَ ذٰلِكَ وَقَالَ {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}

তরজমা ---

রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেওয়া

২১৯৩। হযরত মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়েদ ইব্‌ন আবূ সালিহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত, যিনি (সিরিয়ার) ইলিয়া নামক স্থানে বসবাস করতেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া হতে, আদী ইব্‌ন আদী আল কিন্দীর সাথে বের হই। এরপর আমরা মক্কায় পৌছিলে, আমাকে সাফিয়া বিন্‌ত শায়বার নিকট তিনি পাঠান। যিনি আয়েশা (রা.) হতে এ হাদীসটি সংগ্রহ করেন। রাবী বলেন, আমি আয়েশা (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ গিলাক অবস্থায় কোন তালাক হয় না বা দাসমুক্ত করা যায় না। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, আমার ধারণা অর্থ হল রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেয়া।

হাঁসি ঠাট্টা স্থলে তালাক দেওয়া

২১৯৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তিনটি এমন কাজ আছে, যার জন্য চেষ্টা করা দরকার। যথা ঃ বিবাহ, তালাক, এবং পরিত্যক্ত স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ সম্পর্কে। (অর্থাৎ হাঁসি ঠাট্টা স্থলে এরূপ কোন কাজ করা যায় না।)

তিন তালাকের পর পুনঃগ্রহণের অধিকার রহিত হওয়া প্রসঙ্গে

২১৯৫। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী) "তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণকে নিজ গৃহে তিন হায়েয পর্যন্ত আবদ্ধ রাখবে। আর তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন রাখা বৈধ নহে" (আর এ আয়াত নাযিলের উদ্দেশ্য হল) ঃ যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে ইতিপূর্বে তালাক দিত, তখন সে তাকে পুনঃগ্রহণের অধিক হকদার; যদিও সে ভোগ করত। তাকে তিন তালাক দিত। এরপর এ আয়াতটি, পরবর্তী আয়াতের দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ (অর্থ) "তালাক দু'ধরনের" আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (অর্থাৎ ১. তালাকে রিজ'ঈ ঃ এক বা দু'তালাক দেয়ার পর ফেরত নেয় চলে। ২. তালাকে মুগাল্লাযা ঃ তিন তালাক দেয়ার পর পুনঃগ্রহণ চলে না।)

قوله: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

তালাকের ব্যাপারে আমাদের সমাজে প্রচলিত ভুল ভ্রান্তি

আমাদের সমাজে বিভিন্ন বিষয়েই বহু ভুল ভ্রান্তি বিস্তার করে আছে, নিত্য নতুন বিভিন্ন ভ্রান্তির উদ্ভবও হচ্ছে। কিন্তু তালাকের ব্যাপারে যে ভ্রান্তিগুলো আমাদের সমাজে বিরাজমান তা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। এসব ভ্রান্তির কারণে মানুষ কতযে অন্যায় অবৈধ কাজে জাড়িয়ে পড়ে তার সীমা পরিসীমা নেই। মানুষ তালাক কে রাগ প্রশমনের হাতিয়ার মনে করে। যখন তখন সামান্য ঝগড়ার কারণে তালাক দিয়ে ফেলে। আবার কেউ কেউ বুঝানোর চেষ্টা করে, রাগত অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হয় না। একাকি তালাক দিলে তালাক হয়না, শুধু লিখিত দিলে, মৌখিকভাবে না বললে তালাক হয় না। সাক্ষীর উপস্থিতি না থাকলে তালাক হয় না, স্ত্রী না জানলে তালাক হয় না, তালাক নামা স্ত্রী গ্রহণ না করলে তালাক হয় না ইত্যকায় সব গর্হিত কথা বার্তা যার স্বপক্ষে না আছে কোন গ্রহণ যোগ্য দলীল প্রমাণ আর না আছে শরীয়ত স্বীকৃত কোন যুক্তি। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি হল মানুষ তিন তালাকের কম এক দুই তালাককে তালাকই মনে করে না। তালাক দিলে তিন তালাকই দিতে হবে। আমাদের সমাজ এমনটি মনে করে। এজন্যে সাধারণত তিন তালাকের কম কেউ তালাক দেয়না। পক্ষান্তরে এরচেয়ে বেশি দেওয়া হয় অজ্ঞ মূর্খ, শিক্ষিত শ্রেণী, ধনী গরীব সবলেই এ ভ্রান্তির শিকার। তালাক লিখিত আকারে দেওয়া হোক বা মৌখিক, এক সাথে তিনি তালাক দিয়ে ফেলে। অধিকন্তু স্বামী যদি এক তালাক দেয় তাহলে তাকে আরো উত্তেজিত করে। বিভিন্ন কটু কথা বলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়, যাতে সে তিন তালাক দিতে বাধ্য হয়। মোটকথা যে পর্যন্ত স্বামী তিন তালাক না দিবে। স্বামীর রাগ দমন হবে না। স্ত্রীর উত্তেজনা ও কমবেনা। পরিবার পরিজনদের ক্রোধেও ভাটা পড়বে না। তখন বাচ্ছাদের কথাও স্মরণ হবে না। ঘর বিরান হওয়ার কথা মনে পড়বে না। যখন স্বামী তালাকের তিনো গুলি ছুঁড়ে মারবে, তখন সবার রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সকলের হুশ ফিরে আসে।

তালাকের পর যখন ঘর সংসার বিরান হয়ে যায়। ছোট ছোট বাচ্চাদের করুন চেহারা স্মৃতিপটে ভেসে উঠে। তখন সমস্তভুল বুঝে আসে, লজ্জিত হয়। কান্নাকাটি শুরু করে। কিন্তু তখন আর এ অনুশোচনা, কন্নাকাটি কোনো কাজে আসে না। তিন তালাক হয়ে গেছে। বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। তালাকের অবৈধ প্রয়োগের ফলাফল এখন স্বামী-স্ত্রী পৃথক হয়ে যাওয়া। উপরন্তু যদি কোন শরয়ী কারণ ছাড়া তালাক দেয়া হয় তাহলে এ জুলুমের গোনাহ তো আছেই।

তখন মুফতীয়ানে কেরামের শরনাপন্ন হয়। তাদের হৃদয় বিদারক দাস্তান শোনানো হয়। বাচ্ছাদে করুন পরিস্থিতির কথা বলা হয়। কোন ভাবে সুযোগ বের করার মিনতি জানানো হয়। কিন্তু তারা কি করবে? তারা তো শরয়ী বিধানের নিকট সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ। যখন স্বামী শরীয়তের দেয়া সব সুযোগ, সব পন্থা তাৎক্ষণিকও একেবারেই শেষ করে ফেলেছে। এখন কারো করার কিছু নেই। নিজের কর্মের দায়ভার নিজেকে ভোগ করতেই হবে।

তিন তালাকের পরবর্তী শরয়ী বিধান ঃ

তিন তালাক দেয়ার পর শুধু এ পথটি বাকী থাকে যে, স্ত্রী ইদ্দত পালন শেষে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে. তার সাথে ঘর সংসার হবে। দৈহিক মিলন হবে, এর পর যদি সে সেচ্ছায় তাকাল দেয় তাহলে ইদ্দত পালন শেষে স্ত্রী প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। দ্বিতীয় বিয়েতে এ শর্ত আরোপ করা যে দ্বিতীয় স্বামীকে তালাক দিতেই হবে শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ ও লানতযোগ্য কাজ।

হাদীস শরীফে এমন শর্তকারী ও শর্তকৃত ব্যক্তি উভয়ের উপর লানত করা হয়েছে। (সুনানে দারেমী, সুনানে ইবনে মাজাহ) কখনও আবার দ্বিতীয় স্বামী সহবাস ছাড়াই তালাক দিয়ে দেয়। এর জন্য চেষ্টাও করা হয় কিন্তু সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হলে প্রথম স্বামীর জন্য হালালই হবে না। কেননা প্রথম স্বামীর সথে পুনরায় বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর দৈহিক মিলন শরীয়তের দৃষ্টিতে পূর্বশর্ত।

٢١٩٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ . مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ . وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ . وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ . فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلاَّ كَمَا تُغْنِي هٰذِهِ الشَّعْرَةُ . لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا . فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ . فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ . فَدَعَا بِرُكَانَةَ . وَإِخْوَتِهِ . ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ : أَتَرَوْنَ فُلاَنًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ . وَفُلاَنًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : طَلِّقْهَا فَفَعَلَ . ثُمَّ قَالَ : رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ؟ قَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا وَتَلاَ : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ . وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ جَدِّهِ . أَنَّ رُكَانَةَ . طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ . فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ . لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ . وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ . إِنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ . فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً .

তরজমা --

২১৯৬। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুকানার পিতা আবদ ইয়াযীদ, উম্মে রুকানাকে তালাক দেন এবং মুযায়না গোত্রের জনৈক স্ত্রীলোককে বিয়ে করেন। সেই মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে গিয়ে বলে, সে সহবাসে অক্ষম, যেমন আমার মাথার চুল অন্য চুলের কোন উপকারে আসে না। কাজেই আপনি তার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিন। তা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হন এবং তিনি রুকানা ও তার ভাইদিগকে ডাকেন। এরপর তিনি সেখানে উপস্থিত তার সাথীদের সম্বোধন করে বলেন, তোমরা লক্ষ্য করে দেখ যে, এদের মধ্যে অমুক অমুকের বিশেষ অংগ প্রত্যঙ্গ তাদের পিতা আবদ ইয়াযিদের অংগ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে মিল খাচ্ছেনা? তখন তারা বলেন, হাঁ। নবী করীম (সা) আব্‌দ ইয়াযীদকে বলেন, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। তিনি তাকে তালাক দিলেন। এরপর তিনি তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তুমি উম্মে রোকানাকে পুনরায় গ্রহণ কর। তখন তিনি বলেন, আমি তো তাকে তিন তালাক দিয়েছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন তিনি বলেন, আমি তোমার তালাক দেয়ার কথা জানি। তুমি তাকে পুনরায় গ্রহণ কর। এরপর তিনি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন, হে নবী! যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিবে, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনের জন্য তালাক দিবে।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, নাফে' ইবনে উজাইর এবং আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ বিন রুকানা এর মতে রয়েছে যে, রুকানা স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছেন, অত:পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীকে তার নিকট ফিরিয়ে দিয়েছেন, এ বর্ণনাটি অধক শুদ্ধ। কেননা কোন ব্যক্তির সন্তান ও পরিবারবর্গ তার বিষয়ে বেশি জানেন।

নিশ্চয় রুকানা স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছেন, অত:পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা এক তালাক ধরেছেন,

٢١٩٧- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ . أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ . عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ . فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا . قَالَ : فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ . فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ . يَا ابْنَ عَبَّاسٍ . وَإِنَّ اللهَ قَالَ : {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} . وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا . عَصَيْتَ رَبَّكَ . وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ . وَإِنَّ اللهَ قَالَ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ . وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَرَوَاهُ شُعْبَةُ . عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَأَيُّوبُ . وَابْنُ جُرَيْجٍ . جَمِيعًا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَابْنُ جُرَيْجٍ . عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ . عَنْ عَطَاءٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ . عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَابْنُ جُرَيْجٍ . عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كُلُّهُمْ قَالُوا : فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ أَجَازَهَا . قَالَ : وَبَانَتْ مِنْكَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ . عَنْ أَيُّوبَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . عَنْ أَيُّوبَ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ . وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ أَيُّوبَ . عَنْ عِكْرِمَةَ . هٰذَا قَوْلُهُ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ . وَجَعَلَهُ قَوْلَ عِكْرِمَةَ

তরজমা ---

২১৯৭। হযরত মুজাহিদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.) নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি সেখানে গিয়ে বলে যে, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। তখন তিনি চুপ করে থাকেন, যাতে আমার মনে হয়, তিনি (ইব্‌ন আব্বাস) তাকে ঐ স্ত্রী পুনরায় গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিবেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলেন, তোমাদের কেউ যেন এখান হতে গিয়ে আহ্‌মকের মত কাজ করে এবং বলে, হে ইব্‌ন আব্বাস! হে ইব্‌ন আব্বাস! আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তার জন্য আল্লাহ্‌ তা'য়ালা পরিত্রাণের ব্যবস্থা করে দেন।" আর তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করো না, কাজেই আমি তোমার জন্য পরিত্রাণের কোন পথ দেখছি না। তুমি তোমার রবের নাফরমানী করেছ এবং তোমার স্ত্রীকে তোমার নিকট হতে পৃথক করে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ্‌ তা'য়ালার নির্দেশ ঃ "হে নবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিবে, তখন তাদের ইদ্দতের মধ্যে তাদেরকে তালাক দিবে।"

ইমাম আবূ দাউদ, শু'বা, আইউব, ইব্‌ন জুরায়েজ ও আ'মাশ প্রমুখ রাবীগণ, সকলেই ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে উক্ত হাদীস বর্ণনা প্রসংগে বলেন যে, তিনি এটাকে তিন তালাক হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, হাম্মাদ ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক দিবে তাতে এক তালাকই হবে। আর ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আইয়ূব এর সূত্রে হযরত ইকরিমা হতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এর কথা উল্লেখ করেন নি। বরং তিনি উপরোক্ত কথাটিকে হযরত ইকরিমা রহ. এর কথা বলে উল্লেখ করেছেন

٢١٩٨ - وَصَارَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَهٰذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . عَنْ مَعْمَرٍ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ . وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ . أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ . وَأَبَا هُرَيْرَةَ . وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاَثًا ؟ فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوٰى مَالِكٌ . عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ . عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ . أَنَّهُ شَهِدَ هٰذِهِ الْقِصَّةَ حِينَ جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ . إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ . وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذٰلِكَ . فَقَالاَ : اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . ثُمَّ سَاقَ هٰذَا الْخَبَرَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ : أَنَّ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا مَدْخُولاً بِهَا . وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا . لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . هٰذَا مِثْلُ خَبَرِ الصَّرْفِ . قَالَ فِيهِ : ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ.

٢١٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . عَنْ أَيُّوبَ . عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ . عَنْ طَاوُوسٍ . أَنَّ رَجُلاً . يُقَالُ لَهُ : أَبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَبِي بَكْرٍ . وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَلٰى . كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَبِي بَكْرٍ . وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ . فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا . قَالَ : أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ.

তরজমা ---

২১৯৮। হযরত মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াস (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইব্ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা ও আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা.)-কে ঐ কুমারী স্ত্রীলোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যাকে তার স্বামী তিন তালাক দিয়েছে। এর জবাবে তাঁরা সকলেই বলেন, ঐ স্ত্রী তার জন্য ততক্ষণ হালাল হবে না, যতক্ষণ না তাকে অন্য স্বামীর সাথে বিয়ে দেওয়া হয়।

২১৯৯। হযরত তাউস (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সাহবা নামক জনৈক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট অধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। একদা সে বলে, আপনি কি ঐ ব্যাপার সম্পর্কে জানেন যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে তাকে তিন তালাক দেয়, একে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে, আবূবাক্রের (রা.) যুগে এবং উমারের (রা.) খিলাফতের যুগে এক তালাক হিসাবে গণ্য করত? ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, হ্যাঁ। যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে, তাকে তিন তালাক দেয়, তাঁরা একে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বাক্র (রা.) উমার (রা.)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে, এক তালাক গণ্য করত। এরপর তিনি (উমার) যখন দেখেন যে, মানুষ অধিক হারে তিন তালাক দিচ্ছে তখন তিনি বলেন, এতে তাদের উপর তিন তালাক বর্তাবে।

٢٢٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ . عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ . وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ .

باب فيما عني به الطلاق والنيات

٢٢٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ . عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ . وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى . فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ . وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا . أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا . فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .

٢٢٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَسَاقَ قِصَّتَهُ فِي تَبُوكَ قَالَ حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْتِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ قَالَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبَنَّهَا فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ سُبْحَانَهُ فِي هٰذَا الْأَمْرِ

তরজমা --

২২০০। একদা আবূ সাহ্বা (রহ) ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি জানেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে, আবূ বাক্‌রের (রা.) যুগে এবং উমারের (রা.) খিলাফতের তিন বছর তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হত? ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, হাঁ।

যে শব্দ দিয়ে তালাকের ইচ্ছা বুঝায় তা এবং নিয়্যাত

২২০১। হযরত আল্‌কামা ইব্ন ওক্কাস আল্-লায়সী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ সমস্ত কাজ নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি, যে কাজের জন্য যে নিয়াত করে, তা তদ্রুপ হয়ে থাকে। যেমন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য হয়। আর যে ব্রক্তি দুনিয়ার কিছু লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে বা কোন স্ত্রীলোককে বিয়ের উদ্দেশ্যে হিজরত করে এমতাবস্থায় সে যে নিয়াতে হিজরত করে, সে তাই পাবে।

২২০২। হযরত ইবন শিহাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'আব ইবন মালিক (রা.) বলেছেন। আর কা'আব (রা.) যখন অন্ধ হয়ে যান, তখন তাঁর গোত্রের লোকেরা তাকে নিয়ে চলাফেরা করত। রাবী বলেন, আমি কা'আব ইবন মালিককে বলতে শুনেছি। এরপর তাবূকের ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, এরপর যখন পঞ্চাশ দিনের মধ্যে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দূত আমার নিকট আসেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে আপনার স্ত্রীর নিকট হতে দূরে থাকতে বলেছেন। তখন তিনি (কা'ব) জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি তাকে তালাক দিব, না কি রাখব? দূত বলেন, না, (তালাক দিবেন না) বরং তার নিকট হতে দূরে থাকুন এবং তার সাথে সহবাস করবেন না। তা শুনে আমি আমার স্ত্রীকে বলি, তুমি তোমার (পিতার) পরিবারের নিকট যাও এবং তাদের সাথে থাক, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'য়ালা এ ব্যাপারে সম্পর্কে কোন ফয়সালা দেন।

باب في الخيار

٢٢٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحٰى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذٰلِكَ شَيْئًا.

باب في أمرك بيدك

٢٢٠٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَيُّوبَ : هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، قَالَ : لاَ ، إِلاَّ شَيْئًا حَدَّثَنَاهُ قَتَادَةُ ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ ، قَالَ أَيُّوبُ ، فَقَدِمَ عَلَيْنَا كَثِيرٌ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : مَا حَدَّثْتُ بِهٰذَا قَطُّ ، فَذَكَرْتُهُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ : بَلٰى ، وَلٰكِنَّهُ نَسِيَ

٢٢٠٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، قَالَ : ثَلاَثٌ

তরজমা ---

যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ইখ্‌তিয়ার (ক্ষমতা) দেয়, তবে এতে তালাক হবে কিনা?

২২০৩। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় আমাদের তালাকের ইখ্‌তিয়ার দেন। তখন আমরা তাঁর নির্দেশ পালন করি এবং তালাকের ইখ্‌তিয়ার সম্পর্কে কিছু ঘটে নাই। (অর্থাৎ কেউই তালাক গ্রহণ করেন নাই, বরং নবীজীর স্ত্রী হিসাবে থাকাই পছন্দ করেছেন।)

যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, "তোমার ব্যাপার তোমার হাতে"

২২০৪। হযরত হাম্মাদ ইব্‌ন যায়িদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আইউবকে বলি, তোমরা কি হাসান বর্ণিত ঐ হাদীসটি সম্পর্কে কেউ জান ঃ তোমার ব্যাপার তোমার হাতে? তিনি বলেন, না।

তবে কাতাদা ....আবূ হুরায়রা (রা.) হতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২২০৫। হযরত হাসান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমার ব্যাপার তোমার হাতে"-এর দ্বারা তিন তালাকের নিয়াত করলে, তিন তালাক বর্তাবে।

তাশরীহ ---

قوله : في أمرك بيدك

কোন দম্পত্তির বৈবাহিক সম্পর্ক যদি উভয়ের জন্য অকল্যাণকর প্রমাণিত হয়। তখন তালাক প্রয়োগের মাধ্যমে ওই কষ্টের বেড়াজাল থেকে বের হওয়ার জন্য শরীয়ত তালাকের বিধান রেখেছে। কিন্তু কোন স্বামী এ পর্যায়েও যেন তালাকের পথ অবলম্বন না করে স্ত্রীকে আটকে রেখে তার উপর জুলুম নির্যাতন করতে না পারে। সেজন্য শরীয়ত "তাফয়ীযুত তালাক" এর প্রবর্তন করেছে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের পূর্ব ক্ষমতা অর্পণকে শরীয়তের পরিভাষায় তাফয়ীয বলে। এ ক্ষমতা বলে স্ত্রী নিজ নফসের উপর তালাক গ্রহণের অধিকার লাভ করে। এ তাফয়ীয আক্‌দ পরবর্তী যে কোন সময় হতে পারে। আকদের সময় উভয় পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে স্বামী থেকে এ অধিকার নেয়ার সুযোগও রয়েছে। কাবিন নামার ১৮ নং কলামটি মূলত এ উদ্দেশ্যই রাখা হয়েছে। এ অধিকার শর্ত সাপেক্ষেও হতে পারে আবার বিনা শর্তেও হতে পারে। যদি শর্ত সাপেক্ষে হয় তাহলে সে শর্ত পাওয়া গেলেই কেবল স্ত্রী এ অধিকার লাভ করবে। এবং নিজ নফসের উপর তালাক গ্রহণ করতে পারবে। অন্যথায় নয়।

باب في البتة

٢٢٠٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ . وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ أَبُو ثَوْرٍ . فِي آخَرِينَ قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ . حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ . عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ . أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ . فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ . وَقَالَ : وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً ؟ فَقَالَ رُكَانَةُ : وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً . فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ . وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَوَّلُهُ لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ . وَآخِرُهُ لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ

٢٢٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ . عَنِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيثِ

٢٢٠٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ . حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ . عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ . فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ . قَالَ : وَاحِدَةً . قَالَ : آللهِ ؟ قَالَ : آللهِ . قَالَ : هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا . لِأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ . وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ . وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

তরজমা ---

যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীকে 'আলবাত্তাতা' (অবশ্যই তালাক দিলাম বা এক শব্দে তিন তালাক দিলাম বলে) তালাক দেয়।

২২০৬। হযরত নাফি' ইব্‌ন জুবায়ের ইব্‌ন আবদ ইয়াযীদ ইব্‌ন রুকানা (রা.) হতে বর্ণিত। রুকানা ঃ ইব্‌ন আবদ ইয়াযীদ তাঁর স্ত্রী সুহায়মাকে 'আল্‌বাত্তাতা' শব্দের দ্বারা তালাক দেয়। তখন এতদসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জানানো হয়। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি কি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করেছ? তখন জবাবে রোকানা বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করি। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে স্বীয় স্ত্রী পুনরায় গ্রহণের নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি উসমান (রা.)-এর খেলাফত কালে তাকে দ্বিতীয় তালাক দেন এবং তৃতীয় তালাক দেন উমার (রা.)-এর খিলাফত কালে।

২২০৭। হযরত রুকানা ইব্‌ন আবদ ইয়াযীদ (রা.) নবী করীম হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস-বর্ণনা করেছেন।

২২০৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আলী ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন রুকানা তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন তিনি তাঁর স্ত্রীকে 'আলবাত্তাতা' শব্দের দ্বারা তালাক দেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে এলে, তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, এর দ্বারা তুমি কি ইচ্ছা করেছ? তিনি বলেন, এক তালাকের ইচ্ছা করি। তখন তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনিও বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি বলেন, এর দ্বারা তুমি যা ইচ্ছা করেছ।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইবনে জুরাইজের হাদীসের তুলনায় এ বর্ণনাটি অধিক শুদ্ধ যে, রুকানা স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছেন, কেননা এ বর্ণনার রাবীগণ তার বংশধর। অতএব তারা তার বিষয়ে বেশি জানেন।

قوله: باب في البتة

একই মজলিসে তিন তালাক প্রদান ঃ

কোনে ব্যক্তি যদি স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে, চাই তা একই শব্দে হোক বা ভিন্ন ভিন্ন শব্দে কিংবা একই মজলিসে হোক বা ভিন্ন মজলিসে সর্বাবস্থায় তিন তালাক পতিত হয়ে স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘর সংসার, দৈহিক মিলনের পর তালাক প্রাপ্তা হলেই কেবল এ স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বৈধ হবে। অন্যথায় নয়। কুরআন হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা এটিই প্রমাণিত। সকল সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যও এবিষয়ে সুপ্রমাণিত। তাছাড়া ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. ইমাম মালেক রহ. ইমাম শাফী রহ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. সহ প্রায় সকল ফুকাহা এ ব্যাপারে একমত যে এক মজলিসে তিন তালাক দিলেও তিন তালাকই পতিত হবে। সহীহ বুখারী শরীফে (২/৭৯১) হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত আছে–

ان رجلا طلق امرته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبى صلى الله عليه وسلم ا تحل للاول قال النبى صلى الله عليه وسلم لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاقها الاول-

অর্থাৎ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। অতঃপর সে স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করেছে এবং সেও তারাক দিয়েছে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, এ স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য কি হালাল হবে? তিনি উত্তর দিলেন না যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাসের স্বাদ গ্রহণ না করবে। যেভাবে প্রথম স্বামী স্বাদ গ্রহণ করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে এবং প্রথম স্বামীর জন্য হালাল নয় হাদীসের শব্দে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই তিনটি তালাকই এক সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। ফাতহুল বারী উমদাতুল কারী প্রমুখ গ্রন্থ এ ব্যাপারে একমত যে এ ঘটনায় তিন তালাক একই সাথে দেওয়া হয়েছিল এবং হাদীসে এর মীমাংসাও রয়েছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তিন তালাক কার্যকর করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিয়েছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যত্র বিয়ে করে সে স্বামীর সঙ্গে সহবাস না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিলেও প্রথম স্বামীর পক্ষে তাকে গ্রহণ করা হালাল হবে না।

তাই এ ব্যাপারে অন্য কোনো অভিমত গ্রহণ যোগ্য নয়। মুয়াত্তা শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে–

والجمهور على وقوع الثلث بل حكى ابن عبد البر الاجماع قائلا ان خلافه لا يلتفت اليه.

অর্থাৎ প্রায় সমস্ত ওলামায়ে উম্মত একই সঙ্গে প্রদত্ত তালাক হুবহু কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে একমত বরং ইবনে আব্দুল বার এর উপর ইজমা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন এর বিপরীত কথা ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়। (যুবরানী ৩/১৬৭)

সউদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ এ ব্যাপারে তত্ত উপাত্ত যাচাই বাচাই করে এক গবেষণা ধর্মী দীর্ঘ মাকালা রচনা করেছেন এতেও সর্বসম্মত ভাবে এ অভিমত পোষণ করা হয়েছে এবং সউদী সরকারের সব আদালতে তাই কার্যকর ঘোষণা করা হয়েছে অতএব এক মজলিসের তিন তালাকও তিন তালাকই বিবেচিত হবে। এখানে এক তালাক বলার কোন সুযোগ নেই।

(বিস্তারিত প্রমাণের জন্য দেখুন ফাতহুল বারী ১১/৪৫২, তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম খ:১ পৃ:১৫২-১৬১, ইলাউস সুনান খ:১১ পৃ: ১৪২-১৭৪, ফিকহী মাকালাত খ:৩ পৃ:১৮১-২১৪, আহসানুল ফাতাওয়া খ:৫ পৃ: ২২৩-৩৭২)

باب في الوسوسة بالطلاق

٢٢٠٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ . عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ . أَوْ تَعْمَلْ بِهِ . وَبِمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا.

باب في الرجل يقول لامراته : يا اختي

٢٢١٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ . وَخَالِدٌ الطَّحَّانُ . الْمَعْنَى كُلُّهُمْ عَنْ خَالِدٍ . عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ . أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُخْتُكَ هِيَ ؟ فَكَرِهَ ذٰلِكَ وَنَهٰى عَنْهُ

٢٢١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ . حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ . عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ . عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ . عَنْ رَجُلٍ . مِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ . فَنَهَاهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ . عَنْ خَالِدٍ . عَنْ أَبِي عُثْمَانَ . عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَوَاهُ شُعْبَةُ . عَنْ خَالِدٍ . عَنْ رَجُلٍ . عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

তরজমা --

যদি কেউ মনে মনে স্ত্রীকে তালাক দেয়

২২০৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার উম্মাতের অন্তরে যা উদয় হয়, তা যতক্ষণ না সে মুখে বলে ও কাজে বাস্তবায়িত করে তা মার্জনা করেছেন। (অর্থাৎ মুখে কিছু না বলে মনে তালাকের ধারণা পোষণ করলে তালাক হয় না)

ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে তার স্ত্রীকে বলে, হে আমার ভগ্নি!

২২১০। হযরত আবূ তামীমা আল্ হুজায়মী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হে আমার ভগ্নি বলে সম্বোধন করে। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করেন সে কি তোমার (সত্যই) ভগ্নি? তিনি তা অপছন্দ করেন এবং তাকে এরূপ বলতে বারন করেন।

২২১১। হযরত আবু তামীমা (রহ.) তার গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হে আমার বোন সম্বোধন করতে শুনে তাকে এরূপ করতে বারন করেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, উপরোক্ত হাদীসটি আব্দুল আযীয .... আবু তামীমার সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

তাছাড়া উপরোক্ত হাদীসটি শু'বা .... আবু তামীমার সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

٢٢١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ . عَنْ مُحَمَّدٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ . إِلاَّ ثَلاَثًا : ثِنْتَانِ فِي ذَاتِ اللهِ تَعَالَى : قَوْلُهُ : {إِنِّي سَقِيمٌ} . وَقَوْلُهُ : {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا} . وَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ فِي أَرْضِ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ إِذْ نَزَلَ مَنْزِلًا . فَأُتِيَ الْجَبَّارُ . فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ نَزَلَ هَاهُنَا رَجُلٌ مَعَهُ امْرَأَةٌ هِيَ أَحْسَنُ النَّاسِ . قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا . فَقَالَ : إِنَّهَا أُخْتِي . فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهَا . قَالَ : إِنَّ هٰذَا سَأَلَنِي عَنْكِ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي . وَإِنَّهُ لَيْسَ الْيَوْمَ مُسْلِمٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ . وَإِنَّكِ أُخْتِي فِي كِتَابِ اللهِ . فَلاَ تُكَذِّبِينِي عِنْدَهُ . ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوٰى هٰذَا الْخَبَرَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ . عَنْ أَبِي الزِّنَادِ . عَنِ الأَعْرَجِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

তরজমা ---

২২১২। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইব্‌রাহীম (আ.) তিনবার মিথ্যা বলেছিলেন। যার দু'টি ছিল আল্লাহ্ তা'য়ালার সত্ত্বা সম্পর্কে। যেমন ঃ তাঁর কথা আমি পীড়িত এবং তাঁর কথা ঃ বরং এদের বড়টই (মূর্তি) তা করেছে। আর তিনি যখন অত্যাচারী শাসকদের মধ্যে কোন এক অত্যাচারী রাজার এলাকার ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি (তাঁর স্ত্রী সারা সহ) যখন কোন একস্থানে নামেন; তখন ঐ অত্যাচারী রাজার জনৈক ব্যক্তি সেখানে আসে। এরপর সে তাকে (রাজাকে) গিয়ে বলে, এখানে এক ব্যক্তি এসেছে যার সাথে এক সুন্দরী রমনী আছে। এরপর তিনি বলেন, তখন সে (অত্যাচারী রাজা) তাঁর (ইব্‌রাহীমের) নিকট একজন অনুচরকে পাঠিয়ে দেয়। তখন তিনি তার নিকট এলে, সে তাঁর (সারার) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে-সে কে? জবাবে তিনি বলেন, সে আমার বোন। অতঃপর তিনি (ইব্‌রাহীম আ.) তাঁর (সারার) নিকট ফিরে এসে বলেন, এই ব্যক্তি (রাজা) আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে; আমি তাকে বলেছি, তুমি আমার বোন। আর অবস্থা এই যে, বর্তমান দুনিয়াতে তুমি এবং আমি ব্যতীত আর কোন মুসলিম নাই। আর আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী তুমি আমার বোন। কাজেই, আমি তোমার সম্পর্কে তার নিকট মিথ্যা বলেছি, এরূপ মনে করবে না। এরূপে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, এ বিষয়টিকে শুয়াইব বিন আবু হামযা .... হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

তাশরীহ ---

قوله : لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ . إِلاَّ ثَلاَثًا

كل هذا الثلاث فيها تورية، وفيها مجال لمعان أخرى غير أن يكون الإنسان كاذباً؛ ولكن في الظاهر حسب ما يفهم السامع هي كذب، ولكنه في الحقيقة ليس بكذب.

قوله : إِنِّي سَقِيمٌ

قيل: هذا محمول على أن قلبه فيه تألم وفيه تعب من فعلهم وصنيعهم وكونهم يعبدون الأوثان، فقلبه فيه السقم، من جهة التعب والتألم، وهو حقيقة، وكونه مريض أو متعب أو لا يستطيع الذهاب، هذا احتمال، وهذا هو الذي فهموه، وفيه معنىً آخر وهو أن قلبه سقيم متألم متأثر لصنيعهم ولفعلهم وكونهم يعبدون الأوثان ويعبدون هذه الأحجار التي لا تملك شيئاً لنفسها فضلاً عن غيرها.

باب في الظهار

٢٢١٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ ابْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ الْبَيَاضِيِّ قَالَ كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لاَ يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنَ امْرَأَتِي شَيْئًا يُتَابَعُ بِي حَتَّى أُصْبِحَ فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ وَقُلْتُ امْشُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا لاَ وَاللَّهِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَةُ قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَأَنَا صَابِرٌ لأَمْرِ اللَّهِ فَاحْكُمْ فِيَّ مَا أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ حَرِّرْ رَقَبَةً قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلاَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا وَحْشَيْنِ مَا لَنَا طَعَامٌ قَالَ فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْيِ وَقَدْ أَمَرَنِي أَوْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ زَادَ ابْنُ الْعَلاَءِ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ بَيَاضَةُ بَطْنٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ

তরজমা ---

যিহার

২২১৩। হযরত সালামা ইব্‌ন সাখার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌নুল 'আলা আল-বায়াবী বলেছেন, স্ত্রীদের সাথে সহবাসে আমি খুবই সক্ষম ছিলাম। আর আমার মত সহবাসে সক্ষম আর কেউ ছিলনা। এরপর মাহে রামাদ্বান আসাতে আমার ভয় হয় যে, হয়ত আমি সকাল বেলাতেও আমার স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হতে পারি। তখন আমি তার সাথে যিহার করি এবং এমতাবস্থায় মাহে রমাদ্বান প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌছে। কিন্তু একদা রাতে সে আমার খিদমতের সময়, তার সৌন্দর্য আমার সম্মুখে উন্মোচিত হওয়ায়, আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ হই এবং তার সাথে সহবাস করি। এরপর সকাল বেলা আমি আমার কাওমের লোকদের নিকট যাই এবং তাদের নিকট এ ঘটনা ব্যক্ত করি এবং তাদরেকে বলি, তোমরা আমার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট চল। তারা বলে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তোমার সাথে যাব না। আমি একাই নবী করীম ﷺ-এর নিকট যাই এবং তাকে সব খুলে বলি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে সালামা! তুমি কি এরূপ কাণ্ড করেছ? আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এরূপই করেছি এবং তা দু'বার বলি। আর এমতাবস্থায় আমি আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশের প্রতি ধৈর্য ধারণকারী। এখন আল্লাহ্ যা বলেছেন, সে হিসেবে আমার উপর হুকুম জারী করুন! তিনি বলেন, তুমি একজন দাসী মুক্ত কর। আমি বলি, ঐ আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, এ ব্যতীত আমার আর কোন দাসী নাই এবং এই বলে আমি তার শরীর স্পর্শ করি। তিনি বলেন, তবে তুমি দু'মাস একাধারে রোযা রাখ। সে বলে, রোযার মধ্যে আমি যে মুসীবতে পড়েছি, হয়ত সেরূপ মুসীবতে আবার পড়তে পারি। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় তুমি ষাটজন মিসকীনকে তৃপ্তি সহকারে খুরমা খাওয়াও। সে বলে, ঐ আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, আমরা (স্ত্রী, পরিবার) তো রাতে খালি পেটে উপোষ করি, আর আমাদের কোন খাবারই নাই। তিনি বলেন, তুমি বনী যরীক গোত্রের সাদকা আদায়কারী ব্যক্তির নিকট যাও, সে তোমাকে খুরমা দিবে। আর তদ্দ্বারা তুমি ষাটজন মিসকীনকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াবে এবং তুমি ও তোমার পরিজনবর্গও বাকী অংশ খাবে। তখন আমি আমার কাওমের নিকট ফিরে এসে বলি, আমি তোমাদের নিকট সংকীর্ণতা ও খারাপ ব্যবহার পেয়েছি এবং আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উদারতা, ভাল ব্যবহার পেয়েছি। তিনি আমাকে তোমাদের সাদকার মাল গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। রাবী ইবনুল 'আলা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইবন ইদরীস বলেছেন, বায়াযা বনী যুরাইব গোত্রের একটি শাখা।

٢٢١٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ . حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ . عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ . عَنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ . فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُو إِلَيْهِ . وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَادِلُنِي فِيهِ . وَيَقُولُ : اتَّقِي اللهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ . فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ : {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} . إِلَى الْفَرْضِ . فَقَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَتْ: لَا يَجِدُ . قَالَ: فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ . إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ . قَالَ: فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا . قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ . قَالَتْ: فَأُتِيَ سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ . فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ . قَالَ: قَدْ أَحْسَنْتِ . اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا . وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ . قَالَ: وَالْعَرَقُ: سِتُّونَ صَاعًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِي هٰذَا إِنَّهَا كَفَّرَتْ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَأْمِرَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهٰذَا أَخُو عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

٢٢١٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ . عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ . بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَالْعَرَقُ مِكْتَلٌ يَسَعُ ثَلَاثِينَ صَاعًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ

তরজমা ---

২২১৪। হযরত খুওয়ায়লা বিন্‌ত মালিক ইব্‌ন সা'লাবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথে আমার স্বামী আওস ইব্‌নুস সামিত (রা.) যিহার করে। আমি এ সম্পর্কে অভিযোগ পেশের জন্য রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যাই। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এ ব্যাপারে আমার সাথে বচসা করেন এবং বলেন, তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর, সে তা তোমার চাচার ছেলে। এরপর আমার বেরিয়ে সাথে সাথেই, কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ মহিলার কথা শুনেছেন, যে তার স্বামী সম্পর্কে তোমার সাথে ঝগড়া করছে......এখন হতে কাফ্‌ফারা (প্রদান) পর্যন্ত আয়াত নাযিল হয়। তিনি বলেন, একটি দাস মুক্ত কর। তখন সে (মহিলা) বলে, তার কোন দাস নাই। তিনি বলেন, সে যেন দু'মাস একাধারে রোযা রাখে। সে মহিলা বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো খুবই বৃদ্ধ। তার রোযা রাখার সামর্থ নাই। তিনি বলেন, সে যেন ষাটজন মিস্‌কীনকে খানা খাওয়ায়। সে (মহিলা) বলে, তার নিকট সাদ্‌কা (কাফ্‌ফারা) দেওয়ার মত কিছুই নাইএস (মহিলা) বলে, সে সময় তাঁর নিকট থলে ভর্তি খুরমা আসে, যাতে এক আরক পরিমাণ খুরমা ছিল। তিনি তা তাকে দেন। সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কাফ্‌ফারার জন্য বাকী আরো এক আর্‌ক পরিমাণ খুরমা দিতে সে (আমার স্বামী) অপারগ। তিনি বলেন, তুমি খুব ভালই বলেছ। তুমি এর দ্বারাই ষাটজন মিস্‌কীনকে খাওয়াও এবং তুমি তোমার চাচাত ভাইয়ের নিকট ফিরে যাও। রাবী বলেন, এক আর্‌ক হল ষাট সা'য়ের সমান। আবু দাউদ এ সম্পর্কে বলেন যে, উক্ত মহিলা তার স্বামীর পক্ষ থেকে তার অনুমতি গ্রহণ ব্যতিত কাফ্‌ফারা আদায় করেছে। আবু দাউদ বলেন, তার স্বামী হলেন হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত রা.-এর ভাই।

২২১৫। হযরত ইব্‌ন ইসহাক (রহ.) হতে, পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁর মতে ইরক হল তিরিশ সা'য়ের সমান। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আদাম বর্ণিত হাদীসের চেয়ে, এ হাদীসে বর্ণিত অভিমতটি অধিক শুদ্ধ।

٢٢١٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: يَعْنِي بِالْعَرَقِ: زِنْبِيلًا يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا

٢٢١٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ. وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ. بِهٰذَا الْخَبَرِ. قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ خَمْسَةِ عَشَرَ صَاعًا. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهٰذَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي وَمِنْ أَهْلِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُكَ.

٢٢١٨ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ وَزِيرٍ الْمِصْرِيِّ. قُلْتُ لَهُ: حَدَّثَكُمْ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ. حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنَا عَطَاءٌ. عَنْ أَوْسٍ. أَخِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَعَطَاءٌ لَمْ يُدْرِكْ أَوْسًا. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَدِيمُ الْمَوْتِ. وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ. وَإِنَّمَا رَوَوْهُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. عَنْ عَطَاءٍ. أَنَّ أَوْسًا

٢٢١٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. أَنَّ جَمِيلَةَ كَانَتْ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ. وَكَانَ رَجُلًا بِهِ لَمَمٌ. فَكَانَ إِذَا اشْتَدَّ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.

٢٢٢٠ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

তরজমা --

২২১৬। হযরত আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরক এমন একটি থলে, যা পনের সা'য়ের সমান ধারণ করে।

২২১৭। হযরত সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (রা.) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, তখন রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে কিছু খেজুর এলে তিনি তা তাকে দেন, যার পরিমাণ ছিল পনের সা'য়ের মত। তিনি বলেন, তুমি এটা সাদ্কা করে দাও। তিনি (সাল্মা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ও আমার পরিবারের চাইতে নিঃস্ব আর কেউ নাই রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি ও তোমার পরিবারের লোকেরা তা খাও।

২২১৮। ইমাম আবু দাউদ বলেন, হযরত উবাদা ইবনে সামেত রা.-এর ভাই হযরত আউস রা. হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পনের সা' যব দিয়েছেন ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানোর জন্য।

২২১৯। হযরত হিশাম ইব্ন উরওয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাওলা (রা.) আওস ইব্ন সামিতের স্ত্রী ছিল। আর সে ছিল পাগল প্রকৃতির পুরুষ। এমতাবস্থায় পাগলামী বৃদ্ধি পাওয়ায়, সে তার স্ত্রী হতে যিহার করে। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা এ ব্যাপারে যিহারের কাফ্ফারার আয়াত অবতীর্ণ করেন।

২২২০। হযরত আয়েশা (রা.) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٢٢١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ . عَنْ عِكْرِمَةَ . أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ . ثُمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ . فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ . فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ . قَالَ : فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ .

٢٢٢٢ - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ . عَنْ عِكْرِمَةَ . أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ . فَرَأَى بَرِيقَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا . فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ .

٢٢٢٣ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ . حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ . وَلَمْ يَذْكُرِ السَّاقَ .

٢٢٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ . أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَهُمْ . حَدَّثَنَا خَالِدٌ . حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ .

٢٢٢٥ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى يُحَدِّثُ بِهِ . حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : عَنْ عِكْرِمَةَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : كَتَبَ إِلَيَّ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى . عَنْ مَعْمَرٍ . عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . بِمَعْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

তরজমা ---

২২২১। হযরত ইক্‌রামা (রহ.) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করার পর, কাফ্‌ফারা দেওয়ার পূর্বে তার সাথে সহবাস করে। সে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে গিয়ে তাঁকে এতদ্‌সম্পর্কে অবহিত করে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে এরূপ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করে? সে ব্যক্তি বলে, চন্দ্রালোকে তার স্ত্রীর উজ্জল পায়ের গোছাদ্বয়। তিনি বলেন, তুমি (যিহারের) কাফ্‌ফারা না দেওয়া পর্যন্ত তার নিকট হতে দূরে থাক।

২২২২। হযরত ইক্‌রামা (রহ.) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করার পর চন্দ্রালোকে তার স্ত্রীর উজ্জল পায়ের গোছাদ্বয় দেখে তার সাথে সহবাস করে। সে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে গেলে তিনি তাঁকে কাফ্‌ফারা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

২২২৩। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে পায়ের গোছার কথা উল্লেখ নাই।

২২২৪। হযরত ইক্‌রামা (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সুফ্‌য়ানের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২২২৫। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, ... মু'তামির বলেন, আমি হাকাম বিন আবান-কে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এর কথা উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন, হযরত ইক্‌রামা (রহ.) হতে বর্ণিত।

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, ইক্‌রামা (রহ.) ইব্‌ন আব্বাস (র.) হতে, তিনি নবী করীম (সঃ) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

باب في الخلع

٢٢٢٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ أَيُّوبَ . عَنْ أَبِي قِلَابَةَ . عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ . عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ . فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

٢٢٢٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ . أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ . عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ . أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ . وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ هٰذِهِ ؟ فَقَالَتْ : أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ . قَالَ : مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا . فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ . قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ هٰذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ . وَذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ . وَقَالَتْ حَبِيبَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ . كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ : خُذْ مِنْهَا . فَأَخَذَ مِنْهَا . وَجَلَسَتْ هِيَ فِي أَهْلِهَا

٢٢٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو . حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو السَّدُوسِيُّ الْمَدِينِيُّ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ . عَنْ عَمْرَةَ . عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ . كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا . فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ الصُّبْحِ . فَاشْتَكَتْهُ إِلَيْهِ . فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ ثَابِتًا . فَقَالَ : خُذْ بَعْضَ مَالِهَا . وَفَارِقْهَا . فَقَالَ : وَيَصْلُحُ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ . وَهُمَا بِيَدِهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهُمَا وَفَارِقْهَا . فَفَعَلَ

তরজমা ---

খুল্'আ তালাক

২২২৬। হযরত সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ কোন স্ত্রীলোক যদি অহেতুক তার স্বামীর নিকট তালাক চায়, তবে তার জন্য জান্নাতের ঘ্রাণ লাভও অবৈধ হয়ে যায়।

২২২৭। হযরত হাবীবা (রা.) হতে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন, সাবিত ইব্‌ন কায়েস ইব্‌ন শাম্‌মাসের স্ত্রী। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের নামায পড়ার জন্য বের হন। তখন তিনি হাবীবা বিন্‌ত সাহালকে হালকা অন্ধকারের মধ্যে তাঁর দরজার নিকট দাঁড়ানো দেখতে পান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ কে? সে বলে, আমি হাবীবা বিন্‌ত সাহাল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার কি হয়েছে এ সময়ে এখান কেন? সে বলেন, সাবিত ইব্‌ন কায়েসের সাথে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর সাবিত ইব্‌ন কায়েস আসলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন,এ তো হাবীবা বিনত সাহাল। এরপর সে যা বলেছিল পুনরায় সব খুলে বলে। হাবীবা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে আমাকে যা দিয়েছে, তা আমার সাথেই আছে। (ফেরত নিতে পারে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাবিত ইব্‌ন কায়েসকে বলেন, তুমি তার নিকট হতে তা গ্রহণ কর। সে (সাবিত) তার নিকট হতে সব গ্রহণ করে এবং হাবীবা তার পিত্রালয়ে গিয়ে অবস্থান করে।

২২২৮। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাবীবা বিন্‌ত সাহাল (রা.) সাবিত ইব্‌ন কায়েস ইব্‌ন শাম্‌মাসের স্ত্রী ছিল। সে তাকে মারধর করলে, তার শরীরের কোন অংগ ভেংগে যায়। সে (হাবীবা) ফজরের নামাযের পর নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসে এবং সাবিতের বিরুদ্ধে তাঁর নিকট অভিযোগ করে। নবী করীম ﷺ সাবিতকে ডাকেন এবং বলেন, তুমি তোমার প্রদত্ত মাহরের মাল গ্রহণ কর এবং তাকে ত্যাগ কর। সে (সাবিত) জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কি উত্তম হবে? তিনি বলেন, হাঁ। তখন সে বলে, আমি তাকে তার মাহর স্বরূপ দু'টি বাগান দিয়েছিলাম এবং তার সে এখন মালিক নবী করীম ﷺ। তুমি তা গ্রহণ কর এবং তাকে ত্যাগ করো। সে (সাবিত) এরূপই করে।

٢٢٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ . عَنْ مَعْمَرٍ . عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ . فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهٰذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ . عَنْ مَعْمَرٍ . عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

٢٢٣٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ .

باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر او عبد

٢٢٣١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ مُغِيثًا كَانَ عَبْدًا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اشْفَعْ لِي إِلَيْهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَرِيرَةُ اتَّقِي اللهَ . فَإِنَّهُ زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَتَأْمُرُنِي بِذٰلِكَ . قَالَ : لَا . إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ فَكَانَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدِّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ : أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ . وَبُغْضِهَا إِيَّاهُ .

٢٢٣٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَفَّانُ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ . عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا فَخَيَّرَهَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ .

তরজমা ---

২২২৯। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবিত ইব্‌ন কায়েসের স্ত্রী তার নিকট হতে খুল্‌'আ তালাক গ্রহণ করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইদ্দতের সময় একটি হায়েয নির্দ্ধারণ করেন।

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, এ হাদীসটি ইক্‌রামা (রহ.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসাল (হাদীস হিসাবে) বর্ণনা করেছেন।

২২৩০। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুল'আ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত হল এক হায়েয মাত্র।

আযাদকৃত দাসী যদি কোন স্বাধীন ব্যক্তি বা গোলামের স্ত্রী হয়, তবে তার বিবাহ ঠিক রাখা বা বাতিল করা

২২৩১। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীস একজন ক্রীতদাস ছিল (আর সে ছিল বুরায়রার স্বামী) সে বলে, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আপনি তাকে (বুরায়রাকে) আমার জন্য একটু সুপারিশ করুন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, হে বারীরা! তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আর সে তোমার স্বামী আর তোমার সন্তানদের পিতা (কাজেই তোমার জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত হবে না) সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাকে তার সাথে থাকতে নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বলেন, না, বরং আমি একজন সুপারিশকারী। এ সময় মুগীসের অশ্রু গড়িয়ে তার গণ্ডদেশে পড়তে থাকলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস (রা.)-কে বলেন, তুমি কি বারীরার প্রতি মুগীসের ভালবাসা এবং মুগীসের প্রতি বারীরার ক্রোধ দেখে আশ্চর্য হবে না?

২২৩২। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার স্বামী ছিল একজন হাবৃশী ক্রীতদাস, যার নাম ছিল মুগীস। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (বারীরাকে) তার স্বামীকে পরিত্যাগ করার ইখতিয়ার দেন এবং তাকে ইদ্দত গণনার নির্দেশ দেন।

٢٢٣٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا . وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا .

٢٢٣٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ خَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا .

باب من قال : كان حرا

٢٢٣٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . عَنْ مَنْصُورٍ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ . عَنِ الأَسْوَدِ . عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ . وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ . فَقَالَتْ : مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَهُ . وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا .

باب حتى متى يكون لها الخيار ؟

٢٢٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ . وَعَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ . عَنْ مُجَاهِدٍ . وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ عَبْدٍ لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ لَهَا : إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ .

باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته ؟

٢٢٣٧ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ قَالَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ نَصْرٌ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

তাশরীহ ---

২২৩৩। হযরত আয়েশা (রা.) বারীরার ঘটনা সম্পর্কে বলেন, তার স্বামী ছিল ক্রীতদাস। নবী করীম ﷺ তাকে ইখ্তিয়ার দেন। সে সেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর যদি সে (বারীরার স্বামী) স্বাধীন হত, তবে তার অধিকার থাকত না।

২২৩৪। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরাকে ইখ্তিয়ার (ইচ্ছাধিকার) দেন: এমতাবস্থায় যে, তার স্বামী ছিল ক্রীতদাস।

যে বলে : বারীরা মুক্ত ছিল

২২৩৫। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। বারীরার স্বামী স্বাধীন ব্যক্তি ছিল, যখন সেও মুক্ত হয়। আর তাকে ইখ্তিয়ার দেয়া হলে সে বলে, আমি তার (স্বামীর) সাথে থাকতে পছন্দ করি না। আর আমার অসুবিধা এরূপ, সেরূপ।

সেচ্ছায় বিচ্ছেদ ঘটানোর সময়সীমা

২২৩৬। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা সে সময় মুক্ত হয়, যখন সে আবূ আহ্মাদ গোত্রের ক্রীতদাস মুগীসের স্ত্রী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইখ্তিয়ার দিয়ে বলেন, এখন যদি সে তোমার সাথে সহবাস করে, তবে তোমার ইখ্তিয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

বিবাহিত দাস-দাসীকে একত্রে মুক্ত করা হলে স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার

২২৩৭। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। একদা তিনি তাঁর দু'জন দাস-দাসীকে মুক্ত করতে ইরাদা করেন, যারা পরস্পরে বিবাহিত ছিল। রাবী (কাসিম) বলেন, তিনি নবী করীম ﷺ-কে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তাকে প্রথমে দাস (পুরুষ)-কে ও পরে দাসীকে মুক্ত করার নির্দেশ দেন। (কারণ প্রথমে দাসীকে মুক্ত করা হলে দাসের সাথে তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার সে হয়ত প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু পুরুষকে মুক্ত করলে ভয় থাকেনা।)

باب إذا اسلم احد الزوجين

٢٢٣٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . عَنْ إِسْرَائِيلَ . عَنْ سِمَاكٍ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي . فَرُدَّهَا عَلَيَّ.

٢٢٣٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ . أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ . عَنْ إِسْرَائِيلَ . عَنْ سِمَاكٍ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَتْ . فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ . وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي . فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ . وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

باب إلى متى ترد عليه امراته إذا اسلم بعدها ؟

٢٢٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ . حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ . ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ . الْمَعْنٰى . كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ . عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ . لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو . فِي حَدِيثِهِ : بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ . وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ : بَعْدَ سَنَتَيْنِ

তরজমা --

যখন স্বামী-স্ত্রীর একজন ইসলাম কবুল করে

২২৩৮। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে প্রথমে এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, পরে তার স্ত্রীও ইসলাম কবুল করে। সে ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো আমার সাথেই ইসলাম কবূল করেছে। তিনি তাকে (স্ত্রীকে) তার নিকট ফিরিয়ে দেন।

২২৩৯। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে জনৈকা মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর সে (মদীনাতে) একজনকে বিবাহ করে। এরপর তার স্বামী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট আগমন করে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো ইসলাম কবূল করেছি; আর আপনি আমার ইসলাম কবূল করা সম্পর্কে জানেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মহিলাকে, তার পরবর্তী স্বামীর নিকট হতে নিয়ে প্রথম স্বামীর নিকট প্রদান করেন।

স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের পর স্বামীও ইসলাম কবুল করলে কতদিন পরেও স্ত্রীকে স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে

২২৪০। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা যায়নাবকে (তার স্বামী) আবুল আসের নিকট প্রথম বিবাহের সূত্রে ফিরিয়ে দেন এবং এ জন্য নতুন কোন মাহর ধার্য করেননি।

রাবী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আম্‌র তাঁর হাদীসে বলেন, (এ প্রত্যার্পন ছিল) ছয় বছরের পর। তবে হাসান ইব্‌ন আলী (রা.) বলেন, দু'বছর পর। (ঐ পর্যন্ত যায়নাবের অপর কোন বিবাহ হয়নি)।

باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان

٢٢٤١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ مُسَدَّدٌ ابْنِ عُمَيْرَةَ وَقَالَ وَهْبٌ الأَسَدِيِّ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وحَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ يَعْنِي قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ

٢٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . قَاضِي الْكُوفَةِ . عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُخْتَارِ . عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى . عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ . عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بِمَعْنَاهُ

٢٢٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ . يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ . عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ . عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ . عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ ؟ قَالَ : طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ .

باب إذا أسلم أحد الأبوين ، مع من يكون الولد ؟

٢٢٤٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ ابْنَتِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا اقْعُدِي نَاحِيَةً قَالَ وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوَاهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا

তরজমা ---

ইসলাম গ্রহণের পর যদি কারো নিকট চারের অধিক স্ত্রী থাকে

২২৪১। হযরত ওহাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম কবূল করি, তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিল। তিনি বলেন, আমি এ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ-কে জানালে তিনি বলেন, তুমি এদের মধ্যে চারজনকে গ্রহণ কর।

২২৪২। হযরত কায়েস ইবন আল-হারিস (রহ.) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২২৪৩। হযরত আদ্ দিহাক ইবন ফায়রূয তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইসলাম কবূল করেছি এবং দুই বোন একই সংগে আমার স্ত্রী হিসাবে আছে। তিনি বলেন, এদের মধ্যে যাকে খুশী তুমি তালাক দাও।

যখন পিতা-মাতার একজন ইসলাম গ্রহণ করে, তখন সন্তান কার হবে?

২২৪৪। হযরত আবদুল হামীদ ইবন জা'ফর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার দাদা রাফি' ইবন সিনান (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেও তাঁর স্ত্রী ইসলাম কবূল করতে অস্বীকার করে। তখন সে (তার স্ত্রী) নবী করীম ﷺ খিদমতে গিয়ে বলে, সে আমার কন্যা সন্তান! আর সে আমারই মত। অপর পক্ষে রাফি' দাবী করেন, সে আমার কন্যা! নবী করীম ﷺ তাকে এক পার্শ্বে এবং তার স্ত্রীকে অপরপার্শ্বে বসতে বলেন এবং কন্যা সন্তানটিকে তাদের মাঝখানে বসিয়ে দেন। এরপর তিনি বলেন, এখন তোমরা উভয়ে তাকে আহ্বান কর। কন্যাটি তার মাতার প্রতি আকৃষ্ট হলে, নবী করীম ﷺ বলেন, ইয়া আল্লাহ! তুমি একে (কন্যাকে) হিদায়াত দান কর। তখন সে তার পিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং সে (রাফি') তাকে গ্রহণ করেন।

باب في اللعان

٢٢٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ قُرْآنٌ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا . قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا عُوَيْمِرٌ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ

তরজমা --

লি'আন অধ্যায়

২২৪৫। হযরত ইব্ন শিহাব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাল ইব্ন সা'দ আল্-সাঈদী তাকে খবর দিয়েছেন যে, উওয়াইমের ইব্ন আশ্কার আল্-আজ্লানী আসিম ইব্ন আদীর নিকট আসেন এবং বলেন, হে আসিম! আমাকে বলুন, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে কোন অপরিচিত লোককে এক বিছানায় দেখে সে কি তাকে হত্যা করবে? আর কিসাস্ (বদ্‌লা) হিসাবে কি তোমরা তাকে হত্যা করবেন না কি করবেন? তুমি এ সম্পর্কে আমার জন্য হে আসিম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একটু জিজ্ঞাসা করুন। আসিম এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাকে দোষারূপ করেন। এমন কি আসিম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে যা শ্রবণ করেন তা তার জন্য খুবই ভয়ানক মনে হয়। এরূপর আসিম তার পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করলে উওয়াইমের তাঁর নিকট যান এবং বলেন, হে আসিম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে কি বলেছেন? আসিম বলেন, তুমি আমার নিকট কোন ভাল বিষয় নিয়ে আসনি। আমি ঐ মহিলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নিজে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না। উওয়াইমের এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যান, যখন তিনি মানুষের মাঝে বসা ছিলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে অপরিচিত কোন লোক পায়, তবে এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? সে কি তাকে হত্যা করবে? আর এজন্য আপনারা কি তাকে কিসাস, হিসাবে হত্যা করবেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমারও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে কুরআন (আয়াত) নাযিল করেছেন। তুমি যাও এবং তাকে (স্ত্রীকে) নিয়ে এস। রাবী সাহাল বলেন, তারা উভয়ে একে অপরের প্রতি শপথ করে ব্যভিচারের দোষারূপ করতে থাকে এবং আমিও তখন অন্যান্য লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তারপর তারা যখন অভিসম্পাত ও দোষারূপ করা হতে বিরত হয়, তখন উওয়াইমের বলে, যদি এখন আমি তাকে আমার নিকট রাখি, তবে ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তার ব্যাপারে আমি লোকদের নিকট মিথ্যুক প্রতিপন্ন হব। উওয়াইমের নবী করীম ﷺ-এর অনুমতি প্রদানের পূর্বে তাকে (স্ত্রীকে) তিনি তালাক দেন। রাবী ইব্ন শিহাব বলেন, আর তাদের মধ্যেকার এ বিচ্ছেদ, শপথ করে ব্যভিচারের অপবাদদানকারীদের জন্য সুন্নাত স্বরূপ হয়ে যায়। (কারণ এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মৌন সম্মতি ছিল।)

٢٢٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ . عَنْ أَبِيهِ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ : أَمْسِكِ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ

٢٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ . قَالَ : حَضَرْتُ لِعَانَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً . . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . قَالَ فِيهِ : ثُمَّ خَرَجَتْ حَامِلًا فَكَانَ الْوَلَدُ يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ

٢٢٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي خَبَرِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصِرُوهَا . فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ . وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ . فَلَا أُرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا . قَالَ : فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ.

٢٢٤٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ . حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ . عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ . بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ : فَكَانَ يُدْعَى يَعْنِي الْوَلَدَ لِأُمِّهِ.

٢٢٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيِّ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سُنَّةً قَالَ سَهْلٌ حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

তরজমা ---

২২৪৬। হযরত আব্বাস ইব্‌ন সাহাল (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ আসিম ইব্‌ন আদীকে বলেন, তুমি তাকে (উওয়াইমেরের স্ত্রীকে) তোমার নিকট রাখ, যতদিন না সে সন্তান প্রসব করে।

২২৪৭। হযরত সাহাল ইব্‌ন সা'আদ আল্‌-সাঈদী বলেন, তাদের (উওয়াইমের ও তার স্ত্রীর) লি'আনের বিষয়টি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে পেশ হয়, তখন আমি পনর বছরের যুবক ছিলাম। এরপর (রাবী ইউনুস বর্ণিত) হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি (ইউনুস) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এরপর তার গর্ভবতী হওয়া প্রকাশ পায়। আর সে সন্তান সে প্রসব করে তাকে তার মাতার সাথে সম্পর্কিত করা হয়, (পিতার সাথে নয়)।

২২৪৮। হযরত সাহাল ইব্‌ন সা'আদ (রহ.) হতে, লি'আন, সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কিছু শোনার পর ইরশাদ করেন, উক্ত মহিলার দিকে তোমরা দৃষ্টি রাখ; যদি সে কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু বিশিষ্ট ও পৃষ্ঠে ও রানে অধিক মাংসবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে আমার ধারণা সে (উওয়াইমের) সত্যবাদী। আর যদি সে (মহিলা) লাল রং বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে যেন সে তারই অংশ; তবে আমার ধারণায় সে (ইওয়াইমের) মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হবে। তিনি (সাহাল) বলেন, এরপর সে এমন সন্তান প্রসব করে, যাতে উওয়াইমের সত্যবাদী হিসাবে প্রতিপন্ন হয়, (এবং সে মহিলা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হয়)।

২২৪৯। হযরত সাহাল্ ইব্‌ন সা'দ আল্‌-সাঈদী (রহ.) হতে, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী যুহরী (রহ.) বলেন, এরপর সে সন্তানকে তার মাতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকা হত।

২২৫০। হযরত সাহাল ইব্‌ন সা'আদ (রহ.) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী (ইয়ায) বলেন, তখন সে (ইওয়াইমের) তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সম্মুখেই তিন তালাক দেয়। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তালাক হিসাবে গণ্য করেন। আর সে নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে এরূপ করাতে তা সুন্নাতরূপে পরিগণিত হয়। রাবী সাহাল বলেন, তা (লি'আনের ব্যাপারটি) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হওয়াতে পরবর্তীকালে তা পরস্পর ব্যাভিচারের দোষারূপকারীদের জন্য সুন্নাত হিসাবে পরিণত হয় যে, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে এবং আর কখনও তাদেরকে একত্রিত করা যাবে না।

٢٢٥١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ . وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ . وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ . قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ . قَالَ مُسَدَّدٌ : قَالَ : شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَلاَعَنَا . وَتَمَّ حَدِيثُ مُسَدَّدٍ . وَقَالَ الآخَرُونَ : إِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ . فَقَالَ الرَّجُلُ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا . لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ عَلَيْهَا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : لَمْ يُتَابِعِ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَحَدٌ عَلَى أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ

٢٢٥٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ . حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ . فِي هٰذَا الْحَدِيثِ . وَكَانَتْ حَامِلاً . فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا . فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا . ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ : أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا

তরজমা --

২২৫১। হযরত সাহাল ইব্‌ন সা'দ (রহ.) হতে বর্ণিত। রাবী মুসাদ্দাদ তার হাদীছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাহাল) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে দু'জন পরস্পর অভিসম্পাত ও দোষারূপকারীর ব্যাপারটা যখন উপস্থাপিত হয়, তখন আমি সেখানে ছিলাম এবং এ সময় আমার বয়স ছিল পনর বছর। এরপর তারা শপথ করে পরস্পর অভিসম্পাত ও যিনার দোষারূপ করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন। এরূপে মুসাদ্দিদ বর্ণিত হাদীসের বর্ণনা সমাপ্ত হয়েছে। আর অন্যের (সাহালের) বর্ণনা এই যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে দেখেন। তখন ঐ ব্যক্তি (উওয়াইমের) বলেন, যদি আমি তাকে আমার নিকট রাখি, তবে লোকদের নিকট আমি মিথ্যাবাদী বিবেচিত হব। তবে কোন কোন শায়েখ, عليها শব্দটির উল্লেখ করেননি।

ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম متلاعنين র মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন এ বিষয়ে ইবনে উয়াইনার কেউ মুতাবাআত করেনি।

২২৫২। হযরত সাহাল ইব্‌ন সা'আদ হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর সে (মহিলা) ছিল গর্ভবতী, যা সে অপছন্দ করত। আর তার ভূমিষ্ট সন্তানকে, তার (মহিলার) দিকেই সম্পর্কিত করা হত। এরপর মীরাসে (উওরাধিকার আইনে) এটা সুন্নাত হিসাবে নির্দ্ধারিত হয় যে, সে সন্তান তার মায়ের সম্পত্তির এবং মাতা তার (সন্তানের) সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। আর তা ঐ হিসাবে, যা আল্লাহ্ তা'য়ালা নির্ধারিত করেছেন।

তাশরীহ --

قوله :قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنِ الزُّهْرِيِّ

أورد أبو داود حديث سهل بن سعد من طريق أخرى عن أربعة من شيوخه، أولهم: مسدد ، فذكر لفظ الحديث على رواية مسدد إلى قوله: حين تلاعنا وذكر رواية الشيوخ الآخرين الثلاثة بعد مسدد أنهم قالوا: إنه شهد، بصيغة الغائب والإخبار عنه أنه شهد، وفي رواية مسدد قال: شهدت

٢٢٥٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . عَنِ الأَعْمَشِ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ عَلْقَمَةَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّا لَلَيْلَةَ جُمُعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ . إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْمَسْجِدِ . فَقَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ . أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ ؟ فَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ . وَاللهِ لأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ . فَقَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ . أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ؟ فَقَالَ : اللَّهُمَّ افْتَحْ . وَجَعَلَ يَدْعُو . فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ هٰذِهِ الآيَةَ . فَابْتُلِيَ بِهِ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ . فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلاَعَنَا : فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . قَالَ : فَذَهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ . فَقَالَ لَهَا : النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ . فَأَبَتْ . فَفَعَلَتْ . فَلَمَّا أَدْبَرَا . قَالَ : لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا

তরজমা ---

২২৫৩। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুমু'আর রাতে আমি মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। তখন সেখানে জনৈক আনসার প্রবেশ করে এবং বলে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে অবৈধ কর্ম লিপ্ত দেখে, এরপর সে তা ব্যক্ত করে, তবে এজন্য কি তোমরা তাকে (মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে) তার উপর হদ্ (শারীয়াতের শাস্তি বিধান) প্রয়োগ করবে? অথবা তাকে (যিনকারীকে) হত্যা কারার অভিযোগে, তাকেও হত্য করবে? আর যদি যে এ ব্যাপারে চুপ থাকে, তবে সে গযবের উপর চুপ থাকবে। আল্লাহ্র শপথ! আমি এ ব্যাপারে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করব। পরদিন সকালে সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞাসা করে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে কোন ব্যক্তিকে অবৈধ কাজে (যিনায়) লিপ্ত অবস্থায় দেখে, আর সে যদি এ সম্পর্কে কিছু বলে, তখন কি তাকে (মিথ্যা দোষারূপ করার অভিযোগে) শাস্তি দেওয়া হবে? অথবা সে যদি তাকে হত্যা করে তবে হত্যার অভিযোগে কিসাস হিসাবে কি তাকেও হত্যা করা হবে? আর সে যদি এ ব্যাপারে চুপ থাকে, তবে সে গযবের উপর চুপ থাকবে। তিনি বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! এ ব্যাপারে কি হুকুম, তা আমাকে জ্ঞাত করুন। এরূপ তিনি দু'আ করতে থাকেন। তখন লি'আন সম্পর্কীয় আয়াতটি নাযিল হয় ঃ "যারা তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে যিনার দোষারোপ করে, আর এব্যাপারে তারা নিজেরা ব্যতীত আর কোন সাক্ষ্যদাতা থাকেনা"........আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তখন লোকদের মধ্য হতে সে ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে পরীক্ষা করা হয়। সে ব্যক্তি ও তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হয় এবং একে অপরকে হলফ করিয়ে দোষারোপ করে অভিসম্পাত দিতে থাকে। তখন সে ব্যক্তি চারবার আল্লাহকে সাক্ষী রেখে, সাক্ষ্য দেয় যে, সে সত্য-বাদীদের অন্তর্ভুক্ত, এরপর পঞ্চমবারে সে নিজের উপরই অভিসম্পাত করে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়। রাবী বলেন, এরপর সেই মহিলা শপথ করে অভিসম্পাত করতে গেল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ধমক দিয়ে তা করা হতে বিরত থাকতে বলেন। কিন্তু সে তা মানতে অস্বীকার করে এবং অভিসম্পাত করে। এরপর সে যখন প্রত্যাবর্তন করতে থাকে, তখন তিনি বলেন ঃ অবশ্যই সে একটি কৃষ্ণকায় স্থূলদেহী সন্তান প্রসব করবে। (কারণ, যার সাথে সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে এ সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে; তার দৈহিক রূপ ও আকার এরূপ ছিল)।

٢٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلاً عَلَى امْرَأَتِهِ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَإِلاَّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلاَلٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا إِنِّي لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ فِي أَمْرِي مَا يُبْرِئُ بِهِ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَتْ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ} فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ {مِنَ الصَّادِقِينَ} فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَا فَقَامَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَقَالُوا لَهَا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ فَقَالَتْ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهٰذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ حَدِيثُ ابْنِ بَشَّارٍ حَدِيثُ هِلاَلٍ.

তরজমা ---

২২৫৪। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হিলাল ইব্ন উমায়্যা, তার স্ত্রীর সাথে শুরায়েক ইব্ন সাহ্মার অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে নবী করীম ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করে। নবী করীম (সা) তাকে বলেন, তুমি এ সম্পর্কে প্রমাণ পেশ কর, নতুবা তোমার উপর হদ্ কায়েম করা হবে। সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যখন আমাদের কেউ স্বচক্ষে তার স্ত্রীকে এরূপ অবৈধ কাজে লিপ্ত দেখে, সেখানেও কি সাক্ষীর প্রয়োজন? নবী করীম (সা) বলেন ঃ তুমি সাক্ষী পেশ কর, নতুবা মিথ্যা দোষারূপের অভিযোগে তোমার উপর হদ্ (শাস্তি) কায়েম করা হবে। হিলাল (রা.) বলেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বরছি, নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার ব্যাপারে এমন আয়াত নাযিল করবেন, যা আমার পৃষ্ঠকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "যারা তাদের স্ত্রীদের উপর যিনার দোষারূপ করে, এ ব্যাপারে তারা নিজেরা ব্যতীত আর কোন সাক্ষী থাকেনা– হতে مِنَ الصَّادِقِينَ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। নবী করীম ﷺ প্রত্যাবর্তন করেন এবং জনৈক ব্যক্তিকে তাদের ডাকার জন্য নির্দেশ দেন। তারা উভয়ে সেখানে এলে, হিলাল ইব্ন উমায়্যা দাঁড়ান এবং সাক্ষ্য দেন। নবী করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্-ই অবগত, নিশ্চয় তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী। কাজেই তোমাদের মধ্যে কেউ তাওবাকারী আছে কি? সে যখন পঞ্চমবার সাক্ষ্য প্রদান করে, তখন বলে, তার (নিজের) উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত, যদি সে (তার স্বামী) সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর তখন তারা তাকে (মিহলাকে) পঞ্চমবার সাক্ষ্য প্রদানের পরিণতি হিসাবে সর্তক করে বলেন, অবশ্যই এটা আল্লাহ্র গযবকে নির্দিষ্ট করবে। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন,এটা শুনে সে থমকে দাঁড়ায় এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, যাতে আমরা ধারণা করি যে, নিশ্চয় সে এহেন অভিশাপের সাক্ষ্য দেয়া হতে বিরত থাকবে। কিন্তু পরক্ষণই সে বলে, না আমি আমার বংশের কলঙ্ক হব না। সে মহিলা শপথ করে সাক্ষ্য দেয়। নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা এর দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবে। যদি সে সুরমারঞ্জিত ভুরু এবং স্থুলগোছা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে তা হবে শুরায়েক ইব্ন সাহামের ঔরসজাত সন্তান। সে মহিলা তদ্রুপ সন্তান প্রসব করলে নবী করীম ﷺ বলেন ঃ যদি এ ব্যাপারে নির্দিষ্টভাবে কুরআনের নির্দেশ না আসত, তবে আমার ও তার (মহিলার) মধ্যেকার ফয়সালার ব্যাপারটি বিপদ জনক হত।

٢٢٥٥ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشُّعَيْرِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ . عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ . أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ . يَقُولُ : إِنَّهَا مُوجِبَةٌ.

٢٢٥٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ . عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ . الَّذِينَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ . فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عَشِيًّا فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا . فَرَأَى بِعَيْنِهِ وَسَمِعَ بِأُذُنِهِ . فَلَمْ يَهِجْهُ حَتَّى أَصْبَحَ . ثُمَّ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً . فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رَجُلًا . فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ . وَسَمِعْتُ بِأُذُنَيَّ . فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِهِ . وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ . فَنَزَلَتْ : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ } الْآيَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا . فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : أَبْشِرْ يَا هِلَالُ . قَدْ جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا . قَالَ هِلَالٌ : قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذٰلِكَ مِنْ رَبِّي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْسِلُوا إِلَيْهَا . فَجَاءَتْ . فَتَلَاهَا عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَذَكَّرَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا . فَقَالَ هِلَالٌ : وَاللهِ لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا . فَقَالَتْ : قَدْ كَذَبَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاعِنُوا بَيْنَهُمَا . فَقِيلَ لِهِلَالٍ : اشْهَدْ . فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهُ يَا هِلَالُ : اتَّقِ اللهَ . فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ . وَإِنَّ هٰذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ . فَقَالَ : وَاللهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللهُ عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يُجَلِّدْنِي عَلَيْهَا . فَشَهِدَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . ثُمَّ قِيلَ لَهَا : اشْهَدِي . فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ . إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ . فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهَا : اتَّقِي اللهَ . فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ . وَإِنَّ هٰذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ . فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً . ثُمَّ قَالَتْ : وَاللهِ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي . فَشَهِدَتِ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ . فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا . وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ . وَلَا تُرْمَى . وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا . وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ . وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ . وَلَا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ . وَلَا مُتَوَفَّى عَنْهَا . وَقَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ أُرَيْصِحَ أُثَيْبِجَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالٍ . وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ . فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ . قَالَ عِكْرِمَةُ . فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمِيرًا عَلَى مُضَرَ وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ

তরজমা ---

২২৫৫. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর জনৈক সাহাবীকে নির্দেশ দেন, যখন তিনি পরস্পর অভিসম্পাত কারীদ্বয়কে পরস্পর অভিসম্পাত করার জন্য বলেছিলেন, যেন অভিসম্পাতকারী পঞ্চমবার অভিসম্পাত করার সময় তার মুখে হাত রেখে বলে ঃ নিশ্চয় এতে (সে মিথ্যাবাদী হলে) শাস্তি অবধারিত হবে।

২২৫৬। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হিলাল ইব্‌ন উমায়্যা, যিনি ঐ তিন ব্যক্তির একজন ছিলেন, (যারা অকারণে তাবুক যুদ্ধে যাননি, যার ফলে আপরাধী সাব্যস্ত হন এবং কান্নাকাটির পর) আল্লাহ্ তাঁদের তাওবা কবুল করেন। একদা তিনি তার খামার হতে রাতে প্রত্যাবর্তনের পর তার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে (শুরায়েক ইব্‌ন সাহ্‌মাকে) যিনার লিপ্ত দেখতে পান এবং তাঁর দু'কর্ণে তাদের কথোপকথন শুনন। কিন্তু তিনি এতদসত্ত্বেও কোনরূপ বাড়াবাড়ি না করে রাতযাপন করেন। সকাল বেলা রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে গিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি রাতে আমার স্ত্রীর নিকট গিয়ে তার সাথে এক ব্যক্তিকে (ব্যভিচারে লিপ্তাবস্থায়) আমার স্বচক্ষে দেখি এবং তার কথাও আমি স্বকর্ণে শ্রবণ করি। এতে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাঁর নিকট ইহা খুবই গুরুতর মনে হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "যারা তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে যিনার দোষারূপ করে, আর এ ব্যাপারে (স্ত্রীর ব্যভিচারের) তাদের কোন সাক্ষী থাকে না নিজে ব্যতীত"–আয়াতের শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়। আর ঐসময় রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হওয়া কালীন সময়ের কাঠিন্যতা প্রকাশ পায়। এরপর তিনি বলেন ঃ হে হিলাল! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমার ব্যাপারে স্বস্তির বিধান জারী করেছেন। তখন হিলাল (রা.) বলেন, আমি আমার রবের নিকট এ রকম কিছুর প্রত্যাশা করছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তাদের (উভয়ের) সম্মুকে ঐ আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন আখিরাতের আযাব দুনিয়ার আযাবের চাইতে ভয়াবহ। হিলাল (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তার (স্ত্রীর) ব্যাপারে যা বলেছি, সত্য বলেছি। তার স্ত্রী বলে, সে মিথ্যা বলেছে। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বলেন, তোমরা তাদের পরস্পরের মধ্যে লি'আন করতে বল। মহিলালকে বলা হয়, তুমি সাক্ষ্য দাও। তিনি আল্লাহ্‌র শপথ করে চারবার বলেন যে, তিনি সত্য-বাদীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর তিনি যখন পঞ্চমবারের জন্য সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হলে তাঁকে বলা হয়, তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কেননা, আখিরাতের আযাবের তুলনায় দুনিয়ার আযাব খুবই নগন্য। আর এ সাক্ষ্য (পঞ্চমবারের) তোমার জন্য শাস্তিকে অবধারিত করবে (যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও) তিনি বলেন, আল্লাহ্ শপথ! তিনি আমাকে এর জন্য শাস্তি প্রদান করবেন না, যেমন তিনি তার সম্পর্কে বলাতে আমাকে শাস্তি দেননি। অতঃপর তিনি পঞ্চমবারে সাক্ষ্য প্রদানের সময় বলেন যদি সে (নিজে) মিথ্যা-বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত (যেন বর্ষিত হয়)। এরপর তার স্ত্রীকে সাক্ষ্য প্রদান করতে বলা হলে, সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে এরূপ শপথবাক্য উচ্চারণ করে যে, সে (তার স্বামী) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। এরপর সে পঞ্চমবারে শপথবাক্য উচ্চারণের জন্য প্রস্তুত হলে তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং (জেনে রাখ) আখিরাতের আযাবের তুলনায় দুনিয়ার আযাব খুবই নগণ্য। আর এটা তোমার জন্য শাস্তিকে অবধারিত করবে। তা শুনে সে ক্ষণকালের জন্য থেমে যায় এবং পরে বলে, আমি আমার কাওমের লোকদের হেয় করব না। এরপর সে পঞ্চমবারের মত সাক্ষ্য দেয়ার সময় বলে, তার (নিজের) উপর আল্লাহ্‌র গযব (যেন নাযিল হয়), যদি সে (তার স্বামী) সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতপর রাসুলুল্লাহ্ (সা) তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন এবং ফয়সালা দেন যে, তার গর্ভস্থিত সন্তানকে যেন তার পিতার সাথে সম্পর্কিত না করা হয়। আর সেই মহিলাকে যেন যিনাকারী হিসাবে এবং তার সন্তানকে যেন ব্যভিচারের ফসল হিসাবে আখ্যায়িত না করা হয়। আর যে ব্যক্তি তাকে (মহিলাকে) ব্যভিচারীর দোষারোপ করবে অথবা তার সন্তানের প্রতি এরূপ দোষারোপ করবে তার উপর হদ্ (শরীয়াতের শাস্তির বিধান) জারী করা হবে। আর তিনি এরূপ সিদ্দান্তও ব্যক্ত করেন যে, তার উপর (স্বামীর), ঐ মহিলার থাকার জন্য এবং ভরণ পোষণের জন্য কোনরূপ দায়-দায়িত্ব বর্তিবে না। কেননা, তারা তালাক ছাড়া উভয়ই বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর সে (স্বামী) তার প্রতি দৃষ্টিপাতও করতে পারবে না। এরপর তিনি বলেন ঃ সে যদি স্থূল (পায়ের) গোছা বিশিষ্ট, এমন লাল চুল বিশিষ্ট (যার উপরিভাগ কাল) এবং হাল্‌কা পাত্‌লা গড়নের সন্তান প্রসব করে তবে তা হবে হিলালের সন্তান। অপর পক্ষে, সে যদি স্বাস্থ্যবান, মোটাতাজা সন্তান প্রসব করে, তবে তা তার গর্ভজাত সন্তান হবে, যার প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে। সে (মহিলা) মোটাতাজা, স্বাস্থ্যবান একটি শিশু প্রসব করলে। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যদি সে আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য প্রদান না করত, তবে তার ও আমার মধ্যেকার ফয়সালার ব্যাপারটি অন্যরকম হত। রাবী ইক্‌রামা বলেন, পরবর্তীকালে সে (সন্তান) মুদের গোত্রের আমীর হয়। কিন্তু তাকে তার পিতার সাথে সম্পর্কিত করা হত না।

٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . قَالَ : سَمِعَ عَمْرٌو . سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ . سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ . أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ . لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . مَالِي ؟ قَالَ : لَا مَالَ لَكَ . إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا . وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذٰلِكَ أَبْعَدُ لَكَ .

٢٢٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ . حَدَّثَنَا أَيُّوبُ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ . قَالَ : فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ . وَقَالَ : اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ . فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ يُرَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

٢٢٥٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا . وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ قَوْلُهُ : وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ . وَقَالَ يُونُسُ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثِ اللِّعَانِ وَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا .

তরজমা ---

২২৫৭। হযরত আমর ইব্ন সাঈদ ইব্ন জুবায়ের বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরস্পর ব্যভিচারের অভিসম্পাত কারীদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের হিসাব আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। আর অবশ্যই তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী। আর তোমার তার (স্ত্রীর) উপর কোন অধিকার নাই। তখন সে (স্বামী) জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার প্রদত্ত মালের (মাহর) কি? তিনি বলেন ঃ যদি তুমি তার ব্যাপারে সত্য কথাও বলে থাক, তবুও তোমার দেয় মাল (মাহর) তুমি ফেরত পাবে না। আর তা এজন্য যে, তুমি তার যৌনাংগ এর বিনিময়ে হালাল করেছিলে। আর যদি তুমি তার সম্পর্কে মিথ্যা বলে থাক তবে তো এ সম্পর্কে কোন কথাই উঠতে পারে না।

২২৫৮। হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়ের হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা.) -কে বলি, যদি কেউ তার স্ত্রীর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, তবে কি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী আজলান গোত্রস্থিত আমার ভাই (ও তার স্ত্রীর মধ্যে) বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন। এরপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ সবই অবগত। তবে নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী। কাজেই তোমাদের দু'জনের মধ্যে কেউ তাওবাকারী আছ কি? এরূপ তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। এরপর তারা উভয়েই এরূপ করতে অস্বীকার করলে, তিনি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন।

২২৫৯। হযরত ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রী সম্পর্কে লি'আন করে এবং স্ত্রীর গর্ভস্থিত সন্তানকে তার ঔরসজাত নয় বলে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন এবং সন্তানের সম্পর্ক মায়ের সাথে স্থির করেন।

باب إذا شك في الولد

٢٢٦٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي جَاءَتْ بِوَلَدٍ أَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ فَأَنَّى تُرَاهُ قَالَ عَسٰى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَهٰذَا عَسٰى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ

٢٢٦١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ

٢٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . عَنْ أَبِي سَلَمَةَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أُنْكِرُهُ . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

باب التغليظ في الانتفاء

٢٢٦٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ . عَنِ ابْنِ الْهَادِ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ . عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ . فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ . وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ . وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ . وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ . احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ . وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.

তরজমা --

সন্তানের উপর সন্দেহ পোষণ করা

২২৬০। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একদা বনু ফাযারা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে গিয়ে বলেন, আমার স্ত্রী কৃষ্ণবর্ণের একটি সন্তান প্রসব করেছে (যাকে আমার সন্তান হিসাবে আমি অস্বীকার ও সন্দেহ করি)। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কি কোন উট আছে? বলেন, হাঁ, আছে। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এর রং কিরূপ? সে বলে, প্রায় লাল বর্ণের। তিনি পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা, এর মধ্যে কাল রংয়ের কিছু পশম আছে কি? সে বলে, হাঁ, এর দেহে অনেক কাল পশমও আছে। তিনি বলেন, আচ্ছা তা কোথা হতে এল? সে বলে, হয়ত তা তার বংশের কারণে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এ সন্তানও হয়ত তার আসল বংশের প্রভাবে এরূপ হয়েছে।

২২৬১। হযরত ইমাম যুহরী (রহ.) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদ ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে মা'মার অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ঐ ব্যক্তি তখনও তার ঔরসজাত সন্তান হিসাবে তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করত।

২২৬২। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে এসে বলে, আমার স্ত্রী একটি কাল রং বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করেছে, আর আমি তাকে অস্বীকার করি (যে সে আমার ঔরসজাত নয়)। এরপর রাবী ইউনুস, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থেহাদীস বর্ণনা করেছেন।

সন্তান অস্বীকার করার সাস্তি

২২৬৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ইরশাদ করতে শুনেছেন, যখন পরস্পর অভিসম্পাতকারীদের সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ সে স্ত্রীলোক কোন কাওমের মধ্যে প্রবেশ করায় (এমন সন্তান) যা তাদের নয়; (অর্থাৎ অন্যের সাথে ব্যভিচারের ফলে গর্ভবতী হয়): সে আল্লাহ্‌র রহমত পাবে না এবং আল্লাহ্ তাকে কখনই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে ব্যক্তির তার ঔরসজাত সন্তান অস্বীকার করে, অথচ সে (সন্তান) তার দিকেই চেয়ে থাকে; আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকেও তাঁর রহমত হতে বঞ্চিত করবেন এবং তাকে (কিয়ামতের দিন) পূর্বাপর সমস্ত মাখলুকের সামনে অপমানিত করবেন।

باب في ادعاء ولد الزنا

٢٢٦٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ . عَنْ سَلْمٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزَّيَّالِ . حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا . عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا مُسَاعَاةَ فِي الإِسْلَامِ . مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ . وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ . وَلَا يُورَثُ.

٢٢٦٥ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا . فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا . فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ

٢٢٦٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . زَادَ . وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً . وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ . فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى.

তরজমা ---

জারজ সন্তানের দাবী

২২৬৪। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইসলামের মধ্যে ব্যভিচারের কোন স্থান নাই। জাহিলিয়াতের যুগে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, এর ফলে সৃষ্টি সন্তানেরা তাদের সাথে সম্পর্কিত হবে। যে ব্যক্তি ব্যভিচারের কারণে সৃষ্ট সন্তানের দাবী করবে, সে তার ওয়ারিস হবে না এবং সে সন্তানও তার উত্তরাধিকার হতে পারবে না।

২২৬৫। হযরত আমর ইব্ন শু'আয়েব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইসলামের প্রথম যুগে এরূপ ফয়সালা করতেন যে, প্রত্যেক উত্তরাধিকারী, তার পিতার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে যাকে সে তার উত্তরাধিকার হিসাবে স্বীকার করে। আর তিনি এরূপ ফয়সালাও করতেন, যে ব্যক্তি কোন বাদীর গর্ভে সন্তান লাভ করবে, সে তার (সন্তানের) মালিক হবে তার সাথে সহবাসের দিন হতে। আর সে তারই সাথে সম্পর্কিত হবে, যদি সে তাকে জীবিতাবস্থায় অস্বীকার না করে। (আর যদি তাকে অস্বীকার করে) এমতাবস্থায় সে তার সম্পত্তির ওয়ারিস হবে না। আর বন্টনের পূর্বে সে যে সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে, তা তারই পাওনা। আর সে (সন্তান) যার সাথে সম্পর্কিত হয়, সে যদি তাকে (সন্তান হিসাবে গ্রহণ করতে) অস্বীকার করে তবে সে তার সম্পত্তি পাবে না। আর যদি সে সন্তান কোন দাসীর হয়, যার সে মালিক নয় অথবা কোন স্বাধীন স্ত্রীলোকের যার সাথে সে যিনা করে; এমতাবস্থায় সে তার ওয়ারিস হবে না এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদও পাবে না, আর যাকে তার সাথে সম্পর্কিত করা হয়, আর সেও সম্পর্কিত হয়– সে ব্যভিচারের ফলে সৃষ্টি (সন্তান), চাই-ই সে দাসীর গর্ভেই হোক বা স্বাধীনা স্ত্রীলোকের গর্ভে।

২২৬৬। হযরত মুহাম্মাদ ইবন রাশেদ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে রাবী খালিদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, সে ব্যভিচারের কারণে সৃষ্ট মায়ের সন্তান হবে, চাই সে দাসী হোক বা স্বাধীনা স্ত্রীলোক। আর এরূপ নির্দেশ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে। আর ইসলাম পূর্বে যে মাল বন্টিত হয়েছে, তা তো গত হয়ে গেছে।

باب في القافة

٢٢٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. الْمَعْنَى. وَابْنُ السَّرْحِ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ مُسَدَّدٌ: وَابْنُ السَّرْحِ يَوْمًا مَسْرُورًا. وَقَالَ عُثْمَانُ: تُعْرَفُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ. فَقَالَ: أَيْ عَائِشَةُ. أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ رَأَى زَيْدًا. وَأُسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ. وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ. وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ

٢٢٦٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ: قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَسَارِيرُ وَجْهِهِ لَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَسَارِيرُ وَجْهِهِ هُوَ تَدْلِيسٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ. لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِنَّمَا سَمِعَ الْأَسَارِيرَ مِنْ غَيْرِهِ.

قَالَ: وَالْأَسَارِيرُ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ. وَغَيْرِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ. يَقُولُ: كَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ شَدِيدَ السَّوَادِ مِثْلَ الْقَارِ. وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ مِثْلَ الْقُطْنِ.

তরজমা ---

রেখা বিশেষজ্ঞ

২২৬৭। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসেন, রাবী মুসাদ্দাদ ও ইব্ন সারহ্ বলেন, সন্তুষ্টচিত্তে। রাবী উসমান বলেন, তাঁর চেহারায় সন্তুষ্টির আভাস প্রকাশ পেয়েছিল। এরপর তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কি দেখনি, মুজাযযিয মুদলাজী দেখতে পেল যে, যায়িদ ও উসামা (রা.) তাদের মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছেন; আর তাদের উভয়ের পা ছিল খোলা, তখন সে বলল, নিশ্চয়ই এ পাগুলি, একে অপরের থেকে। (অর্থাৎ এদের মধ্যে রক্ত সম্পর্ক রয়েছে।)

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, উসামা (রা.) ছিলেন কাল আর যায়িদ (র.) ছিলেন গোরা।

২২৬৮। হযরত ইব্ন শিহাব হতে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদে ও অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, তাঁর চেহারায় সন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ ছিল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, أَسَارِيرُ وَجْهِهِ শব্দটি ইবনে উয়াইনা মাহফুয করেনি।

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, أَسَارِيرُ وَجْهِهِ শব্দটি ইবনে উয়াইনার تدليس সে এ শব্দটি যুহরী থেকে শোনেনি। সে তা শুনেছে অন্যদের থেকে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, أَسَارِيرُ وَجْهِهِ শব্দটি লাইস ও অন্যান্যদের হাদীসে রয়েছে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, আমি আহমাদ বিন সালেহকে বলতে শুনেছি, উসামা (রা.) ছিলেন আলকাতরার ন্যায় অত্যন্ত কাল আর যায়িদ (র.) ছিলেন তুলার ন্যায় গোরা।

باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

٢٢٦٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا يَحْيٰى . عَنِ الأَجْلَحِ . عَنِ الشَّعْبِيِّ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْخَلِيلِ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ . فَقَالَ . إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا . يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ . وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ . فَقَالَ : لِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهٰذَا فَغَلَيَا . ثُمَّ قَالَ : لِاثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهٰذَا فَغَلَيَا . ثُمَّ قَالَ : لِاثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهٰذَا فَغَلَيَا . فَقَالَ : أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ . إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ . وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ . فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ . فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ.

٢٢٧٠- حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ . عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ . عَنِ الشَّعْبِيِّ . عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ . وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ . فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهٰذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالَا : لَا . حَتّٰى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا . فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ . قَالَا : لَا . فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ . وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ . قَالَ : فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ

তরজমা ---

পরস্পর ঝগড়াকরলে লটারীর ব্যবস্থা

২২৬৯। হযরত যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে বসা ছিলাম। তখন ইয়ামান হতে জনৈক ব্যক্তি আসে এবং বলে, ইয়ামনের তিন ব্যক্তি আলী (রা.)-এর নিকট গিয়ে একটি সন্তানের (মালিকানা) সম্পর্কে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, যারা একটি স্ত্রীলোকের সাথে একই তুহুরে উপগত হয়। তিনি (আলী রা.) তাদের মধ্যেকার দু'জনকে বলেন, এ সন্তানটি এ (তৃতীয়) ব্যক্তির। তারা উভয়ে চীৎকার করে উঠে। এরপর তিনি বলেন, বেশ তা হলে সন্তানটি তোমাদের দু'জনের। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তারা অস্বীকৃতি জানায়। তিনি (আলী রা.) বলেন, তোমরা পরস্পর ঝগড়াকারী, কাজেই আমি তোমাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করব। আর লটারীতে যার নাম উঠবে, সে সন্তানের পিতা সাব্যস্ত হবে। আর সে ব্যক্তিকে অপর দু' ব্যক্তির জন্য দু'তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হবে। এরপর তিনি তাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করেন এবং লটারীতে যার নাম আসে, তাকে তিনি সন্তান দেন। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে জোরে হেসে উঠেন যে, তাঁর সামনের ও এর পার্শ্ববর্তী দাঁতসমূহ প্রকাশিত হয়।

২২৭০। হযরত যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদা আলী (রা.)-এর নিকট ইয়ামানের তিন ব্যক্তি আসে, যারা একই তুহুরের মধ্যে জনৈকা স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করে। তিনি তাদের দু'জনকে বলেন, আমি এ সন্তানকে তৃতীয় ব্যক্তির জন্য নির্দ্ধারিত করছি। তারা উভয়ে তা মানতে অস্বীকার করে, বরং তারা সকলে তাকে স্বীয় ঔরসজাত সন্তান হিসাবে দাবী করে। তিনি বলেন, তবে তা তোমাদের দু'জনের সন্তান। তারা এও মানতে অস্বীকার করায় তিনি তাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করেন। এরপর লটারীতে যার নাম আসে, তিনি সে সন্তানকে তার জন্য নির্দ্ধারিত করেন এবং সে ব্যক্তির উপর দু'তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে ধার্য করেন। এ ঘটনা নবী করীম ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি এত জোরে হাসেন যে, তার সামনের দন্তরাজি দেখা যায়।

٢٢٧١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْخَلِيلِ أَوِ ابْنِ الْخَلِيلِ. قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ ثَلاَثَةٍ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرِ الْيَمَنَ وَلاَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ قَوْلَهُ طِيبَا بِالْوَلَدِ

باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية

٢٢٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ. حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ. قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ. أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ. أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَكَانَ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ. يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ فَيُصْدِقُهَا. ثُمَّ يَنْكِحُهَا. وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ. وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا. وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ. فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ. وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ. فَكَانَ هٰذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ. وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ. فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا. فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ. وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا. أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا. فَتَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ. وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ. فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ. فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا. وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ. فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ يَكُنَّ عَلَمًا لِمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ. فَإِذَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا. وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ. ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَهُ. وَدُعِيَ ابْنَهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذٰلِكَ. فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَمَ نِكَاحَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ الْيَوْمَ.

باب الولد للفراش

٢٢٧٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. وَمُسَدَّدٌ. قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ. اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ. وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ. فَقَالَ سَعْدٌ أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنُهُ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي ابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. فَرَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ. فَقَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَاحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَةُ. زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ. وَقَالَ: هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ.

২২৭১। হযরত খলীল অথবা ইবন খলীল (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা.)-এর নিকট একটি স্ত্রীলোকের ব্যাপার পেশ করা হয়, যে তিন জন পুরুষের সাথে সহবাসের ফলে সন্তান প্রসব করে। এরপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর তিনি ইয়ামান ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেননি এবং তিনি طِيبَا بِالْوَلَدِ শব্দটিরও উল্লেখ করেননি।

জাহেলিয়াতের যুগে হরেক রকম বিবাহ

২২৭২। হযরত উরওয়া ইব্ন যুবায়ের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) তাঁকে বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে চার প্রকারের বিয়ে চালু ছিল। এর মধ্যে এক ধরণের বিয়ে এরূপ ছিল, যেমন আজকালের বিয়ে। বিবাহ ইচ্ছুক পুরুষ পাত্রীর পুরুষ অবিভাবকের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পেশ করত। এরপর সে এর মোহর নির্দ্ধারন করত এবং পরে তাকে (স্ত্রীলোককে) মাহ্র দিয়ে বিবাহ করত। আর দ্বিতীয় প্রকারের বিয়ে ছিল, যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে বলত যখন তুমি তোমার হাযেয হতে পবিত্র হবে, তখন তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট গিয়ে তার সাথে সহবাস করবে। এ সময় তার স্বামী তার নিকট হতে দূরে সরে থাকত, আর যতক্ষণ না সে সে ব্যক্তির সাথে সহবাসের ফলে সন্তান সম্ভবা হত, ততক্ষণ সে তার সাথে সহবাস করত না। আর যখন সে গর্ভবতী হত, তখন স্বামী তার সাথে ইচ্ছা হলে সহবাস করত। আর এরূপ করা হত সন্তানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিরূপনের জন্য। এ বিবাহকে নিকাহে ইস্তিব্যা বলা হত। আর তৃতীয় প্রকারের বিয়ে ছিল, অনধিক দশজন পুরুষ একজন স্ত্রীরোককে বিয়ে করত আর তারা সকলেই পর্যায়ক্রমে তার সাথে সহবাস করত। এরপর সে গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসবের পর কিছুদিন কাটলে, সে সকলকে তার নিকট আসার জন্য পত্র পাঠাত, যা প্রাপ্তির পর তারা সকলেই সেখানে আসতে ব্যধ্য হত। এরপর তারা সকলে সমবেত হলে, তখন সে নারী বলত, তোমরা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই জান, যার ফলে আমি এ সন্তান প্রসব করেছি। তখন সে তাদের মধ্য হতে তার পছন্দমত একজনের নাম ধরে সম্বোধন করে বলত, হে অমুক। এ তোমার সন্তান। তখন সে তার সাথে ঐ সন্তানকে সম্পর্কিত করত। আর চতুর্থ প্রকারের বিয়ে ছিল, বহু লোক একত্রিত হয়ে পর্যায়ক্রমে একটি মহিলার নিকট যেত। আর যে কেউ তার নিকট সহবাসের উদ্দেশ্যে যেত, সে কাউকে বাঁধা দিত না। আর এ ধরনের মহিলারা ছিল বেশ্যা। এরা তাদের স্ব-স্ব গৃহের দরজার উপর নিশান লাগিয়ে রাখত, যা তাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ ছিল যে কেউ তাদের নিকট গিয়ে তাঁর সাথে সহবাস করতে পারত। এরপর সে গর্ভবতী হওয়ার পর, সন্তান প্রসবের পরে তাদের সকলকে তার নিকট একত্রিত করত এবং তাদের নিকট হতে সাযুজ্যতা দাবী করত। এরপর সে তার সন্তানকে এ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত করত, যার সাথে সন্তানের সামঞ্জস্যতা দেখা যেত। আর তাকে তার সন্তান হিসাবে ডাকা হত এবং সে ব্যক্তি এতে বারন করত না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন, তখন তিনি জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত ঐসব বিবাহ প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করেন। আর বর্তমানে ইসলামের অনুসারীদের জন্য যে বিবাহ পদ্ধতি চালু আছে, তিনি তা বহাল রাখেন।

বিছানা যার সন্তান তার

২২৭৩। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাঈদ ইব্ন আবূ ওক্কাস ও আব্দ ইবন যাম'আ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে গিয়ে যাম'আর দাসীর পুত্র আবদুর রহমান সম্পর্কে ঝগড়া শুরু করেন। সা'দ বলেন,আমার ভাই ওত্‌বা আমাকে এ মর্মে ওসীয়াত করেছেন যে, যখন আমি মক্কায় আসি, তখন আমি যেন অবশ্যই যাম'আর দাসীপুত্রের দিকে খেয়াল রাখি। তখন তিনি তাকে ধরে ফেলেন, কেননা সে ছিল তাঁর ভাই উতবার পুত্র। অপরপক্ষে আবদ ইবন যাম'আ বলেন, সে (আবদুর রহমান) আমার ভাই। কেননা আমার পিতার (ঔরসজাত) দাসী-পুত্র, যে আমার পিতার বিছানায় জন্ম নিয়েছে। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওতবার সাথে তার স্পষ্ট মিল আছে দেখে বলেন ঃ সন্তান হল যার বিছানায় জন্ম নিয়াছে তার এবং যিনাকারীর জন্য পাথর। আর তিনি বলেন, হে সাওদা! তুমি তার থেকে পর্দা কর। মুসাদ্দাদ (রহ.) তাঁর হাদীছে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ হে আবদ ! সে তোমার ভাই।

٢٢٧٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ . ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ . الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ .

٢٢٧٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو يَحْيَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ . عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ . مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . عَنْ رَبَاحٍ قَالَ : زَوَّجَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً . فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا . فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللهِ . ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي . فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللهِ . ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلَامٌ لِأَهْلِي رُومِيٌّ . يُقَالُ لَهُ : يُوحَنَّهُ فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ . فَوَلَدَتْ غُلَامًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوَزَغَاتِ . فَقُلْتُ لَهَا : مَا هٰذَا ؟ فَقَالَتْ : هٰذَا لِيُوحَنَّهُ . فَرَفَعْنَا إِلَى عُثْمَانَ أَحْسَبُهُ . قَالَ مَهْدِيٌّ قَالَ : فَسَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا . فَقَالَ لَهُمَا : أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَأَحْسَبُهُ قَالَ : فَجَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ

তরজমা ---

২২৭৪। হযরত আম্‌র ইব্‌ন শু'আয়েব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা একব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! অমুক ব্যক্তি আমার সন্তান। কেননা, জাহিলিয়াতের যুগে আমি তার মায়ের সাথে যিনা করেছিলাম। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

ইসলামী যুগে এরূপ কোন আহবান করা উচিত নয়। জাহিলিয়াত যুগের কাজকর্ম শেষ হয়ে গেছে। এখন সন্তান যার বিছানায় জন্ম নিয়াছে তার আর যিনাকারীর হল পাথর। (অর্থাৎ বঞ্চনা, সে পিতৃত্ব হতেও বঞ্চিত আর উত্তরাধিকার হতেও বঞ্চিত।)

২২৭৫। হযরত রিবাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার পরিবার পরিজনেরা তাদের একটি রোমদেশীয় বাদীর সাথে বিয়ে দেয়। এরপর আমি তার সাথে সহবাস করলে সে আমার মত একটি কালো পুত্র সন্তান প্রসব করে। আমি তার নাম রাখি আবদুল্লাহ্। এরপর আমি তার সাথে পুনরায় সহবাস করলে সে আমার মত আর একটি কালো পুত্র সন্তান প্রসব করে। আমি তার নাম রাখি উবায়দুল্লাহ্। এরপর তাকে আমার গোত্রের ইউহান্না নামক জনৈক গোলাম ফুঁসলিয়ে তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে, যার ভাষা ছিল দুর্বোধ্য। এরপর তার সাথে অবৈধ মিলনের ফলে সে যে সন্তান প্রসব করে, সে ছিল ঐ গোলামের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ। আমি তাকে (দাসীকে) জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপার কি? সে স্বীকার করে যে, এটা ইউহান্নার ঔরসজাত সন্তান। এ ব্যাপারটি আমি উসমানের (রা.) নিকট পেশ করি।

রাবী মাহদী বলেন, তিনি (উসমান) তাদের উভয়কে এসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা এর (ব্যভিচারের) সত্যতা স্বীকার করে। তিনি (উসমান) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কি এতে রাযী আছ তোমরা যে, আমি তোমাদের উভয়ের ব্যাপারে ঐরূপ রায় দিব, যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রায় দিতেন? আর এ ধরনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা করতেন যে, সন্তান ঐ ব্যক্তির যে বিছানার মালিক. (অর্থাৎ স্বামীর জন্য)।

রাবী বলেন, আমার ধারণা, এরপর তিনি সেই দাসী ও দাসকে, যারা আযাদকৃত ছিল দোররা মারার ব্যবস্থা করেন।

باب من احق بالولد

٢٢٧٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هٰذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

٢٢٧٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. وَأَبُو عَاصِمٍ. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي زِيَادٌ. عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ. أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلْمٰى مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ. قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ. جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيَاهُ. وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا. فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ. وَرَطَنَتْ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ. زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذٰلِكَ. فَجَاءَ زَوْجُهَا. فَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللّٰهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هٰذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي. وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ. وَقَدْ نَفَعَنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ. فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰذَا أَبُوكَ. وَهٰذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ. فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ

তরজমা ---

সন্তানের বেশী হক্‌দার কে?

২২৭৬। হযরত আমর ইব্‌ন শু'আয়ের তাঁর পিতা হতে, তিনি তার দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা জনৈক স্ত্রীলোক বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ সন্তানটি আমার গর্ভজাত, আর সে আমার স্তনের দুধ পান করছে এবং আমার কোল-ই তার আশ্রয়স্থান। আর তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে এবঙ সে একে আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে। তখন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন, তুমি যতদিন না পুনরায় বিয়ে করবে, ততদিন তুমি তার অধিক হক্‌দার।

২২৭৭। হযরত হিলাল ইব্‌ন উসামা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মায়মূনা সাল্‌মা যিনি মদীনার কোন এক সত্যবাদী ব্যক্তির আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি বলেন, একদা আমি যখন আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিকট ছিলাম, তখন সেখানে পারস্য দেশীয় জনৈক স্ত্রীলোক, তার সাথে একটি পুত্র নিয়ে আসে; যাকে (পুত্র সন্তানকে) সে এবং তার স্বামী, যে তাকে তালাক দিয়েছিল সন্তান হিসাবে দাবী করতে থাকে। এরপর সে (মহিলা) ফরাসী ভাষায় বলে হে আবু হুরায়রা! আমার স্বামী আমার পুত্রকে নিয়ে যেতে চায়। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, তোমরা উভয়ে এর (সন্তানের) ব্যাপারে লটারী কর। এরপর তিনি (আবূ হুরায়রা) যখন তার নিকট জবাবের অপেক্ষায় ছিলেন, তখনতার স্বামী সেখানে আসে এবং বলে, আমার পুত্রের ব্যাপারেকে আমার সাথে ঝগড়া করতে চায়? আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, ইয়া আল্লাহ্! আমি এ সম্পর্কে যা শুনেছি, তা ছাড়া বেশী কিছু বলব না। একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বসা থাকাকালে জনৈকা মহিলাকে তাঁর নিকট এসে বলতে শুনি ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার স্বামী আমার সন্তানকে নিয়ে যেতে চায়। আর অবস্থা এ যে, সে (সন্তান) আমাকে আবূ উক্‌বার কূপ হতে এনে পান করায় এবং সে আমার অন্যান্য খিদমতও করে। নবী করীম ﷺ বলেন, এদের উভয়ের মধ্যে সন্তানের ব্যাপারে লটারীর ব্যবস্থা কর। তখন তার স্বামী বলে, আমার থেকে আমার সন্তানকে ছিনিয়ে নিতে চায়? নবী করীম ﷺ সে সন্তানকে সম্বোধন করে বলেন এ তোমার পিতা এবং এ তোমার মাতা। তুমি এদের মধ্যে যার খুশী হস্তধারণ কর। তখন সে (সন্তান) তার মাতার হাত ধারণ করলে তাকে নিয়ে সে (মাতা) চলে যায়।

٢٢٧٨ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ . عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى مَكَّةَ . فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْزَةَ . فَقَالَ جَعْفَرٌ : أَنَا آخُذُهَا أَنَا أَحَقُّ بِهَا . ابْنَةُ عَمِّي . وَعِنْدِي خَالَتُهَا وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ . فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَحَقُّ بِهَا . ابْنَةُ عَمِّي . وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا . فَقَالَ زَيْدٌ : أَنَا أَحَقُّ بِهَا . أَنَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا . وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ بِهَا . فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيثًا . قَالَ : وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا . وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ

٢٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنْ أَبِي فَرْوَةَ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى . بِهٰذَا الْخَبَرِ . وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ . قَالَ : وَقَضَى بِهَا لِجَعْفَرٍ . وَقَالَ : إِنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ

٢٢٨٠ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى . أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ . حَدَّثَهُمْ عَنْ إِسْرَائِيلَ . عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . عَنْ هَانِئٍ . وَهُبَيْرَةَ . عَنْ عَلِيٍّ . قَالَ : لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ تَبِعَتْنَا بِنْتُ حَمْزَةَ تُنَادِي : يَا عَمُّ يَا عَمُّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا . وَقَالَ : دُونَكِ بِنْتَ عَمِّكِ . فَحَمَلَتْهَا . فَقَصَّ الْخَبَرَ . قَالَ : وَقَالَ جَعْفَرٌ : ابْنَةُ عَمِّي . وَخَالَتُهَا تَحْتِي . فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا . وَقَالَ : الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ .

তরজমা ---

২২৭৮। হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়িদ ইব্‌ন হারিসা (রা.) মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। এরপর তিনি মক্কা হতে হামযার মেয়েকে নিয়ে (মাওকিফের দিকে) রওনা হলে জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) তাকে বলেন, আমি এর (লালন পালনের) বেশী হকদার, কেননা সে আমার চাচার মেয়ে এবং আমার স্ত্রী হল তার খালা। আর খালা হল মায়ের সমতুল্য। তখন আলী (রা.) বলেন, আমি এর বেশী হকদার। কেননা সে আমার চাচার মেয়ে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা (ফাতিমা রা.) আমার স্ত্রী। আর সেও (ফাতিমা) তার (লালন-পালনের) অধিক হকদার। যায়িদ (রা.) বলেন, আমি এর বেশী হক্‌দার। কেননা, আমি তার-ই জন্য বের হয়েছি এবং সফর শেষে মাওকিফে এসেছি। এমন সময় নবী করীম (সা) বের হলে তাঁর নিকট এ সমস্যা পেশ করা হয়। তখন তিনি সে মেয়ে সম্পর্কে এরূপ ফয়সালা দেন যে, সে জা'ফরের সাথে থাকবে। আর এমতাবস্থায় সে তার খালার সাথে থাকতে পারবে। বস্তুতঃ খালাতো মায়েরই মত।

২২৭৯। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (রা.) হতে, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এতে ঘটনার সম্পূর্ণ বর্ণনা নাই। রাবী বলেন, তখন তিনি তাঁর সম্পর্কে এরূপ সিদ্ধান্ত দেন যে, সে জা'ফরের সাথে অবস্থান করবে। কেননা তার খালা তার (জা'ফরের) নিকটে আছে।

২২৮০। হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা মক্কা হতে বের হই, তখন হামযার মেয়ে আমাদের অনুসরণ করে এবং বলতে থাকে, হে চাচা! হে চাচা! তখন আলী (রা.) তাকে, তার হস্তধারণ করে গ্রহণ করেন এবং ফাতিমা (রা.)-কে বলেন, তুমি একে গ্রহণ কর! কেননা, সে তো তোমার চাচার মেয়ে তখন তিনি (ফাতিমা) তার হস্তধারণ করেন। এরূপে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অপর পক্ষে জা'ফর (রা.) বলেন, সে তো আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী। তখন নবী করীম (সা) তাকে (হামযার কন্যাকে) তার খালার (নিকট থাকবার) ফয়সালা দেন। তিনি আরো বলেন, খালা মায়ের সমতুল্য।

باب في عدة المطلقة

٢٢٨١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ . حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الأَنْصَارِيَّةِ . أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ . فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلاَقِ . فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ.

باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات

٢٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ . حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} . وَقَالَ : {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} . فَنُسِخَ مِنْ ذٰلِكَ . وَقَالَ : {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}

باب في المراجعة

٢٢٨٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْعَسْكَرِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ . عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ . عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . عَنْ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ . ثُمَّ رَاجَعَهَا.

তরজমা ---

তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত

২২৮১। হযরত আস্‌মা বিন্‌ত ইয়াযীদ ইব্‌ন আল্‌ সাকান আনসারীয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে তালাকপ্রাপ্তা হন, আর সে সময় তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য ইদ্দত পালনের কোন প্রয়োজন ছিলনা। এরপর আল্লাহ্ তা'য়ালা আসমার তালাক প্রাপ্তির পর ইদ্দত সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ করেন। আর তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম মহিলা, যার সম্পর্কে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্য ইদ্দত পালন প্রয়োজন এ আয়াত নাযিল হয়।

তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দত পালন রহিত হওয়া

২২৮২। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রিত রাখবে, (অন্য কারো সাথে বিয়ে হতে)। তিনি আরো বলেন, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা তাদের হায়েয হতে নিরাশ হয়েছে (অর্থাৎ যাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে) তাদের ইদ্দতের সময় সীমা হল তিন মাস আর পরবর্তী আয়াতের দ্বারা, পূর্ববর্তী আয়াতের নির্দেশ রহিত (বা সংশোধিত) হয়েছে। তিনি আরো বলেন, যদি তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) তাদের সাথে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান কর, তবে সেজন্য তাদের উপর তালাকের কারণে কোন ইদ্দত পালনের প্রয়োজন নাই।

তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ

২২৮৩। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) ও উমার (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ হাফসা (রা.)-কে তালাক দেন, এরপর তিনি তাকে পুনরায়, স্বীয় স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন।

باب في نفقة المبتوتة

٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمٰى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ

٢٢٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ. طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ فِيهِ وَأَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَنَفَرًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَإِنَّهُ تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً يَسِيرَةً فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَتَمُّ.

তরজমা --

তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা মহিলার খোরপোষ

২২৮৪। হযরত ফাতিমা বিন্‌ত কায়েস (রা.) হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই আবূ আমর ইব্‌ন হাফ্‌স তাকে তিন তালাক বায়েন দেন, এমতাবস্থায় যে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।এরপর তিনি তার উকিল মারফত তার (ফাতিমার) নিকট কিছু আটা পাঠান, যাতে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এর অধিক তোমার কিছুই আমার কাছে পাওনা নাই। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে জানান। তিনি বলেন ঃ তার নিকট তোমার কিছুই পাওনা নাই। এরপর তিনি তাকে উম্মে শুরায়কের ঘরে অবস্থান করে তার ইদ্দত পূর্ণ করার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি বলেন, এ স্ত্রীলোকটি তার অধিক খরচে দ্বারা আমার সাহাবীকে ঢেকে ফেলেছে। তুমি উম্মে মাক্‌তূমের ঘরে থাক, আর সে হল একজন অন্দ লোক, কাজেই সে তোমাকে দেখবে না। এরপর তুমি যখন তোমার ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন আমাকে এ সম্পর্কে খবর দিবে। তিনি বলেন, এরপর আমি আমার ইদ্দত পূর্ণ করে তাঁকে এ সম্পর্কে জানাই এবং বলি যে, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান ও আবূ জাহাম উভয়ে আমার নিকট আমাকে বিয়ের উদ্দেশ্যে পয়গাম পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আবূ জাহাম তো তার কাঁধ হতে তার লাঠি সরায় না, (অর্থাৎ অধিক মারধর কারী)। আর মু'আবিয়া সে তো ফকীর এবং তার কোন মাল নাই। তুমি বরং উসামা ইব্‌ন যায়িদকে বিবাহ কর। তিনি বলেন, তা আমার নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়। তিনি পুনরায় বলেন, তুমি উসামা ইব্‌ন যায়িদকে বিয়ে কর। এরপর আমি তাকে বিবাহ করলাম। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য এতে এত মঙ্গল প্রদান করেন এবং তার কারণে আমি অন্যের জন্য ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হলাম।

২২৮৫। হযরত আবূ সালামা ইব্‌ন আবুদুর রহমান (রহ.) বলেন, ফাতিমা বিন্‌ত কায়েস তাকে বলেছেন যে, আবূ হাফ্‌স ইব্‌ন মুগীরা (তার স্বামী) তাকে তিন তালাক (বায়েন) দেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তখন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ এবং বনী মাখযূম গোত্রের কিছু লোক নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসে এবং বলে, হে আল্লাহ্‌র নবী! নিশ্চয় আবূ হাফ্‌স ইবন মুগীরা তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে এবং তার জন্য সামান্য খোরপোষ দিয়েছে। তা শুনে তিনি বলেন, তার জন্য কোন খোরপোষ নাই। এরপর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে (ইয়াহইয়া হতে বর্নিত) রাবী মালিকের হাদীস অধিক সম্পূর্ণ।

٢٢٨٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَخَبَرَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلاَ مَسْكَنٌ قَالَ فِيهِ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لاَ تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ

٢٢٨٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو . عَنْ أَبِي سَلَمَةَ . عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ . قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ . ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ . قَالَ فِيهِ : وَلاَ تُفَوِّتِينِي بِنَفْسِكِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ . وَالْبَهِيُّ وَعَطَاءٌ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَاصِمٍ . وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ . كُلُّهُمْ . عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا

٢٢٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ . عَنِ الشَّعْبِيِّ . عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ . أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا . فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلاَ سُكْنَى .

٢٢٨٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَأَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا قَالَ عُرْوَةُ وَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ .

তরজমা ---

২২৮৬। হযরত ইয়াহ্ইয়া (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি আবূ সালমা হতে, তিনি ফাতিমা বিন্ত কায়েস হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবূ আমর ইব্ন হাফ্স আল-মাখযুমী (রা.) তাকে তিন তালাক দেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাবী বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন, তার (ফাতিমার) থাকার ও খোরপোষের জন্য কিছুই প্রাপ্য নাই। এই বর্ণনায় রাবী আরো উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার (ফাতিমার) নিকট এই খবর পাঠান যে, সে যেন আমার সাথে পরামর্শের পূর্বে কারও সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ না হয়।

২২৮৭। হযরত ফাতিমা বিন্ত কায়েস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনী মাখযুম গোত্রের জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী ছিলাম। এরপর সে আমাকে তালাক (বায়েন) দেয়। এরপর রাবী মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে এরূপ উল্লেখ আছে যে, সে যেন কারও নিকট বিবাহের পয়গাম প্রেরণ না করে। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, এভাবেই হাদিসটি শা'বী বাহী ও আতা (রহ.) আবদুর রহমান ইব্ন আসিম, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ জাহাম হতে, যারা সকলেই ফাতিমা বিন্ত কায়েস হতে বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দেন।

২২৮৮। হযরত ফাতিমা বিন্ত কায়েস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দেয়। তখন নবী করীম ﷺ তার থাকার ও খোরপোষের জন্য কিছুই নির্দ্ধারিত করেননি।

২২৮৯। হযরত ফাতিমা বিনত কায়েস (রা.) হতে বর্নিত। তিনি বলেন, তিনি আবূ ইব্ন আল-মুগীরার স্ত্রী ছিলেন। এরপর আবূহাফস ইব্ন আল-মুগীরা তাকে তিন তালাক (বায়েন) দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে গিয়ে তার ঘর হতে বহির্গত হওয়া সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে ইবন উম্মে মাকতুমের ঘরে যিনি অন্ধ ছিলেন গিয়ে থাকার নির্দেশ দেন। রাবী মারওয়ান ইবন হাকাম, তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য তার ঘর হতে বাহিরে সম্পর্কিত ফাতিমা বর্ণিত হাদীসটিকে সত্য বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। রাবী উরওয়া বলেন, আয়েশা (রা.) ও ফাতিমা বিনত কায়াসের হাদীসকে অস্বীকার করেছেন।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ. وَابْنُ جُرَيْجٍ. وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ. كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ. وَاسْمُ أَبِي حَمْزَةَ دِينَارٌ وَهُوَ مَوْلَى زِيَادٍ.

٢٢٩٠ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا فَقَالَا وَاللهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُبْصِرُهَا فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ. فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: حِينَ بَلَغَهَا ذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} حَتَّى {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا} قَالَتْ فَأَيُّ أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَأَمَّا الزُّبَيْدِيُّ. فَرَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثَ عُبَيْدِ اللهِ. بِمَعْنَى مَعْمَرٍ. وَحَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ بِمَعْنَى عُقَيْلٍ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ بِمَعْنًى دَلَّ عَلَى خَبَرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. حِينَ قَالَ: فَرَجَعَ قَبِيصَةُ. إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ

তরজমা ---

২২৯০। হযরত ইমাম যুহ্‌রী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মারওয়ানা ফাতিমার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরিত হন। তিনি তাকে জানান যে, তিনি আবূ হাফ্‌সের স্ত্রী ছিলেন। নবী করীম ﷺ আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.)-কে ইয়ামনের কোন এক অঞ্চলের আমীর হিসাবে পাঠান। আর এ সময় তার (ফাতিমার) স্বামী (আবূ হাফ্‌স) ও তাঁর সাথে সেখানে যায়। এরপর সে তাকে (তৃতীয়) তালাক দেয়, যা (তিন তালাকের মধ্যে) অবশিষ্ট ছিল। এরপর সে আয়্যাশ ইব্‌ন আবূ রাবীআ এবং হারিস ইবন হিশামকে তার খোরপোষ দেয়ার জন্য অনুরোধ করে। তারা বলে, আল্লাহ্ শপথ! সে গর্ভবতী না হলে, তার জন্য কোন খোরপোষ নেই। সে নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে গিয়ে, তাকে এ সম্পর্কে জানালে তিনি বলেন, সে গর্ভবতী না হলে তার জন্য কোন খোরপোষ নাই। সে তাঁর নিকট তার স্বামীর ঘর হতে বের হওয়ার জন্য অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দেন। এরপর সে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কোথায় যাব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি ইব্‌ন উম্মে মাকতুমের ঘরে যাও, কেননা সে অন্ধ। কাজেই তুমি যদি তার নিকট তোমার কাপড় খুলেও রাখ, তবুও সে দেখতে পাবে না (অর্থাৎ সে তোমার ব্যাপারে কিছুই জানতে পারবে না)। এরপর সে তার নিকট অবস্থানকালে তার ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়। অবশেষে নবী করীম ﷺ তাকে উসামার সাথে বিয়ে দেন কাবীসা মারওয়ানের নিকট ফিরে এ সম্পর্কে তাকে জানান। মারওয়ান বলেন, আমি এ হাদীসটি মাত্র একজন মহিলা ব্যতীত, আর কারো নিকট হতে শুনিনি। কাজেই তার পবিত্রতা সম্পর্কে যারা জানে তাদের নিকট হতে এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর সংগ্রহ করব। ফাতিমা তার (মারওয়ানের) এ বক্তব্য শোনার বলেন, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব আছে। "তোমরা তাদেরকে, তাদের ইদ্দতের (অতিক্রান্ত হওয়ার) জন্য তালাক দাও। এমন কি তোমরা অবহিত নও যে, এরপর আল্লাহ্‌একান কিছুর সৃষ্টি করবেন।" ফাতিমা বলেন, তিনি হায়েয অতিক্রান্ত হওয়ার পর আর কি সৃষ্টি হতে পারে? (অর্থাৎ সন্তান সম্ভবা হওয়ার কোন কারণ-ই থাকে না।)

باب من انكر ذلك على فاطمة بنت قيس

٢٢٩١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ . أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ . حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ . عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الأَسْوَدِ . فَقَالَ : أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . قَالَ : مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا . وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ . لاَ نَدْرِي أَحَفِظَتْ ذٰلِكَ أَمْ لاَ .

٢٢٩٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ . عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَقَدْ عَابَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَشَدَّ الْعَيْبِ يَعْنِي حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَالَتْ : إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا . فَلِذٰلِكَ رَخَّصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

٢٢٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ . أَنَّهُ قِيلَ لِعَائِشَةَ : أَلَمْ تَرَيْ إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ ؟ قَالَتْ : أَمَا إِنَّهُ لاَ خَيْرَ لَهَا فِي ذٰلِكَ

٢٢٩٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . عَنْ سُفْيَانَ . عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ . فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ . قَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ

٢٢٩٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ . وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ . أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ . أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ . فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ . فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ . وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ . فَقَالَتْ لَهُ : اتَّقِ اللهَ . وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا . فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ غَلَبَنِي . وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ : أَوَ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ . فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا كَانَ بَيْنَ هٰذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ

٢٢٩٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنِ يُونُسَ . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ . حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : طُلِّقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا . فَقَالَ سَعِيدٌ : تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ . إِنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً . فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى .

باب في المبتوتة تخرج بالنهار

٢٢٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ قَالَ : طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلاَثًا . فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلاً لَهَا . فَلَقِيَهَا رَجُلٌ . فَنَهَاهَا . فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ . فَقَالَ لَهَا : اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ . لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا .

যারা ফাতিমার বর্ণিত হাদীসকে স্বীকার করে না

২২৯১। হযরত আবূ ইসহাক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি একদা (কুফার) জামে' মসজিদে আসওয়াদের সহিত (বসা) ছিলাম। তিনি বলেন, এরপর ফাতিমা বিন্তে কায়েস উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর নিকট গিয়ে এ সম্পর্কে জানালে তিনি বলেন,আমরা আমাদের রবের কিতাব (কুরআন) ও আমাদের রাসূলের সুন্নাতকে একজন মহিলার বক্তব্য অনুসারে পরিত্যাগ করতে পারি না। যে সম্পর্কে আমি জ্ঞাত নই যে, সে সঠিকবাবে উহা (হাদীস) হিফাযত করেছে কিনা?

২২৯২। হযরত হিশাম ইব্‌ন উরওয়া তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আয়েশা (রা.) ফাতিমা বিন্‌ত কায়েস বর্ণিত হাদীছকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, ফাতিমা একটি ভীতিপ্রদ স্থানে বসবাস করতেন, আর তিনি এর আশেপাশের ভীতি সংকুল পরিবেশের জন্য ভীত ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এরূপ অনুমতি দেন।

২২৯৩। হযরত উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আয়েশা (রা.)-কে বলা হয় যে, ফাতিমা বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন, তার জন্য এ হাদীস বর্ণনা করা ভাল নয়। (কেননা, মানুষ এতে ভুলে পরতে পারে।)

২২৯৪। হযরত সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হতে ফাতিমার বহিষ্কৃত হওয়ার হাদীস সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

রাবী বলেন, তার এ বহিষ্কার ছিল তার বদ-অভ্যাসের পরিণতি স্বরূপ।

২২৯৫। হযরত কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ও সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হতে বর্ণিত। তিনি তাদের নিকট হতে শুনেছেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌নুল আস আবদুর রহমান ইব্‌ন আল্-হাকামের মেয়েকে তালাক (বায়েন) প্রদান করেন। (তার পিতা) আবদুর রহমান তাকে (উমারাকে), স্বামীর বাড়ী হতে নিয়ে আসেন। আয়েশা (রা.) তাকে (উমারাকে) মারওয়ানের নিকট পাঠান, যিনি (মু'আবিয়ার পক্ষ হতে) মদীনার গভর্ণর ছিলেন। এরপর তিনি তাকে বলেন, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং এ মহিলাকে তার ঘরে অবস্থান করতে দাও। মারওয়ান বলেন,আবদুর রহমান এ ব্যাপারে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এরপর মারওয়ান রাবী কাসিম বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলেন, ফাতিমা বিন্‌ত কায়েস বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি তাকে বলেন, তুমি যদি ফাতিমা বর্ণিত হাদীস বর্ণনা না কর, তবে তাতে দোষের কিছু নাই।

মারওয়ান বলেন, যদি আপনি (ফাতিমা ও তার স্বামীর মধ্যেকার ব্যাপারটি) কোন খারাপ কাজের পরিণতি হিসাবে মনে করেন, তবে তা আপনার জন্য যথেষ্ট হবে যে- এ ব্যাপারটিকেও (উমারা ও তার স্বামীর মধ্যকার ব্যাপার) আপনি অদ্রুপ মনে করবেন।

২২৯৬। হযরত মায়মূন ইব্‌ন মাহ্‌রান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (রিক্‌কা) হতে মদীনায় আসি এবং সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়েবের নিকট গিয়ে বলি, ফাতিমা বিন্‌ত কায়েসকে তালাক দেওয়া হয়েছে এবং তাকে তার ঘর হতে বের করা হয়েছে।

সাঈদ বলেন, সে স্ত্রী লোক তো মানুষকে বিপদে ফেলেছে আর সে তো মুখোরা রমনী। এরপর তাকে অন্ধ ইব্‌ন মাক্‌তুমের হাতে সোপর্দ করা হয়।

বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দতকালীন সময়ে দিনের বেলায় বাইরে যাওয়া

২২৯৭। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালাকে তিন তালাক (বায়েন) দেয়া হয় এরপর তিনি খেজুর কর্তনের জন্য গেলে জনৈক ব্যক্তির সাথে তার দেখা হয়, যিনি তাকে (ইদ্দত কালীন সময়ে) ঘর হতে বের হতে বারন করেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে যান এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে বলেন, তুমি বের হও এবং খেজুর কর্তন কর। আর তা হতে কিছু সাদকা করবে অথবা ভাল কাজ করবে।

باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث

٢٢٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} ، فَنُسِخَ ذٰلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ بِمَا فَرَضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ ، وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

باب إحداد المتوفى عنها زوجها

٢٢٩٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهٰذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاَثَةِ ، قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللّٰهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

قَالَتْ زَيْنَبُ : وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللّٰهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنَكْحَلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : لاَ ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذٰلِكَ ، يَقُولُ : لاَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ .

قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلاَ شَيْئًا ، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْحِفْشُ : بَيْتٌ صَغِيرٌ.

তরজমা ---

মীরাস ফরয হওয়ার পর স্ত্রীর জন্য মৃত স্বামীর খোরপোষ বাতিল হওয়া

২২৯৮। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ "তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং তাদের স্ত্রীদের ছেড়ে যায় এরূপ অসীয়াত করে যে, তাদের এক বছর ঘর হতে বহিষ্কার না করে খোরপোষ দিতে হবে " এ আয়াতটি মীরাসের আয়াত নাযিলের কারণে মানসুখ বা রহিত হয়ে যায়। সেখানে তাদের জন্য এক চতুর্থাংশ এবং এক ষষ্টমাংশ ফরয করা হয়। আর এক বছরের সময় সীমা বাতিল হয় এ জন্য যে তাদের ইদ্দতের সময় সীমা চার মাস দশদিন নির্ধারিত হয়।

মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীর শোক প্রকাশ

২২৯৯। হযরত যায়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি তাকে (হামিদ ইব্‌ন নাফি') এ তিনটি হাদীস সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। যায়নাব (রা.) বলেন, একদা আমি উম্মে হাবীবার নিকট যান। আর এই সময় তার পিতা আবূ সুফিয়ান (রা.) মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এ সময় তিনি হলুদ রং বিশিষ্ট সুগন্ধি তৈল অথবা অন্য কিছুর জন্য আহবান করেন। তদ্দ্বারা একজন দাসী তাঁর কেশে তৈল মেখে দেয়। এরপর তিনি চেহারায় তৈল মর্দন করেন। অবশেষে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের আমার কোন প্রয়োজন নাই; তবে আমি রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইরশাদ করতে শুনেছি ঃ যে সমস্ত মহিলা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমানরাখে, তাদের জন্য কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তিনরাতের বেশী শোক প্রকাশ করা হালাল নয়; তবে স্বামীদের জন্য চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করবে।

যায়নাব বিন্‌তে আবূ সালামা (রা.) আরো বলেন, একদা আমি যায়নাব বিন্‌তে জাহশের নিকট যাই এবং এ সময় তার ভাই মৃত্যুবরণ করে। তিনি সুগন্ধি দ্রব্য চান এবং তা ব্যবহার করেন। এরপর বলেন, আমার সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নাই, তবে আমি রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মিম্বরের উপর ইরশাদ করতে শুনেছি, যে সমস্ত মহিলা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তাদের জন্য কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তিন রাতের অধিক শোক প্রকাশ করা হালাল নয়। অবশ্য তারা স্বামীদের জন্য চার মাস দশদিন শোক প্রকাশ করবে।

যায়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা (রা.) আরো বর্ণনা করেন, আমি আমার মাতা উম্মে সালামাকে বলতে শুনেছি, একদা জনৈকা মহিলা রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার মেয়ের স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে এবং তার চক্ষু অভিযোগ করছে। কাজেই আমি কি তাকে পুনরায় বিয়ে দিব? রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার বা তিনবার বলেন, না। আর তিনি এ 'না' শব্দটি নিষেধাজ্ঞার জন্য ব্যবহার করেন। এরপর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বরং তার জন্য ইদ্দতের সময় সীমা হল চার মাস দশ দিন। আর জাহিলিয়াতের যুগে তোমাদের স্ত্রীকে (যাদের স্বামী মারা যেত) বু'রাতে এক বছরের জন্য নিক্ষেপ করা হত।

রাবী হুমাইদ বলেন, তখন আমি যায়নাবকে জিজ্ঞাসা করি, বু'রাতে এক বছরের জন্য নিক্ষেপের অর্থ কি? যায়নাব (রা.) বলেন, যখন কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যেত, তখন সে একটি কুঁড়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করত এবং খারাপ কাপড় পরত এবং সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করত না। আর এরূপে এক বছর কাটিয়ে দিত। এরপর তার নিকট প্রাণী গাধা, বকরী অথবা পক্ষী আনা হত এবং উহা তার শরীর স্পর্শ করত, তবে খুব কমই এমন হত যে জন্তু জীবিত থাকত, বরং অধিকাংশই মরে যেত। তারপর তাকে বের করে এনে জন্তুর একটি বিষ্ঠা দেওয়া হত, সে উহা নিক্ষেপ করত। তারপর ইদ্দাতান্তে সে সে স্থান হতে বের হয়ে আসত। এরপর সে হালাল হত এবং তার খুশীমত সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারত।

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, الحفش হল ছোট ঘর বা কুঁড়ে ঘর।

باب في المتوفى عنها تنتقل

٢٣٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ ؟ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ : فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ . أَوْ فِي الْمَسْجِدِ . دَعَانِي . أَوْ أَمَرَ بِي . فَدُعِيتُ لَهُ . فَقَالَ : كَيْفَ قُلْتِ ؟ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي . قَالَتْ : فَقَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ . قَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ . فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ . وَقَضَى بِهِ

باب من رأى التحول

٢٣٠١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى غَيْرَ إِخْرَاجٍ . قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ . وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا . وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : { فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ } . قَالَ عَطَاءٌ : ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ . فَنَسَخَ السُّكْنَى تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ.

باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها

٢٣٠٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ الْقُهُسْتَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ السَّهْمِيَّ عَنْ هِشَامٍ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ قَالَ يَعْقُوبُ مَكَانَ عَصْبٍ إِلاَّ مَغْسُولاً وَزَادَ يَعْقُوبُ وَلاَ تَخْتَضِبُ

٢٣٠٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي تَمَامِ حَدِيثِهِمَا قَالَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ يَزِيدُ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ فِيهِ : وَلاَ تَخْتَضِبُ . وَزَادَ فِيهِ هَارُونُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ

তরজমা --

যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তার ঘর হতে বের হওয়া

২৩০০। হযরত সা'দ ইব্‌ন ইস্‌হাক ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন উজরা তার ফুফী যায়নাব বিনত কা'ব ইবন উজরা হতে বর্ণনা করেছেন যে, ফারী'আ বিন্‌ত মালিক ইব্‌ন সিনান, যিনি আবূ সাঈদ আল্-খুদ্‌রী (রা.)-এর বোন ছিলেন, তাকে বলেছেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে গিয়ে তার গোত্র বনী খাদরাতে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুমতি চান। কেননা, তাঁর স্বামী পলায়নপর গোলামদের অনুসন্ধানে বের হলে, তিনি তাদেরকে কুদুম নামকস্থানে দেখতে পায়। এরপর তারা (গোলামেরা) তাকে হত্যা করে। এমতাবস্থায় সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পরিবারের নিকট ফিরে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। কেননা, সে তার ঘরে আমার জন্য খোরপোষের কোন ব্যবস্থা রেখে যায়নি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ হাঁ।

রাবী বলেন, এরপর আমি তাঁর দরবার হতে বের হয়ে, হুজ্‌রা কিম্বা (রাবীর সন্দেহ) ডাকার জন্য নির্দেশ দেন এরপর আমি তাঁর নিকট ফিরে গেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন তুমি কি বলেছিলে? আমি পুনরায় তাঁর নিকট আমার স্বামীর ব্যাপারটি বর্ণনা করি। রাবী বলেন, এতদ্‌শ্রবণে তিনি বলেন ঃ তোমার ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার (স্বামীর) ঘরে অবস্থান করবে। রাবী বলেন, এরপর আমি সেখানে চার মাস দশদিন অতিবাহিত করি।

রাবী বলেন, উসমানের (রা.) খিলাফতকাল, তিনি এ হাদীসটি আমার নিকট হতে শোনার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিকে পাঠান। সে আমার নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাকে সে সম্পর্কে জানাই। আর তিনি (উসমান (রা.) এর অনুসরণ করেন এবং ঐ অনুসারে ফয়সালাও দিতেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়া

২৩০১। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি রহিত হয়ে গিয়েছে, সেখানে উল্লেখ আছে যে, সে তার ইদ্দত তার পরিবারের নিকট পুরা করবে। এরপর অবতীর্ণ হয় ঃ "সে তার ইদ্দত যেখানে খুশী পুরা করবে" এবং তা হল আল্লাহ্‌র বাণী, বহিষ্কার না হয়ে।

রাবী আতা বলেন, যদি সে ইচ্ছা করে, তবে সে তার স্বামীর পরিবারের সাথে থাকতে পারে, আর যদি সে ইচ্ছা করে, তবে সেখান হতে বেরও হতে পারে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর যদি তারা বের হয়ে যায়, তবে এতে তোমাদের কোন গোনাহ নাই, তাদের কত কাজের ব্যাপারে।

রাবী আতা বলেন, এরপর মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ফলে তাদের অবস্থানের নির্দেশ বাতিল হয় এবং যেখানে খুশী ইদ্দত পালনের জন্য থাকতে পারে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়।

ইদ্দত পালনকারী মহিলা ইদ্দতের সময় কি কি কাজ হতে বিরত থাকবে

২৩০২। হযরত উম্মে আতীয়া (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন স্ত্রীলোক স্বামী ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক প্রকাশ করবে না অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশদিন শোক পালন করবে। আর এ সময় কোন রঙ্গীন কাপড় পরবে না, শাদা কাপড় ছাড়া। আর সুরমা ব্যবহার করবে না এবং কোনরূপ সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবে না। অবশ্য হায়েয হতে পবিত্র হওয়ার পর সামান্য সুগন্ধি বস্তু ব্যবহার করতে পারে।

রাবী ইয়াকূব 'আসব' শব্দের পরিবর্তে 'মাগ্‌সূলান' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

রাবী ইয়াকূব আরো বর্ণনা করেছেন যে, সে কোনরূপ খিযাব লাগাতে পারবে না।

২৩০৩। হযরত উম্মে আতীয়া (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

রাবী মিসমাঈ বলেন, তাতেআছে وَلَا تَخْتَضِبُ সে কোনরূপ খিযাব লাগাতে পারবে না।

রাবী ইয়াযীদ আরো বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় কোন রঙ্গীন কাপড় পরবে না, শাদা কাপড় ছাড়া।

٢٣٠٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ . حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ . عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ . وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ . وَلاَ الْحُلِيَّ . وَلاَ تَخْتَضِبُ . وَلاَ تَكْتَحِلُ .

٢٣٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ . يَقُولُ : أَخْبَرَتْنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أَسِيدٍ . عَنْ أُمِّهَا . أَنَّ زَوْجَهَا . تُوُفِّيَ وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا فَتَكْتَحِلُ بِالْجِلاَءِ . قَالَ أَحْمَدُ : الصَّوَابُ بِكُحْلِ الْجِلاَءِ فَأَرْسَلَتْ مَوْلاَةً لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ . فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجِلاَءِ ؟ فَقَالَتْ : لاَ تَكْتَحِلِي بِهِ إِلاَّ مِنْ أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ يَشْتَدُّ عَلَيْكِ . فَتَكْتَحِلِينَ بِاللَّيْلِ . وَتَمْسَحِينَهُ بِالنَّهَارِ . ثُمَّ قَالَتْ عِنْدَ ذٰلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ . وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا . فَقَالَ : مَا هٰذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللهِ . لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ . قَالَ : إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلاَ تَجْعَلِيهِ إِلاَّ بِاللَّيْلِ . وَتَنْزَعِينَهُ بِالنَّهَارِ . وَلاَ تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلاَ بِالْحِنَّاءِ . فَإِنَّهُ خِضَابٌ . قَالَتْ : قُلْتُ : بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ .

তরজমা

২৩০৪। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী উম্মে সালমা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে স্ত্রীলোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করে সে যেন ইদ্দতকালীন সময়ে রঙ্গীন এবং কারুকার্য মণ্ডিত কাপড় ও অলংকার পরতে পারবে না। আর সে যেন খিযাব ও সুরমা ব্যবহার না করে।

২৩০৫। হযরত উম্মে হাকীম বিনত উমায়েদ তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর স্বামী মৃত্যুবরণ করে, এ সময় তার চোখে অসুখ থাকায় 'আসমাদ' নামীয় সুরমা ব্যবহার করেন। রাবী আহ্মাদ বলেন, সঠিক শব্দ হল, بِكُحْلِ الْجِلاَءِ।

এরপর তিনি তাঁর জনৈক আযাদকৃত গোলামকে উম্মে সালামার নিকট জালা নামীয় সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে জানার জন্য পাঠান। তিনি বলেন, একান্ত প্রয়োজন এবং কঠিন অবস্থা ছাড়া তুমি এই সুরমা ব্যবহার করবে না। আর এমতাবস্থায় তুমি তা রাতে ব্যবহার করবে এবং দিনের বেলায় মুছে ফেলবে। এ প্রসংগে উম্মে সালামা (রা.) বলেন, যখন আবূ সালামা (রা.) ইন্‌তিকাল করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসেন। আর এই সময় আমি আমার চোখে সুর নামক গাছের রস নিংড়িয়ে ব্যবহার করি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে উম্মে সালামা! এটা কি? আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এটা সবর এবং এতে কোন সুবাস নাই। তিনি বলেন, তার চেহারাকে রঞ্জিত করে। কাজেই তুমি রাতে ছাড়া তা ব্যবহার করনা এবং দিনে তা মুছে ফেলবে। আর তুমি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা চিরুনী করবে না এবং মেন্দীও ব্যবহার করবে না। কেননা তা খিযাব স্বরূপ।

রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কোন বস্তু দ্বারা চিরুনী করব? তিনি বলেন, তুমি কুলের পাতা ব্যবহার করবে এবং একে গেলাফের ন্যায় তোমার মাথায় রাখবে। (অর্থাৎ শোক প্রকাশের নিদর্শন স্বরূপ রঙ্গীন জামা কাপড় ব্যবহার ও প্রসাধনী গ্রহণে বিরত থাকবে।

باب في عدة الحامل

٢٣٠٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ. يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ. أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ. وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ. وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا. فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. وَهِيَ حَامِلٌ. فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ. فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ. فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْتَجِينَ النِّكَاحَ؟ إِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذٰلِكَ. جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ. فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي. وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ. إِنْ بَدَا لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ. وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.

তরজমা ---

গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত

২৩০৬। হযরত ইব্ন শিহাব যুহরী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উত্বা তাঁকে বলেছেন যে, তাঁর পিতা উমার ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরকাম আল্-যুহরীর নিকট এই মর্মে পত্র লেখেন, যেন তিনি তাকে সাবী'য়া বিন্ত আল্-হারিস আল্-আসলামীর নিকট গিয়ে তাঁর পক্ষ হতে বর্ণিত হাদীসটির ঘটনা শুনতে নির্দেশ দেন। আর তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কি বলেছিলেন, যখন তিনি তাঁর নিকট একটি ফাতোয়া জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তা জানার জন্য পাঠান। উমার ইব্ন আবদুল্লাহ্ জবাবে আমাকে লেখেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উত্বা তাঁকে বলেছেন, সাবী'আ তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি সা'আদ ইব্ন খাওলা'র স্ত্রী ছিলেন, যিনি বনি আমের লুয়ী গোত্রের লোক ছিলেন। আর তিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী (সাহাবী) ছিলেন এবং তিনি বিদায় হজ্জের সময় মৃত্যুবরণ করেন, যখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। আর তাঁর মৃত্যুর পরপরই তিনি সন্তান প্রসব করেন। এরপর নিফাসের রক্ত হতে পবিত্রতা হাসিলের পর তিনি বিবাহের পয়গাম পাঠানোর জন্য নিজেকে সুসজ্জিত করেন। এ সময় তাঁর নিকট আবূ সানাবিল ইব্ন বা'কা, যিনি বনী আবদুদ-দার গোত্রের লোক ছিলেন এসে বলেন, আমি তোমাকে সুসজ্জিত অবস্থায় দেখছি, মনে হয় তুমি পুনঃবিবাহের ইচ্ছা করছো? আল্লাহর শপথ! তুমি ততক্ষণ পুনরায় বিয়ে করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি তোমার (মৃত স্বামীর) ইদ্দতকাল চার মাস দশদিন পূর্ণ না কর। সুবাইয়া বলেন, তার এরূপ উক্তি শোনার পর, আমি রাতে কাপড়-চোপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গমন করি এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি এরূপ ফাতোয়া দেন যে আমি তখনই হালাল হয়েছি, যখন আমি সন্তান প্রসব করেছি। এরপর তিনি আমাকে প্রয়োজনে বিয়ে করার নির্দেশ দেন রাবী ইব্ন শিহাব (রহ.) বলেন, যদি সে এখন বিয়ে করে, তবে আমি এতে দোষের কিছু দেখছি না; যখন সে তার সন্তান প্রসব করেছে। আর এখনও যদি তার নিফাসের রক্ত থাকে, এতেও বিবাহবন্ধনে কোন বিপত্তি নেই। অবশ্য সে তা হতে পবিত্রতা হাসিলের পর তার স্বামীর সাথে সহবাস করতে পারবে। (অর্থাৎ গর্ভবতীর ইদ্দত সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। প্রসবের পর তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়।)

٢٣٠٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . قَالَ عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرًا.

باب في عدة ام الولد

٢٣٠٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ . حَدَّثَهُمْ ح . وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى . عَنْ سَعِيدٍ . عَنْ مَطَرٍ . عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ . عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ . عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةً . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ.

باب المبتوتة لا يرجع اليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره

٢٣٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . عَنِ الْأَعْمَشِ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ . عَنِ الْأَسْوَدِ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ يَعْنِي ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ . فَدَخَلَ بِهَا . ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخَرِ . وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

তরজমা

২৩০৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি লি'আন (পরস্পর অভিসম্পাত) করতে চায়, আমি তার সাথে তা করতে প্রস্তুত। আল্লাহ্‌র শপথ! সুরা নিসা, যা তালাকের সূরা হিসাবেও পরিচিত, (স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর ইদ্দত সীমা) 'চার মাস দশ দিন' এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নাযিল হয়।

উম্মে ওলাদের ইদ্দত

২৩০৮। হযরত আমার ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আমাদের উপর তাঁর সুন্নাতকে মিশ্রিত করো না। রাবী ইবনুল মুসান্না বলেন, سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ আমাদের নবীর সুন্নাতকে। তার অর্থাৎ উম্মে ওলাদের ইদ্দত হল, যখন তার স্বামী (বা মনিব) মৃত্যুবরণ করে চার মাস দশ দিন।

তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা রমনী ততক্ষণ তার স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারবে না; যতক্ষণ না তাকে অন্য কোন স্বামী স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে

২৩০৯। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক (বায়েন) দেয়। এরপর সে (মহিলা) অপর একজনের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তার সাথে নির্জন বাসও করে। এরপর তার সাথে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দেয়। এ মহিলা কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি (আয়েশা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ ঐ মহিলা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য (পুণর্বার গ্রহণ করা) হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস সুখ ভোগ কর এবং সে ব্যক্তিও (দ্বিতীয় স্বামী) তার সাথে দৈহিক মিলনের সুখানুভব করে।

باب في تعظيم الزنا

٢٣١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . عَنْ مَنْصُورٍ . عَنْ أَبِي وَائِلٍ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ . أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ . قَالَ : فَقُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ . قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ . قَالَ : وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ } الآيَةَ

٢٣١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ حَجَّاجٍ . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ . أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : جَاءَتْ مِسْكِينَةٌ لِبَعْضِ الأَنْصَارِ . فَقَالَتْ : إِنَّ سَيِّدِي يُكْرِهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ فَنَزَلَ فِي ذٰلِكَ : { وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ }

٢٣١٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ . حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ . عَنْ أَبِيهِ . { وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ } . قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ غَفُورٌ لَهُنَّ الْمُكْرَهَاتِ .

তরজমা ---

যিনার ভয়াবহতা

২৩১০। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সব চাইতে বড় গোনাহ কোনটি? তিনি বলেন, যদি তুমি তোমার রবের সাথে কাউকে শরীক কর, আর অবস্থা এই যে, তিনি তোমার স্রষ্টা। তিনি বলেন, এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি, এরপর কোনটি তিনি বলেন, তুমি যদি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করে যে, সে তোমার সাথে খাবে। তিনি বলেন, এরপর কোনটি? তিনি বলেন, যদি তুমি তোমার প্রীতবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা কর। এরপর তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্যের সত্যতা প্রতিপাদনে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ

(অর্থ) "যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্‌কে আহ্বান করে না, আর তারা হত্যার অধিকার ছাড়া কোন জীবকে হত্যা করেনা এবং যিনায় লিপ্ত হয় না"...............আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

২৩১১। হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন একজন আনসার সাহাবীর মুসায়কা নাবী দাসী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে গিয়ে অভিযোগ পেশ করে যে, তার মনিব তাকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য বাধ্য করেছে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ

(অর্থ) "তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে যিনায় লিপ্ত হওয়ার জন্য বাধ্য করনা।

২৩১২। হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয মু'তামির তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আর তাদের মধ্যে যারা অপছন্দনীয় কাজ করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তার এ অপছন্দনীয় কাজের পরেও মার্জনাকারী, অনুগ্রহশীল। রাবী বলেন, সাঈদ ইব্‌ন আবুল হাসান বলেন, যারা বাধ্য হয়ে অপকর্ম করে, সেই সমস্ত নারীদের জন্য আল্লাহ ক্ষমাশীল।

كتاب الصيام

রোযা অধ্যায়

তিনটি জরুরি কথা শুরুতেই কয়েকটি কথা জেনে রাখা প্রয়োজন :

১. 'সিয়াম' এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, ২. রোজার গুরুত্ব ও তাৎপর্য,

৩. মানব জীবনে রোজার উপকারিতা, ৪. রোজা সম্পর্কে বিশ্ব বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতামত

প্রথম আলোচনা : 'সিয়াম' এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ,

'সিয়াম' এর আভিধানিক অর্থ إمساك অর্থাৎ বিরত থাকা। পানাহার থেকে অথবা কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে হোক। যেমন কোরআন শরীফের আয়াতের মধ্যে আছে- إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا

আর শরীয়তের পরিভাষায় 'সাওম' এর অর্থ হল الإمساك عن المفطرات الثلاثة الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنيته অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে পানাহার এবং স্ত্রী সঙ্গম থেকে বিরত থাকা।

২য় আলোচনা : রোজার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

রোজা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। সওম পালন মুসলিম উম্মাহর প্রতি আরোপিত অভূতপূর্ব কোন বিধান নয়। ইহুদী-খৃস্টানসহ পূর্ববর্তী সকল ধর্মাবলম্বীর প্রতিই সিয়াম সাধনার নির্দেশ ছিল। সকল ধর্মের অনুসারীগণ কোনও না কোনভাবে সওম পালন করে থাকে। এমনকি পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও উপবাস পালনের রেওয়াজ দেখা যায়। কুরআন মাজীদের ইরশাদ হচ্ছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ

অর্থ: "হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি, যাতে তোমরা খোদাভীরু হতে পার।" (সূরা: বাক্বারা, আয়াত: ১৮৩)

এ আয়াত দ্বারা আমরা তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানতে পারি।

(ক) রোজার হুকুম কি? (খ) পূর্ববর্তী আসমানী ধর্মেও রোজার বিধান ছিল নাকি?

(গ) আরো জানতে পারি আমাদেরকে রোজার বিধান কেন দেয়া হয়েছে?

রমযানের রোজা কেন ফরজ করা হয়েছে এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অতি সংক্ষেপে ইরশাদ করেছেন, لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার। অর্থাৎ, বান্দাকে মুত্তাকী বা খোদাভীরু বানানো-ই রোজার লক্ষ।

রমজান মাসের রোজা পালনকে ফরজ ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন,

شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ

وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

"রমজান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে পবিত্র কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্যদিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য (সকল কাজ) সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য (কোন কিছু) কঠিন করতে চান না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুণ আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।" (সূরা: আল বাক্বারা, আয়াত: ১৮৫)

রমযানের রোজা মানুষের সকল গুনাহ ও পাপ প্রবণতা, অন্যায় ও অসৎ মানসিকতা, পাশবিক কামনা বাসনা এবং আত্মার সকল প্রকার কলুষতাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে রোজাদারকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে দেয়। 'রমজান' মাসের ইবাদতের মাধ্যমে রোজাদারগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি, আল্লাহর ক্ষমা প্রদর্শন, আল্লাহর যিম্মাদারী, আল্লাহর ভালবাসা ও আল্লাহর নিয়ামত লাভ করে থাকেন। রমজান মাসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হল, আল্লাহ তায়ালা এ মাসটিকে স্বীয় ওহী এবং আমসানী কিতাব নাযিল করার জন্য মনোনীত করেছেন। কুরআন ও (প্রথম) এ মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, রাসূল কারীম ﷺ বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সহীফা রমজান মাসের ১লা তারিখে নাযিল হয়েছিল। আর রমযানের ৬ তারিখে তওরাত, ১৩ তারিখে ইঞ্জিল এবং ২৪ তারিখে কুরআন নাযিল হয়েছে। হযরত জাবের (রা.) এর রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, যবুর রমযানের ১২ তারিখে এবং ইঞ্জিল ১৮ তারিখে নাযিল হয়েছে (মা'আরেফুল কুরআন, ইবনে কাসীর)

৩য় আলোচনা : মানব জীবনে রোজার উপকারিতা

মহান আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী তাঁর কোন আদেশই উপকার শূন্য নয়। আমারা দেখতে পাই, রোজার মধ্যেও অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্য থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ

১. রোজা দ্বারা বান্দা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়। ২. মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য সুদৃঢ় হয়। ৩. ব্যক্তিজীবনে তাকওয়ার গুণ অর্জিত হয়। ৪. হিংস্র, পশুত্ব ও অসৎ চরিত্র দূরীভূত হয়; ৫. আত্মা পবিত্র ও শান্ত হয়। ৬. আমলে মনোনিবেশ বাড়ে। ৭. দৃষ্টি ও জীবনী শক্তি বাড়ে। ৮. আল্লাহর ভালবাসা সৃষ্টি হয়। ৯. দেহ ও মনের সুস্থতা অর্জিত হয়। ১০. ধৈর্য ও ত্যাগের মানসিকতা তৈরী হয়। ১১. চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। ১২. আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়; ১৩.সম্পদের পবিত্রতা হাসিল ও ইনসাফ ভিত্তিক বণ্টননীতি শিক্ষা দেয়। ১৪. আত্ম সংযম ও আত্ম নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা দেয়। ১৫. রোজা দেহের যাকাত, এতে দেহ-মন পবিত্র হয়। ১৬. ধনীরা গরীবদের দুঃখ বুঝতে শিখে। ১৭.একই আমল দ্বারা সর্বস্তরের মুসলমানের ইমান সুদৃঢ় হয় ও মনে আনন্দ আসে।

৪র্থ আলোচনা : রোজা সম্পর্কে বিশ্ব বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতামত

ডাক্তার এ এম গ্রিমী বলেন, রোজার সামগ্রীক প্রভাব মানব স্বাস্থ্যের উপর অটুটভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে এবং রোজার মাধ্যমে শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

অধ্যক্ষ ডি. এফ ফোর্ডের অভিমত হচ্ছে, রোজা পালন আত্মশুদ্ধি ও সংযমের অন্যতম উপায়। যার মাধ্যমে স্রষ্টাকে পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায়। হিংসা বিদ্বেষ ও মন্দ স্বভাব হতে দূরে সরে থাকা যায় এবং খুব সহজেই নফস বা কুপ্রবৃত্তিকে দাবিয়ে রাখা যায়। রোজার মাধ্যমে সৈনিক সুলভ সাহসিকতা, প্রবৃত্তি দমনে অদম্য শক্তি সৃষ্টি হয়। রোজার মাধ্যমে হস্তমৈথুন, নর-নারী মৈথুন, সমকামিতা ইত্যাদি কুঅভ্যাস হতে রক্ষা পাওয়া যায়। এইডস, সিফিলিস, গনোরিয়া ইত্যাদি মারাত্মক রোগ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

কবি আর্নল্ড রোজার মাহাত্ম্য স্বীকার করে লিখেছেন, সত্যের খাতিরে বাধ্য হয়ে বলছি যে, ইসলাম ধর্ম মানব প্রবৃত্তি সমূহকে প্রশ্রয় দেয়ার কারনে প্রসার লাভ করছে পাশ্চাত্যের এরূপ ধারণা অমুলক। ইসলাম ধর্মের অবশ্য পালনীয় ইবাদত রোজাই এরূপ ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

ডঃ কারলাইন বলেন, ইসলাম ভোগ বিলাসিতার ধর্ম নয়। ইসলাম কঠোর ও কঠিন ধর্ম। রোজার সাধনা, দিনে পাঁচ বার নামাজ, শরীরের প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি যে ধর্মের অঙ্গ সেই ধর্ম ভোগবিলাসিতার ধর্ম হতে পারেনা।

অতএব, ভাই-বোনেরা আসুন আমরা এই পবিত্র মাসকে অভ্যার্থনা জ্ঞাপনের প্রস্তুতি নেই যেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে থাকতেন আমাদের প্রিয় নবী ﷺ এবং দুনিয়াদারীর ঝামেলা কিছু কম করে কায়-মনোবাক্যে এই মহান মাসটির প্রতিটি মূহুর্তকে আবদ্ধ রাখি। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এবং সকল পাঠককে ও দুনিয়ার মুসলিম নর-নারীকে রোজাদার হওয়ার তাওফীক দান করুন। **আল্লাহুম্মা আমীন!**

باب مبدأ فرض الصيام

٢٣١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } فَكَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّوُا الْعَتَمَةَ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ وَصَامُوا إِلَى الْقَابِلَةِ فَاخْتَانَ رَجُلٌ نَفْسَهُ فَجَامَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَلَمْ يُفْطِرْ فَأَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ ذٰلِكَ يُسْرًا لِمَنْ بَقِيَ وَرُخْصَةً وَمَنْفَعَةً فَقَالَ سُبْحَانَهُ { عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ } الآيَةَ وَكَانَ هٰذَا مِمَّا نَفَعَ اللهُ بِهِ النَّاسَ وَرَخَّصَ لَهُمْ وَيَسَّرَ.

٢٣١٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ . أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ . أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ . عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا صَامَ . فَنَامَ لَمْ يَأْكُلْ إِلَى مِثْلِهَا . وَإِنَّ صِرْمَةَ بْنَ قَيْسٍ الأَنْصَارِيَّ أَتَى امْرَأَتَهُ . وَكَانَ صَائِمًا . فَقَالَ : عِنْدَكِ شَيْءٌ . قَالَتْ : لاَ . لَعَلِّي أَذْهَبُ فَأَطْلُبُ لَكَ شَيْئًا . فَذَهَبَتْ وَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَجَاءَتْ . فَقَالَتْ : خَيْبَةٌ لَكَ فَلَمْ يَنْتَصِفِ النَّهَارُ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ . وَكَانَ يَعْمَلُ يَوْمَهُ فِي أَرْضِهِ . فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَنَزَلَتْ : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ } قَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ : { مِنَ الْفَجْرِ }

তরজমা --

সিয়াম ফরয হওয়ার সূচনা

২৩১৩। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। (আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ (অর্থ) "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তা তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য ফরয করা হয়েছিল।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে লোকেরা যখন এশার নামায পড়ত, তখন তাদের জন্য পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হারাম হয়ে যেত এবং তারা পরবর্তী রাতে পর্যন্ত রোযা রাখত। তখন একব্যক্তি নিজের নফসের প্রতি খিয়ানত করে তাঁর স্ত্রীর সাথে সহবাস করে। আর সে এশার নামায আদায় করেছিল, কিন্তু ইফ্‌তার করেনি, (অর্থাৎ সন্ধ্যার পর কোন খাদ্য গ্রহণ করেনি)। এরপর আল্লাহ্ তা'য়ালা এ নির্দেশ অন্যান্যদের জন্য সহজ স্বেচ্ছাধীন ও উপকারী করবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন ঃ (অর্থ) "আল্লাহ্ জানেন, তোমরা তোমাদের নফসের প্রতি (পানাহার ও সহবাসের দ্বারা) খিয়ানত করেছিলে।" আর এ নির্দেশ দ্বারা আল্লাহ্ মানুষের উপকার করেছেন এবং এটা তাদের জন্য সহজ ও স্বেচ্ছাধীন করেছেন।

২৩১৪। হযরত বারা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন রোযা রাখত তখন যদি কেউ না খেয়ে ঘুম যেত তবে তাকে পরবর্তী রাত পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে হত। একদা সুরামা ইব্‌ন কায়েস সারাদিন রোযা রাখার পর রাতে তার স্ত্রীর নিকট আসে তাকে বলে, তোমার নিকট কোন খাদ্য আছে কি? সে বলে, না। তবে আমি যাই তোমার জন্য খাদ্যের জোগাড় করে আনি। সে (স্ত্রী) যাওয়ার পর, সে (স্বামী) গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এরপর খাদ্য নিয়ে ফিরার পর তাকে নিদ্রিত দেখে সে বলে, তোমার জন্য বঞ্চিত থাকা ছাড়া আর কিছুই নাই। পরের দিন সে যখন তার যমীনে কর্মরত ছিল, তখন দ্বিপ্রহর হয়ে পড়ে। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যখন তা উল্লেখ করা হয়, তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "তোমাদের জন্য রামাদ্বানের রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস হালাল করা হল أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ হতে مِنَ الْفَجْرِ পর্যন্ত।

باب نسخ قوله تعالى : {وعلى الذين يطيقونه فدية}

٢٣١٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ . عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ . عَنْ بُكَيْرٍ . عَنْ يَزِيدَ . مَوْلَى سَلَمَةَ . عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ : {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} . كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ . حَتَّى نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

٢٣١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} . فَكَانَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَدِيَ بِطَعَامِ مِسْكِينٍ افْتَدَى وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ . فَقَالَ : {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} . وَقَالَ : {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

باب من قال : هي مثبتة للشيخ والحبلى

٢٣١٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا أَبَانُ . حَدَّثَنَا قَتَادَةُ . أَنَّ عِكْرِمَةَ . حَدَّثَهُ . أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ.

তরজমা --

"যারা রোযার সামর্থ রাখে অথচ রোযা রাখেনা তারা ফিদ্য়া আদায় করবে" আল্লাহ্ তায়ালার এ বাণী মান্সূখ্ হওয়া প্রসঙ্গে

২৩১৫। হযরত সালামা ইব্ন আল্ আকওয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (অর্থ) "যারা সামর্থবান (অথচ রোযা রাখেনা বা রোযা রাখার ক্ষমতা রাখেনা) তারা মিসকীনদের ফিদ্য়া দিবে।' আমাদের মধ্যে যারা রোযা না রেখে ফিদ্য়া দেওয়ার ইচ্ছা করত, তারা তা করত। এরপর পরবর্তী আয়াত নাযিল হওয়ায় পূর্ববর্তী আয়াতের হুকুম মান্সূখ্ (রহিত) হয়ে যায়।

২৩১৬। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ যারা সামর্থবান, তারা মিসকীনদের ফিদ্য়া দিবে। এরপর তাদের মধ্যে যে মিসকীনদের ফিদ্য়া দিতে ইচ্ছা করত, সে তা দিত এবং সে নিজের রোযা পূর্ণ করত। এরপর আল্লাহ্ বলেন ঃ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ যে ব্যক্তি বেশী দান খয়রাত করবে, তা তার জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তবে তা অধিক উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ যে ব্যক্তি রামাদ্বানের মাসে পৌঁছে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে। আর যে রোগগ্রস্ত হবে বা সফরে থাকবে সে তা অন্য দিনে গণনা করবে, অর্থাৎ রোযা আদায় করবে।

বৃদ্ধ ও গর্ভবতীর জন্য রোযা না রেখে ফিদ্য়া দেওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ বহাল রয়েছে বলে যারা মতপোষণ করেন

২৩১৭। হযরত ইকরামা (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ (ঐচ্ছিক ব্যাপারের) নির্দেশ কেবলমাত্র বৃদ্ধ ও গর্ভবতীদের জন্য বহাল রয়েছে।

٢٣١٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي عَلَى أَوْلاَدِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا.

باب الشهر يكون تسعا وعشرين

٢٣١٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ. وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا. وَخَنَسَ سُلَيْمَانُ أُصْبُعَهُ فِي الثَّالِثَةِ. يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَثَلاَثِينَ

٢٣٢٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ شَعْبَانُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَظَرَ لَهُ فَإِنْ رُئِيَ فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يُرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلاَ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ صَائِمًا قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ وَلاَ يَأْخُذُ بِهٰذَا الْحِسَابِ

তরজমা --

২৩১৮। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (অর্থ) "যারা সামর্থবান তারা মিসকীনদের ফিদ্‌য়া দিবে। তিনি বলেন, এ আয়াতটি অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা লোকের জন্য ঐচ্ছিক ব্যবস্থা স্বরূপ। যদি তারা রোযা রাখতে সামর্থ হয়, তবে রোযা রাখবে অন্যথায় প্রত্যহ একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারীনী স্ত্রীলোকগণ যদি সন্তানের ক্ষতির ভয় করে, তবে তাদের জন্যও এ নির্দেশ বহাল রয়েছে। ইমাম আবূ দাঊদ (রহ) বলেন, যদি তারা তাদের সন্তানের ব্যাপারে ভীত হয়, তবে তারা রোযা না রেখে (মিস্‌কীনকে) খাদ্য খাওয়াতে পারে।

মাস উনত্রিশ দিনেও হয়

২৩১৯। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমরা উম্মী জাতির "অন্তর্ভূক্ত । আমরা লিখতে জানিনা এবং মাসের হিসাবও করতে পারি না। এরপর তিনি এ্রূপ, এরূপ ও এরূপ বলে (তিনবার) নিজের (দশ) অংগুলি প্রসারিত করেন। রাবী সুলায়মান তৃতীয়বারে তার একটি আংগুল সংকুচিত করেন, অর্থাৎ রোযার মাস উনত্রিশ বা তিরিশ দিনে হয় (এর প্রতি ইশারা করেন)।

২৩২০। হযরত ইবন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ রোযার মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। কাজেই তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রাখবে না এবং চাঁদ (শাওয়ালের) না দেখে ইফতারও করবে না। আর তোমাদের আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে তোমরা ত্রিশ রোযা পূর্ণ করবে। রাবী বলেন, এরপর ইব্‌ন উমার (রা.) যখন শাবানের উনত্রিশ তারিখ হত, তখন তিনি রামাদ্বানের চাঁদ অন্বেষন করতেন। যদি তিনি তা দেখতে পেতেন, তবে তিনি রোযা রাখতেন। আর যদি তিনি তা মেঘের প্রতিবন্ধকতা বা ধুলিচ্ছন্নতা না থাকা অবস্থায় খোলা আকাশে চাঁদ দেখতে না পেতেন, তবে তিনি পরদিন সকালে রোযা না রেখে খানা খেতেন। আর মেঘাচ্ছন্নতার বা অন্য কোন কারণে, যদি তিনি চাঁদ (রামাদ্বানের) দেখতে সক্ষম না হতেন তবে পরদিন রোযা রাখতেন। রাবী বলেন, ইবন উমার (রা.) লোকদের সাথে ইফতার করতেন, আর তিনি একে (রামাদ্বানের) রোযা হিসাবে গণনা করতেন না, (বরং তা হত তার নফল (রোযা)।

٢٣٢١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ . حَدَّثَنِي أَيُّوبُ . قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ بَلَغَنَا . عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ . ابْنِ عُمَرَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقْدَرُ لَهُ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا هِلاَلَ شَعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا . فَالصَّوْمُ إِنْ شَاءَ اللهُ لِكَذَا وَكَذَا . إِلاَّ أَنْ تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَ ذٰلِكَ

٢٣٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَا صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا مَعَهُ ثَلاَثِينَ

٢٣٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ . حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ . عَنْ أَبِيهِ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ . وَذُو الْحِجَّةِ .

باب إذا أخطأ القوم الهلال

٢٣٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ قَالَ : وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ . وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ . وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ . وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ . وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ . وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ .

তরজমা ---

২৩২১। হযরত আইউব বলেন, উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহ.) বসরার অধিবাসীদের নিকট এমর্মে পত্র লেখেন যে, ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসটি আমাদের নিকট পৌঁছেছে। তবে তিনি (উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আর গণনার জন্য উত্তম পন্থা হল, আমরা শা'বানের নূতন চাঁদকে অমুক বা অমুক তারিখে দেখি, কাজেই রোযা ইনশা আল্লাহ্ অমুক তারিখে হবে তা বলতে পারি। অবশ্য যদি উনত্রিশে শাবানের পর রামাদ্বানের চাঁদ দেখা যায় তবে রোযা রাখতে হবে।

২৩২২। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে পূর্ণ ত্রিশদিন রোযা রাখার চাইতে উনত্রিশ দিন রোযা বেশী রেখেছি।

২৩২৩। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাক্‌রা তাঁর পিতা হতে, তিনি নবী করীম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ দু ঈদের মাস সাধারণত (ত্রিশ দিনের) কম হয় না এবং তা হল রামাদ্বান ও যিল্ হাজ্জ মাস। (অর্থাৎ একই বছর উভয় মাস ২৯ দিনের হয় না। বরং একটি ৩০ দিনের ও অপরটি ২৯ দিনের হতে পারে।)

নুতন চাঁদ দেখতে লোকেরা ভুল করলে

২৩২৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নতুন চাঁদ দর্শনে লোকজনের ভুল-ত্রুটির কথা উল্লেখ করা হলে তিনি ইরশাদ করেন ঃ যেদিন তোমরা সকলে রোযা রাখবে না সেদিন হল ঈদুল ফিত্‌র আর কুরবানীর ঈদ সে দিন যেদিন তোমরা সকলে কুরবানী করবে। আর আরাফাত ময়দানের সর্বত্রই অবস্থানের জায়গা। মিনার পূর্ণ অংশই কুরবানীর স্থান। আর মক্কার প্রতিটি রাস্তাই কুরবানীর স্থান এবং পুরো মুযদালিফাই অবস্থান স্থান। (অর্থাৎ আরাফাতের যে কোন স্থানে কিয়াম করা যায় আর মুযদালিফার যে কোন স্থানে রাত্রিযাপন করা যায় এবং মিনা ও মক্কার রাজপথে যে কোন স্থানে কুরবাণী করা যায়।)

قوله : شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

রমজানের ঈদ তো শাওয়াল মাসে হয়ে থাকে কিন্তু এই চাঁদ যেহেতু রমজানের শেষ দিনে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে সৃষ্টি হয় এ কারণে রমযানকে ঈদের মাস বলে দেয়া হয়েছে। অথবা এ কারণে যে, ঈদ মূলত রমজানের খুশীর উপর হয়ে থাকে অথবা রমজানের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে ঈদের মাস বলা হয়েছে।

"দু ঈদের মাস সাধারণত (ত্রিশ দিনের) কম হয় না" এর ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্য আছে।

১. এ দুটি মাস এক সঙ্গে একই বছরে কম হয় না। এটা আহমদ রহ. এর বক্তব্য। যেমন, তিরমিযী রহ. আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন।

شهرا عيد لا ينقصان يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة
شهر رمضان وذو الحجة إن نقص أحدهما تم الأخر

অর্থ হলো, এক বছরে রমজান এবং জিলহজ দুটি মাস ২৯ দিনে হয় না। এগুলোর মধ্য হতে একটি যদি উনত্রিশ দিনের হয় তবে দ্বিতীয়টি অবশ্যই হবে ত্রিশ দিনের। তবে এই বক্তব্যটি দিব্যি দৃষ্টির বিপরীত এবং সুস্পষ্ট ভুল।

২. এ দুটি মাস আহকামের ক্ষেত্রে কম হয় না। অর্থাৎ, এগুলোতে আহকাম পরিপূর্ণ। যদিও এ দুটি মাস ২৯ দিনেই হোক না কেনো, আহকাম এগুলোর ওপর পূর্ণ ৩০ দিনের জারি হবে। ইমাম তাহাবি ও বায়হাকি রহ. এই বক্তব্যটি অবলম্বন করেছেন।

৩. একই বছরে এ দুটি মাস একই সঙ্গে বেশির ভাগ কম হয় না। এমন যদিও বাস্তবে নগণ্য হয়ে থাকে। হাফেজ রহ. এ ব্যাখ্যা ফাতহুল বারিতে বর্ণনা.করেছেন।

৪. এ দুটি মাস বাস্তবে একই সঙ্গে কম হয় না। যদিও কোনো ওজরের কারণে বাহ্যিক দৃষ্টিতে উনত্রিশ দিন জানাও যায়, তবুও বাস্তবে উভয়টি ২৯ দিনের হবে না।

৫. ফজিলতের দিক দিয়ে এ দুটি মাস কম হয় না। অর্থাৎ, জিলহজের দশ দিনও ফজিলতের দিক দিয়ে রমজানের মতো।

৬. এ দুটি মাস কোনো নির্দিষ্ট বছরে কম হয় না। এটা হলো, সে বছর যে বছর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটিবলেছিলেন।

৭. অনেকে এটাকে বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ, এই মাসগুলো কখনও ২৯ দিনে হয় না। তবে এই বক্তব্যটি দিব্যিদৃষ্টির খেলাফ ও সুস্পষ্ট বাতিল।

৮. এই দুটি মাসে দিনের হিসেবে যদিও বাস্তবে কিছু কম হয় তবুও এর ক্ষতিপূরণ এই দুটি মাসের মহান শানের দ্বারা হয়ে যাবে। সুতরাং এই দুটিকে ত্রুটি যুক্ত বলা বা কম হয়েছে বলা উচিত নয়।

৯. ইসহাক রহ. এর মতে এই দুটি মাস যদি দিনের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য করে কমও হয় তবুও সওয়াবগতভাবে কম হবে না।

قوله : رَمَضَانُ

রমজানের নামকরণের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। অনেকে বলেছেন, এটি رمض শব্দ হতে নিষ্পন্ন। যার অর্থ, ভীষণ তাপ ও প্রচণ্ড গরম। যে বছর এই মাসের এই নাম রাখা হয়েছে সে বছর যেহেতু এই মাসটি এসেছিলো প্রচণ্ড গরমের সময়, তাই এর নাম রাখা হয়েছে রমজান।

কারো কারো বক্তব্য হলো, এর নামকরণের কারণ হলো, এটি গুনাহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়।

باب إذا اغمي الشهر

٢٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ . قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ . ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ . فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ .

٢٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ . حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ . عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ . عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ . عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ . أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ . ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ . أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ سُفْيَانُ . وَغَيْرُهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ . عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسَمِّ حُذَيْفَةَ .

باب من قال : فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

٢٣٢٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ . عَنْ زَائِدَةَ . عَنْ سِمَاكٍ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ . وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ . وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ . ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ . فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ . فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ . ثُمَّ أَفْطِرُوا . وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ . وَشُعْبَةُ . وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ . عَنْ سِمَاكٍ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَقُولُوا : ثُمَّ أَفْطِرُوا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهُوَ حَاتِمُ بْنُ مُسْلِمٍ ابْنُ أَبِي صَغِيرَةَ . وَأَبُو صَغِيرَةَ زَوْجُ أُمِّهِ .

তরজমা ---

মেঘাচ্ছন্নতার জন্য নতুন চাঁদ না দেখার কারণে, রোযার মাস যদি গোপন থাকে

২৩২৫। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবু কায়েস বলেন, আমি আয়েশা (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শাবান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসের দিন উত্তমভাবে মুখস্থ রাখতেন না। এরপর রামাদ্বানের চাঁদ দেখে রোযা শুরু করতেন। যদি (উনত্রিশে শাবান) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকত তবে তিনি ত্রিশ দিন পূর্ণ করতেন। এরপর রোযা রাখতেন।

২৩২৬। হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ রামাদ্বানের চাঁদ দেখা না গেলে অথবা শা'বানের ত্রিশ দিন পূর্ণ না হলে তোমরা রোযাকে এগিয়ে আনবে না। রোযার চাঁদ দেখা গেলে অথবা শা'বানের (ত্রিশ) দিন পূর্ণ হলেই রোযা রাখা আরম্ভ করবে এবং যে পর্যন্ত শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় অথবা রোযার (ত্রিশ) দিন পূর্ণ না হয় সে পর্যন্ত রোযা রেখে যাবে। অর্থাৎ চাঁদ দেখে রোযা শুরু করবে এবং চাঁদ দেখেই রোযা শেষ করবে।

যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে তোমরা ত্রিশ রোযা রাখবে

২৩২৭। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা রামাদ্বানের মাস আসার এক বা দু'দিন পূর্ব রোযা রাখবে না, অবশ্য যদি কেউ এরূপ রোযা রাখায় অভ্যস্ত থাকে, তবে স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর রামাদ্বানের চাঁদ দেখার পূর্বে তোমরা রোযা রাখবে না এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখার পূর্ব পর্যন্ত রামাদ্বানের রোযা রাখবে। আর যদি এর মধ্যে মেঘাচ্ছন্নতা থাকে, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে এবং পরে ইফতার করবে আর সাধারণতঃ চন্দ্রমাস হয় উনত্রিশ দিনে।

باب في التقدم

٢٣٢٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ ثَابِتٍ . عَنْ مُطَرِّفٍ . عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَسَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ . عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ . عَنْ مُطَرِّفٍ . عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ : هَلْ صُمْتَ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ شَيْئًا ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ : فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا . وَقَالَ : أَحَدُهُمَا يَوْمَيْنِ

٢٣٢٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ . مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ . عَنْ أَبِي الأَزْهَرِ الْمُغِيرَةِ بْنِ فَرْوَةَ . قَالَ : قَامَ مُعَاوِيَةُ فِي النَّاسِ بِدَيْرِ مِسْحَلٍ الَّذِي عَلَى بَابِ حِمْصَ . فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا . وَأَنَا مُتَقَدِّمٌ . فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلْيَفْعَلْهُ . قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَئِيُّ . فَقَالَ : يَا مُعَاوِيَةُ . أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأْيِكَ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : صُومُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ

٢٣٣٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ . فِي هٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ : قَالَ الْوَلِيدُ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ . يَقُولُ : سِرُّهُ أَوَّلُهُ

٢٣٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ . حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ . قَالَ : كَانَ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ . يَقُولُ : سِرُّهُ أَوَّلُهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : سِرُّهُ وَسَطُهُ . وَقَالُوا : اٰخِرُهُ .

তরজমা --

রামাদ্বান আসার পূর্বে রোযা রাখা

২৩২৮। হযরত ইম্‌রান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি শাবানের শেষদিকে রোযা রাখ? সে বলেন, না। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি রামাদ্বানের রোযা শেষ করবে, তখন একদিন রাবী আহ্‌মাদ বলেন বা দু'দিন রোযা রাখবে।

২৩২৯। হযরত আবূ আল্‌-আয্‌হার আল্‌-মুগীরা ইব্‌ন ফারওয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মু'আবিয়া (রা.) লোকদের সামনে খুত্‌বা দেয়ার জন্য এমন একটি ঘরে দাঁড়ান যেখানে হিমসের বৈরাগীরা বসবাস করত। এরপর তিনি বলেন, হে জনগণ! আমরা অমুক দিন, চাঁদ দেখেছি। কাজেই আমরা রোযা রাখতে যাচ্ছি। আর যে ব্যক্তি এরূপ করতে ভালবাসে, সে যেন তা করে। রাবী বলেন, তখন তাঁর সামনে মালিক ইব্‌ন হুবায়রা আল্‌-সাবায়ী দাঁড়িয়ে বলেন, হে মু'আবিয়া! তুমি তা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছি না এটা তোমার নিজের অভিমত? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা (শাবান) মাসে রোযা রাখবে এবং বিশেষভাবে এর শেষের দিকে।

২৩৩০। সুলায়মান ইব্‌ন আবদুর রহমান দিমাশ্‌কী বর্ণনা করেন যে, অলীদ বলেন, আমি আবু আম্‌র আল-আওযায়ী হতে শুনেছি হাদীসে বর্ণিত سِرُّهُ অর্থ أَوَّلُهُ।

২৩৩১ আহমাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহেদ সূত্রে বর্ণিত আবূ মাসহার বলেন, সাঈদ অর্থাৎ আবদুল আযীয বলতেন سِرُّهُ শব্দের অর্থ প্রথমাংশ। (অর্থাৎ 'শাবানের প্রথমাংশে রোযা রাখার তাগিদ দিয়াছেন।)

ইমাম আবূ দাউদ বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, سِرُّهُ অর্থ মাঝের অংশ, অনেকে বলেছেন শেষের অংশ।

باب إذا رئي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

٢٣٣٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ . أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ . أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ . أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ . بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ . بِالشَّامِ . قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتَهَلَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ . فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ . فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ . ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ قُلْتُ : رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . قَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . وَرَآهُ النَّاسُ . وَصَامُوا . وَصَامَ مُعَاوِيَةُ . قَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ . فَلَا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلَاثِينَ . أَوْ نَرَاهُ . فَقُلْتُ : أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ . قَالَ : لَا . هٰكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم .

٢٣٣٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ . حَدَّثَنِي أَبِي . حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ . عَنِ الْحَسَنِ . فِي رَجُلٍ كَانَ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَصَامَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ . وَشَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْأَحَدِ . فَقَالَ : لَا يَقْضِي ذٰلِكَ الْيَوْمَ الرَّجُلُ . وَلَا أَهْلُ مِصْرِهِ . إِلَّا أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ قَدْ صَامُوا يَوْمَ الْأَحَدِ فَيَقْضُونَهُ .

তরজমা ---

যদি কোন শহরে অন্যান্য শহরের এক রাত আগে চাঁদ দেখা যায়

২৩৩২। হযরত কুরায়েব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে ফায্‌ল বিনতে হারিস তাঁকে মু'আবিয়ার নিকট শাম (সিরিয়া) দেশে পাঠান। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া পৌছে, তার প্রয়োজন পূর্ণ করি। আমি সিরিয়া থাকাবস্থায় রামাদ্বানের চাঁদ উঠে এবং আমরা উহা জুমু'আর রাত্রিতে দেখি। এরপর আমি রামাদ্বানের শেষের দিকে মদীনায় ফিরে আস। ইবন আব্বাস (রা.) আমাকে সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং বিশেষ করে চাঁদ দেখা সম্পর্কে বলেন, তোমরা রামাদ্বানের চাঁদ কখন দেখেছিলে? আমি বলি, আমি তা জুমু'আর রাতে দেখেছি। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি নিজেও কি তা দেখেছিলে? আমি বলি, হাঁ এবং অন্যান্য লোকেরাও দেখে এবং তারা রোযা রাখে, এমনকি মু'আবিয়াও রোযা রাখেন। তিনি বলেন, আমরা তো তা শনিবারে দেখেছি। কাজেই আমরা ত্রিশ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত রোযা রাখব অথবা শাওয়ালের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রেখে যাবো। আমি জিজ্ঞাসা করি, মু'আবিয়ার দর্শন ও রোযা রাখা কি এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়? তিনি বলেন, না। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

২৩৩২। হযরত হাসান রাঃ হতে বর্ণিত। যে ব্যক্তি কোন শহরে সোমব বার রোযা রাখে, আর দু'ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, তারা রোব বারের রাত্রে (শনিবার দিবাগত রাত্রে) চাঁদ দেখেছে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, উক্ত ব্যক্তি ও তার শহরবাসি ঐ দিনের রোযার কাজা করবেনা। তবে যদি তারা জানতে পারে যে, কোন মুসলিম নগরীর শহরবাসি রোব বার রোজা রেখেছে, তাহলে তারা ঐ দিনের রোযার কাজা করবে।

তাশরীহ ---

قوله : إذا رئي الهلال

চাঁদ দেখার প্রমাণ কয়েকটি জিনিসের মাধ্যমে হয়ে থাকেঃ

১। الشهادة على الرؤية অর্থাৎ নিজে দেখার সাক্ষী দিয়েছে।

২। الشهادة على الشهادة অর্থাৎ কেউ নিজের দেখার উপর ক্বাজীর সামনে সাক্ষী দিয়েছে এবং অন্য মানুষ সামনে উপস্থিত ছিল যে অন্য জায়গায় গিয়ে এর উপর সাক্ষী দিয়েছে। তা এর দ্বারা চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে।

৩। شهادة على القضاء অর্থাৎ ক্বাজী চাঁদ দেখা প্রমানিত বলে ফয়সালা দিয়েছেন এবং এক ব্যক্তি অন্য জায়গায় গিয়ে এর সাক্ষী দিয়েছে। তো ওখানকার লোকদের জন্যও চাঁদ দেখা গৃহীত হয়ে যাবে।

৪। استفاضة الخبر من جهات شتى অর্থাৎ চাঁদ দেখা গৃহীত হয়ে যাবে এবং তা সারাদেশে প্রচারিত হয়ে যায়। মুতাওয়ানে হানাফিয়ার মধ্যে এ মাসআলা লিপিবদ্ধ আছে যে, রমজানের চাঁদ একজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির সাক্ষীর দ্বারা প্রমানিত হয়ে যাবে যদি আসমান মেঘাচ্ছন্ন হয়। আর যদি আসমান পরিস্কার হয় তাহলেএরূপ একদল মানুষের সাক্ষীর প্রয়োজন যাদের কথায় পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে যায়। আর ঈদের চাঁদের জন্য আসমান মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে দুইজন ন্যায়পরায়ণ মানুষের সাক্ষীর প্রয়োজন। আর আকাশ পরিস্কার হলে রমজানের চাঁদের মত। কিন্তু দুররে মুখতার এবং অন্যান্য ব্যাখ্যা গ্রন্থের মধ্যে এ কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, যদি এক ব্যক্তি শহরের বাহির থেকে এসে অথবা উচুঁ স্থান থেকে এসে চাঁদ দেখার সংবাদ দেয় তাহলে মেঘমুক্ত দিনেও এর সংবাদে চাঁদ দেখা প্রমানিত হয়ে যাবে।

ইমাম তাহাবী এবং মরগীনানী একে مختار للفتوى বলেছেন। كمافي معارف السنن

اختلاف مطالع এর মাসআলাঃ

قوله : أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِه

এখানে اختلاف مطالع উদয়াচলের ভিন্নতা গ্রহণ যোগ্য কি না? এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যার মূল কথা হলো যে, এক শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখেছে এবং তাদের দেখার খবর অন্য কোন শহরের অধিবাসীদের কাছে প্রচারিত হয়েছে। তাহলে ওই শহরের অধিবাসীদের উপরও রোযা রাখা বা ঈদ করা জরুরী কি না? তো আমাদের মুতুন কিতাবাদীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, এক শহরের দেখার কারণে অন্য শহরের অধিবাসীদের উপর রোযা রাখা অথবা ঈদ করা জরুরী হবে। যদিও উভয় শহরের মধ্যখানে অনেক দূরত্ব থাকে। আর এর বর্ণনা আমাদের কিতাবাদীতে এরূপ করা হয়েছে لا عبرة لاختلاف المطالع।

আর শাফেয়ীগণ বলেন যে, اختلاف مطالع এর গুরুত্ব দিতে হবে অর্থাৎ এক শহরের অধিবাসীদের দেখার কারণে অন্য শহরের অধিবাসীদের উপর রোযা রাখা অথবা ঈদ করা জরুরী হবে না বরং প্রত্যেক শহরের অধিবাসীগণ নিজেদের দেখার উপরই নির্ভর রাখতে হবে।

কিন্তু আমাদের আল্লামা যায়লায়ী (রঃ) বলেন যে, নিকটবর্তী শহরের মধ্যে اختلاف مطالع উদয়চলের ভিন্নতার গুরুত্ব নেই কিন্তু যদি দূরবর্তী শহর হয় তাহলে গুরুত্ব আছে। আর ইমাম কুদুরী (রঃ)ও এ মতকেই অবলম্বন করেছেন।

হযরত শাহ সাহেব (রঃ) বলেন যে, এ উক্তিটিই সহীহ। অন্যথায় যদি প্রথম কথাকে গ্রহণ করা হয় তাহলে ২৭-২৮-৩১-৩২ তারিখে ঈদ করতে হবে। যেমন কুসতুনতুনিয়ার দেশ সমূহে দুদিন পূর্বে চাঁদ দৃষ্টি গোচর হয়। এখন যদি তাদের দেখার কারণে ভারত উপমহাদেশ অঞ্চলের শহর সমূহেও এর গুরুত্ব দিতে হয় অর্থাৎ রোযা বা ঈদ করতে হয় তাহলে তাদের রোযা সাতাশ অথবা আটাশে হয়ে যাবে। এজন্য প্রথম কথার উপর ফতওয়া দেয়া যাবে না বরং দ্বিতীয় কথার উপর ফতওয়া হবে।

এখন কথা হল যে, কোন শহরকে নিকটবর্তী ধরা হবে এবং কোন শহরকে দূরবর্তী ধরতে হবে।

কেউ কেউ বলেন যে, এখানে প্রচলিত পরিভাষার উপর নির্ভর করতে হবে।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, مبتلى به এর রায়ের উপর নির্ভর করতে হবে।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, এক اقليم এর অন্তর্ভূক্ত দেশ সমূহকে নিকটবর্তী ধরা হবে এবং দুই اقليم এর দেশ সমূহকে দূরবর্তী ধরতে হবে।

ইবনে আবেদীন তার রাসাইলের মধ্যে এক মাসের দূরবত্বকে দূরবর্তী বলেছেন এবং এর কমকে নিকটবর্তী বলেছেন।

সর্বাধিক সহীহ কথা হল যে, যেখানে তারিখ বদলে যায় ওখান দূরবর্তী এবং যেখানে তারিখ পরিবর্তন হয় না ওখান হল নিকটবর্তী।

باب كراهية صوم يوم الشك

সন্দেহজনক দিবসে রোযা রাখা মাকরূহ

٢٣٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ . عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ . عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . عَنْ صِلَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ . فَأُتِيَ بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ . فَقَالَ عَمَّارٌ : مَنْ صَامَ هٰذَا الْيَوْمَ . فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم .

তরজমা --

২৩৩৪। হযরত সিলা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা সন্দেহজনক দিবসে আম্মারের (রা.) নিকট ছিলাম। সেখানে একটি ভুনা বক্‌রী পেশ করা হলে সেখানকার খিছু লোক (রোযা থাকার কারণে) তা খাওয়া হতে বিরত থাকে। আম্মার (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, আজ (এ সন্দেহজনক দিবসে) যে রোযা রেখেছে, সে তো আবুল কাসিম (ﷺ)-এর নাফরমানী করেছে।

তাশরীহ --

قوله : يوم الشك

يوم شك সন্দেহের দিন বলা হয় শা'বানের ত্রিশ তারিখকে, যার রাতে মেঘ বৃষ্টির কারণে চাঁদ দেখা যায় নি তাই এতে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, হয়ত চাঁদ উদিত হয়েছে কিন্তু মেঘের কারণে দেখা যায় নি। এজন্য এদিন রমজানের প্রথম দিন, আবার হতে পারে যে, চাঁদ উদিত হয় নি এজন্য এ দিন শা'বানের শেষ দিন। আর যদি আকাশ একেবারে পরিস্কার হয় আর চাঁদ দেখা না যায় তাহলে এর মধ্যে সন্দেহ হবে না। এ কারণে এদিন সন্দেহের দিন হবে না।

يوم شك সন্দেহের দিন রোযা রাখার হুকুমঃ এ দিনে রোযা রাখার ক্ষেত্রে বহু মত রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন যে, এদিনের ক্ষেত্রে ইমামের সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, রমজানের নিয়তে রোযা রাখা ওয়াজিব।

ইমাম মালিক, আহমাদ এবং ইসহাক (রঃ) বলেন যে, রমজানের নিয়তে রোযা রাখা জায়িজ নেই। এছাড়া অন্য সবগুলোই জায়েয।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে ফরজ এবং নফল কোন রোযা রাখা জায়েয নেই।

হানাফীদের মতে এদিন রোযা রাখার বিভিন্ন নিয়ম হতে পারে।

১। রমজানের নিয়তে রাখা, এটা মাকরূহ للنهي الوارد فيه।

২। রমজান ব্যতীত অন্য ফরজ অথবা ওয়াজিবের নিয়তে রোযা রাখা, এটাও মাকরূহ কিন্তু প্রথমটি থেকে কিছু কম।

৩। নফলের নিয়তে রাখা, এটা মাকরূহ নয়। এমনকি ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এরূপ রোযা বিশিষ্ট জনের জন্য উত্তম।

৪। মূল নিয়তেই যদি দ্বিধাদ্বন্দ হয় যে, যদি রমজান হয় তাহলে রমজানের রোযা আর যদি রমজান না হয় তাহলে হয়ত রোযা নেই অথবা নফল। তাহলে এটা জায়েজ হবে না। কারণ কোন ইবাদতই নিয়তে দ্বিধা থাকলে সহীহ হয় না। আমাদের কিতাবাদীতে এই সারাংশ লেখা হয়েছে যে, বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ রোযা রাখবে। কারণ তারা কোন একটা দিক নির্ধারণ করে রোযা রাখতে পারবে, এর মধ্যে কোন সংশয় পোষন করবে না। আর সাধারণের মনে সংশয় থাকবে এবং তারা নিয়তে এই সংশয় নিয়েই রোযা রাখবে। এজন্য তাদের জন্য জায়েজ নেই।

আর বাহরে মুহীতের মধ্যে আছে যে, সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে, যদি চাঁদের খবর এসে যায় তাহলে রোযা রাখবে আর না হয় ছেড়ে দেবে এবং খেয়ে নেবে।

باب في توكيد السحور

٢٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ . عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ .

باب من سمى السحور الغداء

٢٣٤٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ . عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ . عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ . عَنْ أَبِي رُهْمٍ . عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ : دَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ .

٢٣٤٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ أَبُو الْمُطَرِّفِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى . عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ .

باب وقت السحور

٢٣٤٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ . سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ . يَخْطُبُ . وَهُوَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَمْنَعَنَّ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ . وَلاَ بَيَاضُ الأُفُقِ الَّذِي هٰكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ .

তরজমা ---

সাহ্‌রী খাওয়ার গুরুত্ব

২৩৪৩। হযরত আম্‌র ইবনুল আস্‌ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমাদের রোযার মধ্যে এবং আহ্‌লে কিতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হল সাহ্‌রী খাওয়া।

সাহ্‌রীকে যারা নাশ্‌তা হিসাবে অভিহিত করেন

২৩৪৪। হযরত ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রামাদ্বান মাসে সাহ্‌রীর সময় ডাকেন এবং বলেন, কল্যাণময় সকালের খাবারের দিকে (সাহ্‌রীর দিকে) সত্ত্বর আস।

২৩৪৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, খেজুর ঈমানদারের জন্য খুবই উত্তম সাহরী।

সাহ্‌রীর সময়

২৩৪৬। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাওয়াদা আল্‌-কুশায়রী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা.)-কে ভাষন দেওয়ার সময় বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদেরকে সাহ্‌রী খাওয়া হতে বিরত না রাখে এবং পূর্ব আকাশের এরূপ সাদা আলো যতক্ষণ না তা পূর্ব-দিগন্তে প্রসারিত হয়।

باب في كراهية ذلك

٢٣٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ. فَمَالَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلاَءِ. فَأَخَذَ بِيَدِهِ. فَأَقَامَهُ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هٰذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ. فَلاَ تَصُومُوا. فَقَالَ الْعَلاَءُ: اللَّهُمَّ إِنَّ أَبِي. حَدَّثَنِي. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ. وَشِبْلُ بْنُ الْعَلاَءِ. وَأَبُو عُمَيْسٍ. وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ. عَنِ الْعَلاَءِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ. لاَ يُحَدِّثُ بِهِ. قُلْتُ لِأَحْمَدَ: لِمَ قَالَ؟ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ. وَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلاَفَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ هٰذَا عِنْدِي خِلاَفُهُ. وَلَمْ يَجِئْ بِهِ غَيْرُ الْعَلاَءِ. عَنْ أَبِيهِ.

তরজমা ---

শা'বানের শেষার্ধে রোযা রাখা মাকরূহ

২৩৩৭। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবদুল আযীয ইবন মুহাম্মদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উববাদ ইব্ন কাসীর মদীনা শরীফে গিয়ে আলা ইব্ন আবদুর রহমানের মজলিসে পৌছলেন এবং তাঁর হাত ধরে তাঁকে দাঁড় করিয়ে বললেন, এই ব্যক্তি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ শা'বানের অর্ধেক যখন অতিবাহিত হয়, তখন তোমরা রোযা রাখবে না। তখন আলা বলেন, ইয়া আল্লাহ্! আমার পিতা (আবদুর রহমান) আবূ হুরায়রা (রা.) হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে, এরূপ বর্ণনা করেছেন।

তাশরীহ ---

قوله : إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ. فَلاَ تَصُومُوا

উল্লেখিত হাদীসে অর্ধেক শা'বানের পরে রোযা রাখাকে নিষেধ করা হয়েছে

এখানে এশটি প্রশ্ন হয় যে, হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এর হাদীসের মধ্যে আছে যে,

ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان

এ হাদীস ও হাদীসুল-বাবের মধ্যে تعارض বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

এর দু'টি উত্তর

(১) ইমাম আহমাদ এবং ইয়াহয়া ইবনে মায়ীন نهي এর হাদীসকে ضعيف সাব্যস্ত করেন।

(২) ইমাম তাহাবী শরহে মাআনিল আসারের মধ্যে এ দুয়ের মধ্যে চমৎকার সমতা প্রদান করেছেন যে, نهي এর হাদীস উম্মতের কষ্টের জন্য যাতে তারা রমজানের রোযার জন্য সবল হয়ে থাকে আর আনন্দের সাথে রমজানের রোযা রাখে। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবস্থা এরূপ ছিল না অর্থাৎ তিনি রোযা রাখা সত্ত্বেও তার মধ্যে কোন দুর্বলতা এবং ক্লান্তি আসত না। এজন্য তিনি রাখতেন এবং উম্মতকে নিষেধ করতেন। সার কথা হল, نهي এর হাদীস উম্মতের জন্য আর হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এর হাদীস হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য। فلا تعارض

باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

٢٣٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ . مِنْ جَدِيلَةَ قَيْسٍ . أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ . ثُمَّ قَالَ : عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ . فَإِنْ لَمْ نَرَهُ . وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ . قَالَ : لاَ أَدْرِي . ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدُ . فَقَالَ : هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ . ثُمَّ قَالَ الأَمِيرُ : إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ مِنِّي . وَشَهِدَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ . قَالَ الْحُسَيْنُ : فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِي مَنْ هٰذَا الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِ الأَمِيرُ ؟ قَالَ : هٰذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ . وَصَدَقَ كَانَ أَعْلَمَ بِاللهِ مِنْهُ . فَقَالَ : بِذٰلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم .

٢٣٣٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِئُ . قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ . عَنْ مَنْصُورٍ . عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ . عَنْ رَجُلٍ . مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ . فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ . فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللهِ لأَهَلاَّ الْهِلاَلَ أَمْسِ عَشِيَّةً . فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا . زَادَ خَلَفٌ فِي حَدِيثِهِ : وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ .

তরজমা ---

শাওয়ালের চাঁদ দেখায় দু'ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান

২৩৩৮। হযরত হুসায়েন ইব্ন আল্-হারিস আল-জাদলী থেকে বর্ণিত যে, একদা মক্কার আমীর খুত্‌বা দেয়ার সময় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের প্রতি নির্দেশ দেন যে, আমরা যেন শাওয়ালের চাঁদ দেখাকে ইবাদত হিসাবে গুরুত্ব দেই। আর আমরা স্বচক্ষে যদি তা না দেখি তবে দু'জন ন্যায়পরায়ন লোক এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলে– তখন আমরা যেন তাদের সাক্ষ্যের উপর ভরসা করি। তখন প্রশ্নকারী (আবু মালিক) আল-হুসায়েন ইব্ন আল-হারিসকে মক্কার আমীরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন যে তার নাম কি? তিনি বলেন,আমি জানিনা। কিছুক্ষণ পরে আবার আমার সাথে দেখা করে তিনি বলেন, তাঁর নাম আল্-হারিস ইব্ন হাতিব, যিনি মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিবের ভাই। এরপর আমীর বলেন, তোমাদের মধ্যে আমার চাইতে যিনি অধিক জ্ঞানী, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে তিনি এ বিষয়ে রাসূল– থেকে সাক্ষ্য দিয়েছেন? এরপর তিনি এক ব্যক্তির প্রতি ইশারা করেন। হুসায়েন বলেন, আমি আমার পার্শ্ববর্তী একজন শায়েখকে জিজ্ঞাসা করি, এই ব্যক্তি কে- যাঁর প্রতি আমীর ইশারা করলেন? তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) আর তিনি সত্য বলেন যে, তাঁর (আমীরের) চাইতে তিনি (আবদুল্লাহ্ ইবন উমার) আল্লাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। তখন তিনি (আবদুল্লাহ ইব্ন উমার) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ দেন। (অর্থাৎ নূতন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণকে শরীয়াতের বিধান হিসাবে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন।)

২৩৩৯। হযরত রিবঈ ইবন হিরাশ নবী করীম ﷺ-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, একদা লোকেরা রামাদ্বানের শেষে শাওয়ালের চাঁদ দেখা সম্পর্কে মতভেদ করেন। তখন দু'জন বেদুঈন নবী পাক ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহর শপথ করে সাক্ষ্য দেন যে, গত সন্ধ্যায় তারা শাওয়ালের চাঁদ দেখেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদেরকে রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ দেন। রাবী খালফ তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি [illegible] নির্দেশ দিয়াছেন যে "আর তারা যেন আগামী কাল ঈদের নামায আদায়ের জন্য ঈদগাহে যায়।

باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

٢٣٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَوْرٍ ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ عَنْ زَائِدَةَ الْمَعْنَى عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ. قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: يَا بِلاَلُ. أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا.

٢٣٤١ - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ. عَنْ عِكْرِمَةَ. أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي هِلاَلِ رَمَضَانَ مَرَّةً. فَأَرَادُوا أَنْ لاَ يَقُومُوا. وَلاَ يَصُومُوا. فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنَ الْحَرَّةِ. فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلاَلَ. فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلاَلَ. فَأَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سِمَاكٍ. عَنْ عِكْرِمَةَ. مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِيَامَ أَحَدٌ إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.

٢٣٤٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ. وَأَنَا لِحَدِيثِهِ. أَتْقَنُ قَالاَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ. عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ. عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَرَائَى النَّاسُ الْهِلاَلَ. فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ. وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

তরজমা ---

রমজানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একব্যক্তির সাক্ষ্য

২৩৪০। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক বেদুঈন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, আমি চাঁদ দেখেছি। রাবী হাসান তাঁর হাদীসে বলেন, অর্থাৎ রামাদ্বানের চাঁদ। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই? সে বলে, হাঁ। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি এরূপ সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল? সে বলে, হাঁ। তিনি বিলালকে বলেন, হে বিলাল! তুমি লোকদের জানিয়ে দাও, যেন তারা আগামী দিন রোযা রাখে।

২৩৪১। হযরত ইক্‌রামা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাহাবীগণ রামাদ্বানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে সন্দীহান হন। তাঁরা তারাবীহ্‌র নামায আদায় না করার এবং (পরদিন) রোযা না রাখার ইরাদা করেন। এমতাবস্থায় হুর্‌রা নামক স্থান হতে জনৈক বেদুঈন এসে সাক্ষ্য দেয় যে, সে চাঁদ দেখেছে। তাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আনা হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল? সে বলে, হাঁ এবং আরও সাক্ষ্য দেয় যে, সে নূতন চাঁদ দেখেছে। তিনি বিলালকে নির্দেশ দেন, সে যেন লোকদের জানিয়ে দেয়, যাতে তারা তারাবীহ্ নামায আদায় করে এবং পরদিন রোযা রাখে।

২৩৪২। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা লোকেরা রামাদ্বানের চাঁদ অন্বেষণ করে, কিন্তু দেখতে পায়নি পরে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরূপ খবর দেয় যে, সে চাঁদ দেখেছে। এরপর তিনি রোযা রাখেন এবং লোকদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

باب في توكيد السحور

٢٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ . عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ.

باب من سمى السحور الغداء

٢٣٤٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ . حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ . عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ . عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ . عَنْ أَبِي رُهْمٍ . عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ : دَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ . فَقَالَ : هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ.

٢٣٤٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ أَبُو الْمُطَرِّفِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى . عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ.

باب وقت السحور

٢٣٤٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ . عَنْ أَبِيهِ . سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ . يَخْطُبُ . وَهُوَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَمْنَعَنَّ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ . وَلاَ بَيَاضُ الأُفُقِ الَّذِي هٰكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ.

তরজমা ---

সাহ্‌রী খাওয়ার গুরুত্ব

২৩৪৩। হযরত আমর ইবনুল আস্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমাদের রোযার মধ্যে এবং আহ্‌লে কিতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হল সাহ্‌রী খাওয়া।

সাহ্‌রীকে যারা নাশ্‌তা হিসাবে অভিহিত করেন

২৩৪৪। হযরত ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রামাদ্বান মাসে সাহ্‌রীর সময় ডাকেন এবং বলেন, কল্যাণময় সকালের খাবারের দিকে (সাহ্‌রীর দিকে) সত্তর আস।

২৩৪৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, খেজুর ঈমানদারের জন্য খুবই উত্তম সাহ্‌রী।

সাহ্‌রীর সময়

২৩৪৬। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাওয়াদা আল-কুশায়রী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা.)-কে ভাষন দেওয়ার সময় বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদেরকে সাহ্‌রী খাওয়া হতে বিরত না রাখে এবং পূর্ব আকাশের এরূপ সাদা আলো যতক্ষণ না তা পূর্ব-দিগন্তে প্রসারিত হয়।

٢٣٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا يَحْيٰى. عَنِ التَّيْمِيِّ. ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ. عَنْ أَبِي عُثْمَانَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سُحُورِهِ. فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ: يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ. وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ. وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هٰكَذَا قَالَ مُسَدَّدٌ وَجَمَعَ يَحْيٰى كَفَّيْهِ حَتّٰى يَقُولَ هٰكَذَا. وَمَدَّ يَحْيٰى بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ.

٢٣٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسٰى. حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ النُّعْمَانِ. حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ. عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا وَاشْرَبُوا. وَلاَ يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هٰذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْيَمَامَةِ.

٢٣٤٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ. الْمَعْنٰى. عَنْ حُصَيْنٍ. عَنِ الشَّعْبِيِّ. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ: {حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ} مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ. قَالَ: أَخَذْتُ عِقَالاً أَبْيَضَ وَعِقَالاً أَسْوَدَ. فَوَضَعْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي. فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَبَيَّنْ. فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَضَحِكَ فَقَالَ: إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ طَوِيلٌ. إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. وَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

তরজমা

২৩৪৭। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহ্রী খাওয়া হতে বিরত না রাখে, কেননা সে আযান দেয় অথবা (রাবীর সন্দেহ) আহবান করে তাদের যারা তাহাজ্জুদ নামাযে রত থাকে, তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য এবং তোমাদের মধ্যে যারা নিদ্রিত থাকে তাদের জাগাবার জন্য। আর ততক্ষণ ফজর হয় না, যতক্ষণ না এরূপ হয় এ বলে ইয়াহ্ইয়া তাঁর হাতের তালুকে মুষ্টিবদ্ধ করে প্রসারিত করেন, পরে তাঁর হাতের তালুর অংগুলী প্রসারিত করে দেন।

২৩৪৮। হযরত কায়েস ইব্ন তালাক (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা খাও এবং পান কর, আর তোমাদেরকে যেন সুবহে কাযিবের উচ্চ লম্বা রেখা (যা পূর্ব হতে পশ্চিমে দৃশ্যমান) সাহরী খাওয়া হতে বিরত না রাখে। আর তোমরা ততক্ষণ পানাহার কর, যতক্ষণ না সুব্হে সাদিকের লম্বা লাল আলোকরশ্মি (যা পূর্বাকাশে উত্তর-দক্ষিণে দৃশ্যমান) প্রকাশ পায়। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসটি শুধু ইয়ামামাবাসীদের থেকে বর্ণিত।

২৩৪৯। হযরত আদী ইব্ন হাতিম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) ঃ "তোমরা ততক্ষণ পানাহার কর, যতক্ষণ না কাল সুতা হতে সাদা সুতা উজ্জ্বল হয়"। রাবী বলেন, তখন আমি এক টুকরা কাল ও এক টুকরা সাদা সুতা আমার বালিশের নীচে রাখি। এরপর আমি এর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, কিন্তু প্রকৃত রহস্য অনুধাবণ করতে অক্ষম হই। তখন আমি তার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রকাশ করলে, তিনি হেঁসে উঠেন এবং বলেন, তোমার বালিশ তো দৈর্ঘ্য প্রস্থধারী, বরং এর (কাল ও সাদা সুতার রহস্য হল) রাত ও দিনের প্রকাশ। রাবী উসমান বলেন, বরং তা রাতের অন্ধকার ও দিনের শুভ্রতা

باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده

٢٣٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو . عَنْ أَبِي سَلَمَةَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

তরজমা --

সাহ্‌রীর খাবার গ্রহণরত অবস্থায় আযান শুনলে

২৩৫০। আব্দুল আ'লা বিন হাম্মাদ ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ফজরের আযান শুনে, আর এ সময় তার হাতে খাদ্যের পাত্র থাকে, সে যেন আযানের কারণে খাদ্য গ্রহণ বন্ধ না করে– যতক্ষণ না সে তা দিয়ে স্বীয় প্রয়োজন পূর্ণ করে।

তাশরীহ --

قوله : إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যখন ফজরের আযান শুনে, আর এ সময় তার হাতে খাদ্যের পাত্র থাকে, সে যেন আযানের কারণে খাদ্য গ্রহণ বন্ধ না করে– যতক্ষণ না সে তা দিয়ে স্বীয় প্রয়োজন পূর্ণ করে। উক্ত হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা জানা যায় যে, সুবেহ সাদিকের পরেও পানাহার করা জায়েয। কারণ আযান সুবেহ সাদিকের পরেই দেয়া হয়। আর এর দ্বারা কোন কোন পথভ্রষ্ট গোষ্ঠী দলীল গ্রহণ করে যে, সুবেহ সাদিকের পরেও পানাহার করা জায়েজ আছে।

কিন্তু জুমহুরে উম্মতের মতে সুবেহ সাদিকের পরে পানাহার করা জায়েজ নেই। ইচ্ছাকৃত খাওয়ার কারণে কাজা এবং কাফফারা আবশ্যক হবে। কেননা কোরআন শরীফে পানাহারের শেষ সময় সীমা সুবেহ সাদিক কে ধার্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে-

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

আর উপরোক্ত হাদীসের অর্থ হল এই যে, নির্ভর করতে হবে সুবেহ সাদিকের বিশ্বাসের উপর, মুয়াজ্জিনের আযানের উপর নয়। কারণ তার ভুল হওয়ার আশংকা আছে। অতএব, মুয়াজ্জিন যদি আযান দিয়েই দেয় কিন্তু নিজের বিশ্বাস না হয় সুবেহ সাদিক হয়েছে বলে, তাহলে পানাহার করা বন্ধ করবে না। كما قال ابن الملك

আল্লামা খাত্তাবী (রঃ) বলেন যে, এই আযান দ্বারা ফজরের আযান উদ্দেশ্য নয় বরং তাহাজ্জুদের আযান উদ্দেশ্য। যেরূপ অন্যান্য হাদীসের মধ্যে এসেছে

لايمنعكم أذان بلال عن سحوركم حتى يوذن ابن ام مكتوم

আর কেউ কেউ বলেন যে, এই হাদীস দ্বারা মাগরিবের আযান উদ্দেশ্য। মূলকথা হল যে, যদি খাবার পাত্র তোমার হাতের মধ্যে হয় অথবা অন্য কোন ব্যস্ততার মধ্যেও হও তাহলে তাড়াতাড়ি ইফতার করে নাও দেরী করনা। কেননা, তাড়াতাড়ি ইফতার করা সুন্নত। তো এই হাদীস দ্বারা তাড়াতাড়ি ইফতার করার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আর اناء এর قيد (বাধ্যতা) হচ্ছে اتفاقي। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে কোন ব্যস্ততার মধ্যেই হওনা কেন

باب وقت فطر الصائم

٢٣٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ. عَنْ هِشَامٍ الْمَعْنٰى. قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ. عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا. وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا. زَادَ مُسَدَّدٌ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

٢٣٥٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفٰى يَقُولُ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهُوَ صَائِمٌ. فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ. قَالَ: يَا بِلَالُ. انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. لَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا. فَنَزَلَ فَجَدَحَ. فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

তরজমা -----------------------------------

রোযাদারের ইফ্তারের সময়

২৩৫১। হযরত আসিম ইব্ন উমার (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন পূর্বাকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে এবং সূর্য পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হয়। রাবী মুসাদ্দাদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, যখন সূর্য ডুবে যায় তখন যেন রোযাদার ইফতার করে।

২৩৫২। হযরত সুলায়মান আল্-শায়বানী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবু আওফা (রা.)-এর নিকট হতে শুনেছি স্তমিত হলে, তিনি বলেন, হে বিলাল! তুমি অবতরণ কর এবং আমাদের (ইফ্তারের) জন্য পানির সাথে আটা বা দুধ মিশ্রিত কর। তিনি (বিলাল) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমরা সন্ধ্যায় পৌছতাম, (তবে ভাল হত)! তিনি বলেন, তুমি নাম এবং আমাদের জন্য পানির সাথে আটা বা দুধ মিশাত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর তো এখন দিন বিদ্যমান। তিনি বলন, তুমি অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য পানির সাথে আটা বা দুধ মিশাত। তখন তিনি নেমে পানির সাথে আটা বা দুধ মিশ্রিত করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করে বলেন, যখন তোমরা রাতকে এদিকে হতে আসতে দেখবে, তখন যেন রোযাদার ইফ্তার করে। এরপর তিনি স্বীয় অংগুলী দ্বারা পূর্বাকাশের প্রতি ইশারা করেন।

তাশরীহ -----------------------------------

قوله : فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

جاء وقت فطره، فإذا كان عنده طعام فإنه يأكل، وإذا لم يكن عنده طعام فإنه ينوي الإفطار.

باب ما يستحب من تعجيل الفطر

٢٣٥٣ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ . عَنْ خَالِدٍ . عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو . عَنْ أَبِي سَلَمَةَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ . لِأَنَّ الْيَهُودَ . وَالنَّصَارٰى يُؤَخِّرُونَ .

٢٣٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . عَنِ الْأَعْمَشِ . عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ . عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ . قَالَ : دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَا وَمَسْرُوقٌ . فَقُلْنَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ . رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ . وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ . وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ . وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ . قَالَتْ : أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ . وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ ؟ قُلْنَا : عَبْدُ اللّٰهِ . قَالَتْ : كَذٰلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم .

باب ما يفطر عليه

٢٣٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ . عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ . عَنِ الرَّبَابِ . عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ . عَمِّهَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا . فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ . فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ . فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ .

٢٣٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ . أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلٰى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ . فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ . فَعَلٰى تَمَرَاتٍ . فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ .

তরজমা --

(সূর্যাস্তের পরপরই) ইফ্তার করা মুস্তাহাব

২৩৫৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ দীন ততদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা গড়াগড়ি ইফতার করবে। কেননা, ইয়াহুদী ও নাসারারা ইফ্তার অধিক দেরীতে করে।

২৩৫৪। হযরত আবূ আতীয়া (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং মাস্রুক আয়েশা (রা.)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বলি, হে উম্মুল মু'মিনীন! মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে দু'ব্যক্তির এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি ইফতার করেন এবং তাড়াতাড়ি মাগ্‌রিবের নামায পড়েন এবং অপর ব্যক্তি ইফ্তার ও নামায আদায়ে বিলম্ব করেন। তিনি (আয়েশা) বলেন, তাদের মধ্যে কে তাড়াতাড়ি ইফ্তার করেন এবং নামাযও (মাগ্‌রিবের) তাড়াতাড়ি পড়েন? আমরা বলি, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতেন।

যা দিয়ে ইফ্তার করতে হবে

২৩৫৫। হযরত সালমান ইব্‌ন আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রোযা রাখে, তখন সে যেন খেজুর দিয়ে ইফ্তার করে। আর সে যদি খেজুর না পায়, তবে সে যেন পানি দিয়ে ইফ্তার করে। কেননা পানি পবিত্র।

২৩৫৬। হযরত সাবিত আল-বানানী (রহ.) আনাস ইবন মালিক (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগ্‌রিবের নামায পড়ার পূর্বে পাকা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। আর যদি পাকা খেজুর না পেতেন, তখন তিনি শুকনা খেজুর দ্বারা ইফ্তার করতেন। আর যদি তাও না হত, তখন তিনি কয়েক ঢোক পানি দ্বারা ইফ্তার করতেন।

باب القول عند الإفطار

٢٣٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَبُو مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ . أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ الْمُقَفَّعَ . قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ . فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ وَقَالَ . كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ . وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ .

٢٣٥٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . عَنْ حُصَيْنٍ . عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ . أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ . وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ .

باب الفطر قبل غروب الشمس

٢٣٥٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْمَعْنَى قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ . عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ . عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : أَفْطَرْنَا يَوْمًا فِي رَمَضَانَ فِي غَيْمٍ . فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ . قَالَ أَبُو أُسَامَةَ : قُلْتُ لِهِشَامٍ : أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ . قَالَ : وَبُدٌّ مِنْ ذَلِكَ .

باب في الوصال

٢٣٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الوِصَالِ . قَالُوا : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى .

তরজমা ---

ইফ্তারের সময় কি বলতে হবে

২৩৫৭। হযরত ইব্ন সালিম আল্-মুকাফ্ফা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি ইব্ন উমার (রা.)-কে তাঁর দাঁড়ি ধরে এক মুষ্টির বেশী দাঁড়ি কাঁটতে দেখেছি। এরপর তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফ্তারের সময় বলতেন, তৃষ্ণা নিবারিত হয়েছে, শিরা-উপশিরা পরিতৃপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ্ ইনশায়াল্লাহ বিনিময় নির্দ্ধারিত হয়েছে।

২৩৫৮। হযরত মু'আয ইব্ন যুহ্রা (রা.) নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইফ্তারের সময় এই দু'আ পড়তেন (অর্থ) ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমারই জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমারই রিয্ক দ্বারা ইফ্তার করছি।

সূর্যাস্তের আগে ইফ্তার করলে

২৩৫৯। হযরত আস্মা বিন্ত আবূ বাক্র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মেঘাচ্ছন্ন দিনে সূর্য অস্তমিত হয়েছে মনে করে আমরা রামাদ্বানের রোযার ইফতার করি। এরপর সূর্য প্রকাশ পায়। আবু উসামা বলেন, আমি হিশামকে জিজ্ঞাসা করি, এতে কি ক্বাযা আদায় করতে হবে? তিনি বলেন, তা অবশ্য করনীয়।

সাওমে বিসাল প্রসঙ্গে

২৩৬০। হযরত ইব্ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বিসাল রাখতে বারন করেছেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো ক্রমাগত রোযা রেখে থাকেন? তিনি ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের মত নই, তোমাদের মত নই আমাকে পানাহার করান হয়ে থাকে।

قوله : نَهٰى عَنِ الْوِصَالِ

কোন কোন আলেম صوم وصال এর এই সংজ্ঞা প্রদান করেন যে, নিষিদ্ধ দিন সমূহেও রোযা পরিত্যাগ না করে পূর্ণ বছরই রোযা রাখা। কিন্তু এই সংজ্ঞাটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম صوم وصال রাখতেন। অথচ নিষিদ্ধ দিন সমূহে রোযা রাখা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্যও হারাম ছিল।

ইমাম আবু ইউসুফ এবং মোহাম্মাদ (রঃ) এর সংজ্ঞা দিয়েছেন যে, একাধারে দুই দিন রোযা রাখা এবং মধ্যখানে ইফতার না করা। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য এটা নির্ধারিত ছিল। কেননা তিনি বলেছেন إني لست كأحد منكم এবং উম্মতকে নিষেধ করেছেন।

এর হেকমত আল্লামা তাওরেপশতী (রঃ) এই বলেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক পরিপূর্ণ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন যার বিধিবিধান পালন করা সকলের সাধ্যের ভিতরে এবং যাতে সকলের জন্য এগুলো সহজ হয় এজন্য তিনি প্রত্যেক কাজেই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন। যাতে কষ্ট স্বীকার করতে না হয় এবং খ্রীষ্টান জাযকদের মত সেবা শুশ্রুষা ও বৈষয়িক কাজকর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে না বসে থাকে। একে মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) বলেছেন- الضعف والسامة والقصور عن أداء غيره من الطاعات। তাই صوم وصال উম্মতের জন্য না রাখাই উত্তম। এখন যদি কেউ রেখে ফেলে তাহলে ইমাম আহমাদ এবং ইসহাক (রঃ) এর মতে জায়েজ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা মালিক শাফেয়ী এবং জমহুরের মতে মাকরূহ হবে। কেউ কেউ মাকরূহে তাহরীমী বলেন এবং কেউ কেউ মাকরূহে তানজিহী সাব্যস্ত করেন, তবে প্রথমটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

ইমাম আহমাদ এবং ইসহাক (রঃ) দলীল পেশ করেন হযরত আয়শা (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা যে, نهاهم عن الوصال رحمة لهم এ থেকে জানা যায় যে, এই নিষেধ কষ্টের কারণ হিসেবে, নির্দেশ হিসেবে নয়।

জমহুর দলীল পেশ করেন উপরোক্ত হাদীস দ্বারা যাতে পরিস্কারভাবে নিষেদ করা হয়েছে। আর نهى কারাহাত প্রমানিত করে।

দ্বিতীয় দলীল হযরত ওমর (রাঃ) এর হাদীস যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, যখন রাত এসে যায় তখন দ্রুত ইফতার করে নাও। তো এখানে রাতকে ইফতারের সময় বলা হয়েছে আর صوم وصال এর অবস্থা রাতের বেলায়ও রোযা রাখতে হয় অথচ ইহা হল নিয়মের উল্টা।

তারা হযরত আয়শা (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন এই হাদীস আমাদের মতকেই সমর্থন করে, এ হাদীস আমাদের বিপক্ষে নয় কারণ, নিষিদ্ধ করার কারণই হচ্ছে দয়া এবং মেহেরবানী।

قوله : إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى

এখানেও আলোচনা রয়েছে যে, এই إطعام এবং سقى পানাহার মূল অর্থের উপর প্রযোজ্য না অর্থগত পানাহার উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন যে, আসলেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জান্নাত থেকে খাদ্য-পানীয় দেয়া হত। যার কারণে তাঁর ক্ষুধা এবং পিপাসা অনুভব হত না। আর যেহেতু এটা মৌলিক খাদ্য পানীয় ছিল না এজন্য ইফতার হত না। كما قال ابن منير কিন্তু জমহুরের মতে ইহা রূপক অর্থে প্রযোজ্য, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন শক্তি দান করেন যা পানাহার দ্বারা অর্জিত হয়। হাফেজ ইবনুল কাইয়িম এর ব্যাখ্যা সর্বাধিক উত্তম। অর্থাৎ আল্লাহর এবং তার প্রতি আমার এমন আসক্তি অর্জিত হয় এবং তার বড়ত্ব এবং সৌন্দর্যের مشاهده পর্যবেক্ষণে লিপ্ত হই, যার দরুণ পানাহারের খেয়ালই থাকে না। যেন আমাকে রূহানী খাদ্য দান করা হয়। আর এই খাদ্য জিসমানী বাস্তবিক খাদ্য থেকেও কোন কোন সময় অধিক শক্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কারণে আমার ক্ষুৎ পিপাসার অনুভবই হয় না। এরই ভিত্তিতে صوم وصال রাখার কারণে আমার অন্যান্য এবাদতের মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি বা দুর্বলতা আসে না। আর তোমাদের এরূপ অবস্থা হবে না, এজন্য صوم وصال রাখলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং অন্যান্য ফরজ সমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে ত্রুটি দেখা দেবে। অতএব, না রাখাই উত্তম।

٢٣٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ بَكْرَ بْنَ مُضَرَ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ تُوَاصِلُوا . فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ . فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوا : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ . قَالَ : إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ . إِنَّ لِي مُطْعِمًا يُطْعِمُنِي . وَسَاقِيًا يَسْقِينِي.

باب الغيبة للصائم

٢٣٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ . عَنِ الْمَقْبُرِيِّ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ . وَالْعَمَلَ بِهِ . فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ . وَقَالَ أَحْمَدُ : فَهِمْتُ إِسْنَادَهُ مِنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ . وَأَفْهَمَنِي الْحَدِيثَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ أُرَاهُ ابْنَ أَخِيهِ.

٢٣٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ أَبِي الزِّنَادِ . عَنِ الأَعْرَجِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصِّيَامُ جُنَّةٌ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلاَ يَرْفُثْ . وَلاَ يَجْهَلْ . فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ . أَوْ شَاتَمَهُ . فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ . إِنِّي صَائِمٌ.

باب السواك للصائم

٢٣٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ . حَدَّثَنَا شَرِيكٌ . ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا يَحْيَى . عَنْ سُفْيَانَ . عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ . زَادَ مُسَدَّدٌ مَا لاَ أَعُدُّ . وَلاَ أُحْصِي

তরজমা --

২৩৬১। হযরত আবু সাঈদ আল্ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা ক্রমাগত রাতে না খেয়ে রোযা রাখবে না। অবশ্য তোমাদের কেহ যদি ক্রমাগত রোযা রাখতে চায়, সে যেন সাহ্‌রী পর্যন্ত এরূপ করে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন, আপনি ত ক্রমাগত রোযা রাখেন। তিনি বলেন, অবশ্যই আমি তোমাদের মত নই, আমার একজন খাদ্য প্রদানকারী আছেন, যিনি আমাকে খাওয়ান এবং পানীয়-প্রদানকারী আছেন, যিনি আমাকে পান করান।

রোযাদারের জন্য গীবত করা

২৩৬২। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রোযাবস্থায় মিথ্যা কথা ও অপকর্ম পরিহার করেন না, তার পানাহার পরিত্যাগ করাতে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই।

২৩৬৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা ও অপকর্মে লিপ্ত না হয়। যদি এই সময় কেউ তার সাথে মারামারি ও গালাগালি করতে আসে, তখন সে যেন বলে, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।

রোযাদার ব্যক্তির মিস্‌ওয়াক করা

২৩৬৪। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমের ইব্‌ন রাবী'আ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রোযা রাখা অবস্থায় মিস্‌ওয়াক করতে দেখেছি। রাবী মুসাদ্দাদ مَا لاَ أَعُدُّ . وَلاَ أُحْصِي অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق

٢٣٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ . وَقَالَ : تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ . وَصَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ : الَّذِي حَدَّثَنِي لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ . وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ . أَوْ مِنَ الْحَرِّ

٢٣٦٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ . عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ . عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ . عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ . إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

باب في الصائم يحتجم

٢٣٦٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا يَحْيٰى . عَنْ هِشَامٍ . ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسٰى . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ . جَمِيعًا عَنْ يَحْيٰى . عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ . عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ يَعْنِي الرَّحَبِيَّ . عَنْ ثَوْبَانَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ . قَالَ شَيْبَانُ : أَخْبَرَنِي أَبُو قِلاَبَةَ . أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ . حَدَّثَهُ . أَنَّ ثَوْبَانَ . مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ . أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

তরজমা ---

তৃষ্ণার্ত হওয়ার ফলে রোযাদারের মাথায় পানি দেয়া এবং বার বার নাকে পানি দেয়া

২৩৬৫। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর হতে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মক্কার দিকে সফরের কালে লোকদেরকে ইফতারের নির্দেশ দিতে দেখি। তিনি বলেন, তোমাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলার জন্য শক্তি অর্জন কর। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখেন।

আবূ বাকর (রা.) বলেন, উক্ত ব্যক্তি আমাকে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আরজ নামক স্থানে এমতাবস্থায় দেখি যে, তিনি রোযা থাকাবস্থায় তৃষ্ণার্থ হওয়ার কারণে অথবা গরমের ফলে স্বীয় মাথায় পানি ঢালছিলেন।

২৩৬৬। হযরত লাকীত ইবন সাবুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা রোযা থাকাবস্থা ব্যতীত অন্য সময়ে নাকে বেশী পানি প্রবেশ করাবে।

রোযাদার এর শিংগা লাগানো

২৩৬৭। হযরত সাওবান (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন. তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যার উপর লাগায় তাদের উভয়ের রোযা ভংগ হয়।

রাবী শায়বান বলেন, আমি আবূ কিলাবা হতে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম হতে তা শুনেছেন।

قوله : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

ইমাম আহমদ এবং ইসহাক (রঃ) এর মতে সিঙ্গা লাগানোর কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়।

সুফিয়ান সাওরী এবং দাউদে জাহেরীর মাযহাব হল যে, যে শিঙ্গা লাগায় এবং যে শিঙ্গা বসায় উভয়ের রোযাই ভঙ্গ হয়ে যায়।

ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী এবং ইমাম মালিক (রঃ) এর মতে শিঙ্গা লাগানো রোযা ভঙ্গকারী নয়। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে মাকরূহও নয় এবং ইমাম শাফেয়ী এবং মালিক (রঃ) এর মতে মাকরূহ।

যারা বলেন যে, রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে তারা দলীল পেশ করেন উপরোক্ত হাদীস দ্বারা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট বলে দিয়েছেন أفطر الحاجم والمحجوم

অনুরূপ হযরত আবু কিলাবা (রাঃ) থেকেও এরূপ শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় পক্ষ দলীল পেশ করেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা

انه عليه السلام احتجم وهو صائم

দ্বিতীয় দলীল আবু দাউদ শরীফের হাদীস

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والواصلة ولم يحرمها ابقاء على امته

তৃতীয় দলীল হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) এর হাদীস তিরমিযী শরীফের মধ্যে

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لايفطرن الصائم الحجامة والقئ والاحتلام

এভাবে নাসায়ী শরীফের মধ্যে সেই আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে

انه عليه السلام رخص الحجامة للصائم

এয়াড়াও আরো অনেক আছার রয়েছে।

তারা যে হাদীস পেশ করেছেন এর কয়েকটি জবাব রয়েছে

(১) এই হাদীস কারাহাতের উপর প্রযোজ্য كما قال الشافعي ومالك

(২) আল্লামা বগভী (রঃ) এ জবাব দিয়েছেন যে, افطر দ্বারা قريب إلى الافطار উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা শিঙ্গা লাগানোর কারণে নিজেদের রোযা ভঙ্গ হওয়ার নিকটবর্তী করে দিয়েছে, এভাবে যে, যে শিঙ্গা লাগিয়েছে তার মধ্যে দুর্বলতা আসবে যার জন্য সে ইফতার করতে বাধ্য হবে। এবং যে শিঙ্গা বসিয়ে খুন বের করেছে তার গলার মধ্যে রক্ত চলে যাওয়ার আশংকা থাকায় তার রোযাও ভঙ্গ হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে।

(৩) ইমাম তাহাবী (রঃ) এ জবাব দিয়েছেন যে, হাদীস সাধারণ নিয়ম হিসেবে নয় বরং এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিকে যাচ্ছিলেন এবং ওরা দুজন রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগানোর সময় কারো গীবত করছিলেন। এসময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুজন সম্পর্কে বলেছিলেন যে, এ দুজনের ইফতার হয়ে গেছে। আর এই ইফতার দ্বারা মূল ইফতার উদ্দেশ্য ছিল না বরং سقوط اجر সওয়াব শেষ হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য ছিল।

(৪) ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা এই হাদীস রহিত হয়ে গেছে। ইবনে হাজমেরও এই রায়।

(৫) হযরত শাহ সাহেব (রঃ) বলেন যে, এখানে মূল ইফতার উদ্দেশ্য নয় বরং আত্মিক ইফতার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রোযার বরকত সমূহ শেষ হয়ে যায়। কেননা রোযাকে নাপাকী দ্বারা মলিন না করা উচিত। অথচ শিঙ্গা লাগানোর দ্বারা রোযা নাপাকীর দ্বারা সিক্ত হয়ে যায়। এজন্য افطر দ্বারা ابطل بركات الصوم উদ্দেশ্য।

আল্লামা খাত্তাবী (রঃ) বলেন যে, ওরা দুজন মাগরিবের নিকটবর্তী সময়ে শিঙ্গা লাগাচ্ছিল। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যে, এ দুজনের ইফতারের সময় হয়ে গেছে। তাই এখানে أفطر এর অর্থ হবে دخل في وقت الإفطار।

٢٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ . عَنْ يَحْيَى . قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ . أَنَّهُ أَخْبَرَهُ . أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ . بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

٢٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ . حَدَّثَنَا أَيُّوبُ . عَنْ أَبِي قِلَابَةَ . عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ . عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ . وَهُوَ يَحْتَجِمُ . وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ . فَقَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ . عَنْ أَبِي قِلَابَةَ . بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ . مِثْلَهُ

٢٣٧٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ . وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ . ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ . أَنَّ شَيْخًا مِنَ الْحَيِّ قَالَ عُثْمَانُ : فِي حَدِيثِهِ مُصَدَّقٌ . أَخْبَرَهُ . أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ .

٢٣٧١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ . حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ . عَنْ مَكْحُولٍ . عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ . عَنْ ثَوْبَانَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ ابْنُ ثَوْبَانَ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

তরজমা ---

২৩৬৮। হযরত ইয়াহ্ইয়া (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ কিলাবা হতে, তিনি শাদ্দাদ ইব্ন আওস হতে– যিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে চলাকালে ইহা শুনেন। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৩৬৯। হযরত শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকী' নামক স্থানে এক ব্যক্তির নিকট গিয়ে তাকে শিংগা লাগাতে দেখেন। ঐ সময় তিনি রামাদ্বানের আঠার তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার বিষয় হাতে গণনা করে বলেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে লাগায় তারা উভয় রোযা ভঙ্গ করল।

ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, খালিদ আল-হাযযা আবু কিলাবা হতে আইয়ূবের সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৩৭০। হযরত আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল ও উসমান ইব্ন আবূ শায়বা বর্ণিত। রাবী উসমান তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান তাঁকে বলেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে লাগায় তারা ইফতার করল। অর্থাৎ রোযা ভেঙ্গে ফেলল।

২৩৭১। হযরত সাওবান (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে লাগায় তারা রোযা ভেঙ্গে ফেলে।

ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, ইবনে ছাওবান তার পিতা হতে মাকহুলের সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

باب في الرخصة في ذلك

٢٣٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ . عَنْ أَيُّوبَ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ . عَنْ أَيُّوبَ . بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ . وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

٢٣٧٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ . عَنْ مِقْسَمٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ .

٢٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ إِنِّي أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ وَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي .

٢٣٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ . عَنْ ثَابِتٍ . قَالَ : قَالَ أَنَسٌ : مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ . إِلاَّ كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ .

باب في الصائم يحتلم نهارا في شهر رمضان

٢٣٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلاَ مَنِ احْتَلَمَ وَلاَ مَنِ احْتَجَمَ .

তরজমা ---

রোযাবস্থায় শিংগা লাগানোর ব্যাপারে অনুমতি

২৩৭২। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা থাকাবস্থায় (স্বীয় দেহে) শিংগা লাগিয়েছেন।

২৩৭৩। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্রামের মধ্যে রোযা থাকাবস্থায় শিংগা লাগান।

২৩৭৪। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (রহ.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংগা লাগান ও ক্রমাগত (ইফ্তার ছাড়া) রোযা রাখতে বারন করেছেন। অবশ্য তিনি অনুগ্রহবশত ঃ তাঁর সাহাবীদের উপর তা হারাম করেননি। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আপনি সাহ্রী পর্যন্ত ক্রমাগত রোযা রাখেন। তিনি বলেন,আমি সাহ্রীর সময় পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম। কেননা আমার রব আমাকে পানাহার করান।

২৩৭৫। হযরত সাবিত (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,আনাস (রা.) বলেছেন, রোযাদার ব্যক্তি দূর্বল হয়ে যাবে বিবেচনা করে, আমরা তাকে শিংগা লাগাতে দিতাম না।

রামাদ্বান মাসে রোযাদার ব্যক্তির দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে

২৩৭৬। হযরত নবী করীম ﷺ-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি বমি করে, যার স্বপ্নদোষ হয় এবং যে শিংগা লাগায় এতে রোযা ভাংগে না।

باب في الكحل عند النوم للصائم

٢٣٧٧ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ . حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ . عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ . وَقَالَ : لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ يَعْنِي حَدِيثَ الْكُحْلِ .

٢٣٧٨ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ . أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . عَنْ عُتْبَةَ أَبِي مُعَاذٍ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ .

٢٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ . وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُرَخِّصُ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ .

باب الصائم يستقيء عامدا

٢٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ . وَهُوَ صَائِمٌ . فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ . وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ أَيْضًا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ . عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ

তরজমা --

নিদ্রা যাওয়ার সময় সুরমা ব্যবহার

২৩৭৭। হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌ন হাওযা তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ঘুমের সময় সুগন্ধিযুক্ত আস্‌মাদ (পাথরের তৈরী) সুরমা ব্যবহারের নির্দেশ দেন এবং তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ রোযাদার ব্যক্তি যেন তা পরিহার করে।

ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, ইয়াহয়া ইবনে মাঈন আমাকে বলেছেন, এটি অর্থাৎ حَدِيثَ الْكُحْلِ মুনকার হাদীস।

২৩৭৮। হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রোযা থাকাবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন।

২৩৭৯। হযরত আল্ আ'মাশ্ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি আমাদের সাথীদের মধ্যে কাউকেও রোযা থাকাবস্থায় সুরমা ব্যবহারে আপত্তি করতে দেখিনি এবং রাবী ইবরাহীম রোযাদারের জন্য বিশেষভাবে 'সিবর' জাতীয় সুরমা ব্যবহার করতে অনুমতি দিতেন।

রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে

২৩৮০। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রোযা থাকাবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তার জন্য কাযা আদায় করা জরুরী নয়। অবশ্য যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তবে সে যেন কাযা আদায় করে।

ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, হাফস বিন গিয়াসও হিশাম হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন

٢٣٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ . عَنْ يَحْيَى . حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ . عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ . أَنَّ أَبَاهُ . حَدَّثَهُ . حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ . أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ . حَدَّثَهُ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ . فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ . فَقُلْتُ إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ . حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ . قَالَ : صَدَقَ . وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ صلى الله عليه وسلم

باب القبلة للصائم

٢٣٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . عَنِ الْأَعْمَشِ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ . عَنِ الْأَسْوَدِ . وَعَلْقَمَةَ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ . وَلٰكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ .

٢٣٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ . عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ . عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ .

٢٣٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ . وَأَنَا صَائِمَةٌ .

তরজমা ---

২৩৮১। হযরত মা'দান ইব্‌ন তালহা (রহ.) বলেন, আবূ দারদা (রা.) তাঁকে বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করেন, এরপর ইফতার করেন। পরে আমার সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবানের দামেশ্‌কের এক মসজিদে দেখা হয়। আমি তাঁকে বলি, আবূ দারদা (রা.) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করেন, পরে ইফতার, করেন। তিনি (সাওবান) বলেন, তিনি সত্য বলেছেন। আর ঐ সময় আমি তাঁকে ওযুর জন্য পানি ঢেলে দিয়েছিলাম।

রোযাদার ব্যক্তির চুম্বন করা

২৩৮২। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা থাকাবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তিনি রোযাবস্থায় তাঁর সাথে সহাবস্থান করতেন; তবে তিনি ছিলেন কঠোর সংযমী।

২৩৮৩। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাদ্বান মাসে রোযা থাকাবস্থায় তাঁর পত্নীগণকে চুম্বন করতেন।

২৩৮৪। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযাবস্থায় আমাকে চুম্বন করতেন এবং আমিও রোযা থাকতাম।

٢٣٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ح وحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ . عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : هَشِشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ . صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ . وَأَنَا صَائِمٌ . قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ . وَأَنْتَ صَائِمٌ .

قَالَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ : لَا بَأْسَ بِهِ . ثُمَّ اتَّفَقَا . قَالَ : فَمَهْ .

باب الصائم يبلع الريق

٢٣٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ . حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ الْعَبْدِيُّ . عَنْ مِصْدَعٍ أَبِي يَحْيَى . عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ . وَيَمُصُّ لِسَانَهَا .

باب كراهيته للشاب

٢٣٨٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ . أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ . عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ . عَنِ الْأَغَرِّ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ . فَرَخَّصَ لَهُ . وَأَتَاهُ آخَرُ . فَسَأَلَهُ . فَنَهَاهُ . فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ . وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ .

তরজমা ---

২৩৮৫। হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.) বলেন, একদা রোযা থাকাবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে আনন্দ-স্ফূর্তি করাকালে তাকে চুম্বন করি। এরপর আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আজ আমি একটি গুরুতর কাজ করে ফেলেছি, রোযাবস্থায় আমি আমার স্ত্রীকে চুম্বন করেছি। তিনি বলেন, তুমি কি রোযা থাকাবস্থায় কুলি কর না?

ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ তার হাদীছে বলেন, আমি বলি এতে তো কোন দোষ নাই।

রোযাদার এর থুথু গলধকরণ করা

২৩৮৬। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা থাকাবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তাঁর জিহ্বা লেহন করতেন।

চুম্বন ও সহাবস্থান যুবকের জন্য মাকরূহ হওয়া

২৩৮৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট রোযা থাকাবস্থায় স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহাবস্থান করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তাকে এর অনুমতি দেন। এরপর অপর একব্যক্তি এসে অনুমতি চাইলে তিনি তাকে বারন করেন। আর ব্যাপার এই ছিল যে, তিনি যাকে অনুমতি দেন সে ছিল বৃদ্ধ, আর যাকে নিষেধ করেন যে ছিল যুবক।

باب فيمن اصبح جنبا في شهر رمضان

٢٣٨٨ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الأَذْرَمِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ . عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ . عَنْ عَائِشَةَ . وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَتَا : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا قَالَ عَبْدُ اللهِ الأَذْرَمِيُّ فِي حَدِيثِهِ فِي رَمَضَانَ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ . ثُمَّ يَصُومُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَمَا أَقَلَّ مَنْ يَقُولُ : هٰذِهِ الْكَلِمَةَ يَعْنِي يُصْبِحُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ . وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ صَائِمٌ .

তরজমা --

রামাযান মাসে নাপাক অবস্থায় ভোর হলে

২৩৮৮। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) ও উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাপাক অবস্থায় ভোর হয়ে যেত। রাবী আবদুল্লাহ্ আল-আয্‌রামী তার বর্ণিত হাদীসে বলেন, রামাদ্বানের মাসে রাতে স্বপ্ন-দোষের কারণে নয় বরং স্ত্রী সহবাসের কারণে তিনি সকালে নাপাক অবস্থায় থেকে রোযা রাখতেন। (অবশ্য পরে দিনের বেলায় গোসল করে পবিত্র হতেন।) ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, খুব কম রাবী এ বাক্যটি অর্থাৎ يُصْبِحُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ বাক্যটি বলেন। মূলত হাদীসের শবব্দ হল أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ صَائِمٌ

তাশরীহ --

قوله : كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ صَائِمٌ

কোন কোন তাবেয়ীর মতে নাপাক অবস্থায় রোযা রাখা জায়েয নেই। যদি এরূপ অবস্থায় সুবেহ হয়ে যায় তাহলে এই রোযার ক্বাযা রাখা জরুরী।

ইবরাহীম নাখয়ী (রঃ) এর মতে ফরজ রোযা বাতিল হয়ে যাবে, তবে নফল রোযা সহীহ হবে কারাহাতের সহিত। জমহুরদের মতে সকল প্রকার রোযাই শুদ্ধ হবে। অবশ্য সুবেহের পূর্বে পবিত্র হয়ে যাওয়া উত্তম, হুজুর (সাঃ) বৈধতার স্বীকৃতি স্বরূপ কখনও এরূপ করতেন। আর হাদীসের মধ্যে كان শব্দ استمرار এর জন্য নয়।

প্রথম পক্ষ দলীল পেশ করেন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর উক্তি দ্বারা

من اصبح جنبا ويريد الصوم ليس له صوم يفطر ، رواه الطحاوي كذا اخرجه البخاري تعليقا

জমহুর দলীল পেশ করেন হযরত আয়শা (রাঃ) এর উপরোক্ত হাদীস দ্বারা। এছাড়া কোরআন শরীফের মধ্যে যেহেতু পানাহার এবং স্ত্রী সঙ্গমের জন্য সুবেহ সাদিক পর্যন্ত অনুমতি দেয়া হয়েছে তাই জানা কথা যে, সুবেহ সাদিকের সময় পর্যন্ত গোসল করা যাবে না, অবশ্য এরপর পর্যন্ত নাপাক থাকতে হবে। যদি এর দ্বারা রোযার মধ্যে কোন ত্রুটি আসত তাহলে এর পূর্বে এসব জিনিস থেকে ফারেগ হওয়ার হুকুম দেয়া হত।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর উক্তির জবাব হল যে, এ অবস্থা এই সময়ে ছিল যখন রাতের বেলা শয়নের পরে পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ ছিল। অতঃপর যখন এই আয়াত كلوا واشربوا حتى الخ অবতীর্ণ হল তখন এই হুকুম রহিত হয়ে গেছে। তাই সুবেহের পর নাপাক থাকারও অনুমতি হয়ে গেল।

আবার কেউ কেউ এই জবাব দিয়েছেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদীসের উপযুক্ত ঐ ব্যক্তি যে সুবেহ সাদিকের পরেও সঙ্গমে লিপ্ত থাকে। তাই এখানে পরিষ্কার কথা যে, তার রোযা হবে না

٢٣٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ يَعْنِي الْقَعْنَبِيَّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلٰى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّبِعُ.

باب كفارة من اتى اهله في رمضان

٢٣٩٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسٰى الْمَعْنٰى قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ لَا قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ : لَا. قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ : لَا. قَالَ : اجْلِسْ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ. مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ ثَنَايَاهُ. قَالَ : فَأَطْعِمْهُ إِيَّاهُمْ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعٍ اٰخَرَ أَنْيَابُهُ

তরজমা ---

২৩৮৯। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি দরজায় দাঁড়ানো অবস্থায় রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নাপাক অবস্থায় আমার ভোর হয়ে যায় এবং আমি রোযা রাখার ইচ্ছা করি। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমারও নাপাক অবস্থায় ভোর হয়ে যায় এবং রোযা রাখার ইচ্ছা করি। আর আমি গোসল করি এবং রোযা রাখি। সে ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো আমাদের মত নন, আল্লাহ্ তা'য়ালা তো আপনার জীবনের পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মার্জনা করে দিয়েছেন। এতে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হন এবং বলেন, আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের চাইতে অধিক আল্লাহ্ ভীরু ও তাঁর অধিক বন্দেগী করতে সংকল্প রাখি।

যে ব্যক্তি রামাদ্বানের দিনে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তার কাফ্ফারা

২৩৯০। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে আরয করে, আমি ধ্বংস হযেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কি হয়েছে? সে বলে, রোযা অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আযাদ করার মত তোমার কোন দাস দাসী আছে কি? সে বলে না। তিনি বলেন, তুমি কি ক্রমাগত দু'মাস রোযা রাখতে সক্ষম? সে বলে, না। তিনি তাকে বলেন, তুমি বস। এ সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক 'ইর্ক' (থলে ভর্তি) খেজুর এল। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খুরমা ভর্তি একটি থলি দিয়ে বলেন, তুমি তা দ্বারা সাদ্কা কর। সে ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মদীনার উভয় পার্শ্বে আমাদের চাইতে অভাবগ্রস্ত আর কোন পরিবার নাই। রাবী বলেন, এতে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হেঁসে উঠেন যে, তাঁর সম্মুখের দন্তরাজি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি তাকে বলেন, তবে তোমরাই তা খাও।

রাবী মুসাদ্দাদ অন্য বর্ণনায় বলেন, তাঁর দন্তরাজি বের হয়ে পড়ে।

قوله : باب كفارة من اتى اهله في رمضان

ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ (রঃ) এর মতে কেবল সহবাসের দ্বারা রোযা ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হয় এবং পানাহার দ্বারা রোযা ভঙ্গ করলে কেবল কাজা ওয়াজিব হয় কাফফারা নয়।

ইমাম আবু হানিফা, মালিক এবং সুফিয়ান সাওরী (রঃ) এর মতে স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছাকৃত ভাবে রোযা ভঙ্গ করলেই কাজা এবং কাফফারা ওয়াজিব হয়ে যায়। এখন সঙ্গমের দ্বারা হোক অথবা পানাহারের দ্বারা।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (রঃ) দলীল পেশ করেন হাদীসুল-বাব দ্বারা যে, এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল সঙ্গমের কারণে কাফফারা ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন অথচ এই হুকুম হচ্ছে خلاف قياس অযৌক্তিক। কেননা, এ ব্যক্তিটি তাওবাকারী হয়ে এসেছিল। আর তাওবা কারী সম্পর্কে বলা হয়েছে التائب من الذنب كمن لا ذنب له এ কারণে এ ব্যক্তির কোন গোনাহই ছিল না। তা সত্ত্বেও কাফফারার নির্দেশ দেয়া হল خلاف قياس অতএব, এর উপর অন্য কোন নিয়মকে চিন্তা করাই যাবে না।

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালিক (রঃ) দলীল পেশ করেন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو أن يطعم ستين مسكينا ، رواه مسلم

রমজানের মধ্যে আহার করেছিল তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফফারার হুকুম দিলেন। অনুরূপ আবু দাউদ শরীফের মধ্যেও পান করার কারণে কাফফারার উল্লেখ রয়েছে।

মোটকথা উপরোক্ত হাদীস দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, স্বাভাবিক ইচ্ছাকৃত ইফতারই কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ। আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন যে, স্ত্রী সঙ্গম এবং পানাহার থেকে দূরে থাকা হচ্ছে রোযার রুকনের অন্তর্ভূক্ত। এদিক থেকে তিনটিই সমান। অতএব রোযা ভঙ্গকারী হওয়া এবং এর হুকুমের মধ্যেও তিনটি সমান হওয়াই উচিত। এ কথা ঠিক হবে না যে, একটির কারণে কাফফারা ওয়াজিব হবে এবং অন্যটির কারণে হবে না।

তারা جماع সঙ্গম সম্পর্কিত যে হাদীস পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, এই হাদীসে তো কেবল একটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই যে অন্য অবস্থার نفي হয়ে যায়। অন্যান্য হাদীস দ্বারা পানাহারকেও কাফফারার কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব সকল হাদীস দ্বারা তিন ভঙ্গ কারীই কাফফারার কারণ প্রমাণিত হল। আর তারা যে কথা বলেছেন যে, তাওবা গোনাহ মোচনকারী হওয়ার ভিত্তিতে কাফফারার হুকুম خلاف قياس এর উপর অন্যকে قياس করা যাবে না।

এর জবাব হল যে, আমরা قياس এর মাধ্যমে কাফফারার হুকুম প্রমাণ করি নাই বরং অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছি। দ্বিতীয় কথা হল যে, যখন তাওবার পরেও কাফফারার হুকুম দেয়া হয়েছে তাই বুঝা গেল যে, কেবল তাওবাই গোনাহ মোচনকারী নয়। যেমন চুরি এবং ব্যভিচারের গোনাহ শুধু তাওবা দ্বাড়া মাফ হয় না বরং حدود লাগানোরও প্রয়োজন পড়ে।

قوله : قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ

জৈবিক চাহিদার তীব্রতা রোযা রাখতে অক্ষমতার দলীল হতে পারে কি না? এক্ষেত্রে শাফেয়ীগণের মাযহাব হল যে, তীব্র জৈবিক চাহিদা প্রত্যেকের জন্য ওযর। এ কারণে যারই এ অবস্থা হবে তার জন্য রোযার পরিবর্তে খাওয়ার হুকুম হবে।

হানাফিগণের মতে এটা ওযর নয়। আর হাদীস ঐ ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত। যেমন স্বয়ং শাফেয়ীগণও নিজের কাফফারা নিজের পরিবার পরিজন কে খাওয়ানোর হুকুম কে তার জন্য নির্ধারিত মনে করেন। তাই যেহেতু তারা এক মাসআলার মধ্যে বিশেষত্বের দাবি করেন তাহলে অন্য মাসআলার মধ্যেও বিশেষত্বের সুযোগ থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি।

٢٣٩١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ زَادَ الزُّهْرِيُّ وَإِنَّمَا كَانَ هٰذَا رُخْصَةً لَهُ خَاصَّةً فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنَ التَّكْفِيرِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى مَعْنَى ابْنِ عُيَيْنَةَ زَادَ فِيهِ الْأَوْزَاعِيُّ وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ

٢٣٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْلِسْ. فَأُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ. مَا أَحَدٌ أَحْوَجُ مِنِّي. فَضَحِكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. وَقَالَ لَهُ: كُلْهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ. عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى لَفْظِ مَالِكٍ. أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ وَقَالَ فِيهِ: أَوْ تُعْتِقَ رَقَبَةً. أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ. أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا

তরজমা ---

২৩৯১। হযরত ইমাম যুহরী (রহ.) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী যুহরী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এ অনুমতি ঐ ব্যক্তির জন্য খাস ছিল। আজ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কাজ করে, তবে তার জন্য অবশ্যই কাফ্ফারা রয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, লাইস ইব্ন সা'দ, আওযায়ী, মানসূর ইব্ন মু'তামার, ইরাক ইব্ন মালিক এ হাদীসের অর্থে ইব্ন উয়ায়না হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী আওযায়ী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, সে সময় আল্লাহ্র নিকট ইস্তিগ্ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করবে।

২৩৯২। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রামাদ্বানের মধ্যে ইফ্তার (রোযা ভংগ) করলে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দাস-দাসী আযাদ করতে, অথবা ক্রমাগত দুই মাস রোযা রাখতে বা ষাট জন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে নির্দেশ দেন। সে ব্যক্তি বলে, এর কোনটিই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বসতে বলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি থলে ভর্তি খেজুর দিয়ে বললেন, তুমি তা গ্রহণ কর এবং এর দ্বারা সাদ্কা দাও। সে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার চাইতে অধিক মুখাপেক্ষী (অভাবগ্রস্ত) আর কেউ নাই। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হেঁসে উঠলেন যে, তাঁর সম্মুখের দন্তরাজি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি তাকে বলেন, তবে তুমিই তা খাও।

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, ইব্ন জুরায়েজ যুহরী হতে, রাবী মালিকের শব্দে বর্ণনা করেছেন যে, একদা জনৈক ব্যক্তি (ইচ্ছাকৃতভাবে) ইফ্তার করে। এরপর এতে বর্ণিত হয়েছে যে, তুমি একজন দাস-দাসী মুক্ত কর, অথবা ক্রমাগত দু'মাস রোযা রাখ বা ৬০ জন মিস্কীনকে খানা খাওয়াও।

তাশরীহ ---

قوله : وَإِنَّمَا كَانَ هٰذَا رُخْصَةً لَهُ خَاصَّةً

অর্থাৎ হাদীসের মধ্যে নিজের কাফফারাকে নিজের পরিবার পরিজনকে খাওয়ানোর হুকুম দেয়া হয়েছে এই হুকুম তার জন্য নির্ধারিত। ইহা শাফেয়ীদেরও মত।

কেউ কেউ বলেছেন যে, এই হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে পরিবার পরিজন উদ্দেশ্য নয় যার ভরণ পোষন তার উপর ওয়াজিব বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য [illegible]

٢٣٩٣ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ . قَالَ فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . وَقَالَ فِيهِ : كُلْهُ أَنْتَ . وَأَهْلُ بَيْتِكَ . وَصُمْ يَوْمًا . وَاسْتَغْفِرِ اللهَ .

٢٣٩٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ . أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ . حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ . أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ . أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ . زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ : أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . احْتَرَقْتُ . فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ : أَصَبْتُ أَهْلِي . قَالَ : تَصَدَّقْ . قَالَ : وَاللهِ مَا لِي شَيْءٌ . وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ . قَالَ : اجْلِسْ فَجَلَسَ . فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذٰلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقْ بِهٰذَا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . أَعَلَى غَيْرِنَا ؟ فَوَاللهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ . قَالَ : كُلُوهُ

٢٣٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ . عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ : فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا

তরজমা --

২৩৯৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হয়, যে রামাদ্বানে (ইচ্ছাকৃতভাবে) ইফ্তার করে। এরপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, এরপর তাকে এমন একটি খুরমা ভর্তি থলে দেয়া হয়, যাতে পনের সা' পরিমাণ খেজুর ছিল। রাবী বলেন, এরপর তিনি তাকে বলেন, তুমি তা তোমার পরিবারের লোকদের সাথে ভক্ষণ কর এবং একদিন রোযা রাখ, আর আল্লাহ্‌র নিকট গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।

২২৯৪। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এর পত্নী আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রামাদ্বান মাসে জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট, মসজিদে আসে। এরপর সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে দোযখের উপযোগী হয়েছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সে বলে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে রোযাবস্থায় সহবাস করেছি। তিনি বলেন, তুমি কিছু সাদ্‌কা কর। সে বলে আল্লাহ্‌র শপথ! আমার কিছুই নাই এবং তা দিতে আমি সক্ষম নাই। তিনি তাকে বলেন, তুমি একট বস। এরপর সে সেখানে বসে থাকাবস্থায় অপর এক ব্যক্তি গাধার পৃষ্ঠে করে কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন, জাহান্নামের উপযোগী ঐ ব্যক্তিটি কোথায়? সে ব্যক্তি দাড়ালে রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলে : তুমি এর দ্বারা সাদ্‌কা কর। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি তা অন্যকে দান করব? আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয়ই আমি অধিক অভাবগ্রস্ত। আমাদের কিছুই নাই। এতদ্‌শ্রবণে তিনি বলেন, তবে তোমরাই তা খাও।

২৩৯৫। হযরত আয়েশা (রা.) হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, তাকে এমন একটি খেজুরের থলে দেয়া হয়, যাতে বিশ সা' পরিমাণ খেজুর ছিল।

باب التغليظ في من افطر عمدا

٢٣٩٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ . عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ . عَنِ ابْنِ مُطَوِّسٍ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ

٢٣٩٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ قَالَ فَلَقِيتُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ وَسُلَيْمَانَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَاخْتُلِفَ عَلَى سُفْيَانَ . وَشُعْبَةَ . عَنْهُمَا ابْنُ الْمُطَوِّسِ . وَأَبُو الْمُطَوِّسِ.

باب من اكل ناسيا

٢٣٩٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَحَبِيبٍ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ اللهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ.

باب تاخير قضاء رمضان

٢٣٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.

তরজমা --

ইচ্ছাপূর্বক রোযা ভংগ করার ব্যাপারে কঠোরতা

২৩৯৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রদত্ত সুযোগের (সফর বা রোগ) অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন কারণে রামাদ্বানের কোন দিনে রোযা ভংগ করে, সে যদি যুগ যুগ ধরে রোযা রাখে তবুও তার ক্ষতি পূরন হবে না।

২৩৯৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ইব্‌ন কাসীর ও সুলায়মান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ দাঊদ (রহ.) বলেন, সুফিয়ান ও শু'বা উভয়ের মধ্যে 'ইব্‌ন মুতাওয়াস ও আবূ মুতাওয়াস' শব্দে মতপার্থক্য রয়েছে।

রোযা রেখে যে ব্যক্তি ভুলক্রমে খাদ্য গ্রহণ করে

২৩৯৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি রোযা থাকাবস্থায় ভুলবশতঃ পানাহার করে ফেলেছি। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে পানাহার করিয়েছেন। অর্থাৎ এতে রোযা নষ্ট হয় নাই।

রামাদ্বানের রোযার কাযা আদায়ে দেরী করা

২৩৯৯। আবূ সালামা, হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, যদি আমার উপর (হায়েযের কারণে রামাদ্বানের) কোন রোযার কাযা আবশ্যক হত, তবে শা'বান মাস আসার পূর্বে আমি উহার কাযা আদায় করতে পারতাম না।

باب فيمن مات وعليه صيام

٢٤٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ. عَنْ عُرْوَةَ. عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هٰذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

٢٤٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ

তরজমা ---

যে ব্যক্তি রোযার কাযা বাকী থাকাবস্থায় মারা যায়

২৪০০। **হযরত আয়েশা (রা.)** হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার উপর কাযা রোযা থাকাবস্থায় মারা যায় তার উত্তরাধিকারীগণ তার পক্ষ হতে তা আদায় করবে।

২৪০১। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি রামাদ্বান মাসে রোগাক্রান্ত হয় এবং সে ঐ অসুখ হতে সুস্থ না হয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে তার পক্ষ হতে (ফিদ্‌য়া প্রদান করত) মিস্‌কীনদের খাওয়াতে হবে। এবং তার উপর এর কাযা থাকবে না। আর যদি মৃত ব্যক্তি কোন মানত করে থাকে তবে তা তার উত্তরাধিকারীগণ তার পক্ষ হতে পূর্ণ করবে।

তাশরীহ ---

قوله : صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

রোযার মধ্যে نیابت অন্যের উপর ভার অর্পন করা চলে কিনা এ নিয়ে এখতেলাফ রয়েছেঃ

ইমাম আহমদ এবং ইসহাক (রঃ) এর মতে মান্নতের রোযার মধ্যে نیابت চলবে যদি মান্নতকারী মরে যায়, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, মালিক এবং শাফেয়ী (রঃ) এর মতে কোন প্রকার রোযার মধ্যেই نیابت চলে না।

প্রথম পক্ষ দলীল পেশ করেন হযরত আয়শা (রাঃ) এর উপরোক্ত হাদীস দ্বারা।

দ্বিতীয় পক্ষের প্রথম দলীল হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীস নাসায়ী শরীফের মধ্যে

انه عليه السلام قال لايصوم احد عن احد ولكن يطعم عنه

দ্বিতীয় দলীল তাহাবী শরীফে মধ্যে আয়শা (রাঃ) এর হাদীস যে, হযরত ওমর (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন

ان امي توفيت وعليها صيام رمضان يصلح ان اقضي عنها قالت لا ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكينا

তৃতীয় দলীল মুয়াত্তা মালিকের মধ্যে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এর হাদীস

لايصوم احد عن احد ولايصلي احد عن احد

আকলী দলীল হল, রোযাও নামাযের মত শারীরিক এবাদত। এর মধ্যে উদ্দেশ্য হল শরীরের সাধনা, যাতে نیابت হতে পারে না। এ কারণে নামাযের মধ্যে কারো মতে نیابت হতে পারে না। তাই রোযার মধ্যেও نیابت হতে পারে না

হযরত আয়শা (রাঃ) এর হাদীস এর জবাব হল যে, এর উদ্দেশ্য এই যে, ওলী তার পক্ষ থেকে রোযার দায়িত্ব আদায় করে দেবে। যার নিয়ম অন্য হাদীসের মধ্যে বলে দেয়া হয়েছে যে, মিসকিনকে খানা খাওয়াবে। আর যেহেতু খানা খাওয়ানো রোযার স্থলাভিষিক্ত এজন্য একে صوم দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। যেভাবে তায়াম্মুমকে ওযু দ্বারা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, التراب وضوء المسلم كما قال الطيبي

(২) অথবা একে রহিত সাব্যস্ত করা যাবে, যাতে বর্ণনা এবং ফতওয়ার মধ্যে বিরোধ না থাকে

(৩) হযরত শাহ সাহেব (রঃ) বলেন যে, صوم কে তার মূল অর্থের উপর রাখা যাবে যে, ওলী তার মাইয়্যাতের পক্ষ থেকে রোযা রাখবে, কিন্তু এই রোযা نیابت হিসাবে নয় বরং ইসালে সওয়াব অনুযায়ী দান এবং এহসান হিসেবে

باب الصوم في السفر

٢٤٠٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ.

٢٤٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْمَدَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يَذْكُرُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ أُسَافِرُ عَلَيْهِ وَأُكْرِيهِ وَإِنَّهُ رُبَّمَا صَادَفَنِي هٰذَا الشَّهْرُ يَعْنِي رَمَضَانَ وَأَنَا أَجِدُ الْقُوَّةَ وَأَنَا شَابٌّ وَأَجِدُ بِأَنْ أَصُومَ يَا رَسُولَ اللهِ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَخِّرَهُ فَيَكُونُ دَيْنًا أَفَأَصُومُ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِي أَوْ أُفْطِرُ قَالَ أَيُّ ذٰلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ.

তরজমা ---

সফরে রোযা রাখা

২৪০২। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাম্‌যা আল্ আস্‌লামী (রা.) নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এমন ব্যক্তি যে প্রায়ই রোযা রাখি। কাজেই আমি কি সফরকালে রোযা (রামাদ্বানের) রাখব? তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পার, কিংবা ইফ্‌তারও করতে পার।

২৪০৩। হযরত হাম্‌যা ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাম্‌যা আল্-আস্‌লামী (রহ.) তাঁর পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি উষ্ট্রের পিঠের মালিক এবং আমি প্রায়ই সফরে থাকি। এমতাবস্থায় যদি এই রামাদ্বান মাস আসে এবং যৌবনের শক্তির কারণে যদি আমি রোযা রাখতে পারি, তবে কি আমি রোযা রাখব? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রোযা পরে রাখার (কাযা করার) চাইতে, তা আদায় করা আমার জন্য অধিকতর সহজ এবং তা দীনেরও অংগ। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বিনিময় অধিক প্রাপ্তির আশায় আমি কি রোযা রাখব, না ইফ্‌তার করব? তিনি বলেন, হে হাম্‌যা! তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।

তাশরীহ ---

قوله : باب الصوم في السفر

ইসলামী শরীয়তে সফরের মধ্যে রোযা না রাখার অনুমতি দিয়েছে। কোরআন শরীফের সরীহ আয়াত এর উপর দলীল রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام اخر কিন্তু হাদীস সমূহ এ সম্পর্কে অভিন্ন নয়। কোন কোন হাদীস দ্বারা ভ্রমণ অবস্থায় রোযা রাখা উত্তম জানা যায়। আবার কোন কোন হাদীস দ্বারা রোযা না রাখা উত্তম জানা যায়। তাই জমহুর এই বিভিন্ন বর্ণনা সমূহকে বিভিন্ন অবস্থার উপর প্রয়োগ করেন। কিন্তু কোন কোন আহলে জাওয়াহের বলেন যে, সফর অবস্থায় রোযা রাখা জায়েজ নেই। আর রাখলে রোযার দায়ভার শেষ হবে না। আবাসে থাকা অবস্থায় রোযা ক্বাযা করতে হবে।

তারা হযরত জাবির (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন ليس من البر الصوم في السفر এছাড়া মুসলিম শরীফের মধ্যে যারা রাখে তাদের সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে اولئك العصاة তাই যেহেতু রোযা রাখার মধ্যে بر এর نفي করা হয়েছে আর যারা রাখে তাদেরকে গোনাহগার বলা হয়েছে তাহলে রোযা কিভাবে সহীহ হবে?

জমহুর দলীল পেশ করেন কোরআন শরীফের আয়াত দ্বারা যে, রুগ্ন এবং ভ্রমনকারীকে ইফতারের অনুমতি দিয়ে বলা হয়েছে وان تصوموا خير لكم অর্থাৎ রোযা রাখা উত্তম।

দ্বিতীয় দলীল বোখারী শরীফের মধ্যে আবু আওফার হাদীস যে, রাসূল ﷺ ভ্রমণ অবস্থায় রোযা রাখতেন। তাই বুঝা গেল যে, সফর অবস্থায় রোযা রাখা উত্তম।

আহলে জাওয়াহেরগণ যে দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, যে খোদা প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ না করে রোযা রাখে অথবা রোযা দ্বারা ক্ষতি হয়, একথা তার সম্পর্কে। অন্যথায় রাসূল ﷺ কিভাবে রোযা রাখতেন?

٢٤٠٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ طَاوُسٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ. ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ. فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ. وَذٰلِكَ فِي رَمَضَانَ. فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ. يَقُولُ: قَدْ صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَ. وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

٢٤٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زَائِدَةُ. عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ. عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ. فَصَامَ بَعْضُنَا. وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا. فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ. وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

٢٤٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ. وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ الْمَعْنٰى قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ. عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ. أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ قَزَعَةَ. قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ. وَهُمْ مُكِبُّونَ عَلَيْهِ. فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ. فَلَمَّا خَلاَ سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ. فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ. فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ. وَنَصُومُ حَتَّى بَلَغَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَنَازِلِ. فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ. وَالْفِطْرُ أَقْوٰى لَكُمْ. فَأَصْبَحْنَا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ. قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً. فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُمْ. وَالْفِطْرُ أَقْوٰى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا. فَكَانَتْ عَزِيمَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَصُومُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذٰلِكَ. وَبَعْدَ ذٰلِكَ.

তরজমা ---

২৪০৪। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ মদীনা হতে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হন। এরপর তিনি উসফান নামক স্থানে যাবার পর পানি চান এবং লোকদের দেখানোর উদ্দেশ্যে তা মুখে স্থাপন করেন। আর এই ঘটনা রামাদ্বানের মধ্যে সংঘটিত হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলতেন, নবী করীম ﷺ রোযা রেখে পরে ইফ্‌তার করেন। কাজেই যার ইচ্ছা রোযা রাখতে পারে এবং ইফ্‌তারও করতে পারে।

২৪০৫। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রামাদ্বান মাসে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সফর করি। তখন আমাদের কেউ কেউ রোযা রাখে এবং কেউ কেউ ইফ্‌তার করে। কিন্তু ঐ সময় কোন রোযাদার ইফ্‌তারকারীকে এবং ইফ্‌তারকারী রোযাদারকে দোষারোপ করেননি।

২৪০৬। হযরত কাযা'আ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মদীনতে) আবূ সাঈদ আল্ খুদরী (রা.)-এর নিকট যাই। ঐ সময় তিনি প্রচুর জনসমাগমের মধ্যে ফাত্‌ওয়া দেয়ায় রত ছিলেন। এরপর আমি তাঁর সাথে একান্তে সাক্ষাতের আশায় অপেক্ষা করতে থাকি। পরে তিনি একটু অবসর হলে আমি তাঁকে সফরের মধ্যে রামাদ্বানের রোযা রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় রামাদ্বান মাসে আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বের হই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখলে আমরাও রোযা রাখি। পরে একটি মনযিলে পৌঁছার পর তিনি ইরশাদ করেন ঃ তোমরা তোমাদের শত্রুদের নিকটবর্তী হয়েছ; কাজেই এখন তোমাদের জন্য ইফ্‌তার করা অধিক শক্তি সঞ্চয়ের কারণ হবে। এমতাবস্থায় আমরা কেউ কেউ রোযা রাখি এবং কেউ কেউ ইফ্‌তার করি। রাবী বলেন, আমরা আরো সম্মুখদিকে অগ্রসর হওয়ার পর, তিনি ইরশাদ করেন ঃ তোমরা আগামীকাল সকালে তোমাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলায় পৌঁছবে। কাজেই তোমাদেরে ইফ্‌তার করা, অধিক শক্তি সঞ্চয়ের কারণ হবে। আর তোমরা সকলে ইফ্‌তার কর। আর এটা ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হতে নির্দেশ স্বরূপ। আবূ সাইদ (রা.) বলেন, এর পূর্বেও পরেও আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রোযা রাখি এবং ইফ্‌তারও করি।

باب اختيار الفطر

٢٤٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَأَى رَجُلًا يُظَلَّلُ عَلَيْهِ ، وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ .

٢٤٠٨ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ إِخْوَةِ بَنِي قُشَيْرٍ قَالَ أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْتَهَيْتُ أَوْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هٰذَا فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّلَاةِ وَعَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى وَاللهِ لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدَهُمَا قَالَ فَتَلَهَّفَتْ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

باب من اختار الصيام

٢٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتّٰى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ كَفَّهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ مَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ .

তরজমা ---

সফরে যিনি ইফ্তারকে ভাল মনে করেন

২৪০৭। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম ﷺ দেখলেন, জনৈক ব্যক্তিকে (রোযা থাকার কারণে) ছায়া দেয়া হয়েছে এবং তার নিকট লোকের ভীড় জমেছে। এরপর তিনি বললেন, সফরে রোযা রাখাতে পূণ্য নেই।

২৪০৮। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। কুশায়ের গোত্রস্থিত বনী আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি বলেন,আমাদের কাওমের উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অশ্বারোহী বাহিনী শেষরাতে ঝাপিয়ে পড়লে আমি তাঁর নিকট যাই, অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে খাবার খেতে দেখি। তিনি আমাকে বলেন, তুমি বস এবং আমাদের সাথে এই খাদ্য খাও। আমি বলি, আমি রোযাদার। এরপর তিনি বলেন, তুমি বস, আমি তোমার নিকট নামায ও রোযা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসাফিরের জন্য, নামাযের অর্ধেক উঠিয়ে দিয়েছেন অথবা (রাবীর) সন্দেহ) নামাযের অর্ধেক উঠিয়ে দিয়েছেন এবং মুসাফির, দুগ্ধপানকারিনী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের উপর হতে রোযা সরিয়ে দিয়েছেন। রাবী বলেন, আল্লাহ্র কসম তিনি দুগ্ধদানকারিনী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের কথা, একই সংগে উচ্চারণ করেন অথবা কোন একটির কথা বলেন। এরপর আমি এজন্য অনুতপ্ত হই যে, কেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেয়া খাদ্য খাইনি।

সফরে যিনি রোযারাখাকে ভাল মনে করেন

২৪০৯। হযরত আবূ দারদা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে প্রচণ্ড গরমের দিনে কোন এক যুদ্ধের জন্য বের হই। এ সময় অসহ্য গরমের কারণে আমাদের কেউ কেউ স্বীয় হস্ত মাথায় রাখছিল অথবা হাতের তালু স্বীয় মস্তকে রেখেছিল। আর এ সময় আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) ব্যতীত আর কেউই রোযাদার ছিলেন না।

٢٤١٠ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ . ح وحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ . حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ الْمَعْنَى . قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَزْدِيُّ . حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : سَمِعْتُ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ الْهُذَلِيَّ . يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ تَأْوِي إِلَى شِبَعٍ . فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ

٢٤١١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ . قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي . عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ . عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فِي السَّفَرِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

باب متى يفطر المسافر إذا خرج

٢٤١٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ . ح وحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى . الْمَعْنَى حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ . وَزَادَ جَعْفَرٌ . وَاللَّيْثُ . حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ . أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ ذُهْلٍ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ . عَنْ عُبَيْدٍ . قَالَ : جَعْفَرٌ ابْنُ جَبْرٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ . فَرُفِعَ ثُمَّ قُرِّبَ غَدَاهُ . قَالَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ : فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ . قَالَ : اقْتَرِبْ قُلْتُ : أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ . قَالَ أَبُو بَصْرَةَ أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ : فَأَكَلَ

তরজমা ---

২৪১০। হযরত সিনান ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন মুহ্বাবাক আল্ হুযাল্লী (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তির আরোহণের জন্য কোন বাহন থাকবে, যা তাকে নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌছিয়ে দিবে, সে ব্যক্তির উচিত রামাদ্বানের রোযা (কাযা না করে) আদায় করা, যেখানেই তা পাবে। (অর্থাৎ সফরের মধ্যে যেখানেই রামাদ্বান মাস এসে পড়ে সেখানেই সক্ষম ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা উত্তম, যদিও কাযা করা জায়েয।)

২৪১১। হযরত সালামা ইব্‌ন মুহাব্বাক (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে রামাদ্বানের রোযা সফরের মধ্যে পাবে......এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে মুসাফির কখন ইফ্‌তার করবে

২৪১২। হযরত উবায়েদ হতে বর্ণিত। জা'ফর ইব্‌ন খায়র বলেন,একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী আবূ বুস্‌রা আল্-গিফারীর সাথে রামাদ্বান মাসে ফুস্‌তাত হতে আগমনকারী এক জাহাজে সাওয়ার ছিলাম। এরপর জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি সকালের নাশ্‌তা খেতে শুরু করেন। রাবী জা'ফর তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর ঘর হতে দূরে যাবার আগেই সকালের নাশ্‌তা খান। তিনি বলেন, এস, আমাদের সাথে খাদ্য গ্রহণ কর। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি আপনার ঘরবাড়ি দেখছেন না? আবূ বুস্‌রা বলেন, তমি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত ত্যাগ করতে চাও? রাবী জা'ফর তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেন, তিনি খাদ্য গ্রহণ করেন।

باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

٢٤١٣ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ . عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ . عَنْ أَبِي الْخَيْرِ . عَنْ مَنْصُورٍ الْكَلْبِيِّ . أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ دِمَشْقَ مَرَّةً إِلَى قَدْرِ قَرْيَةِ عُقْبَةَ . مِنَ الْفُسْطَاطِ . وَذٰلِكَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فِي رَمَضَانَ . ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ نَاسٌ . وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا . فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ . قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَرَاهُ . إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ . يَقُولُ : ذٰلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا . ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ : اللّٰهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ .

٢٤١٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ . عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ . عَنْ نَافِعٍ . أَنَّ ابْنَ عُمَرَ . كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْغَابَةِ فَلَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْصِرُ .

باب من يقول : صمت رمضان كله

٢٤١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا يَحْيٰى . عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ . عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ . وَقُمْتُهُ كُلَّهُ . فَلَا أَدْرِي أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ . أَوْ قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ نَوْمَةٍ أَوْ رَقْدَةٍ .

তরজমা ---

রোযাদার ব্যক্তি কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলে রোযা না রেখে পানাহার করবে

২৪১৩। হযরত মানসূর আল্-কালবী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় দাহীয়া ইব্ন খলীফা একদা দামেশ্‌কের কোন এক গ্রাম হতে ফুস্‌তাত শহরের দূরত্বের অনুরূপ দূরত্ব রামাদ্বান মাসে অতিক্রম করেন, যার পরিমাণ ছিল তিন মাইলের মত। তখন তিনি রোযা ভঙ্গ করে খাদ্য গ্রহণ করেন এবং তার সংগের লোকজনও রোযা ভঙ্গ করেন। কিন্তু কিছু লোক রোযা ভঙ্গ করতে অস্বীকার করেন। এরপর তিনি স্বীয় গ্রামে প্রত্যাবর্তনের পর বলেন, আল্লাহ্‌ শপথ। আজ আমি এমন এক ব্যাপার দেখলাম, যা দেখার কোন ধারণাও আমার ছিলনা। নিশ্চয় কাওমের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত ত্যাগ করেছে। আর তাঁর সাথীগণ যাঁরা রোযা রেখেছিলেন তাদেরকে ঐরূপ বলতে থাকেন। এমতাবস্থায় তিনি বলেন, ইয়া আল্লাহ্! তুমি আমাকে তোমার নিকট উঠিয়ে

২৪১৪। হযরত নাফি' (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমার (রা.) যখন গাবা নামক স্থানের দিকে রওনা হতেন, তখন তিনি ইফ্‌তার (রোযা ভংগ) করতেন না, আর নামাযও কসর করতেন না।

যে ব্যক্তি বলে, আমি পূর্ণ রামাদ্বান রোযা রেখেছি

২৪১৫। হযরত আবূ বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন না বলেন, আমি পূর্ণ রামাদ্বান মাস রোযা রেখে এবং এর পূর্ণ রজনী দাঁড়িয়ে নামাযে রত ছিলাম রাবী বলেন, তিনি তাযকীয়া অপসন্দ করতেন কিনা তার আমার জানা নাই অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেন, এর জন্য নিদ্রা অথবা তন্দ্রা উভয়ই প্রয়োজন।

باب في صوم العيدين

٢٤١٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . وَهٰذَا حَدِيثُهُ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ . قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ . فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ صِيَامِ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ . أَمَّا يَوْمُ الأَضْحٰى فَتَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ . وَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ .

٢٤١٧ - حَدَّثَنَا مُوسٰى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ . وَيَوْمِ الأَضْحٰى . وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ . وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ . وَعَنِ الصَّلاَةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ . وَبَعْدَ الْعَصْرِ .

باب صيام أيام التشريق

٢٤١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ . عَنْ أَبِي مُرَّةَ . مَوْلٰى أُمِّ هَانِئٍ . أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو . عَلٰى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا . فَقَالَ : كُلْ . فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ عَمْرٌو : كُلْ . فَهٰذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا . وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ .

তারজমা --

দু'ঈদের দিনে রোযা রাখা

২৪১৬। হযরত আবূ উবায়েদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমারের (রা.) সাথে ঈদের নামায পড়ি। এরপর তিনি খুত্বার পূর্বে নামায পড়েন। পরে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'দিন রোযা রাখতে বারন করেছেন। আর ঈদুল আযহার দিন, তোমরা যে কুরবানী করে থাক তার গোশ্ত তোমরা খেয়ে থাক। আর ঈদুল ফিত্রের দিন, তা তোমাদের রোযার ইফ্তারের দিন।

২৪১৭। হযরত আবূ সাইদ আল্-খুদ্রী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আয্হার- এ দু'দিন রোযা রাখতে বারন করেছেন। এমনভাবে পুরুষের জন্য এক প্রস্থ কাপড় পরতে বারন করেছেন, যাতে হস্ত পদ পাথরের মত নিশ্চল থাকে এবং তিনি সকাল হওয়ার পর (দু'রাকআত সুন্নাত ব্যতীত অন্য নামায) এবং আসরের পরে নামায পড়তে বারন করেছেন।

তাশ্রীকের দিনসমূহে রোযা রাখা

২৪১৮। হযরত উম্মে হানীর আযাদকৃত গোলাম আবূ মুররা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদা তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্রের সাথে তাঁর পিতা আম্র ইব্নুল 'আসের (রা.) নিকট যান। তিনি উভয়ের সামনে কিছু খাদ্য দ্রব্য রেখে বলেন খাও। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র বলেন, আমি তো রোযাদার। আম্র (রা.) বলেন, তুমি খাদ্য গ্রহণ কর, কেননা এই দিনগুলিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইফ্তার করতে নির্দেশ দিতেন এবং রোযা রাখতে বারন করতেন।

রাবী মালিক বলেন, তা ছিল তাশ্রীকের দিনসমূহ।

٢٤١٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا وَهْبٌ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ . ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ وَهْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي أَنَّهُ . سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَرَفَةَ . وَيَوْمُ النَّحْرِ . وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ . وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

٢٤٢٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . عَنِ الأَعْمَشِ . عَنْ أَبِي صَالِحٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ.

তরজমা ---

২৪১৯। হযরত মূসা ইব্ন আলী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার নিকট হতে শুনেছি, যিনি উক্বা ইব্ন আমের হতে শুনেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আরাফার দিন কুরবানীর দিন এবং তাশ্রীকের দিনগুলি আমাদের মুসলিমদের জন্য ঈদ স্বরূপ। এই দিনগুলি পানাহারের জন্য নির্ধারিত।

(শুধুমাত্র) জুমু'আর দিনকে রোযার জন্য নির্ধারিত করা বারন প্রসঙ্গে

২৪২০। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন পূর্বের এক দিন বা পরের একদিন রোযা না রেখে শুধু জুমু'আর দিনটিতে রোযা না রাখে।

তাশরীহ ---

قوله : لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ.

জুমাবারের রোযা সম্পর্কে দুই রকমের বর্ণনা পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনা থেকে মাকরূহ জানা যায় আবার কোন কোন বর্ণনা দ্বারা এর ফযীলত প্রমানিত হয়। তাই কোন কোন আলেম উভয়ের মধ্যে এভাবে সমন্বয় প্রদান করেছেন যে, মাকরূহ তখন হবে যখন একা শুধু জুমআ বারের রোযা রাখা হবে, এর পূর্বেও রোযা রাখা হবে না এবং পরেও হবে না, অন্যথায় মাকরূহ নয়।

হযরত শাহ সাহেব (রঃ) বলেন যে, যখন কোন খারাপ আকীদা নিয়ে রোযা রাখা হবে অর্থাৎ যেমন জুমআ বারের রোযা সর্বাধিক উত্তম মনে করে রোযা রাখা হবে, তখন মাকরূহ হবে। আর যদি খারাপ আকীদা না হয় তাহলে জায়েজ বরং উত্তম।

(শুধুমাত্র) জুমু'আর দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার হেকমত

(শুধুমাত্র) জুমু'আর দিন রোযা রাখা থেকে নিষেধ করার মধ্যে অনেক হেকমত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ

(১) ইমাম নববী (রঃ) বলেন যে, এর হেকমত হল এই যে, জুমু'আ দোয়া, যিকির, গোসল ইত্যাদি কাজ করার দিন, রোযা রাখলে এ সকল কাজ করা কষ্টকর হবে।

(২) কেউ কেউ বলেছেন যে, যেহেতু জুমআকে মুসলমানদের ঈদ বলা হয়েছে, যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদীস يوم جمعة يوم عيد لكم فلا تجعلوا يوم عيد يوم صيامكم

(৩) কেউ কেউ বলেছেন যে, ইহুদী এবং খ্রীষ্টানগণ তাদের ঈদের দিন শনিবার এবং রবিবার দিনে রোযা রাখে। এজন্য আমাদের ঈদের দিন অর্থাৎ জুমআর দিনে রোযা না রাখাই উচিত। যাতে তাদের সাথে সাদৃশ্যতা না হয়। এ কারণে পূর্বে এবং পরে রোযা রেখে নিলে এই সংশয়ও দূর হয়ে যায়।

باب النهي ان يخص يوم السبت بصوم

٢٤٢١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ . ح وحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ قُبَيْسٍ . مِنْ أَهْلِ جَبَلَةَ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ جَمِيعًا . عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ . عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ . عَنْ أُخْتِهِ . وَقَالَ يَزِيدُ : الصَّمَّاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَتَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِي مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ . وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ . أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهٰذَا حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ.

باب الرخصة في ذلك

٢٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ . عَنْ قَتَادَةَ . ح وحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ . حَدَّثَنَا قَتَادَةُ . عَنْ أَبِي أَيُّوبَ . قَالَ : حَفْصٌ الْعَتَكِيُّ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ . وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ : أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لاَ . قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لاَ . قَالَ : فَأَفْطِرِي.

٢٤٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . قَالَ : سَمِعْتُ اللَّيْثَ . يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ أَنَّهُ نَهٰى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ يَقُولُ ابْنُ شِهَابٍ : هٰذَا حَدِيثٌ حِمْصِيٌّ

٢٤٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ . عَنِ الأَوْزَاعِيِّ . قَالَ : مَا زِلْتُ لَهُ كَاتِمًا حَتّٰى رَأَيْتُهُ انْتَشَرَ يَعْنِي حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ هٰذَا فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَالِكٌ : هٰذَا كَذِبٌ.

তরজমা ---

(শুধুমাত্র) শনিবারকে রোযার জন্য নির্ধারিত করা বারন প্রসঙ্গে

২৪২১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুস্‌র আল-সুলামী তার ভগ্নি হতে বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদ আল্ সাম্মা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা শনিবারের দিন রোযা রাখবে না। তবে যদি ঐ দিন রোযা রাখা ফরয হয়, তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর যদি তোমাদের কেউ আংগুরের খোশা বা কোন গাছের ছাল ছাড়া অন্য কিছুই খেতে না পায়, তবে সে যেন তা চর্বনের পর খায়। ইমাম আবূ দাঊদ (রহ.) বলেন, এই হাদীসটি মান্‌সূখ বা রহিত।

এতদ্‌সম্পর্কে (জুমু'আর দিনকে রোযার জন্য নির্ধারিত করা সম্পর্কে) অনুমতি প্রসংগে

২৪২২। হযরত জুওয়াইরিয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জুমু'আর দিন নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট যান। আর সে দিন তিনি রোযাদার ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বৃহস্পতিবারে রোযা রেখেছিলে? তিনি বলেন, না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি আগামীকাল রোযা রাখার ইরাদা কর? তিনি বলেন, না। তিনি বলেন, তবে তুমি ইফ্‌তার কর।

২৪২৩। হযরত ইব্‌ন শিহাব যুহরী (রহ.) হতে বর্ণিত যে, যখন শনিবারের দিন রোযা রাখার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে তাকে কেউ বলত, তখন ইব্‌ন শিহাব বলতেন, এ হাদীসটি দুর্বল।

২৪২৪। হযরত আওযায়ী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুস্‌র বর্ণিত হাদীসটি গোপন রাখতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আমি দেখতে পাই যে, তা অর্থাৎ শনিবারে রোযা না রাখার হাদীসটি বেশ প্রসার লাভ করেছে। ইমাম আবূ দাঊদ (রহ.) বলেন, মালিক ইব্‌ন আনাস (রা.) বলেছেন, এ হাদীসটি মিথ্যা।

باب في صوم الدهر تطوعا

٢٤٢٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . وَمُسَدَّدٌ . قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ . عَنْ أَبِي قَتَادَةَ . أَنَّ رَجُلًا . أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ . كَيْفَ تَصُومُ ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ . فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ عُمَرُ قَالَ : رَضِينَا بِاللّٰهِ رَبًّا . وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا . وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا . نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ . وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ . فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَدِّدُهَا حَتّٰى سَكَنَ غَضَبُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ . كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ ؟ قَالَ : لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ . قَالَ مُسَدَّدٌ : لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ . أَوْ مَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ شَكَّ غَيْلَانُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ . كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ : أَوَيُطِيقُ ذٰلِكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ . فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا . وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ : ذٰلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ . قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ . فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا . وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذٰلِكَ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلٰى رَمَضَانَ . فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ . وَصِيَامُ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

তরজমা --

সারা বছর নফল রোযা রাখা

২৪২৫। হযরতআবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কিভাবে রোযা রাখেন? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে রাগান্বিত হন। এরপর উমার (রা.) বলেন, আমরা রব হিসাবে আল্লাহ্তে, দীন হিসাবে ইসলামে এবং নবী হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ সন্তুষ্ট। আর আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আল্লাহ্র গযব ও তাঁর রাসূলের গযব হতে। উমার (রা.) পুনঃপুনঃ এরূপ বলতে থাকাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্রোধ নিবারিত হয়। তখন তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ ব্যক্তি কিরূপ, যে সারা বছর রোযা রাখে? তিনি বলেন, সে যেন রোযা রাখল না এবং ইফ্তারও করল না। মুসাদ্দাদ (রহ.) বলেন, সে যেন রোযাও রাখেনি এবং ইফ্তারও করেনি, অথবা সে যেন রোযাও রাখেনি এবং ইফ্তারও করেনি। রাবী গায়লান সন্দেহবশতঃএরূপ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি (উমার) জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? যে দুইদিন রোযা রাখে এবং একদিন ইফ্তার করে? তিনি বলেন কেউ কি এরূপ করতে সক্ষম? উমরার (রা.) বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! ঐ ব্যক্তি কিরূপ যে একদিন রোযা রাখে এবং একদিন ইফতার করে? তিনি বলেন, তা হযরত দাউদ (আ.) এর রোযার অনুরূপ। এরপর উমার (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ ব্যক্তি কিরূপ যে একদিন রোযা রাখে এক দু'দিন ইফ্তার করে? তিনি বলেন, আমি এটাই করতে পছন্দ করি, যদি আমাকে ক্ষমতা দেয়া হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রতি মাসে তিনদিন করে এক রামাযান হতে রোযা রাখা ইহাই সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য। আর আরাফার রোযা, আমি আল্লাহর নিকট এরূপ আশা করি যে, এর বিনিময়ে তিনি পূর্ববর্তী এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের যাবতীয় গোনাহ মার্জনা করে দিবেন। আর আশুরার রোযা, আমি আল্লাহর নিকট এরূপ প্রত্যাশা করি যে, তিনি এর বিনিময়ে পূর্ববর্তী এক বছরের গোনাহ ক্ষমা করাবেন।

٢٤٢٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ . حَدَّثَنَا غَيْلَانُ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ . عَنْ أَبِي قَتَادَةَ . بِهٰذَا الْحَدِيثِ . زَادَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . أَرَأَيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ . وَيَوْمِ الْخَمِيسِ قَالَ فِيهِ : وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ.

٢٤٢٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ . وَأَبِي سَلَمَةَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ : لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ . وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ ؟ قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ . قَدْ قُلْتُ ذَاكَ . قَالَ : قُمْ وَنَمْ . وَصُمْ وَأَفْطِرْ . وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . وَذَاكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ . قَالَ : فَصُمْ يَوْمًا . وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ . قَالَ : فَقُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ . قَالَ : فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا . وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ . وَهُوَ صِيَامُ دَاوُدَ . قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ.

তরজমা ---

২৪২৬। হযরত আবূ কাতাদা (রা.) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি

২৪২৭। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমার দেখা হয়। তিনি বলেন,আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি এরূপ বল, আমি সারারাত জেগে নামায পড়ব এবং সারাদিন রোযা রাখব? রাবী বলেন, আমার ধারণা এরূপ যে, তিনি ছিলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা.)। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! হাঁ, আমি এরূপ বলেছি। তিনি বলেন, নামায পড় এবং নিদ্রাও যাও,রোযাও রাখ এবং ইফ্তারও কর। আর প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখবে। আর তা হল সমস্ত বছর রোযা রাখার সমতুল্য। তিনি বলেন, আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি এর চাইতে বেশী করতে সক্ষম। তিনি বলেন, তবে তুমি একদিন রোযা রাখবে এবং দু'দিন ইফ্তার করবে। তিনি বলেন, আমি পুনরায় বলি, আমার এর চাইতে অধিক করার ক্ষমতা আছে। তিনি বলেন, তবে একদিন রোযা রাখবে এবং একদিন ইফ্তার করবে। আর এটাই উত্তম রোযা। এটা হযরত দাউদের (আ.) রোযার অনুরূপ। আমি বলি, আমি এর চাইতেও অধিক করতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এর চাইতে অধিক উত্তম আর কিছুই নাই।

তাশরীহ ---

قوله : أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ

ما قال له: إنك تقول كذا وكذا؛ لأنه قد يكون في الخبر شيء، فهذا يدل على الاحتياط والتثبت في الأخبار، وأنه لا يكفي مجرد نقل الأخبار، وأن يعول عليها دائما وأبدا، فقد تكون الأخبار فيها وهم، وقد يكون فيها زيادة أو نقصان، وقد يكون فيها سهو أو خطأ، ولذا يقال: وما آفة الأخبار إلا رواتها. يعني: كثيرا ما تكون آفة الأخبار من رواة الأخبار، بأن يكون فيها خلل ونقص،

باب في صوم اشهر الحرم

٢٤٢٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ . عَنْ أَبِي السَّلِيلِ . عَنْ مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ . عَنْ أَبِيهَا . أَوْ عَمِّهَا . أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ انْطَلَقَ فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ . وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهَيْئَتُهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . أَمَا تَعْرِفُنِي . قَالَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا الْبَاهِلِيُّ . الَّذِي جِئْتُكَ عَامَ الأَوَّلِ . قَالَ فَمَا غَيَّرَكَ . وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ ؟ قَالَ : مَا أَكَلْتُ طَعَامًا إِلاَّ بِلَيْلٍ مُنْذُ فَارَقْتُكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ . ثُمَّ قَالَ : صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ . وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ . قَالَ : زِدْنِي فَإِنَّ بِي قُوَّةً . قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ . قَالَ : زِدْنِي . قَالَ : صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ . قَالَ : زِدْنِي . قَالَ : صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ . صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ . صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ . وَقَالَ : بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثَةِ فَضَمَّهَا ثُمَّ أَرْسَلَهَا

باب في صوم المحرم

٢٤٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ . عَنْ أَبِي بِشْرٍ . عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ . وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلاَةٌ مِنَ اللَّيْلِ . لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ : شَهْرٌ . قَالَ رَمَضَانُ.

তরজমা ---

হারাম (পবিত্র) মাসসমূহে রোযা রাখা

২৪২৮। হযরত মুজীবা আল্-বাহেলীয়্যা তাঁর পিতা হতে অথবা তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন ও সাক্ষাত করে তাঁর ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর এক বছর পরে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এমন অবস্থায় আসেন, যে, তার অবস্থা ও চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে? তিনি বলেন, আমি বাহেলী, যে গত বছর আপনার নিকট এসেছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার এরূপ পরিবর্তনের কারণ কি, তুমি তো সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলে? তিনি বলেন, আপনার নিকট হতে প্রত্যাবর্তনের পর, আমি রাতে ব্যতীত দিনে কখনো খাদ্য গ্রহণ করিনি। (অর্থাৎ সারা বছর রোযা রেখেছি) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি তোমার নফসকে কেন কষ্ট দিলে? এরপর তিনি বলেন, তুমি রামাদ্বান মাসের রোযা রাখবে এবং বাকী প্রতি মাসে একদিন রোযা রাখবে। তিনি বলেন, আমাকে এর চাইতে অধিক করার অনুমতি দিন, কেননা আমি সক্ষম। তিনি বলেন, তবে দু'দিন (প্রতি মাসে) রোযা রাখবে তিনি বলেন, এর চাইতে অধিক করার অনুমতি দিন। তিনি বলেন, তবে মাসে তিনদিন রোযা রাখবে। তিনি বলেন ইহার চাইতেও অধিক করার অনুমতি দিন। তিনি বলেন, তুমি পবিত্র মাসগুলিতে রোযা রাখবে এবং রোযা পরিত্যাগও করবে। এরূপ তিনি তিনবার বলেন। আর তিনি স্বীয় তিনটি অংগুলি বন্ধ করে এবং পুনরায় তা খুলেন, প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখার ও তিনদিন বাদ দেওয়ার প্রতি ইংগিত করেন।

মুহাররাম মাসের রোযা

২৪২৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রামাদ্বান মাসের পরে উত্তম রোযা হল মুহাররাম মাসের রোযা। আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায হল রাতের (নফল) নামায। রাবী কুতায়বা মাস শব্দের পরিবর্তে রামাদ্বান শব্দের উল্লেখ করেছেন।

باب في صوم رجب

٢٤٣٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى . حَدَّثَنَا عِيسَى . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ . قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ . عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ . فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ .

باب في صوم شعبان

٢٤٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ . سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَهُ : شَعْبَانُ . ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .

باب في صوم شوال

٢٤٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى . عَنْ هَارُونَ بْنِ سَلْمَانَ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ . فَقَالَ : إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا . صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ . وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ . فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَافَقَهُ زَيْدٌ الْعُكْلِيُّ . وَخَالَفَهُ أَبُو نُعَيْمٍ . قَالَ مُسْلِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ .

তরজমা ---

রজব মাসের রোযা

২৪৩০। হযরত উসমান ইব্ন হাকীম (রহ.) বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন জুবায়েরকে রজব মাসে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, আমাকে ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ মাসে এরূপ রোযা রাখতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি আর ইফ্তার (রোযাভংগ) করবেন না। আবার তিনি এরূপ ইফ্তার করতেন যে, আমার বলতাম, তিনি আর রোযা রাখবেন না।

শা'বান মাসের রোযা

২৪৩১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন কায়েস আয়েশা (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মাস সমূহের মধ্যে (নফল) রোযার জন্য প্রিয়তম মাস ছিল শা'বান মাস। এরপর তিনি রামাদ্বানের রোযা রাখা শুরু করতেন।

শাওয়াল মাসের রোযা

২৪৩২। হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম আলকুরাশী (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করি অথবা (রাবীর সন্দেহ) নবী করীম ﷺ-কে সারা বছর রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন, তোমার উপরে তামার স্ত্রীর হক আছে। কাজেই তুমি রামাদ্বানের রোযা রাখ এবঙ এর পরবর্তী (শাওয়ালের) রোযাগুলি রাখ। তাছাড়া তুমি প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখবে। যদি তুমি এরূপ কর, তবে তুমি যেন সারা বছর রোযা রাখলে। ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, উকলী উপরোক্ত বর্ণনার মুওয়াফাকাত করেছেন, পক্ষান্তরে আবু নুআইম এর মুখালাফাত করেছেন। তিনি (উবায়দুল্লাহ্ ইব্নে মুসলিম-এর পরিবর্তে) বলেছেন, মুসলিম ইব্নে উবায়দুল্লাহ্।

باب في صوم ستة ايام من شوال

٢٤٣٣ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ . عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ . وَسَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ . عَنْ أَبِي أَيُّوبَ . صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ . ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ . فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ .

باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم

٢٤٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ أَبِي النَّضْرِ . مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ . عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . عَنْ عَائِشَةَ . زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يُفْطِرُ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يَصُومُ . وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ . وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

٢٤٣٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو . عَنْ أَبِي سَلَمَةَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ زَادَ كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ .

তরজমা ---

শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোযা রাখা

২৪৩৩। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গৃহকর্তা আবূ আইউব আনসারী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রামাদ্বানের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখবে, সে যেন সারা বছর রোযা রাখল।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরূপে রোযা রাখতেন

২৪৩৪। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্নী আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপে রোযা রাখতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি আর ইফতার (রোযা ভংগ) করবেন না। আবার তিন ইফতার করতেন, আমরা বলতাম, তিনি আর রোযা রাখবেন না। আর আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রামাদ্বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখিনি। আর আমি তাঁকে শা'বান মাসের চাইতে অন্য কোন মাসে অধিক রোযা রাখতে দেখেনি (অর্থাৎ শাবান মাসেই তিনি বেশীরভাগ নফল রোযা রাখতেন)।

২৪৩৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শাবান মাসের অল্প কদিন ছাড়া পুরা মাসই রোযা রাখতেন।

باب في صوم الاثنين والخميس

٢٤٣٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مَوْلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ عَنْ مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ أُسَامَةَ إِلَى وَادِي الْقُرَى فِي طَلَبِ مَالٍ لَهُ . فَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ . فَقَالَ لَهُ مَوْلاَهُ : لِمَ تَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ . وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيرٌ ؟ فَقَالَ : إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ . وَسُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ . فَقَالَ : إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : كَذَا قَالَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ . عَنْ يَحْيَى . عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ

باب في صوم العشر

٢٤٣٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ . عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ . عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ . عَنِ امْرَأَتِهِ . عَنْ بَعْضِ . أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ . وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ . وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ . أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ .

٢٤٣٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ . عَنْ أَبِي صَالِحٍ . وَمُجَاهِدٍ . وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ الأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ . وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ . إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ . فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ .

তরজমা ---

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা

২৪৩৬। হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদের আযাদকৃত গোলাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি উসামার সাথে কুরা উপত্যাকায় তাঁর মালের জন্য যান। তিনি (উসামা) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখেন। তাঁর আযাদকৃত গোলাম তাঁকে বলেন,আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে কেন রোযা রাখেন অথচ আপনি একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি? তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। নবী করীম ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ মানুষের আমলসমূহ সোমবার ও বৃহস্পতিবারে আল্লাহ্‌র সমীপে পেশ করা হয়।

যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশদিন রোযা রাখা

২৪৩৭। হযরত হুনায়দা ইব্‌ন খালিদ তাঁর স্ত্রী হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন এক স্ত্রী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিল-হজ্জের প্রথম নয়দিন ও আশুরার দিন রোযা রাখতেন। আর তিনি প্রতি মাসে তিনদিন, মাসের প্রথম সোম ও বৃহস্পতিবারসহ রোযা রাখতেন।

২৪৩৮। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহআ'আলার নিকট দিনসমূহের মধ্যে যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল অধিক প্রিয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করাও কি ঐরূপ উত্তম আমল নয়? তিনি বলেন না, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করাও নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি স্বীয় জান-মাল সহ আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হওয়ার পর, আর প্রত্যাবর্তন করে না তার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র।

باب في فطر العشر

٢٤٣٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ . عَنِ الأَعْمَشِ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ . عَنِ الأَسْوَدِ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ .

باب في صوم يوم عرفة بعرفة

٢٤٤٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بْنُ عُقَيْلٍ . عَنْ مَهْدِيٍّ الْهَجَرِيِّ . حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ . قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ . فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ .

তরজমা --

দশই যিল্ হজ্জে রোযা না রাখা

২৪৩৯। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি কখনও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যিলহাজ্জ মাসে দশদিন (নফল) রোযা রাখতে দেখিনি।

আরাফাতের দিন রোযা রাখা

২৪৪০। হযরত ইক্রামা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিকট তাঁর ঘরে অবস্থানরত ছিলাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের দিন আরাফাতের রোযা রাখতে বারন করেছেন।

তাশরীহ --

قوله : باب في صوم يوم عرفة بعرفة

ইমাম ইসহাক (রঃ) এর মতে আরাফার দিনের রোযা স্বাভাবিক ভাবে মুস্তাহাব, হাজী হোক অথবা হাজী না হোক। সাহাবীদের মধ্যে হযরত ইবনে যুবায়ের এবং হযরত আয়শা (রাঃ) এর এ মাযহাব ছিল।

ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদের মতে যারা হাজী নয় তাদের জন্য এ দিনের রোযা রাখা মুস্তাহাব আর হাজীদের জন্য না রাখা মুস্তাহাব।

ইমাম ইসহাক (রঃ) দলীল পেশ করেন হযরত আবু কাতাদাহ (রঃ) এর হাদীস দ্বারা

قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله و السنة التي بعده

এ হাদীস হাজী এবং যারা হাজী নয় সবার জন্য ব্যাপক। এজন্য সবার জন্য মুস্তাহাব হওয়া উচিত।

চার ইমাম দলীল পেশ করেন হযরত উম্মুল ফায্‌ল রাযিঃ এর হাদীস দ্বারা,

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ . أَنَّ نَاسًا . تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ . وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ

এর মধ্যে পরিস্কারভাবে উল্লেখ আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার মধ্যে সবাইকে দেখিয়ে দুধ পান করেছেন। যার দ্বারা পরিস্কার হয়ে যায় যে, হাজীদের জন্য ইফতার উত্তম।

তাছাড়া রোযা রাখার কারণে দুর্বলতা আসে যার কারণে উকুফে আরাফার আদাব সমূহ এবং হজ্জের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিধান সমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে ত্রুটি দেখা দেবে। অতএব, না রাখাই উত্তম হওয়া উচিত।

ইমাম ইসহাক (রঃ) হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) এর যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, তার জবাব হল যে, এই হাদীস যারা হাজী নয় তাদের জন্য। এ কথা প্রমাণিত হয় আরাফার দিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইফতার করা দ্বারা।

٢٤٤١ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ . عَنْ أَبِي النَّضْرِ . عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ . عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا . تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ صَائِمٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ بِصَائِمٍ . فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ . وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ.

باب في صوم يوم عاشوراء

٢٤٤٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ . . فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ . وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ . فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ . وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

তরজমা ---

২৪৪১। হযরত উম্মুল ফায্‌ল বিন্‌তুল হারিস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরাফাতের দিন লোকেরা তার নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রোযা রাখা না রাখা সম্পর্কে বিতর্ক করতে থাকে। কেউ কেউ বলে, তিনি রোযা রেখেছেন। আবার কেউ কেউ বলে, তিনি রোযা রাখেননি। আমি নবীজীর খিদমতে এক পেয়ালা দুধ প্রেরণ করি, তখন তিনি তাঁর উটের উপর আরাফাতে অবস্থানরত ছিলেন। তিনি তা পান করেন। এতে বুঝা যায় যে, তিনি রোযা রাখেননি।

আশুরার দিন রোযা রাখা

২৪৪২। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়েশগণ জাহিলীয়াতের যুগে আশুরার রোযা পালন করত। আর রাসূলুল্লাহ ﷺও জাহেলীয়াতের যুগে ঐদিন রোযা রাখতেন। তিনি মদীনাতে আসার পর ঐ দিন নিজে রোযা রাখেন এবং অন্যদেরকেও রোযা রাখতে নির্দেশ দেন। অতঃপর রামাদ্বানের রোযা ফরয করা হলে, আশুরার রোযার আবশ্যকতা পরিত্যক্ত হয়। যে কেউ স্বেচ্ছায় তা রাখতে পারে এবং যে কেউ স্বেচ্ছায় তা ত্যাগও করতে পারে।

তাশরীহ ---

قوله : باب في صوم يوم عاشوراء

আশুরার দিনের রোযা প্রথমে ফরজ ছিল, রমজানের রোযা ফরজ হওয়ার পরে এর ফরজিয়ত রহিত হয়ে যায়। এখন শুধু ইসতেহবাব অবশিষ্ট রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি নিয়ম রয়েছে।

প্রথম নিয়ম হল যে, নবম, দশম এবং এগারতম তারিখে রোযা রাখা অর্থাৎ তিনদিন রোযা রাখা এবং এই নিয়ম সর্বাধিক উত্তম।

দ্বিতীয় নিয়ম হল যে, নবম এবং দশম তারিখ অথবা দশম এবং এগারতম তারিখ রোযা রাখা অর্থাৎ দুই দিন রোযা রাখা। এই নিয়ম প্রথম নিয়ম থেকে কম মর্যাদা সম্পন্ন।

তৃতীয় নিয়ম হল যে, শুধু দশম তারিখে রোযা রাখা। এই নিয়ম সবচেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন। এমনকি দুররুল মুখতারের গ্রন্থকার এবং ইবনুল হুমাম একে মাকরুহে তানজিহী বলেছেন। আর উল্লেখিত হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাও একথা বুঝা যায় যে, এই নিয়মে অর্থাৎ এক দিন রোযা রাখার ক্ষেত্রে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্যতা রয়েছে।

হযরত শাহ সাহেব (রঃ) বলেন যে, এখানে মাকরূহ দ্বারা مفضول অর্থাৎ প্রথম দুই নিয়ম থেকে কম মর্যাদা সম্পন্ন বুঝানো উদ্দেশ্য। আর কোন কোন সময় مفضول এর উপর ফকীহগণ কারাহাত এর প্রয়োগও করে থাকেন। এ কারণে সাধারণ মানুষকে শুধু দশ তারিখের রোযা থেকে নিষেধ করা যাবে না।

٢٤٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا يَحْيٰى . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا نَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ . قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هٰذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ . فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ . وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

٢٤٤٤ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ . فَسُئِلُوا عَنْ ذٰلِكَ . فَقَالُوا : هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللهُ فِيهِ مُوسٰى عَلٰى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَحْنُ أَوْلٰى بِمُوسٰى مِنْكُمْ . وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

باب ما روي ان عاشوراء اليوم التاسع

٢٤٤٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ . أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ . أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : حِينَ صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَنَا بِصِيَامِهِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ . إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارٰى . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ . فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتّٰى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

তরজমা --

২৪৪৩। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,আশুরা এমন দিন ছিল, আমরা যাতে জাহিলীয়াতের যুগে রোযা রাখতাম। এরপর যখন রামাদ্বানের রোযা নাযিল (ফরয করা) হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট একটি বিশেষ দিন। কাজেই যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে এ দিন রোযা রাখতে পারে। আর যে কেউ ইচ্ছা তা ত্যাগ করতেও পারে।

২৪৪৪। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর দেখতে পান যে, ইয়াহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখে। এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলে, এ দিন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ.)-কে ফিরাউনের উপর বিজয় দান করেন। আর এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হেতু আমরা রোযা রাখি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমরা তোমাদের চাইতে মূসার (আ.) অনুসরণের বেশি হকদার। আর তিনি ঐ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

৯ই মুহাররামের দিন আশুরা হওয়া সম্পর্কে যা বলা হয়েছে

২৪৪৫। হযরত আবূ গিতফান (রহ.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.)-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আশুরার দিন রোযা রাখেন, তখন আমাদেরকেও ঐ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এতো এমন দিন, যাকে ইয়াহুদ ও নাসারাগণ সম্মান করে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন আগামী বছর এ সময় আসবে, তখন আমরা ৯ই মুহাররামের রোযা রাখব। কিন্তু পরবর্তী বছর আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন।

٢٤٤٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ غَلَّابٍ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ جَمِيعًا الْمَعْنَى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعِ فَأَصْبِحْ صَائِمًا فَقُلْتُ كَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فَقَالَ كَذَلِكَ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ

باب في فضل صومه

٢٤٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا لاَ قَالَ فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ

باب في صوم يوم، وفطر يوم

٢٤٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى . وَمُسَدَّدٌ . وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ . قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرًا قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ . سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُدَ . وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى صَلاَةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَهُ . وَيَقُومُ ثُلُثَهُ . وَيَنَامُ سُدُسَهُ . وَكَانَ يُفْطِرُ يَوْمًا . وَيَصُومُ يَوْمًا.

তরজমা --

২৪৪৬। হযরত হাকাম ইব্নুল আ'রাজ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইব্ন আব্বাসের (রা.) নিকট এমন সময় যাই, যখন তিনি স্বীয় চাদর মস্তকের নীচে (বালিশের ন্যায়) প্রদান করে কা'বা ঘরে শায়িত ছিলেন। আমি তাঁকে আশুরার রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, যখন তোমরা মুহাররামের নূতন চাঁদ দেখবে, তখন গণনা করতে থাকবে। যখন ৯ তারিখ আসবে, তখন তুমি রোযা রাখবে। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এরূপ রোযা রাখতেন? তিনি বলনে, এ রূপেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখতেন। (অর্থাৎ মুহাররামের ৯ তারিখের রাতে সাহরী খেয়ে ১০ তারিখে রোযা রাখবে। অথবা ৯ ও ১০ উভয় দিনেই রোযা রাখবে।)

আশুরার রোযার ফযীলত

২৪৪৭। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন মাস্‌লামা তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা (১০ই মুহাররম তারিখে) আসলাম গোত্রের লোকেরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি এদিন (আশুরার) রোযা রেখেছ? তারা বলে, না। তিনি বলেন, তোমরা বাকী দিন আর কিছু না খেয়ে রোযা কর এবং পরে এদিনের রোযার কাযা আদায় করবে। আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, অর্থাৎ আশুরার দিনের।

একদিন রোযা রাখা ও একদিন না রাখা

২৪৪৮। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয় রোযা হল হযরত দাউদের (আ.) রোযা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সব চাইতে প্রিয় নামায হল দাউদ (আ.)-এর নামায। তিনি অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমাতেন এবং পরে এর এক তৃতীয়াংশ সময় নামাযে অতিবাহিত করতেন। আর (সব কাজ শেষে) তিনি এর এক ষষ্ঠাংশ সময় ঘুমাতেন। আর (রোযার ব্যাপারে) তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন ইফ্‌তার করতেন। (অর্থাৎ একদিন অন্তর রোযা রাখতেন।)

باب في صوم الثلاث من كل شهر

٢٤٤٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَنَسٍ أَخِي مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ وَقَالَ هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ.

٢٤٥٠ – حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ . عَنْ عَاصِمٍ . عَنْ زِرٍّ . عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَعْنِي مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

باب من قال الاثنين والخميس

٢٤٥١ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ . وَالاِثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.

٢٤٥٢ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ . عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ . عَنْ أُمِّهِ . قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الصِّيَامِ . فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ . أَوَّلُهَا الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ.

তরজমা ---

প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখা

২৪৪৯। হযরত ইব্‌ন মাল্‌হান আল্‌-কায়সী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইয়াওমিল্ বীয্ অর্থাৎ (চন্দ্র মাসের) তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন।

তিনি (ইব্‌ন মাল্‌হান) বলেন, তিনি বলেছেন ঃ এ রোযাগুলির মর্যাদা (ফযীলত) সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য।

২৪৫০। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখতেন, অর্থাৎ প্রতি মাসের প্রথম দিকে তিনদিন।

সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা

২৪৫১। হযরত হাফ্‌সা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখতেন। (মাসের প্রথম সপ্তাহের) সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং (দ্বিতীয় সপ্তাহের) সোমবার দিন।

২৪৫২। হযরত হুনায়দা খুযাঈ তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা.)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে (নফল) রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। মাসের প্রথম সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার এবং (দ্বিতীয় সপ্তাহের) বৃহস্পতিবার দিন।

باب من قال : لا يبالي من أي الشهر

٢٤٥٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ . عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ . عَنْ مُعَاذَةَ . قَالَتْ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . قَالَتْ : نَعَمْ . قُلْتُ : مِنْ أَيِّ شَهْرٍ كَانَ يَصُومُ . قَالَتْ : مَا كَانَ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ .

باب النية في الصيام

٢٤٥٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ أَيْضًا جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ وَوَقَفَهُ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُونُسُ الْأَيْلِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ

باب في الرخصة في ذلك

٢٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . جَمِيعًا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى . عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ : هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ ؟ فَإِذَا قُلْنَا : لَا . قَالَ : إِنِّي صَائِمٌ . زَادَ وَكِيعٌ . فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا آخَرَ . فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ . أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ . فَحَبَسْنَاهُ لَكَ . فَقَالَ : أَدْنِيهِ . قَالَ طَلْحَةُ : فَأَصْبَحَ صَائِمًا وَأَفْطَرَ

তরজমা ---

যিনি বলেন, মাসের যে কোনদিন রোযা রাখায় কোন অসুবিধা নাই

২৪৫৩। হযরত মু'আযা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখতেন? তিনি বলেন, হাঁ। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, মাসের কোন্ কোন দিনে তিনি রোযা রাখতেন? তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মাসের কোন্ দিন রোযা রাখবেন, তা নির্দিষ্ট করতেন না।

রোযার নিয়্যাত

২৪৫৪। হযরত নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী হাফ্সা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়্যাত করবে না, তার রোযা আদায় হবে না। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, লায়েস, ইস্হাক ইব্ন হাযিম তাঁরা সকলেই আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বাক্র হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন

রোযার জন্য নিয়্যাত না করার অনুমতি

২৪৫৫। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমার নিকট আসলে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের নিকট কি খাবার আছে? আমরা না বললে, তিনি বলতেন, আমি রোযা রাখলাম। রাবী ওয়াকী' অতিরিক্ত বর্ণনায় বলেন, এরপর একদিন তিনি আমাদের নিকট আসলে আমরা বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জন্য হায়েস নামীয় খাদ্য হাদীয়া এসেছে। আর আমরা তা আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। তিনি বলেন, তা আমার নিকট আন। এরপর তিনি সকাল হতে রাখা রোযা ভেঙ্গে ইফ্তার করেন। (নফল রোযা এরূপ ভাঙ্গা যায়, কিন্তু পরে কাযা করতে হয়)।

তাশরীহ

قوله مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

রোযার নিয়ত রাত থেকে করতে হবে কি না এ সম্পর্কে বিরাট মতভেদ রয়েছেঃ

ইমাম মালিক (রঃ) এর মতে প্রত্যেক রোযার জন্যই রাতে নিয়ত করতে হবে। রমজানের ফরজ রোযা হোক অথবা কাজা রোযা কিংবা কাফফারা অথবা মান্নতের রোযা বা নফল রোযা।

ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদের মতে নফল ব্যতীত অন্যান্য রোযার জন্য রাতে নিয়ত করতে হবে। এবং নফলের মধ্যে এতটুকু সুযোগ আছে যে, সূর্য ঢলে যাওয়ার পরেও নিয়ত করা যাবে।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে নফল রোযা এবং যেসব রোযা নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পর্কিত, যেমন রমজানের রোযা এবং নির্ধারিত মান্নতের রোযা এ সবের নিয়ত সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে করে নিলেই চলবে, রাতে করা জরুরী নয়। যদিও রাতে নিয়ত করা উত্তম এবং মুস্তাহাব। আর অন্যান্য রোযার নিয়ত রাত থেকে করা জরুরী।

ইমাম মালিক এবং তার সমমনারা দলীল পেশ করেন উল্লেখিত হাদীস দ্বারা যাতে এ কথা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি রাত থেকে রোযার নিয়ত করবে না তার রোযা হবে না। এতে কোন রোযাকে নির্ধারিত করে বলা হয় নি।

ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ (রঃ)ও এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন এবং নফল রোযাকে এ হাদীস দ্বারা تخصيص (নির্ধারিত) করেন। কেননা, নফল রোযা তাদের মতে متجزي, এজন্য রাতে নিয়ত করা জরুরী নয়।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর দলীলঃ তাহাবী শরীফের মধ্যে হযরত সালমা ইবনে আকওয়া রাযিঃ এর হাদীস

انه عليه السلام أمر رجلا من أسلم ان اذن له في الناس اذا فرض صوم عاشوراء الا من اكل فليمسك بقية يوم ومن لم يأكل فليصم

এখানে ফরজ রোযার নিয়ত দিনের মধ্যে করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় দলীল ইবনে জাওযী হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি দিনের চাঁদ দেখার সাক্ষী দিল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে,

الا من اكل فلا يأكل بقية يوم ومن لم يأكل فليصم

এখানেও দিনের বেলা নিয়ত করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

এছাড়া কোরআন শরীফের আয়াত দ্বারাও হানাফীদের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন-

كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل

এ আয়াতে সুবেহ সাদিক পর্যন্ত পানাহারের অনুমতি রয়েছে, অত:পর রোযারও হুকুম রয়েছে। তাই স্পষ্ট কথা হল যে, রাতের মধ্যে নিয়ত করার সুযোগই পাওয়া যায় না। দিনের বেলাই নিয়ত করতে হবে। অতএব বুঝা গেল যে, নির্ধারিত ফরজ রোযার জন্য রাতের মধ্যে নিয়ত করা জরুরী নয়।

আর নফল রোযার জন্য হানাফীদের দলীল হল হযরত আয়শা (রাঃ) এর হাদীস

قالت دخل على صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل من شيء فقلنا لا فقال فاني إذا الصائم

তো এখানে নফল রোযার নিয়ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের বেলা করেছেন।

আর কাজা এবং কাফফারার রোযা এবং শর্তহীন মান্নতের রোযা কোন সময়ের সাথে নির্ধারিত নয়। এ কারণে রোযার শুরু থেকে অর্থাৎ রাত থেকে নির্ধারিত করা জরুরী। আর এজন্য রাত থেকে নিয়ত করা আবশ্যক।

প্রথম দুই পক্ষ হযরত হাফসা (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, এই হাদীস 'মারফূ' এবং 'মাওকুফ' হওয়ার মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন ইমাম তিরমিযী বলেন যে, الموقوف أصح এবং ইমাম আবু দাউদ বলেন لا يصح رفعه এছাড়া ইমাম বোখারী বলেন যে, هو خطأ فيه اضطراب

অথবা لا কে نفي كمال এর উপর প্রয়োগ করা হবে। তাহলে হাদীস সমূহের মধ্যে সমতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। এবং কোরআন শরীফের আয়াতের সহিতও সামঞ্জস্য হয়ে যাবে। والله أعلم بالصواب

٢٤٥٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ قَالَتْ فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا قَالَتْ لَا قَالَ فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا

তরজমা ---

২৪৫৬। হযরত উম্মে হানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাবী) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিনে বিজয়ের পর ফাতিমা (রা.) আসেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বামদিকে বসেন এবং উম্মে হানী (রা.) বসেন ডানদিকে তিনি (রাবী) বলেন, এ সময় জনৈকা দাসী একটি পাত্রে কিছু পানীয় দ্রব্য এনে পেশ করলে তিনি তা পান করেন। এরপর তিনি এর অববিশষ্টাংশ উম্মে হানীকে পান করতে দেন। তিনি তা পান করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ইফ্তার করলাম, কিন্তু আমি যে রোযা ছিরাম। তিনি তাঁকে জিজআসা করেন, তুমি কি কোন কাযা রোযা আদায় করেছিলে? তিনি বলেন, না। তিনি বলেন, যদি তা নফল রোযা হয়, তবে এতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

তাশরীহ ---

قوله قَالَ فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا

নফল রোযা পূর্ণ করা জরুরী কি না এবং যদি কেউ ভেঙ্গে দেয় তাহলে ক্বাজা করতে হবে কি না এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী আহমদ এবং ইসহাক (রঃ) এর মতে পূর্ণ করা জরুরী নয়। আর ভেঙ্গে দিলেও ক্বাজা করতে হবে না।

ইমাম আবু হানিফা, মালিক এবং হাসান বসরী (রঃ) এর মতে প্রথমত রোযা পূর্ণ করা জরুরী এবং যদি কোন ওযরের কারণে রোযা ভেঙ্গে দেয়া হয় তাহলে কাজা করতে হবে। কেননা নফল শুরু করার পরে আমাদের মতে ওয়াজিব হয়ে যায়।

ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ (রঃ) দলীল পেশ করেন হযরত উম্মে হানীর উপরোক্ত হাদীস দ্বারা যে, যদি নফল হয় তাহলে ভেঙ্গে দিলে কোন ক্ষতি নেই।

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালিক (রঃ) দলীল পেশ করেন প্রথমত কোরআন শরীফের আয়াত দ্বারা ولا تبطلوا أعمالكم এখানে আমল নষ্ট করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, পূর্ণ করা জরুরী এবং পূর্ণ না করলে এর ক্ষতি পূরণের জন্য ক্বাজা করা জরুরী।

দ্বিতীয় দলীল হযরত আয়শা (রাঃ) এর হাদীস, যার শব্দ হল اقضيا يوما اخر مكانه رواه الترمذي

তৃতীয় দলীল এই হযরত আয়শা (রাঃ) এর অন্য একটি বর্ণনা دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له انا قد جئنا لك فقال اما اني كنت اريد الصوم ولكن قربيه ساصوم يوما مكانه رواه الطحاوي

চতুর্থ দলীল হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এর হাদীস দারা কুতনীর মধ্যে

انها صامت يوما فافطرت فامر ها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقضي يوما مكانه

এছাড়া শাফেয়ী গণের মতেও নফল হজ্জ এবং নফল উমরার ক্বাজা জরুরী এজন্য যুক্তির দাবি হল যে, নফল রোযারও কাযা করা জরুরী হবে।

শাফেয়ীগণ হযরত উম্মে হানীর হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, ইমাম তিরমিযী বলেন, এর সনদের মধ্যে কথা আছে।

আর আল্লামা আইনী বলেন যে, এই হাদীস সনদ এবং মতন উভয় দিক থেকেই مضطرب অস্থিতিশীল অতএব উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা ঠিক নয়।

باب من رای علیه القضاء

٢٤٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ . عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ زُمَيْلٍ . مَوْلَى عُرْوَةَ . عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أُهْدِيَ لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ . وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرْنَا . ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقُلْنَا لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ . فَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ .

باب المرأة تصوم بغير اذن زوجها

٢٤٥٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

তরজমা ---

যার মতে, নফল রোযা ভাঙ্গার পর এর কাযা আদায় করতে হবে

২৪৫৭। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদা আমার ও হাফ্সার (রা.) জন্য কিছু খাবার হাদিয়া হিসেবে আসে। এ সময় আমরা উভয়ে রোযাদার ছিলাম। কিন্তু খাবার পাওয়াতে) আমরা রোযা ভেঙ্গে তা খেয়ে ফেলি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির হলে, আমরা তাঁকে বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জন্য কিছু খাবার হাদিয়া আসে, আর আমাদের তা খেতে ইচ্ছা হওয়াতে আমরা রোযা ভেঙ্গে খেয়ে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ক্ষতি নেই। তোমাদের উভয়ের জন্য অন্য কোনদিন কাযা রোযা রাখতে হবে। (অপর বর্ণনায় আছে, তোমরা উভয়ে এর পরিবর্তে অন্য কোনদিন কাযা রোযা রাখবে।)

স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর (নফল) রোযা রাখা

২৪৫৮। হযরত হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বি আবূহুরায়রা (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কোন স্ত্রীলোক রামাদ্বান মাস ব্যতীত অন্য সময় তার স্বামী উপস্থিত থাকলে তার অনুমতি ছাড়া রোযা রাখবে না। আর তার (স্বামীর) উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবে না।

তাশরীহ ---

قوله صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ

তোমরা উভয়ে এর পরিবর্তে অন্য কোনদিন কাযা রোযা রাখবে। এজাতীয় হাদীসের কারণে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেন, নফল রোযা পূর্ণ করা জরুরী এবং যদি কোন ওযরের কারণে রোযা ভেঙ্গে দেয়া হয় তাহলে কাজা করতে হবে। কেননা নফল শুরু করার পরে আমাদের মতে ওয়াজিব হয়ে যায়।

٢٤٥٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلاَ يُصَلِّي صَلاَةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا قَالَ فَقَالَ لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتِ النَّاسَ وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلاَ أَصْبِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ لاَ تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لاَ أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ أَوْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ

باب في الصائم يدعى إلى وليمة

٢٤٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ . عَنْ هِشَامٍ . عَنِ ابْنِ سِيرِينَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ . فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ . وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ . قَالَ هِشَامٌ : وَالصَّلاَةُ : الدُّعَاءُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ . أَيْضًا عَنْ هِشَامٍ

তরজমা ---

২৪৫৯। হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আসে এবং এ সময় আমরাও তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে মহিলা বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার স্বামী সাফ্ওয়ান ইব্ন মু'আত্তাল (রা.) আমাকে মারধর করে, যখন আমি নামায পড়ি তখন। আর আমি রোযা রাখলে সে আমাকে রোযা ভাঙ্গতে বলে। অথচ সে সূর্যোদয়ের পূর্বে কখনও ফজরের নামায পড়ে না। রাবী বলেন, সাফ্ওয়ানও তাঁর নিকটে উপস্থিত ছিল। রাবী বলেন, তিনি তার নিকট উক্ত মহিলার অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! তার বক্তব্য "আমাকে মারধর করে, যখন আমি নামায পড়ি।" প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সে এমন (দীর্ঘ) দু'টি সূরা (নামাযের মধ্যে) পড়ে, যা পড়তে তাকে আমি নিষেধ করি। রাবী বলেন, তিনি ইরশাদ করেন, যদি কেউ (ছোট) একটি সূরা পড়ে, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। আর তার বক্তব্য, "আমি রোযা রাখলে সে আমাকে ইফ্তার করতে বলে।' ব্যাপার এই যে, সে সব সময়ই (নফল) রোযা রাখে। আর আমি যুবক হওয়ার কারণে (স্ত্রী সহবাস ছাড়া) থাকতে পারি না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আজ হতে কোন স্ত্রীলোক স্বামীর অনুমতি ব্যতীত (নফল) রোযা রাখতে পারবে না। আর তার বক্তব্য যে, আমি সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজরের) নামায পড়ি না। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, আমরা পানি সরবরাহকারী পরিবারের লোক। রাতের প্রথমভাগে কাজ করি শেষ রাতে নিদ্রা যাই এবং এটাই আমাদের অভ্যাস এজন্য আমরা সূর্যোদয় হওয়া ছাড়া নিদ্রা হতে জাগতে পারি না। তিনি বলেন, তুমি যখনই নিদ্রা হতে জাগ্রত হবে, তখনই নামায পড়ে নিবে।

রোযাদার ব্যক্তিকে যদি বিবাহ দাওয়াত করা হয়

২৪৬০। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কাউকে (বিবাহ ভোজের) জন্য দাওয়াত করা হয়, তখন সে যেন তা গ্রহণ করে সে ব্যক্তি যদি রোযাদার না হয়, তবে সে যেন অবশ্যই খাদ্য গ্রহণ করে: আর যদি (নফল) রোযাদার হয়, তবে সে যেন অবশ্যই দাওয়াতকারীর জন্য দু'আ করে। হিশাম (রহ.) বলেন, হাদীসে 'সালাত' অর্থ দু'আ-কল্যাণ কামনা

باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام

٢٤٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنْ أَبِي الزِّنَادِ . عَنِ الأَعْرَجِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ . فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ .

باب الاعتكاف

٢٤٦٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ . عَنْ عُقَيْلٍ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ عُرْوَةَ . عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ . ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .

٢٤٦٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَةً

٢٤٦٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَالَتْ وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَتْ فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ بِبِنَائِي فَضُرِبَ قَالَتْ وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ إِلَى الأَبْنِيَةِ فَقَالَ مَا هَذِهِ آلْبِرَّ تُرِدْنَ قَالَتْ فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ وَأَمَرَ أَزْوَاجُهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ ثُمَّ أَخَّرَ الاعْتِكَافَ إِلَى الْعَشْرِ الأُوَلِ يَعْنِي مِنْ شَوَّالٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَالأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ مِنْ شَوَّالٍ

তরজমা ---

রোযাদার খাবারের জন্য দাওয়াত করা হলে কী বলবে

২৪৬১। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমাদের (রোযাদার) কাউকে খাবারের জন্য দাওয়াত করা হয়, তখন যেস যেন (ওযর পেশ করে বলে), আমি রোযাদার।

ই'তিকাফ প্রসঙ্গে

২৪৬২। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রামদ্বানের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন, যতদিন না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উঠিয়ে নেন। এরপর তাঁর স্ত্রীগণ ও (স্ব-স্ব গৃহে) ইতিকাফ করেন।

২৪৬৩। হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাদ্বান মাসের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু বিশেষ কারণে তিনি এক বছর ই'তিকাফ করতে পারেননি। এরপর পরবর্তী বছর এলে তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন।

২৪৬৪। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি ফজরের নামায পড়ার পর ই'তিকাফকারী হিসাবে (মসজিদে) প্রবেশ করতেন। তিনি বলেন, এক সময়ে তিনি রামাদ্বানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করেন। তিনি বলেন, তখন তিনি তাঁর জন্য একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলে তা খাটানো হয়। এরপর তা দেখে আমি আমার জন্য একটি তাবু খাটাতে বললে, তা খাটানো হয়। তিনি বলেন, আমি ছাড়া নবী করীম ﷺ-এর অন্যান্য পত্নীগণও তাদের জন্য তাবু খাটাতে নির্দেশ দিলে তাও খাটানো হয়। এরপর তিনি ফজরের নামায আদায় শেষে ঐ সমস্ত তাঁবুর দিকে তাকিয়ে

বলেন, তা এমন কি ভাল কাজ, যা করতে তোমরা ইচ্ছা করছে? তিনি স্বীয় তাঁবু ভেগে ফেলতে নির্দেশ দেওয়ায়, তা ভেঙে ফেলা হয়। তাঁর স্ত্রীগণও স্ব-স্ব তাঁবু ভাঙ্গার নির্দেশ দিলে, সেগুলোও ভেঙ্গে ফেলা হয়। এরপর তিনি ই'তিকাফ শাওয়াল মাসের প্রথম দশ দিন পর্যন্ত দেরী করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ইবন ইসহাক, আওযাঈ ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী মালিক ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শাওয়ালের বিশ তারিখ পর্যন্ত ই'তিকাফ করেন।

তাশরীহ --

قوله باب الاعتكاف

اعتكاف এর আভিধানিক অর্থ সাধারণত لبث অর্থাৎ অবস্থান করা, মসজিদের মধ্যে হোক অথবা অন্য কোন জায়গায় যে কোন নিয়তেই হোক।

শরীয়তের পরিভাষায় اعتكاف বলা হয় اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة على صفة مخصوخة তাই لبث অবস্থান করা হল রুকন আর নিয়ত করা এবং মসজিদের মধ্যে হওয়া হল শর্ত।

এতেকাফ এর প্রকারঃ এতেকাফ তিন প্রকার। (১) ওয়াজিব (২) সুন্নতে মোয়াক্কাদা কেফায়া (৩) মোস্তাহাব।

ওয়াজিব এতেকাফ হল এটা যা কেউ মান্নত করেছে।

সুন্নতে মোয়াক্কাদা কেফায়া হল যা রমজান মাসের শেষ দশদিনে করা হয়।

মুস্তাহাব হল এই এতেকাফ যা যে কোন সময় মান্নত ছাড়া করা হয়। এই এতেকাফের জন্য ইমাম মালিক এবং ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে কমপক্ষে একদিন হওয়া চাই। ক্বাজী আবু ইউসুফ (রঃ) এর মতে একদিনের অধিকাংশ সময় হলেই যথেষ্ট। ইমাম মোহাম্মাদ (রঃ) এর মতে এক ঘন্টাই যথেষ্ট হবে। আর এটা হচ্ছে ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ (রঃ) এর উক্তি।

قوله فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَةً

হুজুর ﷺ তার ওফাতের বছর বিশদিন এতেকাফ করার উদ্দেশ্য কি ছিল, এবিষয়ে কয়েকটি মত রয়েছে।

(১) নিজের শেষ জীবনে ভাল কাজ অধিক হারে করা, যাতে উম্মতের জন্য শিক্ষা হয়ে যায়। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের বছর বিশ দিন এ'তেকাফ করেছেন।

(২) জিব্রাঈল (আঃ) প্রত্যেক বছর রমজানের মধ্যে শুধু একবার কোরআন শরীফ পূর্ণ করতেন আর রাসূল ﷺ এর ওফাতের বছর দুবার পূর্ণ করছেন। এ কারণে রাসূল ﷺ বিশ দিন এ'তেকাফ করেছেন।

(৩) ইবনুল আরবী বলেন যে, এক বছর আজওয়াজে মুতাহহারাত সহধর্মীনীগণের বাঁধা দেয়ার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতেকাফ করেন নাই, তাই এর ক্বাজা হিসেবে ওফাতের বছর দশ দিনের সহিত আরো দশ দিন সংযোজিত করেছেন। আরো অনেক কারণ এবং হেকমত হতে পারে।

قوله كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ

এ হাদীসের কারণে ইমাম আহমদ রহঃ বলেন, একুশ তারিখ ফজরের পরে মসজিদে প্রবেশ করতে হবে

জুমহুর আইম্মা, ইমাম আবু হানিফা, মালিক এবং ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে বিশ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করতে হবে। জুমহুর বলেন যে, সমস্ত বর্ণনা একমত যে, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان আর عشر শব্দটি تا বর্ণ ছাড়া ليالي এর صفت হয়ে থাকে। আর দশ রাত তখন হবে যখন একুশতম রাত ও এতেকাফের মধ্যে অতিবাহিত করা হবে। আর এটা তখন হবে যখন বিশ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বে এতেকাফের স্থানে প্রবেশ করা যাবে।

হাদীসুল-বাব-এর জবাব হল যে, এখানে معتكف দ্বারা মসজিদ উদ্দেশ্য নয় বরং এর দ্বারা মসজিদের এই বিশেষ স্থান যা চাটাই ইত্যাদি দ্বারা আলাদা করা হয়, মানুষ থেকে পৃথক থাকার লক্ষ্যে। তিনি ওখানে ফজরের পরে প্রবেশ করতেন। তাছাড়া মসজিদের ভিতরে তো রাতের পূর্বেই প্রবেশ করে নিতেন।

باب أين يكون الاعتكاف ؟

٢٤٦٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، أَنَّ نَافِعًا ، أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ . قَالَ نَافِعٌ : وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ ، الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْجِدِ

٢٤٦٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ كُلَّ رَمَضَانَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا .

باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

٢٤٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ

তরজমা ---

ই'তিকাফ কোথায় করতে হবে?

২৪৬৫। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাদ্বান মাসের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন। নাফে' বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.) মসজিদের ঐ স্থানটি দেখান, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফ করতেন।

২৪৬৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রামদ্বানে, দশদিন ই'তিকাফ করতেন। এরপর তাঁর ইন্‌তিকালের বছর তিনি বিশদিন ই'তিকাফ করেন।

ই'তিকাফকারী প্রয়োজনে মসজিদ হতে বের হয়ে ঘরে যেতে পারবে

২৪৬৭। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ই'তিকাফ করতেন, তখন তিনি স্বীয় মাথা মুবারক আমার নিকটবর্তী করতেন। আমি তাতে চিরুনী করে দিতাম। আর তিনি পেসাব পায়খানার প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে ঘরে প্রবেশ করতে না।

তাশরীহ ---

قوله باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

হানাফীদের বিশুদ্ধমত হল যে, এ'তেকাফকারী মানবীয় প্রয়োজন যেমন, পেশাব-পায়খানার জন্য বের হতে পারে। অনুরূপ পানাহারের জন্যও বের হতে পারে, যদি কোন সরবরাহকারী না থাকে। এছাড়া শরয়ী কোন প্রয়োজনেও বের হতে পারে। যেমন এমন মসজিদে এ'তেকাফ হচ্ছে যাতে জুমআ হয় না। তাই জুমআর জন্য বের হতে পারবে।

ইমাম মালিক এবং শাফেয়ী বলেন যে, এ'তেকাফকারী জুমআর জন্য বের হতে পারবে না। বরং তার জন্য উচিত এমন মসজিদে এ'তেকাফ করা যেখানে জুমআ হয়। এমনকি ইমাম মালিক বলেন যে, জামে মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য মসজিদ সমূহের মধ্যে এতেকাফ সহীহ হবে না। এছাড়া হানাফীদের মতে এতেকাফ কারী জানাযার নামাযের জন্য বের হতে পারবে না এবং জানাযার এলানও করতে পারবে না এবং রুগী দেখার জন্যও বের হতে পারবে না আর যদি শরীয়ত সম্মত কোন কারণে বের হয় তাহলে না দাড়িয়ে চলন্ত অবস্থায় রুগীকে দেখতে পারবে এবং জানাযারও এলান করতে পারবে এমনকি জানাযার নামাযও পড়তে পারবে।

٢٤٦٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . عَنْ عُرْوَةَ . وَعَمْرَةَ . عَنْ عَائِشَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَلَمْ يُتَابِعْ أَحَدٌ مَالِكًا عَلَى عُرْوَةَ . عَنْ عَمْرَةَ . وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ . وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ . وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ عُرْوَةَ . عَنْ عَائِشَةَ

٢٤٦٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكُونُ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَيُنَاوِلُنِي رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الْحُجْرَةِ فَأَغْسِلُ رَأْسَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ

٢٤٧٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ قَالاَ سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا أَوْ قَالَ شَرًّا

٢٤٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ . حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ . أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . بِإِسْنَادِهِ بِهٰذَا . قَالَتْ : حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ . وَسَاقَ مَعْنَاهُ

তরজমা --

২৪৬৮। হযরত আয়েশা (রা.), নবী করীম ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, এমনিভাবে ইউনুস ইমাম যুহরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং মা'মার, যিয়াদ ইব্‌ন সা'দ প্রমুখ যুহরী সূত্রে আয়েশা (রা.) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৪৬৯। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইতিকাফ অবস্থায়, স্বীয় মাথা মুবারক হুজ্‌রার দরজা দিয়ে আমার দিকে বের করে দিতেন। এরপর আমি তাঁর মাথা মুবারক ধুয়ে দিতাম। রাবী মুসাদ্দাদ তার বর্ণনায় বরেন, আমি ঋতুমতী অবস্থায় তাঁর মাথায় চিরুনী করে দিতাম।

২৪৭০। হযরত সাফিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই'তিকাফে থাকাবস্থায় আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রাতে সেখানে যাই এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বলি। এরপর আমি দাঁড়িয়ে আমার ঘরে দিকে রওনা করি। তিনিও আমার সাথে দাঁড়ান, যাতে তিনি আমাকে আমার ঘরে পৌঁছে দিতে পারেন। আর তখন তার (সাফিয়ার) আবাসস্থান ছিল উসামা ইব্‌ন যায়িদের ঘরে। ঐ সময় আনসারদের দু'ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিল। তারা নবী করীম ﷺ-এর সাথে (একজন মহিলাকে দেখে) দ্রুতগমন করতে থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা স্বাভাবিকভাবে (হেঁটে) যাও। আর (আমার সাথী) এ হল সাফিয়া বিনত হুয়্যেই। তারা আশ্চর্য হয়ে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সুবহানাল্লাহ্! তিনি বলেন, শয়তান রক্ত প্রবাহের মত মানুষের ধমনী দিয়ে চরাচল করে। আর আমার ভয় যে, হয়ত সে তোমাদের অন্তরে কিছু সন্দেহ নিক্ষেপ করতে পারে অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেন, খারাপ কিছুর উদ্রেক করতে পারে।

২৪৭১। হযরত যুহ্‌রী (রহ.) হতে উপরোক্ত সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি (সাফিয়া) বলেন, যখন তিনি মসজিদের ঐ দরজার নিকটবর্তী ছিলেন, যা উম্মে সালামার দরজার নিকট, সে সময় তার পাশ দিয়ে দু'ব্যক্তি যায় এরপর উপরোক্ত হাদীসের মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

باب المعتكف يعود المريض

٢٤٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسٰى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النُّفَيْلِيُّ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ عِيسٰى قَالَتْ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ.

٢٤٧٣ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ . أَخْبَرَنَا خَالِدٌ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ عُرْوَةَ . عَنْ عَائِشَةَ . أَنَّهَا قَالَتْ : السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ : أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا . وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً . وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً . وَلَا يُبَاشِرَهَا . وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ . إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ . وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ . وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَا يَقُولُ فِيهِ : قَالَتْ : السُّنَّةُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ.

তরজমা ---

ই'তিকাফে থাকাবস্থায় রোগীর নিকট যাওয়া

২৪৭২। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাবী আন-নুফায়েলী বলেন, তিনি (আয়েশা) বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফে থাকাবস্থায় রোগীর নিকট যেতেন। এরপর তিনি যেরূপ থাকতেন, সেরূপে গমন করতেন এবং তার (রোগীর) নিকট দণ্ডায়মান না হয়ে, তার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন।

(রাবী) ইব্‌ন ঈসা বলেন, তিনি (আয়েশা) বলেছেন, যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফ অবস্থায় কোন রোগীর পরিচর্যা করে থাকেন (তবে তিনি পেসাব পায়খানার প্রয়োজনে বের হয়েছিলেন)।

২৪৭৩। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত এই যে, সে যেন কোন রোগীর পরিচর্যার জন্য না গিয়ে, জানাযার নামাযে শরীক না হয়, স্ত্রীকে স্পর্শ না করে এবং তার সাথে সহবাস না করে। আর সে যেন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ হতে বের না হয়। রো ছাড়া ই'তিকাফ নাই এবং জামে' মসজিদ ব্রতীত ই'তিকাফ শুদ্ধ নয়।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহ.) বরেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া কেউ বলেন না যে তা সুন্নাত বরং এ হলো আয়েশা (রা.)-এর বক্তব্য।

তাশরীহ ---

قوله وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ

কোন কোন তাবেয়ী যেমন হযরত হাসান বসরী, ইমাম যুহরী, আতা এবং উরওয়াহর মতে এ'তেকাফ সহীহ হওয়ার জন্য জুমআর মসজিদ জরুরী। আর ইমাম মালিকের বর্ণনাও এরূপ। আর সাহাবীদের মধ্য থেকে হযরত ইবনে মাসউদ এবং আলী (রাঃ) এর মাযহাবও এরূপ।

জুমহুর ইমামদের মতে জুমআর মসজিদ হওয়া শর্ত নয় বরং এরূপ যে কোন মসজিদে এ'তেকাফ ছহীহ হবে যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামাত হয়ে থাকে।

প্রথম পক্ষের কাছে পবিত্র কোরআনের প্রাঞ্জল আয়াত থেকে কোন দলীল নেই শুধুমাত্র قياس ই হচ্ছে তাদের দলীল। আর তা হলো যে, জুমআর নামায ফরজ। এর জন্য বের হওয়ার প্রয়োজন হবে, এজন্য জুমআর মসজিদ হতে হবে যাতে বের হতে না হয়।

জুমহুরের দলীল কোরআন শরীফের আয়াত ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد এখানে মসজিদ শব্দটি ব্যাপক, জামে মসজিদের কোন শর্ত নেই। এখানে قياس দ্বারা শর্ত লাগানো ঠিক হবে না।

٢٤٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْتَكِفْ وَصُمْ

٢٤٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ الْقُرَشِيُّ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْعَنْقَزِيَّ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُدَيْلٍ . بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ . قَالَ : فَبَيْنَمَا هُوَ مُعْتَكِفٌ إِذْ كَبَّرَ النَّاسُ . فَقَالَ : مَا هٰذَا يَا عَبْدَ اللهِ . قَالَ : سَبْيُ هَوَازِنَ أَعْتَقَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : وَتِلْكَ الْجَارِيَةُ . فَأَرْسَلَهَا مَعَهُمْ

باب في المستحاضة تعتكف

٢٤٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسٰى . وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ . عَنْ خَالِدٍ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : اعْتَكَفَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ . فَكَانَتْ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ . فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا . وَهِيَ تُصَلِّي .

তরজমা ---

২৪৭৪। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা.) জাহেলীয়াতের যুগে একদিন একরাত মাসজিদুল হারামে ই'তিকাফের মানত করেন। তিনি এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাস করলে তিনি বলেন, তুমি ই'তিকাফ কর এবং রোযা রাখ।

২৪৭৫। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুদায়েল (রহ.) উপরোক্ত সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবীবলেন, যখন তিনি (উমার) ই'তিকাফে ছিলেন, তন লোকেরা তাকবীর প্রদান করে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এ তাক্‌বীর ধ্বনি কেন? তিনি (ইব্‌ন উমার) বলেন, হাওয়াযিন গোত্রের বন্দীদের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ দাসীকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দাও।

ইস্তিহাযাগ্রস্থ মহিলার ই'তিকাফ করা প্রসঙ্গে

২৪৭৬। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর স্ত্রীদের একজন ই'তিকাফ করেন। এরপর তাঁর (ইস্তিহাযার) রক্ত কোন সময় হলুদ এবং কোন সময় লাল রং দেখা যেত। আর আমরা তাঁর জন্য তাঁর নামাযের সময় তাঁর নিচে একটি তাস্‌ত রাখতাম, (যাতে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট না হয়।)

তাশরীহ ---

قوله أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ

জাহেলিয়াত যুগে যদি কেউ মান্নত করে তাহলে ইসলাম গ্রহণের পর তা পূর্ণ করা ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে এই মান্নত সহীহ হবে না, এজন্য পূর্ণ করার প্রশ্নই উঠে না।

ইমাম শাফেয়ী হযরত ওমর (রাঃ) এর উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জাহেলিয়াত যুগের মান্নত পূর্ণ করার হুকুম দিয়েছেন, যা স্পষ্টভাবে আবশ্যকীয়তা প্রমাণ করে

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন যে, এটা তো ইত্তেফাকী মাসআলা যে, কাফেরের মধ্যে মান্নত করার যোগ্যতাই নেই, যার দরুণ তার মান্নত শুদ্ধ হবে না আবার পূর্ণ করবে কিসের?

শাফেয়ী গণের দলীল হযরত ওমর (রাঃ) এর হাদীসের জবাব হল যে, ওখানে হযরত ওমর (রাঃ) কে শান্তনা দেয়ার উদ্দেশ্য মুস্তাহাব হিসাবে তা পূর্ণ করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

অথবা জাহেলিয়াত দ্বারা জাহেলিয়াতের নিকটবর্তী সময় বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করার প্রাথমিক সময়কাল। এজন্য মান্নত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে।

قوله فَقَالَ اعْتَكِفْ وَصُمْ

আল্লামা আইনী (রঃ) এর কথা অনুসারে ইমাম শাফেয়ী, আহমদ এবং ইসহাক (রঃ) এর মতে মান্নত এতেকাফের জন্য রোযা জরুরী নয়। ইমাম আবু হানিফা মালিক এবং আওজায়ী (রঃ) এর মতে মান্নত এতেকাফের জন্য রোযা জরুরী, রোযা ব্যতীত এতকাফ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এরও পুরোনো উক্তি এরূপ।

প্রথম পক্ষ দলীল হল বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস হযরত উমর রাঃ বলেন,

" كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال : " فأوف بنذرك "

এখানে এক রাত্রি এতকাফ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। আর পরিস্কার কথা হল যে, রাত রোযার সময় নয়। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পূর্ণ করার হুকুম দিয়েছেন। তাই পরিস্কার বুঝা যায় যে, রোযা ছাড়া এতেকাফ শুদ্ধ হবে।

দ্বিতীয় দলীল হল হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস যে, তিনি বলেছেন-

ليس على المعتكف صوم

দ্বিতীয় পক্ষ দলীল পেশ করেন হাদীসুল-বাব দ্বারা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اعتكف وصم

দ্বিতীয় দলীল হযরত আয়শা (রাঃ) এর হাদীস

لا اعتكاف الا بصوم رواه الدار قطني والبيهقي

এছাড়া বায়হাকীর মধ্যে হযরত ইবনে ওমর এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর আসার রয়েছে-

انهما قالا المعتكف يصوم

এছাড়া কোরআন শরীফের আয়াত ثم اتموا الصيام الى الليل ولاتباشروهن وانتم عاكفون في المساجد দ্বারাও বুঝা যায় যে, এতকাফের জন্য রোযা জরুরী। কেননা এখানে রোযার সাথে এতেকাফকে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম পক্ষ হযরত ওমর (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা যে, দলীল পেশ করেছেন এর জবাব হল যে, এই হাদীস মুসলিম শরীফের মধ্যে রয়েছে, ওখানে ليلة এর পরিবর্তে يوما এর উল্লেখ রয়েছে। আর আবু দাউদ এবং নাসায়ী শরীফের মধ্যে يوما وليلة উল্লেখ রয়েছে। তাই বুঝা গেল যে, যে বর্ণনায় শুধু ليلة উল্লেখ রয়েছে এর দ্বারা ليلة مع يومها উদ্দেশ্য। আর يوم দিন হল রোযার সময়। অতএব, রোযা হওয়া উচিত।

ইবনে বাত্তাল (রঃ) বলেন যে, এই হাদীসের সকল সূত্র তালাশ করে এই সন্ধান পাওয়া যায় যে, মূল বর্ণনায় يوما وليلة এর উল্লেখ রয়েছে। এ কারণে এর দ্বারা ليلة مع يومها উদ্দেশ্য হবে।

(২) এ কথা জাহেলিয়াত যুগের এতেকাফ সম্পর্কে ছিল এবং মুস্তাহাব হিসাবে পূর্ণ করার হুকুম দেয়া হয়েছিল আর এতে রোযা জরুরী নয়। আর আলোচনা হচ্ছে উজুবী এতেকাফ সম্পর্কে যা এখানে উল্লেখ করা হয় নাই।

দ্বিতীয় দলীলের জবাব হল যে, মোহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) ছাড়া বাকী রাবীগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উপর মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ কারণে এর দ্বারা দলীল পেশ করা সহীহ হবে না।

এছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এর বিপরীত বর্ণনা রয়েছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি واذا تعارضا

كتاب الجهاد

কিতাবুল জিহাদ

জিহাদের পাঁচটি দিক সম্পর্কে আলোচনা

এক. জিহাদের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ। দুই. জিহাদের প্রকারভেদ। তিন. জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। চার. জিহাদের বিধান। পাঁচ. জিহাদের ফযীলত।

প্রথম আলোচনা ঃ জিহাদের আভিধানিক সংজ্ঞা

جهاد শব্দটি, باب مفاعلة এর মাসদার। অর্থ– জিহাদ, সংগ্রাম, যুদ্ধ। যেহেতু মুজাহিদ জিহাদের ময়দানে তার প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করে, তাই জিহাদকে 'জিহাদ' বলা হয়।

জিহাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা

১. আল্লামা কাসানী রহ. বলেছেন–

وفي عرف الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتل في سبيل الله عزوجل بالنفس والمال واللسان او غير ذلك.

'শরী'অতের পরিভাষায় 'জিহাদ' শব্দটি ব্যবহার হয় আল্লাহর রাস্তায় জান, মাল ও যবান ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করার অর্থে।'

২. আল্লামা শামী রহ. লিখেছেন–

حاصله بذل اعز المحبوبات، وهو النفس، وادخال اعظم المشقات عليه تقربا بذلك الى الله تعالى

'আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু তথা নিজের প্রাণ ব্যয় করা এবং এর জন্য সর্বোচ্চ কষ্ট স্বীকার করা।'

৩. আল্লামা কুস্তলানী রহ. লিখেছেন– قتال الكفار لنصرة الاسلام واعلاء كلمة الله 'ইসলামের সহযোগিতা ও আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার নাম জিহাদ।'

দ্বিতীয় আলোচনা ঃ জিহাদের প্রকারভেদ : ছোট জিহাদ ও বড় জিহাদ

ইমাম রাগেব রহ. বলেছেন : জিহাদের অন্তর্নিহিত বিষয় হল, দুশমনকে প্রতিহত করার তথা বাধা দানের লক্ষ্যে নিজের শক্তি ও চেষ্টা ব্যয় করা। এটা সাধারণত তিনভাবে হতে পারে।

১. প্রকাশ্য দুশমনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

২. শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

৩. নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। কুরআনের আয়াত– جاهدوا في الله حق جهاده এর মধ্যে এ তিন প্রকারের জিহাদই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (তাজুল আ'রুস) ইমাম রাগিবের উক্ত বক্তব্য বর্ণনা করার পর 'আওজাযুল মাসালিক' (পৃষ্ঠা–৪) এর মধ্যে হযরত সাহারানপুরী রহ. লিখেছেন, এ বক্তব্যের অনুকূলে রয়েছে এ মারফু' হাদীসটি– المجاهد من جاهد نفسه 'নিজের নফসের তথা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ব্যক্তি মুজাহিদ।'

শায়খ হযরত ইবনুল আরাবী রহ. শরহে তিরমিযীতে এ প্রসঙ্গে বলেন–

هذا هو مذهب الصوفية ان الجهاد الاكبر هو جهاد العدو الداخل يعني النفس الامارة كما في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر.

'ভিতরগত দুশমন তথা অসৎ কাজে উৎসাহ দানকারী নফস বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা বড় জিহাদ এ বক্তব্যটি সূফিদের। যেমনি কথা রয়েছে কুরআন কারীমের আয়াতে– 'যারা আমার পথে সংগ্রাম করে তাদেরকে আমি বিভিন্ন পথ দেখাব।' আর তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন, আমরা ছোট জিহাদ (প্রকাশ্য দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই) থেকে বড় জিহাদে (আত্মার কুমন্ত্রণার তথা নফসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে) ফিরে এসেছি।

তৃতীয় আলোচনা ঃ জিহাদের উদ্দেশ্য : সামনের আলোচনায় আবূ দাউদ শরীফের একটি বিশাল হাদীস আপনারা পাবেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, من قاتل حتى تكون كلمة الله هي اعلى فهو في سبيل الله। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হওয়া পর্যন্ত জিহাদ করে, সে আল্লাহর পথেই জিহাদ করল। এ হাদীস দ্বারাও প্রতীয়মান হয়, ইসলামে যুদ্ধ-জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা এবং কুফরের জাঁকজমক ও দৌরাত্ম্য খতম করে দেওয়া।

চতুর্থ আলোচনা ঃ জিহাদের বিধান : মূলত জিহাদের বিধান পর্যায়ক্রমে কয়েকবারে এসেছে। সর্বপ্রথম মক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তরবারি উত্তোলন করতে সম্পূর্ণ নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। কুরআন মজীদে সত্তরেরও বেশি আয়াতে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে এ নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে। সে সময়ে শুধু নির্দেশ ছিল ধৈর্য্যধারণের এবং যুলুমের উত্তরে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার। মোটকথা, নবীজীর মক্কী জীবনে কোনো প্রকার জিহাদ বিধিবদ্ধ হয় নি। হিজরতের পর আসল দ্বিতীয় পর্যায়। এ পর্যায়ে একটি আয়াতের মাধ্যমে জিহাদের শুধু অনুমতি দেওয়া হয়েছিল; ফরয করা হয় নি। আয়াতটি ছিল– اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا..الخ আয়াতেও জিহাদের অনুমতি ছিল, তবে একটি শর্তে। আর তা হল, যখন কাফির কর্তৃক যুলুমের শিকার হবে, তখন তার উত্তরে জিহাদ করা যাবে।

তারপর আসল তৃতীয় পর্যায়। এ পর্যায়ে আত্মরক্ষার জন্য জিহাদের অনুমতি দেওয়া হল এবং নিম্নের আয়াত নাযিল হল– وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم...الخ

তারপর চতুর্থ পর্যায়ে বিধান আসল– كتب عليكم القتال وهو كره لكم এ আয়াতের মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হল, এবার আক্রমণাত্মক লড়াইও করতে হবে। এখন থেকে শুধু আত্মরক্ষার সীমা পর্যন্ত লড়াই সীমিত নয়। অবশেষে দ্বিতীয় হিজরীতে নাযিল হল, জিহাদ সংক্রান্ত চূড়ান্ত বিধান সম্বলিত সূরা তাওবার নিম্নোক্ত আয়াত, যার মাধ্যমে আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের নির্দেশ দেওয়া হল–

فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আলী রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সংবাদ লোকজনকে পৌঁছালেন যে, যাদের সঙ্গে মুসলমানদের চুক্তি রয়েছে, তাদেরকে চুক্তির সীমা পর্যন্ত অবাকশ দিচ্ছি। আর যাদের সঙ্গে চুক্তি নেই, তাদেরকে দিচ্ছি চার মাসের সুযোগ। তারা চার মাসের মধ্যে আরব দ্বীপ খালি করে দিবে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা রইল।

মোটকথা, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আক্রমণাত্মক জিহাদও বৈধ হয়ে যায়।

পঞ্চম আলোচনা ঃ জিহাদের ফযীলত

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت : يارسول الله اي الاعمال افضل؟ قال : الصلاة على ميقاتها قلت ثم اي ؟ قال ثم بر الوالدين قلت ثم اي ؟ قال الجهاد في سبيل الله.

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, যথাসময়ে নামায আদায় করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, নামাযের পর কী? উত্তর দিলেন, মাতা-পিতার সঙ্গে নম্র, কোমল আচরণ করা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? প্রতিউত্তরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।'

عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : سئلت النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل ؟ قال مومن يجاهد في الله بنفسه وماله.

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন : ওই মুমিন, যে আল্লাহর রাস্তায় নিজের জান-মাল নিয়ে জিহাদ করে।

باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو

٢٤٧٧ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ . عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجْرَةِ؟ فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ . فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا.

তরজমা ---

হিজরত সম্পর্কে

২৪৭৭। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত যে, একজন গ্রাম্যলোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, তোমার জন্য করুণা হয়, (তুমি কি হিজরত করতে চাও)। হিজরতের ব্যাপারটি কষ্টসাধ্য। তোমার (নিসাব পরিমাণ) উট আছে কি? সে উত্তর করল, হাঁ, আছে তিনি বললেন, তুমি এর যাকাত দাও কি? সে উত্তর করল, হাঁ, দেই। তিনি বললেন, তা হলে তুমি সমুদ্রের ওপার থেকে আমল করলেও আল্লাহ্ তোমার কোন আমল সামান্যও কখন খর্ব করবেন না।

তাশরীহ ---

قوله باب ما جاء في الهجرة

হিজরত হচ্ছে জিহাদের সূচনাসূচি। কারণ, হিজরতের পরই জিহাদ বিধিবদ্ধ হয়েছে। তাই মুসান্নিফ রহ. 'কিতাবুল জিহাদ'-এর শুরুতে উক্ত এ অনুচ্ছেদ চয়ন করেছেন।

قوله : فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ

بحار শব্দটি بحر এর বহুবচন। অর্থ- সমুদ্র, মহাসাগর ইত্যাদি। এখানে দূরত্বের অর্থ বুঝানোর জন্য بحار শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, بحار শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য দেশ বা শহর অর্থাৎ তুমি যাকাতসহ অবশিষ্ট নেক আমলগুলোর সঙ্গে জুড়ে থাক, চাই হিজরতের স্থান থেকে যত দূরেই অবস্থান কর না কেন। তা হলে হিজরতের প্রয়োজন তোমার জন্য নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত ত্যাগের অনুমতি দিলেন কিভাবে?

এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে, ইসলামের প্রথম দিকে তো হিজরত ফরয ছিল, তা হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ লোকটিকে হিজরত পরিত্যাগ করার অনুমতি দিলেন কিভাবে? এর উত্তর ৪টি। যথা–

১. আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ.-এর উত্তরে বলেন, সম্ভবত লোকটি শারীরিকভাবে দুর্বল ছিল অথবা তার এমন কোনো সমস্যা ছিল, যা হিজরতের পথে বাঁধা হয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হিজরত থেকে বারণ করেছেন।

২. ফতহুল বারীতে আছে, ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের পর ঘটেছে। আর لا هجرة بعد الفتح এ হাদীস দ্বারা মক্কা বিজয়ের পর থেকে হিজরতের পূর্বোক্ত বিধান তথা ফরয বিধান রহিত করা হয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যক্তিকে হিজরতের অনুমতি দেন নি।

৩. এটা ছিল উক্ত ব্যক্তির জন্য বিশেষ অনুমতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে সাধারণ নীতির বিপরীতে বিশেষ কোন অনুমতি দিতে পারেন। এ ইখতিয়ার তাঁর আছে। এখানেও লোকটির কোনো বিশেষ দিক বিবেচনা করে, তাকে এ অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

৪. অথবা বলা হবে, লোকটি মক্কাবাসী ছিল না। আর হিজরত তো মক্কাবাসীদের জন্য ফরয ছিল। অন্যদের বেলায় ছিল মুস্তাহাব।

٢٤٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، وَعُثْمَانُ ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، عَنِ الْبَدَاوَةِ ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُو إِلَى هٰذِهِ التِّلاَعِ ، وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لِي : يَا عَائِشَةُ ، ارْفُقِي فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ ، وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ ، إِلاَّ شَانَهُ.

باب في الهجرة هل انقطعت ؟

٢٤٧٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

তরজমা ---

২৪৭০। হযরত মিকদাম ইব্‌ন শুরায়হ্ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়শা (রা.)-কে বাদাওয়া বা নির্জনে বাহিরে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নগামী পানির উৎসস্থান পাহাড়ের টিলাসমূহের দিকে বের হতেন। একবার তিনি এরূপে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা করেন এবং আমার জন্য যাকাতের উটসমূহ হতে একটি আনাড়ী উট পাঠিয়ে দিলেন। আর বললেন, হে আয়শা! সদয় হও। কেননা, যে কোন বস্তুতে সহৃদয়তা কেবল সৌন্দর্য বাড়ায় আর যার থেকে কোমলতা বের হয়ে যায় তা তাকে কুৎসিত করে।

হিজরত শেষ হল কিনা?

২৪৭৯। হযরত মু'আবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তাওবার দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না। সূর্য যে পর্যন্ত পশ্চিম আকাশে উদিত না হয় সে পর্যন্ত তাওবার দরজা বন্ধ হবে না।

তাশরীহ ---

قوله لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ

অর্থাৎ তওবার দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে হিজরতের ধারা বলবৎ থাকবে। তবে আলোচ্য হাদীসে যে হিজরতের কথা বলা হয়েছে, তা মুসতাহাব হিজরত; ওয়াজিব নয়। মক্কা থেকে মদীনার হিজরত ছিল ওয়াজিব হিজরত –যা মক্কা বিজয়ের পর থেকে সম্পূর্ণভাবে রহিত হয়ে গেছে। রহিতকারী হাদীসটি হচ্ছে– لا هجرة بعد الفتح 'মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরতের বিধান নেই।'

বর্তমানের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলাম কি না?

এখানে প্রসঙ্গত একটি প্রশ্ন উত্থাপন হয় যে, বর্তমানের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলাম কি না? কারণ বর্তমানে এমন মুসলিম রাষ্ট্রও আছে, যেখানে ইসলামের নাম নিলে দমন-পীড়নের শিকার হতে হয়।

এর উত্তরে মুফতি তাকী উসমানী রহ. বলেন, এ ধরনের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোও বর্ণিত আচরণ করার পরেও ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, দারুল ইসলামের সংজ্ঞা এই নয় যে, সেখানে ইসলামী বিধি-বিধান কার্যত বাস্তবায়িত হয় বরং দারুল ইসলামের সংজ্ঞা হল, যে রাষ্ট্রে মুসলমানদের হাতে প্রবল শক্তি থাকবে। যখন তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করতে চাইবে, করতে সক্ষম হবে। চাই বর্তমানে তা বাস্তবায়িত থাক বা না থাক এবং মুসলমান ও ইসলামের নাম উচ্চারণকারীদের উপর জুলুম করুক বা না করুক। এসব কাজের ফলে সে রাষ্ট্রটি দারুল ইসলামের সংজ্ঞা থেকে বহির্ভুত হয়ে যায় না। অতএব এ ধরনের রাষ্ট্রের উপর দারুল ইসলামের সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে।

٢٤٨٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. عَنْ مَنْصُورٍ. عَنْ مُجَاهِدٍ. عَنْ طَاوُوسٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

٢٤٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو. وَعِنْدَهُ الْقَوْمُ حَتَّى جَلَسَ عِنْدَهُ. فَقَالَ. أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ.

তরজমা --

২৪৮০। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিনে বলেছেন, হিজরত আর নাই। কিন্তু জিহাদ ও নেক নিয়্যাত বাকী রয়েছে। এরপর যদি তোমাদের জিহাদে বের হওয়ার ডাক পড়ে তবে যুদ্ধের জন্য বের হয়ে পড়।

২৪৮১। হযরত আমের (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা.)-এর নিকট লোকজন উপস্থিত ছিল, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বসল এবং তাঁকে বলল, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যে সকল হাদীস শুনেছেন তার কিছু আমাকে শুনান। তিনি বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, প্রকৃত মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার মুখ ও হাত হতে অপর মুসলমান নিরাপদ এবং প্রকৃত মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু হতে দূরে থাকে।

তাশরীহ --

قوله : يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ

অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আজ হতে মক্কা থেকে হিজরতের ধারা সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে গেছে। এখন থেকে মক্কা হতে মদীনা হিজরত করা ওয়াজিব নয়, মুসতাহাবও নয়

قوله : لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ

অর্থাৎ হিজরত ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মহান আমল। এটি এখন থেকে যদিও অবশিষ্ট নেই, কিন্তু এ জাতীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ও বড় আমল এখনও অবশিষ্ট আছে। যেমন, জিহাদ ও প্রত্যেক কাজে নির্ভেজাল নেক নিয়ত। সুতরাং কেমন যেন জিহাদও একপ্রকার হিজরত হল।

বলাবাহুল্য, আলোচ্য হাদীসে নিষেধকৃত হিজরত হল, মক্কা থেকে হিজরত। কারণ, বক্তব্যটি তো মক্কা বিজয়ের দিনের। সুতরাং আলোচ্য হাদীস ও পূর্ববর্তী হাদীসের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। প্রথম হাদীসে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ হিজরত; যা দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলাম অভিমুখে হয়ে থাকে। এ হিজরত এখনও অবশিষ্ট আছে। আর আলোচ্য হাদীসে হিজরত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মক্কা থেকে হিজরত; যা বর্তমানে অবশিষ্ট নেই অথবা বলা হবে, পূর্বোক্ত হাদীসে হিজরত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুসতাহাব হিজরত। তা বর্তমানেও আছে। আর আলোচ্য হাদীসের হিজরত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ওয়াজিব হিজরত। বর্তমানে তা অবশিষ্ট নেই।

قوله : وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

نفر এবং نفير শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থ– রওয়ানা হওয়া, পৃথক হওয়া, দূরে সরে যাওয়া ইত্যাদি। তবে হজ্বের ক্ষেত্রে نفر শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং জিহাদের ক্ষেত্রে نفير শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন যিলহজ্বের তের তারিখকে يوم النفر বলা হয় আর গণযুদ্ধ বা গণঅভিযানকে النفير العام বলা হয়।

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়, ইমাম তথা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান যদি গণযুদ্ধের নির্দেশ দেন, তা হলে প্রত্যেকের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। অনুরূপভাবে তিনি নির্দিষ্ট কাউকে নির্দেশ দিলেও ওই ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়।

باب في سكنى الشام

٢٤٨٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ فَخِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ أَلْزَمُهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ وَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ أَرْضُوهُمْ تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللهِ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ

তরজমা ---

সিরিয়ায় বসবাস

২৪৮২। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি সহসা এক হিজরতের পর অপর হিজরত পালিত হবে। তখন দুনিয়াবাসীদের মধ্যে তারাই উৎকৃষ্ট লোক হিসেবে পরিগণিত হবে যারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর হিজরত স্থল (সিরিয়াতে) হিজরত করে স্থায়ী বসতি স্থাপন করবে এবং দুনিয়ায় তখন কাফির ও পাপী অসৎ লোকেরাই বাকী থাকবে। তারা নিজ নিজ দেশ হতে বিতাড়িত হবে। আল্লাহ্ও তাদরেকে ঘৃণা করবেন। আর তাদেরকে আগুন বানর ও শূকরের সাথে একত্রিত করবে।

তাশরীহ ---

قوله سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ

এ হিজরতের পর আরেকটি হিজরত হবে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় মক্কা থেকে মদীনায় যে হিজরত হয়েছিল, এরপরে আরেকটি হিজরত হবে শেষ যমানায়। যে যামানা হবে ফেৎনার যামানা। আর শেষ যামানার হিজরতটি হবে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন দেশে। মুসলমানরা নিজেকে এবং নিজের দ্বীন ধর্মকে বাঁচানোর জন্য এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাবে। সে সময় গোটা দুনিয়ার হিজরতকারীদের মধ্যে তারাই হবে সর্বোত্তম, যারা হিজরতের জন্য হযরত ইবরাহীম আ.-এর হিজরতভূমি বেছে নিবে অর্থাৎ শাম দেশ। হযরত ইবরাহীম আ. নিজ দেশ ইরাক ছেড়ে এই শাম দেশেই হিজরত করেছিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন হিজরতের পর হিজরত হবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হিজরতের ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে। এটা কখনও বন্ধ হবে না। আর হিজরতকারীদের জন্য উত্তম হবে, হিজরতের জন্য শাম দেশকে বেছে নেওয়া।

قوله : وَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا

অর্থাৎ যারা দ্বীনদার হবে এবং যাদের মধ্যে দ্বীনের ফিকির থাকবে, তারা নিজেদের দেশ ছেড়ে শাম দেশে চলে যাবে। আর থেকে যাবে শুধু বদদ্বীন, ফাসেক ও দুনিয়া লোভীরা। তারা মুহাজিরদের সঙ্গে হিজরত করবে না। দুনিয়ার সফলতার উদ্দেশ্যে অথবা ফেৎনার আগুন থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে ভবঘুরে মানুষের মতো পেরেশান অবস্থায় সেখানে থেকে নিজ দেশেই উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। তারা এতই নীচু ও অসম্মানিত হবে যে, মনে হবে আল্লাহ তা'আলাও তাদের ঘৃণা করেন। মোটকথা, কাফিরদের সঙ্গে তথা বানর ও শূকরের সঙ্গে ফিৎনার আগুন এদের সঙ্গেও লেগে থাকবে। অবশ্য এখানে বানর দ্বারা উদ্দেশ্য ছোট কাফির এবং শূকর দ্বারা বড় কাফির।

শামের ফযীলত : শাম দেশের ফযীলত, বরকত এমনকি ফিৎনার যুগে সেখানে আশ্রয় গ্রহণের কথা বিভিন্ন হাদীসে এসেছে। আলোচ্য হাদীসটিও এর পক্ষে প্রমাণস্বরূপ পেশ করা যেতে পারে। সূরা আম্বিয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- ونجينه ولوطا الى الارض التي باركنا الخ অর্থাৎ ইবরাহীম আ. ও লূত আ. কে আমি নমরূদের অধিকারভুক্ত দেশ তথা ইরাক থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌঁছায়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ শাম দেশ। তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে এ আয়াতের তাফসীরে এসেছে, শাম দেশ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাসস্থল। অভ্যন্তরীণ কল্যাণ হল, দেশটি নবীগণের পীঠস্থান। অধিকাংশ নবী এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে, স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, নদ-নদীর প্রাচুর্য, ফলমূল ও সর্বপ্রকারের উদ্ভিদের অনন্য সমাহার রয়েছে এ ভূমিতে। এগুলোর উপকারিতা শুধু সেই দেশবাসীই নয় বরং বহির্বিশ্বের লোকেরাও ভোগ করে থাকে।

٢٤٠٣ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ . حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ . حَدَّثَنِي بَحِيرٌ . عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي ابْنَ مَعْدَانَ . عَنِ ابْنِ أَبِي قُتَيْلَةَ عَنِ ابْنِ حَوَالَةَ قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ . وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ قَالَ ابْنُ حَوَالَةَ : خِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذٰلِكَ . فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللهِ مِنْ أَرْضِهِ . يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ . فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ . فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ . وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ فَإِنَّ اللهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ.

باب في دوام الجهاد

٢٤٠٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ.

তরজমা ---

২৪৮৩। হযরত ইব্‌ন হাওয়ালা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে ইসলামী হুকুমাত এমন বিস্তার লাভ করবে যে, তোমরা সকলে সংগঠিত সেনাবাহিনীতে যোগদান করবে। একটি সেনাবাহিনী সিরিয়া, অপরটি ইয়ামনে এবং আরও একটি ইরাকে গঠিত হবে। এরূপ ভবিষ্যৎবাণী শুনে ইব্‌ন হাওয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি উক্ত সময়টি পাই তবে আমার জন্য কোথায় থাকা উত্তম হবে? তিনি বলেন! তোমার জন্য সিরিয়ায় থাকা উত্তম হবে। কারণ তা হবে আল্লাহ্‌র যমিনসমূহের মধ্যে বাছাইকৃত সর্বোত্তম যমিন। আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণ উক্ত যমিন চয়ন করে নিবেন তোমরা যখন তাতে বসতি স্থাপন করবে তখন তোমাদের ডানদিক বেছে নিবে এবং প্রথমেই পানির কূপ খননের ব্যবস্থা করবে। কারণ আল্লাহ্ আমার উসিলায় সিরিয়া ও তার অধিবাসীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন

সর্বকালে জিহাদ অব্যাহত থাকবে

২৪৮৪। হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দল, সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের উপর জয়ী হবে। অবশেষে তাদের শেষ দলটি কুখ্যাত প্রতারক দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে।

তাশরীহ ---

قوله باب في دوام الجهاد

অর্থাৎ জিহাদের বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– الجهاد ماض الي يوم القيامة অর্থাৎ জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে।

আর জিহাদ সব সময়ের জন্য ফরযে কিফায়া। তবে কখনো ফরযে আইন হয়ে যায়, যখন নফীরে আম অর্থাৎ ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে সকলকে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ আসে; তখন আর জিহাদ ফরযে কেফায়া থাকে না। অবশ্য ফরযে কিফায়া হওয়ার সুরতে মুসলমানদের থেকে একদল জিহাদ শরীক হলে বাকীদের থেকে ফরয দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে এবং তারা ফরয তরকের গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে।

قوله لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ

طائفة শব্দের ব্যখ্যায় উলামায়ে কিরামের মতামত নিম্নরূপ।

(১) মুজাহিদ বলেন, الطائفة শব্দটি এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়।
(২) ইসহাক ইবনে রাহওয়াই রহ. বলেন, শব্দটি এক হাজারের কম সংখ্যকের জন্য ববহৃত হয়।
(৩) ইমাম কুরতুবী বলেন- الطائفة এর অর্থ হল, জামাত।
(৪) আন-নিহায়া গ্রন্থে আছেঃ جماعة من الناس অর্থাৎ মানুষের এক জামাত। এটি একজনের জন্যও ব্যবহৃত হয়।
(৫) হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, الطائفة শব্দটি এক বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য।

من المراد بالطائفة ههنا ؟

এখানে طائفة শব্দের দ্বারা কারা উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে উলামাদের ৭টি উক্তি রয়েছে।
(১) কাজী ইয়ায রহ. বলেন- طائفة দ্বারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত উদ্দেশ্য।
(২) ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. এ হাদীসকে সুনানে ইবনে মাজাহ-এর باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم এর অধীনে এনে ইঙ্গিত করেছেন, এখানে طائفة দ্বারা সুন্নতের অনুসারীগণ উদ্দেশ্য।
(৩) আলী ইবনুল মাদিনী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন তারা হলেন হাদীসবিদগণ।
(৪) ইমাম বুখারী রহ. বলেন-এ হাদীসে طائفة এর মিসদাক (তথা এখানে উদ্দেশ্য) হল আহলে ইলম।
(৬) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন-طائفة দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ উদ্দেশ্য। কেননা এ হাদীসেরই কোনো কোনো সূত্রে সুস্পষ্ট ভাবে يقاتلون على الحق উল্লেখ আছে।
(৭) ইমাম নববী রহ. বলেন, طائفة দ্বারা বিশেষ কোনো দল উদ্দেশ্য নয় বরং হতে পারে মুমিনদের বিভিন্ন জামাতের মধ্যে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। যাদের মাধ্যমে যে কোনো পন্থায় আল্লাহর দীনের হিফাযত হচ্ছে, তারাই তাতে অন্তর্ভুক্ত আছেন। চাই তারা মুজাহিদ হন কিংবা ফকীহ মুহাদ্দিস, সৎকাজের আদেশ দানকারী এবং অসৎকাজে থেকে বাধা প্রদানকারীদের কেউ হন। আর সেই জামাতটি কোনো এক স্থানে অনঢ় থাকাও জরুরী নয় বরং হতে পারে তারা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে আছেন অথবা তারা কোনো সময় কোনো স্থানে সমবেত হন। তবে ক্রমান্বয়ে হয়তো সমগ্র পৃথিবী সেই জামাত শূন্য হতে থাকবে। অবশেষে কোনো একস্থানে এসে তাঁরা সমবেত হবেন। এরপর যখন তারাও থাকবেন না, তখনই কিয়ামত হবে।

قوله : ظَاهِرِين

উক্ত ইবারতের তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে।
(১) ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন ঃ ظاهرين এর অর্থ হল منصورين غالبين অর্থাৎ সাহায্যপ্রাপ্ত বিজয়ী।
(২) এর দ্বারা উদ্দেশ্য এমন এক দল যাদের সংখ্যা যদিও কম হবে কিন্তু তারা অখ্যাত হবে না বরং প্রসিদ্ধ হবে।
(৩) ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন ঃ এর অর্থ হল,যারা স্বীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেন।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে বাস্তবে আমরা প্রায়শই দেখতে পাই যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে হকের পতাকাবাহীগণ পরাজিত।

জবাবঃ হাদীসে বিজয়ী হবে কথাটি ব্যপক, চাই তা শক্তির মাধ্যমে হোক, চাই দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে হোক। সত্যের পতাকাবাহীগণ কোথাও কখানো শক্তিতে পরাজিত হলে ও দলীল-প্রমাণে কখনো কোথাও পরাজিত হয় না বিধায় কোনো প্রশ্ন থাকল না।

قوله : حَتّٰى يُقَاتِلَ اٰخِرُهُمُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ

এখানে اخرهم দ্বারা ইমাম মাহদী রহ. ও হযরত ইসা আ. উদ্দেশ্য। মাহদী আ.-এর সময়ে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে লোকেরা তার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। ইত্যবসরে নামাযের সময় হয়ে যাবে। তবে কোন নামাযের সময় হবে, তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন, আসরের নামাযের সময় হবে। কেউ বলেন, ফজরের নামাযের সময় হবে। হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর মতে তখন আসরের নামায শুরু হবে। ইমাম মাহদী রহ. তখন পেছনে সরে যেতে চাইবেন। ঈসা আ. বলবেন, আপনিই নামায পড়ান। তখন এ ওয়াক্তের নামায ইমাম মাহদী আ.-এর ইমামতিতে সম্পন্ন হবে। ঈসা আ. তার ইকতেদা করবেন। আর এর পরবর্তী নামাযগুলোতে

ইমামতি করবেন হযরত ঈসা আ.। তারপর হযরত ঈসা আ. ইমাম মাহদী ও মুসলমানগণ দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়বেন এবং বাবেলুদ নামক স্থানে গিয়ে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. বলেন, দাজ্জাল নিহত হওয়ার পর জিহাদ অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা এ ঘটনার পর ইয়াজুজ-মাজুজের ফেতনা দেখা দিবে। যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকবে না। বিধায় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। ইয়াজুজ-মাজুজ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর হযরত ঈসা আ. যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন গোটা পৃথিবী কাফিরমুক্ত থাকবে। হযরত ঈসা আ. এর ইন্তেকালের পর কুফর পুনরায় ছড়িয়ে পড়বে এবং দুর্ভাগারা কাফির হয়ে যাবে। আর সে সময় আল্লাহ সুগন্ধিময় বাতাস পাঠাবেন। বাতাসে সকল ঈমানদারের ইন্তেকাল হয়ে যাবে। শুধু কাফির লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে এবং গোটা পৃথিবী আল্লাহর নাম উচ্চারণকারী থেকে শূন্য হয়ে যাবে। আর তখনই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

هذا الحديث يعارض قوله ﷺ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض الله الله فما جوابك ؟

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, এক হাদিসে আছেঃ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض الله الله অর্থাৎ যতক্ষন পৃথিবীতে আল্লাহ শব্দ উচ্চারণকারী কেউ থাকবে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না। অনুরূপভাবে অপর হাদীস আছেঃ

لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق وهم شرار اهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء الا رده عليهم

অর্থাৎ সৃষ্টিজীবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতির উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে যারা হবে জাহিলিয়্যাতের লোকদের থেকেও নিকৃষ্ট। তারা যে বিষয়েই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, সে বিষয়ই আল্লাহ পাক প্রত্যাখ্যান করে দিবেন।

এ হাদীস দু' খানা আলোচ্য হাদীসের সাথে বাহ্যিক ভাবে সাংঘর্ষিক মনে হয়। কারণ, হাদীস দু'টি থেকে বুঝে আসে কিয়ামত এমন লোকদের উপর ঘটবে, যারা সত্যের উপর থাকা তো দূরের কথা, তারা হবে পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট জাতি। অথচ আলোচ্য হাদীসে কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে বলা হয়েছে, কিভাবে? উল্লিখিত বিরোধের দু'টি সমাধান রয়েছে।

(১) যেসব নিকৃষ্ট লোকদের উপর কিয়ামত কায়েম হবে, তারা একটি নির্ধারিত স্থানে থাকবে। অপরদিকে সেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অন্য দলটি অন্যস্থানে অবস্থান করবে, যাদেরকে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। সুতরাং হাদীস দুটিতে কোনো বিরোধ নেই।

(২) আলোচ্য হাদীসে কিয়ামত দ্বারা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় অর্থাৎ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত সেই দলটি থাকবে। তাদের মৃত্যুর পর একটি নিকৃষ্ট জাতির আবির্ভাব ঘটবে আর তাদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে। সুতরাং সেই দলটির মৃত্যুই তাদের নিজেদের কিয়ামত। কাজেই তারা তাদের কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠত থাকল। সুতরাং দুই হাদীসের মধ্যে আর কোনো বিরোধ থাকল না।

এই সামাধানের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায় মুসলিম শরীফের এ হাদীসে। ثم يبعث اليه ريحا كريح المسك فلا يترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الايمان الا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة অর্থাৎ আল্লাহ তা' আলা মিশক আম্বরের মতো একটি সুগন্ধীময় বাতাস প্রেরণ করবেন, যা সামান্য অনুপরিমাণ ঈমানদারের আত্মা ও কবজ করে ফেলবে। এর পর সব নিকৃষ্ট লোকগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তাদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

ফায়দা :

১. এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, দুনিয়াতে হকপন্থীরা একেবারে শেষ হয়ে যাবে না। শত জুলুম বয়ে গেলেও একদল হকপন্থী সাহসিকতার সঙ্গে কিয়ামত পর্যন্ত অবশ্যই থাকবে।
২. উক্ত হাদীসখানা ইসলাম ধর্মের চিরস্থায়িত্বের জন্য প্রমাণস্বরূপ।
৩. খতমে নবুওয়াতের পক্ষে হাদীসটি দলীল হিসেবে পেশ করা যাবে।
৪. হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি স্পষ্ট মু'জিযা। আজ দেড় হাজার বছর পরেও দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর বুকে ইসলাম ধর্ম আপন মহিমায় অক্ষত সমুজ্জল অবস্থায় টিকে আছে
৫. ইজমার ক্ষেত্রে উক্ত হাদীস একটি সুন্দর প্রমাণ হতে পারে। কেননা উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায়, উম্মতে মুহাম্মদী গোমরাহির উপর কখনও ঐক্যবদ্ধ হবে না। (ফয়যুল হাদী শরহে তিরমিযী : ১/৪৮০)

باب في ثواب الجهاد

٢٤٨٥ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَانًا؟ قَالَ: رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللهَ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ قَدْ كُفِيَ النَّاسُ شَرَّهُ.

তরজমা ---

জিহাদের পূণ্য

২৪৮৫। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, মু'মিনদের মধ্যে কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার? তিনি উত্তরে বলেন, যে ব্যক্তি নিজের জানমাল দিয়ে আল্লাহ্ রাহে জিহাদ করে এবং ঐ ব্যক্তিও পূর্ণ ঈমানদার যে পাহাড়ের কোন গুহায় নির্জনে আল্লাহ্‌র ইবাদতে লিপ্ত থাকে। এমতাবস্থায় যে ঈমানের ক্ষতিসাধনকারী অসৎলোকদের যাতনা হতে রক্ষা পায়।

তাশরীহ ---

قوله فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ

شعب শব্দের বহুবচন شعاب ; অর্থ– পাহাড়ি পথ, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান, পাহাড়ের ফাটল। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, নির্জনতা অবলম্বন করা। চাই তা যেখানেই হোক না কেন।

قوله قَدْ كُفِيَ النَّاسُ شَرَّهُ

এর মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইবাদতের উদ্দেশ্যে সমাজ থেকে দূরে গিয়ে পাহাড়ে বা জঙ্গলে বা অন্য কোথাও নির্জনতা অবলম্বন করবে, সে যেন এ নিয়ত করে যে, এর দ্বারা মানুষ আমার অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি জিহাদে অক্ষম, তার জন্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্জনতা অবলম্বন করাই উত্তম। যেন সে নিজে অন্যদের থেকে নিরাপদে থাকতে পারে এবং অন্যরাও তার থেকে নিরপদে থাকতে পারে। (বযলুল মাজহুদ)

বুখারী শরীফে উক্ত হাদীসের একটি সনদে নিম্নোক্ত কথাও বাড়তি সংযুক্ত আছে:

يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.

আল্লামা কুস্তুলানী রহ, বলেন : এ হাদীসের এ ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসে যে নিঃসঙ্গতার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, তা বিশেষভাবে শেষ যামানার লোকদের জন্য প্রযোজ্য।

হাফেয ইবনে হাজার রহ.- লিখেছেন : এ হাদীসের শব্দমালা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্জনতা অবলম্বন করার ফযীলত শেষ যামানার জন্য প্রযোজ্য। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে জিহাদই ছিল কাম্য। তারপর তিনি আরও লিখেন, এ মাসআলার ক্ষেত্রে প্রবীন বুযুর্গদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। জুমহুরের মতে নির্জনতা অবলম্বনের চেয়ে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকা উত্তম। কেননা তার জন্য এতেই রয়েছে সমূহ ধর্মীয় উপকারিতা। যেমন : ইসলামের শিআর বা নিদর্শনাবলী প্রতিষ্ঠা, মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ও মুসলমানদেরকে সেবা-সহায়তা দান ইত্যাদি সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের মাধ্যমেই করা সম্ভব হয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, নির্জনতা উত্তম। কেননা এর মধ্যেই রয়েছে নিরাপদ ব্যবস্থা। তবে শর্ত হল, শরীআতের জরুরী বিষয়, ইবাদতের রীতি-নীতি ও কৌশল জানা থাকতে হবে। ইমাম নববী রহ. বলেন, বস্তুত যে ব্যক্তির গুনাহের প্রতি ধাবিত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা নেই, তার জন্য উত্তম হচ্ছে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে জীবন-যাপন করা। উক্ত বক্তব্যের পর ইবনে হাজার রহ. বলেন, আসলে ব্যক্তি ও পরিবেশের তারতম্যের কারণে উক্ত মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সঠিক কথা হচ্ছে, ব্যক্তিবিশেষের জন্য নির্জনতা উত্তম এবং ব্যক্তিবিশেসের জন্য সমাজবদ্ধ জীবন-যাপন উত্তম অর্থাৎ ব্যক্তির শ্রেণী অনুপাতে উভয় মতই শুদ্ধ। অনুরূপভাবে পরিবেশের কারণে অনেক সময় নির্জনতাকেই উত্তম বলতে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সমাজবদ্ধ জীবন-যাপনকেই উত্তম বলতে হয়।

باب في النهي عن السياحة

٢٤٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ أَبُو الْجَمَاهِرِ . حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ . عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ . أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . ائْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.

باب في فضل القفل في سبيل الله تعالى

٢٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ . عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . حَدَّثَنَا حَيْوَةُ . عَنِ ابْنِ شُفَيٍّ . عَنْ شُفَيِّ بْنِ مَاتِعٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ.

তরজমা ---

ইবাদতের উদ্দেশ্যে বনবাসী হওয়া নিষেধ

২৪৮৬। হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবীজী ﷺ-কে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল আমাকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে বনবাসে যাওয়ার অনুমতি দিন। নবী করীম ﷺ জবাবে বললেন, আমার উম্মাতের জন্য (বনবাস করে ইবাদত করার প্রয়োজন নাই) মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করাই ঐরূপ ইবাদতের শামিল

ইবাদতের উদ্দেশ্যে বনবাসী হওয়া নিষেধ

২৪৮৭। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ যুদ্ধে যোগদান যেমন পূণ্যের কাজ, তেমন যুদ্ধশেষে যুদ্ধক্ষেত্র হতে (নিজ বাড়ীতে) ফিরে যাওয়াও পূণ্যের কাজ।

তাশরীহ ---

قوله قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ

এ হাদীসের দুটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১. জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন জিহাদেরই মতো অর্থাৎ মুজাহিদ যখন জিহাদ শেষে প্রত্যাবর্তন করে, তখন তার ওই প্রত্যাবর্তনের মাঝেও সওয়াব রয়েছে, যেমনিভাবে জিহাদের ময়দানে যাওয়ার মাঝে সাওয়াব রয়েছে। কেননা জিহাদের ময়দান থেকে এসে সে অন্যান্য শরঈ কাজে আত্মনিয়োগ করবে ও দীর্ঘ ক্লান্তির পর বিশ্রাম গ্রহণ করবে এবং দ্বিতীয়বার জিহাদ করার জন্য শক্তি ও সরঞ্জাম সঞ্চয় করবে। পাশাপাশি নিজের পরিবার-পরিজনের হকসমূহও আদায় করবে

২. এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, দুশমনের পিছু পিছু যাওয়া, যা যুদ্ধকৌশলেরই একটি অংশ। এর পদ্ধতি হল, যুদ্ধ শেষে মুজাহিদগণ কিছু দূর চলে আসার পর পুনরায় যুদ্ধের ময়দানের দিকে ফিরে যাওয়া। মুজাহিদরা এ কৌশল সাধারণত দুই কারণে গ্রহণ করে থাকে। প্রথমত শত্রুবাহিনী যখন দেখে যে, মুজাহিদ বাহিনী চলে গেছে, তখন সাধারণত তারা নিশ্চিন্তে যুদ্ধশিবির থেকে বের হয়ে আসে। মুজাহিদ বাহিনী তখন এ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারে। দ্বিতীয়ত মুজাহিদ বাহিনী যখন দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামের দিকে ফিরে আসে, তখন অনেক ক্ষেত্রে শত্রুবাহিনী দ্বিতীয়বার আক্রমণ করার সুযোগ খোঁজে আর সুযোগ পেলে পিছন থেকে অতর্কিত হামলা করে বসে। তাই দুশমনের এ চাতুরতা থেকে মুজাহিদ বাহিনীকে রক্ষা করার জন্য পথিমধ্যে পুনরায় শত্রুদেশের দিকে কাফেলা প্রেরণের প্রয়োজন হয়। যাদের দায়িত্ব থাকে শত্রুবাহিনী পিছু নিয়েছে কি-না, দেখে আসা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মাঝপথ থেকে পুনরায় শত্রুদেশের দিকে ফিরে যাওয়াতে অনুরূপ সাওয়াব রয়েছে, যেরূপ সাওয়াব রয়েছে জিহাদের ময়দানে জিহাদ করার। এতে শত্রুবাহিনীর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ না ঘটলেও এ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (বযলুল মাজহুদ)

باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم

٢٤٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَّامٍ . حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ . عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ . عَنْ عَبْدِ الْخَبِيرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلَّادٍ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ . تَسْأَلُ عَنِ ابْنِهَا . وَهُوَ مَقْتُولٌ . فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ ؟ فَقَالَتْ : إِنْ أُرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ . قَالَتْ : وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ .

তরজমা ---

অন্যান্য জাতি অপেক্ষা রোমবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের মর্যাদা

২৪৮০। হযরত সাবিত ইব্‌ন কায়স (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রোমের যুদ্ধের পর) উম্মে খাল্লাদ নামী এক মহিলা ওড়না দিয়ে মুখঢাকা অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে গিয়ে তার নিহত পুত্রের খবর জিজ্ঞাসা করেন। এমতাবস্থায় জনৈক সাহাবী তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি তোমার নিহত পুত্রের খবর জানতে চাচ্ছ অথচ তুমি ওড়না জড়িয়ে আছ। সে উত্তর করল, আমি আমার পুত্র হারিয়েছি, কিন্তু লজ্জা ত কখনও হারাইনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার পুত্র দু'জন শহীদের মর্যাদা পাবে। সে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কি কারণে? তিনি বললেন ঃ কারণ, সে আহ্‌লে কিতাবের হাতে শহীদ হয়েছে।

তাশরীহ ---

قوله تَسْأَلُ عَنِ ابْنِهَا . وَهُوَ مَقْتُولٌ

উম্মে খাল্লাদ রাযি. নামক মহিলা সাহাবীর ছেলের নাম ছিল, খাল্লাদ। সে শহীদ হয়েছিল বনু কুরইযার এক ইহুদি মহিলার হাতে। কেউ কেউ বলেন, হত্যাকারী ইহুদি মহিলার নাম ছিল বানানাহ। সে টিলার উপর থেকে একটি ভারি পাথর খাল্লাদের ছেলের গায়ের উপর গড়িয়ে দেয়। ফলে সে শহীদ হয়ে যায়। উম্মে খাল্লাদের ছেল খাল্লাদ রাযি. ও ছিলেন একজন সাহাবী।

قوله فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এখানে থেকে বুঝা যায়, এ মিহিলা সাহাবী যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসেছে তখন ছেলের শোকে কাতর হলেও তিনি অপরিসীম ধৈর্য ও ব্যক্তিত্ব বোধের পরিচয় দিয়েছেন। এত পেরেশানির মুহূর্তেও তিনি হিজাবের (পর্দা রক্ষার) প্রতি ছিলেন পরিপূর্ণ যত্নবান। জনৈক সাহাবার কাছে বিষয়টা একটু আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে। কারণ, এরূপ করুন মহূর্তে তো মহিলারা সাধারণত হিজাবের খবরও রাখে না। তাই এ সাহাবী জিজ্ঞেস করে বসলেন, তুমি এ অবস্থায়ও নেকাব পারধান করে এসেছে! উত্তরে মহিলা সাহাবী যা বললেন তা খুবই দামি কথা। তিনি উত্তর দিলেন, আমি যদিও সন্তানের বিরহের বিচ্ছেদে বিপর্যস্ত, কিন্তু লজ্জা হারানোর মুসিবতে তো বিপর্যস্ত নই অর্থাৎ পর পুরুষের সামনে বে-পর্দা অবস্থায় আসাটা আমার নিকট সন্তানের বিয়োগ-ব্যথার চেয়েও অধিক বেদনাদায়ক। (সবর ও দ্বীনী স্বকীয়তাবোধ সম্পর্কে যারা কলম ধরেন, তারা মহিলা সাহাবীর উত্তর দ্বারা চমৎকার দলীল পেশ করতে পারেন।

قوله لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ

হানাফীগণ এ অংশ দ্বারা ইবনে কুদামা দলীল পেশ করে বলেন, অন্যান্য কাফিরের সঙ্গে জিহাদ করার চাইতে আহলে কিতাবের সঙ্গে জিহাদ করা অধিক উত্তম।

باب في ركوب البحر في الغزو

٢٤٨٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا . عَنْ مُطَرِّفٍ . عَنْ بِشْرٍ أَبِي عَبْدِ اللهِ . عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلاَّ حَاجٌّ . أَوْ مُعْتَمِرٌ . أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ . فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا . وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا .

باب فضل الغزو في البحر

٢٤٩٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ . عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ . أُخْتُ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِنْدَهُمْ . فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ . قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ . مَا أَضْحَكَكَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ قَوْمًا مِمَّنْ يَرْكَبُ ظَهْرَ هٰذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ . قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ . ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ : فَإِنَّكِ مِنْهُمْ . قَالَتْ : ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ . قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ . مَا أَضْحَكَكَ ؟ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ . قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ . ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ : أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ . قَالَ : فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ . فَغَزَا فِي الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ . فَلَمَّا رَجَعَ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ لِتَرْكَبَهَا . فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا . فَمَاتَتْ .

তরজমা ---

সমুদ্রযানে আরোহণ ও যুদ্ধ করা

২৪৮৯। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হজ্জ বা উমরা পালনকারী অথবা আল্লাহ্র রাহে যোদ্ধা ছাড়া কেউ যেন সমুদ্রযানে আরোহণ না করে। কারণ, সমুদ্রের নীচে আগুন এবং আগুনের নীচে সমুদ্র বিদ্যামান রয়েছে (উভয়ই মারাত্মক দুর্যোগপূর্ণ)

সমুদ্রযানে যুদ্ধ করার ফযীলত

২৪৯০। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলায়মের বোন উম্মে হারাম বিনত মিলহান (রা.) (আমার খালা) আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের নিকট (ঘরে) নিদ্রা গিয়েছিলেন। তারপর হাঁসতে হাঁসতে নিদ্রা হতে জাগলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কি কারণে আপনার হাঁসি পাচ্ছে। তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, একদল লোক এই সুমদ্র পৃষ্ঠে নৌযানে আরোহণ করছে যেমন রাজা বাদশাহ্রা সিংহাসনে আরোহণ করে। তিনি বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র নিকট আমার জন্য দু'আ করুন যাতে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি বলেন, এরূপ বলার পর তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। পুনরায় তিনি খুশীতে হাঁসতে হাঁসতে জেগে উঠলেন। আবারও আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কি কারণে আপনার হাঁসি পাচ্ছে। উত্তরে তিনি পূর্ববৎ একই কথা বললেন। তিনি বলেন, আমি আবার আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য দু'আ করুন যাতে আল্লাহ্ আমাকে তাদের মধ্যে শামিল করেন। তিনি বললেন, তুমি তাদের প্রথম সারিতে থাকবে। আনাস (রা.) বলেন, উবাদা ইবনুস্ সামিত (রা.)-এর সাথে তাঁর (উম্মে হারামের) বিবাহ হয়েছিল। তিনি নৌবাহিনীতে যোগদান করে সমুদ্র যুদ্ধে যাত্রা করার সময় তাঁকেও সঙ্গে নিলেন। যুদ্ধশেষে যখন উবাদা (রা.) দেশে ফিরলেন, তখন উম্মে হারামের জন্য একটি খচ্চর আনা হল। এর পিঠে চড়তেই খচ্চরটি তাঁকে ফেলে দিল। ফলে, তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে গেল এবং তিনি মারা গেলেন। (এরূপে নবীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হল)।

তাশরীহ ---

قوله أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِنْدَهُمْ . فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ

অর্থাৎ একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের নিকট (ঘরে) নিদ্রা গিয়েছিলেন। তারপর হাঁসতে হাঁসতে নিদ্রা হতে জাগলেন। তিরমীযী শরীফের বর্ণনায় এসেছে-

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه و كانت ام حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول صلى الله عليه و سلم يوما فاطعمته و حبسته تفلى رأسه فنام رسول الله صـ ثم استيقظ وهو يضحك .... الخ (جامع للترمذى ،باب ما جاء فى غزو البحر)

অর্থাৎ উম্মে হারাম রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে খানা খাওয়াতেন। তিনি উবাদা ইবনে ছামেত রাযি.-এর স্ত্রী ছিলেন। একদিন তাঁর ঘরে তাশরীফ নিলে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে খানা খাওয়ালেন এবং প্রিয়নবী ﷺ-কে মাথার উকুন বাছাই করার জন্য তাঁকে রেখে দিলেন। (হতে পারে এ ভদ্র মহিলা তাঁর মাহরাম ছিলেন কিংবা এ ঘটনা ছিল পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার।) মোটকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাহ সেখানে বিশ্রাম করছিলেন তিনি যখন জাগ্রত হলেন, তখন তাঁর চেহারা মুবারকে লেগে ছিল মৃদু হাসি। মহিলা বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেন: স্বপ্নে আমার উম্মতের কিছুলোককে আমার সামনে এমতাবস্থায় পেশ করা হল যে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করছিল; সমুদ্রের তরঙ্গের উপর আরোহণ করছিল এবং এরূপভাবে আরোহণ করছিল,যেন সিংহাসনের উপর সম্রাট উপবিষ্ট হচ্ছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার জন্য দু'আ করুন! আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তভূক্ত করে নেন। তিনি তার জন্য দুআ করলেন। তারপর তিনি মাথা রেখে পুনরায় আরাম করলেন এরপর তিনি পুনরায় মৃদু হাসি মুখে জাগ্রত হলেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলল্লাহ! আপনি আমার জন্য তাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দুআ করুন! নবীজী উত্তর দিলেন, তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভূক্ত হবে।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নযোগে দুটি দৃশ্য দেখানো হয়েছে। সেগুলোতে সাহাবায়ে কিরাম জিহাদের উদ্দেশে সমুদ্র সফর করেছিলন। তন্মধ্যে প্রথম স্বপ্নটি এরূপভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, মুসলমানরা সাইপ্রাসের উপর আক্রমণ করেছে। সাইপ্রাস একটি দ্বীপ। বর্তমানে এটি নিয়ে তুর্কী ও গ্রিসের মধ্যে বিবাদ চলছে। এ দ্বীপটি ২৮ হিজরীতে হযরত উসমান রাযি, এর খিলাফতকালে হযরত মুআবিয়া রা.-এর নেতৃত্বে বিজিত হয়েছিল। তখন হযরত মুআবিয়া রা. ছিলেন শামের গভর্নর। রোম সাগরে অবস্থিত এ দ্বীপটি আক্রমণ করার জন্য যখন সাহাবায়ে কিরাম বের হলেন এবং সমুদ্রে যাত্রা করলেন, তখন হযরত উম্মে হারাম রাযি. তাদের সাথে ছিলেন। তিনি যখন সমুদ্রতীরে অবতরণ করলেন, তখন নিজ ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। অবশেষে এ কারণেই তাঁর ইন্তিকাল হল। তাঁর কবর আজও সেখানে বিদ্যমান আছে।

মুসলিমবাহিনীর প্রথম কনস্টন্টিনোপল আক্রমণ

এটা ছিল সমুদ্রপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ। যাতে সাহাবায়ে কিরাম কুস্তনতুনিয়া তথা কনস্টান্টিনোপলে আকমণ করেছিলেন। কনস্টন্টিনোপলের সর্বপ্রথম আক্রমণ হযেছিল হযরত মুআবিয়া রাযি এর শাসনামলে। এ আক্রমণটি হয়েছিল ইয়াযীদের নেতৃত্বে। যাতে হাসান রাযি. ও হুসাইন রাযি. অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ যুদ্ধে হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রাযি.ও ছিলেন। তাঁর ইন্তিকাল সেখানে অবরোধকালে কনস্টান্টিনোপলের বাইরে হয়েছিল।

তিনি ইন্তেকালের পূর্বে অসিয়ত করেছিলেন, দাফনের জন্য আমাকে কনস্টান্টিনোপলের যত নিকটবর্তী নিতে পর, তত নিকটবর্তী নিয়ে দাফন করবে। ফলে তাঁকে সেখানে সমাহিত করা হয়।

কনস্টান্টিনোপল বিজয়

কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের যুগে কনস্টান্টিরেনাপল বিজিত হয় নি বরং এ ঘটনার প্রায় ৭০০ বছর পর সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহের মাধ্যমে তা বিজিত হয়। যখন বিজয় হয়েছিল, তখন মুসলমানগণ আবূ আইয়ূব আনসারী রাযি. এর মাযার খোড়া শুরু করেন। বহু তত্ত্বানুসন্ধানের পর এক প্রত্নতাত্ত্বিক বলেছেন, অমুক স্থানে একটি কবর আছে, তা থেকে সুঘ্রাণ আসছে। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, বাস্তবেই সেখানে একটি কবর আছে। মুসলমানরা সে জায়গাটি পরিষ্কার করে স্মৃতি চিহ্ন স্থান করেছেন। এটি আজও বিদ্যমান।

٢٤٩١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ . وَجَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ . وَسَاقَ هٰذَا الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَمَاتَتْ بِنْتُ مِلْحَانَ بِقُبْرُصَ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ . عَنْ مَعْمَرٍ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ . عَنْ أُخْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ الرُّمَيْصَاءِ قَالَتْ : نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَيْقَظَ وَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ . أَتَضْحَكُ مِنْ رَأْسِي ؟ قَالَ : لَا وَسَاقَ هٰذَا الْخَبَرَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ.

তরজমা --

২৪৯১। হযরত ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূতালহা (রহ.) আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কুবা নামক স্থানে যেতেন তখনই উম্মে হারাম বিন্তে মিলহানের ঘরে প্রবেশ করতেন। তিনি উবাদা ইবনুস্ সামিত (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর ঘরে গেলে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খাবার খাওয়ালেন তারপর তাঁর নিকটে বসে তাঁর মাথার উকুন বাছতে লাগলেন। এরপর উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করলেন :

২৪৯২। হযরত উম্মে সুলায়মের বোন রুমায়সা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদ্রা গেলেন আর এমন সময় হাঁসতে হাঁসতে জেগে উঠলেন, যখন ঐ রমনী মাথা ধুইতে ছিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাথা ধোয়ার কারণে আপনার হাঁসি পাচ্ছে না কি? তিনি বললেন, না। এরপর উপরোক্ত হাদীসটি কিছুটা কম-বেশ করে বর্ণনা করলেন।

তাশরীহ --

قوله وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ.

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, পূর্বের হাদীসের ভাষ্য ছিল فتزوجها عبادة بن الصامت ; এর দ্বারা বুঝা যায়, উম্মে হারামের বিয়ে উবাদা ইবনে ছামেতের সঙ্গে হয়েছিল উল্লেখিত স্বপ্নের ঘটনার পরে। অথচ আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, স্বপ্নের ঘটনার পূর্বেই তাদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই দুইরকম বক্তব্যের মাঝে সামঞ্জস্য কি?

উত্তর : আসলে উম্মে হারামের বিয়ে স্বপ্নের ঘটনার পরেই উবাদা রাযি. এর সঙ্গে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু এ হাদীসে كانت تحت عبادة ও বলা হয়েছে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অর্থাৎ পরবর্তীকালে যিনি উবাদা রাযি. এর বিয়ে বন্ধনে চলে এসে ছিলেন।

قوله فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ . وَجَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ.

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, হাদসির ভাষ্য থেকে বুঝা যায়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাহ উম্মে হারামের সঙ্গে পর্দা করেন নি। এটা কিভাবে সম্ভব? এর উত্তর তিনটি ঃ

(১) ইমাম নববী রহ. বলেন- এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম একমত যে, উম্মে হারাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাহরাম ছিলেন। তবে কোন সূরতে মাহরাম ছিলেন, এব্যাপারে দু'ধরনের বকতব্য পাওয়া যয়। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুধমা। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন দুধখালা।

(২) ইবনুল আরবী রহ. বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ গাইরে মাহরামের মঙ্গে পর্দা করা তাঁর জন্য জরুরি ছিল না। কেননা তিনি নিস্পাপ ছিলেন। তাঁর থেকে কোনো গুনাহ প্রকাশ পেত না।

(৩) কেউ কেউ বলেন, উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে।

٢٤٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْعَيْشِيُّ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْجَوْبَرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الْمَعْنَى . قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ . أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيُّ . عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ . عَنْ أُمِّ حَرَامٍ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ . وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ .

٢٤٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيقٍ . حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ سَمَاعَةَ . حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ . حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ . عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ . عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ . فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ . أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ . وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ . فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ . أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ . وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

তরজমা ---

২৪৯৩। হযরত উম্মে হারাম (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রণতরীতে সমুদ্র বক্ষে যে সৈনিকের মাথা ঘুরে বমি হয় সে একজন শহীদের সাওয়াব পায় আর যে পানিতে ডুবে মারা যায় সে দু'জন শহীদের সাওয়াব পায়।

২৪৯৪। হযরত আবূ উমামা আল্ বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তিন প্রকার লোকের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহ্ তা'আলার জিম্মাদারীতে থাকে। ১. যে আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করার জন্য বের হয়। সে আল্লাহ্র জিম্মায় থাকে, সে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। অথবা নিরাপদে ফিরে এলে তাকে পূণ্য এবং গনীমতের পাওনা দান করেন। ২. যে ব্যক্তি জামাআতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে ধাবিত হয়, সেও আল্লাহ্ জিম্মায় থাকে। এমতাবস্থায় সে যদি মারা যায় তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাত দান করেন। আর মসজিদ হতে ফিরে এলে তার প্রাপ্য পূণ্য ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার করেন। ৩. যে ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করার সময় পরিবারের লোকজনকে সালাম দেয় সেও মহান আল্লাহ্ জিম্মায় থাকে।

তাশরীহ ---

قوله وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ

উক্ত ফযীলত তখন পাওয়া যাবে, যখন সামুদ্রিক সফরটা ইবাদত তথা হজ্ব, উমরা, জিহাদ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে হবে। এ হাদীসের ভিত্তিতে অনেকে বলেন, সমুদ্রের শহীদ জমীনের শহীদর চেয় উত্তম।

قوله : وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দেওয়া সুন্নাত। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজীদে এসেছে। فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً যখন তোমারা তোমাদের গৃহে পবেশ করবে,তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে, এটা আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দু'আ। এর দ্বারা প্রতীয়মান হল, সালাম সাধারণ কোনো বিষয় নায়। এটি মস্তবড় দু'আও বটে। দেখুন! কেউ যদি সালামের পরিবর্তে হ্যালো বলেন, তাহলে এতে না দুনিয়াবি কোনো ফায়দা আছে আর না আখাতের কোনো ফায়দা আছে। কিন্তু এর পরিবর্তে যদি السلام عليكم ورحمة الله وبركاته পুরাটা বলা হয়, তা হলে তিনটি দু'আ করা হয়। যদি একটি বারও এ দু'আটা কবুল হয়ে যায়, তা হলে এমন এক পূর্ণাঙ্গ দুআ হয়ে গেল, যার দ্বারা ইনশাআল্লাহ দুনিয়া ও আখরাতের সকল নেয়ামত লাভ হয়ে যাবে। সুতরাং সালামের সময় দু'আর নিয়্যত করাও সুন্নত।

باب في فضل من قتل كافرا

٢٤٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ . عَنِ الْعَلَاءِ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجْتَمِعُ فِي النَّارِ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ أَبَدًا.

باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين

٢٤٩٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَعْنَبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إِلَّا نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيلَ لَهُ هٰذَا قَدْ خَلَفَكَ فِي أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا ظَنُّكُمْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ قَعْنَبٌ رَجُلًا صَالِحًا وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَادَ قَعْنَبًا عَلَى الْقَضَاءِ فَأَبَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَنَا أُرِيدُ الْحَاجَةَ بِدِرْهَمٍ فَأَسْتَعِينُ عَلَيْهَا بِرَجُلٍ قَالَ وَأَيُّنَا لَا يَسْتَعِينُ فِي حَاجَتِهِ قَالَ أَخْرِجُونِي حَتَّى أَنْظُرَ فَأُخْرِجَ فَتَوَارَى قَالَ سُفْيَانُ بَيْنَمَا هُوَ مُتَوَارٍ إِذْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْتُ فَمَاتَ.

তরজমা --

যে মুসলিম কাফিরকে হত্যা করে তার মর্যাদা

২৪৯৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কাফির এবং তার হাত্যাকারী মুসলিম কখনো দোযখে একত্র হবে না।

রণাঙ্গনে যুদ্ধরত মুজাহিদদের বাড়িতে রাখা স্ত্রীদের মানসম্ভ্রম ও মর্যাদা তাদের পাহারায় বাড়ীতে অবস্থানরত লোকদের উপর

২৪৯৬। হযরত ইব্‌ন বুরায়দা তাঁর পিতা বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রণাঙ্গনে যুদ্ধরত মুজাহিদদের বাড়িতে রাখা স্ত্রীদের মানসম্ভ্রম ও মর্যাদা তাদের পাহারায় বাড়ীতে অবস্থানরত লোকদের উপর তাদের মায়ের সমতূল্য। মুজাহিদগণের পরিবারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রত্যেকে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। তখন বলা হবে, তোমার অমুক প্রতিনিধি তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার পরিবারের প্রতি অসৎব্যবহার করেছে। তুমি এখন তার নেক কাজ হতে যা খুশী গ্রহণ কর। তা বলার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি মনে কর? অর্থাৎ মুজাহিদগণের পরিবারের মর্যাদা কত বেশী।

তাশরীহ --

قوله لَا يَجْتَمِعُ فِي النَّارِ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ أَبَدًا

স্থায়ীভাবে জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা লাভ করা নিশ্চয় অনেক বড় সম্মানের। তবে হাদীস বিশারদগণ এটা সবার জন্য প্রযোজ্য বলে অভিমত পোষণ করেন নি বরং বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের প্রতি দৃষ্টি রেখে এ ব্যাপারে একাধিক বক্তব্য পেশ করেছেন। যথা :

(১) এ সম্মান তার জন্য, যে জিহাদের ময়দানে গিয়ে কাফিরকে হত্যা করে।

(২) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কৃতগুনাহের কারনে সে শাস্তিযোগ্য হলেও আগুনের মাধ্যমে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না বরং অন্য কোনো উপায়ে শাস্তি দেওয়া হবে। যেমন আরাফের মধে রেখে দেওয়া ইত্যাদি।

(৩) জাহান্নামের আগুন দ্বারা শাস্তি পেলেও ওই স্তরের জাহান্নামে তাকে নেওয়া হেব, যে স্তরের জাহান্নাম কাফিরদের জন্য নয় অর্থাৎ কাফিরদের জাহান্নাম হবে আরও বহুগুণ শাস্তিদায়ক

(৪) এর দ্বারা বিশেষত ওই নিহত কাফিরের শ্রেণী উদ্দেশ্য, যে শ্রেণীর সঙ্গে এ ব্যক্তির শ্রেণীর কোনো মিল হবে না

باب في السرية تخفق

٢٤٩٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً إِلاَّ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ ، وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ ، فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ .

باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى

٢٤٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ تُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ .

তরজমা ---

২৪৯৭। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আম্র (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে কোন সেনাদল যদি গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভ করে, আর দুনিয়াতে এর প্রাপ্যঅংশ গ্রহণ করে, তবে পরকালে প্রাপ্য পুরস্কার হতে দু'তৃতীয়াংশ বাদ যাবে ও পরকালে বাকী এক তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি দুনিয়াতে কিছুই গ্রহণ না করে, তবে পরকালে পূর্ণ পুরস্কার লাভ করবে।

মহান আল্লাহ্র পথে যুদ্ধরত অবস্থায় নামায, রোযা ও যিক্র এর সাওয়াব

২৪৯৮। হযরত সাহ্ল ইব্ন মু'আয কর্তৃক তাঁর পিতা মু'আয (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই নামায, রোযা ও যিক্র মহান আল্লাহ্র রাহে ব্যয় অপেক্ষা সাতশ' গুণ বেশী মর্যাদা রাখে। অর্থাৎ জিহাদরত অবস্থায় এক রোযা দ্বারা 'সাতশ' রোযার সাওয়াব পাওয়া যায়।

তাশরীহ ---

قوله إِنَّ الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ تُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ

নিশ্চয়ই নামায, রোযা ও যিক্র মহান আল্লাহ্র রাহে ব্যয় সাতশ' গুণ বেশী মর্যাদা রাখে। আলোচ্য হাদীসে যিকিরকে আল্লাহর সরাস্তায় ব্যয় করা থেকে অধিক ফযীলত দেওয়া হয়েছে। চাই তা সাধারণ অবস্তায় হোক অথবা সফর অবস্থায় হোক। এ প্রসঙ্গে মুসনাদে আহমদে বর্নিত হাদীসের শব্দমালা নিম্নরূপ

ان الذكر في سبيل الله يضعف فوق النفقة بسبع مائة ضعف

এর দ্বারা বুঝা যায়, এ ফযীলত তখন পাওয়া যবে, যখন যিকর হবে আল্লাহর রাস্তায় তথা জিহাদে থাকা কালীন সময়। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, তত্ত্বানুসন্ধানের পর প্রমাণিত হয় যে, যিকরুল্লাহর তিনটি স্তর রয়েছে। যথা-

(১) ذكر مع الجهاد (২) ذكر بلا جهاد (৩) جهاد بلا ذكر

এর মধ্যে প্রথমস্তরের যিকর সর্বোত্তম এবং দ্বিতীয় স্তরের যিকর পথমস্তরে তুলনায় কম ফযীলতপূর্ণ এবং তৃতীয় স্তরের যিকরে প্রথ দুই স্তরের তুলনায় কম ফযীলত রয়েছে। এ হাদীসে উল্লেখিত ফযীলত প্রথম স্তরের জন্য প্রয়োজ্য হলেও দ্বিতীয় স্তরের জন্য হবে না।

باب فيمن مات غازيا

٢٤٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ يَرُدُّ إِلَى مَكْحُولٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الأَشْعَرِيِّ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ بِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللهُ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ

باب في فضل الرباط

٢٥٠٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الْمُرَابِطَ فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ.

তরজমা --

জিহাদে বের হয়ে যে মৃত্যুবরণ করে

২৪৯৯। হযরত আবূ মালিক আল্-আশ্'আরী (রা.) বলেন,আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয় সে শহীদের মর্যাদা পায় অথবা তাকে তার ঘোড়া বা উট পিঠ হতে ফেলে তার ঘাড় ভেঙ্গে ফেলে (ও তারপর মারা যায়) অথবা সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি কোন বিষাক্ত প্রাণী দ্বারা দংশিত হয়, অথবা বিছানায় মৃত্যুবরণ করে এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত মৃত্যুপন্থায় যে কোন প্রকার প্রাণ হারায় সে অবশ্যই শহীদ এবং তার জন্য জান্নাত অবধারিত

শত্রুর মোকাবিলায় সদাপ্রস্তুত থাকার মর্যাদা

২৫০০। হযরত ফুযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার কর্মশক্তি শেষ হয়ে যায়, কিন্তু শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় সদাপ্রস্তুত সৈনিক মারা গেলে তার আমল শেষ হয়না। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তার জন্য তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সে কবরে (মুন্‌কার ও নাকীর ফিরিশ্‌তার) পরীক্ষা হতেও নিরাপদ থাকে।

তাশরীহ --

قوله كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الْمُرَابِطَ

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে হযরত আবূ হুরায়রা রাযি, থেকে বণিত হাদীসে রয়েছে

اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له

উক্ত হাদীসে انقطاء عمل তথা মৃত্যুর পর থেকে আমল বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়ে তিন ব্যক্তিকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে আর অনুচ্ছেদের হাদীসে শুধু এক ব্যক্তিকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। তাই বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয় হাদীসের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ বাহ্যিক বিরোধ নিরসণকল্পে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য নিম্নরূপ :

(১) আলোচ্য হাদীসে امن من عذاب لقبر তথা কবরের শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকার কথাও রয়েছে অপর হাদীসে তা নেই। সুতরাং এদিকে থেকে আলোচ্য হাদীসের মধ্যে وجه تخصيص বা নির্দিষ্টকরণের যৌক্তিকতা বিদ্যমান যা শুধু مرابط বা সীমানন্ত প্রহরীর জন্যই নির্ধারিত। সুতরাং এখানে আর কোনো বিরোধ থাকলনা

(২) উভয় হাদীস একত্রে করলে এ ধরনের চার ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, যাদের আমল মৃতুর পরও চালু থাকবে মৃত্যুর কারণে আমল বন্ধ হয়ে যাবে না। তবে আল্লামা সাহারনপুরী রহ. বযলুল মাজহুদ এর মধ্যে বলেন, মৃত্যুর পরেও তাদের আমল জারি থাকর দুটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা- (১) মৃত ব্যক্তির আমল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে, তার নিজস্ব আমলের কারনে। (২) তার নিজস্ব আমলের কারণে নয় বরং অপরের আমলের কারনে প্রথম পদ্ধতির বর্ণনা এসেছে উল্লেখিত হাদীসে রমাঝে এবং দ্বিতীয় পদ্ধতির আলোচনা এসেছে অপর হাদীসে সুতরাং হাদীসদ্বয়ের মাঝে কোনো বিরোধ থাকল না।

باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى

٢٥٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِي السَّلُولِيُّ أَبُو كَبْشَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ حَتَّى كَانَتْ عَشِيَّةً فَحَضَرْتُ الصَّلاَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ آبَائِهِمْ بِظُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمْ اجْتَمَعُوا إِلَى حُنَيْنٍ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ قَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَارْكَبْ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبِلْ هٰذَا الشِّعْبَ حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْلاَهُ وَلاَ نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُصَلاَّهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحْسَسْنَاهُ فَثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى خِلاَلِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْبِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى هٰذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ قَالَ لاَ إِلاَّ مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَوْجَبْتَ فَلاَ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَعْمَلَ بَعْدَهَا.

باب كراهية ترك الغزو

٢٥٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنَا وُهَيْبٌ. قَالَ عَبْدَةُ: يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ. عَنْ سُمَيٍّ. عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ. وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.

٢٥٠٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَقَرَأْتُهُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجُسِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ. عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا. أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ. قَالَ: يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيثِهِ. قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

٢٥٠٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ.

শত্রুর মোকাবিলায় সদাপ্রস্তুত থাকার মর্যাদা

২৫০১। হযরত সাহ্ল ইব্ন হান্যালিয়্যা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা হুনায়নের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সফরে ছিলেন। তখন দ্রুত গতিতে উট চালিয়ে সন্ধ্যাকালে মাগরিবের নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে পৌছলেন। এমন সময়ে একজন অশ্বারোহী সৈনিক এসে তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনাদের নিকট হতে আলাদা হয়ে ঐ সকল পাহাড়ের উপর আরোহণ করে দেখতে পেলাম যে, হাওয়াযিন গোত্রের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তাদের উট, বকরী সবকিছু নিয়ে হুনায়নে একত্রিত হয়েছে। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, ঐ সকল বস্তু আল্লাহ্ চাহেত আগামীকাল মুসলমানদের গনীমতের সামগ্রীতে পরিণত হবে। এরপর তিনি বললেন, আজ রাতে আমাদেরকে কে পাহারা দিবে? আনাস ইব্ন আবূ মারসাদ আল্-গানাবী (রা.) উত্তর করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি পাহারা দিব। তিনি বললেন, তা হলে তুমি ঘোড়ায় আরোহণ কর। তিনি তাঁর একটি ঘোড়ায় আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ্য করে নির্দেশ দিলেন যাও, এ দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকার দিকে রওয়ানা হয়ে এর চূড়ায় পৌছে পাহারায় রত থাক। আমরা যেন তোমার আসার আগে আজ রাতে কোন ধোঁকায় না পড়ি। ভোর বেলায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামাযের স্থানে গিয়ে ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) নামায পড়লেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তোমাদের পাহারাদার অশ্বারোহী সৈনিকের কোন সন্ধান পেয়েছ কি? সকলে উত্তর করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তিনি পাহারায় রত আছেন মনে হয় কিন্তু দেখতে পাইনি। এরপর ফজর নামাযের ইকামত দেওয়া হলে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়াতে আরম্ভ করলেন এমতাবস্থায় তিনি উপত্যকার দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে নামায শেষ করে সালাম ফিরালেন। এরপর তিনি বললেন, তোমরা সকলে সুসংবাদ নাও যে, তোমাদের পাহারাদার সৈনিক তোমাদের নিকট এসে পড়েছে। আমরা উপত্যাকায় গাছের ফাঁকে দেখতে পেলাম যে, তিনি সত্যই এসে পড়েছেন। এমন কি তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেভাবে আমি এই উপত্যকার উপরাংশের শেষ মাথায় গিয়ে পৌছেছিলাম। সকাল হওয়ার পর আমি উভয় পাহাড়ের উপত্যকা দু'টির উপরে উঠে নযর করলাম, কোন শত্রুকেই দেখতে পেলাম না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সারা রাত কখনও কি ঘোড়ার পিঠ হতে নেমেছিলে? তিনি উত্তর করলেন, না, নামায পড়ার জন্য অথবা পায়খানা পেশাবের প্রয়োজন ছাড়া কখনও ঘোড়ার পিঠ হতে নামিনি। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত হল। তোমার জীবনে আর কোন অতিরিক্ত নেক কাজ না করলেও চলবে। (অর্থাৎ সারারাত জাগ্রত থেকে পাহারায় রত থাকার মত বৃহৎ নেক কাজটি তোমার জান্নাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট। অবশ্য ফরয-ওয়াজিব যথারীতি পালনের পর।)

যুদ্ধ পরিহার করা অন্যায়

২৫০২। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ যুদ্ধ করল না, এমনকি যুদ্ধ করার (বা গাযী হওয়ার) ইচ্ছাও প্রকাশ করল না, সে এক প্রকারের কপট (মুনাফিক) হিসাবে মারা গেল।

২৫০৩। হযরত আবূ উমামা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিহাদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ করল না অথবা কোন গাযীকে যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করল না বা গাযীর অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের কোন উপকার করল না তাকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা দ্বারা বিপদগ্রস্থ করবেন। ইয়যীদ বিন আব্দে রাব্বিহী তার হাদীসে বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে।

২৫০৪। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের জান-মাল দিয়ে এবং বাক্য প্রয়োগ তথা লেখনির মাধ্যমে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর।

باب في نسخ نفير العامة بالخاصة

٢٥٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ . حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا } وَ { مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ } . إِلَى قَوْلِهِ : { يَعْمَلُونَ } نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي تَلِيهَا : { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً } .

٢٥٠٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ الْحَنَفِيِّ حَدَّثَنِي نَجْدَةُ بْنُ نُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ { إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا } قَالَ فَأُمْسِكَ عَنْهُمُ الْمَطَرُ وَكَانَ عَذَابَهُمْ .

তরজমা ---

কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট লোকের জিহাদে যাবার নির্দেশ দ্বারা সার্বজনীন অংশ গ্রহণের নির্দেশ রহিত।

২৫০৫। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াত যাতে বলা হয়েছে) ঃ "যদি তোমরা সকলেই যুদ্ধের জন্য ঘর হতে বের না হও তবে তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে" এবং (উক্ত সূরার ১২০ ও ১২১ নং আয়াত مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ হতে يَعْمَلُونَ পর্যন্ত আয়াতদ্বয়ের প্রাথমিক নির্দেশ) এর পরবর্তী (১২২ নং) আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে। এ আয়াতে সকল মু'মিনকে ঘর ছেড়ে যুদ্ধে বের হওয়ার প্রয়োজন করে না, বরং কতক বিশিষ্ট লোকদের বহির্গমনই যথেষ্ট বলে পূর্বেকার নির্দেশ রহিত করা হয়েছে।

২৫০৬। হযরত আবদুল মু'মিন ইব্‌ন খালিদ আল্‌-হানাফী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজ্‌দা ইব্‌ন নুফায়' আমাকে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে (পবিত্র কুরআনের) আয়াত ঃ (অর্থ) "যদি তোমরা সকলে যুদ্ধের জন্য ঘর হতে বের না হও তবে তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে"-এর ভাবার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন, যাদের সম্বন্ধে তা নাযিল হয়েছিল, তাদের উপরে বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ করে পানির দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছিল। তা দ্বারাই তাদের শাস্তি হয়ে গিয়েছে।

তাশরীহ ---

قوله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

অনুচ্ছেদের প্রথমহাদীসে উল্লেখিত প্রথম দুই আয়াতে নফীরে আম এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি বলেন, এ হুকুমটি তৃতীয় আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। তাঁর এ মতটিকে উল্লেখ করেছেন প্রথম হাদীসে উল্লেখিত ইকরমা রহ: কিন্তু অন্যরা হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে এমতের বিপরীত মতও উল্লেখ করেছেন: যার সারকথা হল কিছুলোককে জিহাদেগমনের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন: হাদীসের ভাষ্য ছিল حيا من احياء العرب কিন্তু তারা যখন জিহাদে গমন করল না, তখন তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয় 'الا تنفروا يعذبكم' আর এ তো সর্বজন স্বীকৃত কথা যে, রাসূল তো রাসূলই: এমন কি মুসলমানদের ইমামও যদি এরূপ কোনো নির্দেশ দিয়ে দেন, তা হলে তাদের উপরও জিহাদে গমন করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। সুতরাং 'الا تنفروا يعذبكم' আয়াতটিকে রহিত বলা যাবে না। এ ছাড়া প্রথম হাদীসে উল্লেখিত তৃতীয় আয়াত তথা وما كان المؤمنون لينفروا كافة এর মধ্যে একটি সাধারণ আইন ও রীতির কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ কোনো শহরের সকল লোক জিহাদের জন্য বের হয়ে পড়া, এমনকি এরপর ওই শহরে ঈমানদার পুরুষ মোটেই না থাকা আদৌ উচিত নয় বরং তাদের কিছু লোক জিহাদে গমন এবং কিছু লোক শহরে অবস্থান করা উচিত। (বযলুল মাজহূদ, তাবারী থেকে)

বিঃ দ্রঃ ইমাম আবূদাউদ রহ. এ অনুচ্ছেদের দুটি ভিন্ন ভিন্ন হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন প্রথম বর্ণনাটি ইকরমা সূত্রে বর্ণিত এবং দ্বিতীয় বর্ণনাটি নাজদাহ ইবনে নুফাই সূত্রে বর্ণিত তবে দ্বিতীয় বর্ণনাটিতে রহিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ নেই বরং রহিত না হওয়ার বিষয়টিই স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে।

باب في الرخصة في القعود من العذر

٢٥٠٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَغَشِيَتْهُ السَّكِينَةُ فَوَقَعَتْ فَخِذُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي فَمَا وَجَدْتُ ثِقْلَ شَيْءٍ أَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ اكْتُبْ فَكَتَبْتُ فِي كَتِفٍ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} {وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَمَّا سَمِعَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِينَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا قَضَى كَلَامَهُ غَشِيَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ السَّكِينَةُ فَوَقَعَتْ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي وَوَجَدْتُ مِنْ ثِقَلِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ كَمَا وَجَدْتُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ثُمَّ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ اقْرَأْ يَا زَيْدُ فَقَرَأْتُ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} الْآيَةَ كُلَّهَا قَالَ زَيْدٌ فَأَنْزَلَهَا اللهُ وَحْدَهَا فَأَلْحَقْتُهَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ فِي كَتِفٍ

٢٥٠٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. عَنْ حُمَيْدٍ. عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا. وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ. وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ. إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ. وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا. وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ فَقَالَ: حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

তরজমা ---

ওযরবশত ঃ জিহাদে যোগদান থেকে বিরত থাকার অনুমতি

২৫০৭। হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পার্শ্বে ছিলাম এমন সময় তাঁর উপর ওহী নাযিল শুরু হল। এমতাবস্থায় তাঁর রান আমার রানের উপর পতিত হয়। আমার নিকট তাঁর রানের চাইতে অধিক ভারী কোন বস্তু আছে বলে অনুভূত হলনা। তারপর এ অবস্থা, কেটে গেল। তিনি বললেন ঃ লেখ। আমি তখন অবতীর্ণ আয়াত {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ} লিখে নিলাম। (অর্থ ঃ মু'মিনদের মধ্যে যারা জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকে, তারা মুজাহিদগণের সমান মর্যাদাশীল নয়।) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা.) যিনি একজন অন্ধ ও অসমর্থ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি মুজাহিদগণের এহেন মর্যাদার কথা শুনে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মু'মিনদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করতে অসমর্থ তাদের অবস্থা কি হবে? তার এ কথা শেষ হওয়া মাত্র আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর ওহী নাযিলের অবস্থা দেখা দিল। এমন অবস্থায় তাঁর রান আবার আমার রানের উপর পড়ল এবং আমি আগের মত এবারেও তাঁর রানের ভার অনুভব করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর হতে এ অবস্থা কেটে গেলে তিনি বললেন ঃ হে যায়িদ! পূর্বে যা লিখেছিলে তা পড়ে শুনাও। তখন আমি আয়াতটি পড়ে শুনলাম। {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} রাসূলুল্লাহ্ ﷺ {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} সহ সম্পূর্ণ আয়াতটি বলে দিলেন। (এতে অক্ষম ও অসমর্থ লোকদের ঘরে বসে থাকার অনুমতি দেওয়া হল)। যায়িদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} শুধু এতটুকু পৃথক ভাবে অবতীর্ণ করেছেন। আমি তা উক্ত আয়াতের পরে সংযোজন করলাম। আল্লাহ্‌র কসম! যাঁর হাতে আমার জান, সত্যই আমি যেন এর সংযোজন স্থানটি ছাগ চর্মের গানের কাট স্থানে এখনও দেখতে পাচ্ছি।

২৫০৮। হযরত মূসা ইব্‌ন আনাস তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যুদ্ধে আসার সময়ে কিছুলোক মদীনায় ফেলে এসেছ (যারা অপারগতার কারণে তোমাদের সঙ্গে বের হতে পারেনি। তবে তোমরা যতদূর সফর করেছ, যা কিছু যুদ্ধে ব্যয় করেছ এবং যে পথ অতিক্রম করেছ এসব কাজে তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। একথা শুনে অনেকে প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা তো মদীনায় অবস্থান করছে, এমতাবস্থায় কি করে আমাদের সঙ্গে থাকবে? তিনি উত্তর করলেন, তাদেরকে তো অপারগতা (যুক্তিসঙ্গত কারণ) আটকে রেখেছে।

باب ما يجزئ من الغزو

٢٥٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ . حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنِي يَحْيَى . حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ . حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا . وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا .

٢٥١٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ . عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ . عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ . مَوْلَى الْمَهْرِيِّ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ وَقَالَ : لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ . ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ : أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ . كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ .

باب في الجراة والجبن

٢٥١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ . عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ . قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ .

তরজমা ---

যে কাজে জিহাদের সাওয়াব পাওয়া যায়

২৫০৯। হযরত যায়িদ ইব্‌ন খালিদ আল্ জুহানী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করে সাহায্য করল, সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের পরিবারের মঙ্গল সাধনে বাড়ীতে তার প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করল সেও নিজে জিহাদ করল।

২৫১০। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিহয়ান গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য একদল সৈন্য পাঠাবার সময় বলেছিলেন ঃ প্রত্যেক পরিবার হতে দু'জনের মধ্যে একজন পুরুষকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বের হতে হবে। এরপর বললেন, বাড়ীতে অবস্থানকারীদের মধ্যে যে ব্যক্তি যুদ্ধে গমনকারী সৈনিকের পরিবার ও ধনসম্পদের হেফাযত করবে ও মঙ্গল সাধন করবে সে উক্ত সৈনিকের অর্ধেক সাওয়াব পাবে।

সাহসিকতা ও ভীরুতা

২৫১১। হযরত মারওয়ান ইব্‌নুল হাকামের পুত্র আবদুল আযীয (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, পুরুষের মধ্যে দূষণীয় স্বভাব হল, কার্পণ্য (কৃপণতা) যা তাকে হক্‌দারের হক দান হতে বিরত রাখে, আর ভীরুতা ও হীনমানসিকতা যা যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে।

তাশরীহ ---

قوله باب في الجرأة والجبن

এটি জিহাদের অধ্যায় চলছে আর জিহাদের জন্য সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাই ইমাম আবূ দাঊদ রহ. এ অনুচ্ছেদ চয়ন করেছেন।

باب في قوله تعالى : {ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة}

٢٥١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ . وَابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ . عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ . وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالرُّومُ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ . فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ . فَقَالَ النَّاسُ : مَهْ مَهْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ . يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ . فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : إِنَّمَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ وَأَظْهَرَ الْإِسْلَامَ قُلْنَا : هَلُمَّ نُقِيمُ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا . فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ . قَالَ أَبُو عِمْرَانَ : فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّوبَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ حَتّٰى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ.

তরজমা --

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা"

২৫১২. হযরত আসলাম আবূ ইমরান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমরা মদীনা হতে কুস্তনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল) অভিমুখে যুদ্ধে যাত্রা করলাম। আমাদের সেনাপতি ছিলেন খালিদ ইবন ওয়ালীদের পুত্র আবদুর রহমান। রোমের সৈন্যবাহিনী ইস্তাম্বুল শহরের দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে যুদ্ধের জন্য দাঁড়ানো ছিল। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি শত্রু সৈন্যের উপর আক্রমণ করে বসল। তখন আমাদের লোকজন বলে উঠল ঃ থাম, থাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, সে তো নিজেই ধ্বংসের দিকে নিজেকে ঠেলে দিচ্ছে। তখন আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেন, এ আয়াত আমাদের আনসার সম্প্রদায় সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। যখন আল্লাহ্‌র নবীকে আল্লাহ্ সাহায্য করলেন এবং ইসলামকে জয়যুক্ত করলেন, তখন আমরা বলেছিলাম, আমরা যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে থেকে আমাদের সহায় সম্পদ দেখাশুনা করব এবং এর সংস্কার সাধন করব। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

(অর্থ) "আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা"। আমাদের ঘরে থেকে মালামালের রক্ষণা-বেক্ষণ করা ও যুদ্ধে না যাওয়াই হল নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া।

আবূ ইমরান বলেন,এ কারণেই আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) আল্লাহ্‌র রাস্তায় সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে কুস্তনতুনিয়ায় সমাহিত হলেন।

তাশরীহ --

قوله : فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّوبَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ حَتّٰى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ

হযরত সহাবায়ে কিরামের যুগে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করা হয়ে ছিল। তবে ইসলামী শাসনব্যবস্থা তখনও সেখানে কায়েম হয় নি বরং জিযিয়ার উপর রোমের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি হয়। এ যুদ্ধে হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। যার ইন্তিকাল সেখানেই অবরোধকালে কনস্টান্টিনোপলের বাইরে হয়েছিল।

হযরত সাহারানপুরী রহ বলেন, মুসলমানদের এ বিজয়ের পর কনস্টান্টিনোপল পুনরায় রোমের দখলে চলে যয়। তারপর প্রায় ৭০০ বছর পর ৮৫৭ হিজরীতে মুসলমানরা তা পুনর্দখল করতে সক্ষম হয় পঞ্চাশ দিনের অবরোধের পর এটি মুসলমানদের হাতে আসে এবং অনেক গনীমত লাভ হয়। (হাশিয়ায়ে কাওকাব)

باب في الرمي

٢٥١٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ . حَدَّثَنِي أَبُو سَلاَّمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ . عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ . صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ . وَالرَّامِيَ بِهِ . وَمُنْبِلَهُ . وَارْمُوا . وَارْكَبُوا . وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا . لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلاَّ ثَلاَثٌ : تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ . وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ . وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ . فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا . أَوْ قَالَ كَفَرَهَا .

٢٥١٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ . عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ الْهَمْدَانِيِّ . أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} . أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ . أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ . أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ .

তরজমা --

তীর নিক্ষেপ

২৫১৩। হযরত উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ্ একটি তীরের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ১. তীর প্রস্তুত কারককে যে যুদ্ধে ব্যবহারের সৎ উদ্দেশ্যে তৈরী করেছে। ২. তীর নিক্ষেপকারীকে ৩. তীরের ঝুঁড়িবাহক যে প্রতিবারে তীর নিক্ষেপকারীকে ব্যবহারের জন্য তীর সরবরাহ করে থাকে। তোমরা তীর নিক্ষেপ কর ও ঘোড়ায় চড়। তোমাদের তীর নিক্ষেপের জন্য ঘোড়ায় আরোহণ করার চাইতে তীর নিক্ষেপই আমার নিকট অধিক প্রিয়। তিন প্রকারের বিনোদন ছাড়া অন্য কোন প্রকার বিনোদন অনুমোদিত নহে। ১. পুরুষের জন্য তার ঘোড়াকে কৌশলের প্রশিক্ষণ দান। ২. স্বীয় স্ত্রীর সাথে আমোদ-প্রমোদ করা। ৩. তীর ধনুক পরিচালনার প্রশিক্ষণ নেওয়া। যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর তার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে তার ব্যবহার ছেড়ে দেয়, সে যেন একটি উত্তম নেয়ামত ত্যাগ করল। অথবা তিনি বলছেন, নেয়ামত অস্বীকার করল ও অকৃতজ্ঞ হল।

২৫১৪। হযরত আবূ আলী সুমামা ইব্‌ন শাফী আল্ হামাদানী হতে বর্ণিত। তিনি উক্‌বা ইব্‌ন আমির আল্ জুহানী (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দেওয়ার সময় বলতে শুনেছেন ঃ (পবিত্র কুরআনের নির্দেশ) "তোমরা শত্রুর মোকাবিলার জন্য সাধ্যমত শক্তি অর্জন কর"- মনে রেখ শক্তি অর্থ হল তীরবাজি। মনে রেখ শক্তি অর্থ তীরবাজি। মনে রেখ শক্তি অর্থ তীরবাজি। (তখনকার দিনে তীর নিক্ষেপ করার কৌশলই ছিল রণক্ষেত্রের অন্যতম বিজয়ের অস্ত্র। বর্তমানে বন্দুক, মেশিনগান, তোপ, কামান ইত্যাদি আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ গ্রহণ এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

তাশরীহ --

قوله أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

হাদীসে উল্লেখিত এ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন বার বলেছেন। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, শক্তি সঞ্চয় করা জিহাদের অন্যতম রুকন। তীরচালান শিখা ও শিখানোর মাধ্যমে এ গুরুত্বপূর্ণ রুকনটি সিংহভাগ অর্জিত হয়। অপরদিকেপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ বযলুল মাজহূদ-এ রয়েছে। واعدوا لهم ما استطعتم من قوة

এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ, প্রশিক্ষণ গ্রহণ ইত্যাদি প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য ফরযে কিফায়াহ। আধুনিক অভিধানগুলোতে الرمی শব্দের অর্থ করা হয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্র যেটা ওই নিক্ষেপণ শক্তির আধুনিক রূপ।

باب في من يغزو ويلتمس الدنيا

٢٥١٥ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ . حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ . حَدَّثَنِي بَحِيرٌ . عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ . عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ . عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْغَزْوُ غَزْوَانِ : فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللهِ . وَأَطَاعَ الإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ . وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ . وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ . فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ . وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً . وَعَصَى الإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ . فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ.

٢٥١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ . عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ . عَنِ الْقَاسِمِ . عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنِ ابْنِ مِكْرَزٍ . رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ . وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ أَجْرَ لَهُ . فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ . وَقَالُوا لِلرَّجُلِ : عُدْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمْهُ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ . وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا . فَقَالَ : لاَ أَجْرَ لَهُ . فَقَالُوا : لِلرَّجُلِ عُدْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ لَهُ : الثَّالِثَةَ . فَقَالَ لَهُ : لاَ أَجْرَ لَهُ.

তরজমা ---

যে ব্যক্তি দুনিয়াবী স্বার্থে যুদ্ধ করে

২৫১৫। হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যুদ্ধ দু'প্রকার ১. যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করে এবং ইমামের অনুগত থাকে এবং নিজের উৎকৃষ্ট সম্পদ যুদ্ধে ব্যয় করে ও সঙ্গীর সহায়তা করে এবং ঝগড়া ফাসাদ ও অপকর্ম হতে বেঁচে থাকে। তার নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থার সব কিছুই পূণ্যে পরিণত হয়। ২. আর যে গর্বভরে লোক দেখানো ও শুনানের জন্য যুদ্ধ করে এবং ইমামের (নেতার) অবাধ্য থাকে ও পৃথিবীতে অন্যায় কাজ করে, সে সামান্য কিছু পূণ্য নিয়েও বাড়ী ফিরে না।

২৫১৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেও পার্থিব কিছু সম্পদ লাভেরও আশা করে, তার অবস্থা কিরূপ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করলেন, তার কোন পূণ্য হবেনা। (লোকজনের নিকট তা কঠিন বলে মনে হল।) তখন তারা লোকটিকে বিষয়টি পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বুঝিয়ে বলতে আরম্ভ করল। সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের ইচ্ছা করে আবর পার্থিব কিছু সম্পদও লাভ করতে চায়, তবে তার অবস্থা কেমন? তিনি জবাব দিলেন, তার কোনই সওয়াব হবে না। (লোকটি আবারও তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করতে বলায়। সে তৃতীয়বারেও জিজ্ঞাসা করল। তৃতীয় বারেও তিনি বললেন, তার কোন সাওয়াব হবে না।

তাশরীহ ---

قوله رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ . وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا

এখানে প্রশ্নকারীর প্রশ্নে দু'টি অর্থের সম্ভাবনা আছে।

প্রথমত এক ব্যক্তি দেখতে তো জিহাদে যাচ্ছে, কিন্তু জিহাদের নাম শুধু তার মুখেই; তার উদ্দেশ্য মূলত দুনিয়া উপার্জন করা। এ সুরতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উত্তর .. لا اجر له. দ্বারা সম্পূর্ণ না সাব্যস্তকরা উদ্দেশ্য

দ্বিতয়িত জিহাদকারীর উদ্দেশ্য হয়তো বাস্তবেই জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া, তবে পাশাপাশি অর্থ উপার্জনের নিয়তও তার অন্তরে রয়েছে। এ সূরতে لا اجر له. দ্বারা পরিপূর্ণ সওয়াব পাবে না বলা উদ্দেশ্য।

باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

٢٥١٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ. عَنْ أَبِي وَائِلٍ. عَنْ أَبِي مُوسٰى. أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ. وَيُقَاتِلُ لِيُحْمَدَ. وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ. وَيُقَاتِلُ لِيُرِيَ مَكَانَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَاتَلَ حَتّٰى تَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ أَعْلٰى. فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

٢٥١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وَائِلٍ حَدِيثًا أَعْجَبَنِي فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

٢٥١٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الْأَنْصَارِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَضَّاحِ. عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ. عَنْ حَنَانِ بْنِ خَارِجَةَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: يَا رَسُولَ اللهِ. أَخْبِرْنِي عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ؟ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو. إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا. بَعَثَكَ اللهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا. وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا. يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو. عَلٰى أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ. أَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللهُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ.

তরজমা ---

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বাণীকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছানোর জন্য যুদ্ধ করে

২৫১৭। হযরত আবূ মুসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন গ্রাম্যলোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বলল, কোন লোক নাম প্রচারের জন্য যুদ্ধ করে, কেউ প্রশংসা পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করে, কেউ গণীমতের সম্পদ পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করে, আর কেউ তার সৌর্য বীর্য দেখাবার জন্য যুদ্ধ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বাণীকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছানো পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকে সে মহান আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধেরত গণ্য হবে।

২৫১৮। হযরত আম্র হতে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি বলেছেন, আমি আবূ ওয়ায়েল হতে একটি চমৎকার হাদীস শুনেছি। এ বলার পর তিনি উপরোক্ত হাদীসের মর্মে হাদীস বর্ণনা করলেন।

২৫১৯। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে জিহাদ ও যুদ্ধ সম্বন্ধে বলুন, এর কোনটি আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য? তিনি বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র! যদি তুমি ধৈর্যের সাথে আল্লাহ্র নিকট হতে পূণ্য লাভের আশায় যুদ্ধ কর তবে তোমাকে আল্লাহ্ দৃঢ় রাখবেন এবং পূণ্যও দিবেন। আর যদি তুমি গর্বভরে লোক দেখানো যুদ্ধ কর, তবে আল্লাহ্ তোমাকে গর্বিত ও লোক দেখানোরূপে চিহ্নিত করবেন। হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর! তুমি যে অবস্থায় যুদ্ধ কর বা মারা যাও তোমাকে সে অবস্থায় তোমার নিয়্যাত অনুযায়ী আল্লাহ্ উথিত করবেন।

তাশরীহ ---

قوله مَنْ قَاتَلَ حَتّٰى تَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ أَعْلٰى

ইবনে হজার রহ. বলেন এখানে كَلِمَةُ اللهِ দ্বারা, دعوة الله الى الاسلام উদ্দেশ্য। আল্লামা আইনী বলেন, কারও কারও মতে এর দ্বারা لا اله الا الله বলা উদ্দেশ্য। আল্লামা আইনী রহ. লিখছেন : এ হাদসি দ্বাারা প্রতিয়মান হয় যে, ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ইখলাস শর্ত। সুতরাং যার আমল কেবল পার্থিব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য হবে, তার আমল নিঃসন্দেহে বাতিল। আর যে ব্যক্তির আমল দ্বারা দীন ও দুনিয়া উভয়টি উদ্দেশ্য হবে এবং দীনের দিকটা প্রবল থাকবে, জুমহূরের মতে সেই আমলও গ্রহণযোগ্য হবে;

باب في فضل الشهادة

২৫২০ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ . عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ . تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ . تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا . وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ . فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ . وَمَشْرَبِهِمْ . وَمَقِيلِهِمْ . قَالُوا : مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا . أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ . وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ . فَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ : أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ . قَالَ : فَأَنْزَلَ اللهُ : {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

তরজমা --

শাহাদাতের মর্যাদা

২৫২০। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের ভাইগণ উহুদের যুদ্ধে শহীদ হলেন, তখন আল্লাহ্ তাদের রূহসমূহ (আত্মা) সবুজ পাখীর পেটে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। তারা জান্নাতের ঝরনায় গিয়ে এর পানি, দুধ ও মধু পান করতে লাগল এবং জান্নাতের ফল ভক্ষণ করতে লাগল। এরপর জান্নাতের সুস্বাদু খাদ্য, পানীয় ও অবসর বিনোদনের স্বাদ গ্রহণের পর তারা বলে উঠল, আমাদের এহেন অবস্থার কথা যে, আমরা জান্নাতে জীবিত আছি ও পানাহার করছি, কে আমাদের ভাইদেরকে দুনিয়াতে পৌঁছিয়ে দিবে, যাতে তারা এটা শুনে জিহাদে অমনোযোগী না হয় এবং যুদ্ধে ভীরুতা প্রদর্শন না করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমিই তাদরেকে তোমাদের অবস্থার কথা পৌঁছিয়ে দিব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الخ (অর্থাৎ) "তোমরা মনে করোনা যে, যারা আল্লাহ্র রাহে প্রাণ দিয়েছে, তারা মৃত্যুবরণ করেছে, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র নিকট পানাহার গ্রহণ করছে" নাযিল করলেন।

তাশরীহ --

قوله جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ

আল্লাহ্ তাদের রূহসমূহ (আত্মা) সবুজ পাখীর পেটে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। এটা হলো শহীদদের সম্মান তাদের রূহ বা আত্মাকে স্বাধীন করে দেওয়া হয়েছে। তারা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা, সেখানে চরে যেতে পারে তাদের উপর কোনো বিধি-নিষেধ বা কড়াকড়ি নেই। কিন্তু আত্মাগুলো কিভাবে সবুজ পাখির ভিতর প্রবিষ্ট হয়? এ ধারন-প্রকৃতি আল্লাহ তাআলাই জানেন, আমরা তা জানি না। বস্তুত, মৃত্যুর পর আত্মাগুলোর স্থায়ী আবাস কোথায় হয়? সেগুলো কোথায় থাকে? সেস্পর্কে রেওয়ায়েত বিভিন্ন ধরনের। কোনো কোনে রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায়, মাকামে ইল্লিয়্যীনে চলে যায়।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. কিতাবুর রূহে লিখেছেন, প্রতিটি মানুষের রূহের সঙ্গে আলাদা আলাদা আচরন করা হয়। কারন, কোনো মানুষের রূহ সম্পর্কেই নিশ্চিত বলা যায় না তার রূহ কোথায় যায়? অবশ্য শহীদদের রূহ সম্পর্কে হাদীসসমূহে বিশেষ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যে, তাদের স্বাধীনতা থাকে। জান্নতে সবজু পাখি রূপে যেখানে ইচ্ছা সেখানে চরে যায়ঃ খায়-দায়, ঘোরাফেরা করে। কিন্তু এ সম্পর্কে কিছু জানা নেই যে, শহীদদের রূহ সেসব পাখির মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না কি তাদের রূহ কুদরতিভাবে পাখির রূপে রূপান্তরিত হয়ে যায়? আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। আমরা এগুলোর বাস্তবতা ও ধরণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। সারকথা হল, তাদেরকে সুন্দর ও সুদর্শন রূপ দান করা হয়। অনুরূপভাবে তাদেরকে স্বাধীনতাও দেওয়া হয়।

٢٥٢١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَتْنَا حَسْنَاءُ بِنْتُ مُعَاوِيَةَ الصَّرِيمِيَّةُ، قَالَتْ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْوَئِيدُ فِي الْجَنَّةِ.

তরজমা ---

২৫২১। হযরত হাসনা বিনত মু'আবিয়া সরীমিয়্যা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদরেকে আমার চাচা (আসলাম) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কে কে বেহেশ্তে যাবে? তিনি বললেন ঃ নবী ও শহীদ বেহেশ্তে যাবেন, শিশু সন্তান বেহেশ্তে যাবে এবং জীবন্ত প্রোথিত সন্তান বেহেশ্তে যাবে।

তাশরীহ ---

قوله وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ

এখানে শহীদ দ্বারা মুমিন ব্যক্তি উদ্দেশ্য। যেমন : আল্লাহ তাআলা কালামে পাকে বলেছেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ

قوله : وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ

যেসব শিশুর জন্ম হয়েছে তারা জান্নতে। এর দ্বারা প্রত্যেক ওই শিশু উদ্দেশ্য, যার মরণ হয়েছে সাবালক হওয়ার পূর্বে। কাফির-মুশরিকের নাবালক শিশু মারা গেলে জান্নাতে যাবে কি-না, এ ব্যাপারে একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। যথা-

(১) মাতা-পিতার অনুগামী হয়ে জান্নাতে নয় বরং জাহান্নামে যাবে।

(২) তারা না জান্নাতে যাবে, না জাহান্নামে বরং আ'রাফে অবস্থান করবে।

(৩) তারা জান্নাতে যাবে, তবে জান্নাতি হিসেবে নয় বরং জান্নাতিদের খাদেম হিসেবে।

(৪) তাদেরকে পুরস্কার প্রদান কিংবা তিরস্কার কিছুই করা হবে না।

(৫) তাদের ব্যাপারে নীরব থাকাই উত্তম। কেননা তাদের কি পরিণতি হবে? এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এরও এটাই অভিমত।

(৬) আখিরাতে তাদের থেকে পরীক্ষা নেওয়া হবে। যেমন : তাদের সামনে আগুন দেওয়া হবে, তারপর তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করতে বলা হবে। যদি প্রবেশ করে, তা হলে তার জন্য আগুন শীতল ও আরামদায়ক হয়ে যাবে আর যদি প্রবেশ করতে অস্বিকৃতি জানায়, তা হলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

(৭) মূল ফিতরাত বা স্বাভাবের কারণে তারা জান্নাতে যাবে

শেষোক্ত অভিমতটিই অধিক সহীহ ও অগ্রাধিকার যোগ্য। এটাই জুমহূরদের মাযহাব। আলোচ্য হাদীসটি তাদের এ মতের সমর্থনে দলীল হিসেবে পেশ করা হয়।

এ ছাড়াও হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইবরাহীম, আ. পরস্পর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। তখন ইবরাহীম আ. এর চারপাশে ছিল অনেক নাবালক শিশু। তারপর বলা হয়েছে।

واما الرجل الذى فى الروضة فانه ابراهيم عليه السلام واما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله واولاد المشركين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واولاد المشركين وهذا لفظ البخارى آخر كتاب التعبير

باب في الشهيد يشفع

٢٥٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ الذِّمَارِيُّ . حَدَّثَنِي عَمِّي نِمْرَانُ بْنُ عُتْبَةَ الذِّمَارِيُّ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ أَيْتَامٌ . فَقَالَتْ : أَبْشِرُوا . فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : صَوَابُهُ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيدِ .

باب في النور يرى عند قبر الشهيد

٢٥٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ . حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ . عَنْ عُرْوَةَ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرَى عَلَى قَبْرِهِ نُورٌ .

٢٥٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ . عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ . قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ . عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ : آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ . فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا . وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ . أَوْ نَحْوِهَا . فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا قُلْتُمْ ؟ فَقُلْنَا : دَعَوْنَا لَهُ . وَقُلْنَا : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَأَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ . وَصَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ ؟ شَكَّ شُعْبَةُ فِي صَوْمِهِ . وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ . إِنَّ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

তরজমা --

শহীদ কর্তৃক সুপারিশ করা

২৫২২। হযরত নিমরান ইব্‌ন উত্‌বা আল-যিমারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন ইয়াতীম ছেলে উম্মে দারদা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো যে, আমি (আমার স্বামী) আবূ দারদা (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদ ব্যক্তির সুপারিশ তার পরিবারের সত্তর জন লোকের জন্য (আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট হাশরে) গৃহীত হবে। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারী একজনের নাম রবাহ্ ইব্‌নুল ওয়ালীদই সঠিক (ওলীদ ইব্‌ন রবাহ্ সঠিক নয়।)

শহীদের কবর হতে নূর দৃষ্ট হওয়া

২৫২৩। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) নাজ্জাশী মারা গেলেন, তখন আমরা বলাবলি করছিলাম, তাঁর কবরের উপর নূর (আলো) সর্বদা দেখা যেতে থাকবে। (সম্ভবত নাজ্জাশী শাহাদত বরণ করেছিলেন।)

২৫২৪। হযরত উবায়দ ইব্‌ন খালিদ আস-সুলামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন জুড়ে দিয়েছিলেন। তাদের একজন প্রথমে শহীদ হন আর দ্বিতীয়জন তার একসপ্তাহ পরে মারা যান। আমরা তার জানাযা পড়ি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা এ ব্যক্তির ব্যাপারে কিরূপ দু'আ করলে? আমরা বললাম, আমরা তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেছি আর বলেছি, হে আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা কর এবং তার সঙ্গী ভায়ের সাথে মিলন ঘটিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তা হলে (প্রথম ব্যক্তির পরে) এ ব্যক্তি (জীবিত থেকে) যে সকল নামায, রোযা ও আমল (তার চাইতে অধিক পরিমাণে) করেছে, তা কোথায় যাবে? (প্রকৃতপক্ষে) তাদের উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান রয়েছে।

باب في الجعائل في الغزو

٢٥٢٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ. أَخْبَرَنَا ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَعْنَى. وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتْقَنُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ. عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ. عَنِ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ. أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْأَمْصَارُ. وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ. تُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فِيهَا. فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ. ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ. يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ. يَقُولُ: مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا. مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا؟ أَلَا وَذٰلِكَ الْأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ.

তরজমা ---

যুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে শ্রমদান

২৫২৫। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বহু শহর জয় করে এর উপর তোমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ভারী সাজোঁয়া বাহিনী গঠিত হবে। তজ্জন্য তোমাদের প্রত্যেক গোত্র হতে সেনাদল গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়বে। তখন তোমাদের ব্যক্তি বিশেষ সেনাদলে যোগদান পছন্দ করবেনা। তাই সে দল হতে কেটে পড়বে। তারপর গোত্রে গোত্রে গিয়ে নিজেকে সৈন্যদলে ভাড়ায় নেওয়ার জন্য পেশ করবে আর বলবে, কে তাকে পারিশ্রমিক দিয়ে কোন সেনাদলে গ্রহণ করবে। তোমরা জেনে রাখ যে, সে ব্যক্তি তার রক্তের শেষবিন্দু দান করা পর্যন্ত ভাড়াটিয়া শ্রমিকই থাকবে (মুজাহিদের মর্যাদা পাবে না)।

তাশরীহ ---

قوله باب في الجعائل في الغزو

جعائل শব্দটি মূলত جعيلة বা جعالة (জীমে যবর, যের, পেশ তিনটিই হতে পারে) এর বহুবচন। অর্থ শ্রমিকের মজুরি, বেতন ফী, ভাড়া কমিশন, যোদ্ধাকে প্রদেয় মজুরি বা অর্থ। এখানে শেষোক্ত অর্থটিই উদ্দেশ্য।

জিহাদের জন্য মজুরি নেওয়া প্রসঙ্গে

জিহাদ করে মজুরি নেওয়া যাবে কি-না, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফি ও মালেকিদের মতে জিহাদ করে মজুরি নেওয়া মাকরূহ। আহমদ বিন হাম্বল রহ. বলেন, জায়েয। শাফিঈ রহ. এর মতে জায়েয নয়।

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জিহাদে গমনকারী গনিমতের অংশ পাবে কি না?

এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ রহ. বলেন, এ ব্যক্তি গনীমতের কোনো অংশ পাবে না। কেননা সেতো পারিশ্রমিক নিয়ে নিয়েছে। ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, এ ব্যক্তি গনীমতের অংশ পাবে। আর যেহেতু তাঁর মতে জিহাদ করে মজুরি নওয়া জায়েয নেই, সেহেতু মজুরি গ্রহণ করে থাকলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে।

পক্ষান্তরে হানাফি ও মালেকি মাযহাব মতে উল্লিখিত শ্রমিক দুধরনের হয়ে থাকে যেমন (১) খেদমতের জন্য শ্রমদানকারী। (২) যুদ্ধের জন্য শ্রমদানকারী। খেদমতের জন্য শ্রমানকারীর অর্থ হল কোন ব্যক্তি জিহাদে যাওয়ার সময় অপর কোনো ব্যক্তিকে তার থেকে খেদমত লাভের উদ্দেশ্যে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে খেদমতের জন্য নয় বরং সরাসরি যুদ্ধ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়ে বলে তাকে اجير للقتال বা যুদ্ধের জন্য শ্রমদানকারী ব্যক্তি বলা হয়। তদ্রূপ নিজে জিহাদে গিয়ে অন্য কাউকে অর্থের বিনিময়ে পাঠালে তাকেও اجير للقتال বা জিহাদের জন্য শ্রমদানাকারী ব্যক্তি বলা হয়। সুতরাং হানাফি ও মালেকি মাযহাব মতে খেদমতের জন্য শ্রমদানাকারী ব্যক্তি গনীমতের অংশ পাবে। পক্ষান্তরে জিহাদের জন্য শ্রম দাতা ব্যক্তি গণীমতের কোনো অংশ পাবে না।

باب الرخصة في أخذ الجعائل

٢٥٢٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ . حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ . ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ . عَنِ ابْنِ شُفَيٍّ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِلْغَازِي أَجْرُهُ . وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ . وَأَجْرُ الْغَازِي.

তরজমা --

অর্থের বিনিময়ে সৈন্য বা যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণের অনুমতি

২৫২৬। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গাযীর জন্য নির্দ্ধারিত পূণ্য রয়েছে। গাযীকে যুদ্ধাস্ত্র ভাড়া দিয়ে সহায়তা দানকারী তার সহায়তার সওয়াব পাবেই, অধিকন্তু গাযীর সমান পূণ্যেরও অধিকারী হবে।

তাশরীহ --

قوله وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ . وَأَجْرُ الْغَازِي

এখানে উল্লিখিত جاعل শব্দের অর্থ বযলূল মাজহূদ এ করা হয়েছে, গাজী তথা জিহাদের গমনকারীর সহযোগী। অর্থাৎ সফরের রসদ জোগানো হাতিয়ার বন্দোবস্ত করা ইত্যাদির মাধ্যমে যে ব্যক্তি জিহাদে গমনকারীর সহযোগিতা করে, তাকে جاعل বলা হয়। সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ হবে, গাজী তথা জিহাদে গমনকারী ব্যক্তি পাবে যুদ্ধের সাওয়াব আর جاعل বা জিহাদের ব্যবস্থাপক পাবে ব্যবস্থাপনার সওয়াব এবং গাজীর সাওাব। কেননা তার কারনেই তো গাজী জিহাদে গমন করার সুযোগ পেয়েছে। কাজেই جاعل পাবে দ্বিগুণ সাওয়াব আর গাজী পাবে শুধু জিহাদের সাওয়াব।

তবে এ ব্যখ্যার উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, পরিচ্ছেদের আলোচনা চলছে পারিশ্রমিকগ্রহণ সম্পর্কে। কিন্তু এ ব্যাখ্যায় পারিশ্রমিকগ্রহণ পাওয়া গেল কোথায়? বরং এ ব্যাখ্যায়তো বলা হল, একজন হচ্ছে গাজী এবং অপরজন হচ্ছে গাজীকে সহযোগিতা দানকারী। বলা বাহুল্য, সহযোগিতা দানকারীর জন্য জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না?

এর উত্তরে বলা হবে, جاعل দ্বারা ওই ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে জিহাদে গমনকারীকে পারিশ্রমিক দান করে আর গাজী' দ্বারা উদ্দেশ্য مجتعل তথা পারিশ্রমিক গ্রহণকারী।

তদ্রূপ প্রথম স্থানে اجر শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য পার্থিব কল্যাণ আর দ্বিতীয় স্থানে اجر দ্বারা উদ্দেশ্য পরকালীন পুরস্কার, যা তাকে প্রদান করা হবে। সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ হল, পারশ্রিমিক নিয়ে জিহাদে গমনাকারী ব্যক্তির জন্য রয়েছে পার্থিব কল্যাণ। আর পারিশ্রমিক দানকারীর জহন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। যথা-

(১) জিহাদে ব্যয়ের সাওয়াব।

(২) গাজীর সাওয়াব।

শেষোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে হদীসটিকে পরিচ্ছেদ শিররোনামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা সহজ হবে সাথে সাথে এ হাদীস দ্বারা আরও সাব্যস্ত হবে যে জিহাদের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয; কিন্তু তখন পরকালীন কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

باب في الرجل يغزو باجر الخدمة

٢٥٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ أَنَّ يَعْلَى ابْنَ مُنْيَةَ قَالَ: أَذَّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ فَالْتَمَسْتُ أَجِيرًا يَكْفِينِي. وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ. فَوَجَدْتُ رَجُلاً. فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي. فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانِ. وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي؟ فَسَمِّ لِي شَيْئًا كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ. فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ. فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَتُهُ أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِيَ لَهُ سَهْمَهُ. فَذَكَرْتُ الدَّنَانِيرَ. فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ. فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى.

তরজমা ----------

যে ব্যক্তি সেবার জন্য শ্রমিক নিযুক্ত হয়ে যুদ্ধ করে

২৫২৭। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন দায়লামী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ালা ইব্ন মুনাব্বিহ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যুদ্ধে বের হওয়ার জন্য বললেন। আমি খুবই বৃদ্ধ ছিলাম। আমার কোন খাদেম ছিলনা। তাই এমন একজন শ্রমিক খোঁজ করলাম যে আমার সহায়তার জন্য যথেষ্ট হবে। তাকে একজন সৈনিকের প্রাপ্য অংশ মজুরী দেয়ার মনঃস্থ করলাম। সেরূপ এক ব্যক্তিকে পেয়েও গেলাম। যখন যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফেরার সময় নিকটবর্তী হলে, তখন সে তার মজুরীর জন্য আমার নিকট এল আর বলল, আমি সৈনিকের প্রাপ্যাদি সম্বন্ধে কিছুই জানিনা, আমার সৈনিক হিসাবে যুদ্ধ করায় আমার প্রাপ্য কত হবে তাও বুঝিনা, আমাকে পরিমাণমত হোক বা না হোক কিছু মজুরী ঠিক করে দিন। আমি তখন তাকে তিন দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) মজুরী দেয়ার কথা বললাম। এরপর যখন সৈনিকদের সেহাম (প্রাপ্যাংশ) উপস্থিত হল, তখন অন্যান্য সৈনিকদের মত তার প্রাপ্যাংশ তাকে দিতে চাইলাম, তারপর আমার মনে পড়ল, তার জন্য মযুরী নির্দ্ধারিত তিন দীনার। আমি ব্যাপারটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে সমাধানের জন্য উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন ঃ তার জন্য এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য ইহকাল ও পরকালে নির্দ্ধারিত দীনার ছাড়া অপর কোন পূণ্য আছে বলে আমার মনে হয়না। (অর্থাৎ সে মুজাহিদ হিসাবে আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ করেনি, বরং শ্রমিক হিসাবে পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করেছে। অতএব, সে শুধু নির্দ্ধারিত পারিশ্রমিক পাবে। মুজাহিদের মান মর্যাদা, প্রাপ্যাংশ ও সাওয়াবের কোন কিছুরই ভাগী হবে না)।

তাশরীহ ----------

قوله فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَتُهُ

উক্ত ঘটনার আলোকে প্রশ্ন জাগে , এ ব্যক্তি তো اجير للخدمة (বেতনভুক্ত সেবক) ছিল আর اجير للخدمة এর জন্য হানাফি ও মালেকি মাযহাব মতে গনীমতের অংশ রয়েছে। অথচ বাহ্যত এ হাদীসে তার গনীমত না পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ কি?

এ প্রশ্নের উত্তর হল, উক্ত اجير للخدمة তথা বেতনভুক্ত সেবকের জন্য গনীমতের অংশ রয়েছে কি-না প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসে সে সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই। বরং এখানে শুধু সেবার পারিশ্রমিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে. এ ব্যক্তি যদি ইখলাসের সঙ্গে সেবা করত, তাহলে পারিশ্রমিক নেওয়ার পরেও আল্লাহ তাআলা তাকে বোধ হয় সাওয়াব দান করতেন। কিন্তু যেহেতু এ ব্যক্তি উক্ত বৃদ্ধের সঙ্গে ব্যবসায়িক আচরণ করেছে এবং এর মাধ্যমে তার অর্থলিপ্সা ও লোভ প্রকাশ পেয়েছে, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃদ্ধের জিজ্ঞাসার জবাবে বলেছেন, এ ব্যক্তির ভাগে শুধু তিন দিনারই জুটবে। এ ব্যক্তি নিজের খেদমতের সাওয়াবকে নষ্ট করে দিয়েছে আর গনীমত না পাওয়ার বিষয়টি তাকে সতর্কীকরণ ও তিরস্কার স্বরূপ বলা হয়েছে। (আদ-দুররুল মানযূদ)

باب في الرجل يغزو وابواه كارهان

٢٥٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ. وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ. فَقَالَ: ارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا.

তরজমা ---

যে ব্যক্তি মাতা-পিতাকে নারায রেখে যুদ্ধে যেতে চায়

২৫২৮। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আমি হিজরত করে (আপনার সাথে যুদ্ধে যাবার জন্য) আপনার হাতে বায়'আত করতে এসেছি। কিন্তু আমার মাতা-পিতা নারায বিধায় কাঁদছেন। তিনি বললেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও। যেভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছ সেভাবে তাঁদেরকে হাঁসিয়ে তোল।

তাশরীহ ---

قوله فَقَالَ: جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, অনুচ্ছেদের শিরোনাম হল, যুদ্ধ সম্পর্কে আর আলোচ্য হাদীসে রয়েছে হিজরতের কথা। সুতরাং এ পরিচ্ছেদের সঙ্গে আলোচ্য হাদসির সম্পর্ক কি?

এর উত্তর ৩টি:

(১) হাদীসে উল্লিখিত হিজরতের সঙ্গে জিহাদেরও উদ্দেশ্য রয়েছে।

(২) অথবা বলা হবে, রূপক ক্ষেত্রে হিজরত ও জিহাদের বিধান অভিন্ন। কাজেই একটির সম্পর্কে অবগত হলে, দ্বিতয়িটির সম্পর্কেও জানা হয় যায়।

(৩) তা ছাড়া মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় হাদীসটি এভাবে এসেছে

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال اقبل رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابايعك على الهجرة و الجهاد .. الخ

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল আমি আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদের উপর বাইআত হতে এসেছি। ....

বলা বাহুল্য, তখন অনুচ্ছেদের শিরোনামের সঙ্গে হাদীসের সম্পর্ক একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য উক্ত বিধানটি নফল জিহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা ফরয জিহাদেরে ক্ষেত্রে মাতা-পিতার অনুমতির প্রয়োজন নেই

قوله فَقَالَ: ارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا

এ হাদীসের আলোকে ডা. আবদুল হাই রহ. হৃদয় পটে গেঁথে রাখার মতো একটি কথা প্রায় বর্ণনা করতেন তা হল নিজের কামনা পূরণ করার নাম দীন নয় বরং দীন হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য করার নাম। প্রথমে লক্ষ্য রাখবে, এ মুহূর্তে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী চান? আর সময়ের এ দাবি পূর্ণ করার নামই দীন। নিজ আগ্রহ, আবেগ, কামনা-বসনা পূর্ণ করার নাম দীন নয়। যে সময়ে দীনের যা চাহিদা রয়েছে, তা-ই পালন করার নাম দীন। সময়ের দাবি যদি হয় মাতা-পিতার খেদমত করা, তা হলে সে সময়ে জিহাদের কোনো মূল্য নেই। জিহাদ যথাস্থানে অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ কিন্তু দেখতে হবে, এখন আমাকে সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতে হবে। সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সেই আমলকরার নামই দীন

٢٥٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُجَاهِدُ ؟ قَالَ : أَلَكَ أَبَوَانِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُو الْعَبَّاسِ هٰذَا الشَّاعِرُ : اسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ.

٢٥٣٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ : هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ ؟ قَالَ : أَبَوَايَ . قَالَ : أَذِنَا لَكَ ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا . فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ ، وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا.

باب في النساء يغزون

٢٥٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهِّرٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ ، وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ لِيَسْقِينَ الْمَاءَ ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.

তরজমা ----------

২৫২৯। হযরত আবুল আব্বাস সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলন, একজন লোক নবী রকীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমি যুদ্ধ করব। তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা আছেন কি? সে বলল, হাঁ আছেন। তিনি বললেন, তা হলে তুমি তাঁদের খেদমত করে তাঁদের সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ কর। ইমাম আবূ দাঊদ (রহ.) বলেন, অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী আবুল আব্বাস একজন কবি। তাঁর আসল নাম আস-সাইব ইব্ন ফাররূখ।

২৫৩০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত যে, একজন লোক ইয়ামান হতে হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কেউ ইয়ামানে রয়েছে কি? সে উত্তর করল, আমার পিতা-মাতা রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তারা উভয়ে তোমাকে হিজরত করতে অনুমতি দিয়েছেন কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে গিয়ে তাঁদের উভয়ের অনুমতি প্রার্থনা কর। যদি তাঁরা উভয়ে তোমাকে হিজরত করার ও যুদ্ধ করার অনুমতি দেন তবে ফিরে এসে জিহাদ কর অন্যথায় তাঁদের উভয়ের খেদমত কর।

মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

২৫৩১। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সুলায়মকে যুদ্ধে নিয়ে যেতেন। আর আনসারী মহিলারাও সংগে যেতেন। তারা সৈনিকদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পানি পান করাতেন এবং আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করতেন।

তাশরীহ ----------

قوله باب في النساء يغزون

নারী সমাজ সশস্ত্র জিহাদের নিয়তে বের হতে পারবে না। এটা তাদের জন্য জায়েয নেই। তবে ইমামের অনুমতিক্রমে পিপাসার্তদেরকে পানি পান করানো, আহতদের সেবা দান ও অসুস্থ ব্যীক্তদের সেবা দানের উদ্দেশ্যে জিহাদের ময়াদানে নারীরাও যেতে পারে। এ জন্যই তারা নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধলব্ধ গনিমতের সম্পদের অধিকারী হয় না। হ্যাঁ, হাদিয়া বা পুরস্কার স্বরূপ কিছু অংশ তারাও পেতে পারে। ইমাম নববী রহ. বলেছেন, যুদ্ধের ময়দানে নারীরা নিজ স্বামী অথবা মাহরাম ব্যক্তির সেবা করতে পারবে। এ ছাড়া অন্যদের সেবা একান্ত প্রয়োজনে করার অনুমতি আছে। সাধারণ অবস্থায় এ অনুমতি নেই।

باب في الغزو مع ائمة الجور

٢٥٣٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُشْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الإِيمَانِ الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ وَلاَ نُخْرِجُهُ مِنَ الإِسْلاَمِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لاَ يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلاَ عَدْلُ عَادِلٍ وَالإِيمَانُ بِالأَقْدَارِ.

٢٥٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ.

তরজমা ---

অত্যাচারী শাসকের সঙ্গে যুদ্ধ

২৫৩২। হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমানের মূল হল তিনটি বিষয়। ১. যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়েছে তাকে হত্যা ও কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা, ২. কোন পাপের কারণে তাকে কাফির না বলা এবং ৩. শিরক ও কুফরী কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজের জন্য তাকে ইসলাম হতে বহিষ্কার না করা। যখন হতে আমাকে আল্লাহ্ নবী করেছেন তখন হতে জিহাদ চালু রয়েছে ও চিরকাল থাকবে। শেষ পর্যন্ত আমার উম্মাতের শেষ দলটি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। কোন অত্যাচারীর অত্যাচার এবং কোন বিচারকের বিচারে যুদ্ধ বাতিল হবে না এবং ভালমন্দ সব কিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হয় বলে বিশ্বাস করাও প্রকৃত ঈমান।

২৫৩৩। হযরত আবূ হুরায়রা (র.া) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, শাসকের নির্দেশে যুদ্ধ করা তোমাদের উপর অপরিহার্য চাই সে সৎ হোক বা অসৎ। সালাত (নামায) তোমাদের উপর ফরয প্রত্যেক মুসলিমের পেছনে, সে (ইমাম) সৎ হোক অথবা অসৎ যদিও সে কবীরা গুনাহ করে থাকে, আর জানাযার নামায প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয, মৃত ব্যক্তি সৎ হোক অথবা অসৎ, যদিও সে কবীরা গুনাহ করে থাকে।

তাশরীহ ---

قوله الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কালিমা পাঠ করার মাঝে ইসলামের সকল অপরিহার্য বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত। যেমন, রিসালাত মান্য করা, কিয়ামত বিশ্বাস করা, সওয়াব ও আযাব বিশ্বাস করা ইত্যাদি। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কাফির বলা যাবে না।

قوله : لا يبطله جور جائر

যেমনিভাবে ন্যায়পরায়ন রাষ্ট্রপ্রধান জিহাদের নির্দেশ দিলে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব তেমনিভাবে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধাণ যদি জলিমও হয়, তবু জিহাদের ব্যাপারে তার নির্দেশসমূহ অবশ্যই পালন করতে হবে। কারণ, জালিম হওয়া জিহাদের বিধানের জন্য প্রতিবন্ধক নয়।

قوله : و الايمان بالاقدار

তাকদীরের উপর ঈমানআনা ব্যতীত কোনো মুসলমান মুসলমান হতে পারে না। তাকদীরের সঠিক ব্যাখ্যা হল, চেষ্টা ও ব্যবস্থাপনা নিজের পক্ষ থেকে করা, তারপর সংশ্লিষ্ট বিষয়টি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা। সুতরাং অর্জন ও উপার্জনের জন্য বৈধ পথে যতটুকু চেষ্টা করা দরকার, ততটুকু করতে হবে। চেষ্টা কিংবা সতর্কতামূলক তদবীর গ্রহণ করা তাকদীরের বিপরীত নয়।

باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو

٢٥٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلاَ عَشِيرَةٌ فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلاَثَةَ فَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ يَعْنِي أَحَدِهِمْ قَالَ فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً قَالَ مَا لِي إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي

باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة

٢٥٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ أَنَّ ابْنَ زُغْبٍ الإِيَادِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ نَزَلَ عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَوَالَةَ الأَزْدِيُّ فَقَالَ لِي بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَغْنَمَ عَلَى أَقْدَامِنَا فَرَجَعْنَا . فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا . وَعَرَفَ الْجَهْدَ فِي وُجُوهِنَا فَقَامَ فِينَا . فَقَالَ : اللَّهُمَّ لاَ تَكِلْهُمْ إِلَيَّ . فَأَضْعُفَ عَنْهُمْ . وَلاَ تَكِلْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا . وَلاَ تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي . أَوْ قَالَ : عَلَى هَامَتِي . ثُمَّ قَالَ : يَا ابْنَ حَوَالَةَ . إِذَا رَأَيْتَ الْخِلاَفَةَ قَدْ نَزَلَتْ أَرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلاَزِلُ وَالْبَلاَبِلُ وَالأُمُورُ الْعِظَامُ . وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَوَالَةَ حِمْصِيٌّ .

তরজমা --

অন্যের মালপত্রের বোঝা বহণ করে যে ব্যক্তি জিহাদ করে

২৫৩৪। হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে বললেন, হে মুহাজির ও আনসার সম্প্রদায়ের লোকজন! তোমাদের মুসলিম ভাইদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যাদের যুদ্ধে ব্যয় করার মত নিজস্ব ধন-সম্পদ নাই এবং তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আত্মীয়-স্বজনও নাই, তাদের দুই বা তিনজনকে তোমাদের প্রত্যেকে নিজের সঙ্গে শামিল করে নেওয়া উচিত। তখন আমাদের কারো সঙ্গে একের অধিক মালবাহী পশু ছিল না। ফলে, পালাক্রমে আরোহণ করা ছাড়া তাদেরকে নেওয়া যায় না। জাবির (রা.) বলেন, তখন আমি তাদের দু'জন বা তিনজনকে একের পর এক পালাক্রমে আমার বাহণে নেয়ার ব্যবস্থা করলাম।

যে ব্যক্তি পুণ্য ও গণীমত লাভের আশায় জিহাদ যেতে চায়

২৫৩৫। ইবন যুগ্‌ব আল-আয়াদী (রহ.) সুত্রে যামরা বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাওয়ালা আল-অযদী (রা.) একদিন আমার ঘরে মেহমান হলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সময়ে আমাদেরকে পদব্রজে যুদ্ধে পাঠালেন যেন আমরা গণীমতের মাল লাভ করতে পারি। যুদ্ধ শেষে আমরা ফিরে আসলাম খালি হাতে, কোন গণীমত পাওয়া গেলনা। এতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ অনুভব করলেন। তিনি আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! তাদেরকে তাদের ক্লান্তি দূর করার জন্য আমার দিকে সোপর্দ করো না এবং তাদের নিজের দিকেও সোপর্দ করো না, তাতে তারা অপারগ হয়ে যাবে। আর তাদেরকে লোকজনের হাতেও সোপর্দ করো না, তাতে তারা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এটা বলার পর তিনি আমার মাথার উপর হাত রেখে বললেন, হে হাওয়ালার পুত্র, যখন তুমি দেখতে পাবে যে, সিরিয়ার পবিত্র ভূমিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন মনে করবে যে, অধিক ভূমিকম্প, কষ্ট ও মহা-দুর্ঘটনা ঘনিয়ে এসেছে। আর কিয়ামত তখন লোকের এত নিকটবর্তী হবে যেমন আমার এ হাত তোমার মাথার নিকটবর্তী

باب في الرجل يشري نفسه

٢٥٣٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ. عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَانْهَزَمَ يَعْنِي أَصْحَابَهُ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ. فَرَجَعَ حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ. فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي. وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ.

باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عز وجل

٢٥٣٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُقَيْشٍ كَانَ لَهُ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ حَتَّى يَأْخُذَهُ فَجَاءَ يَوْمُ أُحُدٍ فَقَالَ أَيْنَ بَنُو عَمِّي قَالُوا بِأُحُدٍ قَالَ أَيْنَ فُلَانٌ قَالُوا بِأُحُدٍ قَالَ فَأَيْنَ فُلَانٌ قَالُوا بِأُحُدٍ فَلَبِسَ لَأْمَتَهُ وَرَكِبَ فَرَسَهُ ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَهُمْ فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو قَالَ إِنِّي قَدْ آمَنْتُ فَقَاتَلَ حَتَّى جُرِحَ فَحُمِلَ إِلَى أَهْلِهِ جَرِيحًا فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لِأُخْتِهِ سَلِيهِ حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ أَوْ غَضَبًا لَهُمْ أَمْ غَضَبًا لِلَّهِ فَقَالَ بَلْ غَضَبًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَا صَلَّى لِلَّهِ صَلَاةً.

তরজমা ---

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে নিজকে বিক্রি করে দেয়

২৫৩৬। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির বিষয়ে বিস্ময়বোধ করবেন, যে আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করতে গিয়ে সঙ্গী-সাথীসহ পরাজিত হয়ে আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কে নিজ কর্তব্য উপলব্ধি করে; তারপর কাফিরদের সঙ্গে মনে প্রাণে যুদ্ধ করার জন্য ফিরে আসে ও নিজের রক্ত বয়ে দিয়ে শহীদ হয়। তখন আল্লাহ্ ফিরিশ্‌তাদেরকে সম্বোধন করে বলে থাকেন, তোমরা আমার এ বান্দার প্রতি দেখ সে আমার নিকট হতে সাওয়াব পাওয়ার আশায় এবং আমার আযাবের ভয়ে ফিরে এসে নিজের রক্ত দিয়েছে।

যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ করে অকুস্থলে আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করে শহীদ হয়।

২৫৩৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। আম্‌র ইব্‌ন আকইয়াশ (রা.) এর জাহিলী যুগে একটি ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। (ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ঘাটি হিসাবে লালন-পালন করত।) সে কারণে সে ইসলাম গ্রহণ করা পছন্দ করতনা, যে পর্যন্ত তা ধ্বংস না হয়। তারপর উহুদের যুদ্ধের দিন সে এসে জিজ্ঞাসা করল, আমার চাচাত ভাইগণ কোথায়? লোকজন উত্তর দিল, তারা উহুদের যুদ্ধে গিয়েছে। জিজ্ঞাসা করল অমুক কোথায়? লোকজন উত্তর দিল-উহুদে, সে বলল, অমুক কোথায়? লোকজন উত্তর দিল, সকলেই উহুদের যুদ্ধে গিয়েছে। তখন সে তার যুদ্ধের বস্ত্র ও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে তাদের অভিমুখে যাত্রা করল। যখন মুসলমানের তাকে দেখতে পেল, তারা বলে উঠল, হে আম্‌র! তুমি কি তোমার দিকে থাকবে না আমাদের পক্ষে লড়াই করবে? সে বলল, আমি সবেমাত্র ঈমান এনেছি। তারপর সে কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। যুদ্ধ করতে করতে সে আহত হয়ে পড়ল। আর তাকে আহত অবস্থায় তার পরিবারের নিকট নেয়া হল। তখন সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা.) তার নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তার বোনকে বললেন, তুমি তোমার ভাইকে জিজ্ঞাসা কর, সে কি তোমাদের গোত্রীয় টানে যুদ্ধ করেছে না তাদের প্রতি বিরাগভাজন হয়ে যুদ্ধ করেছে, না আল্লাহ্‌র গযবের ভয়ে যুদ্ধ করেছে? তখন সে নিজেই বলে উঠল, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের গযবের ভয়ে। তারপর সে মারা গেল এবং জান্নাতে প্রবেশ করল এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে একবেলা নামাযও পড়তে হলনা

باب في الرجل يموت بسلاحه

٢٥٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَحْمَدُ: كَذَا قَالَ: هُوَ يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ. وَعَنْبَسَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ. جَمِيعًا عَنْ يُونُسَ. قَالَ أَحْمَدُ. وَالصَّوَابُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ. لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالاً شَدِيدًا. فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ. فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذٰلِكَ: وَشَكُّوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ. فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذٰلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا. فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ.

٢٥٣٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سَلَّامٍ. عَنْ أَبِيهِ. عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ. عَنْ رَجُلٍ. مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَغَرْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ. فَأَخْطَأَهُ وَأَصَابَ نَفْسَهُ بِالسَّيْفِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخُوكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ. فَلَفَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ. أَشَهِيدٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ.

তরজমা ---

যে নিজের অস্ত্রের আঘাতে মারা যায়

২৫৩৮. হযরত সালামা ইব্‌নুল আকওয়া' (রা.) বলেছেন, খায়বার যুদ্ধের দিনে আমার ভাই দারুণভাবে যুদ্ধ করলেন। ঘটনাক্রমে তাঁর নিজের তরবারি ফিরে এসে তাঁর নিজের গায়ে আঘাত হানল। এতে তিনি মারা গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ তার এহেন মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে আপত্তি করলেন, এক ব্যক্তি নিজের অস্ত্রের আঘাতে মারা গেছেন, (তিনি বোধ হয় শহীদ হন নি) এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সে মুজাহিদ হিসাবে জিহাদ করতে করতে মারা গেছে। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী ইব্‌ন শিহাব (রহ.) বলেন,এপর আমি সালামা ইবনুল আকওয়া' রা.-এর এক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার পিতা হতে অনুরূপ বর্ণনা করলেন, তদুপরি তিনি অতিরিক্ত কিছু কথা বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তারা ভুল করেছে। আসলে সালামা মুজাহিদ হিসাবে জিহাদ করতে করতে মৃত্যুবণ করেছে। সে দ্বিগুণ পূণ্যের অধিকারী হয়েছে।

২৫৩৯। হযরত মু'আবিয়া ইবন আবূ সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের কোন এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা জুহায়না বংশের এক গোত্রের উপর অতর্কিতো আক্রমন চালালাম। তখন মুসলমানদের এক ব্যক্তি কাফিরদের এক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে তার উপর তরবারির আঘাত হানে। সে তরবারির আঘাত ভুলক্রমে কাফিরকে অতিক্রম করে তার নিজের গায়েই পতিত হল এবং তিনি ভীষণভাবে আহত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে মুসলমানের দল! তোমাদের ভাই কোথায়, তার খবর লও। লোকজন তাঁর দিকে দৌড়ে গিয়ে দেখতে পেল যে, তিনি মারা গেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃতদেহ তারই রক্তাক্ত কাপড়ে জড়িয়ে নিলেন এবং জানাযার নামায পড়ে তাকে দাফন করলেন। এরপর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি কি শহীদ হয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে শহীদ হয়েছে, আর আমি এর সাক্ষী।

باب الدعاء عند اللقاء

٢٥٤٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ مُوسَى وَحَدَّثَنِي رِزْقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَوَقْتَ الْمَطَرِ

باب فيمن سال الله تعالى الشهادة

٢٥٤١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو مَرْوَانَ وَابْنُ الْمُصَفَّى قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ. عَنْ أَبِيهِ. يَرُدُّ إِلَى مَكْحُولٍ. إِلَى مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ. أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ. أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. وَمَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا. ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ. فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى مِنْ هُنَا: وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ. أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً. فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ. لَوْنُهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ. وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشُّهَدَاءِ.

তরজমা --

শত্রুর মোকাবিলার সময় দু'আ করা

২৫৪০। হযরত সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'সময়ের দু'আ (কবুল না হয়ে) ফেরত আসেনা। ১. আযানের সময়ের দু'আ, ২. জিহাদের সময়ের দু'আ, যখন একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। অত্র হাদীসের মধ্যবর্তী রাবী মূসা অপর সনদে উক্ত সাহাবী হতে এ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বৃষ্টির সময় দু'আ কবুল হয়

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের কাছে শাহাদাত কামনা করেন

২৫৪১। হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি উটের দু'বেলা দুধ দোহনের মধ্যবর্তী ফাঁকের সময়টুকুও যুদ্ধে ব্যয় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়। আর যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর নিকট নিজের জান কুরবান করার দুআ করে, তারপর সে ঘরেই মারা যায় বা নিহত হয় তার জন্য একজন শহীদের পুণ্য অবধারিত। ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা বর্ণিত অত্র হাদীসে এরপর আরও অধিক বলা হয়েছে যে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে গিয়ে শত্রুর আঘাতে আহত হল অথবা অন্য কোন দুর্ঘটনার শিকার হল, তবে কিয়ামতের দিন উক্ত ক্ষতস্থান যাফরানের রং-এর মত উজ্জ্বল রং ধারণ করবে এবং তথা হতে মিশ্‌ক আম্বরের সুগন্ধ ছড়াতে থাকবে আর জিহাদরত অবস্থায় যার শরীরে ফোঁড়া, পাঁচড়া ইত্যাদি দেখা দেয় তার শরীরের শহীদদের মহর অংকিত হবে

তাশরীহ --

قوله مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

فواق ناقة এর ব্যাপারে দু'ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা (১) ما بين الحلبتين অর্থাৎ উটনীর দুধ দ্বিতীয়বার দোহন করার মধমর্তী সময়। যখন উটনীর দুধ দোহন করা হয় এবং প্রথমবার দোহন করা শেষ হয়, তখন দ্বিতীয়বার দোহন করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার বকরি-ছানার মুখ মায়ের স্তনে লাগানো হয়। যেন অবশিষ্ট দুধও দোহন করার জন্য স্তনে চলে আসে। এ প্রথম ও দ্বিতীয়বারের মাধ্যবর্তী সময়কে فواق বলে। (২) দুধ দোহনকারী উট-বকরির স্তণ দাবিয়ে বিদ্যমান দুধকে বের করে আনে, তখন সে যথারীতি হাতর মুষ্টি খোলে এবং ধরে এভাবে বার বার করে যেন অবশিষ্ট দুধও স্তনে চলে আসে। এই হাতের মুষ্টি খোলা ও ধরার মাঝের মুহূর্তকে فواق বলে।

باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها

٢٠٤٢- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ. عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ. ح وحَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. جَمِيعًا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ. عَنْ نَصْرٍ الْكِنَانِيِّ. عَنْ رَجُلٍ. وَقَالَ: أَبُو تَوْبَةَ. عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ. عَنْ شَيْخٍ. مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ. عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ. وَهٰذَا لَفْظُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ تَقُصُّوا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ. وَلاَ مَعَارِفَهَا. وَلاَ أَذْنَابَهَا. فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا. وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا. وَنَوَاصِيَهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ.

باب فيما يستحب من ألوان الخيل

٢٠٤٣- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالْقَانِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الأَنْصَارِيُّ. حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ. عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ. وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ. أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ

তরজমা ---

পশম ও লেজকাটা ঠিক নহে

২৫৪২। উত্‌বা ইব্‌ন আব্‌দ আস-সুলামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তোমরা ঘোড়ার কপালের পশম কাটবে না, ঘাড়ের পশম কাটবে না এবং লেজের পশমও না। কারণ, এর লেজ হল মশা-মাছি বিতাড়নের হাতিয়ার, আর ঘাড়ের পশম শীতের কাপড় স্বরূপ এবং কপালের পশম সৌভাগ্যের প্রতীক।

ঘোড়ার যে সব রং প্রিয়

২৫৪৩। হযরত আবূ ওহাব আল্-জুশামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ঘোড়া কেনার সময় কপাল সাদা, লাল- মিশ্রিত উজ্জ্বল রং-এর অথবা পা সাদা, উজ্জ্বল লাল রং-এর অথবা শরীর কাল ও কপাল ও পায়ে সাদা চিত্রা রং-এর ঘোড়া বেছে নিও।

তাশরীহ ---

قوله فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا. وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا. وَنَوَاصِيَهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ.

এখানে ঘোড়া বলতে ওই ঘোড়া উদ্দেশ্য যাকে জিহাদের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য হাদীসের সঙ্গে انما الشوم فى ثلاثة فى الفرس والدار والمراة এর কোনো বিরোধ নেই। কারণ, এর দ্বারা এমন ঘোড়া উদ্দেশ্য, যাকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করা হয় নি।

قوله حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ. عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ. وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ

অন্য সনদে রয়েছে حدثنى عقيل قال قال رسول الله এ দুই সনেরদরে পার্থক্য হল, প্রথম সনদে আবূ ওয়াহহাব আল জাশমী রয়েছেন। তিনি ছিলেন সাহাবী আর দ্বিতীয় সনদে আবূ ওয়াহহাব দ্বারা উদ্দেশ্য আবূ ওয়াহহাব আল কালামী; তিনি ছিলেন একজন তাবেঈ। সুতরাং প্রথম বর্ণনাটি মুসনাদ এবং দ্বিতীয় বর্ণনাটি মুরসাল।

قوله عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ. أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ

এহাদীসে তিন ধরনের ঘোড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো ব্যবহারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎসাহ প্রদান করেছেন। যথা (১) كميت (২) اشقر (৩) ادهم এবং প্রত্যেকটি اغر محجل হওয়ার শর্ত তিনি লাগিয়েছেন। এ বিন্যাসে كميت কে সর্বাগ্রে اشقر কে দ্বিতীয় স্তরে ও ادهم কে তৃতীয় স্তরে রেখেছেন। كميت ওই ঘোড়াকে বলা হয় যা লাল রং বিশিষ্ট এবং অনেকটা কালচে লাল; اشقر নিরেট লাল রঙ বিশিষ্ট ঘোড়াকে বলে আর ادهم বলা হয় কালো রং বিশিষ্ট ঘোড়াকে। اغر ওই ঘোড়াকে বলে, যার কপালে সাদা দাগ রয়েছে। محجل বলা হয়, ابيض القوائم অর্থাৎ যার হাত-পাগুলো গিরা পর্যন্ত সাদা রঙের। এ জাতীয় ঘোড়া উন্নত জাতের ঘোড়া।

٢٥٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِكُلِّ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ كُمَيْتٍ أَغَرَّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ وَسَأَلْتُهُ لِمَ فُضِّلَ الأَشْقَرُ قَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ أَشْقَرَ.

٢٥٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ . عَنْ شَيْبَانَ . عَنْ عِيسَى بْنِ عَلِيٍّ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ جَدِّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُمْنُ الْخَيْلِ فِي شُقْرِهَا.

باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا

٢٥٤٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ . عَنْ أَبِي حَيَّانَ . حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَمِّي الأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا.

باب ما يكره من الخيل

٢٥٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . عَنْ سَلْمٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . عَنْ أَبِي زُرْعَةَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ وَالشِّكَالُ : يَكُونُ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنٰى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرٰى بَيَاضٌ . أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنٰى وَفِي رِجْلِهِ الْيُسْرٰى. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَيْ مُخَالِفٌ.

তরজমা --

২৫৪৪। হযরত ইব্‌ন ওহাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ঘোড়া নেওয়ার সময় উজ্জ্বল লাল রং-এর অথবা কাল চিত্রা রং-এর ঘোড়া গ্রহণ করবে বাকী অংশ উপরোক্ত হাদীসের মত বর্ণনা করলেন। অত্র হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাজির বলেন, আমি আমার শায়খকে (উস্তাদকে) জিজ্ঞাসা করলাম, লাল রং-এর ঘোড়াকে কেন মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তিনি উত্তর দিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সৈন্য যুদ্ধে পাঠানোর পর দেখলেন, সর্বাগ্রে যুদ্ধে জয়লাভ করেছে যে ব্যক্তি ফিরে এসেছে সে উজ্জল ভাল ঘোড়ার আরোহী।

২৫৪৫। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রং-এর ঘোড়াসমূহে বরকত নিহিত রয়েছে।

মাদী ঘোড়াকে فرس নামে আখ্যায়িত করা যাবে কী ?

২৫৪৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদী ঘোড়াকে فرس নামে আখ্যায়িত করতেন।

ঘোড়ার মধ্যে যা অপছন্দনীয়

২৫৪৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেকাল ঘোড়া অপছন্দ করতেন। শেকাল হল ঐ ঘোড়া যার পেছনের ডান পা ও সামনের বাম পা সাদা অথবা পেছনের বাম পা ও সামনের ডান পা সাদা।

باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم

٢٥٤٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ . عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ . عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ . عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ . قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ . فَقَالَ : اتَّقُوا اللهَ فِي هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ . فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً . وَكُلُوهَا صَالِحَةً.

٢٥٤٩ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ . عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ . قَالَ : أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ . فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا النَّاسِ . وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا . أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ . قَالَ : فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ . فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ . فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ . فَقَالَ : مَنْ رَبُّ هٰذَا الْجَمَلِ . لِمَنْ هٰذَا الْجَمَلُ ؟ فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : لِي يَا رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ : أَفَلَا تَتَّقِي اللهَ فِي هٰذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا ؟ فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ.

তরজমা ---

পশু-পক্ষীদের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে যে সকল নির্দেশ রয়েছে

২৫৪৮। হযরত সাহ্ল ইব্ন হানযালিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার অনাহারে পেট ও পিঠ একত্র হয়ে গিয়েছিল। তা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এসকল বোবা পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। এদেরকে দানাপানি দিয়ে সুস্থ্য সবল রাখ ও সুস্থ্য সবল পশুর পিঠে চড় এবং খাওয়ার সময়ও সুস্থ সবল প্রাণীর গোশ্ত খাও।

২৫৪৯। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর খচ্চরের পিঠে তাঁর পেছনে বসালেন। তারপর তিনি আমাকে গোপনে একটি কথা বললেন,এবং তিনি বললেন কাউকেও বলবে না। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরনের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'টি স্থান খুবই পছন্দনীয় ছিল, ১. কোন উঁচু স্থান ২. গাছের ঝাড়। একবার তিনি একজন আনসারীর বাগানে প্রবেশ করলেন। তখন হঠাৎ একটি উট দেখা গেল। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হিঁ হিঁ শব্দে আওয়ায করে কাঁদতে লাগল। তার দু'চোখ হতে অশ্রুধারা বইতে লাগল। নবী করীম ﷺ তার কাছে গেলেন ও তার মাথার পেছন দিকে হাত রেখে দু'কানের গোড়া পর্যন্ত মুছে দিলেন। তাতে সে চুপ করে গেল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ উটটি কার? এর মালিক কে? আনসার সম্প্রদায়ের এক যুবক বের হয়ে এসে উত্তর দিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আমার উট। মহানবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্ যে তোমাকে এ চতুষ্পদ জন্তুটির মালিক করেছেন, তুমি কি এর তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করোনা? সে আমার নিকট তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, তুমি তাকে অভুক্ত রাখ এবং তাকে কষ্ট দাও।

তাশরীহ ---

قوله من القيام على الدواب والبهائم

এই বিশ্বচরাচরে মূলত প্রতিটি প্রাণীরই ন্যূনতম অধিকার রয়েছে। এসব অধিকার মানুষ তখনই ক্ষুণ্ন করে যখন তার অন্তরে তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি না থাকে। এসব জন্তু বাকশক্তিহীন হওয়ার কারণে যদিও এ পৃথিবীতে সাধারণভাবে আমাদের বোধগম্য কথা বলতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পরকালে অর্থাৎ কিয়ামতের ময়দানে যখন তাদেরকে বাকশক্তি দিবেন, তখন তার সঙ্গে প্রতিটি আচরণের হিসাবই অত্যন্ত সুচারুরূপে দিতে হবে।

٢٥٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ . عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ . فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَنِي فَنَزَلَ الْبِئْرَ . فَمَلأَ خُفَّهُ فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ . حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ . فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ . وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْرًا ؟ فَقَالَ : فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ .

باب في نزول المنازل

٢٥٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ حَمْزَةَ الضَّبِّيِّ . قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لاَ نُسَبِّحُ حَتَّى تُحَلَّ الرِّحَالُ .

باب في تقليد الخيل بالأوتار

٢٥٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ . عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ . فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولاً قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ : لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ . وَلاَ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ قَالَ مَالِكٌ : أُرَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ .

তরজমা

২৫৫০। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক ব্যক্তি পায়ে হেঁটে রাস্তায় চলতে চলতে অধিক পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। সে একটি পানির কূপ পেয়ে তাতে নেমে পানি পান করল। কূপ হতে উঠে এসে দেখতে পেল যে, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার তাড়নায় কাদা মাটি চাটছে। লোকটি ভাবল, নিশ্চয়ই এ কুকুরটির পিপাসা লেগেছে যেমনটি আমার লেগেছিল। সে কূপ থেকে পানি নিয়ে উপরে উঠল, আর কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ্ তা'য়ালা এতে খুশী হলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পশুদের প্রতি সদয় হলেও কি আমাদের সওয়াব হবে? তিনি উত্তর করলেন, প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীকে পানি পান করানোর মধ্যে সাওয়াব রয়েছে।

গন্তব্যে পৌঁছার পর করণীয়

২৫৫১। হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন,আমরা দুপুরের সময় যখন কোন মনযিলে বিশ্রাম নেয়ার জন্য ঘোড়া বা উটের পৃষ্ঠ হতে নামতাম, তখন এর পিঠ হতে মালপত্র ও গদি অপসারণ করে ভারবাহী পশুকে আরাম দানের পূর্বে নিজেরা কোন নামায পড়তাম না।

ধনুকের তার দিয়ে ঘোড়ার গলায় মালা বাঁধা

২৫৫২। হযরত আব্বাদ ইবন তামীম (রহ.) হতে বর্ণিত। আবূ বিশর আল-আনসারী (রা.) তাকে হাদীস বর্ণন করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়িদ ইবন হারিসা (রা.)-কে এ মর্মে একজন দূত হিসাবে পাঠালেন অত্র হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ বাকর বলেন, আমার মনে হয় যে, আমাদের শায়খ বলেছেন, লোকজন যার যার ঘরে ছিল। তাদের উটের গলায় ধনুকের তারের কিলাদা (গলাবন্ধ) ছিল: যেন তিনি তা কেটে দেন। এ মর্মে সকল গলাবন্ধ কেটে দেওয়া হয়েছে। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী মালিক বলেন, আমার ধারণা যে, বদ নযর হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যই ঐরূপ কিলাদা পশুর গলায় ব্যবহার করা হত।

باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها

٢٥٥٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالَقَانِيُّ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ . حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ شَبِيبٍ . عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ . وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا أَوْ قَالَ : أَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ .

باب في تعليق الأجراس

٢٥٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا يَحْيَى . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . عَنْ نَافِعٍ . عَنْ سَالِمٍ . عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ . عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رِفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ .

٢٥٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رِفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ .

٢٥٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أُوَيْسٍ . حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ . عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي الْجَرَسِ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ .

তরজমা --

ঘোড়ার প্রতিপালন ও হেফাজত যত্নবান হওয়া

২৫৫৩। হযরত আবূ ওহাব আল্-জুশামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ঘোড়া প্রতিপালন কর। আর এর কপালের পশম ও ঘাড়ের পশম যত্নসহ মুছে দিও এবং এর গলায় নিদর্শনের মালা (কিলাদা) পরাইও। কিন্তু (অন্ধ যুগের বদ রসমী) ধনুক তারের কবজ পরাইওনা। (যা বদ নযর হতে বাঁচার আশায় পরানো হত)।

পশুদের গলায় ঘন্টা ঝুলানো

২৫৫৪। হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (রহমতের) ফিরিশ্তাগণ ঐ সকল পথিক দলের সঙ্গে থাকেন না যাদের পশুর গলায় ঘন্টা রয়েছে।

২৫৫৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (রহমতের) ফিরিশ্তাগণ সে পথিক দলের সহগামী হন না যাদের মধ্যে ঘন্টা অথবা কুকুর থাকে।

২৫৫৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘন্টার মধ্যে শয়তানের নাচন-কাঠি রয়েছে।

তাশরীহ --

قوله : لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رِفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ

ফিরিশতাগণ ঐ সকল পথিক দলের সঙ্গে থাকেন না যাদের পশুর গলায় ঘন্টা রয়েছে। এখানে ফেরেশতা দ্বারা ওই ফিরিশতা উদ্দেশ্য, যারা নিরাপত্তা ও নেক-বদ লেখার কাজে নিয়োজিত নয়। আর জানোয়ারের গলাতে ঘন্টাধ্বনি বেঁধে দেওয়া কয়েক কারণে নিষেধ। যথা (১) এর আওয়াজ অনেকটা বাদ্যযন্ত্রের মতো। (২) এর ধ্বনি অনেকটা শয়তানের বাজনার মতো, যা খুবই শ্রুতিকটু। (৩) এর দ্বারা কাফেলার আগমনের বিষয়টি সহজেই টের পাওয়া যায়, যার কারণে শত্রুবাহিনী সতর্ক হওয়ার সুযোগ পায়। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের সফরগুলোতে শত্রুবাহিনীকে অসতর্কাবস্থায় রেখেই নিজ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে চাইতেন।

باب في ركوب الجلالة

২৫৫৭- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الْجَلاَّلَةِ.

২৫৫৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِي الإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا.

باب في الرجل يسمي دابته

২৫৫৯- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ. عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ. عَنْ مُعَاذٍ. قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ.

باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي

২৫৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ. حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ. عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى خَيْلَنَا خَيْلَ اللهِ إِذَا فَزِعْنَا. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا فَزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ. وَإِذَا قَاتَلْنَا.

তরজমা --

পায়খানাখোর পশুর পিঠে আরোহণ

২৫৫৭। হযরত ইব্ন উমার রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পায়খানাখোর উটের পিঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে

২৫৫৮। হযরত ইব্ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের মধ্যে পায়খানাখোর উট ক্রয় করতে এবং এর পিঠে আরোহণ করতে বারন করেছেন।

যে ব্যক্তি তার পশুর নাম রাখে

২৫৫৯। হযরত মু'আয (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে একটি গাধার পিঠে আরোহণ করেছিলাম যাকে উফায়র বলা হত।

"হে আল্লাহ্র ঘোড়সাওয়ার! ঘোড়ায় চড়" বলে যুদ্ধ যাত্রার ডাক দেওয়া

২৫৬০। হযরত সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘোড়াকে শত্রু ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার সময়ে "আল্লাহ্র ঘোড়া" নামে আখ্যায়িত করেছেন আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যখন আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হতাম তখন একজোট হয়ে ধৈর্যের সাথে শান্ত ও অটল থাকার নির্দেশ দিতেন।

তাশরীহ --

قوله باب في ركوب الجلالة

جلالة সাধারণত ওই জন্তু কে বলা হয়, যে জন্তু ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি ভক্ষণ করে। যে জন্তু অধিকাংশ সময় নাপাক ভক্ষণ করে। এমনকি তার দুধ, ঘাম ও গোশত থেকেও নাপাকির উৎকট গন্ধ বের হয় এ ধরনের জন্তুর উপর আরোহন করা ও এর গোশত ভক্ষণ করা হারাম। আর যদি গোশত ইত্যাদি থেকে অপবিত্র দুর্গন্ধ বের না হয় এবং ময়লা-আবর্জনা তার অধিকাংশ সময়ের খাবারও না হয় বরং মাঝে মাঝে হয়ত খায়, তাহলে এ জাতীয় জন্তুকে جلالة বলা হবে না। এ জন্তু খাওয়া ও এর উপর আরোহন করা জায়েয হবে।

باب النهي عن لعن البهيمة

٢٥٦١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . عَنْ أَيُّوبَ . عَنْ أَبِي قِلَابَةَ . عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ . عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً . فَقَالَ : مَا هٰذِهِ ؟ قَالُوا : هٰذِهِ فُلَانَةُ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ضَعُوا عَنْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ فَوَضَعُوا عَنْهَا قَالَ عِمْرَانُ : فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ .

باب في التحريش بين البهائم

٢٥٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ . عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ . عَنِ الْأَعْمَشِ . عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ .

باب في وسم الدواب

٢٥٦٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخٍ لِي حِينَ وُلِدَ لِيُحَنِّكَهُ . فَإِذَا هُوَ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا أَحْسَبُهُ قَالَ : فِي آذَانِهَا

তরজমা ---

পশুকে অভিশাপ দেওয়া বারন

২৫৬১। হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে যেতে যেতে পথিমধ্যে কাউকে অভিশাপ দিতে শোনেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এ অভিশাপ? লোকজন উত্তর করলেন,এক রমনী তার ভারবাহী পশুকে অভিশাপ দিচ্ছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা এর পিঠ হতে তাকে তার মালপত্রসহ নামিয়ে ফেল যেন সে চড়তেই না পারে। কারণ তার পশুটি ত অভিশপ্ত প্রাণী। লোকজন তাকে নামিয়ে ফেলল। ইমরান (অত্র হাদীসের রাবী) বলেন, আমি যেন এখনও উক্ত পশুটিকে দেখতে পাচ্ছি যে, তা একটি সাদা-কালো মিশ্রিত উটনী ছিল।

পশুদের মধ্যে লড়াই লাগানো

২৫৬২। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুদের মধ্যে লড়াই লাগাতে বারন করেছেন।

পশুর গায়ে দাগ দেয়া

২৫৬৩। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আমার একটি নবজাত ভাইকে নিয়ে 'তাহনীক' (মুখের ভেতর নবীজীর পবিত্র থুথু দিয়ে পবিত্রকরণ) করার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেলাম, তিনি ঐ সময় ছাগল বাঁধার ঘরে গিয়ে ছাগলের সম্ভবতঃ কানে দাগ লাগাচ্ছেন।

তাশরীহ ---

قوله باب في وسم الدواب

শাফেঈ মাযহবের অধিকাংশ আলেমের মতে যাকাত ও জিযিয়ার উট বা বকরির গায়ে দাগ দেওয়া মুসতাহাব। তবে চেহারার মধ্যে দাগ দিতে পারবে না। কেননা চেহারার মধ্যে দাগ দেওয়া সকলের মতেই না জায়েয।

হানাফিদের মতে চেহারা ছাড়া অন্য স্থানে দাগ দেওয়া মুবাহ। সুতরাং জুমহূর ও হানাফিদের মাযহাবে এ ব্যাপারে অভিন্ন বড়জোর এতটুকু বলা যাবে যে জুমহূর মুসতাহাব বলেছেন আর হানাফিরা বলেছেন মুবাহ।

সব মানুষের চেহারায় দাগ দেওয়া সকলের মতেই হারাম আর চেহারা ছাড়া অন্য স্থানে মাকরূহ

باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه

٢٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ . فَقَالَ أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا؟ فَنَهَى عَنْ ذٰلِكَ

باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل

٢٥٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا . فَقَالَ عَلِيٌّ لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هٰذِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

তরজমা ---

মুখমণ্ডলে দাগ লাগানো এবং আঘাত করা বারন

২৫৬৪। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দিয়ে মুখমণ্ডলে পোড়া দাগ দেওয়া একটি গাধা অতিক্রম করার সময় তিনি বলে উঠলেন, তোমাদের নিকট কি এ খবর পৌছায়নি যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছি যে পশুর মুখমণ্ডলে পোড়া লোহা দ্বারা দাগ লাগায় বা এর মুখের উপর আঘাত করে। এ বলে তিনি তা বারন করলেন।

গাধায়-ঘোড়ায় পাল লাগানো ঠিক নহে

২৫৬৫। হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একটি খচ্চর হাদীয়াস্বরূপ দেয়া হয়েছিল। তিনি এর উপর চড়ে ছিলেন। তখন আলী (রা.) বললেন, আমরা যদি গাধার সাথে ঘোড়ার পাল দিতাম, তবে এহেন খচ্চর পেতে পারতাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা ভাল মন্দের স্বাভাবিক জ্ঞান রাখেনা, তারাই তা করে থাকে।

তাশরীহ ---

قوله باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل

গাধা দ্বারা ঘোড়াকে সঙ্গম করানোকে ফুকাহায়ে কেরাম জায়েয লিখেছেন। জুমহূর ও ইমাম চতুষ্টয়ের মাযহাবও এটাই। অবশ্য উমর ইবনে আবদুল আযীয ও আমের শা'বী প্রমুখ এটাকে মাকরূহ বলেছেন। জায়েযের পক্ষে দলীল হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে খচ্চরে আরোহন করার বিষয়ট প্রমাণিত। তা ছাড়া এটাকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামতের স্থানে উল্লেখ করেছেন। والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة

তবে কথা হল, উপর্যুক্ত হাদীসে খচ্চরের ব্যাপারটিকে যে মূর্খতা বলেছেন, এর দ্বারা তা না জায়েয বলে প্রমাণিত হয়না বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঘোড়ার প্রজনন অধিকহারে বৃদ্ধি করার পতি মানুষকে উৎসাহিত করা।

قوله إِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

এর মর্মার্থ হল যারা ঘোড়ার প্রজনন অধিকহারে বৃদ্ধি করার সাওয়াব সম্পর্কে জানে না, তারা এমনটি করে।

আল্লামা ত্বীবী রহ. বলেন: খচ্চরের উপর আরোহণ করা এবং একে সাজসজ্জা হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয। উপকারী জন্তু হিসেবে কুরআন মজীদেও এর বর্ণনা এছেছে। এতৎসত্ত্বেও গাধা-ঘোড়ায় সঙ্গম করানো নাজায়েয হতে পারে। যেমন; কিছু কিছু ফটো রয়েছে, যেগুলে বিছানা-চাদর হিসেবে ব্যবহা করা জায়েয হলেও অঙ্কন করা না জায়েয।

باب في ركوب ثلاثة على دابة

٢٥٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى . أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ . عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ . عَنْ مُوَرِّقٍ يَعْنِي الْعِجْلِيَّ . حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ . قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ اسْتُقْبِلَ بِنَا . فَأَيُّنَا اسْتُقْبِلَ أَوَّلاً جَعَلَهُ أَمَامَهُ . فَاسْتُقْبِلَ بِي فَحَمَلَنِي أَمَامَهُ . ثُمَّ اسْتُقْبِلَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَجَعَلَهُ خَلْفَهُ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ وَإِنَّا لَكَذَلِكَ .

باب في الوقوف على الدابة

٢٥٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ . عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ . عَنْ أَبِي مَرْيَمَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ . فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ . وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ .

তরজমা ---

এক পশুর উপর তিনজন আরোহণ করা

২৫৬৬। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফর হতে ফেরার সময় মদীনার নিকটবর্তী হতেন, তখন আমাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাতেন। আমাদের মধ্যে যাকেই সর্বাগ্রে সম্মুখে পেতেন তাকে তাঁর সামনে সাওয়ারীতে উঠিয়ে নিতেন। একদিন আমাকে সর্বাগ্রে সম্মুখে পেয়ে তাঁর সামনে বসালেন। তারপর হাসান (রাযি.) বা হুসাইন (রাযি.)-কে স্বাগতম জানিয়ে তাঁর পেছনে বসালেন। তারপর এরূপ এক পশুর উপর তিনজন আরোহী অবস্থায় আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম।

সাওয়ারী পশুর উপর অবস্থান করা

২৫৬৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের ভারবাহী পশুর পিঠে মিম্বার বানিয়ে বসে থাকা পরিত্যাগ করবে অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে এর পিঠে বসে থাকবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চিতরূপে তাদেরকে তোমাদের আনুগত্যে বাধ্য করে দিয়েছেন যেন, যেখানে তোমরা জান হালাকী কষ্ট না করে পৌঁছতে পারতেনা সেখানে তারা তোমাদেরকে পৌঁছে দেয়। আর তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে স্থিতিশীল করে দিয়েছেন। তোমরা এর উপর তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ কর।

তাশরীহ ---

قوله إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ

এ হাদীসে ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবী রহ. বলেন জন্তুর পিঠকে মিম্বর বানানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বিনা প্রয়োজনে তার পিঠের উপর অবস্থান করা। তবে কেউ কেউ বলেন: পশুকে দাঁড় করিয়ে তার পিঠে বসে বসে ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির কথাবার্তা বা চুক্তি সম্পাদন করা উদ্দেশ্য।

মূলত এ হাদীস দ্বা উদ্দেশ্য ল, اعطاء كل ذى حق حقه প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করা। আর প্রতিটি জিনিসের ব্যবহারই তার সৃষ্টিগত প্রকৃতি ও অবস্থা অনুযায়ী হওয়া উচিত। সুতরাং যে জিনিসকে যে বস্তু থেকে তৈরি করা হয়েছে, তাকে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

باب في الجنائب

٢٥٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ . حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَحْيٰى . عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ . قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَكُونُ إِبِلٌ لِلشَّيَاطِينِ . وَبُيُوتٌ لِلشَّيَاطِينِ . فَأَمَّا إِبِلُ الشَّيَاطِينِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِجُنَيْبَاتٍ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَهَا فَلَا يَعْلُو بَعِيرًا مِنْهَا . وَيَمُرُّ بِأَخِيهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلَا يَحْمِلُهُ . وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّيَاطِينِ فَلَمْ أَرَهَا كَانَ سَعِيدٌ يَقُولُ : لَا أُرَاهَا إِلَّا هٰذِهِ الْأَقْفَاصَ الَّتِي يَسْتُرُ النَّاسُ بِالدِّيبَاجِ .

باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق

٢٥٦٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ . عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا . وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّعْرِيسَ فَتَنَكَّبُوا عَنِ الطَّرِيقِ

তরজমা --

আরোহীবিহীন উট

২৫৬৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিছু উট শয়তানের জন্য আর কিছু ঘর শয়তানের জন্য হয়ে থাকে। শয়তানের উট হল ঐগুলি তুমি বর্তমানে দেখতে পাবে যে, তোমাদের কেউ আরোহীবিহীন উটসমূহ নিয়ে চরাতে বের হয় আর লতাপাতা খাইয়ে একে মোটা তাজা করে তোলে, তবুও কোন উটের পিঠে নিজে চড়ে না। আর তার অপর ভাই পদব্রজে উট চরাতে চরাতে দুর্বল হয়ে পড়লেও তাকে কোন উটের পিঠে চড়তে দেয়না। আর শয়তানের ঘর তা আমি দেখি নাই। সাইদ বলেন, শয়তানের ঘর হল উটের পিঠের ঐ গদিসমূহ যা মোটা রেশমী কাপড় দিয়ে লোকেরা ঢেকে রাখে। আমার ধারণা এটিই।

চলার গতি দ্রুতকরণ

২৫৬৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন সবুজ ঘাস বা মাঠ দিয়ে সফর করবে, তখন উটকে তার হক্ দান করবে। আর যখন তোমরা দুর্ভিক্ষ পীড়িত মরুপ্রান্তে সফর করবে তখন ভ্রমণের গতি দ্রুততর করবে। তারপর রাত যাপনের ইচ্ছা করলে পথ হতে সরে পড়বে।

তাশরীহ --

قوله باب في الجنائب

جنائب শব্দটি جنيبة এর বহুবচন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আরোহীশূন্য সজ্জিত ঘোড়া, উট ইত্যাদি। হাদীসে এ জাতীয় জন্তুকে শয়তানের বাহন বলা হয়েছে। কেননা এ জাতীয় জন্তু সাধারণত মানুষ অহংকার, গৌরব ও আত্মগরিমা প্রকাশের জন্য নিজের কাছে রাখে। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় কার্মকাণ্ড তো শয়তানেরই। তাই এ জন্তুকে للشياطين শব্দ দ্বারা নিন্দাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া এ মালিক ইচ্ছা করলে এর উপর তো কোনো অক্ষম বা দুর্বল মুসাফিরকে উঠিয়ে নিতে পারত। কিন্তু সে তা করল না। তাই এ জন্তুকে للشياطين বলা হয়েছে

قوله : وَبُيُوتٌ لِلشَّيَاطِينِ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নেতা ও ভি. আই. পি.দের ওই সকল হাওদা বা পাল্কি, যে গুলোকে তারা মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে খুব সজ্জিত করে রাখে।

٢٥٧٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَ هٰذَا قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ : حَقَّهَا ، وَلاَ تَعْدُوا الْمَنَازِلَ.

باب في الدلجة

٢٥٧١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ ، فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوٰى بِاللَّيْلِ.

باب رب الدابة أحق بصدرها

٢٥٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ بُرَيْدَةَ يَقُولُ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي جَاءَ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ارْكَبْ وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّي إِلاَّ أَنْ تَجْعَلَهُ لِي قَالَ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ فَرَكِبَ

তরজমা --

২৫৭০। হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় "উটকে তার হক প্রদান কর" কথাটির পরে "এবং বিশ্রামাগার অতিক্রম করো না" বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে।

রাতের প্রথমভাগে ভ্রমণ

২৫৭১। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রাতের বেলা ভ্রমণ কর। কারণ রাতে যমীন সংকুচিত হয়ে যায়।

ভারবাহী পশুর মালিক এর পিঠে সামনে বসার অধিক হক্দার

২৫৭২। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ বুরায়দা (রা.) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন পায়ে হেটে চলছিলেন, তখন একজন লোক একটি গাধার পিঠে চড়ে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এ গাধার পিঠে চড়ুন। এটা বলার পর সে একটু পেছনে সরে নবীজীর জন্য সামনে বসার জায়গা করে দিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না আমি এরূপে চড়তে পারিনা। তুমি গাধাটির মালিক হিসাবে এর সামনের দিকে বসার অধিকারী। আমাকে গাধাটির মালিক না বানালে আমি এর সামনের দিকে বসতে পারিনা। লোকটি বলল, আপনাকে এটা দিয়ে দিলাম। তখন তিনি চড়লেন।

তাশরীহ --

قوله وَلاَ تَعْدُوا الْمَنَازِلَ

অর্থাৎ মনজিলগুলো অতিক্রম করে চলে যেও না অর্থৎ সবুজ-শ্যামল ভূমির মনজিলগুলোতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও, যেন জন্তুগুলো নিজেদের ক্ষুধা মিটাতে পারে।

قوله : عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ ، فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوٰى بِاللَّيْلِ

دلجة এটি ادلاج (দাল সাকিন) থেকে ইসমে মাসদার। অর্থ, রাতের প্রথম ভাগে পথ চলা বা রাত্রিকালে পথ চলা বা রাতভর পথ চলা। আর ادّلاج (দালে তাশদীদ) এর অর্থ, রাতের শেষাংশে পথ চলা। আলোচ্য হাদীসের মর্মার্থ হল, মুসাফিরের জন্য শুধু দিনের বেলা না চলে রাতের বেলায়ও পথ চলা উচিত। কারণ, রাত্রিভ্রমণে পথ তাড়াতাড়ি অতিক্রম হয়।

باب في الدابة تعرقب في الحرب

٢٥٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّادٍ . عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هُوَ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنِي أَبِي الَّذِي أَرْضَعَنِي وَهُوَ أَحَدُ بَنِي مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ غَزَاةِ مُؤْتَةَ قَالَ وَاللهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ حِينَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَقَرَهَا . ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هٰذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .

باب في السبق

٢٥٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ . عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ .

তরজমা ---

যুদ্ধক্ষেত্রে পশুর পা কেটে দেওয়া

২৫৭৩। হযরত আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র তাঁর দুধ পিতা হতে বর্ণনা করেন, যিনি মুররা ইব্‌ন আওফ বংশীয় একজন লোক ছিলেন। তিনি সিরিয়ার মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি যে, জা'ফর উক্ত যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে নিজের ঘোড়া হতে নেমে গিয়ে এর পাগুলো গোড়ালীর উপরাংশে নিজ তরবারী দ্বারা কেটে দিয়ে (যাতে শত্রুপক্ষ একে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে না পারে) শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রহ.) বলেন, এ হাদীসটি (বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে) শক্তিশালী নহে।

প্রতিযোগিতা

২৫৭৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উটের দৌড়, ঘোড়ার দৌড় অথবা তীর পরিচালনার প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন প্রতিযোগিতা বৈধ নয়।

তাশরীহ ---

قوله باب في الدابة تعرقب في الحرب

عراقيب শব্দটি عرقوب এর বহুবচন। عرقوب অর্থ, পশুর পায়ের গোড়ালির উপর মোটা রগবিশেষ বা পেশীতন্ত্র। অনেক সময় গাজী যুদ্ধের ময়দানে নিজের জীবন নিয়ে হতাশ হয়ে পরে। শত্রুবাহিনী তাকে চারিদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলে, তখন সে মনে করে আমার মৃত্যুর পর যেন আমার পশুটি দ্বারা শত্রুরা উপকৃত হতে না পারে, তাই সে পশুর গোড়ালির রগগুলো কেটে দেয়।

قوله باب في السبق

خف অর্থাৎ ذي خف শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, উট। অনুরূপভাবে حافر অর্থ ذي حافر শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঘোড়া। মূলত خف বলা হয় জন্তুর এমন ক্ষুরকে, যার মাঝখানে ফাটা থাকে। যেমন উট মহিষ, ছাগল ইত্যাদির ক্ষুর আর حافر বলা হয় এমন ক্ষুরকে, যার মাঝখানে ফাটা থাকে না বরং মিলিত থাকে। যেমন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা ইত্যাদির ক্ষুর। এর পরবর্তী শব্দ হল نصل অর্থাৎ ذي نصل উদ্দেশ্য হল তীরন্দাজি। মূলত نصل অর্থ, তীরের ফলা। অনুরূপভাবে তরবারি, বর্শা ইত্যাদির ফলাকেও نصل বলা হয়। এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হল এ তিনটি জিনিসের মধ্যে প্রতিযোগিতা করা জায়েয আছে। অন্যান্য জিনিসের প্রতিযোগিতা করলে কোনো ফায়দা নেই। এ গুলোতে ফায়দা হল, এর মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ হয়; জিহাদের সময় কাজে আসে। এরূপ জন্তু হল উট, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। উলামায়ে কেরাম হাতিকেও এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। জিহাদর কাজে আসে না, এমন জিনিসের মধ্যে প্রতিযোগিতা করা জায়েয নেই। সুতরাং কবুতর ইত্যাদির মাধ্যমে লড়াই খেলা জায়েয নেই।

٢٥٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ نَافِعٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضُمِّرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ . وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا.

٢٥٧٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَمِّرُ الْخَيْلَ يُسَابِقُ بِهَا

٢٥٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ . وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ.

তরজমা ----------

২৫৭৫। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করতেন। মদীনার বাইরে হাফ্‌ইয়া নামক স্থান হতে সানিয়াতুল বিদা পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত পাঁচ মাইল দূরত্বের মধ্যে। আর সাধারণ প্রশিক্ষণহীন ঘোড়ার মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করতেন সানিয়াতুল বিদা পাহাড় হতে বনী যুরায়ক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত ছয় মাইল দূরত্বের মধ্যে। আর আবদুল্লাহ্ উক্ত দৌড়ে সকলের অগ্রগামী হতেন।

২৫৭৬। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠানের জন্য ঘোড়াসমূহকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিতেন। (প্রশিক্ষণের নিয়ম হল কিছুদিন ভালভাবে খাদ্য দেয়ার মাধ্যমে মোটাতাজা হওয়ার পর আস্তে আস্তে খাদ্য কমিয়ে দুর্বল করার মাধ্যমে ঘোড়াকে সতেজ ও শক্ত করে তোলা)।

২৫৭৭। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিতভাবে ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করতেন এবং সর্বশেষ পঞ্চম বর্ষে পদার্পনকারী ঘোড়াসমূহকে প্রতিযোগিতার জন্য অগ্রাধিকার দিতেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, এ হাদীসটি (বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে) শক্তিশালী নহে।

তাশরীহ ----------

قوله سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضُمِّرَتْ

আল্লামা সুয়ূতী রহ. বলেন, ঘোড়াকে اضمار করার পদ্ধতি ছিল প্রথমে কোনো একটি ঘোড়াকে কিছুদিন বেশি বেশি খাদ্য- খোরাক সরবরাহ করা হত। যখন সে মেটাতাজা হয়ে যেত, তখন ধীরে ধীরে খাদ্যের পরিমাণ কম করা হত। যখন তার আসল খোরাকের পরিমাণে নেমে আসত, তখন ঘোড়াটি একটি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে তার দেহের উপর মোটা কম্বল কিংবা এ জাতীয় কিছু জড়িয়ে দেওয়া হত। তখন তার শরীরের সমস্ত মেদ-রস ইত্যাদি বের হয়ে শুকিয়ে যেত এবং তার শরীরের গোশত কমে যেত; কিন্তু দেহের শক্তি যথারীতি বহাল থাকত। ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিায় এ জাতীয় ঘোড়াকে ব্যবহার করা হত। আরবদের নিকট এ জাতীয় ঘোড়ার মূল্য ছিল অত্যাধিক।

এ হাদীসের ভিত্তিতে যদি কেউ বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিতার বৈধতা প্রমাণ করতে চায়, তবে তা ঠিক হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ছিলেন, তা ছিল জিহাদের প্রশিক্ষণের অংশবিশেষ। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে যা প্রচলিত, তাতে জুয়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অতএব বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিত বৈধ হবে না।

اضمار করার উপকারিতা : ঘোড়া এতে শক্তিশালী হয় এবং তার গোস্ত কমে যায়। ফলে সেটা খুব দ্রুতগামী এবং যুদ্ধের মধ্যে অনেক উপকারী হয়।

قوله إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ

ছানিয়্যাতুল বিদাহ এবং মসজিদে বনী-জুরাইকের মধ্যে এক মাইল বা তৎপরিমাণ দূরত্ব।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, মসজিদকে কিভাবে বনী জুরাইকের দিকে নিসবত করা হয়েছে, অথচ মসজিদ আল্লাহর ঘর?

এর উত্তর হলো, ওই মসজিদকে বনী জুরাইকের প্রতি নিসবত করা হয়েছে تخصيص বা বিশেষত্ব আনার জন্য নয় বরং এখানে বস্তুকে মাকানের দিকে নিসবত করা হয়েছে। বনী জুরাইকের মসজিদের অর্থ হল সমজিদটি বনী জুরাইকের এলাকাতে অবস্থিত। অতএব এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, মসজিদ আল্লাহর ঘর বনী জুরাইকের দিকে কেন নিসবত করা হয়েছে?

قوله يُسَابِقُ بِهَا

প্রতিযোগিতা প্রত্যেক ওই জিনিসের মধ্যে জায়েয আছে, যাতে দুনিয়াবী অথবা পরকালীন কল্যাণ রয়েছে যেমন- ঘোড়দৌড়, উটদৌড় অথবা তীর নিক্ষেপণ প্রতিযেপাগিতা কিংবা এ জাতীয় যা কিছু যুদ্ধ জিহাদের জন্য শক্তি-ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যম হয়। এ ছাড়া শারীরিক ব্যায়াম বা কসরতের প্রতিযোগিতা করা জায়েয।

মোটকথা উপর্যুক্ত সকল বিষয়ে প্রতিযোগিতা জায়েয। শর্ত হল, এ প্রতিযোগিতার দ্বারা অর্থ এবং পুরস্কার গ্রহণ করা যাবে না। অবশ্য যদি অর্থ বা পুরস্কার এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হয়, যে প্রতিযোগিতায় শরীক নয়, যেমন ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধাণের পক্ষ থেকে হল, তা হলে ওই পুরস্কার ও টাকা গ্রহণ করা জায়েয আছে। যদি সে পুরস্কার বা টাকা কোনো একজন প্রতিযোগীর পক্ষ থেকে হয়, যেমন এক পক্ষ বলল, তুমি যদি আমার উপর বিজয়ী হতে পার তা হলে তোমার জন্য আমার উপর এতো টাকা বা এমন জিনিস দেওয়া আবশ্যক, আর যদি আমি তোমার উপর বিজয়ী হতে পারি, তা হলে আমার জন্য তোমার উপর কোনো জিনিস অবশ্যক নয়, এই সুরতও জায়েয আছে। কিন্তু যদি সে পুরস্কার বা টাকা উভয় পক্ষ থেকে হয় তা হলে জায়েয হওয়ার জন্য উভয় জনের সাথে তৃতীয় এক ব্যক্তি থাকা শর্ত। সে এ প্রতিযোগিতায় শরীক হবে এবং ওই তৃতীয় ব্যক্তির বিজয়ী হওয়ার সম্ভবনা থাকতে হবে। এরপর সে বাস্তবেই বিজয়ী হলে এ পুরস্কারটি নিতে পারে। কিন্তু যদি ওই তৃতীয় ব্যক্তির বিজয়ী হওয়া সম্ভবনা না থাকে অথবা তাদের সঙ্গে তৃতীয় কেউ শরীকই হল না, তা হলে এ ধরণের প্রতিযোগতিা জায়েয হবে না বরং তা জুয়া হওয়ার কারনে হারাম হবে।

যে সকল প্রতিযোগিতায় দুনিয়া-আখেরাতের কোনো উপকারিতা নেই, যেমন পাখি ও মানুসের মাঝে প্রতিযোগিতা দেওয়া অথবা কবুতর দিয়ে প্রতিযোগিতা করানো। যদি এ ধরনেরর প্রতিষোগিতা দিয়ে সম্পদ গ্রহণ করে, তা হলে জুয়া হবে। আর যদি টাকা ও সম্পদ ছাড়া এমনিই করে থাকে, তথাপি তা মাকরূহ হবে। কেননা তা বেহুদা ও অনর্থক কাজ।

قوله وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ

قرح শব্দটি قارح এর বহুবচন। অর্থাৎ ওই ঘোড়া, যা চার বছর অতিক্রম করে পঞ্চম বছরে প্রবেশ করেছে। হাদীসের মর্মার্থ হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিতার মধ্যে قارح ঘোড়ার জন্য দৌড়ের দূরত্বসীমা বেশি রেখেছেন। কেননা সে দৌড়ের ব্যাপারে অধিক শক্তিশালী ও ক্ষিপ্র। এতে প্রতীয়মান হয়, জন্তুর অবস্থার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। যে যতটুকু সহ্য করতে পারবে, তার জন্য কর্মও সে পরিমানে নির্ধারণ করতে হবে।

খেলাধুলা জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে মূলনীতি

যদি খেলাধুলার মধ্যে দুনিয়াবী অথবা পরকালীন কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে, যেমন শরীর চর্চামূলক খেলাধূলা, এটা জায়েয আছে। তথাপি তাতে শরীঅতবিরোধী কোনো কাজ না থাকতে হবে। যেমন ছতর খোলা রেখে খেলা, জুয়া গ্রহণ করা। যদি শরীঅতের বিররোধী কোনো কাজ পাওয়া যায় অথবা তাতে কোনো ধরনের উপকারিতা না থাকে, তাহলে এমন ধরণের খেলা জায়েয নেই।

باب في السبق على الرجل

٢٥٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الأَنْطَاكِيُّ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى . أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ . عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . عَنْ أَبِيهِ . وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ . عَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ : فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ . فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ : هٰذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ .

باب في المحلل

٢٥٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ . وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ الْمَعْنَى . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِي وَهُوَ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ . وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ

٢٥٨٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . بِإِسْنَادِ عَبَّادٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو داود : رَوَاهُ مَعْمَرٌ . وَشُعَيْبٌ . وَعَقِيلٌ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهٰذَا أَصَحُّ عِنْدَنَا .

তরজমা ---

পদব্রজে দৌড়ের প্রতিযোগিতা

২৫৭৮। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি এক সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সফরে ছিলেন। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় তাঁর আগে বেড়ে গেলাম (অর্থাৎ জিতে গেলাম) তারপর যখন আমি মোটা স্থুলকার হয়ে গেলাম, তখন পুনরায় তাঁর সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম। তখন তিনি আমার আগে বেড়ে (জিতে) গেলেন। তখন তিনি বললেন, এটা তোমার প্রথমবারে জেতার বদলা।

পদব্রজে দৌড়ের প্রতিযোগিতা

২৫৭৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, ঘোড়-দৌড়ের প্রতিযোগিতারত দু'টি ঘোড়ার মধ্যে যে ব্যক্তি তৃতীয় ঘোড়া প্রবেশ করিয়ে দিবে এমতাবস্থায় যে, সে তার ঘোড়া অগ্রগামী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চত নয় তাহলে তা হারাম বাজিতে গণ্য হবেনা। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় ঘোড়া প্রবেশ করিয়ে দিবে এমতাবস্থায় যে, সে তার ঘোড়া অগ্রগামী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চত, তাহলে তা হারাম বাজিতে গণ্য হবে।

২৫৮০। সাঈদ বিন বশীর হযরত ইমাম যুহ্‌রী (রহ.) হতে হযরত আব্বাদ রহ. হতে উপরোক্ত হাদীস একই অর্থে বর্ণনা করেছেন।

তাশরীহ ---

قوله باب في المحلل

যারা প্রতিযোগিতা লড়ছে তাদের মধ্যে এমন তৃতীয় একটি ঘোড়া ঢুকিয়ে দেওয়া, যার জয়-পরাজয়নিশ্চিত নয়। বরং উভয় সম্ভবনাই আছে, তা হলে এটা জুয়ার মধ্যে শামিল হবে না। পক্ষান্তরে তৃতীয়ঘোড়াটির জয় কিংবা পরাজয় যে কোনো একদিক নিশ্চিত হলে সেটা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

باب في الجلب على الخيل في السباق

٢٥٨١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ . حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ . ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ . عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ . جَمِيعًا عَنِ الْحَسَنِ . عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ : فِي الرِّهَانِ .

٢٥٨٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى . عَنْ سَعِيدٍ . عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : الْجَلَبُ وَالْجَنَبُ فِي الرِّهَانِ .

তরজমা ---

ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় ঘোড়াকে টানা বা তাড়া দেওয়া

২৫৮১। হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসায়েন (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন : তিনি বলেছেন ঃ টানা বা তাড়া দিতে নাই, পাশে ধাক্কা লাগাতে নাই। বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেন, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায়।

২৫৮২। হযরত কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘোড়াকে পেছন থেকে তাড়া দেওয়া আর পার্শ্বে খোঁচা দেওয়া দৌড় প্রতিযোগিতায় নিষিদ্ধ।

তাশরীহ ---

قوله لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ

جلب এর অর্থ হল, التقريب অর্থাৎ নিজের দিকে টেনে আনা। আর جنب-এর অর্থ হল الابعاد و الدفع অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্থান থেকে দূরে সরয়ে দেওয়া। এই جلب এবং حنب এর তিনটি প্রক্রিয়া রয়েছে যথা :

১. এটা যাকাতের মধ্যে হয়। যেমন جلب এর প্রক্রিয়া হল যাকাত উস্‌লকারী ব্যীক্ত শহর থেকে দূরে কোথাও অবস্থান নিয়ে সম্পদশালী ব্যীক্তদেরকে হুকুম করেন, সকলেই যেন নিজ নিজ দায়িত্বে যাকাতের মাল সেখানে পৌঁছিয়ে দেয়। এমনটি করতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। কারণ, এর ফলে (যাকাতদাতার) মালের মালিকদের কষ্ট হয়।

আর এখানে جنب এর প্রক্রিয়া হল যাকাত উসূলকারীর আসার কথা শুনে মালদার ব্যক্তিরা নিজেদের মালকে নির্দিষ্ট স্থান থেকে দূরে কোথাও সরিয়ে নিল যাতে যাকাত উসুলকারী ব্যক্তি সে স্থানে গিয়ে যাকাত উসূল করেন। এমনটি কারতেও হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। কেননা এতে যাকাত উসূলকারী ব্যক্তির কষ্ট হয়।

২. এটা ঘোড়াদৌড়ের মধ্যে হয়। যেমন جلب এর প্রক্রিয়া হল- আরোহী-ব্যক্তি নিজের ঘোড়ার উপর উঠে তাকে হাঁকায় আরে ঘোড়ার দ্রুততা বাড়াতে উত্তেজিত করার জন্য এক বীক্তকে এর প্রিছনে নিয়োগ করে রাখে।

আর حنب এর প্রক্রিয়া হল ঘোড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের কেউ পথিমধ্যে অপর একটি ঘোড়াকে লুকিয়ে রাখে। এরপর যখন প্রথম ঘোড়াটি ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন দ্বিতীয় ঘোড়ায় চড়ে বসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রক্রিয়া দুটিও নিষেধ করেছেন। কেননা তাতে ধোঁকা রয়েছে।

৩. এটা বেচানেকার মধ্যে হয়। যেমন جلب এর প্রক্রিয়া হল, গ্রাম থকে কোনো কাফেলা পণ্য সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল কিন্তু তারা শহরের ভিতরে প্রবেশ করার পূর্বেই শহরের কোনো ব্যক্তি শহর থেকে বের হয়ে গিয়ে তাদের সব পণ্য ক্রয় করে ফেলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করতেও নিষেধ করেছেন। কেননা এতে শহরবাসীর কষ্ট হবে।

আর এখানে حنب এর প্রক্রিয়া হল, শহুরে কোনো ব্যবসায়ী গ্রাম্য কোনো ব্যবসায়ীর নিকট সব মাল বক্রি করে দেয়। এমনটি করতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন কারণ, এতে গ্রামবাসীর কষ্ট হবে।

باب في السيف يحلى

٢٥٨٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ . حَدَّثَنَا قَتَادَةُ . عَنْ أَنَسٍ . قَالَ : كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً.

٢٥٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِي أَبِي . عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ . قَالَ : كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً قَالَ قَتَادَةُ : وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى ذٰلِكَ

٢٥٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ . عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ : كَانَتْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَقْوَى هٰذِهِ الأَحَادِيثِ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ . وَالْبَاقِيَةُ ضِعَافٌ.

باب في النبل يدخل به المسجد

٢٥٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا اللَّيْثُ . عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ . عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لاَ يَمُرَّ بِهَا إِلاَّ وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا.

٢٥٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . عَنْ بُرَيْدٍ . عَنْ أَبِي بُرْدَةَ . عَنْ أَبِي مُوسَى . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا . أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَوْ قَالَ : فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ . أَوْ قَالَ : فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ تُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

তরজমা ---

তরবারী অলংকৃত হয়

২৫৮৩। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরবারীর বাঁট রৌপ্য খচিত ছিল।

২৫৮৪। হযরত সাঈদ ইব্‌ন আবুল হাসান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরবারীর বাট রৌপ্য নির্মিত ছিল। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী কাতাদা বলেন, এ হাদীসের বর্ণনায় সাঈদ ইব্‌ন আবুল হাসানের কেউ সমর্থন করেছেন বলে আমার জানা নেই।

২৫৮৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তীরসহ মসজিদে প্রবেশ

২৫৮৬। হযরত জাবির (রা.) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মসজিদের মধ্যে তীর বিতরণ করছিল, সে যেন লোকজনের মধ্য দিয়ে চলার সময় তীরের অগ্রভাগ ধরে রাখে (যাতে কারো গায়ে না লাগে)।

২৫৮৭। হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ আমাদের মসজিদে অথবা বাজারে যায় এমতাবস্থায় যে, তার সঙ্গে ধারালো তীর থাকে, তবে যেন সে তার তীরের অগ্রভাগ সংযত রাখে অথবা ধরে রাখে। অথবা তিনি বলেছেন, তার হাতের তালু দিয়ে তার তীরের অগ্রভাগ ধরে রাখা উচিত যাতে কোন মুসলমানের গায়ে না লাগে।

باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا

٢٥٨٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً.

باب في النهي أن يقد السير بين إصبعين

٢٥٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ

باب في لبس الدروع

٢٥٩٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنِّي سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ يَذْكُرُ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ، أَوْ لَبِسَ دِرْعَيْنِ.

باب في الرايات والألوية

٢٥٩١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِيَ؟ فَقَالَ: كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ.

তরজমা ---

খোলা তরবারী লেনদেন নিষিদ্ধ

২৫৮৮। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোলা তরবারী দেয়া-নেয়া নিষেধ করেছেন। (অর্থাৎ খোলা তরবারী দেখতেই ভয়ের সঞ্চার হয়। কাউকেও প্রহারের ভয় দেখানো নিষিদ্ধ। সে জন্য উন্মুক্ত তরবারীর দেয়া-নেয়াও নিষিদ্ধ)।

দু'অঙ্গুলীর মধ্যবর্তী চামড়া কাটা নিষেধ

২৫৮৯। হযরত সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'অঙ্গুলীর মধ্যবর্তী চামড়া কাটতে নিষেধ করেছেন। (অর্থাৎ সাধারণতঃ চামড়ার খাপের মধ্যে তরবারী রাখা হয়; কেউ কেউ সহজে খাপ হতে তরবারী বের করার সুবিধার্থে দু'আঙ্গুল প্রবেশ করানোর জন্য এর মধ্যমর্তী চামড়া কেটে বা ছিদ্র করে নেয়। এতে তরবারী উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে)।

লৌহবর্ম পরিধান করা

২৫৯০। হযরত সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধের দিনে একটির উপর আর একটি করে দু'টি লৌহবর্ম পরে সকলের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

পতাকা ও নিশান

২৫৯১। হযরত মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিমের খাদেম ইউনুস ইব্ন উবায়দ বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিম একবার বারা ইব্ন আযিব (রা.)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানার জন্য যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পতাকা কেমন ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তাঁর পতাকা ছিল কালো চর্তুকোণ বিশিষ্ট মোটা পশমী কাপড়ের সাদা ডোরাদার, যা চিতাবাঘের চামড়ার মত ডোরাদার মনে হত।

٢٥٩٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ وَهُوَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ . حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ . عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ . يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ لِوَاؤُهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ أَبْيَضَ .

٢٥٩٣ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ . حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ الشَّعِيرِيُّ . عَنْ شُعْبَةَ . عَنْ سِمَاكٍ . عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ . عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قَالَ : رَأَيْتُ رَايَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفْرَاءَ .

باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة

٢٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ . حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ . حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ الْفَزَارِيِّ . عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ . أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ . يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ . فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ أَخُو عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ .

باب في الرجل ينادي بالشعار

٢٥٩٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . عَنِ الْحَجَّاجِ . عَنْ قَتَادَةَ . عَنِ الْحَسَنِ . عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ عَبْدَ اللهِ . وَشِعَارُ الأَنْصَارِ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ .

٢٥٩٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ . عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ . عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ شِعَارُنَا : أَمِتْ أَمِتْ .

তরজমা ---

২৫৯২। হযরত জাবির (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঝাণ্ডা সম্পর্কে বলেন, মক্কা বিজয়ের দিনে মক্কা প্রবেশের সময় তাঁর ঝাণ্ডা ছিল সাদা।

২৫৯৩। হযরত সিমাক (রহ.) তাঁর বংশের একজন হতে ও তিনি অপর একব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পতাকায় হলুদ রং দেখতে পেয়েছি।

অক্ষম ঘোড়া ও দুর্বল নারী-পুরুষদের সাহায্য দান

২৫৯৪। হযরত আবূ দারদা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমরা অক্ষম, বৃদ্ধ ও নারীদেরকে তালাশ করে আমার নিকট উপস্থিত কর। (আমি তাদেরকে সাহায্য দিয়ে উপকৃত হই)। জেনে রাখ যে, নিঃসন্দেহে তোমাদের অক্ষম ও অচলদের বরকতেই তোমাদের প্রতি রিযক ও সাহায্য পৌঁছে থাকে বা তোমাদেরকে খাদ্য ও সাহায্য দেয়া হয়ে থাকে।

যুদ্ধের সংকেত হিসাবে লোক বিশেষের নাম ব্যবহার

২৫৯৫। হযরত সামুরা ইবন জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজিরদের জন্য (যুদ্ধের সময়) সাংকেতিক শব্দ ছিল আবদুল্লাহ আর আনসরদের জন্য আবদুর রহমান। (অর্থাৎ এই নামে ডাক দিলে সবাই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়ে পড়ত)।

২৫৯৬। হযরত আয়াস ইবন সালামা তাঁর পিতা সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় আবু বাকরের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছি। তখন আমাদের যুদ্ধ সংকেত ছিল (রাতের অন্ধকারে) "আমিত আমিত" শব্দ। (অর্থাৎ হে সাহায্যদাতা, শত্রুর মৃত্যু ঘটাও)।

٢٥٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ. قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْ بُيِّتُّمْ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حم لَا يُنْصَرُونَ.

باب ما يقول الرجل إذا سافر

٢٥٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ. وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ. وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ. وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ. اللَّهُمَّ اطْوِ لَنَا الْأَرْضَ. وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ.

٢٥٩٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا. ثُمَّ قَالَ: { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ }. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا. اللَّهُمَّ اطْوِ لَنَا الْبُعْدَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ. وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ. وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوا. وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا. فَوُضِعَتِ الصَّلَاةُ عَلَى ذٰلِكَ

তরজমা ---

২৫৯৭। হযরত মুহাল্লাব ইব্‌ন আবু সুফরা (রহ.) বলেন, আমাকে এমন একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন. যিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যদি রাতে তোমাদের উপর হামলা হয় তবে তোমাদের সংকেত হওয়া উচিত حم لَا يُنْصَرُونَ। (অর্থাৎ হে আল্লাহ্, শত্রুপক্ষ যেন জয়ী না হয় আর কারো সাহায্য না পায়)।

সফরে বের হওয়ার সময়ে যে দু'আ পাঠ করবে

২৫৯৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে বের হওয়ার সময়ে বলতেন ঃ (অর্থ) ঃ হে আল্লাহ্! তুমিই সফরে আমার সংগী এবং আমার পরিবারের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ্! আমি (তোমার নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের নানাবিধ কষ্ট হতে, চিন্তা ও মানসিক যাতনা হতে আর পারিবারিক ও আর্থিক অনটন জনিত কুদৃশ্য হতে। হে আল্লাহ্! যমীনকে আমাদের জন্য প্রশস্ত করে দাও আর আমাদের সফর সহজ করে দাও।

২৫৯৯। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) আলী আল-আযদীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে তার উটের পিঠে বসতেন, তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দিতেন। তারপর তিনি এ দু'আ পাঠ করতেন,

{ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ }. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا. اللَّهُمَّ اطْوِ لَنَا الْبُعْدَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ. وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ

আর সফর হতে ফেরার সময়ও উপরোক্ত দু'আ পাঠ করতেন এবং এর সাথে এ কথাগুলি অতিরিক্ত পাঠ করতেন, آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ তাঁর সেনাদল যখন ছানায়া পর্বতের উপর উঠতেন তখন তাঁরা সকলে তাকবীর দিতেন। আর তা হতে মদীনার দিকে নামার সময় তাস্‌বীহ পাঠ করতেন। ঐ তাকবীর ও তাস্‌বীহ পড়ে নিরাপদে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের শুকরিয়া স্বরূপ নামায আদায় করতেন।

باب في الدعاء عند الوداع

٢٦٠٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ هَلُمَّ أُوَدِّعْكَ كَمَا وَدَّعَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ.

٢٦٠١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ . عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ الْخَطْمِيِّ . قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ : أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ.

باب ما يقول الرجل إذا ركب

٢٦٠٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي.

তরজমা ---

বিদায়কালীন দু'আ

২৬০০। হযরত কাযা'আ বলেন, আমাকে ইব্ন উমার (রা.) বললেন চল, তোমাকে সেভাবে বিদায় দেই যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন, এরপর তিনি এ দু'আ পাঠ করলেন। (অর্থ) তোমার দীন, তোমার আমানত এবং তোমার শেষ সময়ের আমল, আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করলাম। তিনি এর হেফাযত করবেন।

২৬০১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল-খাতমী বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সৈন্য-বাহিনীকে বিদায় দিতে চাইতেন, তখন বলতেন أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ

সাওয়ারীতে আরোহণকালে যে দু'আ পাঠ করবে

২৬০২। হযরত আলী ইব্ন রাবী'আ বলেন, আলী (রা)-এর নিকট একটি সাওয়ারী পশু আরোহণের জন্য আনা হলে তিনি এর রেকাবে পাঁ রাখতেই বললেন, "বিস্‌মিল্লাহ্"। তারপর এর পিঠে সোজা হয়ে বসে বললেন, "আল-হামদু লিল্লাহ"। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, (অর্থ) আমি ঐ মহান পবিত্র সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি একে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন অথচ আমরা তাকে বশীভূত করার ছিলামনা আর নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর দিকে আবশ্যই প্রত্যাবর্তনকারী। এরপর তিনি তিনবার আল হামদু লিল্লাহ্, তারপর তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন। তারপর তিনি বললেন ঃ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ। এরপর তিনি হেসে উঠলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আমীরুল মু'মিনীন, কি সে আপনার হাঁসি পেল? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি যেরূপ করলাম এরূপ করতে দেখেছি। তারপর তিনি হেসেছিলেন। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি কারণে আপনার হাঁসি পেল? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তোমার স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার প্রতি বিস্ময়াবিভূত হন, যখন সে বলে, হে প্রভু আমাকে আমার পাপের জন্য ক্ষমা করে দাও আর বিশ্বাস রাখে মনে মনে যে, আমি ছাড়া অন্য কেউ তার পাপরাশি ক্ষমা করার নাই।

باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل

٢٦٠٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ . حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ . حَدَّثَنِي صَفْوَانُ . حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ . عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْوَلِيدِ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ : يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكِ اللهُ . أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ . وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ . وَمِنْ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ . وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ . وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ . وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ.

باب في كراهية السير في أول الليل

٢٦٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ . فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَعِيثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْفَوَاشِي : مَا يَفْشُو مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

باب في أي يوم يستحب السفر

٢٦٠٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ إِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

তরজমা ---

বিশ্রামের স্থানে নামলে কি দু'আ পাঠ করবে?

২৬০৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে যেতেন, আর রাত আসলে রাত যাপনের জন্য কোন স্থানে নামতেন, তখন যমীনকে লক্ষ্য করে বলতেন ঃ

يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكِ اللهُ . أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ . وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ . وَمِنْ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ . وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ. وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ . وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ . وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ.

(অর্থ) "হে যমীন! আমার ও তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক হলেন আল্লাহ্। আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার ক্ষতি হতে, তোমার মধ্যে যা কিছু আছে তার ক্ষতি হতে, আর তোমার অভ্যন্তরে সৃষ্ট প্রাণীদের ক্ষতি হতে এবং আমি আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার মধ্যে বসবাসকারী হিংস্র, সিংহ-ব্যাঘ্র, কালো কেউটে সাপ এবং অন্যান্য সাপ-বিচ্ছু হতে, আর তোমার শহরে বসবাসকারী মানব-দানব আর তাদের বংশধরদের ক্ষতি হতে।

রাতের প্রথমভাগে ভ্রমণ করা মাকরূহ

২৬০৪। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে তোমাদের পশুদেরকে চারণভূমিতে ছেড়ে দিওনা যে পর্যন্ত রাতের প্রাথমিক অন্ধকার দূরীভুত না হয়। কারণ শয়তানের দল সূর্য ডুবার সঙ্গে সঙ্গে রাতের প্রাথমিক অন্ধকার ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত অনিষ্ট করার কাজে লিপ্ত থাকে।

কোন্ দিবসে সফর করা উত্তম

২৬০৫। হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার দিন ছাড়া অন্য কোন দিন সফরে কমই বের হতেন। অর্থাৎ অধিকাংশ সময়ই তিনি বৃহস্পতিবার ভ্রমনে বের হতেন।

باب في الابتكار في السفر

٢٦٠٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ حَدِيدٍ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ صَخْرُ بْنُ وَدَاعَةَ.

باب في الرجل يسافر وحده

٢٦٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ. وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ. وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ.

باب في القوم يسافرون يؤمرون احدهم

٢٦٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.

٢٦٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ. عَنْ نَافِعٍ. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْنَا لِأَبِي سَلَمَةَ: فَأَنْتَ أَمِيرُنَا

তরজমা --

ভোরবেলায় সফরে বের হওয়া

২৬০৬। হযরত সাখ্‌র আল্-গামিদী (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি এ বলে দু'আ করেছেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমার উম্মাতের মধ্যে যারা ভোর বেলায় সফরে বের হয় তাদেরকে বরকত দান কর।" আর যখন তিনি কোন সেনাদল বা সাজোয়া বাহিনী পাঠাতেন, তখন ভোর বেলাতেই পাঠাতেন। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী সাখ্‌র (রা.) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তাঁর পণ্য সামগ্রী দিনের প্রথমাংশে (ভোরে) পাঠাতেন আর বেশ লাভবান হতেন। এরূপে তিনি প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন।

একাকী ভ্রমণ করা

২৬০৭। হযরত আমর ইবন শু'আইব তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ [illegible] বলেছেন ঃ একাকী একজন আরোহী এক শয়তান, দু'জন দু'শয়তান আর তিনজনে জামাআত।

দলে দলে সফরকারীদের একজনকে আমীর (নেতা) মনোনীত করা

২৬০৮। হযরত আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তিন ব্যক্তি কোথাও সফরে বের হয়, তখন তারা তাদের একজনকে যেন আমীর (নেতা) মনোনীত করে নেয়।

২৬০৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন সফরে তিনজন লোক থাকে, তখন তারা যেন তাদের একজনকে আমীর মনোনীত করে নেয়। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী নাফি' (র.) বলেন, এ হাদীসের মর্মানুযায়ী আমরা আমাদের শায়খ আবূ সালামাকে বললাম, আপনি আমাদের আমীর

باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو

٢٦١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ نَافِعٍ . أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ مَالِكٌ : أُرَاهُ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا

٢٦١١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ . وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ . وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ . وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ.

তরজমা ---

কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রুর দেশে সফর করা

২৬১০। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন নিয়ে শত্রুর যমীনে সফর করতে বারন করেছেন। রাবী মালিক বলেন,আমার ধারণা যে, শত্রুর হাতে পড়ে কুরআনের অবমাননার ভয়ে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।

সাজোয়া বাহিনী, ছোট সেনাদল ও সফর সঙ্গীদের সংখ্যা কত হওয়া উত্তম

২৬১১। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ সফর সঙ্গীর উত্তম সংখ্যা হল নূন্যপক্ষে চারজন, আর ক্ষুদ্র সেনাদলের উত্তম সংখ্যা চারশ' এবং সাজোয়া বাহিনীর উত্তম সংখ্যা চার হাজার। আর ১২ হাজারের সৈন্যদল কখনও সংখ্যাল্পতার জন্য পরাজিত হবোনা। (অন্য কোন কারণ ছাড়া)।

তাশরীহ ---

قوله نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

ইমাম মালিক রহ. বলেন, জিহাদের সফরে কুরআন মজীদর সঙ্গে নেওয়া নিষেধের কারণ হল, অমুসলিমরা কুরআন মাজীদের আবমাননা করতে পারে, এ সংশয় যেন না থাকে। এটাই ইমাম মালিক রহ. এর মাযহাব।

আর হানাফি মাযহাব মতে মুজাহিদ বাহিনীর দলে যদি লোকসংখ্যা কম থাকে, তবে কুরআন মজীদের কপি সঙ্গে করে নেওয়া মাকরূহ। কিন্তু যদি লোকসংখ্যা অনেক হয়, তা হলে কোনো সমস্যা নেই। ইমাম শাফিঈ রহ. এর মতে নেওয়া না নেওয়ারবিষয়টি কুরআন মাজীদের আবমাননা বা নষ্ট হওয়া না হওয়ার উপর নির্ভরশীল

قوله خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ

ভ্রমণ করা সবসময়ই ঝুকিপূর্ণ বিষয়। তাই ইসলামী শরীঅতে সফরসঙ্গী চারজন হওয়াকে উত্তম বলা হয়েছে, যেন একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে অপরজন তার ঔষধ পত্রের ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকতে পারে। যদি সে কোনো সাথীর প্রতি কিছু অীসয়ত করতে চায়, তবে অবশিষ্ট দুজন সাক্ষী হবে। আর যে হাদীসে সফরসঙ্গী তিনজনের কথা উল্লেখ রয়েছে, তার করণ হল, একজন অসুস্থ হলে অন্যজন তার ঔষধ ইত্যাদির ব্যবস্থায় এদিক-সেদিক যাতায়াত করলে রোগী একাকী অস্থিরতায় থাকবে না। আবার তাদের মাল-সামানাও অরক্ষিত অবস্থায় থাকবে না।

قوله وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ

বার হাজার মুজাহিদের জামাআত অসংখ্য শত্রুর মোকাবিলায় যথেষ্ট। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানেরে সংখ্যা বার হাজার থাকা সত্ত্বেও পরাজয়ের কারণ সংখার স্বল্পতা ছিল না, বরং মুসলমানদের মধ্যে গর্ব এসেছিল।

باب في دعاء المشركين

٢٦١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، وَقَالَ : إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ ، أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ : ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنْ أَبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يُجْرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ ، فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ تَعَالَى وَقَاتِلْهُمْ ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ تَعَالَى ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَحْكُمُ اللهُ فِيهِمْ ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ، ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : قَالَ عَلْقَمَةُ : فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فَقَالَ : حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ قَالَ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هُوَ ابْنُ هَيْصَمٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ .

٢٦١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَنْطَاكِيُّ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تَغُلُّوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا .

তরজমা ---

মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

২৬১২। হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ক্ষুদ্র সেনাদল অথবা বিরাট সাজোয়া বাহিনীর উপর কাউকে আমীর (সেনাপতি) নিযুক্ত করে পাঠাতেন, তখন আমীরকে লক্ষ্য করে উপদেশ দিতেন, যেন সে নিজে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে আর তাঁর সঙ্গী মুসলিম সৈন্যদের প্রতি নেক নযর রাখে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলতেন, যখন তুমি তোমার মুশরিক শত্রুদের সাক্ষাত পাও তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার জন্য আহবান জানাবে। আর যে কোন একটি গ্রহণ করলে তুমি তাতে সায় দিবে এবং তাদের উপর আক্রমণ চালানো হতে বিরত থাকবে।

১. তাদেরকে ইসলামের আহ্বান জানাবে। যদি এতে সাড়া দেয় তুমি মেনে নিবে আর তাদের উপর আক্রমণ চালানো হতে বিরত থাকবে। তারপর তাদেরকে নিজ দেশ ছেড়ে মুহাজিরদের দেশে অর্থাৎ মদীনায় হিজরত করার আহ্বান জানাবে আর তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, হিজরত করার পর মুহাজিরগণ যে সকল সুবিধাদি ভোগ করে, তারাও সে সকল সুবিধা ভোগ করবে। আর জিহাদের যে সকল দায় দায়িত্ব মুহাজিরদের উপর বর্তায়, তাদের উপরও তা সমভাবে বর্তাবে। তারা যদি এ প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানায় (রাযী না হয় বা প্রত্যাখান করে) আর নিজ

দেশেই থাকতে চায় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, তাদেরকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে যেভাবে মু'মিনগণ মেনে থাকেন। তাদেরকে আরবের সাধারণ মুসলমানদের মত জীবন-যাপন করতে হবে। তারা যেমন যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ লাভ করেনা, এরাও তেমন এর কোন ভাগ পাবেনা, যে পর্যন্ত মুজাহিদগণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে।

২. যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাদের নিরাপত্তার জন্য জিয়য়া দেয়ার প্রস্তাব দিবে। এতে রাযী হলে তুমি মেনে নিবে ও তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবেনা।

৩. যদি তারা জিয়য়া দিতে অস্বীকার করে তবে তাদের উপর আক্রমণ চালাবে। আক্রমণ-কালে যখন কোন শত্রুর দুর্গ অবরোধ করবে আর তারা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে দুর্গ হতে অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করবে, তখন তুমি আল্লাহ্ অথবা রাসূলের নির্দেশের আশায় তাদের প্রস্তাবে সাড়া দিবে না বরং তোমার নিজ সিদ্ধান্ত তাদেরকে মেনে নিতে বাধ্য করবে এবং নিজেই সুবিধামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কারণ, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশ কি হবে তোমার তা জানা নাই, সে অনিশ্চয়তার ঝুঁকি গ্রহণ করতে নাই। তাদের ব্যাপারে পরে তোমার ইচ্ছানুযায়ী ফয়সালা গ্রহণ করবে। অত্র হাদীসের রাবী সুফিয়ান বলেন, তাঁর শায়খ আলকামা বলেছেন, তিনি এ হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিছ মুকাতিল ইব্ন হিব্বানকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি অপর সনদে নু'মান ইব্ন মুকাররিন কর্তৃক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সুলায়মান ইবন বুরায়দা (রা.)-এর উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২৬১৩। হযরত সুলায়মান ইব্ন বুরায়দা তাঁর পিতা বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্র নাম নিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও এবং ঐ সকল কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যারা ইসলাম গ্রহণ করে নি এবং জিয়য়া দানেও অসম্মতি জ্ঞাপন করেছে। তোমরা যুদ্ধ করে যাও, কিন্তু চুক্তি ভঙ্গ করো না, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাত করো না, নিহত শত্রুর নাক কান ইত্যাদি কেটে বিকৃত করো না এবং কোন শিশুকে হত্যা করো না।

তাশরীহ ---

قوله باب في دعاء المشركين

প্রতিটি জিহাদ ও হামলার পূর্বে কাফের-মুশরিকদেরকে ইসলামে দাওয়াত দেওয়া জরুরি কি-না এ ব্যাপারে চারটি বক্তব্য রয়েছে। যথা-

(১) হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. সহ একদলের মতে প্রতিটি লড়াইয়ের পূর্বে কাফির-মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ওয়াজিব।

(২) হানাফী ও শাফিঈদের মতে প্রতিটি লড়াইয়ের পূর্বে কাফির-মুশরিকদেরকে দাওয়াত দেওয়া জরুরি নয়, মুস্তাহাব। কোনো কোনো ফকীহ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন- যদি তাদের নিকট পূর্বে দাওয়াত পৌঁছানো হয়ে থাকে, তবে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া জরুরি নয়। কিন্তু যদি তাদের নিকট আগে দাওয়াত না পৌঁছে থাকে তবে যুদ্ধের পূর্বে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া জরুরি ও ওয়াজিব; নতুবা যুদ্ধ করা জায়েয নেই।

এ প্রসংগে জাষ্টিস তাকী উসমানী রহ. বলেন: বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী আইনবিদদের বক্তব্য হল এখন বিশ্বের সকল অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত ব্যাপকভাবে পৌঁছে গেছে। কারণ, পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর আনীত দীন সম্পর্কে মৌলিকভাবে ওয়াকিবহাল নয়, অতএব কোথাও জিহাদের পূর্বে দাওয়াত দেওয়া শর্ত নয় বরং মুস্তাহাব। কাজেই দাওয়াত দেওয়া ছাড়াও যদি জিহাদ করা হয় তা হলে জায়েয হবে; নাজায়েয হবে না।

(৩) ইমাম আহমদ রহ. এর মাযহাব মতে দাওয়াত দেওয়া ওয়াজিব।

(৪) ইমাম মালিক রহ.এর মাযহাব হল, যে সব মুশরিক দারুল ইসলামের আশেপাশে থাকে, তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া ওয়াজিব নয় আর দূরে থাকলে দাওয়াত দেওয়া ওয়াজিব।

٢٦١٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغُلُّوا وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

باب في الحرق في بلاد العدو

٢٦١٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا}

٢٦١٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ. عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ. عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ. عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ عُرْوَةُ. فَحَدَّثَنِي أُسَامَةُ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَغِرْ عَلَى أُبْنَى صَبَاحًا وَحَرِّقْ

٢٦١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِرٍ قِيلَ لَهُ أُبْنَى؟ قَالَ: نَحْنُ أَعْلَمُ هِيَ: يُبْنَى فِلَسْطِينَ.

باب في بعث العيون

٢٦١٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ. عَنْ ثَابِتٍ. عَنْ أَنَسٍ. قَالَ: بَعَثَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسْبَسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ.

তরজমা --

শত্রুর অঞ্চলে অগ্নি সংযোগ

২৬১৪। হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে রওনা দেয়ার সময় আল্লাহ্ তা'আলার নাম নিয়ে তাঁর সত্তার সাহায্য কামনা করে রাসূলুল্লাহ্‌র মিল্লাতে অটল আস্থা রেখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। অসহায় অকর্মা বৃদ্ধকে হত্যা করবেনা, নিরপরাধ নাবালক শিশু-কিশোর এবং অবলা নারীদেরকে হত্যা করবেনা এবং গণীমতের মাল আত্মসাত করবে না। যুদ্ধলব্ধ গণীমতের মাল একস্থানে জড় করে নিবে এবং পরস্পরে সমঝোতার ভিত্তিতে ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যের কল্যাণ সাধন করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সদ্ব্যবহারকারীদের পছন্দ করেন।

২৬১৫। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নির্দেশ দিয়ে ইয়াহুদী গোত্র) বনী নযীর -এর খেজুরের বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তাদের পানির কূপ ধ্বংস ও বৃক্ষলতাদি ফসলসহ কর্তন করেছিলেন। তখন মহান আল্লাহ্ {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا} আয়াতটি নাযিল করেছিলেন।

২৬১৬। হযরত উসামা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন জেরুযালেমে অবস্থিত উবনা নামক স্থানে আক্রমণ করার জন্য আর বলেছিলেন, আগামীকাল প্রত্যুষে উবনা -এর উপর অতর্কিত আক্রমণ করে সেখানে আগুন সংযোগ কর।

২৬১৭। উবায়দুল্লাহ ইবন আমর আল গায্‌যী হতে বর্ণিত যে, তিনি শুনেছেন আবূ মুসহারকে উবনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন, আমরা জানি যে, সে উবনা ফিলিস্তিনে অর্থাৎ সিরিয়ায়।

গুপ্তচর প্রেরণ

২৬১৮। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবী বুসায়সা (রা.)-কে গুপ্তচর হিসাবে আবূ সুফিয়ান এর (সিরিয়া হতে আগমনকারী) কাফেলার অবস্থা ও গতিবিধি দেখার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به

٢٦١٩ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلاَّ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ.

٢٦٢٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ أَبِي بِشْرٍ . عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : أَصَابَتْنِي سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَفَرَكْتُ سُنْبُلاً فَأَكَلْتُ . وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي . فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي . فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : مَا عَلَّمْتَ إِذْ كَانَ جَاهِلاً . وَلاَ أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ قَالَ : سَاغِبًا وَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي وَأَعْطَانِي وَسْقًا أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ

তরজমা --

যে পথিক ক্ষুধায় কাতর হয়ে খেজুর খায় আর পিপাসার কাতর হয়ে দুধ পান করে মালিকের অনুমতি ছাড়া

২৬১৯। হযরত সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পথিমধ্যে পিপাসায় কাতর অবস্থায় দুধাল প্রাণী প্রাপ্ত হয়, তবে এর মালিক তথায় উপস্থিত থাকলে তার নিকট হতে এর দুধ দোহনের অনুমতি চাইবে। সে যদি অনুমতি দেয় তবে এর দুধ দোহন করে তৃষ্ণা নিবারণ করবে। আর যদি মালিককে দেখতে পাওয়া না যায়, তবে তিনবার তাকে চিৎকার করে ডাকবে। যদি মালিকের সাড়া পাওয়া যায়, তবে তার অনুমতি চাইবে। অন্যথায় দুধ দোহন করে তার তৃষ্ণা নিবারণ করা উচিত প্রাণরক্ষার অতি প্রয়োজনীয় পরিমাণ পান করা ছাড়া অতিরিক্ত কোন দুগ্ধ সঙ্গে বহন করে নিবে না।

২৬২০। হযরত আব্বাদ ইব্‌ন শুরাহ্‌বীল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার খুব ক্ষুধা পাওয়ায় আমি মদীনার বাগানসমূহের মধ্যে কোন এক বাগানে ঢুকে পড়লাম। বাগান হতে কিছু ফল পেড়ে খেলাম আর কিছু আমার গায়ের চাদরে বেঁধে নিলাম। এমন সময় বাগানের মালিক এসে আমাকে মারধোর করল এবং আমার চারদরখানা নিয়ে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলাম। তিনি বাগানের মালিককে উদ্দেশ্য করে বললেন, ছেলেটি যখন মূর্খ ছিল তুমি তাকে জ্ঞান দান করনি, যখন সে ক্ষুধার্ত ছিল তখন তুমি তাকে খাদ্য দান করনি। এই বলে তিনি তাকে আমার কাপড়খানা ফেরত দিতে নির্দেশ দিলেন এবং আমাকে এক ওসাক বা অর্দ্ধ ওসাক (৬০ সা'পরিমাণ বা তার অর্ধেক) খাদ্য দেয়ার নির্দেশ দেওয়ায় আমাকে আমার কাপড় (চাদর) ফেরত দিল এবং উক্ত পরিমাণ খাদ্যও প্রদান করল।

তাশরীহ --

قوله وَإِلاَّ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ

এখানে একটি প্রশ্ন হল, আলোচ্য হাদীসে তো মালিকের অনুপস্থিতিতে বকরির দুধ দোহন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অথচ অন্যের সম্পদ অনুমতি ব্যতীত খাওয়া নিষেধ। এ প্রশ্নের উত্তর তিনটি।

(১) হাদীসটি নিরুপায় অপারগ ব্যক্তির জন্য

(২) হাদীসটি সামাজিক প্রচলনের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ যে এলাকায় এরূপ প্রচলন রয়েছে যে, বকরির মালিকরা মুসাফিরদেরকে দুধ পান করায় এবং বিনা অনুমতিতে কোনো মুসাফির দুধ দোহন করলে বকরির মালিক কিছু বলে না, সে এলাকার জন্য হাদীসটি প্রযোজ্য।

(৩) হাদীসটি মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদের হাদীসটি তার নাসিখ বা রহিতকারী

٢٦٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . عَنْ شُعْبَةَ . عَنْ أَبِي بِشْرٍ . قَالَ : سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ رَجُلاً مِنَّا مِنْ بَنِي غُبَرَ بِمَعْنَاهُ

باب من قال إنه يأكل مما سقط

٢٦٢٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ . وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ . وَهٰذَا لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ . عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حَكَمٍ الْغِفَارِيَّ . يَقُولُ : حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي . عَنْ عَمِّ أَبِي رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا أَرْمِي نَخْلَ الأَنْصَارِ فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا غُلَامُ . لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ ؟ قَالَ : آكُلُ . قَالَ : فَلَا تَرْمِ النَّخْلَ . وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِي أَسْفَلِهَا . ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ : اللّٰهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ.

باب فيمن قال : لا يحلب

٢٦٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . عَنْ مَالِكٍ . عَنْ نَافِعٍ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ . أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ . فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ . فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

তরজমা ---

২৬২১। হযরত আবূ বিশ্‌র (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্বাদ ইব্‌ন শুরাহবীল হতে উক্ত মর্মে উপরোক্ত হাদীসটি শুনেছি। তিনি আমাদের বনী গুবার গোত্রের একজন লোক ছিলেন।

গাছের নীচে যে খেজুর ঝরে পড়ে তা খেতে পারবে

২৬২২। হযরত ইব্‌ন আবুল হাকাম আল্ গিফারী বলেন, আমাকে আমার দাদী আবূ রাফি ইব্‌ন আম্‌র আল-গিফারীর চাচা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি যখন ছোট বালক ছিলাম তখন আনসারদের খেজুর গাছে তীর ছুঁড়ে মারতাম। সে কারণে আমাকে একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আনা হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে বালক! তুমি খেজুর গাছে তীর মার কেন? সে বলল, আমার খাওয়ার জন্য। নবীজী বলেন, আর কখনও খেজুর গাছে তীর মের না। গাছের নীচে যে খেজুর ঝরে পড়ে তুমি তা খাও। এ বলে নবীজী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন আর বললেন, হে আল্লাহ্ তার পেট পরিতৃপ্ত কর।

দুধদোহন করা যাবে না বলে যারা বলেছেন

২৬২৩। হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন অপর কোন ব্যক্তির দুধাল পশুর (গাভী, ছাগী বা উটনীর) দুধ তার বিনা অনুমতিতে কখনও দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, তার গুদাম ঘরে (মাল-গুদামে) দরজা ভেঙ্গে চোর ঢুকুক আর তার রক্ষিত খাদ্যসামগ্রী লুণ্ঠন করুক? লোকজনের পশুদের স্তন্যে তাদের খাদ্য তথা পানীয় সঞ্চিত থাকে। অতএব কারও পশুর দুধ কেউ যেন মালিকের অনুমতি ছাড়া কখনও দোহন না করে।

তাশরীহ ---

قوله فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

(১) জুমহুরের মতে পূর্বের হাদীসটি এ অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু ইসহাক ইব্‌নে রাহওয়াই ও ইমাম আহমাদ রহ এর মতে পূর্বেও হুকুম বলবৎ রয়েছে। তাদের নিকট এরূপ করা জায়েয: যেমনি নিরুপায় ব্যক্তির জন্য, তেমনি সাধারণ ব্যক্তির জন্যও। ইমাম তিরমিযী রহ. এর মতও এটিই।

باب في الطاعة

২৬২৪ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

তরজমা --

আনুগত্যের বিষয়ে

২৬২৪। হযরত ইব্‌ন জুরায়েজ (রা.) (কুরআন মজীদের আয়াত) অর্থ) ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর প্রতি অনুগত থাক, আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি অনুগত থাক আর তোমাদের ক্ষমতাবান নেতাদের প্রতি" পাঠ করার পর বলেন; আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী (রা.)-কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠালেন। আমাকে এ খবরটি ইয়ালা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের হতে আর তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে দিয়েছেন।

তাশরীহ --

قوله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

আলোচ্য আয়াতে اولى الامر দ্বারা কোন শাসক উদ্দেশ্য? কোনো মুফাসসির বলেন, এর দ্বার ফুকাহায়ে মুজতাহিদীন উদ্দেশ্য যদি এ তাফসীর গ্রহণ করা হয়, তা হলে আলোচ্য মাসআলার ক্ষেত্রে এ আয়াত দলীল হতে পারে না। কিন্তু অপর দিকে অনেক মুফাসসির বলেছেন, اولى الامر দ্বারা উদ্দেশ্য শাসকগণ। চাই সেসব শাসক মুজতাহিদ হন বা না হন। অতএব আলোচ্য মাসআলার ক্ষেত্রে এ আয়াতকে তখন দলীল হিসাবে পেশ করা যাবে এবং শাসকদের আনুগত্য ওয়াজিব হবে।

আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, দ্বিতীয় তাফসীরটিই মৌলিক তাফসীর। এর কারণ দুটি

(১) এ তাফসীর গ্রহণকারী মুফাস্‌সীরদের সংখ্যা বেশি।

(২) বহু হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন হয়। কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, সাহাবায়ে কেরাম এ আয়াতকে শাসকদের আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এসব দ্বারা এর সমর্থন হয়। সুতরাং মৌলিক তাফসীর এটাই, শাসকের প্রতিটি হুকুম মান্য করা ওয়াজিব।

এখন প্রশ্ন হল- শাসকদের আনুগত্য কি শুধু তখন ওয়াজিব, যখন তিনি বিচারপতি বা আদালতের মাধ্যমে কোনো বিধান বাস্তবায়ন করেন, নাকি প্রতিটি হুকুমের উপরে আমল করতে হবে সেটি বিচারপতির মাধ্যমে হোক চাই মাধ্যম ছাড়া হোক?

আল্লামা তাকী উসমানী রহ. এর উত্তরে বলেন, উভয় প্রকার বিধানের উপর আমল করা ওয়াজিব। চাই সেটি বিচারপতির মাধ্যমে হোক অথবা বিচাপতির মাধ্যম ছাড়া প্রত্যক্ষভাবেই হোক। কারণ, শাসকদের হুকুম দুই প্রকার হয়ে থাকে।

প্রথমত ব্যবস্থাপনামূলক বিধি-বিধান। এসব বিধি-বিধান বিচারপতির মাধ্যমে আসে না বরং এসব বিধি-বিধান প্রত্যক্ষভাবে শাসক হিসাবেই জারি করেন।

দ্বিতীয় ওই সমস্ত বিধি-বিধান, যেগুলো কোনো মামলার ফয়সালার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। এ ধরনের বিধি-বিধান বিচারপতির মাধ্যমে জারি করা হয়। এই উভয় প্রকার বিধি-বিধানের উপর আমল করা ওয়াজিব। এগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অবশ্য সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, শাসকের বিধান যেন কোনো গুনাহর কাজে বাধ্য না করে। করণ, لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق অর্থাৎ স্রষ্টার নাফরমানিতে কোনো মাখলুকের আনুগত্য নেই যেমন : আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হযরত আলী রাযি. এর হাদীস এবং আব্দুল্লাহ রাযি এর হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।

٢٦٢٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. عَنْ زُبَيْدٍ. عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ. عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً. وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا. فَأَجَّجَ نَارًا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَحِمُوا فِيهَا. فَأَبَى قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنَ النَّارِ. وَأَرَادَ قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا. فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا أَوْ دَخَلُوا فِيهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا. وَقَالَ: لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

٢٦٢٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.

٢٦٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مَعِينٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ. عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ مِنْ رَهْطِهِ. قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَسَلَحْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ سَيْفًا. فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: لَوْ رَأَيْتَ مَا لاَمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعَجَزْتُمْ إِذْ بَعَثْتُ رَجُلاً مِنْكُمْ فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِي. أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِي لِأَمْرِي؟.

তরজমা ---

২৬২৫। হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক যুদ্ধে একটি সেনাদল পাঠালেন আর এক ব্যক্তিকে এর সেনাপতি নিযুক্ত করলেন এবং তাদের সকলকে সেনাপতির কথাশুনার আর তার অনুগত থাকার নির্দেশ দিলেন। সে সেনাপতি (আমীর) অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে তাতে ঝাপ দেয়ার জন্য সেনাদলকে নির্দেশ দিল। তখন অনেকেই এ বলে তাতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করল যে, আমরা তো (কুফরীর) অগ্নি হতে (ঈমানের দ্বারা) নিস্তার লাভ করেছি। (এখন আবার তাতে আত্মহত্যা করে জাহান্নামে যাব কেন?) আবার কিছু সংখ্যক সৈন্য ঐ অগ্নিতে নেতার নির্দেশ পালনার্থে প্রবেশ করতে মনস্থ করল। এরপর খবরটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌছল। তিনি বললেন, যদি তারা ঐ অগ্নিতে প্রবেশ করত তবে তারা আত্মহত্যা করার অপরাধে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যেত। তারপর বললেন,আল্লাহ্র অবাধ্যতায় (নেতার) আনুগত্য নাই আনুগত্য হ'ল শুধু সৎকাজে। (এতে বুঝা গেল যে, কোন অসৎকাজে নেতার নির্দেশ পালন করা যাবে না। বরং এর প্রতিবাদ করাই মু'মিনের কাজ)।

২৬২৬। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর নেতার নির্দেশ শ্রবণ করা ও মেনে চলা অত্যাবশ্যক, চাই তা তার পছন্দ হোক বা না হোক যে পর্যন্ত নেতা কোন পাপ কাজের নির্দেশ না দেন। আর নেতা যখন কোন পাপ কাজ (অবৈধ কাজ) করার নির্দেশ দেন তখন তার নির্দেশ শ্রবণ ও পালন করা যাবে না।

২৬২৭। হযরত উক্বা ইব্ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল যুদ্ধে পাঠালেন। আমি তাদের একজনকে একটি তরবারী দিয়ে রঞ্জিত করলাম, যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রত্যাবর্তনের পর সে লোকটি আমাকে বলল, তুমি যদি দেখতে পেতে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপর কি ভীষণ রাগান্বিত হয়ে ছিলেন, তা হলে তুমি অতি আশ্চর্যান্বিত হতে। তিনি বলেছেন, তোমরা কি অপারগ ছিলে যখন তোমরা দেখতে পেলে যে, তোমাদের মধ্য হতে আমি যে লোকটিকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছি সে আমার নির্দেশমত চলছেনা তখন তোমরা আমার নির্দেশ পালন করার মত অপর কাউকে তার স্থলে সেনাপতি নিযুক্ত করতে পারলে না? তোমরা কি এতই অক্ষম ছিলে?

باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته

٢٦٢٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ . وَيَزِيدُ بْنُ قُبَيْسٍ مِنْ أَهْلِ جَبَلَةَ سَاحِلِ حِمْصَ . وَهٰذَا لَفْظُ يَزِيدَ قَالاَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَلاَءِ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ أَبَا عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ . قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلاً قَالَ عَمْرٌو : كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلاً تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هٰذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلاً إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ حَتّٰى يُقَالَ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ

٢٦٢٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ . عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْخَثْعَمِيِّ . عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ اللَّخْمِيِّ . عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا . فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ . فَبَعَثَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ

٢٦٣٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ . حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ . عَنِ الأَوْزَاعِيِّ . عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ . عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ . عَنْ أَبِيهِ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ

তরজমা ---

সৈন্যদের একস্থানে একত্রিত হয়ে থাকার ব্যাপারে নির্দেশ

২৬২৮। হযরত আবূ সা'লাবা আল্-খুশানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সৈন্যদল বা লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে সফরে কোথাও রাতযাপন বা বিশ্রামের জন্য সাওয়ারী হতে নামতেন, তখন তাঁর সঙ্গী লোকজন পাহাড়ের বিভিন্ন উপত্যকায় ও জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়তেন। সে কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, তোমাদের এ সকল পাহাড়ী উপত্যকায় বা জঙ্গলে বিভক্ত হয়ে পড়া শয়তানের কাজ। এরপর হতে সর্বদা যখনই কোন স্থানে থাকতেন, তখনই সৈন্যদের সকলে পরস্পরে একত্রে অবস্থান করতেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত বলা হত যে, যদি একখানা কাপড় তাদের উপর বিছিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাদের সকলের জন্য তা যথেষ্ট হবে।

২৬২৯। হযরত সাহ্ল ইব্ন মু'আয তাঁর পিতা মু'আয ইব্ন আনাস আল-জুহানী (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অমুক অমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন লোকদের বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে স্থান সংকীর্ণ ও রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষণাকারীকে লোকজনের (সৈন্যদলের) মধ্যে ঘোষনা করতে পাঠালেন, যে ব্যক্তি স্থান সংকীর্ণ করে অথবা রাস্তা বন্ধ করে বসে তার জিহাদ হবে না।

২৬৩০। হযরত সাহাল ইব্ন মু'আয রাযিয়াল্লাহু তাঁর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যুদ্ধে গমণ করেছি। তারপর পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

باب في كراهية تمني لقاء العدو

٢٦٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى . أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ . عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ . عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَعْمَرٍ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ . قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى حِينَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ . لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ . وَسَلُوا اللهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ . فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا . وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ . ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ .

باب ما يدعى عند اللقاء

٢٦٣٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ . أَخْبَرَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ . عَنْ قَتَادَةَ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي . بِكَ أَحُولُ . وَبِكَ أَصُولُ . وَبِكَ أُقَاتِلُ .

তরজমা ---

শত্রুর সঙ্গে দেখা করার কামনা করা অপছন্দনীয়

২৬৩১। হযরত উমার ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবু আওফা (রা.) যখন হারুরিয়্যার যুদ্ধে যাত্রা করেন তখন তাঁর নিকট এ মর্মে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে শত্রু সেনার সাথে মুকাবিলা হয়েছিল বলেছিলেন, হে লোকসকল! শত্রুর সাথে সাক্ষাতের বাসনা পোষণ করোনা, বরং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা কর। যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হও তখন ধৈর্য ধারণ কর। জেনে রেখ তরবারীসমূহের ছায়ার নীচে জান্নাত। এরপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্ (আসমানী কিতাব) আল-কুরআন অবতরণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, শত্রুদলসমূহের পরাভূতকারী! শত্রুদের পরাভূত করে আমাদেরকে তাদের উপর জয়ী কর।

শত্রুর মোকাবিলার সময় কি দু'আ পঠিত হবে

২৬৩২। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই এ দু'আ করতেন, اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي . بِكَ أَحُولُ . وَبِكَ أَصُولُ . وَبِكَ أُقَاتِلُ (অর্থ) "হে আল্লাহ্! তুমিই আমার শক্তি ও সাহায্যদাতা। তোমার শক্তিতেই আমি আক্রমণ প্রতিহত করার কৌশল অবলম্বন করি আর তোমার সাহায্যেই বিজয়ী হই এবং তোমার শক্তিতেই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে থাকি।"

তাশরীহ ---

قوله لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ .

শত্রুর মুকাবিলার আকাঙ্খা করা হতে নিষেধ করার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যেমন :

(ক) শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলা হওয়ার পরিণাম ও পরিণতি অজ্ঞাত। সুতরাং ফেতনা ও বিপর্যয়ে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা নিরাপদে থাকাই শ্রেয়। এ প্রসঙ্গে হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযি, এর কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন: لان اعافى فاشكر احب الى من ان ابتلى فاصبر অর্থাৎ বিপদে পড়ে ধৈর্য্যধারণ করার চেয়ে নিরাপদে থেকে আল্লাহর শোকর আদায় করা আমার কাছে অধিক প্রিয়।

(খ) শত্রুর মোকাবেলার আকাঙ্ক্ষা করার মধ্যে একপ্রকার গর্ব, অহংকারের আভাস পাওয়া যায়। এমনকি এতে আত্ম-প্রসাদ, আত্ম-গরিমা শত্রুর প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতা প্রকাশ পায়। অথচ পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের দাবি হল, শত্রুকে শক্তিশালী ধারণা করা।

باب في دعاء المشركين

২৬৩৩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ . قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الْقِتَالِ . فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ . وَقَدْ أَغَارَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ . فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ . وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ . حَدَّثَنِي بِذٰلِكَ عَبْدُ اللهِ وَكَانَ فِي ذٰلِكَ الْجَيْشِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هٰذَا حَدِيثٌ نَبِيلٌ . رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ . عَنْ نَافِعٍ . وَلَمْ يُشْرِكْهُ فِيهِ أَحَدٌ .

২৬৩৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ . عَنْ أَنَسٍ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ . وَكَانَ يَتَسَمَّعُ . فَإِذَا سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلاَّ أَغَارَ .

২৬৩৫ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ . عَنِ ابْنِ عِصَامٍ الْمُزَنِيِّ . عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلاَ تَقْتُلُوا أَحَدًا .

তরজমা --

মুশরিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া

২৬৩৩। হযরত সাইদ ইব্‌ন মানসূর...... ইব্‌নে আওন হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমার (রা.)-এর খাদেম নাফি'-এর নিকট পত্র লিখে জানতে চাইলাম যে, মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের সময়ে ইসলামের দাওয়াত দেয়াটা কিরূপ? তিনি উত্তরে আমাকে চিঠি লিখে জানালেন, তা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যাপার ছিল। নবী করীম ﷺ মুস্তালিক গোত্রের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছিলেন। তারা মুসলমানদের এহেন আক্রমণ সম্পর্কে কিছুই জানত না, আর তাদের পশুগুলি তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানির কূপের নিকট অবস্থান করছিল। এমতাবস্থায় অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে তাদের যুদ্ধবাজদেরকে হত্যা করে তাদের পুত্র-কন্যাদেরকে বন্দী করে এনেছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন জুওয়াইরিয়্যা বিনতে হারিস (রা.)-কে সে সময়ে বন্দী করে আনা হয়েছিলো। আমাকে স্বয়ং আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.)-একথা বর্ণনা করছেন, যিনি উক্ত সৈন্যবাহিনীতে শরীক ছিলেন।

২৬৩৪। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ফজরের নামাযের সময় অতর্কিত আক্রমণের জন্য ফজরের আযান শুনার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। আযান শুনা গেলে আক্রমণ হতে বিরত থাকতেন। অন্যথায় (আযান শুনা না গেলে) শত্রুর প্রতি অতর্কিত আক্রমণে বেড়িয়ে পড়তেন।

২৬৩৫। হযরত ইব্‌নে ইসাম আল-মুযানী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খণ্ডযুদ্ধে পাঠাতেন, আর বলতেন, তোমরা কোন মসজিদ দেখতে পেলে অথবা কোন মুআয্‌যিনকে আযান দিতে শুনলে সেখানে অতর্কিত আক্রমণ চালাবেনা এবং কাউকে হত্যা করবেনা।

তাশরীহ --

قوله باب في دعاء المشركين

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে হুবহু এধরণের একটি শিরোনাম পিছনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে দ্বিতীয়বার এ শিরোনামের অবতারণা কেন করা হলো ? এর উত্তর হলো, উভয় অনুচ্ছেদের মাঝে উদ্দেশ্যের ভিন্নতা রয়েছে। পূর্বের অনুচ্ছেদ দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল এটা সাব্যস্ত করা যে দাওয়াত দেওয়া ওয়াজিব। আর এ অনুচ্ছেদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল এটা সাব্যস্ত করা যে দাওয়াত ছাড়ারও অনুমতি রয়েছে।

باب المكر في الحرب

٢٦٣٦- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.

٢٦٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ: الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَجِئْ بِهِ إِلاَّ مَعْمَرٌ يُرِيدُ قَوْلَهُ: الْحَرْبُ خَدْعَةٌ بِهٰذَا الإِسْنَادِ إِنَّمَا يُرْوٰى مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَمِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

باب في البيات

٢٦٣٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عَامِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَغَزَوْنَا نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَبَيَّتْنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَمِتْ أَمِتْ قَالَ سَلَمَةُ فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَبْعَةَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

তরজমা ---

যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করা

২৬৩৬। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিহাদ একটি ধোঁকা বা কৌশল মাত্র।

২৬৩৭। হযরত কা'ব বিন মালিক (রা.) হতে তাঁর পুত্র আবদুর রহমান বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দিকে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছাপোষণ করলে তা অপরের নিকট গোপন রাখতেন আর বলতেন, যুদ্ধ একটি কৌশল মাত্র।

গোপনে নৈশ আক্রমণ

২৬৩৮। হযরত সালামা ইব্নুল আকওয়া' (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের উপর আবু বাকর (রা.)-কে আমীর (সেনাপতি) নিযুক্ত করে এক যুদ্ধে পাঠালেন। আমরা (ফুযারা গোত্রের) কিছু মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম। রাতের বেলা তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদেরকে হত্যা করেছিলাম। সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা) বলেন, আমি নিজ হাতে সে রাতে সাতজন প্রসিদ্ধ মুশরিক নেতাকে হত্যা করেছি।

তাশরীহ ---

قوله الْحَرْبُ خُدْعَةٌ

خدعة অর্থ, ধোঁকা বা চালবাজি। যুদ্ধে শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার পদ্ধতি দু'টি।

প্রথমত, মুসলমান তাওরিয়া (বাহ্যিক অর্থের অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্দেশ্য গ্রহণ) করবে এবং এরূপ শব্দ বলবে, যার ফলে শত্রু ধোঁকায় পড়ে যাবে; কিন্তু তার অন্তরে যথার্থ অর্থের নিয়ত থাকবে। এটা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয।

দ্বিতয়িত, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা বলা। এটা জায়েয কি-না, এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। সতর্কতা হল, স্পষ্ট মিথ্যা না বলে তাওরিয়া করা অর্থাৎ এমনভাবে কথা বলবে, যার বাহ্যিক অর্থ এক রকম; কিন্তু ভিতরগত অর্থ আরেকটি। আর বক্তার উদ্দেশ্য সেই ভিতরগত অর্থটিই।

باب في لزوم الساقة

٢٦٣٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ . حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ . عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُمْ . قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُزْجِي الضَّعِيفَ . وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُمْ .

باب على ما يقاتل المشركون

٢٦٤٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . عَنِ الأَعْمَشِ . عَنْ أَبِي صَالِحٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ . فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى.

٢٦٤١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . عَنْ حُمَيْدٍ . عَنْ أَنَسٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ . وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا . وَأَنْ يَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا . وَأَنْ يُصَلُّوا صَلاَتَنَا . فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ . وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ

তরজমা --

সৈন্যবাহিনী বা কাফেলার পেছনে অবস্থান গ্রহণ

২৬৩৯। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে লোকজনের পেছনে অবস্থান করতেন ও অসামর্থ লোকদের তাঁর পেছনে নিজ সাওয়ারীতে তুলে নিতেন এবং সকল সঙ্গী মুসলমানের কল্যাণের জন্য দু'আ করতেন।

মুশরিকদের সঙ্গে কেন যুদ্ধ করতে হবে?

২৬৪০। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কাফির-মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত তারা কলমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই) বলে ইসলাম গ্রহণ না করে। অতএব, যখন তারা এই কলমা বলে তখন হতে তাদের জানমাল আমার নিকট নিরাপদ থাকবে, কেবল ন্যায়বিচারের খাতিরে প্রাণদণ্ড ও শাস্তির ব্যবস্থা ইসলামী বিধান মোতাবিক চালু থাকবে। প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের পর তাদের আন্তরিকতার প্রতি লক্ষ্য করা হবেনা। যদি অন্তরে দোষ-ত্রুটি থাকে, তবে তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত থাকবে।

২৬৪১। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমি অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে যেতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত তারা "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই. আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল" বলে সাক্ষ্য না দেয়, আর আমাদের কিবলা মেনে তার দিকে মুখ করে নামায না পড়ে, আর আমাদের যাবেহ্কৃত প্রাণী না খায় আর আমাদের মত (পাঁচ বেলা) নামায আদায় না করে। যখন তারা (ঈমান এনে) ঐ সকল কাজ করবে তাদের জান-মালের ক্ষতি সাধন আমাদের উপর হারাম (নিষিদ্ধ) হয়ে যাবে। কিন্তু জানমালের অধিকারের বেলায় ন্যায়বিচারের মানদণ্ড চালু থাকবে। অন্যান্য মুসলমানগণ যেরূপ সাহায্য সহানুভূতি পেয়ে থাকে, তারাও সেরূপ সাহায্য সহানুভূতি পাবে আর মুসলমানদের উপর যেরূপ অপরাধের শাস্তি বর্তায় তাদের উপরও তদ্রূপই বর্তাবে।

٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ بِمَعْنَاهُ

٢٦٤٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ. وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى الْحُرَقَاتِ فَنَذِرُوا بِنَا فَهَرَبُوا فَأَدْرَكْنَا رَجُلاً فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَضَرَبْنَاهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ لَكَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ السِّلاَحِ قَالَ أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَالَهَا أَمْ لاَ؟ مَنْ لَكَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أُسْلِمْ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ

٢٦٤٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. عَنِ اللَّيْثِ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ. عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ. أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ. فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ. ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ. فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقْتُلْهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَطَعَ يَدِي. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقْتُلْهُ. فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ. وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.

তরজমা

২৬৪২। হযরত আনাস ইব্‌নে মালিক (রা.) হতে উক্ত মর্মে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

২৬৪৩। হযরত উসামা ইব্‌নে যায়িদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষুদ্র সৈন্যদর দিয়ে হুরুকাত (নামক স্থানে যুদ্ধে) পাঠিয়েছিলেন। শত্রুগণ আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে পলায়ন করল। আমরা তাদের একজনকে ধরতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম ও চাপ সৃষ্টি করলাম। সে বলে উঠল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' তারপরও আমরা তাকে তরবারীর আঘাতে হত্যা করলাম। (মদীনায় ফেরার পর) আমি এ ঘটনা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললে, তিনি বললেন ঃ কিয়ামতের দিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' যখন তোমার বিরুদ্ধে বাদী হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট বিচার প্রার্থনা করবে তখন তোমাকে কে রক্ষা করবে, কে সাহায্য করবে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো অস্ত্রের ভয়ে কলমা পড়েছিল। তিনি বললেন, তুমি কি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছিলে যে সে ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল না সত্যই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল? তারপরও তিনি তা বারংবার বলতে থাকলেন এমন কি আমার লজ্জায় মনে হচ্ছিল যে, আমি যদি পূর্বে মুসলমান না হয়ে সেদিন ইসলাম গ্রহণ করতাম, তবে আমার এহেন অপরাধ মাফ হয়ে যেত।

২৬৪৪। হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.) বলেন, তার নিকট খবরটি এভাবে পৌছে যে, তিনি নবীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন এ ব্যাপারে – যদি আমার সাথে কোন কাফিরের সাক্ষাত হতেই সে আমার সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে আর আমার একটি হাত তরবারী দিয়ে কেটে ফেলে তারপর আমাকে একটি গাছের সাথে ধরে বলে, আমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরূপ বলার পর আমি কি তাকে হত্যা করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, না, এমতাবস্থায় তুমি তাকে হত্যা করবে না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সে তো আমার হাত কেটে ফেলেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃতবুও তুমি তাকে হত্যা করবে না। তুমি যদি তাকে হত্যা কর, তবে হত্যার পূর্বে তুমি যে অবস্থায় ছিলে, সে তোমার ঐ অবস্থায় চলে যাবে। আর তুমি তার কলমা পড়ার আগের (কুফরী) অবস্থায় চলে যাবে।

باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود

٢٦٤٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. عَنْ إِسْمَاعِيلَ. عَنْ قَيْسٍ. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ. فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ قَالَ: فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ؟ قَالَ: لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هُشَيْمٌ. وَمَعْمَرٌ. وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ. وَجَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا جَرِيرًا.

باب في التولي يوم الزحف

٢٦٤٦- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتْ {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَ تَخْفِيفٌ فَقَالَ {الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ}. قَرَأَ أَبُو تَوْبَةَ إِلَى قَوْلِهِ {يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}. قَالَ: فَلَمَّا خَفَّفَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خَفَّفَ عَنْهُمْ.

তরজমা ---

যারা সিজ্‌দায় দৃঢ় থেকে আত্মরক্ষা করতে চায় তাদেরকে খুন করা বারন

২৬৪৫। হযরত জারীর ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাস'আম গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য একদল সৈন্য পাঠালেন। উক্ত গোত্রের কিছু লোকজন সিজ্‌দায় পতিত হয়ে (ইসলাম গ্রহণের বাহ্যিক প্রকাশ দ্বারা) আত্মরক্ষা করতে চাইল। কিন্তু ফল হলনা, বরং মুসলিম সৈন্যদল তাড়াতাড়ি তাদেরকে হত্যা করল। জারীর (রা.) বলেন,এ হত্যার খবর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছার পর তিনি নিহতদের উত্তরাধীকারগণকে রক্তের অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আমি এ সকল মুসলমানদের কোন দায়িত্ব রাখি না যারা মুশরিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেন? তিনি বললেন, (মুসলিম আর মুশরিকদের একস্থানে বসবাস করতে নাই) তারা একে অপর হতে এরূপ দূরত্বে বাস করবে যাতে একের ঘরের প্রজ্জ্বলিত আগুন অপরের ঘর হতে দেখা না যায়। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, এ হাদীসটি মা'মার, হুশায়ম, খালিদ প্রমুখ অনেকেই বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁরা জারীর (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেননি, (বরং মুরসাল হাদীস হিসাবেই বর্ণনা করেছেন)।

যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন

২৬৪৬। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (পবিত্র কুরআনের আয়াত) إِنْ يَكُنْ الخ (অর্থ) "যদি তোমাদের বিশজন সবল সহিষ্ণু সৈন্য থাকে তবে দু'শ' কাফির সৈন্যের উপর তারা জয়ী হবে।" (শত্রুর ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করতে পারবে না) নাযিল হল, তখন এহেন কড়া নির্দেশটি যে একজন মুসলিমকে দশজন কাফিররের মুকাবিলা করা আল্লাহ্ তাদের উপর ফরয করে দিলেন, মুসলমানের উপর বড়ই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ল। এরপর তা হাল্কা করে সহজকারী আয়াত আসল, যাতে বলা হল, এখন আল্লাহ্ তা'আলা কড়া নির্দেশটি তোমাদের প্রতি হাল্কা করে দিয়েছেন। কারণ, তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে দুর্বল লোক রয়েছে। অতএব তোমাদের একশ জন অবিচলিত যোদ্ধা দু'শ' জন কাফিরের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হবে আর এক হাজার জন থাকলে তারা দু'হাজার শত্রু সৈন্যের মুকাবিলা করে জয়ী হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, সহজীকরণের সময় যে হারে সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন, সে পরিমাণে আল্লাহ্ তা'য়ালা অটল অচল থাকার ব্যাপারটিও হাল্কা করে দিয়েছেন।

٢٦٤٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ . أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَهُ . أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ . أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ قَالَ : فَلَمَّا بَرَزْنَا قُلْنَا : كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ ؟ فَقُلْنَا : نَدْخُلُ الْمَدِينَةَ فَنَتَثَبَّتُ فِيهَا وَنَذْهَبُ وَلاَ يَرَانَا أَحَدٌ . قَالَ : فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا : لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَإِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ أَقَمْنَا . وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ ذَهَبْنَا . قَالَ : فَجَلَسْنَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ . فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا : نَحْنُ الْفَرَّارُونَ فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ : لاَ . بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ . قَالَ : فَدَنَوْنَا فَقَبَّلْنَا يَدَهُ . فَقَالَ : أَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ .

٢٦٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمِصْرِيُّ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ . حَدَّثَنَا دَاوُدُ . عَنْ أَبِي نَضْرَةَ . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . قَالَ : نَزَلَتْ فِي يَوْمِ بَدْرٍ {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} .

তরজমা ---

২৬৪৭। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক প্রেরিত খণ্ড যুদ্ধসমূহের মধ্যে কোন এক যুদ্ধের সেনাদলে শামিল ছিলেন। তিনি বলেন, সে যুদ্ধক্ষেত্র হতে লোকেরা কৌশলে পালাতে লাগল। আমিও আত্মগোপনকারীদের মধ্যে ছিলাম। বিপদ কাটার পর যখন আমরা বাইরে আসলাম তখন আমরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলাম, আমরা তো যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালানোর অপরাধে আল্লাহ্র গযবের পাত্র হয়েছি। এখন কি করে বাঁচব এবং লজ্জার হাত হতে রক্ষা পাব? আমরা আলোচনার মাধ্যমে সাব্যস্ত করলাম, রাতের বেলায় মদীনায় ফিরে গিয়ে সেখানে চুপে চুপে কাটাবো যাতে কেউ আমাদেরকে দেখতে না পায়। তথা হতে পুনরায় যেন যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পারি। মদীনায় প্রবেশের পর খেয়াল হল আমরা যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিজেরাই যাই এবং আমাদের তাওবা গৃহীত হয় তবে তো ভালই, সেখানে থেকে গেলাম। অন্যথায় অন্যত্র চলে যাব। তিনি বলেন, এহেন চিন্তা-ভাবনা করে আমরা ফজরের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত নবীজি ﷺ-এর প্রতীক্ষায় বসে রইলাম। তিনি যখন নামাযের জন্য ঘর হতে বের হলেন, আমরা তাঁর দিকে ছুটে গিয়ে অপরাধীর স্বরে বললাম, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নকারী। তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, না তোমরা তো পলায়নকারী নও, বরং রণকৌশলে আপন দলের আশ্রয়গ্রহণকারী। একথা শুনে আমাদের ভয় কেটে গেল এবং আমরা তাঁর নিকটে গিয়ে তাঁর হাত মুবারক চুম্বন করলাম। তিনি বললেন,আমি মুসলমানদের আশ্রয়স্থল।

২৬৪৮। হযরত আবূ সাইদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (পবিত্র কুরআনের আয়াত) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ (অর্থ) "আর যে ব্যক্তি সেদিন পিঠ প্রদর্শন করে জিহাদের ময়দান হতে পালাবে" বদর যুদ্ধের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল।

তাশরীহ ---

قوله نَزَلَتْ فِي يَوْمِ بَدْرٍ {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} .

জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা অধিকাংশ আলেমের মতে হারাম। এ বিধানটি শুধু বদরের যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় বরং সকল জিহাদের ময়দানের ক্ষেত্রে এ বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য। বদরের যুদ্ধে পলায়ন করার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে অকাট্য দলীল দ্বারা তা প্রমাণিত। তাই এতে কারো কোনো মতবিরোধ নেই। মতবিরোধ হল, বদরের যুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য জিহাদের ক্ষেত্রেও এ বিধান অবশিষ্ট আছে কি-না? জুমহূরের মতে বদরের যুদ্ধের মতো পরবর্তী সকল জিহাদের ক্ষেত্রেও এ বিধানটি সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে শর্ত হল, কাফেরের সংখ্যা দুই গুণ থেকে বেশি না হতে হবে। যদি তাদের সংখ্যা দুই গুণের চেয়ে অধিক হয়, তখন ময়দান থেকে পলায়ন করা জায়েয। অবশ্য তখনও ময়দান থেকে পলায়ন না করাই উত্তম।